রৌরব

বিশেষ সংখ্যা/যোশেফ স্তালিন

রৌরবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সহকর্মী
কবি সত্যজিত ভট্টাচার্য
আর আমাদের মধ্যে নেই

রৌরব

সাহিত্য ও সংস্কৃতির ত্রৈমাসিক

বিশেষ সংখ্যা ঃ যোশেফ স্তালিন

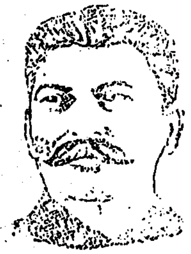

রৌরবের কথা

তিন — ছয়

স্মরণ

ডিন অফ ক্যানটারবারী ।। পাবলো নেরুদা ।। ইলিয়া এরেনবুর্গ ।। মাদাম সান্-ইয়াৎসেন ।। নেহরু ।। আঁরি বারবুস ।। ঝুকভ ।।পাবলো নেরুদা ।। সমীর রায় ।। নাসের হোসেন ।। স্বপন দত্ত ।। গোপাল ভট্টাচার্য ।। শান্তিময় মুখোপাধ্যায় ।। উমাপদ কর

এক—চৌত্রিশ

প্রসঙ্গ ঃ স্তালিন ও রাশিয়া

নতুন সভ্যতা ।। সিডনি ওয়েব, বিয়েত্রিচ ওয়েব স্তালিন প্রসঙ্গে লেনিন ।। মণি গুহ

এক—পনের

প্রসঙ্গ ঃ নিস্তালিনীকরণ

কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনাম ও স্মৃতি সৌধ ।। বিশতম কংগ্রেস এবং পরবর্তীকাল ।। নেইল গুল্ড ব্যক্তিপূজা ।। বিংশতি কংগ্রেস ও স্তালিন মণি গুহ যুগোশ্লাভিয়া কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং অল ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যে চিঠিপত্র

স্তালিনের সপক্ষে ।। স্তালিন মৃত্যুর আগে ও পরে ক্রুশ্চভের ভূমিকা

এক—আটষট্টি

প্রসঙ্গ : জাতীয় ও আন্তর্জাতিক

জার্মান-সোভিয়েত অনাক্রমণ চুক্তি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আঁদ্রে ঝানভ ।। মার্কসবাদ ও জাতি সমস্যা বিজয় সিং উৎক্ষিপ্ত : গর্কী হত্যা

এক – ছাব্বিশ

প্রসঙ্গ : সংবিধান

সোভিয়েত সংবিধান

এক বারো

প্রসঙ্গ : শিল্প ও সাহিত্য

শিল্প ও সাহিত্যে চিন্তার স্বাধীনতা ।। আর্নস্ট টলার স্তালিন আমলে সাহিত্যিক নিপীড়ণের একটি ঘটনা ।। কনস্তান্তিন সিমোনভ সমাজতান্ত্রিক শিল্প ও সংস্কৃতি : স্তালিন ।। বনবিহারী চক্রবর্তী

এক — ষোল

প্রসঙ্গ : চিঠিপত্র ও সাক্ষাৎকার

স্তালিনের চিঠি : গর্কী, লারগো ক্যাবেলরো, হেনরি ওয়ালেস এবং প্রফেসার রাসিনকে

এক — পাঁচ

স্তালিনের সাক্ষাৎকার : প্রাভদার সাংবাদিক, এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের এডি গিলমোর, লণ্ডনের সানডে টাইমসের আলেকজাণ্ডার ওয়ার্থ, ইউনাইটেড প্রেসের হাফ বাইলিই, হ্যারোল্ড স্তাসেন, ইলিয়ট রুজভেল্ট, কিংসবেরী স্মিথ, মার্কিন শ্রমিক প্রতিনিধি মণ্ডলী, এমিল লুডভিগ, এইচ জি ওয়েলসের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে ।।

এক — বত্রিশ

স্তালিনের নির্বাচনী ভাষণ এবং শেষ ভাষণ

স্তালিন নির্বাচনী জেলায় জে, ভি, স্তালিনের নির্বাচনী ভাষণ ।। শেষ ভাষণ

এক — ছয়

প্রচ্ছদ :

কৌশিক রায় চৌধুরী

প্রকাশ : পাঁচ মার্চ ১৯৯২

সম্পাদক :

শুভ চট্টোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক :

গোপাল ভট্টাচার্য

প্রধান কার্যালয় :

২৪/৩ শহিদ সূর্য সেন রোড ।। বহরমপুর ৭৪২১০১

মুর্শিদাবাদ ।। পশ্চিমবঙ্গ

হাওড়া ও কলকাতা কার্যালয়

গোপাল ভট্টাচার্য ।। ১১ বিহারীলাল চক্রবর্তী লেন ।। হাওড়া—৭১১ ১০১

এই সংখ্যার যে কোনো রচনার পুনর্মুদ্রণ অনুমতি সাপেক্ষ এবং ব্যবসায়িক মুদ্রণ নিষিদ্ধ।

বৈঠকের কথা

আজ স্তালিনের উনচল্লিশতম মৃত্যু-বার্ষিকী, স্তালিনকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণের দিন, তাঁর জীবন ও কর্মের মূল্যায়নের দিন। দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষের কাছে স্তালিন প্রশ্নটি তাঁদের জীবন-মরণের প্রশ্ন, কোনো দিক দিয়েই তা কেতাবী বা বিদ্যাভিমানী নয়। তাদের কাছে স্তালিন ছিলেন সমাজতন্ত্রের মূর্ত প্রতীক, তারা স্তালিন আর সমাজতন্ত্রকে কখনও আলাদা করে দেখেনি। আজকের বিশ্ব-ব্যাপী প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিবিপ্লবের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনগুলিতে, স্তালিনের উনচল্লিশতম মৃত্যু বার্ষিকীতে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই শ্রমজীবী মানুষদের কাছে স্তালিনের অভাব গভীরভাবে অনুভূত হয় আর হৃদপিণ্ডের গভীর শূন্যতার ফাঁক দিয়ে আপনা থেকেই বেরিয়ে আসে 'আহা! আজ যদি স্তালিন থাকতেন!' দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণী এবং শ্রমজীবী মানুষ আজ নেতৃত্বহীন—তাই স্তালিনের অভাব বোধটা তাদের কাছে আরও তীব্র, আরও রক্তাক্ত।

না, আমরা স্তালিন পূজা করতে বসিনি, তাঁকে বুঝতে, মূল্যায়ন করতে চেষ্টা করছি। স্তালিনকে যদি সত্যিই বুঝতে হয় এবং সমাজের দু'টি মূল বিপরীত শ্রেণীর একটির—শ্রমিক শ্রেণীরদৃষ্টভঙ্গিতে যদি তাঁকে মূল্যায়ন করতে হয়, তবে অন্যান্য ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন এবং স্তালিন যেভাবে দেখেছিলেন, ঠিক সেইভাবেই দেখতে হবে. স্তালিন বলে তাঁর কাছ থেকে 'আরও কিছু পাবো' এই আত্মগত আকাঙ্খার দৃষ্টিতে দেখলে হতাশই হতে হবে। ঐতিহাসিক ব্যক্তি—তিনি নেপোলিয়নই হোন বা লেনিনই হোন—তাঁরা তাঁদের সমাজ এবং শ্রেণীর ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই সেই সমাজ এবং শ্রেণীর তৎকালীন সামাজিক এবং শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের প্রক্রিয়ার মধ্য থেকেই উদ্ভূত হন। আর তাই, সেই ব্যক্তির মধ্যে যেমন ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তার সচেতন এবং দূর-প্রসারী দৃষ্টি থাকে, ঠিক তেমনিই থাকে তৎকালীন সামাজিক ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব সংঘর্ষের প্রেক্ষাপটের সীমাবদ্ধতা। জনগণ ইতিহাস সৃষ্টি করে, একথা খুবই ঠিক, আবার সেই ইতিহাস সৃষ্টির প্রেক্ষাপটটি নির্বাচনের স্বাধীনতা যে তাদের থাকে না সে কথাও ঠিক। কারণ প্রেক্ষাপটটি গড়ে উঠেছে পূর্ব পুরুষ-দের ইতিহাস সৃষ্টির ফলে। যে ব্যক্তি এই প্রেক্ষাপটের চত্বরে থেকেই প্রেক্ষাপটের চার দেয়াল ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং সেই প্রয়োজনীয়তা কার্যকরী করবার মতো দূর-দৃষ্টি সম্পন্ন তিনিই ইতিহাসের ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। কিন্তু তিনি শীর্ষে থাকলেও সমগ্র জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এগোবার প্রয়োজনীয়তা থেকেই তাকেও পুরনো, ক্ষয়িষ্ণু প্রেক্ষাপটের সীমাবদ্ধতার সঙ্গে বেশ খানিকটা মানিয়ে নিতে হয়। 'জঞ্জাল' বলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারেন না। আর তাই, কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বই সম-সাময়িক সামাজিক শ্রেণীদ্বন্দ্ব সংঘর্ষের নেতিবাচক দিকগুলির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত বা উর্দ্ধে থাকতে পারেন না। স্তালিন এর ব্যতিক্রম থাকবেন এরূপ ধারণাটাই ভ্রান্ত। ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের মূল্যায়নে এই মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে যদি কেউ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে এই সীমাবদ্ধতার উর্দ্ধে স্থান দিয়ে তাঁকে 'অবতার' করেন, 'যুগে যুগে সম্ভবামি' করেন—তবে অবতার স্তালিন সম্বন্ধে তাঁদের একদিন না একদিন বলতেই হবে—'না, আমরা যা ভেবেছিলাম, ইনি তা নন। ইনি অবতার ঠিকই, তবে খানিকটা কলঙ্কিত অবতার। শতকরা একশো ভাগ অবতার নন'।

স্তালিন সমালোচকগণ 'স্তালিন অনেক ভুল করেছিলেন' যখন বলেন, তখন হয়তো তাঁরা ভুলে যান যে, মার্কস, এঙ্গেলস্ অনেক ভুল করেছিলেন,

তাহলে স্তালিনই কেন একমাত্র শতকরা একশো ভাগ হিশেবের আওতায় আসবেন ? মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিন নয় কেন ? আসলে, স্তালিন সমালোচকগণ মুখে ব্যক্তিপূজার বিরোধী হলেও অন্তরে স্তালিনকে দেখতে চান 'অবতার' রূপে। এটা স্তালিনের প্রতি তাঁদের অসীম শ্রদ্ধারই অভিব্যক্তি, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই শ্রদ্ধা মার্কসীয় অন্তর্বস্তু-বিহীন। তাঁরা ভুলে যান যে, যে কোনো মানুষেরই ভুল হওয়াটা একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। এমন কোন মানুষই নেই যিনি ভুল করেন নি বা করেন না। কেন সব মানুষই ভুল করে, কেন মানুষ ভুল করবেই ? ভুল মানুষ তখনই করেনা যখন সে বিষয়গত এবং বিষয়ীগত এই অবস্থা দুটির 'আদর্শ' বা চূড়ান্ত একাত্মতা আনতে পারে। কিন্তু বিষয়গত এবং বিষয়ীগত অবস্থা দুটির 'আদর্শ বা চূড়ান্ত একাত্মতা (আইডেন্টিটি) কখনও ঘটেনা, ঘটতে পারে না, কেন পারে না ? কারণ বিশ্লেষক নিজেই (বিষয়ীগত) বিষয়গত অবস্থার বিশ্লেষণকারী—তাই তার বিশ্লেষণে বিষয়ীগত ছাপ খানিকটা পড়বেই। তাই, মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন এবং স্তালিন সকলেই বলেছেন "প্রায় সঠিকের নিকটতম সত্যকেই' ('nearest to the approximation of truth') সঠিক সত্য বলে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই! তাইতো, সত্যকে যাচাই করতে হয় প্রয়োগের কষ্টি পাথরে। সুতরাং, মানুষের ভুল হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

লেনিন বলেছেন, "একজন ব্যক্তির সম্বন্ধে যা প্রযোজ্য তা একটি পার্টি এবং রাজনীতি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। যিনি ভুল করেন না, তিনি প্রজ্ঞাবানও হতে পারেন না, তাঁকেই প্রজ্ঞাবান বলা যায়, যিনি খুব গুরুতর ভুল করেন না এবং যিনি জানেন কেমন করে অতি সহজেই এবং দ্রুত সেই ভুলের সংশোধন করা যায়।"

এত সব কিছুর পরেও "স্তালিন অনেক ভুল করেছিলেন" এই ভোঁতা হাতিয়ারটি নিয়ে যখন আধুনিক সংশোধনবাদ স্তালিন-নেতৃত্ব-বিহীন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের উপরে প্রচণ্ড বেগে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, ঠিক সেই সময়েই 'স্তালিন সত্যই অনেক ভুল করেছিলেন, তবে''''' ইত্যাদি বলে ক্ষমা প্রার্থীর ভঙ্গিতে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করাটা কি সুনিশ্চিতভাবেই আধুনিক সংশোধনবাদকে নৈতিকভাবে শক্তিশালী করেনি ? অভিজ্ঞতা কি বলে ? নতুন করে ভেবে দেখবার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা নয় কি ?

স্তালিন 'অনেক ভুল করেছেন' বলে ক্ষমাপ্রার্থীর আত্মরক্ষামূলক ভ্রান্ত অবস্থানের পরিবর্তে আজকের দিনে, স্তালিন মূল্যায়নের সর্বোত্তম পন্থা হলো, একদিকে, স্তালিন আমলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতন্ত্র এবং দুনিয়ার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন এবং অপরদিকে, স্তালিনোত্তর আমলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতন্ত্র এবং দুনিয়ার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন—এই দু'টি সময়কার তুলনা করা। এই বিষয়গত তুলনায় ধরা পড়বে—সামগ্রিকভাবে এবং মূলত তিন দশক ব্যাপী স্তালিন নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ দুনিয়াব্যাপী সমাজতন্ত্রের অব্যাহত অগ্রগতি হয়েছিল না পিছিয়ে গিয়েছিল ? এই দুই সময়কার তুলনায় যদি আমরা দেখি স্তালিন আমলে সামগ্রিকভাবে এবং মূলত সোভিয়েত ইউনিয়নসহ দুনিয়ার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন অব্যাহত গতিতে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে গিয়েছিল তবে স্তালিনের অনেক ছোট খাটো ভুল সত্ত্বেও, আমাদের এই সিদ্ধান্তেই আসতে হবে যে, স্তালিন কোনো মৌলিক বা গুরুতর ভুল করেন নি। এই-ই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তবে স্বাভাবিকভাবেই "স্তালিন অনেক ভুল করেছিলেন' অভিযোগটির কোনো গুরুত্বই থাকে না—তা নিরর্থক এবং অবান্তর হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও যদি কেউ অভিযোগটি আঁকড়ে ধরে চলতে থাকেন, তবে তাঁর অভিযোগকে কেউ যদি উদ্দেশ্যমূলক ভাবেন, তবে তা কি খুবই অন্যায় হবে ?

এ কথা অনস্বীকার্য যে, স্তালিন সমালোচকগণের প্রত্যেকেই এই অভিমত পোষণ করেন যে, স্তালিন আমলে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ দুনিয়ার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন অব্যাহতভাবে এগিয়ে গিয়েছিল এবং তার জন্য তাঁরা প্রত্যেকেই স্তালিন নেতৃত্বের কৃতিত্বের প্রশংসাও করেন। কিন্তু একথাও অনস্বীকার্য যে, তাঁরা স্তালিন নেতৃত্বের কৃতিত্বের একটা সীমারেখাও টেনে দিয়েছেন আর এই সীমারেখাটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী অবসানের সীমানাতেই শেষ হয়ে গিয়েছে। তাঁদের কাছে যুদ্ধোত্তর স্তালিন "শেষ বয়সের স্তালিন", আর "শেষ বয়সের স্তালিন" অন্য এক স্তালিন, 'স্বৈরাচারী' স্তালিন। স্তালিন সম্বন্ধে তাঁদের উপসংহার, "দোষে গুণে স্তালিন মহান।" আমাদের আপত্তি স্তালিনকে তাঁরা 'দোষে গুণে মহান' বলেছেন বলে নয়, তাঁরা স্তালিনকে মহানুভবভাবে—অ-রাজনৈতিকভাবে বিচার করেছেন বলে। তাঁরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর (১৯৪৫-৫২) সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ অবস্থা, আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অবস্থা এবং বিশ্ব রাজনীতির অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্তালিনের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার বিন্দুমাত্র বিশ্লেষণও করেন নি এবং যা না করার ফলেই তাঁরা সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের মূল এবং আশু কারণগুলিও ধরতে পারেন নি। তাঁরা কেবল "শেষ বয়সে" স্তালিনের "স্বৈরাচার" এবং "অতিরিক্ত প্রশংসায় স্তালিনের মাথা ঘুরে যাওয়াই" দেখেছেন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে প্রায় একক ভাবেই, গৌরবোজ্জ্বল ভাবে বিজয়ী হয়েছিল ঠিকই এবং এর জন্য স্তালিন নেতৃত্বের কৃতিত্ব এবং সমাজতন্ত্রের শক্তির প্রশংসা অবশ্যই প্রাপ্য। কিন্তু এই বিজয়ের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতন্ত্রকে যে কতো মূল্য দিতে হয়েছে তা একবারও স্তালিন সমালোচকগণ ভেবেছেন বা উল্লেখ করেছেন কি ? তাঁরা একবারও ভেবেছেন কি যে, একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের জন্যই সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে এত অধিক মূল্য দেওয়ার ফলেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সেখানকার সমাজতন্ত্রে ব্যাপকভাবে বিকৃতি ঘটেছিলো ? তাঁরা একবারও ভেবেছেন কি বা উল্লেখ করেছেন কি যে, সোভিয়েতের যুদ্ধটা ছিল দেশপ্রেমিক যুদ্ধ—সমাজতন্ত্রের যুদ্ধ নয়—তাই, সোভিয়েত নাগরিকদের চেতনায় বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের প্রভাব সঞ্চারিত হবে, বৃদ্ধি পাবে, এতো খুবই স্বাভাবিক। স্তালিনের কোনো ভুল বা নির্ভুল তত্ত্ব তা প্রতিরোধ করতে পারবেনা। যেখানে এই জাতীয়তাবাদী চেতনা সঞ্চারের প্রতিরোধে যদি প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের শ্লোগান এবং কর্মপন্থা নিয়ে অগ্রসর হওয়া যায়—তবে যুদ্ধটা আর দেশপ্রেমিক থাকেনা—মৈত্রীটাও টেকেনা এবং দেশব্যাপী সকল মানুষের এক সক্রিয় ও সংগ্রামী মোর্চা গঠনও সম্ভব হয় না, আপনি জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম করবেন আর দেশের লোকের মধ্যে জাতীয়তাবাদের প্রভাব বৃদ্ধি পাবেনা এমনটা তো হতে পারে না। সোভিয়েত ইউনিয়নেও তাই, আন্তর্জাতিক সঙ্গীতকে রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত হিশেবে বাতিল করে দেশপ্রেমিক যুদ্ধের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নতুন জাতীয় সঙ্গীত প্রবর্তন করতে হয়। বিজয়ের জন্য এক দেশের সমাজতন্ত্রকে এই মূল্য দিতে হয়—যেটি স্তালিন সমালোচকদের মনে রাখা প্রয়োজন

বলেই মনে হয়।

এই যুদ্ধের মধ্যেই কারখানা সমূহ এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে ডাইরেক্টর এবং পরিচালক মণ্ডলীর হাতেই সরাসরি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দিতে হয়, ট্রেড ইউনিয়ন এবং পার্টি কমিটির নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাতিল করতে হয়। যার ফলে প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্বের মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং সমাজতন্ত্রকে বিকৃত করে। এই মূল্যও সোভিয়েত ইউনিয়নকে দিতে হয়েছিল যুদ্ধে বিজয়ের জন্যই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিজয়ী হয়েছিল, কিন্তু যুদ্ধের চার বছরের মধ্যে আড়াই কোটি লোকের ঘর বাড়ি ছিলনা, এক হাজার সাতশো নগর, সাতাশ হাজার গ্রাম সম্পূর্ণভাবে বা বহুলাংশে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আটত্রিশ হাজার পাঁচশো মাইল রেলপথ এবং ডনবাসের শতকরা নিরানব্বইটি খনি বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল, সতেরো লক্ষ ঘোড়া, প্রায় দু কোটির মতো গরু ও বলদ, দু কোটি শুয়োর জার্মান ফ্যাসিস্টরা নিয়ে গিয়েছিল বা মেরে ফেলেছিল, তিন হাজারেরও বেশী যন্ত্র শিল্প কারখানা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং আড়াই কোটি সোভিয়েত নাগরিক এই যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করেছিল। সম্পদশালী সুবিস্তীর্ণ কৃষি অঞ্চলগুলি হয়েছিল মরুভূমি সদৃশ। এইতো গেল ক্ষয় ক্ষতির একটা সাধারণ ছবি। এই যুদ্ধে সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম সারির পঁয়ত্রিশ লক্ষ কর্মীকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে এবং ১৯৪৬ সালের জানুয়ারি মাসের এক হিসেবে দেখা যায় যে, জার্মান আক্রমণের আগে যাঁরা পার্টি সদস্য ছিলেন তার এক তৃতীয়াংশ মাত্র (প্রার্থী সদস্য সমেত) জীবিত রয়েছেন। এর অর্থ পার্টি তার নির্ভরযোগ্য, মতাদর্শগতভাবে সমৃদ্ধ এবং অভিজ্ঞ পার্টি সদস্যদের হারিয়ে যুদ্ধোত্তরকালে তুলনামূলকভাবে অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে। ১৯৪৬ সালের একটি রিপোর্টে দেখা যায় (টি, এইচ, রিগবি, কমিউনিষ্ট পার্টি মেম্বারশিপ ইন দা ইউ, এস, এস, আর ১৯১৭-৬৭, প্রিন্সটন, ১৯৬৮, পৃঃ ২৭৫-৬)। পার্টি নতুন সদস্য করা সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে এবং বর্তমান সদস্যদের শিক্ষা এবং রাজনৈতিক সংহতি-করণের দিকে অধিকতর মনোযোগ দিয়েছে। ম্যালেনকভ-এর বক্তব্যানুযায়ী "আরও সতর্কভাবে পার্টি সদস্য বাছাই করতে হবে, প্রার্থীদের গুণাগুণ সম্পর্কে আরও কঠোর হতে হবে পার্টির সদস্য সংখ্যার পরিমাণের সঙ্গে সদস্যদের এবং প্রার্থী সদস্যদের রাজনৈতিক চেতনায় যে ফারাক রয়েছে" তার জন্যই এই ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হয়েছে।

পার্টির অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির ঊনবিংশতি কংগ্রেসে ম্যালেনকভ তাঁর রিপোর্টে বলেছেন :

'যুদ্ধাবসানের পরে শান্তিপূর্ণ কর্মকাণ্ডে ফিরে আসার ফলে দেশের সামনে যে সমস্ত নতুন কর্তব্য দেখা দিয়েছে সেগুলি পালন করবার জন্য প্রয়োজন পার্টির অভ্যন্তরীণ কর্ম পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধন করা এবং রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে পার্টি সংগঠন সমূহের আরো উচ্চাঙ্গের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, যুদ্ধকালীন অবস্থার চাহিদায় পার্টি নেতৃত্বের পক্ষে কতকগুলি পদ্ধতিকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছিল যার ফলে পার্টি সংস্থা ও সংগঠনগুলির কাজের মধ্যে কতকগুলি বেশ বড়ো রকমের গলদ দেখা দিয়েছে। ফলে পার্টি সংগঠনগুলি কোনো কোনো ক্ষেত্রে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নেতৃত্বমূলক, সংগ্রামশীল ও স্বয়ংক্রিয় সংস্থা থেকে, স্থানীয় সংকীর্ণ-বিভাগীয় ও অপরাপর রাষ্ট্র বিরোধী ঝোঁকগুলিকে দমন করতে এবং অর্থনীতি ক্ষেত্রে পার্টি নীতির দারুণ বিকৃতিগুলি ও রাষ্ট্রের স্বার্থ বিরোধী কাজগুলির মোকাবিলা করতে অক্ষম।... একথাও স্বীকার করতেই হবে যে, পার্টি সংগঠনগুলির কর্ম জীবনে এখনও অবাঞ্ছনীয় এমন কি মাঝে মাঝে অসাস্থ্যকর রীতিনীতির সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। সেগুলি বুঝতে হবে, খুঁজে বের করে এমনভাবে উদ্‌ঘাটিত করতে হবে যাতে করে ঐগুলি নির্মূল ও অতিক্রম করে সাফল্যপূর্ণ অগ্রগতির নিশ্চিত ব্যবস্থা করা যায়। আমাদের ভুল ত্রুটি দুর্বলতা ও ব্যাধির স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের প্রধান উপায় হিসেবে আত্মসমালোচনা বিশেষ করে, নীচু থেকে আত্মসমালোচনা এখনও সমস্ত পার্টি সংগঠনে গড়ে তোলা হয়নি, পূর্ণমাত্রায় তো তা কোথাও গড়ে তোলা হয়নি। ...বহু পার্টি সংগঠন মতাদর্শগত কাজের উপর যথাযোগ্য গুরুত্ব দেয় না। ...আমাদের সোভিয়েত সমাজে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের কোনো শ্রেণীগত বনিয়াদ নেই থাকতেও পারেনা। ...কিন্তু তা সত্ত্বেও বুর্জোয়া ভাবাদর্শের কিছু কিছু অবশিষ্ঠাংশগুলি আপনা থেকেই সরে যায় না, এগুলি নাছোড়বান্দার মতো পেছনে লেগে থাকে এবং এদের আবার ডালপালা গজাতে পারে। তাই, এগুলির বিরুদ্ধে দৃঢ় শ্রেণী সংগ্রাম চালানো দরকার। ...বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন চক্র যে একচেটিয়া অধিকার কায়েম করে আছে তা এখন পর্যন্ত পুরোপুরি অবসান করা হয়নি। এই চক্রগুলি নতুন ও বর্দ্ধিষ্ণু শক্তির অগ্রগতির পথে বাধা দান করে, নিজেদের সমালোচনার উর্দ্ধে স্থাপন করে এবং বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের সমাধান করতে চায় শাসনতান্ত্রিক হুকুম জারী করে। ...পুঁজিবাদী মনোবৃত্তির ধ্বংসাবশেষ থেকে, পুরনো সমাজের কুসংস্কার এবং ক্ষতিকারক ভাবধারার প্রভাব থেকে মানুষের মনকে বিমুক্ত করার কাজে তত্ত্বগত কার্যকলাপের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পার্টিকে গ্রহণ করতে হবে।"

দেখা যাচ্ছে সমস্যা, দুর্বলতা এবং ত্রুটিগুলি খুঁজে বের করা হয়েছে এবং এ সবের বিরুদ্ধে সংগ্রামেরও প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। এটা হয়েছে ১৯৫২ সালের নভেম্বর মাসে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, ১৯৪৫ সালে যুদ্ধ শেষ হয়েছে আর প্রায় সাত বছর পরে কেন ম্যালেনকভ-এর এই পদক্ষেপ? ঠিক এই প্রশ্নটিতেও স্তালিন সমালোচকগণ নীরব থাকেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে আধুনিক সংশোধনবাদ ও বুর্জোয়া ভাবধারার বিরুদ্ধে এবং একই সময়ে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ঠাণ্ডা যুদ্ধের রাজনীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় এককভাবেই স্তালিনকে নীতি নির্ধারণ করতে হয়েছিল এবং সংগ্রাম সংগঠিত করতে হয়েছিল, স্তালিন সমালোচকদের এই অভিযোগ (যাকে তারা স্বৈরাচারী বলেছেন) খুবই ঠিক। যেহেতু সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃবৃন্দের এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই সংশোধনবাদী অভিমত পোষণ করছিলেন তাই স্তালিনকে সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে প্রায় এককভাবেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা কার্যকরী করার ব্যবস্থা করতে হয়। এই সব প্রশ্নে যদি স্তালিন সমালোচকগণ পার্টির মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ আর সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রশ্ন তোলেন, তবে তাঁরা কোন মৌলনীতি এবং কার্যকলাপের স্বপক্ষে প্রশ্ন তোলেন? তাঁরা আধুনিক সংশোধনবাদের পক্ষে না বিপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রশ্ন তুলছেন? গণতন্ত্র বা স্বৈরাচার তো কোনো বিমূর্ত, আধার বিহীন স্রেফ অনুষ্ঠান-সর্বস্ব কিছু হতে পারে না, অবশ্যই তার একটা শ্রেণী মর্মবস্তু থাকবে। স্তালিন সমালোচকগণ যদি মর্মবস্তুটুকু আবর্জনায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গণতন্ত্রের ছোবড়া নিয়ে আনন্দে নৃত্য করেন তাহলে বলবার সত্যিই কিছু থাকে না।

স্তালিন সমালোচকগণ কি জানেন না যে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক পত্রিকা "বলশেভিক" সেই ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যাতে লিখেছিল : "আমাদের জনগণের একাংশের চেতনায় জাতীয়তাবাদের যে অবশিষ্টাংশটুকু রয়েছে তা যুদ্ধের মধ্যে বিরুদ্ধ মতাদর্শের প্রভাবে সুতীব্র হয়ে উঠেছে।" ভাবধারার ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে উপলব্ধি করবার জন্য এই একটি লাইনই যথেষ্ট। স্তালিন সমালোচকগণ জানেন কি যে "যুদ্ধোত্তর কালের পুঁজিবাদী অর্থনীতি" শীর্ষক বই-এ এককালের সুপ্রসিদ্ধ মার্কসীয় অর্থনীতিবিদ ইউজেন ভার্গা কিভাবে নয়া পুঁজিবাদের পক্ষে ওকালতী ক'রে ইউরোপে শান্তিপূর্ণ পথে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটবে তার এক ঘুম পাড়ানো তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন ? স্তালিন নেতৃত্বে সংগঠিত সোভিয়েত অর্থনীতিবিদদের তিন তিনটে বিতর্কের পরে অবশেষে ভার্গা তার সংশোধনবাদী ভুল স্বীকারে বাধ্য হন। ভার্গা বিতর্কই প্রমাণ করে সোভিয়েত বুদ্ধিজীবীরা মার্কসবাদী চিন্তাধারা সম্পর্কে দোদুল্যমান হয়ে উঠেছেন। এটাই স্বাভাবিক। এটা স্তালিনের কোনো ভুল বা নির্ভুল তত্ত্বের ফল নয়। বুদ্ধিজীবীরা তখনই মার্কসবাদের পক্ষে দাঁড়াতে ভরসা পান, যখন তাঁরা বুঝতে পারেন এটাই শক্ত ঘাটি অর্থাৎ, শ্রমিকশ্রেণী যখন শক্ত মাটির উপরে দাঁড়ায়। স্তালিন সমালোচকগণ কি জানেন যে, স্তালিন নেতৃত্বে ঝানভ সোভিয়েত ইউনিয়নে বুর্জোয়া কসমোপলিটানিজম-এর বিরুদ্ধে কি ব্যাপক এবং গভীর প্রচারান্দোলন সংগঠিত করেছিলেন ? কিন্তু এই আন্দোলনও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি, কারণ এই আন্দোলনকে সমর্থনের নামে কতিপয় ব্যক্তি এই আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় ইহুদী বিদ্বেষে এবং এভাবেই তারা এই আন্দোলনকে ভেতর থেকে অন্তর্ঘাত করে। স্তালিন সমালোচকগণ কি জানেন, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য এবং সঙ্গীত সম্পর্কে ঝানভের নেতৃত্বে এক ব্যাপক বিতর্ক ও আলোচনা সোভিয়েত ইউনিয়নের কোণে কোণে সংগঠিত হয় ? অথচ, তবুও স্তালিন সমালোচকগণ বলেন, স্তালিন মতাদর্শগত কোনো সংগ্রাম করেন নি, কোনো সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলেন নি ! স্তালিন সমালোচকগণ কি স্তালিনের "প্রবলেমস অব লিঙ্গুইস্টিকস" এর প্রশ্নোত্তর সংগঠিত করার কথা জানেন ? বিজ্ঞানীদের প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্ববাদ সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে। সেই প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধেই স্তালিনের এই প্রশ্নোত্তরে "প্রবলেমস অব লিঙ্গুইস্টিকস।" এই প্রশ্নোত্তর শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নেই নয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সাড়া জাগিয়েছিল, এগুলি সবই মতাদর্শগত সংগ্রাম এবং প্রলেতারিয় সাংস্কৃতিক আন্দোলন।

স্তালিন সমালোচকগণ জানেন কি কতিপয় আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতার সুতীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও স্তালিন কিভাবে কমিনফর্ম গঠন করেছিলেন ? কমিনফর্ম বা অন্য কোনো আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংগঠন গড়তে না পারলে যে আন্তর্জাতিক পরিসরে আধুনিক সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত এবং রাজনৈতিক সংগ্রাম কার্যকরীভাবে সংগঠিত করা সম্ভব নয় এই উপলব্ধি থেকেই স্তালিন প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও অনমনীয় থাকেন। এটা কি স্তালিনের "স্বৈরাচার ?"

স্তালিন সমালোচকগণ স্তালিনের মধ্যে "স্বৈরাচার" দেখেছেন। কিন্তু তাঁরা কি জানেন পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক নিয়মগুলিকে কার্যকরী করার লক্ষ্যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে পুঁজিবাদ প্রবর্তনের রাস্তা সাফ করবার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান ভজনেসেনসকি ১৯৪৭ সালে "দি ওয়ার ইকনমি অব দি ইউ. এস. এস. আর ডিউরিং দি পিরিয়ড অব পেট্রিয়টিক ওয়ার" শীর্ষক একখানা বই প্রকাশ করেন। স্তালিন কেন সেই বইখানার বক্তব্যের বিরুদ্ধে চার বছর পর্যন্ত কিছু বলতে পারেন নি— তা কি স্তালিন সমালোচকগণ জানেন ? চার বছর পরে, ১৯৫১ সালে যদিও স্তালিন সেই বই-এর বক্তব্যগুলি সমালোচনা করেন, কিন্তু স্তালিন কেন সেই বই-এর নাম এবং লেখকের নাম তাঁর সমালোচনায় উল্লেখ করেন না ? কারণ, তাঁর সমর্থকগণ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পলিটব্যুরোতে সংখ্যালঘিষ্ঠ ছিলেন ? যুদ্ধের মধ্যেই দু'বার স্তালিনকে পার্টি নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেবার চক্রান্ত হয়েছিল, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। কিন্তু বিরোধীরা এবারে স্তালিনকে ঠুটো জগন্নাথ করে নেতৃত্বে রেখেই এগোবার চেষ্টা করেন। কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতৃত্ব তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে স্তালিনকে ভজনেসেনসকির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সমালোচনায় বিরত করতে বাধ্য করেছিল। এটা কি সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচার নয় ? একদিকে স্তালিনকে প্রকাশ্য সমালোচনায় বিরত থাকতে বাধ্য করা আর অপর দিকে পুঁজিবাদে প্রত্যাবর্তনের পথ সহজতর করবার জন্য সোভিয়েত নাগরিকদের কাছে ভজনেসেনসকির বইখানার বক্তব্যকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করার পথই তখন বিরোধীরা নিয়েছিলেন। স্তালিনের মতামতের প্রতি কোনো তোয়াক্কা না করেই কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ভজনেসেনসকির এই বইখানার জন্য তাঁকে স্তালিন পুরস্কার দেবার সুপারিশ করে। এটা কার স্বৈরাচার ? স্তালিনের না সংখ্যাগরিষ্ঠের ? কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ স্তালিনকে নেতৃত্বের শীর্ষে রেখে এবং তার মুখ বন্ধ করে দিয়ে, এই ভাবেই এই বইখানার জনপ্রিয়তা গড়ে তুলেছিল। এই জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে রয় মেদভেদেভ তাঁর "লেট হিস্টরি জাজ" বইতে লিখেছেন : "ভজনেসেনসকির বইখানা······শীঘ্রই অর্থনীতিবিদগণের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই বই-এর কয়েকটি থিসিসকে স্তালিনের থিসিসের মানের বলে বলা হয়।" তবেই বুঝুন, বিরোধীরা স্তালিনকে শীর্ষে রেখে কিভাবে আধুনিক সংশোধনবাদের জমিন তৈরী করছিল। এই বইখানার উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় প্রভাবান্বিত হয়ে এবং যেহেতু বইখানা সম্বন্ধে স্তালিনের কোনো বিরূপ মন্তব্যও নেই—তাই, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (অবিভক্ত) সহ অনেক দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলিও এই বইখানার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। তা হলেই বুঝুন, স্তালিনকে কি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকে আধুনিক সংশোধনবাদ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে পুঁজিবাদে প্রত্যাবর্তনের চক্রান্তের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। অথচ, স্তালিন সমালোচকগণ সংশোধনবাদ বিরোধী সংগ্রামের ইতিহাস থেকে স্তালিনের ভূমিকা বিশ্লেষণে, স্তালিন মূল্যায়নে, এই অধ্যায়টি মুছে দিয়েছে। ১৯৫২ সালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির উনবিংশতম কংগ্রেসে স্তালিন আবার কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পলিটব্যুরোতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন। এই কংগ্রেসে পার্টির প্রথম সম্পাদক ম্যালেনকভ সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি'র অভ্যন্তরীণ অবস্থার যে করুণ চিত্রটি তুলে ধরেন স্তালিন সমালোচকগণ অবশ্যই তা পড়েছেন। ম্যালেনকভ-এর রিপোর্টটি সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এবং পার্টিকে এই সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় ঢেলে সাজাবারই আহ্বান। তদনুযায়ী কার্যক্রমও ঠিক করা হয়েছিল। এ সব বিষয় কি স্তালিন সমালোচকগণ জানেন না ? উনবিংশতম কংগ্রেসে স্তালিনের উদ্বোধনী ভাষণে (যা এই সংখ্যায়

পুনর্মুদ্রিত হয়েছে) কি স্তালিনের 'স্বৈরাচার তত্ত্বের সমর্থন জোগায় ?

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পলিটব্যুরোতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে স্তালিন সর্বপ্রথমেই ভজনেসেনেসকি এবং তাঁর বই সম্বন্ধে প্রকাশ্য সমালোচনার যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল— তা নাকচ করেন। তার ফলে, ১৯৫২ সালের ২৪ ডিসেম্বর ভজনেসেনেসকির বই প্রকাশের প্রায় চার বছর পরে, এই প্রথম "প্রাভদা" পত্রিকায় ভজনেসেনেসকির ও তাঁর বই-এর নামোল্লেখ করে মিখাইল সুসলভের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভজনেসেনেসকির পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রত্যাবর্তনের স্বপক্ষে বক্তব্যের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক এবং সুতীব্র মতাদর্শগত অভিযান শুরু হয়ে যায়। ১৯৫৩ সালের ৯ থেকে ১১ জানুয়ারি এই তিন দিন ব্যাপী একটি কনফারেন্সে এক ডজন সোভিয়েত অর্থনীতিবিদ ভজনেসেনেসকির থিসিস এবং ভজনেসেনেসকির সমর্থকদের সমালোচনা করে (স্তালিনের "ইকনমিক প্রবলেমস" ভিত্তি করে) বক্তব্য রাখেন।

১৯৫৩ সালের ১২ জানুয়ারি এই কনফারেন্স সম্বন্ধে "প্রাভদা" পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয় যে ভজনেসেনেসকির বিরুদ্ধে এই মতাদর্শ সংগ্রাম অভিযান ট্রট্স্কিপন্থী এবং দক্ষিণপন্থী বুখারিনদের বিরুদ্ধে যে তীব্রতার সঙ্গে হয়েছিল —তার সঙ্গে তুলনীয়।

১৯৫৩ সালের ২৮ জানুয়ারি পার্টির কেন্দ্রীয় তাত্ত্বিক মুখপত্র "কমিউনিস্ট" নামোল্লেখ করে বেশ কিছু সংখ্যক অর্থনীতিবিদ এবং দার্শনিকদের সংশোধনবাদী বলে সমালোচনা করে।

ইতিমধ্যে কোসিগিন এবং মিকয়ান-এর পর পদাবনতি ঘটে।

কিন্তু হায় ! আধুনিক সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে স্তালিনের এই অভিযান হঠাৎই ১ মার্চ স্তব্ধ হয়ে যায়। ১৯৫৩ সালের ৫ মার্চ স্তালিন প্রয়াত হন।

স্তালিন যখন কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পলিটব্যুরোতে সংখ্যালঘিষ্ঠ ছিলেন, সে সময়েও তিনি আধুনিক সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। স্তালিন যখন আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ হন তখনও তিনি সংগ্রাম করেছেন, কিন্তু সেই সংগ্রাম দানা বাঁধতে পারেনি। প্রায় চার বছর পরে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে তিনি জীবিত ছিলেন মাত্র তিন মাস। স্তালিন সমালোচকদের এই কথাটাও মনে রাখা প্রয়োজন।

এ পর্যন্ত আমরা স্তালিন সমালোচকদের সম্পর্কে যে সব কথা বলেছি— তার অধিকাংশটাই স্তালিন সমালোচকদের বড়ো শরিকদের সম্পর্কের যদিও ছোট শরিকদের কথাও কিছুটা রয়েছে। কিন্তু 'স্তালিন অনেক ভুল করেছেন' বলে স্তালিন সমালোচকগণের ছোট শরিকেরা সুনির্দিষ্টভাবে যে "ভুলগুলির" প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করেন, সে "ভুলগুলি"— যে তাঁদের ভুল— স্তালিনের ভুল নয়, তা তাঁদের উপলব্ধি করবার জরুরী প্রয়োজন আজ হয়েছে।

"স্তালিনের অনেক ভুলের" মধ্যে তাঁরা সব চাইতে স্তালিনের "মারাত্মক ভুল" বলে মনে করেন স্তালিন 'সমাজতন্ত্রে শ্রেণী দ্বন্দ্ব এবং শ্রেণী সংগ্রাম নেই, এই ভ্রান্ত এবং অমার্কসীয় ধারণা পোষণ করতেন এবং এটি সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের মৌল কারণ। এই প্রসঙ্গে তাঁরা স্তালিনের সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টাদশ কংগ্রেসে এবং ১৯৩৬ সালে সোভিয়েত সংবিধানের খসড়া প্রসঙ্গে স্তালিনের দু'টি বক্তব্য উদ্ধৃত করেন। ঐ বক্তব্য দু'টিতে স্তালিন কি বলেছিলেন ? স্তালিন বলেছিলেন : সোভিয়েত সমাজে আর পরস্পরের সঙ্গে শত্রুভাবাপন্ন শ্রেণী বলে কিছু নেই, শ্রমিক এবং কৃষকেরা বন্ধুত্বপূর্ণ দু'টি শ্রেণী দ্বারা সোভিয়েত সমাজ গঠিত—যার মধ্যে বুদ্ধিজীবীরা'ও রয়েছেন।

এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় স্তালিন কিন্তু সোভিয়েত সমাজে কোনো শ্রেণী নেই, কোনো শ্রেণী দ্বন্দ্ব নেই বা কোনো শ্রেণী সংগ্রাম নেই এমন কথা বলেন নি, শ্রমিক-কৃষকের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের দু'টি শ্রেণীর কথা বলেছেন। অথচ স্তালিন সমালোচকগণের জনৈক প্রবক্তা স্তালিনের বক্তব্য দুটির অতি সরলীকরণ করে বলেছেন : "প্রথম দিকে স্তালিন ও সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রেণীর অস্তিত্বের কথা স্বীকার করতেন এবং শ্রেণী সংগ্রাম অব্যাহত রাখবার উপর জোর দিতেন। কিন্তু প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিরাট সাফল্য এবং কৃষিতে পূর্ণ কালেকটিভাইজেশনের পর তিনি মনে করেন শ্রেণীগুলি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি আবার শ্রেণী দ্বন্দ্ব দেখতে পান।"

স্তালিন 'শ্রেণীগুলি বিলুপ্ত হয়ে গেছে' বলে কিন্তু কখনও বলেন নি। সে যাইহোক, সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং বিরোধ সম্পর্কে স্তালিনের বক্তব্যের স্বপক্ষে আমাদের যুক্তি উপস্থিত করার আগে আমরা মাওসেতুং-এর "অন কনট্রাডিকশন" প্রবন্ধটি থেকে একটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি। মাও লেনিনের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংঘাতপূর্ণ বিরোধিতা লুপ্ত হয়ে যায়। তিনি বলেছেন :

"'সংঘাতপূর্ণ বিরোধিতা এবং দ্বন্দ্ব আদৌ এক জিনিস নয়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রথমটি লুপ্ত হয়ে যাবে পরেরটি থাকবে' (লেনিন) অর্থাৎ, সংঘাতপূর্ণ বিরোধ দ্বন্দ্বের অভ্যন্তরে লড়াইয়ের একটি রূপ মাত্র—তার সামগ্রিক রূপ নয়। তাই, এটি আমরা সর্বত্র প্রয়োগ করতে পারিনা।" (ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ প্রেস, পিকিং, ১৯৫২, পৃঃ ৬৯)

মাও সেতুং তাঁর" অন দা কারেক্ট হ্যাণ্ডলিং অব কনট্রাডিকশনস এমং দি দা পিপল" প্রবন্ধেও বলেছেন :

"ধনতান্ত্রিক সমাজের দ্বন্দ্বের প্রকাশ হয় প্রচণ্ড বিরোধিতা ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে, প্রচণ্ড শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। এ দ্বন্দ্বের সমাধান ধনতান্ত্রিক সমাজের দ্বারা হতে পারেনা, সমাধান হতে পারে শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দ্বারা। সমাজতান্ত্রিক সমাজের দ্বন্দ্ব এর বিপরীত। সে দ্বন্দ্ব বৈরীতামূলক নয় এবং সমাজতান্ত্রিক বিধানের মধ্য দিয়েই একের পর এক সে দ্বন্দ্বের সমাধান হতে পারে।" (ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ প্রেস, পিকিং, ১৯৬০; পৃঃ ২২-২৩)।

যদিও "সমাজতান্ত্রিক বিধানের মধ্য দিয়েই" সমস্ত অবৈরীতামূলক দ্বন্দ্বগুলির "একের পর এক সমাধান হতে পারে" মাও-এর এরূপ বক্তব্য বিতর্ক সাপেক্ষ, তবুও মাও-এর দু'টি উদ্ধৃতি থেকে দেখা যায় তিনি, বৈরীতামূলক দ্বন্দ্বকে বিরোধের রূপ বলেছেন এবং অবৈরীতামূলক দ্বন্দ্বকে বিরোধের আর একটি রূপ বলেছেন। দ্বিতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক সমাজে দ্বন্দ্বকে তিনি "বৈরীতামূলক নয়" বলে বলেছেন।

তা হলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় ? সোভিয়েত সমাজে শ্রমিক-কৃষকের সম্পর্ক অবৈরীতামূলক, বন্ধুত্বের সম্পর্ক। এখানে দ্বন্দ্ব অবশ্যই রয়েছে, কিন্তু সে দ্বন্দ্বের সমাধান রক্তাক্ত, হিংসাত্মক শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নয়, এই সংগ্রামের রূপ রক্তহীন, অহিংস, অর্থনৈতিক, শিক্ষামূলক এবং প্রশাসনিক ও মতাদর্শগত। যেহেতু শ্রেণী রয়েছে তাই শ্রেণী দ্বন্দ্বও রয়েছে, তাই শ্রেণী সংগ্রামও রয়েছে—কিন্তু তার রূপটা ভিন্নতর হয়ে গেছে—বৈরীতামূলক নেই, বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

স্তালিন কি তাঁর অষ্টাদশ কংগ্রেস এবং সোভিয়েত সংবিধানের খসড়া প্রসঙ্গে

অ-মার্কসীয় ভুল তত্ব প্রচার করেছিলেন না মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নির্ভুল তত্ব এবং দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন ?

স্তালিন সমালোচকগণ ভেবে দেখুন। অবশ্য তাঁরা প্রশ্ন করতে পারেন, সোভিয়েত সমাজের শ্রমিক-কৃষকের বন্ধুত্বপূর্ণ অবৈরীতামূলক দ্বন্দ্ব পরবর্তী কালে বৈরীতামূলক দ্বন্দ্ব হয়ে গেল কেন ? যে কোনো অবৈরীতামূলক দ্বন্দ্বই বৈরীতামূলক দ্বন্দ্বে পরিণত হতে পারে অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এবং তাকে পরিচালনা করবার ভুল পদ্ধতির ফলে। যুদ্ধোত্তর অবস্থা এবং বিশেষ করে কোসিগিন-এর নয়া অর্থনৈতিক সংস্কারই এর জন্য দায়ী—স্তালিনের কোনো "ভুল" তত্ব নয়।

আজ পরিস্থিতি এক দিকে যেমন খুবই পরিষ্কার, অন্য দিকে তেমনি খুবই জটিল। বিশ্ব প্রতিবিপ্লবের হাতেই আজ যাবতীয় উদ্যোগ, এই উদ্যোগ বিপ্লবীদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের কেড়ে তাদের কবজায় আনতে হবে। তাই আজ স্তালিনের এই মৃত্যু বার্ষিকীতে আসুন, স্তালিন সমালোচকগণ আমরা পরস্পরের হাতে হাত মেলাই পরস্পর কাঁধে কাঁধ মেলাই এবং আমাদের ঐক্যের শ্লোগান তুলি : "সেই একমাত্র সঠিক নীতি যা আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত"—লেনিন। □

কৈফিয়ৎ

যাঁরা রৌরবের পৃষ্ঠায় লালন বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশের বিজ্ঞপ্তিতে গ্রাহক হয়েছিলেন তাঁদের প্রতি

লালন ও তাঁর গান নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আসছিলাম আমরা রৌরবের বিগত সংখ্যা গুলোয়। গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়ে প্রচারিত হয়ে যেত গত বছরের অক্টোবরে। কিন্তু এ অবস্থায়, গ্রন্থটি মুদ্রণের কাজ যখন প্রায় শেষের দিকে, হঠাৎ-ই গ্রন্থকার আমাদের সম্পূর্ণ গোপন করে এবং কলকাতার যে প্রেসে গ্রন্থটি মুদ্রিত হচ্ছিল, সেখানে কিছুমাত্রায় সত্যের অপলাপ করে পাণ্ডুলিপিটি তুলে নেন। আমরা জানতে পারি, আনন্দবাজার গোষ্ঠীর সাপ্তাহিক পত্র 'দেশ'-এর তরফ থেকে গ্রন্থখানি ধারাবাহিক প্রকাশের জন্য গ্রন্থকারের কাছে অনুরোধ আসায় তিনি এই অশুভ কর্মটি করেছেন : এবং পাণ্ডুলিপি 'দেশ' কার্যালয়ে জমা দিয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। আমাদের তরফ থেকে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টির সুষ্ঠু, সম্মানজনক মীমাংসায় আসার জন্য নিরন্তর প্রয়াস চালানো হয়েছিলো। রৌরব ক্ষুদ্র হলেও একটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপিত গ্রন্থ প্রকাশ না-করাটা অসম্মানজনক, এ ছাড়াও বিপুল পরিমাণে অর্থ ব্যয়ের প্রশ্নটিও জড়িত। কিন্তু গ্রন্থকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পরিণতি ক্রমশ শূন্যের দিকে যাওয়ায় আমরা আইনের আশ্রয়ে।

গ্রন্থটির জন্য যে সমস্ত পাঠক টাকা দিয়ে অগ্রিম গ্রাহক হয়েছেন তাঁদের প্রতি আমাদের সবিনয় অনুরোধ আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন, আইনে বিষয়টির কবে ফয়সালা হবে সে অপেক্ষায় না থেকে আমরা গ্রাহকদের দেওয়া টাকা ফেরৎ দিচ্ছি। যেহেতু গ্রন্থটির মুদ্রণে প্রচুর পরিমাণে টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে এবং আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা 'নুন আনতে পান্তা ফুরোয়' গোছের তবু টাকা পাঠানো আরম্ভ হয়েছে। আমরা যতোরকমের অসুবিধেয় পড়ি না কেন কাউকে প্রতারিত করার কুৎসিৎ মনোবৃত্তি আমাদের নেই। প্রতারণাকে আমরা ঘৃণা করি। □

কর্মীগণ : রৌরব

স্মরণ

১৯৫৩ সালের ৫ মার্চ যোশেফ স্তালিন প্রয়াত হন। স্তালিন দুনিয়ার মানুষের কাছে যে কতো শ্রদ্ধেয়, কতো আপনার ছিলেন তার অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যাবে এই স্মরণে। এই অংশে আমরা দুনিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির শোক প্রস্তাব বা শ্রদ্ধাঞ্জলি-গুলির উল্লেখ করিনি। এখানে এমন সব ব্যক্তিত্বের বক্তব্যই দেওয়া হয়েছে—যারা ছিলেন স্ব-মহিমায় উজ্জ্বল অথচ কেউ কেউ স্তালিনের মতবাদ ও আদর্শের বিপরীত মেরুতে। ডিন অব ক্যান্টারবারী—যিনি ছিলেন খ্রীষ্ট ধর্মের যাজক-প্রধান—তিনিও তাঁর রাশিয়া ভ্রমণের পরে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বলেছিলেন—যীশুখ্রীষ্ট যা করবার কথা বলে গেছেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন তার নাগরিকদের জন্য ঠিক তাই করেছেন। সমাজতন্ত্র গঠনে স্তালিনের কৃতিত্ব নিহিত রয়েছে বিরোধীদের এই স্বীকৃতির মধ্যেই। এ ছাড়াও স্তালিন স্মরণে একগুচ্ছ কবিতা সন্নিবেশিত হলো।

যোশেফ স্তালিন

রেভারেণ্ড হিউলেট জনসন
ডি. ডি., বি. এস. সি., ডি. টি. এইচ.,
ডীন অফ ক্যান্টারবারী

(একটি স্মারক বক্তৃতা। স্থান : বৃটিশ সোভিয়েত ফ্রেণ্ডশিপ সোসাইটির বার্ষিক সাধারণ সম্মেলন। কাল : ১৮ই এপ্রিল, ১৯৫৩)

১. মুখবন্ধ : বিশ্বব্যাপী স্তালিনের গুরুত্ব।

তিনিই স্তালিন, যিনি এই শতাব্দীর প্রথমার্ধ জুড়ে পৃথিবীকে বদলে ফেলার সংগ্রামে বিশ্ববাসীদের মধ্যে প্রধান।

স্তালিনের নেতৃত্বে রাশিয়া এক বিশ্বশক্তি।

স্তালিনের নেতৃত্বে রাশিয়া প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

কেন্দ্র রাশিয়া, নেতৃত্ব স্তালিনের, জাতিসত্বাগুলি পেয়েছিল স্বাধীনতা, অধিকার, গতিসঞ্চার ঘটেছিল এশিয়া জুড়ে উত্থিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে। নেতৃত্ব স্তালিনের, সাফল্য সমাজতন্ত্রের, সাফল্য রাশিয়ার, ধারণা তৈরী হল পশ্চিমী দুনিয়ার রাষ্ট্র পরিকল্পনার, কল্যাণকামী রাষ্ট্রের।

ইতিহাসকে ঢেলে রচনা করলেন স্তালিন।

তাঁর নিজস্ব ইতিহাস, তাঁর হাতে তৈরী বিশাল আন্দোলনের পট দিতে তিনি গভীর গভীর আলোচনা ও পর্যালোচনা বিষয়।

২. জন্ম ও প্রাথমিক শিক্ষা।

স্তালিন জন্মেছিলেন জর্জিয়ার গোরি শহরে, ১৮৭৯র ২১শে ডিসেম্বর।

বাবা চর্মকার, মা কৃষক পরিবারের মেয়ে।

ন' বছর বয়সে ভর্তি হন গোরির ক্যারিকাল স্কুলে।

পনের বছর বয়সে টিফলিসের ধর্মীয় সেমিনারীতে।

জর্জিয়া—তার রাজধানী টিফলিস এবং সমগ্র ককেশাস তখন পৃথিবীর গতিময়তায় উত্তাল। শেষ হয়ে আসছে ঊনবিংশ শতাব্দী। চড় চড় করে বেড়ে উঠছে পুঁজিবাদ। খেটে খাওয়া মানুষের উপর চলছে নির্মম শোষণ। ঔপনিবেশিক জোয়ালের ভার ভয়ংকরভাবে বেড়ে চলেছে।

রেলে, বিশেষত তৈল শহর বাকুতে এ সময় দেখা দিল এক নতুন শ্রমজীবী মানুষের উত্থান।

এই উত্থান টের পেল টিফলিস সেমিনারী, পেতে বাধ্য হল, এক বিপরীত স্রোত। পাল্টা হাওয়ায়, সেমিনারী ঘিরে জমে উঠল স্বাধীন চিন্তা-ভাবনার কালধ্বনি।

জোসেফ স্তালিন কৌতূহলী। বিষয়ে নিমগ্ন, আত্মস্থ, আগ্রহী।

পড়ার উৎসাহ তাঁকে নিয়ে চলল অজানা তেপান্তরে।

রাতের পর রাত নিজেকে উজাড় করে দিলেন।

হাতে হাতে ঘুরে যাওয়া টাইপ করা জুলভার্নের গল্প, মার্কসের ক্যাপিটাল, কমুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টোতে।

৩. স্তালিন বিপ্লবী হয়ে গেলেন।

পনের বছর বয়সে স্তালিন বিপ্লবী হয়ে গেলেন।

পাঠচক্র হয় সেমিনারীতে। উদ্যোক্তা তিনিই। বয়স তখন আঠার, যোগ দিলেন রাশিয়ান সোসাল ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টিতে। তার জ্ঞান-স্পৃহার কোন সীমা পরিসীমা ছিল না।

দর্শন, অর্থ-রাজনীতি, ইতিহাস, রাশিয়ার চিরায়ত সাহিত্য পড়ে ফেললেন।

অন্য অনেকের চেয়ে তিনি এখন, একজন শিক্ষিত মার্কসবাদী।

তবু শ্রমজীবী মানুষের সাথে একান্ত যোগাযোগ। তিনি হয়ে উঠলেন অন্য অনেকের চেয়ে আলাদা।

রেলওয়ে শপে পাঠচক্রের দায়িত্ব পেয়ে বললেন—"টিফলিসের শ্রমজীবী মানুষেরা আমার প্রথম শিক্ষক।

তিনি, পড়ছিলেন এবং যাঁদের সাথে সাক্ষাত হয়েছিল। সেই লেনিন, মাও-সে-তুঙ. এভাবেই বিংশ শতাব্দীর তিনজন সৃষ্টিশীল মানুষ—কাজে কর্মে, লেখা পত্তরের মধ্য দিয়ে একই সুরে বাজতে শুরু করলেন।

শ্রম জীবনের ধারায় মিশে স্তালিন নিজেকে শিক্ষিত করলেন। তিনি সেমিনারী থেকে বহিষ্কৃত হলেন। সেটা ১৮৯৯। এবং একটি নিষিদ্ধ সংগঠনে যুক্ত হয়ে গেলেন পুরোপুরি। নামী দামী লোকজনের মত প্রচার সবস্ব নয়. শ্রমজীবীদের মধ্যে গণ বিক্ষোভ, লিফলেট বিলি, হঠাৎ মিটিং, রাজনৈতিক প্রতিবাদের দিকে নিজেকে ঘুরিয়ে নিলেন।

এবং লেনিনের দ্বারা প্রভাবিত হলেন খুব দ্রুত।

সাল ১৯০০। শুরু হল লেনিনের 'ইসক্রা'। শুরুতেই পত্রিকার নীতি পদ্ধতির সাথে একাত্মতা অনুভব করলেন। বুঝলেন. লেনিন প্রকৃতই একজন নেতা, একজন শিক্ষক. আসল মার্কসবাদী পার্টির স্রষ্টা। স্তালিন বললেন—শুধু নেতা নন, প্রকৃত ভিত্তিকার, পার্টির অভ্যন্তরীন অবস্থা বিবেচক, তাৎক্ষণিক কর্তব্য নিরূপক, সহযোদ্ধার দায়িত্বব্রতী ও নেতৃত্ব হিশেবে লেনিনকে আমি শ্রদ্ধা করি। তিনি নির্ভিক, যেন এক পাহাড়ী ঈগল।

দোহার টান প্রতি টান জ্ঞান-বুদ্ধের ভিত্তিতে।

ককেশাস অঞ্চলে স্তালিনের কাজের মাপ-মান লেনিন দেখেছিলেন এবং দ্রুত বুঝেছিলেন জর্জিয়ান তরুণের যোগ্যতা। ১৯০০ সালের, রেলওয়ে শপে, লোকোমোটিভ ইয়ার্ডে স্টাইকের পর স্টাইক ছেয়ে গেল। পরিণতিতে, ১৯০১ এ, স্তালিন এক 'মে দিবস' সমাবেশ ঘটালেন।

লেনিনের ইসক্রা বলল : অভিনন্দন। এই সমাবেশ ককেশাসের শ্রমিক আন্দোলনে একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯০১। ঐ একই বছর। একজন সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে স্তালিন প্রকাশ করলেন 'ব্রডজোলা' (সংগ্রাম)। জর্জিয়ার প্রথম নিষিদ্ধ 'সোসাল ডেমোক্রেটিক' পত্রিকা।

'ব্রডজোলা' নিরবচ্ছিন্ন সমর্থন চালিয়ে গেল 'ইসক্রা'র।

'ব্রডজোলা' শ্রমজীবী মানুষের ঘনিষ্ট যোগাযোগের উপর জোর দিচ্ছিল 'ব্রডজোলা' শ্রমিক শ্রেণীর সম্মিলিত স্বতস্ফূর্ত বিজ্ঞান ভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক

আন্দোলনে চাপ সৃষ্টি করছিল।
এ আন্দোলন শ্রমিক শ্রেণীর।
সুনির্দিষ্ট শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রমিক শ্রেণীর।
গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্বাধীনতা-প্রেমীদের নয়।
বহুভাষী জাতিগুলিকে শিক্ষিত করার জন্য স্তালিনের শক্তিশালী কলম থেকে বেরিয়ে আসছিল প্রচুর হ্যাণ্ডবুক। বিভিন্ন ভাষায় ছড়িয়ে পড়ছিল। হ্যাণ্ডবুকগুলি উজ্জ্বল, পরিচ্ছন্ন, নিখুঁত লক্ষ্যভেদী ভাষায় রচিত।

৪. লেনিনের চিঠি।

১৯০৩ সাল। স্তালিন তখন সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত, লেনিনের লেখা একখানি চিঠি পেলেন। স্তালিন বললেন: "লেনিনের সংগে প্রথম মিলিত হলাম। হ্যাঁ, সত্যি। তবে মুখোমুখি নই। কিন্তু এমন ছাপ ফেললেন, জীবনে মোছা যাবে না। ভুলে ফেলা যাবে না।
"লেনিনের এক টুকরো চিঠি। তাতে অদূর ভবিষ্যতে পার্টি'র গোটা কর্মপরিকল্পনা স্পষ্ট করে ভীষণ গুছিয়ে লেখা।"
এভাবেই অর্ধশতাব্দী জুড়ে একটি বৈজয়ন্তিক বন্ধুত্বের, জীবনভোর অটুট সঙ্ঘবদ্ধতার শুরু।
পরবর্তী বৎসরগুলি, ১৯০৩ থেকে ১৯১৭ চিহ্নিত হল, নির্বাসনের পর নির্বাসন, গোপনীয়তা আর আত্মগোপনীয়তায়। কিন্তু এর মধ্য দিয়েই চিঠি কিংবা ব্যক্তি যোগাযোগে মার্কসীয় তত্ত্বের ভিত্তিতে, সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামকে, মেরুদণ্ড সোজা রেখে ছুটিয়ে নিয়ে চললেন, আপোসকামীতায় মুখ গুঁজে দেওয়ার কোন সুযোগ দিলেন না।
১৯০৩ থেকে ১৯০৬ এর বছরগুলিতে, আভলাবার গোপন ছাপাখানা থেকে অজস্র প্রচারপত্রের ঢল নামল। বিশেষ করে ব্রডজোলা'র পাতায় পাতায়, লেনিনের পার্টিশাখা 'প্রলেটারী' থেকে।
স্তালিন তার ভীষণ মূল্যবান লেখাগুলি দিয়ে, এক বুদ্ধিদীপ্ত বিতর্কিত লেখক, তাত্ত্বিক এবং লেনিনপন্থীরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

৫. সমাজতন্ত্র ও শ্রেণী চেতনা।

এ সময়ও, স্তালিন ও লেনিনের নানা পার্থক্য। তবু নীতিগত মূলধারা ছিল এক: শ্রমিক আন্দোলনে সমাজতন্ত্র কায়েমের পথে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাওয়া। সমাজতান্ত্রিক সংগ্রাম এবং অর্থনৈতিক সংগ্রাম একই সঙ্গে চালিয়ে যাওয়া। দু'জনেরই লেখায় একই সুর, একই ধ্বনি।
স্তালিনের সুস্পষ্ট এবং প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা: "শ্রমিক আন্দোলন নেই, অথচ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র!? একটা মরচে পড়া কম্পাস, যেটা দূর করে ফেলে দেওয়া যায়।"
"আর সমাজতন্ত্রহীন শ্রমিক আন্দোলন, যেন কম্পাস ছাড়া একটি জাহাজ, হয়ত বা কূলে ভিড়বে, কিন্তু কম্পাস, নিশ্চিত, দ্রুততর কম বিপদে, পাড়ে পৌঁছে দেবে।"
"ঠিকঠাক জুড়ে নিলে এক উজ্জ্বল জল যান পাবে। সোজা, দ্রুত, এবং নিরাপদে অবতরণ করবে অন্য পাড়ে।"
হাজার গণ্ডা ছোট খাট সমস্যার সমাধান, আবেগে উদ্দীপ্ত, আন্দোলনকে দ্রুততর, এবং পার্টি লাইনকে দুর্দম করতে গিয়ে স্তালিন বললেন: "পার্টি সার্বভৌম কর্তৃত্ব অর্জনে দুর্বল ছিল, তাই সমস্ত সংমর্মীতাকে গ্রাহ্য করেছি। এখন আমরা কেন্দ্রীভূত। দয়া দুর্বলতা, সাহায্য ছেড়ে এখন স্বয়ং সম্পূর্ণ পার্টি দুর্গ। যথেষ্ট উপযুক্ত, গুণীদের জন্যই আমাদের সিংহ দুয়ার খোলা।"
সর্বহারা চেতনার অভ্যন্তরে যে দূষিত, অন্ধ, ট্রেড ইউনিয়ন তত্ত্ব, জাতীয়তাবাদ, আমলাগিরি মিশে ছিল পার্টি তার বিরুদ্ধে সিংহলড়াই শুরু করল।
জারের সঙ্গে আঁতাতকারী, স্বাধীনতাকামীদের লক্ষ্য করে স্তালিন লিখলেন: "হ্যাঁ, ভদ্রমহাশয়গণ, আপনাদের সমস্ত চেষ্টাই জলে গেল। রাশিয়ান বিপ্লব অপ্রতিরোধ্য। সূর্যোদয়ের মতই দুর্দম। কেউ তার গতি রোধ করতে পারবে না। শহরের, গ্রামের সর্বহারার দল বিপ্লবের মূল শক্তি। তোমরা নও।"
লেনিনের সশস্ত্র বিপ্লবের ডাকে স্তালিনের দুর্জয় কলম গর্জে উঠল। ফাইটিং স্কোয়াড তৈরীর কলাকৌশল, তার খুঁটিনাটি ফুটে উঠতে থাকল তাঁর কলমের মুখে। —চাই যুদ্ধাস্ত্র, চাই অস্থায়ী সরকার তৈরীর কাঠামো। আন্দোলন উত্তরোত্তর বিজয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে, দরকার পড়লে যেন এখনি সরকার দখল নেওয়া যায়। সবচেয়ে মজবুত বিষয়, নেতৃত্ব এখন শ্রমিক শ্রেণীর হাতে। বিপ্লবী শ্রেণীর একনায়কতন্ত্রই পারে প্রতিক্রিয়াকে রুখে দিতে।
১৯০৫ সালের ভীষণ ধর্মঘট দেখে জারের গলায় ভয় আটকে গেল। বড় বড় ভরসার বুলি ভরা ম্যানিফেস্টো বেরুলো জারের ঝুলি থেকে। বর্ষণ হল না। স্তালিন শ্রমিক শ্রেণীকে হুঁশিয়ার করে দিলেন: "সত্যিই যদি জিততে হয়, চাই তিনটে জিনিষ—এক নম্বর: যুদ্ধাস্ত্র। দুই নম্বর: যুদ্ধাস্ত্র। তিন নম্বর: যুদ্ধাস্ত্র। তারপরও যা কিছু চাই সেগুলো: যুদ্ধাস্ত্র।"
স্তালিন দেখলেন—সর্বহারার সর্বোচ্চ দায়িত্ব, গোটা জাতি জুড়ে সশস্ত্র উত্থান। জারের শৃঙ্খল, নিষ্ঠুরতা, শোষণ সমস্ত অত্যাচার মুক্তির একটাই পথ খোলা আছে।

৬ লেনিন ও স্তালিনের প্রথম সাক্ষাতকার

এই সময় এই অবস্থায়, লেনিন ও স্তালিনের প্রথম দেখা হল ফিনল্যাণ্ডে, তখন ডিসেম্বর মাস। ১৯০৫ সাল। এরপর ১৯০৭এ, লণ্ডনে, পঞ্চম কংগ্রেসে। সেখানেই মেনশেভিকদের জয়যাত্রা স্তব্ধ হয়ে গেল।
১৯০৭, রাশিয়ার প্রথম বিপ্লব ব্যর্থ হল। প্রথম ও দ্বিতীয় বিপ্লবের অন্তর্বর্তী দশ দশটা বছর—অক্লান্ত শ্রমিকেরা জনতাকে আরো সংহত করে চলল, সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট করে চলল—চলল আগামী জয়ের জন্য, স্বতস্ফূর্ত বিপ্লবের জন্য। উপলব্ধি করল নেতৃত্ব। স্তালিন তখন নেতা।
এ সময় স্তালিন বার বার এ্যারেষ্ট হচ্ছেন, জেল খাটছেন, নির্বাসনে থাকছেন আবার ছাড়া পাচ্ছেন—ফিরছেন। এই ভাবে শ্রমজীবী মানুষের পুনোরুদ্দম সৃষ্টি করছেন, জোয়ার সৃষ্টি করছেন ককেশাসে।
১৯১১ সাল, স্তালিন এলেন সেন্টপিটার্সবার্গে। লেনিনের পরামর্শে স্তালিনের উদ্যোগে ১৯১২ সালে বলশেভিক পার্টি'র দৈনিক 'প্রাভদা' প্রকাশিত হল।

এ বছরই ক্রাকাউতে স্তালিন দু'বার লেনিনের সংগে দেখা করলেন। লিখলেন—'মার্কসবাদ ও জাতীয় সমস্যা'। জাতীয়তা প্রশ্নে নির্দেশ করলেন বলশেভিক পার্টির কর্তব্য এবং বিপ্লবের সাধারণ সমস্যা।

৭. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

১৯১৪, যুদ্ধ শুরু হল।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রত্যেকটি পার্টি নিজ নিজ দেশের শাসক শ্রেণীকে সমর্থন জানাল। লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি আনুগত্য দেখাল। নির্বাসিত স্তালিন লেনিনকে সমর্থন জানালেন চিঠিতে।

জার উৎখাত হল। মার্চ ১৯১৭ থেকে স্তালিন, মলোটভ বলশেভিক পার্টির কর্তব্য নির্দেশ করতে লাগলেন।

লেনিন ফিরলেন ১৯১৭ সালের ৩রা এপ্রিল। প্রবল উৎসাহে শুরু করলেন বিক্ষোভ তৈরী।

এপ্রিল, কম্যুনিষ্ট পার্টি'র ৭ম কংগ্রেস। জাতীয়তাবাদী প্রশ্নে স্তালিন পেশ করলেন এক রিপোর্ট, জাতিগত অধিকার ব্যক্তির অবস্থান, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই রিপোর্ট নীতি হিশেবে স্বীকৃত হল।

তারফলে, অদূরবর্তী মহান অক্টোবর বিপ্লবে, নিপীড়িত জাতি সত্তাগুলির সহযোগিতা, পার্টির রক্ষাকবচ করে ওঠে।

স্তালিনের একটি সফলতম কীর্তি।

জুলাই, বাধ্য হয়ে লেনিনকে আবার আত্মগোপন করতে হল।

দায়িত্ব এল স্তালিনের উপর।

ট্রটস্কির বক্তব্য : পশ্চিমী দেশগুলোর বিপ্লব না ঘটলে রাশিয়ায় বিপ্লব সম্ভব কিন্তু অনিশ্চিত।

স্তালিন হটিয়ে দিলেন এই বক্তব্য।

''বিপ্লব আমাদের দেশে সম্ভব'' পার্টি'র শ্লোগান হয়ে উঠল। লেনিন এবং স্তালিন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে পার্টি এবং শ্রমিক শ্রেণীকে সটান এগিয়ে নিয়ে চললেন। স্তালিনের দায়িত্ব, বিদ্রোহ প্রস্তুত।

৮. অক্টোবর বিপ্লব

সমাজতান্ত্রিক মহান অক্টোবর বিপ্লব সংঘটিত হয় ২৪শে অক্টোবর। সরকারী ক্ষমতা চলে গেল সোভিয়েতের হাতে। বিশ্ব ব্যবস্থা হয়ে গেল দু' টুকরো—পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক। 'জাতিসত্তা' কমিশার হলেন স্তালিন।

যে কোন শর্তে সৌহার্দ্য, শান্তি সমমর্যাদায় রেখে, শ্রমিক কৃষক শ্রেণীর সরকার, জারের ঔপনিবেশিকতা থেকে, জাতিসত্তাগুলিকে সোভিয়েতে রূপান্তর শুরু করল।

সোভিয়েত সরকার নূতন। তার ঘরে শত্রু, বাইরে শত্রু, শুরু হল গৃহ যুদ্ধ. বাইরের হস্তক্ষেপ। সাইবেরিয়া হয়ে ফ্রান্সে ঢুকবার পথে, ব্রিটেন আর ফ্রান্সের উস্কানিতে চেকসেনারা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। শ্বেত রক্ষী বাহিনী ভলগায় তাদের সাথে যোগ দিল। বামপন্থী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীরা একই কাণ্ড করল মস্কোতে। ব্রিটিশ বাহিনী নেমে পড়ল প্রথমে আরমানস্কে পরে আর্কানজেলে। পুঁজিবাদী অপশাসনে রাশিয়া তখন চরম বিপর্যয়ে। সোভিয়েত সরকার অসহায়। মস্কো পেট্রোগ্রাদ শ্রমিকের রুটি দিনে দু'আউন্সে এসে ঠেকেছে। ইউক্রেন এবং সাইবেরিয়ার শস্য ভাণ্ডার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে গোটা দেশ। একমাত্র রাস্তা জারিৎসিন (বর্তমান স্তালিনগ্রাদ) হয়ে কেবলমাত্র ভলগা এবং ককেশাস অঞ্চল থেকে খাবার আসছিল।

৯. স্তালিনের সামরিক কৌশল

দক্ষিণে রওনা দিলেন স্তালিন। রাজনীতি বিশারদের মতই রণনীতিবিদ হিশেবে আবিষ্কার করলেন নিজেকে। জারিৎসিনের অপরিসীম গুরুত্ব বুঝতে পারলেন। যা কিছু পরাজয় তার মূল কারণ খাদ্য শস্য আর তৈল ভাণ্ডার। যে কোন মূল্যে জারিৎসিনকে বাঁচাতেই হবে।

সামরিক ও রাজনৈতিক প্রতিরোধ নির্মমভাবে ভেঙে নতুন করে তৈরী করলেন। নতুন উদ্যোমে হানলেন আক্রমণ। রক্ষা করবেন মস্কো, স্বাধীন করলেন খারকভ, পরে মিনিস্ক।

১৯১৮র শেষে, পূর্বাঞ্চলে চরম দুঃখময় অবস্থা। মারমানস্ক থেকে ফিরে কোলাক বাহিনী ব্রিটিশ সৈন্যদলে ভিড়ে যেতে উদ্যত। স্তালিন পৌঁছেই কোলাক বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে ফেললেন।

একইভাবে ১৯১৯এ, যখন জেনারেল ইউদেনিচ পেট্রোগ্রাদ আক্রমণ করল, লাল রক্ষী বাহিনী এমন মার দিল, পেট্রোগ্রাদের রাস্তা খুঁজে পালাতে বাধ্য হল। স্তালিন আক্রমণ করলেন এবং শ্বেত রক্ষী বাহিনীকে ঝাঁঝরা করে দিলেন।

স্তালিনের দক্ষতা চুড়ান্ত হয়ে দেখা দিল, যে মুহূর্তে দেনিকিন সোভিয়েত রাজধানী পৌঁছবার পথে টুলা আক্রমণ করল। এক আঘাতেই সামরিক প্রতিভা স্তালিন, খারকভ, ভোরোনেজবেসিন আর রোস্টোভের সাহায্যে দেনিকিনকে নিশ্চিহ্ন করে ফেললেন। এভাবে স্তালিন এক জয়ে দুটি উদ্দেশ্যে সফল করলেন—প্রতিক্রিয়াশীল বিপ্লবীদের মাথা গুড়ে দিলেন, অন্য দিকে ডনবাসের কয়লাখনি অঞ্চল মুক্ত করলেন।

পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ জুড়ে যুদ্ধের ভয়ংকর দিনগুলোতে. লেনিনের প্রধান স্তম্ভ হিশেবে, সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য, স্তালিন যুদ্ধের গভীরতম রক্তনাসের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিলেন।

ভরোশিলভের কথায় ''সে মুহূর্তে' অনিশ্চয়তা, আতঙ্ক দেখা দেয় বিপর্যয় ছুটে আসে. সেখানে কমরেড স্তালিনের উপস্থিতিই চরম নিশ্চয়তার প্রতীক।''

প্রতিটি ক্ষেত্রে স্তালিন বিশাল সমর বিশারদ হিশেবে উত্থিত হলেন। ''শত্রুপক্ষের প্রত্যেকটি ফাঁদ শ্রেষ্ঠতম যুদ্ধকৌশল এবং তাদের পরাজয়, স্তালিন দূরদৃষ্টি দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পেতেন।'' ''তিনিই স্তালিন, যিনি লাল রক্ষী বাহিনীর প্রধান বিজয়গুলিকে সরাসরি সংগঠিত ও উদ্দীপ্ত করে-ছিলেন।''

১০. শান্তিকালীন-নির্মাণ শুরু

যুদ্ধ নয়, লেনিন ও স্তালিনের লক্ষ্য ছিল শান্তি এবং সমাজতন্ত্র গঠন। তারা যুদ্ধ করেছিলেন. যখন তাঁদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হল। তাঁরা

আন্তরিকভাবে শান্তিই চেয়েছেন।

প্রত্যেক সমাজতান্ত্রিকের মতই স্তালিন জানতেন, সমাজতন্ত্র যুদ্ধকে শিকড় থেকে উপড়ে ফেলে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বাজার দখলের লড়াই দরকার নেই। রাষ্ট্র যা উৎপাদন করে সমস্তই ভোগ করতে পারে, তারা যথেষ্ট উৎপাদনশীল, আমদানীর জন্য যতখানি প্রয়োজন সবটুকুই রপ্তানী করতে পারে। তাদের নির্মাণ মহত্তর, জীবনযাপনের মান উন্নততর—তাদের সংস্কৃতি অনেক বেশী বিস্তীর্ণ।

যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই লেনিন ও স্তালিন ঘুরে দাঁড়ালেন তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্যের দিকে—শান্তি চাই। সমাজতন্ত্রের নির্মাণ চাই। একীভবনের জন্য সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির উৎখাত চাই।

এখনও শ্রমিক কৃষক একসূত্রে বাঁধা পড়েনি। কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত শস্য ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে অশান্তির বীজ রয়ে গেছে।

১৯২১ সালে, সোভিয়েত সরকারের অনুমোদন ছিল, কৃষকরা তাদের ফসল ইচ্ছামত হস্তান্তর করতে পারত, শুধুমাত্র কর আদায় হত।

এ সময় নয়া অর্থনৈতিক পলিসি (এন. ই. পি.) সূচনা হয় মাত্র। নতুন পদক্ষেপ নেওয়ার আগে সাময়িক রদবদল বলা যায়। এক বছরেই পুরোনো অর্থনীতিকে বাতিল করার ডাক দেওয়া হল। ১৯১৮ সালে লেনিন সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছিলেন। ১৯২৪ এর ২১শে জানুয়ারী তিনি শেষবারের মত চলে গেলেন। সর্বসম্মতিক্রমে স্তালিন পেলেন তাঁর দায়িত্ব, লেনিন যে মহৎ সূচনা করেছিলেন স্তালিন সেই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হলেন। এই বিশাল দায়িত্বকে সামনে রেখে স্তালিন জনগণের জন্য গোটা কাজের একটা ছক তৈরী করলেন।

সামগ্রিকভাবে জাতীয় অর্থনীতি কৃষির কারণেই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছিল।

১১. কৃষি উৎপাদনে আমূল বদল

স্তালিন বললেন, "ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের এক করে ফেলাই সমাধানের একমাত্র রাস্তা। কোন রকম চাপ সৃষ্টি না করে, উদাহরণ সৃষ্টি করে, বুঝিয়ে, বৃহৎ সাধারণ খামার কিংবা যৌথ সমবায় কৃষি ব্যবস্থা এবং যন্ত্রীকরণের সাথে মিশিয়ে ফেলতে হবে।"

এই যৌথীকরণ একটি আমূল পরিবর্তন। এবং একাজে অক্টোবর বিপ্লবের মত সতর্কতা প্রয়োজন। কাজের চাপ এবং বাধা দুইই প্রবল। যন্ত্রপাতি উৎপাদন আবশ্যিক, যৌথ খামারগুলিকে কেন্দ্রীভূত করা, এবং উদাহরণ হিশেবে তুলে ধরা ইত্যাদি ··

স্বভাবতই তিক্ত বিরোধিতা ছিল। কুলাকরা এক শস্য ধর্মঘটের ডাক দেয়—দুর্মূল্যের সৃষ্টি করে। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের সাহায্যে লুটেরা কলকারখানায় সেঁধিয়ে যায়।

নগরগুলিকে খাদ্য সরবরাহ করতে হলে যৌথ খামার আন্দোলনের বিকল্প ছিল না। এবং করা হল। দেখা গেল, জারের সময় একটা দুর্ভিক্ষে যত মানুষ মারা গিয়েছিল, দীর্ঘকালীন, তীব্র খারাপ সময়ে তার চেয়ে বহু বহু ভাগ কম, কতিপয়, মানুষ মারা গিয়েছিল এ সময়।

যৌথ খামারকরণ আন্দোলন তীব্রগতিতে এগিয়ে চলল। একটি গণ আন্দোলনের চেহারা নিল। এক নিশ্ছিদ্র যৌথীকরণের দ্বারা কুলাকদের শ্রেণী হিশেবেই বিচ্ছিন্ন করে ফেলা গেল।

১২. নারী মর্যাদা

শিল্পায়নের ক্রমপ্রসারের ফলে প্রচুর শ্রমিক প্রয়োজন। ঠিক এই মুহূর্তে স্তালিন অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে নারী মর্যাদার প্রশ্নটি তুললেন। নারী জাতির কাজ কি? সমাজে ভূমিকা কোথায়? তিনি বললেন "পৃথিবীতে এমন কোন মহান আন্দোলন হয়নি যেখানে নারী জাতি অংশগ্রহণ করেনি। "

"শ্রমজীবী নারী, শিল্প শ্রমিক, কৃষক সমাজ মিলে শ্রেণীভিত্তিক এক বিশাল শ্রমিক উৎস গঠন সম্ভব করা হল।"

তিনি আরো বললেন, "সজোরে একটি মোচড় দিয়ে নারী জাতিকে সংকল্পে আবদ্ধ কর। কৃষক শ্রেণীকে বুর্জোয়াদের খপ্পর থেকে উদ্ধার কর। রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং নারী শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ কর ···"

এবং তা করা হয়েছিল। যৌথ কৃষি ব্যবস্থা থেকে উঠে এসে বহু উল্লেখযোগ্য এবং ক্ষমতাবতী রমণী সোভিয়েতের বিভিন্ন পদে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

কুলাকদের শ্রেণী হিশেবে বিচ্ছিন্ন, জমিদারী সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং যৌথ খামার ব্যবস্থা কায়েম করে, সোভিয়েত রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠনে দ্বিতীয় কার্যকরী ধাপ এগিয়ে গেল।

কৃষিকরণে অতি উৎসাহ, দ্রুতগতি, বলতে গেলে মুশকিল তৈরী করল। স্তালিন 'ধীরে বন্ধু' বলে এক প্রবন্ধ লিখলেন "হতচকিত সাফল্য" সেখানে বললেন "কৃষিকরণের এই স্বতঃস্ফূর্ততা যে বিপুল বৈচিত্র এনেছে তাকে উৎসাহ দেওয়া উচিৎ" রাষ্ট্রনেতা সুলভ এই সিদ্ধান্তে তিনি কৃষকদের জয় করলেন। কৃষি প্রযুক্তির দ্রুত যোগান ব্যবস্থার উন্নতির ফলে কৃষিকরণ যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব হল। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ এখনপ্রস্তুত।

সিদ্ধান্ত নিলেন: শিল্পোৎপাদনের দ্রুতগতি উন্নতি প্রয়োজন।

সর্বহারা ২০ থেকে ৩০ মিলিয়ন বাড়াতে হবে।

সমৃদ্ধশালী হবে যৌথ খামার, ব্যক্তি চাষ আবাদকে এর প্রভাবে আনতে হবে। শিল্পোৎপাদন এবং কৃষি উৎপাদন এর বিশাল উন্নতির ফলে কারখানা এবং খামারের সমস্ত সর্বহারাকে এক সমাজতান্ত্রিক সমাজের ঐক্য বন্ধনে গ্রথিত করতে হবে।

সকল স্বপ্নকে দেখে যাওয়ার জন্য তাঁর জীবন।

গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনাগুলিকে মূর্ত করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করলেন। "কমরেড লেনিন নেই। শ্রমিক কৃষকের ঐক্যবদ্ধতা শক্তিশালী করার জন্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কমরেড লেনিন, আমরা শপথ করছি, তোমার নির্দেশ আমরা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করব।"

মাঝারি কৃষকদের জয় করা ছিল মুখ্য কাজ আর অনুর্বর জমিতে শিল্পায়ন।

শ্লোগান তৈরী হল, "আপোস নয়, দেশ জুড়ে সমাজতন্ত্র চাই।" অগ্রবর্তী বাহিনীতে রইলেন মলোটভ, কালিনিন, ভরোসিলভ, কুইবাইশেভ, কাগানোভিচ, কিরোভ মিকোয়ান, ঝানভ আরো অনেকে সর্বোপরি তাঁদের

নেতা স্বয়ং স্তালিন। প্রথম এল শিল্পনীতি এবং কৃষিতে যন্ত্রীকরন।

১৩. দ্রুত শিল্পায়ন

এত অল্প সময়ে এই বিরাট দেশে শিল্পায়ন ছিল কলোশাসের মত অতিকায় কাজ। প্রত্যেক প্রকার যন্ত্রপাতি চাই। এত বিশাল প্রয়োজনের পুঁজি কোথায়? পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের গঠনমূলক প্রসারের যত রকম উপায় থাকে, পুঁজিবাদী গণশোষণ, যুদ্ধজয়, ঔপনিবেশিক শোষণ, বিদেশী ঋণ, রাশিয়ার কিছুই সম্ভব নয়, অথচ শিল্পায়ন অবশ্যম্ভাবী।

এবং বাধাকে ভেঙে ফেলা সম্ভব হল। শেষ পর্যন্ত জয় এল লড়াইয়ে। দখল করা হল জমিদারী সম্পত্তি ও ব্যাঙ্কগুলো।

শুরু করার মত পুঁজি পাওয়া গেল। বাকী জনগণের শ্রমিক অংশের শ্রম থেকেই যোগাড় হবে।

এখন ভারী যন্ত্র শিল্পের জন্য প্রথম উদ্যোগ চাই।

তার শর্ত: শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। উৎপাদন খরচ কমাতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মানুবর্তিতা উন্নত করতে হবে। শ্রমিকের উদ্দীপনা, জনগণের ইচ্ছাশক্তি লক্ষ্যমাত্রাকে সম্ভব করে তুলল। খুব দ্রুত কৃষি পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যোগাড় দিল।

গুরুত্বপূর্ণ এবং চিত্তাকর্ষক শিল্পায়নের এমন একটিও দিক ছিল না, স্তালিনের নজর এড়িয়ে গেল। স্তালিনের উদ্যোগেই তৈরী হল নতুন নতুন শিল্প, নবীকরণ হল পুরোন শিল্প। 'দি কুজবাস' দ্বিতীয় কয়লা এবং ধাতব শিল্পের গোড়াপত্তনে উৎসাহ স্তালিনই দিয়েছিলেন। স্তালিন গ্রাড ট্রাক্টর ওয়ার্কস, দি নিপার পাওয়ার ষ্টেশন, দি উরাল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, দি রস্টভ এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কস ইত্যাদি বহু শিল্পের পরিকল্পনা করেছিলেন স্তালিন।

সমস্ত অসুবিধাকেই দূর করা হল। ১৯২৭ সালের শেষ দিকে শিল্পায়নের উল্লেখযোগ্য সাফল্য চোখে পড়ল। সবার চোখ এবার পড়ল পিছিয়ে পড়া কৃষি উৎপাদনের দিকে।

১৪. সমাজতান্ত্রিক সময়

১৯৩০, ষোড়শ পার্টি কংগ্রেসে "সমস্ত ফ্রন্টেই সমাজতন্ত্রীকরণ" দাবী উঠল। স্তালিন মন্তব্য করলেন: "যদিও আমাদের দেশকে, শিল্পোৎপাদনে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো থেকে আলাদা করে ফেলেছি। তারা আমাদের পিছনে, তবু উৎপাদন যথেষ্ট নয়। আমাদের পরবর্তী কাজ নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছান।"

অর্থাৎ প্রযুক্তি বিদ্যায় স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করা।

প্রথম পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনা প্রস্তুত—কিন্তু চার বছরেই লক্ষ্য মাত্রায় পৌছতে হবে। শুরু হল সমাজতন্ত্র অর্জন এবং উত্তেজক কাজের বিশাল পরিধি ব্যাপী উন্নতি। দু'মিলিয়ন শ্রমিক অংশ নিলেন এই কাজে।

প্রধান পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল প্রযুক্তি বিদ্যা অর্জন।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মাত্রাধিক লক্ষ্যে পূর্ণ হল ১৯৩৩ এর মধ্যে। বিশ্বের বৃহত্তম মাত্রায় পৌছে গেল সমাজতন্ত্রের কৃষি ব্যবস্থা। শ্রমিকের সংখ্যা ১১ মিলিয়ন থেকে দ্বিগুণ হয়ে ২২ মিলিয়নে দাঁড়াল। কৃষি প্রধান দেশ থেকে আমূল বদলে রাশিয়া শিল্প প্রধান দেশে পরিণত হল। সমস্ত নির্মাণ পিছনে ফেলে এই তাবত সংগ্রামের মধ্যমণি হয়ে উজ্জ্বল ছিলেন স্তালিন। ১৯৩৪ এ সপ্তদশ কংগ্রেসে সেরগেই কিরভ তার অনুভূতিকে ব্যাখ্যা করলেন, "বিগত বছরগুলিতে লেনিনের সঙ্গেই আমাদের সমস্ত কাজ করতে হত। শ্রমিক শ্রেণীর তেমন কোন বড় উন্নতি কোন ছিল না। গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার কোন ধারা বা শ্লোগান ছিল না—যার প্রতিনিধিত্ব স্তালিনের ছিল না। ছিলো না নতুন কোন দায়বদ্ধতা। ...যার সমস্ত কিছুরই লক্ষ্য মাত্রায় পৌছেছি প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ...এবং স্তালিন ছিলেন তার নির্দেশক।"

১৫. স্টাখানোভাইট আন্দোলন

স্তালিনের পরবর্তী কর্মসূচী—রাজনৈতিক নেতৃত্বের স্তরে সংগঠনগত ভাবে নেতৃত্ব নির্দিষ্ট করা এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রস্তুত করা। এই সময় রাষ্ট্রের বাইবিপদ সম্পর্কে স্তালিনের ধারণা খুব পরিষ্কার ছিল। ১৯৩৪ এর জানুয়ারী কংগ্রেসে, বক্তৃতায় তিনি ঘটনা পরিপ্রেক্ষিত এবং আগামী বিপদের সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ করেন।

এই বিশ্লেষণ প্রকৃত অবস্থার যথার্থ সংক্ষিপ্তসার। এর সংগে গ্রেট ব্রিটেন, ইউনাইটেড স্টেটস, ফ্রান্স, জার্মানী এবং জাপান জড়িয়ে ছিল।

তিনি উপলব্ধি করেন: পুঁজিবাদী বিশ্বের সংকট। ভয়ংকর যুদ্ধের প্রস্তুতি, বিশেষ করে জার্মানীর। দ্বিধাহীনভাবে সোভিয়েত রাশিয়া শান্তির পক্ষে। সে কাউকে ভয় দেখাবে না। কাউকে আক্রমণ করবে না।

"কিন্তু আমরা কোন ভয়কে পাত্তা দিই না। যদি কেউ আক্রমণের চেষ্টা করে আমাদের দেশ তার মুখের মত জবাব দেবে" দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা লক্ষ্য মাত্রার চেয়ে বেশী পরিপূর্ণতা অর্জন করে ১৯৩৭এ-ই। দেখা গেল, সোভিয়েত ইউনিয়ন কলকব্জা কিংবা কৃষিযন্ত্রপাতিতে পৃথিবীর যে কোন দেশের চেয়ে এগিয়ে।

বড় একটা সমস্যা রয়ে গেল, সোভিয়েত সমাজের ক্যাডারদের শিক্ষিত করে তোলা। শ্রমিক শ্রেণীর সাংস্কৃতিক উন্নতির সাথে সাথে বুদ্ধিশালী করে তোলা। শ্রমিক শ্রেণীকে শিক্ষিত করার বিষয়টি আগে গ্রহণ করা হয়নি।

নতুন যন্ত্রপাতির সাথে শ্রমিকদের নতুনভাবে শিক্ষিত করা প্রয়োজন। শ্রমিকের নিজেদের রক্ষার কারণেই দরকার। যদি দক্ষ শ্রমিক থাকত "আজ আমাদের দেশ যতখানি শ্রেষ্ঠ তার চেয়ে তিন চার গুণ বেশী হতে পারত। আমাদের দেশ হয়ে উঠত অজেয়।" সমাজতান্ত্রিক সমকক্ষতা অর্জনের এই স্টাখানোভাইট আন্দোলন মূলত শুরু হয়েছিল কয়লা শিল্পাঞ্চল ডনবাস থেকে, ছড়িয়ে পড়েছিল দেশের সর্বত্র, তৈরী করেছিল হাজার হাজার আদর্শ শ্রমিক।

স্তালিন বললেন:...সমাজতান্ত্রিক সমকক্ষতা অর্জন একটি নতুন প্রবাহ। ষ্টাখানোভাইট আন্দোলন তার অভিব্যক্তি। পুরোনো প্রযুক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার আন্দোলন।

কোন কোন উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী দেশগুলোকে চমকে দেওয়ার আন্দোলন।...

সাম্যবাদে পৌছানোর পথ তৈরী করছে ষ্টাখানোভাইট আন্দোলন।

শ্রমিক শ্রেণীর সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত মানসিক এবং শারীরিক শ্রমের মধ্যেকার বিভেদ মুছে ফেলার বীজ এই ষ্টাখানোভাইট আন্দোলন।

তিনি অনুপ্রেরণা দিলেন, বলশেভিক নেতৃত্ব—অতি অবশ্যই লেনিন যেমন চেয়েছিলেন, শ্রমিকদের কেবলমাত্র শিক্ষিত করবেন তাই নয়, তাদের কাছ থেকে শিক্ষিত হবেন।

১৬. স্তালিন সংবিধান

এই সমস্ত দ্রুত বদলের পর, একটি নতুন সংবিধান আহবান করা হল। ১৯৩৬। একটি খসড়া সংবিধান দেশজুড়ে খোলাখুলি আলোচনার জন্য ছড়িয়ে দেওয়া হল।

সমাজতান্ত্রিক বিজয়গুলিকে জুড়ে দেওয়া হল সংবিধানে।

ঘোষিত হল দুটি বন্ধু, শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষক শ্রেণীর সমন্বয়ে তৈরী সোভিয়েত সমাজ।

শ্রমজীবী জনতার প্রতিনিধিদের নিয়ে সোভিয়েতের রাজনৈতিক ভিত্তি। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি অর্থনৈতিক বুনিয়াদ।

সোভিয়েত রাশিয়ার সমস্ত নাগরিকের কাজের অধিকার আছে।

বিশ্রাম এবং অবসর বিনোদনের অধিকার আছে। আছে শিক্ষার অধিকার, বার্ধক্যকালীন, অসুস্থকালীন, অক্ষমদের ভরণ পোষণের অধিকার, জাতি, বংশ, সভা সমাবেশ, ধর্ম নির্বিশেষে আইনের সমান অধিকার।

সভা-সমাবেশ, সংবাদপত্র, বাকস্বাধীনতার প্রতিভূ এই সংবিধান।

এতে যুক্তি হল আইনকে দেখা শোনার দায়িত্ব, নিয়মানুবর্তিতা রক্ষার দায়িত্ব, সামাজিক সম্পত্তিকে লালন এবং জন্মভূমিকে রক্ষার দায়িত্ব শ্রমিকদের।

এই সংবিধান এক বাক্যে রচয়িতার নামে "স্তালিন সংবিধান" ঘোষিত হল। এতে উন্নতির নতুন স্তরকে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষিত হল। সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠনের সমাপ্তি এবং সাম্যবাদের ক্রম সূচনাকে ইঙ্গিত করা হল। এবং আনুষ্ঠানিকভাবে সমস্ত সোভিয়েত জনগণের নেতা হিশেবে প্রতিভাত রয়ে গেলেন—স্তালিন।

১৭. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

শিকল ছেঁড়া বাজপাখির মত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নেমে এল। তিয়েনৎসিন থেকে জিব্রাল্টার পর্যন্ত। পাঁচশ মিলিয়ন মানুষ যুদ্ধে জড়িয়ে গেল।

গ্রেট ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের চাতুরিতে যৌথ নিরাপত্তা ভেঙে গেল। ১৯৩৮ এ মিউনিখ চুক্তিতে চেকোশ্লোকিয়া হিটলারকে দিয়ে দেওয়া হল। ১৯৩৯ এর মার্চে ১৮ তম পার্টি কংগ্রেসে স্তালিন বললেন "কোন হস্তক্ষেপ নয় নীতির সপক্ষে যারা—তারা একটা ভয়ংকর চাল দিয়ে শুরু করেছে, তাদের পক্ষে এটা মারাত্মক ও কলঙ্কজনক পরিণতি হতে পারে।"

সোভিয়েত বৈদেশিক নীতি নির্দ্ধারিত হল—

১. শান্তির সপক্ষে অবস্থান করা।

২. যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া থেকে দূরে থাকতে হবে—অন্যের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে এরকম প্রচার থেকে বিরত থাকা।

৩. লাল রক্ষী বাহিনীকে আরো শক্তিশালী করে তোলা।

৪. সমস্ত দেশের শ্রমিক শ্রেণীর বন্ধুত্বকে শক্তিশালী করে তোলা।

অভ্যন্তরীণ নীতির প্রশ্নে ঘুরে স্তালিন বললেন: উৎপাদনে পুঁজিবাদী দেশগুলিকে পিছনে ফেলে দেওয়ার সময় এসেছে।

রাশিয়ায় সাম্যবাদ প্রস্তুতির সমস্ত সম্ভাবনাকে নিটোল রূপ দিতে হবে। যদিও পুঁজিবাদী দেশগুলি আমাদের ঘিরে আছে। ব্রিটেন এবং ফ্রান্স 'যৌথ নিরাপত্তা'কে বাতিল করার পর, তাদের মনে করার কোন ছিল না। রাশিয়া, ১৯৩৯ সালে 'স্ট্যাণ্ড মিশনের' সাথে সায় দিয়ে নিরুপায় নীতিকে প্রমাণ করেছে। এবং তারা আশা করেছিল, এবার জার্মানী পুবমুখো এগুবে। জার্মানীর সাথে "নন এগ্রেশান প্যাক্ট" এর ফলে রাশিয়া সমস্ত দিক থেকে সরাসরি যুদ্ধের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার সময় পেয়েছিল। রাশিয়ার নিবিড় শিল্পকরণ নীতিকে ধন্যবাদ। সে এখন সৈন্য বাহিনীকে যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র, জ্বালানী, পোষাক এবং খাদ্য দিয়ে সাজিয়ে দিতে পারবে। ১৯১৩ সালে জারের রাশিয়া যে আকরিক লৌহ উৎপাদন করেছিল তার তিন গুণ প্রায় ১৫ মিলিয়ন টন উৎপন্ন করল। ১৯৪০ সালে, ১৮,৩০০,০০০ টন স্টীল, জারের সময়ের প্রায় চার গুণ, সাড়ে পাঁচগুণ কয়লা, সাড়ে তিন গুণ তেল, ১১ মিলিয়ন টনেরও বেশী বাজার উপযোগী খাদ্যশস্য।

১৯৪১ এর ২২ জুন, কোন রকম ইঙ্গিত না দিয়ে জার্মানী বিশ্বাসঘাতকের মত আঘাত হানল সোভিয়েত রাশিয়ায়। স্তালিন এবং তার সহযোগী-দের (মলোটভ ভরোসিলভ, বেরিয়া, মেলেনকভ) হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল।

স্তালিন সশস্ত্র বাহিনীর কমাণ্ডার হলেন।

হিটলারের চমকে দেওয়ার সুবিধাজনক অবস্থা ছিল। পশ্চিম ইউরোপের যুদ্ধ অভিজ্ঞতা, ১৭০ ডিভিশান, হাজার হাজার ট্যাঙ্ক, যুদ্ধ বিমান।

দশ দিনের মধ্যেই, লিথুয়ানিয়া, লাটাভিয়ার বিরাট অংশ, বেইলোরুশিয়ার পশ্চিমাংশ, পশ্চিম ইউক্রেন হিটলারের দখলে চলে গেল।

স্তালিন জনগণ এবং সৈন্যবাহিনীকে সাংঘাতিক পরিস্থিতি ও নির্মম হিটলারের বিষয়ে সতর্ক করে দিলেন।

স্তালিন দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করলেন রাশিয়া নিঃসঙ্গ নয়। ইউরোপ, আমেরিকার জনগণ তার সঙ্গে আছে। গ্রেট ব্রিটেন সংগে সংগে রাশিয়ার পক্ষ ঘোষণা করল। আমেরিকা ঐ বছরের ডিসেম্বরে।

স্তালিন সবশক্তি নিয়োগের ডাক দিলেন।

সমগ্র অর্থনীতি যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির উপর দাঁড়িয়ে।

হাজার হাজার প্ল্যান্ট স্থানান্তরিত, নতুন নতুন প্ল্যান্ট স্থাপিত হয়েছে। রাশিয়া মস্কো, লেনিনগ্রাদ দ্রুত দখল করে বিদ্যুতের মত জয় ছিনিয়ে নিল। প্রতিহত হল হিটলার।

স্তালিনের কুশলী সৈন্য পরিচালনার পরিকল্পনা খুব সাবধানে বিছানো হয়েছিল। হিটলারের ঝটিকা আক্রমণ ব্যর্থ হল। অস্ত্রশস্ত্রের উন্নাসিক ঝনঝনাৎকার স্তব্ধ হয়ে গেল। যুদ্ধ বিমান আর ট্যাঙ্কের গর্ব ধূলোয় মিশে গেল। রশিয়ার অতিকায় মানবসত্তার শিল্প উৎপাদনের ধাক্কায়। হে, হিটলারের বন্দুকের শক্তি, বিদায়।

১৯৪১ এর ডিসেম্বরে, রাশিয়া মস্কোর বাইরে আঘাত হানল। জার্মান

বাহিনীর অস্থির অবস্থানে। বাহিনীর নীতিতে। জার্মান বাহিনীকে সংখ্যাগত এবং গুণগতভাবে টুকরো করে ফেললেন, তাদের অস্ত্রপাতি, সাজ সরঞ্জাম থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন, ভেঙে ফেললেন বাহিনীর নেতৃত্বের সংগঠন ক্ষমতাকে।

শত্রুর পরাজয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে একটা চিঠিতে স্তালিন লিখলেন, "একটা বিষয়েই খামতি ছিল, আমাদের দেশ যে প্রথম শ্রেণীর সম্ভার সরবরাহ করেছিল তার সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে পারিনি।"

১৮. স্তালিনগ্রাদ

১৯৪২ এর গ্রীষ্ম। পশ্চিমী দ্বিতীয় ফ্রন্টে হেরে গিয়ে দক্ষিণ পশ্চিমে জমা হয়ে চাপ সৃষ্টি করল জার্মান বাহিনী।

সত্যিই, স্তালিন তার পরিকল্পনায় জিনিয়াস, যখন জার্মানীরা মস্কো দখলের জন্য পুবদিকে বেড়ে ঘিরে ধরেছে, তিনি জার্মানদের বাকুর তৈলাঞ্চল দখল করার প্ল্যান দেখতে পেলেন।

তিনি নির্দেশ দিলেন, উত্তর দিক দিয়ে শত্রুদের অগ্রগতি দমন করার জন্য। তিনি বুঝতে পারলেন—স্তালিনগ্রাদকে কেন্দ্র করে সুদূর প্ল্যান ছকেছেন হিটলার।

স্তালিন নির্দেশ দিলেন "আমি আদেশ করছি সমস্ত শক্তি দিয়ে স্তালিন-গ্রাদ বাঁচাও।"

শুরু হল পৃথিবীর এক বৃহত্তম জমায়েত। স্তালিন প্রস্তুত। কলকারখানা তাদের কাজ করেছে। এবার বন্দুকের পালা। যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে স্তালিন বললেন, "আগে নয়, আমাদের দেশ এমন প্রস্তুত যার তুলনা নেই।"

জার্মানী একটা ফ্রন্টেই ২৪০ ডিভিশান সৈন্য নিয়ে লড়ছে। রাশিয়ার সামনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মোট যে সৈন্য নামিয়েছিল তার প্রায় দ্বিগুণ।

স্তালিন বললেন—সেদিন দূরে নয়, শত্রুপক্ষ লালরক্ষী বাহিনীর ঠেলার বহর বুঝবে। এবার আমাদের পালা আসছে। এবং এসেছিল।

জার্মানরা বৃথাই গোলাবারুদ ছুঁড়ল।

ধ্বংসস্তূপে পরিণত করল স্তালিনগ্রাদ।

রাশিয়ানরা যুদ্ধ করেছিল ভাঙা দেওয়াল আর বীজতলার পরিখা থেকে। জার্মান বাহিনী অনেক বেশী শক্তিশালী। তাছাড়া ভারী বন্দুক এবং সুবিধাজনক পশ্চিম দিক থেকে সাঁড়াশি আক্রমণ দিয়ে শুরু করে। সমস্ত ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে ৩,৩০,০০০ জনকে বন্দী করে। স্তালিনগ্রাদে রাশিয়ানরা জার্মান বাহিনীকে ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলল। চার্চিলের স্পষ্ট ভাষায়—জার্মান বাহিনী যতবার জোট বেঁধে নেমেছে ততবার ব্যর্থ হয়েছে।

১৯৭৩ এর গ্রীষ্মকালে দেখা দিল নতুন বিপত্তি। কুরস্কে রাশিয়ানদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য জার্মান বাহিনী তাদের নিষ্ক্রিয় করে ফেলে। অবশেষে রাশিয়ানরা জার্মান বাহিনীকে ধ্বংস করে ফেলল।

১৯৪৩ এই স্রোত হিটলারের সম্পূর্ণ উল্টোদিকে বইতে শুরু করল। পরিকল্পনা: জিনিয়াস স্তালিন ১৯৪৪ এ পরপর দশবার শক্তিশালী আক্রমণ হানলেন জার্মান বাহিনীকে। সোভিয়েত রাশিয়ার সমস্ত অধিকৃত অঞ্চল স্বাধীন করে নিলেন।

সত্যি বলতে, জার্মান এখন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। জুনে চার্চিল এবং রুজভেল্ট ফ্রান্স এবং জার্মানীতে দ্বিতীয় ফ্রন্ট শুরু করলেন। হিটলার এখন কাবড়া করে। পোল্যাণ্ড স্বাধীন হয়ে গেল। চেকোশ্লোভাকিয়া ও বার্লিনের পতন ঘটল। মিত্রশক্তি জাপানী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুক্ত হওয়ার জন্য রাশিয়াকে প্রস্তাব করে। তারা মিলিত আঘাত হানে এবং জয় ছিনিয়ে নেয়।

পরবর্তীকালে এক বক্তৃতায় স্তালিন ফ্যাসিষ্ট জার্মানীকে ভেঙে ফেলতে সোভিয়েত রীতি যে কত মহান দেখিয়েছিলেন—"সোভিয়েত রীতি কেবল মাত্র দেশের শান্তিপূর্ণ সময়ে অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ নয়, যুদ্ধের সময় শত্রুর মোকাবিলা করতে জনসাধারণের সর্বশক্তি নিয়োগের ক্ষেত্রেও সর্বশ্রেষ্ঠ...শত্রুপক্ষীয় দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদের চেয়ে সোভিয়েত দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি অনেক বেশী পুরস্কার সম্পন্ন।"

যুদ্ধকালীন তিন বছরে সোভিয়েত দেশ গড়ে ৩০,০০০ ট্যাঙ্ক এবং প্রায় ৪০,০০০ এরোপ্লেন তৈরী করেছে। তাদের গুণমান জার্মানদের চেয়ে অনেক বেশী উন্নত।

সমস্ত জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে নিহিত ছিল সোভিয়েত আদর্শ। এই আদর্শের বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সোভিয়েত জনগণের যে বন্ধুত্ব সেটাই সোভিয়েত রাশিয়ার প্রধানতম শক্তি। এমনকি যুদ্ধে পরাভূত করার উদ্দেশে সোভিয়েত জনগণের রাজনৈতিক নীতি আদর্শ।

স্তালিনের প্রতিভা এই নীতি আদর্শকে রাজনৈতিকভাবে লালন ও উন্নত করেছে। এবং এই লড়াইয়ে প্রমাণ করেছে বুদ্ধই যে কোন সমস্যার প্রকৃত সমাধান।

১৯. যুদ্ধ তার উপর চেপে বসেছে ঃ শান্তিই তার কাম্য

যুদ্ধে নয়, স্তালিনের তীব্রতম আবেগ ছিল শান্তিপূর্ণ নির্মাণে, এক নতুন পৃথিবী তৈরী করার। এবং এ যুদ্ধের সিদ্ধান্ত সাম্যবাদের দিকে খুলে দিল এক সুদূরপ্রসারী পথ। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যুদ্ধের ক্ষয় ক্ষতি চুকিয়ে শিল্প ও কৃষি উৎপাদনে পূর্বস্তরে ফিরিয়ে আনার কাজ সঙ্গে সঙ্গে শুরু করা হল। পূর্ববর্তী ঘটনার মতই নির্দিষ্ট সময়ের আগেই লক্ষ্যমাত্রার বেশী পূর্ণ হল। শিল্প উৎপাদন আগেই বিশাল পর্যায়ে ছিল। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিশালতর করে ছকা হয়েছিল। এবং তাকে রূপ দেওয়া হল। হাঁপ ছাড়ার ফুরসত মিলল পঞ্চম পরিকল্পনার সময়। কমোশাসের মত বিশাল শিল্পোন্নতির ডাক দেওয়া হয়েছিল। আরো দ্রুত, আরো বেশী বিদ্যুৎ উৎপাদন। আরো শস্তায় পরিবহন, কৃষির জন্য আরো কাঁচামাল। উন্নতভাবে বেঁচে-বর্তে থাকার জন্য উন্নত, শস্তা খাদ্যপণ্য।

রাশিয়ার এই প্রয়োজন মেটাবার সম্পদ তিন প্রকার।

এক মিলিয়ন স্কয়ার মরুভূমি, বড় বড় নদী আর ইঞ্জিয়ার ও প্রযুক্তিবিদের দক্ষতা।

ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা বিস্ময়কর কৃতিত্বে নদীগুলোকে সাগর বানিয়ে ফেলল ভল্গার উপর একটা ইউনিট তৈরী হল, ৩৬০ মাইল লম্বা, ১১ মাইল চওড়া। দুটি ইউনিট কুইবাইশেভ এবং স্তালিনগ্রাদ এর উৎপাদন ক্ষমতার

সমস্ত জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মোট উৎপাদনের চেয়ে শতকরা ৫০ ভাগ বেশী। এবং এই জলাধারগুলি থেকে গ্রেটব্রিটেন, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, ডেনমার্কের চেয়ে বৃহদ এলাকা সেচ দেওয়া যাবে। ফলে দ্রুত অঙ্গীকারে ১০০ মিলিয়ন মানুষের খাদ্যশস্য উৎপন্ন সম্ভব। ৮ মিলিয়ন টন চিনি, ৩ মিলিয়ন টন তুলো।

বিশাল বিস্তৃত এই চারটি কেন্দ্রের মধ্যে কুইবাইশেভ ও স্তালিনগ্রাদ কেন্দ্র, হিমালয়ের কোমর থেকে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত, ৬৮০ মাইল লম্বা, মরুভূমি ভেদ করে তর্কমেন খালের কাজ চলছে। ভলগা থেকে 'ডন' জুড়ে দেওয়া বিশাল লম্বা চতুর্থ খালটির কাজ শেষ হয়ে গেছে। এইসব বিশাল বিশাল পুঁজি ও উৎপাদনের কাজ সত্ত্বেও বছর বছর জীবনযাত্রার মান বেড়ে যাচ্ছে। জিনিষপত্রের দাম নামছে। রুটির দাম শতকরা দশভাগ, সব্জী এবং ফলের দাম ৫০ ভাগ কমিয়ে ফেলা হল। এই সমস্ত নির্মাণের যত উৎসাহ, যত উদ্দীপনা তার পিছনে স্তালিন। এতবড় পরিকল্পনা মূর্ত করেছিলেন স্তালিন তার সাহস, কাজ, আর ইচ্ছাশক্তি জনগণের মধ্যে জারিত করে। এই সেই নির্মাণ, শান্তিপূর্ণ জগৎ এবং এই তিনি স্তালিন এবং তার মহান অবদান।

২০. ব্যক্তি ও স্তালিন

সবকিছু ছাড়িয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল স্তালিনের বৈশিষ্ট্য। জীবনের প্রত্যেক স্তরে বার বার তার ব্যাখ্যা করা যায়। নতুন যুগ, মহান নির্মাণের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল, "প্রত্যেকের প্রয়োজন সমাধান করা" সমাজতন্ত্র এবং সাম্যবাদের লক্ষ্য: প্রত্যেক জীবনের উপভোগ, অনেক বেশী প্রাচুর্য, অধিকার এবং ক্ষমতা দেওয়া। তার অর্থ প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে, জাতি গোত্র নারী পুরুষ নির্বিশেষে শুধু অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নয়, বরং শিক্ষানবিশীর অবাধ সুযোগ, মননের প্রচুর সমৃদ্ধি। জীবন চর্চার স্বাধীনতা এবং শ্রমের প্রাপ্য হিশেবে অবসর উপভোগ করা। সে কারণে তিনি শুরু থেকেই শিক্ষা ব্যবস্থার সুবিধার শক্তিশালী উন্নতির জন্য অনুপ্রাণিত করেন। স্তালিনের স্বপ্ন সত্যি হল, যখন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুমোদন লাভ করে এবং ১৯৬০ সাল শেষ হয়। ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক শিশু শিক্ষা পাবে। তারপরও যারা উচ্চশিক্ষা চাইবে তাদের প্রচুর সুযোগ থাকবে। এই লক্ষ্যমাত্রায় পৌছানোর জন্যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ দেওয়া হল। দিনে ২৩টা স্কুল বাড়ী নির্মাণ, এবং শতকরা ৪৫ ভাগ শিক্ষক শিক্ষানবিশ হবে এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়।

স্তালিন একজন নেতা কিন্তু অন্য ধরণের।

শক্তি ভয় দেখিয়ে নয়, তিনি ক্ষমতায় এসেছেন শিক্ষক, বৈজ্ঞানিক এবং সংগঠকের বৈশিষ্ট নিয়ে। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক পথের পরিষ্কার বিশ্লেষণ দিয়ে তিনি তাঁর স্থান করে নিয়েছেন প্রবল ইচ্ছাশক্তি, অসম্ভব সহ্য করার ক্ষমতা এবং তার ব্যক্তিগত চরিত্র দিয়ে। যাঁরা তাকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন, সে সুযোগ আমার হয়েছিল—তাঁর সহজ, সরল চরিত্র মুগ্ধকর। পরিচ্ছন্ন ছিল সমস্যা মোকাবিলা করার ধারণা, অসাধারণ সাধারণ জ্ঞান, অপরকে শোনার অপূর্ব প্রতিভা এবং ধারণা জ্ঞান অনুযায়ী নিজের পরিকল্পনায় মানুষের কাজে লাগানোর ক্ষমতা।

২১ জনতার শিক্ষা

খুব সত্যি, স্তালিন শিখেছিলেন মানুষের কাছে। এমনকি যখন জনগণকে শেখাচ্ছেন তখনও। তার ফলেই তার ক্ষমতা, জ্ঞানের শক্তিশালী পরিধি তৈরী হয়েছিল।

মেরিয়া ডেমচেনকো, একজন ইউক্রেনিয়ান মহিলার মুগ্ধকর গল্প বলা যায়। তিনি একর প্রতি বীট ফলনের বিশ্বরেকর্ড ভেঙেছিলেন। খামারে খামারে তাঁকে ডাকা হত—প্রচারের জন্য, কিভাবে তিনি এই ফলন সম্ভব করেছিলেন। অবশেষে নিমন্ত্রণ এল মস্কো থেকে। স্তালিনের সঙ্গে কথা বলার জন্য। সে দৃশ্য ছবি হয়ে আছে।

তাঁর আরক্তিম ভাষায়: আমি মস্কো আসতে চেয়েছিলাম নেতাদের চোখের দেখা দেখতে।

স্তালিন উত্তর দিয়েছিলেন—কিন্তু এখন আপনিও একজন নেতা। মারিয়া ঢোক গিললেন। অবশেষে স্বীকার করলেন—বেশ তাই।

সোভিয়েত রাশিয়ার দ্রুত উন্নতির পথে এরকম হাজার হাজার নেতা উঠে এসেছেন। যাঁরা বৃহত্তর পটভূমিতে চূড়ান্ত দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন তাঁরা উঁচু স্তরের নেতা হিশেবে গণ্য। এভাবেই স্তালিন, স্তালিনরূপে মূর্ত হয়েছেন। স্তালিন চরিত্রে মূর্ত হয়েছেন। এভাবেই তার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ বিভিন্ন বিষয়ে সমুদ্র প্রতিম জ্ঞান, সরকারী শিক্ষা, নভশ্চরণ, যুদ্ধ ইত্যাদি কুশলতায়। তাঁর নির্দিষ্ট কিন্তু বিস্তৃত যোগাযোগ ছিল। রেকর্ডভঙ্গকারী গোয়ালিনী থেকে সেই বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় যাঁরা মধ্য এশিয়ায় মরুভূমিকে সমুদ্রে পরিণত করার জন্য পরমাণু বিভাজন ঘটিয়েছিলেন, অথবা সেই খনি শ্রমিকদের সাথে যাঁরা কয়লা নিষ্কাষণের নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন।

স্তালিন যে সর্বদা নিজের মস্তিস্কে চিন্তা করতেন তা নয়, তিনি বিশেষজ্ঞ, সমিতি, এ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সস, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের শিল্প-কুশলী প্রধানদের মস্তিষ্কের মধ্য দিয়েও ভাবতেন।

এমিল লুডইগ প্রশ্ন করলেন: একজন ডিরেক্টর কিভাবে সিদ্ধান্ত নেয়?

"একজন ব্যক্তি সিদ্ধান্ত নিতে পারে না" স্তালিন বললেন, "অভিজ্ঞতা ব্যক্তি সিদ্ধান্তকে শিক্ষিত করে মাত্র, সেখানে বহুল ত্রুটি থাকে, অন্যদের দ্বারা সেই ভুল প্রমাণিত হয়।" বিজ্ঞানীরা একথা জানেন।

২২. একজন শান্তি মানব

স্তালিনের প্রথম কথা 'বিশ্বশান্তি', শেষ কথাও তাই। সম্ভবত বিপ্লবের দ্বিতীয় দিনে একজন ইঞ্জিনিয়ারকে সাহায্য করতে গিয়ে লিখেছিলেন—"শ্রমিক ও কৃষকের সরকার সমস্ত যুদ্ধবাজ জাতিকে এখনি গণতান্ত্রিক শান্তির জন্য প্রস্তাব রাখতে শুরু করেছে।" ১৯৩৯ সালে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মুখে স্তালিন বললেন—"আমরা শান্তির পক্ষে, এবং সমস্ত দেশের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য সম্পর্ক শক্তিশালী করতে চাই।"

নিয়মিতভাবে প্রত্যেক বছর দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য নেমে আসার মতই স্তালিন নিত্য শান্তির পদক্ষেপ বা প্রস্তাব রেখেছেন—এলিয়ট রুশভেল্ট, স্টাসেন, বেডেল স্মিথ, কিংসবারী স্মিথ এদের কাছে।

তাঁর প্রজ্ঞাদীপ্ত বিশ্লেষণ এবং সরল সোজা শিক্ষনীয় বক্তব্যে নিহিত আছে স্তালিনের শান্তির আকুলতা। স্তালিনের শান্তিপূর্ণ বক্তব্য পাওয়া যায় গভীর মৌলিকতা এবং সিদ্ধান্তের প্রমাণাদি—"বিষয়গুলি পরিষ্কার হওয়া উচিৎ যে, রাশিয়া নাগরিক শিল্পোৎপাদনকে ছেঁটে বাদ দিচ্ছে না বরং উত্তরোত্তর বিস্তৃত করে চলেছে। জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং সেচ ব্যবস্থাকে সঙ্কুচিত করছে না, বিশালভাবে বাড়িয়ে চলেছে। দুষ্প্রাপ্য নয় বরং দ্রব্যমূল্যকে দিনকে দিন কমিয়ে আনার নীতি গ্রহণ করেছে—সে কারণে রাশিয়া একই সাথে সামরিক শিল্পোৎপাদনকে উৎসাহ দিতে পারে না। সমর বাহিনীকে বাড়াতে পারে না এবং একই সাথে দেউলে খাতায় নাম লেখাতে পারে না।" □

অনুবাদ □ তাপস গুপ্ত

স্তালিন

পাবলো নেরুদা

আমি জানতাম না, কেন যেন অনেকেই আমাকে একজন গুরুতর রাজনীতিবিদ্ বলে মনে করতেন। আমার সম্বন্ধে এই ধারণা তাদের যে কেন হয়েছিল আমি আজও বুঝিনি। 'লাইফ' পত্রিকা কর্তৃপক্ষ একবার একটি বিশেষ সংখ্যায় তাঁদের গ্রাহকদের কম্যুনিষ্ট দুনিয়ার নামকরা নেতাদের সঙ্গে পরিচয় করে দেওয়ার জন্য বহু ছবির মধ্যে ডাকটিকিটের সাইজে আমারও একটি ছবি ছেপেছিলেন। আমার রাজনৈতিক মতবাদকে তাঁরা প্রেস,টিস ও মাও সে তুঙের মাঝামাঝি একটা পর্যায়ে এনেছিলেন। এই বিশেষ সংখ্যাটি পড়ার পর আমি খুব মজা উপভোগ করেছিলাম। একটা বিষয়ে আমার অবাক লেগেছিলো যে, লক্ষ কোটি ডলার খরচ করে সারা পৃথিবীব্যাপী যে লক্ষ লক্ষ সি. আই. এ-র চর ছড়িয়ে রয়েছে তারা কতো মূর্খ, কতো ভুল খবরই না ওয়াশিংটনের জন্য সংগ্রহ করে।

পৃথিবীর সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের নেতাদের মধ্যে একমাত্র মাও সে তুঙের সঙ্গেই আমার একটু বেশি সময় ধরে আলাপের সুযোগ হয়েছিল। খাবার টেবিলে আমরা উভয়ে উভয়ের স্বাস্থ্যপান করেছিলাম, করমর্দনের সময় উনি আমার হাত দুটো একটু বেশি সময় চেপে ধরে রেখেছিলেন— তাঁর হাসিতে বন্ধুত্ব ও ব্যঙ্গাত্মক বিদ্রূপ দুটোর ছায়াই দেখেছিলাম, তারপর তিনি নিজের টেবিলে ফিরে গিয়েছিলেন।

সোভিয়েত রাশিয়াতে বহুবার গিয়েছি, কিন্তু কখনও মলোটভ, ভিসিন্স্কি, বেরিয়া বা মিকোয়ান কারুর সঙ্গেই সাক্ষাৎলাভের সুযোগ আমার হয়নি। যদিও আমি জেনেছিলাম যে তাঁরা অনেক বেশি সামাজিক অনেক কম রহস্যময় ব্যক্তি।

স্তালিনকে আমিও কয়েকবার একই জায়গাতে দেখেছি—তাও অনেকখানি দূর থেকে—১লা মে ও ৭ই নভেম্বর রেড স্কোয়ারের মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে। স্তালিনের নামাঙ্কিত 'স্তালিন পুরস্কার' কমিটির একজন সভ্য হিশেবে ক্রেমলিনে আমি বেশ কয়েক ঘণ্টা কাটিয়েছি কিন্তু কোনদিনও স্তালিনকে দেখার সুযোগ আমার হয়নি। কোনদিন কোন ভোটাভুটির সময়ে বা দ্বিপ্রাহরিক আসরের আসনে এমনকি সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার হিশেবেও স্তালিনের সঙ্গে আমার মুখোমুখি দেখা হয়নি। সাধারণত 'স্তালিন পুরস্কার'টি সর্বসম্মতিক্রমেই দান করা হতো। অবশ্য মাঝে মাঝে এই নিয়ে প্রচুর তর্কবিতর্ক হয়। তখন আমার মনে হতো হয়তো অন্তিম মুহূর্তটিতে স্তালিন এসে হাজির হবেন এবং তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে 'আমাদের তাই গ্রহণ করতে নির্দেশ দেবেন। কিন্তু আমার মনে পড়ে না যে, কোনো সময়েই তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত বা মতের দ্বারা আমাদের প্রভাবিত করেছিলেন বা আমাদের কোনো সিদ্ধান্তকে তিনি অমান্য কিম্বা অসম্মান করেছেন। আমার কাছে আশ্চর্যের কথা—মাত্র কয়েকটি দেওয়ালের ব্যবধানে থেকেও তাঁর উপস্থিতিটা আজও তিনি আমাদের জানতে দেননি। এই রহস্যময় মানুষটি সম্বন্ধে আমার মনে হতো—হয়তো তিনি খুব লাজুক, নয়তো নিজের রহস্যজালে তিনি নিজেকে সদা সর্বদাই আবৃত করে রেখেছেন। আবার মনে হয়েছে রহস্যের বেড়াজালে আবদ্ধ স্তালিনের জন্য বেরিয়াই হয়তো দায়ী। কারণ তখন দেখেছিলাম, একমাত্র বেরিয়াই যে কোনো সময়ে স্তালিনের ঘরে যাবার ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী।

মাত্র একবারই এই রহস্যময় মানুষটির সঙ্গে আমার অপ্রত্যাশিত এবং অপ্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার হয়েছিলো। সেবার আমি ও এ্যারাগোঁ দম্পতি মস্কোতে 'স্তালিন পুরস্কার' সমিতির সভায় যাবার আগে ওয়ার্শতে তুষার ঝড়ের মধ্যে আটকা পড়ে গেলাম। আমাদেরই সঙ্গী একজন রাশিয়ানকে আমাদের পরিচয় জানিয়ে অনুরোধ করলাম যাতে মস্কোতে তিনি টেলিফোন করে আমার ও এ্যারাগোঁর মনোনীত ব্যক্তিকে আমাদের 'ভোট' দেওয়ার জন্য সমিতিকে খবরটা দেন। এই রাশিয়ান ভদ্রলোকটি টেলিফোনে খবর পাঠিয়ে উত্তর পাবার পর আমায় একান্তে ডেকে নিয়ে যে কথাটি বললেন তা শুনে সেদিন স্তম্ভিত ও বিস্মিত না হয়ে পারিনি। তিনি বলেছিলেন—কম্‌রেড্ স্তালিনের কাছে যখন এ বছরের 'স্তালিন পুরস্কার' দানের সম্ভাব্য নামের তালিকা দেখানো হয়েছিলো তখন নাকি প্রশ্ন করেছিলেন, এই তালিকার মধ্যে 'পাবলো

নেরুদা'র নাম নেই কেন ?

পরের বছরই মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব এবং পৃথিবীতে শান্তির প্রচারের জন্য আমি এই পুরস্কার পেয়েছিলাম, এবং এই পুরস্কার প্রাপ্তিতে যদিও আমার মনে হয়েছিলো—এটি আমার যথার্থই প্রাপ্য তবু সেই রহস্যময় মানুষটি আমার অস্তিত্বকে না জেনেও কেন স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে পুরস্কারটি আমারই প্রাপ্য তা আজও আমার কাছে রহস্যাবৃত।

আরো কয়েকটি ব্যাপারে স্তালিনের নিজস্ব হস্তক্ষেপের সংবাদ আমি জানতে পারি। তখন বিশ্বজনীনতা বা আন্তর্জাতিকতাবাদের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন গড়ার চেষ্টা চলছে এবং সেই দলের কিছু গোঁড়া লোক ইরেনবুর্গের মাথাটা কেটে ফেলার জন্য আগ্রহী।

এই সময়ে এক দিন সকালে ইরেনবুর্গের বাড়িতে টেলিফোন বেজে উঠলো। লুবিয়া টেলিফোনটি তুলতেই টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে একটা অস্পষ্ট চেনা গলা শোনা গেল।

'ইলিয়া গ্রীগরিভিচ্ কি বাড়িতে আছেন ?'

লুবিয়া উত্তর দিলেন, 'আপনার পরিচয়ের ওপরই সেটা নির্ভর করছে।'

উত্তর এল 'আমি স্তালিন কথা বলছি।'

লুবিয়া টেলিফোনটি ইরেনবুর্গের হাতে তুলে দেওয়ার সময় বললেন, 'মনে হচ্ছে তোমার সঙ্গে কেউ রসিকতা করছে।'

কিন্তু ইরেনবুর্গ স্তালিনের গলা চিনতে ভুল করেন নি। স্তালিন বললেন, 'সমস্ত রাত ধরে তোমার লেখা উপন্যাস 'প্যারীর পতন' পড়েছি। আমার টেলিফোন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রিয় বন্ধু গ্রীগরিভিচ্ তুমি এই ধরনের লেখা আরো অনেক অনেক যাতে লেখো সেজন্য অনুরোধ জানানো'।

হয়তো স্তালিনের সেদিন সকালের এই আকস্মিক টেলিফোনই ইরেনবুর্গকে দীর্ঘজীবন দান করেছিলো।

আরো একটি ঘটনা। মায়কাভস্কি তখন মৃত, কিন্তু তাঁর গোঁড়া সমালোচকরা সোভিয়েত সাহিত্যের মানচিত্র থেকে তাঁর নামটা মুছে দেবার জন্য প্রায় বদ্ধপরিকর। কিন্তু হঠাৎ কি যেন হল দেখা গেল সব চুপচাপ। মায়কাভস্কির প্রণয়ী লিলিব্রিক স্তালিনকে একটা চিঠিতে সব কিছু জানিয়ে অনুরোধ করেছিলেন যাতে মায়কাভস্কি সৃষ্ট সাহিত্য-সম্ভার এই মারাত্মক আক্রমণের হাত থেকে বাঁচানো হয়। উত্তরে সেই চিঠির এক কোণে স্তালিন নিজের হাতে লিখেছিলেন : 'সোভিয়েত সাহিত্যে মায়কাভস্কি সর্বোত্তম কবি।' এর ফলে মায়কাভস্কির কঠোর সমালোচকদের দলবদ্ধ অভিযান একটা প্রচণ্ড আঘাতে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। এর পরেই মায়কাভস্কির নামে প্রচুর স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী হল এবং তাঁর অসাধারণ গ্রন্থাবলীর বহু সংস্করণও প্রকাশিত হতে থাকলো। যেহোভার বজ্র-আঘাতে মায়কাভস্কির শত্রুরা বোবা হয়ে গেলেন।

আমি শুনেছিলাম, স্তালিনের মৃত্যুর পর একটি গোপন ফাইল পাওয়া গিয়েছিলো যার উপরে তাঁর স্বহস্তে লেখা ছিলো : 'গোপনীয় এই ফাইল কেউ খুলো না।' এই ফাইলের কাগজপত্রে যে ক'জনের নাম প্রথমেই ছিলো তাঁরা হলেন : সঙ্গীত রচয়িতা শস্‌টাকোভিচ, আইনস্টাইন, বরিস পাস্তারনেক, ইরেনবুর্গ ইত্যাদি।

অনেকেই আমায় বলেছেন আমি স্তালিনপন্থী। ফ্যাসিবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলরা আমার সম্বন্ধে বলে থাকেন আমি নাকি স্তালিনের কাব্যময় ব্যাখ্যাতা। আজকের এই নারকীয় বিভ্রান্তির যুগে যে কোনো মন্তব্যই সম্ভবপর।

আমাদের—কম্যুনিষ্টদের ব্যক্তিগতভাবে এটাই দুঃখের যে, স্তালিন সমস্যার সম্মুখীন হতে গিয়ে অনেক সময়ে আমরা উপলব্ধি করি শত্রুরাই ঠিকপথে চলেছেন। ঘটনার এই রহস্য উদ্ঘাটন আমাদের মনকে ব্যথিত করে তোলে। কেউ কেউ মনে করেন তিনি প্রবঞ্চিত হয়েছেন। কেউ কেউ শত্রুপক্ষের কথায় বিশ্বাস করে তাদের দ্বারাই প্রভাবিত হন। আবার কেউ কেউ বিংশ আন্তর্জাতিক সম্মেলনের কম্যুনিষ্ট একতার কথা চিন্তা করে পৃথিবীকে জানিয়ে দিতে চান এর সত্যাসত্য এবং আন্তর্জাতিক সামাজিক দায়িত্ব।

এই কথাটা খুবই সত্য যে, দায়িত্বটা আমাদের সকলকেই ভাগ করে নিতে হবে। যদি কোনো অপরাধের সমদায়িত্ব আমরা না নিতে শিখি, তাহলে আমাদের নিজস্ব সমালোচনা ও ব্যাখ্যায় আমাদের নিজেদেরই বসতে হবে এবং আমাদের সেই অস্ত্র খুঁজে বার করতেই হবে যাতে কম্যুনিষ্ট জগতের বোঝাপড়ার মধ্যে একটা সমঝোতা থাকে।

আমি বিশ্বাস করে দেখেছি যে, স্তালিন বারবারই আমার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছেন, আমার অজানিত অন্ধকারকে ভেদ করে তাঁর আলোকময় উপস্থিতি অনুভব করেছি। ঋষির মতই ছিলো আদর্শের প্রতি তাঁর আনুগত্য, সহজ ও সরল ছিলো তাঁর হৃদয়। এই মানুষটিই রাশিয়ার বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর আদর্শকে রক্ষা করেছেন, মর্যাদা দান করেছেন। তাঁর নাম মুখে নিয়ে রাশিয়ার লক্ষ কোটি মানুষ হিটলারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন এবং জয়ী হয়েছেন।

একজোড়া বিরাট গোঁফ নিয়ে ছোটোখাটো চেহারার এই মানুষটি অপরাজিত এক দেবসেনার মতো রণাঙ্গনে উপস্থিত হয়ে হিটলারের হাজার লক্ষ ফ্যাসিবাদী দৈত্যকে ধ্বংস করেছেন। অথচ আমি আমার মাত্র একটি কবিতা তাঁর জন্য উৎসর্গ করেছি। এই কবিতাটি আমি তাঁর মৃত্যুর সময়ে লিখেছিলাম যা আমার রচনাবলীর মধ্যে পাওয়া যাবে। ক্রেমলিনের এক চক্ষু এই দানবের মৃত্যু সেদিন সারা পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলো। মানুষের জঙ্গল সেদিন আতঙ্কে শিহরিত হয়ে উঠেছিলো, আমার কবিতায় পৃথিবীর সেদিনের সেই আতঙ্কেই রূপ দিয়েছিলাম।

ইলিয়া এরেনবুর্গের চোখে স্তালিন

এই কঠিন দিনগুলিতে স্তালিন আপন পূর্ণতম মহত্ত্ব নিয়ে আমার চোখের সামনে ভাসছেন—আমরা ওনাকে দেখছি সমস্ত বিশ্বের পথে হেঁটে যেতে। আমাদের সংকটপূর্ণ সময়ের ঢেউগুলির ধাক্কায় পাহাড়ের মতন অটল থাকতে। নিজের জন্মভূমি 'গুরজি'র পাহাড়গুলিকে ডিঙ্গিয়ে যেতে দেখেছি, ডনি এবং ভোলগার মাঝখানে যুদ্ধক্ষেত্র পার হয়ে যেতে দেখেছি, নির্মীয়মান নতুন মস্কোর প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে দেখেছি এগিয়ে যেতে—জনরবে পূর্ণ সাংহাইয়ের বাজারে ওনাকে দেখা যাচ্ছে, ফ্রান্সের পাহাড়গুলি পার হয়ে যাচ্ছেন, ব্রাজিলের জঙ্গল পেরিয়ে যাচ্ছেন, রোমের প্রাঙ্গণে পৌছলেন—ভারতের গ্রামগুলি পার হচ্ছেন—সমস্ত শিখরগুলিকে নিজের পদচিহ্নে মেপে নিয়ে।

স্তালিনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় যখন এসে গেল প্যারিসের এক রোজগারহীন মানুষ গোলাপের মালায় সজ্জিত ওনার প্রতিকৃতির সামনে পৌছে ভায়োলেট ফুলের একটি ছোট গুচ্ছ নিজের তরফ থেকে অর্পন করলেন: "রুটি না কিনে আমি ওনার জন্য ফুল কিনেছি।..." তুরিনে কলকারখানাগুলি বন্ধ হয়েছে, সিসিলির কৃষিমজদুরদের নীরবতা পালনে নিস্তব্ধতা জমাট বেঁধে গেছে, জেনোয়ার ঘাট-মজুরেরা কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। ওরা সকলেই স্তালিনের শোকযাত্রায় সাথ দিয়েছিল। প্রাচীন পিকিঙের যুবক বৃদ্ধ এবং বাচ্চাদের সাথে নিয়ে মায়েরা সরু পথ পার করে ময়দানের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল যেখানে চীন নিজের মিত্রর প্রতি শোকসভার আয়োজন করেছে। আর্জেন্টিনার গোচারণভূমিতে এক রাখাল পথ চলতি এক যাত্রীকে 'হায়' শব্দ উচ্চারণ করে দাঁড় করাল এবং দুজনে মিলে স্তালিনের মৃত্যুর জন্য শোক পালন করল। কোরিয়ার ধ্বংসস্তূপের ভিতরে সেই মায়েরা যারা মানব দুর্ভাগ্যে উপচে পড়া পেয়ালার স্বাদ আচ্ছারকমই পেয়েছিলেন, প্রথম থেকেই নিজেদের চোখ নামিয়ে—এই মৃত্যুর শোক প্রকট করলেন। পুলিস, মোসাহেব ও দমনকারীদের দ্বারা ঘেরাও নিউ-ইয়র্কের ইমানদার মানুষেরা শোকে ভরপুর হয়ে বললেন: 'শান্তির মিত্র চলে গেলেন।"

আমাদের শত্রুরা ভেবেছিল যে এই মহান শোক পালনে আমাদের পাশে কোন সাথী থাকবে না। নিঃসন্দেহে আমাদের শোক এমনই যে কোন শব্দেই তা ব্যক্ত করা যায় না। মনুষ্যত্বহীন মংলুব, যারা প্রত্যেকটি ঘটনাকেই ডলারে বা সেন্টে মূল্যায়ণ করে কখনোই বুঝে উঠতে পারবে না এমন মানুষকে হারাবার কি অর্থ হয়। কিন্তু এই কঠিন সময়েও সম্ভবতঃ প্রথমবার আমরা দেখেছি আমাদের মিত্র কত আর, আমাদের শোক মানব জাতির শোক হয়ে গেছে।

ব্রাজিলের খেতমজুর যারা স্বপ্নেও কখনো ভারতে পারত না যে মস্কোর বাজার কেমনতর বা এখানে গ্রামের মানুষ কিভাবে জীবন নির্বাহ করে। রুশীয়দের সঙ্গে কোন পরিচয়ই নেই—ওরা কখনো বরফ দেখেনি, ওরা জানেনা যে ছুটির বিশ্রাম-ঘর কেমনতর হয়। অনেক যুগ আগের মত ওরা সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি হাড় ভাঙ্গতে থাকছে এবং ওদের সুখের দুর্লভ ধন খুবই নগন্য। কিন্তু প্রত্যেক মেহনতী মানুষের মত ওদেরও হৃদয় বড় এবং ওদের হৃদয়ের মধ্যে এই মানুষটির সম্বন্ধে শব্দ খোদিত আছে যিনি দুনিয়ার অন্য প্রান্তে রয়েছেন আর যিনি সমস্ত মানুষের জন্য সুখসমৃদ্ধি চান। দুর্বল পাতলা কালো রঙের ওই খেতমজুরেরা শুধুমাত্র এইই জানে যে মস্কো নামে এক শহর আছে এবং সেই মস্কোতে স্তালিন থাকেন। যাঁর দ্বারা ওরা বেঁচে থাকতে মদত পেয়েছে এবং ওদের কাঁধ সোজা রাখবার সাহারা পেয়েছে।

এমন পুস্তক আছে যেগুলি হৃদয়কে নাড়া দেয়: ইতালী ও ফ্রান্সের ফাঁসী যাওয়া কমুনিষ্টদের চিঠিপত্র। ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সংঘর্ষের দিনগুলিতে জহলাদের হাতে ধরা পড়া বীরেরা যাঁরা সাহসের সঙ্গে মৃত্যু বরণ করে নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের জীবনের অন্তিম লগ্নে নিজের স্ত্রীর কাছে, নিজের মায়ের কাছে বা নিজের বন্ধুদের নামে কিছু বার্তা পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন। কোন বিষয়ের উপর তাঁরা লিখেছিলেন? তাঁরা লিখেছেন নিজের প্রিয়জনদের সম্বন্ধে, নিজের সন্তানদের সম্বন্ধে এবং সেই মানুষটির বিষয়ে যিনি তাঁদের মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সহযোগিতা করেছিলেন—তাঁরা লিখেছিলেন স্তালিনের বিষয়ে। ফাঁসীর মঞ্চে দাঁড় করাবার এক ঘণ্টা আগে রেবের যিনি গেস্টপোদের অত্যাচারের দরুণ নড়তে পর্যন্ত পারছিলেন না, লিখে গিয়েছিলেন স্তালিনের নাম। স্তালিনের নাম নিজের ওষ্ঠে উচ্চারণ করে গাব্রিয়েল পেরী এবং ড্যানিয়েল কেসানোভা সাহসের সঙ্গে আপন মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিলেন। স্তালিনের নাম ছিল চীনের সেই সমস্ত বীরদের কণ্ঠে যারা মহান অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। ক্যান্টনের সেই সব শহীদদের মুখে ছিল স্তালিনের নাম যাঁরা নিজের দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজের প্রাণবলি দিয়েছিলেন। স্তালিনের নাম নিয়েই স্পেনের মানুষ ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে ঝাঁপিয়ে পড়বার শপথ নিয়েছিলেন। থেলমনের উপর যখন অত্যাচার চলছিল তখন স্তালিনের নাম-ই তাকে শক্তি যুগিয়েছিল এবং স্তালিনই ছিলেন সেই জন যিনি ভিয়েতনামের হৃদয়ে আশা জাগিয়ে রেখেছিলেন।

ওনার কথা শুধুমাত্র শোনা-ই যেতো না, শুধুমাত্র বাতাসে ছুটে বেড়াত না ওনার নাম। ওনাকে ভালবাসা জানানো হোত, এক মহান মানবীয় প্রেমের সঙ্গে ওনাকে ভালবাসা হোত কারণ উনি মানুষকে ভালবাসতেন—মানুষের দুর্বলতা ও শক্তিকে উনি চিনতেন। কারণ, উনি সেই মায়ের অশ্রুর মর্ম বুঝতেন যে মা যুদ্ধে নিজের ছেলেকে হারিয়েছে। কারণ, উনি মেহনতী মানুষদের শ্রমের কদর করতেন। ওনার ভাষা সকলে বুঝতো—মস্কোতে বা ক্যান্টনে, প্যারিসে বা রিও ডি জেনিরোয়। স্তালিনরূপী শিকড় আমাদের ইতিহাসে আমাদের জন্মভূমিতে গভীরপ্রোথিত এবং তিনি বাস করতেন আমাদের দেশের সীমানা ছাড়িয়ে অনেক দূর দূর মানুষের হৃদয়ের মধ্যে।

সেই সব দিনে যখন ফ্যাসিজম সংস্কৃতির অস্তিত্ব মাত্র আমাদের আতঙ্কিত করছিল, মানুষের প্রতিষ্ঠা ও জীবনের জন্য বিপদ হয়ে উঠেছিল, স্তালিন মুক্তি সেনাদের যুদ্ধে এগিয়ে এনেছিলেন। উনি ইউরোপ ও এশিয়ার

রক্ষাকর্তা সেনাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। পরাধীন দেশের বীরদের—সিমুজিন, পিয়েনোস্ত, পোল্যাণ্ড ও শ্লোভাকিয়ার গেরিলা সেনাদের প্রাগ ও অসলোয়, এথেন্স এবং তিরানার বাহাদুর সন্তানদের এগিয়ে যেতে উদ্দীপ্ত করেছিলেন। বিজয়ের গৌরব পেয়েছিল মানুষ। এর কারণ এই যে স্তালিন নিজে যুদ্ধে সকলের আগে ছিলেন। যখন ফ্যাসিস্ত গারদগুলি ও কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের দরজা খুলে দেওয়া হয় ইউরোপের সমস্ত দেশের পুরুষ ও নারী খুশীর অশ্রু বইয়ে দিয়ে স্তালিনের নাম স্মরণ করেছিল। যোশেফ বিশসারিওনোভিচের জন্মের সত্তর বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠানে ওনার নিকট বহুমূল্য উপহার সমস্ত পাঠানো হয়েছিল। যুদ্ধে কাজে লাগে সৈনিকদের মায়েরা এমন পারিবারিক স্মৃতিচিহ্ন পাঠিয়েছিলেন, গেস্টপোদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে মারা যাওয়া মেয়েদের টুপি, লড়াইয়ে মারা যাওয়া ছেলের যুদ্ধের জন্য পাওয়া পদক—ফ্রান্সের মানুষ স্তালিনকে একটি কলস পাঠিয়েছিলেন, যার মধ্যে ব্যালেরিয়ানের সেই দুর্গের মাটি ছিল যেখানে দেশভক্তদের গুলি করে মারা হয়েছিল এবং যেখানে বীরেরা নিজের দেশের বিজয়ের সঙ্গে, জীবনের বিজয়ের সঙ্গে, স্তালিনের বিজয়ের সঙ্গে আপন মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিলেন।

উনি মহান সেনাপতি ছিলেন, যিনি যুদ্ধকে ঘৃণা করতেন। উনি সেই শোকের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন যা যুদ্ধ শুরু হতেই সাধারণ মানুষের মাথায় ভেঙে পড়ে। উনি এমন সেনাদের সেনাপতি ছিলেন যারা যুদ্ধের বৎসরগুলিতে শান্তির জন্য লড়াই করতো, যারা স্তালিনগ্রাদের ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে শপথ নিয়েছিল যে ভয়ানক ভাবে খুন খারাপির আগুন যারা লাগিয়েছে তাদের নিঃশেষ করেই বিশ্রাম নেবে। সকলেই জানে কারা বা কে সেইজন যে মানুষের বিজয়কে কলঙ্কিত করেছিল—সে কোন জন যে নতুন করে যুদ্ধের তাণ্ডব শুরু করেছিল। যখন সমুদ্রের ওপার থেকে নতুন রক্তপাতের প্রথম খবর আমাদের সামনে পৌঁছেছিল সেই সময় স্তালিনের চেহারায় যে ছাপ ফুটে উঠেছিল তা আমরা কখনো ভুলে যাব না।

স্তালিন বলেছিলেন যে মানুষ—সমস্ত দেশের সাধারণ পুরুষ ও মহিলারা যুদ্ধ থামিয়ে দিতে পারে এবং এরই জবাবে শান্তির এক অভূতপূর্ব সেনা উদিত হয়েছিল। এক মামুলি মহিলা ফৌজি গাড়ি আটকাতে রেললাইনের উপর শুয়ে পড়েছিল। অন্য এক মহিলা দৌড়ে প্যারেড ময়দানে গিয়ে পৌঁছোয় এবং সেনাদের আহ্বান জানিয়ে বলে তারা যেন নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে হাত না ওঠায়। বন্দর মজদুররা নিজেদের হাত গুটিয়ে নিয়েছিল এবং হামলাকারীদের হাতিয়ার বয়ে তুলতে বা বয়ে নামাতে অস্বীকার করেছিল। নিজের দেশের কৃষি জমিকে বিদেশীদের এয়ারপোর্ট রূপে ব্যবহারের বিরুদ্ধে কৃষকেরা একসাথে লড়েছিল। শান্তির দাবীতে মানুষ পথে নেমে এসেছিল। বিশাল সমাবেশের আহ্বান জানানো হয়েছে যেখানে সকল দেশের প্রতিনিধি পুরুষ ও নারীরা সমস্ত রকম আচার বিচারের ও সকল ধর্মের অসংখ্য মানুষ শান্তির ধ্বজা উপরে তুলে ধরার শপথ নিয়েছিল। কোটি কোটি মানুষ আবেদনপত্রের উপর স্বাক্ষর দিয়েছিল। সেটা আবেদনপত্র মাত্র ছিল না বরং শপথপত্র ছিল। ইতিহাসে এর আগে কখনো মানুষের চেতনা এতটা উদ্দীপ্ত হয়নি, আগে কখনো এতটা আশা সঞ্চারিত হয়নি জনমানসে।

আজ এই দুঃখপূর্ণ দিনে শান্তির সমস্ত সমর্থকেরা—সে যে দেশেরই বাসিন্দা হোক না কেন, সে যেমন আচার বিচারের মানুষই হোক না কেন দেখা গেল সকলেই স্তালিনের কাছে কতটা ঋণী। উনিই সেই মানুষ যিনি কোটি বাচ্চা এবং হাজারো নগরগুলির রক্ষাকর্তা।

রোমের বিশাল প্রাঙ্গণ জুড়ে এক পরিপূর্ণ জনসমাবেশে মশালের আলোয় আলোকিত স্তালিনের চিত্র টাঙানো হয়। অনেকক্ষণ পর্যন্ত উচ্চস্বরে শোনা গেছে "স্তালিনই শান্তি"। মিসিসিপি রাজ্যের এক ছোট্ট গাঁ থেকে নিগ্রো মজদুর আমাকে জানাল: "ওরা আমাদের বধ করার জন্য নিয়ে যেতে চাইছে কিন্তু স্তালিন তা হতে দেবেন না।" ডেনমার্কের এক সিধেসাধা পাঁচ সন্তানের মা বলছিল: "আমার বাচ্চাদের জন্য আমার কোন ভয় নেই, স্তালিন ওদের রক্ষা করবেন।"

চীনের গ্রামে আমি স্তালিনের প্রতিকৃতি দেখেছি এবং সেই ছবির দিকে চীনের পুরুষ ও মহিলারা ইশারা করে জানিয়েছিল: "উনি আমাদের ঘর রক্ষা করছেন।" প্যারিসে ঘরের দেওয়ালে আঁকা ছিল দুটি শব্দ যা মানুষের মস্তিষ্কে পরস্পরের সঙ্গে মিল হয়ে গিয়েছিল: 'স্তালিন' ও 'শান্তি'। স্বভাবত শান্তি সেনাদের মধ্যে অনেক অনেকই কম্যুনিষ্ট আছেন। ঠিক সেরকমই যেমন কিনা ফ্যাসিজম থেকে মানব জাতিকে মুক্ত করার জন্য কত সেনা—অনেকেই কম্যুনিষ্ট ছিলেন। অথচ কম্যুনিষ্টরাই শুধুমাত্র শান্তিকে উঁচুতে উঠিয়ে রাখছেন না—বিভিন্ন সভায় সম্মেলনে এবং জমায়েতে কত যে বিশ্বাসী মানুষ—ক্যান্টরবেরির বিশপ হ্যুলেৎ জনসন, এ্যাবট ওয়ালিয়র, রীথের প্রাক্তন চ্যান্সেলর ওয়র্থ এবং ইতালীর উদার দলীয় নেতা নেত্তিও স্তালিনের বুদ্ধিমত্তা আর শান্তি প্রেমের কথা বলেছেন। শান্তির এই মহান রক্ষকের অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য ডঃ কিচলু অংশগ্রহণ করেন। ফ্রান্সের প্রগতিশীল নেতারা—ইয়েব কাজ' এবং পিয়ের কুরী অংশগ্রহণ করেন। মানব জাতির শত্রু শান্তির অন্য সমর্থকদের থেকে কম্যুনিষ্টদের আলাদা করবার জন্য নানাভাবে ব্যর্থ তোড়জোড় চালাচ্ছে। [সোভিয়েত সংঘ, চীন এবং জনগণের গণতন্ত্র দ্বারা শান্তি রক্ষাকারী পশ্চিমী ইউরোপ, আমেরিকা এবং এশিয়ার জনপ্রিয় শক্তিকে আলাদা করার কথা যারা চিন্তা করে তারা ব্যর্থ।] স্তালিনের কথা: ভিন্ন ব্যবস্থায় ভিন্ন দুনিয়া একসাথে থাকতে পারে এবং শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা করতে পারে—যা মানব জাতির চেতনায় আজ মিশে আছে। এই শব্দ মানুষকে সংযুক্ত সংহত করেছে। উনি এমন এক শক্তির জন্ম দিয়েছেন যাকে কুৎসিত যুদ্ধ-প্রেমীরা নষ্ট করতে পারবে না।

স্তালিন একাধিকবার রাষ্ট্রের স্বাধীনতার অধিকারের পক্ষে আওয়াজ তুলেছেন। আজ রাষ্ট্র মাত্র বুঝে গেছে যদি স্বাধীনতা না থাকে তবে সুরক্ষাও থাকে না। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আধিপত্যের বিরুদ্ধে, বিদেশী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এবং নতুন হামলাকারী দ্বারা অত্যাচারিতদের জন্য সবধরণের 'বিদেশী সৈনিক দল'-এর বিরুদ্ধে সংঘর্ষে স্তালিনের বাণী সকলকে প্রেরণা দেয়।

ডিসেম্বরের শেষদিকে আমেরিকার এক পত্রকারকে স্তালিন জবাব দিতে

গিয়ে বলেছিলেন যে সংযুক্ত রাজ্য আমেরিকা এবং সোভিয়েত সংঘের মধ্যে যুদ্ধের অনিবার্যতা স্বীকার করা চলে না এবং বলা যায় দুই দেশই ভবিষ্যতে শান্তির সঙ্গে থাকতে পারে—স্তালিনের এটিই ছিল শেষ বক্তব্য যা সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে ছিল। এই দুনিয়ায় সবচেয়ে শক্তিশালী ও সবচেয়ে বেশী শান্তিপ্রিয় রাজ্যের অধ্যক্ষের বাক্য এটিই ছিল। সমস্ত দুনিয়ার সাধারণমানুষের বেঁচে থাকার জন্য, রক্তপাতের বিরুদ্ধে স্তালিন শান্তির প্রশ্নে আওয়াজ উঠিয়েছিলেন।

শান্তির এই মহান রক্ষাকর্তার মৃত্যু খবর শুনে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে মানুষের উপর নেমে আসা শোক কত স্বাভাবিক শোক। কিন্তু সকলেই জানেন যে স্তালিন মরতেই পারেন না। উনি কেবল নিজের সৃষ্টির মধ্যেই জীবিত হয়ে নেই, কেবল সো ভিয়েত রাজ্যের শক্তি ও বৃদ্ধির মধ্যেই জীবিত নন, বরং উনি কোটি মানুষের চিন্তা ভাবনায় বেঁচে আছেন—রুশীয় ও চীনীদের মধ্যে, পোলিশ ও জার্মানীদের মধ্যে ফ্রান্স ও ভিয়েতনামীদের মধ্যে, ইতালীয়ান ও ব্রাজিলীয়ানদের মধ্যে কোরিয়ান ও আমেরিকানদের মধ্যে। যখন স্তালিনের হৃদস্পন্দন স্তব্ধ হল তখন মানব জাতির শোক সন্তপ্ত হৃদস্পন্দন আরো বেড়ে গেল। সাধারণ পুরুষ ও নারীরা অনুভব করল যে স্তালিনের স্মৃতি, স্তালিনের আদেশ শান্তি ও মানব জাতির সুখের জন্য সংগ্রাম পরস্পরকে আরও বেশি ঘনিষ্ট বাঁধনে বেঁধে দিল।

স্তালিনের মৃত্যুশয্যায় এই শব্দগুলিই চারিদিকে ধ্বনিত হল "আমি জনতার প্রকৃত সেবক এবং জনগণ শান্তি চায়, যুদ্ধকে ঘৃণা করে। কোটি মানুষের রক্তের হোলিখেলা থামানো এবং সুখী জীবন নির্মাণের পক্ষে মানুষের যে ইচ্ছে, আমাদের সকলের পবিত্র ইচ্ছে তাইই হোক।" এই বক্তব্যটিই সাথী স্তালিনের বিচার, চিন্তা ও সংকল্পের মূর্তরূপ ছিল এবং ওনার সহকর্মী সোভিয়েত সরকারের অধ্যক্ষ ঘোষণা করেছিলেন। এই শব্দই প্রত্যেক সময়ে প্রত্যেক স্থানে সর্বসাধারণ পুরুষ ও মহিলার কাছে পৌছবে এবং আমাদের সঙ্গে মিলে সকলেই বলবেন : "স্তালিন জীবিত।"

অনুবাদ ☐ গোপাল ভট্টাচার্য

[রাহুল সাংকৃত্যায়নের হিন্দি পুস্তক 'স্তালিন' গ্রন্থ থেকে অনূদিত। কৃতজ্ঞতা স্বীকার : গোপাল সাউ]

With best compliments from :

ALFA CHEMICAL WORKS

H. O.
P. O. PURBA
PUTIARY CAL—700093
Factory :
115/1 Biren Roy Road
(East) CALCUTTA—700093
Tel. 77-4219

শ্রীমতী সান্-ইয়াৎ সেনের চোখে স্তালিন

আমরা ওঁকে হারিয়ে বসেছি। যিনি এক মহান প্রতিভাশালী বিপ্লব-রচয়িতাকার ছিলেন, লাগাতার সংগ্রামের আগুনে ইস্পাত হয়ে গিয়েছিলেন যার মধ্যে অদম্য ভাবনা শক্তি ছিল এবং যিনি মহান সিদ্ধান্তের অনুসারী ছিলেন আর সমস্ত উৎপীড়কদের ভয়ংকর শত্রু ছিলেন। সেই স্তালিনের মধ্যে বিপ্লবের আগুন এতটাই গনগনে প্রখর ছিল যে জীবনের মাত্র একটাই নীতি তাঁর ছিল—জনতার সেবা করা। এতগুলি বছর পর্যন্ত ক্রেমলিনে নিজের ঘরে থেকে তিনি শুধুমাত্র সোভিয়েতের মানুষজনকে নেতৃত্ব দিয়েছেন কিছু তৈরী করতে নয় বা সমস্ত মানব জাতির ভবিষ্যত সুনিশ্চিত করতে নয় বরং সমস্ত উৎপীড়িতদের জন্যই, যত দূরেই তারা বসবাস করুক না কেন, দেখিয়েছেন গভীর সহানুভূতি।

আমরা তাঁকে হারিয়ে বসেছি। যিনি শান্তির সবচেয়ে বড় পতাকাবাহী ছিলেন। সেই স্তালিন জীবনের একটি নতুন রাস্তা দেখিয়েছেন দুনিয়া জুড়ে সততা ও ইমানদার জীবনের যা কিনা সরল এবং সুস্পষ্ট পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্যই, সমস্ত জনগণের জন্য এবং সমস্ত রাজ্যগুলির জন্য সমান। এই ধরনের জীবন যা দেশে রাজ্যে পরস্পর সম্বন্ধে এমন মিত্রতার উপর প্রতিষ্ঠিত যেমনটা ইতিহাসে আগে কখনো দেখা যায়নি।

সত্যিই আমরা অনেক কিছু হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু, আমাদের সামনে প্রগতির জন্য স্তালিন আমাদের নিরস্ত্র করে ছেড়ে যাননি। ওনার সমস্ত জীবন আর কাজ আমাদের এমনই হাতিয়ার দিয়ে গেছে যাতে করে ওনার পূর্বসূরী এবং ওনার নিজের উচ্চতম আশাকে আমরা পূর্ণ করতে পারি। ওনার স্বপকে এগিয়ে আনা আমাদের কর্তব্য। সমস্ত প্রগতিশীল মানব জাতিরই এ বিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। স্তালিনের পার্টি এবং মহান সোভিয়েত জনগণের চারিদিকে আন্তরিকভাবে একজোট হওয়ার প্রয়োজন আজ।

' স্তালিনের জন্য"—এইটিই সেই নিশান যার নীচে আন্তর্জাতিক মেহনতী মানুষের বিজয় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

অনুবাদ ☐ গোপাল ভট্টাচার্য

[রাহুল সাংকৃত্যায়নের স্তালিন গ্রন্থ থেকে অনূদিত]

নেহরুর চোখে স্তালিন

[১৯৫৩ সালের ৫ই মার্চ কমরেড স্তালিনের জীবনাবসান ঘটে। পরদিন, অর্থাৎ ৬ মার্চ সংসদ অধিবেশনে সংসদ সদস্যদের কাছে এই শোক সংবাদটি জানান ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে এই সংবাদটি দিয়েই বিরত থাকেন নি। শোকপ্রস্তাব উত্থাপনের প্রাক্কালে তাঁর ভাষণের মধ্যে ফুটে উঠেছিল 'মার্শাল স্তালিনের' প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, এবং ভালবাসা। 'মার্শাল স্তালিনের' মৃত্যুকে তিনি 'একটি যুগের অবসান' বলে অভিহিত করেছিলেন। সেই ভাষণটিরই বঙ্গানুবাদ এখানে প্রকাশিত হলো।]

আজ খুব সকালে মার্শাল স্তালিনের জীবনাবসান ঘটেছে। মাত্র দুদিন আগে আমরা তাঁর গুরুতর অসুস্থতার সংবাদ পাই। পনেরো দিন বা তিন সপ্তাহ আগে সোভিয়েত ইউনিয়নে আমাদের রাষ্ট্রদূত মস্কোতে মার্শাল স্তালিনের সঙ্গে মিলিত হন। সেই আলোচনার রিপোর্ট আমি পাঠ করছিলাম।

যখনই মার্শাল স্তালিনকে মনে করি, তখনই আমাদের বিশেষত আমার মনের মধ্যে ভিড় করে বিভিন্ন ভাবনা। মনে হয় বিগত ৩৫ বছরে আমাদের চোখের সামনে ঘটে যাওয়া ইতিহাসের পটপরিবর্তন। আমরা যারা এই যুগের সন্তান তারা বিভিন্নভাবে শক্তিশালী হয়েছি। শুধুমাত্র আমাদের দেশের সংগ্রামে অংশগ্রহণের মধ্যে আমরা শক্তিশালী হয়ে উঠিনি, বিশ্বের অন্যান্য সংগ্রামেও অংশ নিয়েছি। তারফলে ক্ষতিগ্রস্তও হতে হয়েছে। ৩৫ বছরের ইতিহাসের দিকে পিছন ফিরে তাকালে দেখা যায়, অনেক ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সম্ভবত মার্শাল স্তালিনের মত কোন একক ব্যক্তিত্ব ছিল না যিনি তাঁর মত ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে উঠেছিলেন এক যুগান্তকারী ব্যক্তিত্ব। কখনও তিনি হয়ে উঠতেন রহস্যময়, অন্য সময় তাঁর ছিল অসংখ্য মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। যুদ্ধ এবং শান্তি উভয় ক্ষেত্রেই তিনি নিজেকে মহানরূপে প্রমাণিত করেছিলেন। তাঁর ছিল অদম্য ইচ্ছাশক্তি, যা খুব কম মানুষেরই থাকে। কিন্তু যখন তাকে নিয়ে ইতিহাস রচিত হবে তখন তাঁর সম্পর্কে অনেক কথাই বলা হবে। আমি জানিনা পরবর্তী প্রজন্ম তাঁর সম্পর্কে কি ধরনের মত পোষণ করবে কিন্তু প্রত্যেকেই এবিষয়ে একমত হবে যে মানুষটি ছিলেন উচ্চতম মর্যাদার, এই মানুষটিই তাঁর যুগের গতি পথকে পরিবর্তন করেছিলেন, যদিও এই মানুষটি যুদ্ধে সফল হয়েছিলেন কিন্তু চূড়ান্তভাবে তিনি স্মরণীয় হয়ে উঠেছেন তাঁর মহান দেশকে গড়ে তোলার জন্য। যদিও জনসাধারণ তাঁর কাজ ও বক্তব্য সম্পর্কে সহমত বা ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন কিন্তু বাস্তব হলো দেশ গড়ে তোলায় তাঁর অবিশ্বাস্য সাফল্য। শুধুমাত্র এই স্মরণীয় সাফল্যই নয়, তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আর একটি বিষয় যার সন্ধান মেলে খুবই সামান্য সংখ্যক মানুষের মধ্যে। তিনি শুধু তাঁর প্রজন্মের কাছে বিখ্যাতই ছিলেন না, মার্শাল স্তালিন ছিলেন সকলের কাছে 'আপন'। আমি এটুকু বলতে পারি, শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নের অসংখ্য মানুষ নয়, পৃথিবীর অসংখ্য মানুষকে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে, বন্ধুর মত, পরিবারের মত পরিচালনা করতেন।

মার্শাল স্তালিনের কাজকর্মের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের অনেকেই আমার কাছে এসে বলেছেন, কোন কাজের ক্ষেত্রে তাঁরা যখন মার্শাল স্তালিনের সঙ্গে ভিন্নমত প্রকাশ করতেন তখন তাঁদের একটা ব্যক্তিগত বিচ্ছেদ মনে হতো। কেন না মার্শাল স্তালিন ও তাঁদের মধ্যে ছিল ব্যক্তিগত সম্পর্ক। যারা তাঁর কাছে যেতে পারেন নি বা দূর থেকে দেখেছেন তাদেরও একই কথা মনে হতো। এই হলো সেই মানুষটি যিনি তাঁর জীবনকালে অসংখ্য মানুষের সঙ্গে প্রীতিভালবাসার এক মৈত্রী বন্ধন রচনা করেছিলেন। এই মানুষটি ইতিহাসের এক সমস্যাসঙ্কুল যুগকে অতিক্রম করেছেন তাই তার কিছু ভুল কাজ ছিল না তা বিচার করা অর্থহীন। কিন্তু সর্বোপরি সকলেই স্বীকার করবেন তার উচ্চতম মর্যাদা এবং বিশাল সাফল্যকে। তাই তাঁর মৃত্যুতে আমরা শ্রদ্ধা জানাচ্ছি কেননা এশুধু এক বিশাল ব্যক্তিত্বের জীবনাবসানই নয়, সম্ভবত এক বড় ধরনের পরিবর্তনের সূচনাও বটে। আমি একথাই বলতে চাই তাঁর মৃত্যুতে একটি বিশেষ যুগের অবসান হলো। ইতিহাস হলো ধারাবাহিক, সেই ইতিহাসকে ঐতিহাসিক বা অন্যান্যদের মত বিভিন্ন যুগে বিভক্ত করা অবাস্তব হয়ে পড়ে। কিন্তু তা সত্বেও এক একটি যুগ শেষ হয়ে যায় যেখানে এক মহান ব্যক্তিত্বের মৃত্যু হয়, যিনি নিজেই ছিলেন তার যুগের প্রতীক। আমি জানি না ভবিষ্যতে কি ঘটবে, তবে সন্দেহাতীতভাবে মার্শাল স্তালিনের জনসাধারণের মন ও অন্তরের ওপর ছিল বলিষ্ঠ প্রভাব, সেই প্রভাব এবং তাঁর স্মৃতি অবশ্যই আগামীদিনে জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার বিরোধী অনেকেও মার্শাল স্তালিনকে বর্ণনা করেছেন, সেই বর্ণনা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের এবং বিরোধিতা পূর্ণও বটে। অনেকে তাঁকে খোলামেলা এবং ভদ্র মানুষ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অনেকের বর্ণনায় তিনি কড়া এবং দয়ামায়াহীন। হয়তো সবধরনের বিশেষত্বই তার মধ্যে ছিল। যাই হোক এক মহান ব্যক্তিত্বের মৃত্যু হলো। সব রাষ্ট্রপ্রধানের মৃত্যুতেই আমরা শোকপ্রকাশ করি, কিন্তু মার্শাল স্তালিনের অবস্থান সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রধানের থেকেও ছিল উচ্চতম জায়গায়। তিনি তার আসনের বা পদের জন্য নয় নিজের অধিকারেই তিনি ছিলেন মহান। আমি বিশ্বাস করি, শান্তির সপক্ষেই তাঁর এই প্রভাব বারে বারে প্রয়োগ করা হয়েছে। যখন যুদ্ধ বাধত তখন তিনি নিজেকে বিশাল যোদ্ধা হিসেবে প্রমাণ করতেন কিন্তু তিনি সবসময়ই প্রভাব বিস্তার করতেন শান্তির সপক্ষে। এমনকি এই সমস্যা ও দ্বন্দ্বের বর্তমান সময়ে, শান্তির সপক্ষে তাঁর প্রয়াসের প্রভাব স্বল্পস্থায়ী হবে না। বিশ্বের বর্তমান সমস্যাকে কোন একগুঁয়ে নীতি নিয়ে দেখা উচিত নয়, আজ যখন বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে মানুষ একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করছে তখন আরো অনেক বেশি দায়িত্বশীল হয়ে চিন্তা চেতনা নিয়ে চলা উচিত। মার্শাল স্তালিনের মৃত্যু আজকের সমস্যাময় বিশ্বে আমাদের সেই কথা

ভাবতেই সাহায্য করবে, যাতে পৃথিবীতে শান্তিকে সুনিশ্চিত করা এবং বড় কোন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। তিন সপ্তাহ আগে যখন মার্শাল স্তালিনের সঙ্গে আমাদের রাষ্ট্রদূত মিলিত হয়েছিলেন, তিনি তখন তাঁর কাছে শান্তির সপক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, বিশ্ব শান্তি যেন নষ্ট না হয়। মার্শাল স্তালিন তাঁর মাধ্যমে আমাদের দেশের জন্য এবং আমাদের কয়েকজনের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। এই আলোচনার আকর্ষণীয় দিকটি হলো, মার্শাল স্তালিন আমাদের দেশের কিছু সাংস্কৃতিক সমস্যা সম্পর্কে আমাদের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। সুনির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে তাঁর আশ্চর্যজনক জ্ঞান প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি আলোচনা করেছিলেন, এদেশের ভাষা তাদের মধ্যে সম্পর্ক তাদের উৎস এবং এই সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। আমাদের রাষ্ট্রদূত সর্বপল্লী ডঃ রাধাকৃষ্ণণ তাঁর সাধ্যমত সেই বিষয় উত্তর দিয়েছিলেন।

আমি বিশ্বাস করি, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর মধ্য দিয়ে, মার্শাল স্তালিনের মৃত্যুর ঘটনা, শান্তির জন্য ভাবনাকে আরো প্রসারিত করবে। এই সভার মাধ্যমে আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকারকে গভীর শোক জানাই। অনুরোধ করি, মার্শাল স্তালিনের মৃত্যুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই সভা স্থগিত রাখা হোক। □

ঐক্যই শক্তি

"বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি
বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন
ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মেমো নং ১০ (২৭১) তারিখ ৩-১-৯২

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক
মুর্শিদাবাদ

স্তালিন

(একটি মানুষের চোখে নূতন দুনিয়া)

আঁরি বারবুস

ভূমিকা থেকে

সুবিশাল ইউরোপিয়ান এবং এশিয়াটিক রাশিয়ার মধ্যমণি রেডস্কোয়ারে এই রেডস্কোয়ারেরই মাঝখানে সমাধিক্ষেত্র, তার গভীরে লেনিন ঘুমিয়ে রয়েছেন। আর তার চূড়ায় বুঝি লেনিনের পুণর্ভ্যুদয়ের মতো পাঁচ কিংবা ছয় জন পুরুষ এক সারিতে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে একইভাবে চেয়েছেন। দেখে মনে হয় যেন একই প্রতিকৃতি বুঝি।

চারিদিকে এক বিশাল উদ্বেলিত জনতা এদিক ওদিক ছড়িয়ে রয়েছেন। একটা উৎসব হচ্ছে। দৈর্ঘে, প্রস্থে রেডস্কোয়ারকে দূরবীনে দেখা যাচ্ছে। লাল ক্যানভাস ও লাল ভেলভেটে নানান শব্দ ও নানা বাক্যে শোভিত কাপড়ে উচ্চরবে সব কিছু ঘোষণা করে পত্‌ পত্‌ করে উড়ে চলেছে। সে চলার যেন আর শেষ নেই, তারপর দেখা যায় বিশাল খেলার প্যারেড। যতই তা এগোচ্ছে ততই সুন্দর সুন্দর প্যাটার্ণ তৈরী হচ্ছে। আবার দেখবে বিশাল সেই সামরিক বাহিনী, পৃথিবী সেরা সামরিক বাহিনী, রেড আর্মি দলে দলে তারা বিশাল চতুষ্কোণে রূপান্তরিত হচ্ছে।

আরও এগিয়ে এলে উৎসবের সম্পূর্ণ চেহারাটা চোখে পড়বে উজ্জ্বল বেয়নেটের সারি যেন বেড়ার মতো ঢেকে রেখে চলেছে, নয়ত সার সার যুবতী কিংবা তাদের আত্ম সন্তুষ্ট সুখী, হাসিখুশি ও জলজ্বলে মুখগুলো যেন পরস্পরের গা ঘেষাঘেষি করে হাঁটছে। এই সুচিন্তিত প্যারেড ঘন্টার পর ঘন্টা চলে, আর জনতার এই স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহের প্রকাশ একটির পর একটি সারিবদ্ধ হয়ে ক্রেমলিনের লাল দেয়ালের চারপাশে আছড়ে পড়ে একটা ঘূর্ণির সৃষ্টি করে। সব কিছুর লক্ষ্যই একটি বিন্দুতে। কলরব যেন মানুষের অবয়বে প্রতিধ্বনি করতেই থাকে—"স্তালিন" "কমরেড স্তালিন দীর্ঘজীবী হোন"। আর লেনিনের সমাধির সৌধের ওপর দাঁড়ানো একটি মানুষ হাত ঊর্দ্ধে তুলে রেখেছেন মাথার টুপি পর্যন্ত নয়ত হাত নাড়ছেন। হাতের প্রান্তদেশ কনুইয়ের সমকোণে রাখা। পরনে তাঁর দীর্ঘ সামরিক পোষাক কিন্তু এর জন্য তাঁর পাশে সহযোগী যাঁরা রয়েছেন তাঁদের থেকে এঁকে ভিন্ন মনে হয় না।

এই মানুষটিই সব কিছুর কেন্দ্র, মস্কোর আশেপাশে দুনিয়ায় মস্কো থেকে যেখানে যেখানে আনন্দের ছটা বিকীর্ণ হচ্ছে ইনিই তার প্রাণকেন্দ্র। হয় ভাস্কর্যে, নয়ত ড্রইং-এ কিংবা ফোটোগ্রাফে তাঁর প্রতিকৃতি সর্বত্র দেখতে পাওয়া যাবে। সারা সোভিয়েত মহাদেশে লেনিনের পরে স্তালিনের পাশাপাশি এই প্রতিকৃতিও চোখে পড়বে। কারখানার এমন কোনও প্রান্ত নেই, মিলিটারি ব্যারাক, আপিস, অথবা দোকানের জানালা নেই যেখানে লাল পটভূমিকায়—একসারি সমাজবাদী বিশিষ্ট পরিসংখ্যানের সঙ্গে তাঁর প্রতিকৃতি নেই (অনেকটা ধর্ম বিরুদ্ধ মূর্তির মতো) আর সেই সঙ্গে শোভা পাচ্ছে কোণাকুণি রাখা কাস্তে আর হাতুড়ি। এরপর সারা রাশিয়ার এবং সোভিয়েত রিপাবলিকের দেওয়ালে দেওয়ালে বিশাল আয়তনের পোস্টার জুড়ে থাকে। তাতে প্রতিকৃতি আছে দু'জন প্রয়াত এবং একজন জীবিতের। যেমন কার্ল মার্কস, লেনিন ও স্তালিন। এইসব প্রতিচ্ছবিগুলি আমরা হাজারগুণ বাড়াতে পারি। খুব কম বাড়িই রয়েছে সে শ্রমিকেরই হোক কি বুদ্ধিজীবীর বাড়িই হোক যেখানে স্তালিনের কোন ছবি নেই। পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ জুড়ে রয়েছে এই নয়া দুনিয়া, একে ভালবাসতে পারেন ঘৃণাও করতে পারেন। কিন্তু এই দুনিয়ার পরিচালনায় রয়েছেন স্তালিন নামের মানুষটি।

এইদেশে একজন রাস্তার মুচিও স্তালিনের কথা সর্বদাই বলেন।

এরপর মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতি। (রাশিয়াতে অবশ্য এটা পরিবর্তনীয়। "দায়িত্বশীল" অসংখ্য লোকেদের মধ্যে হাতে কাজ জরুরী থাকলে সময়টা গৌণ হয়ে যায়।) এই দিনটিতেও ধরুন তখন বেলা দুটো।

ক্রেমলিন খুব উজ্জ্বল রঙের, সুরক্ষিত, বলতে গেলে বেশ ছোটখাট শহর। মস্কোর মাঝামাঝি একটি পাকাপোক্ত কঠিন গাঁথুনি ভেতরে সুউচ্চ দেওয়াল, বিদেশী দুর্গ লাল ও সবুজ রঙ তার গায়ে। মনে হয় শহরটা যেন পুরোপুরি পুরোনো গীর্জা আর প্রাচীন প্রাসাদ গম্বুজে পরিপূর্ণ। (উনবিংশ শতাব্দীতে যে বিরাট প্রাসাদটি তৈরি হয় সেটি রোমানক পরিবারের এক মস্ত বড় ধনী জমিদার বানিয়েছিলেন। সেটিকে একটি আধুনিক হোটেলের মতো দেখতে।)

এই তো ক্রেমলিন—দেখলে মনে হবে যেন গীর্জা আর প্রাসাদের একটি প্রদর্শনী। আর এই প্রাসাদের নিচের দিকে একটি তিনতলা ছোট বাড়ি রয়েছে। এই অতি নগণ্য গৃহটি হয়ত আপনার চোখ এড়িয়ে যেত যদি না বলা হত এটা মূল প্রাসাদেরই একটা বহির্দ্বের অংশ বিশেষ, হয়ত জারের দাসদাসীরা একদা এখানেই থাকত।

দোতলায় উঠলে দেখা যাবে তিনটি জানালায় সাদা সিল্কের সুতোর পর্দা ঝুলছে। এই তিনটি জানলা নিয়ে স্তালিনের গৃহ। ছোট হল ঘরটার র‍্যাকেটে একটি সামরিক পোষাক। তার নীচে রয়েছে টুপি। এই হলটি ছাড়া রয়েছে তিনটি শোবার ঘর ও একটি খাবার ঘর। শোবার ঘরগুলি দেখে বড়জোর সাজানো গোছানো দ্বিতীয় শ্রেণীর হোটেল বলে মনে হবে। খাবার ঘরটি ডিম্বাকৃতি। খাবার আসে কাছের এক রেস্তোঁরা থেকে। কোন ধনতান্ত্রিক দেশে একটি অফিসের জুনিয়ার কেরানীও এই শোবার ঘর দেখে তো নাক সিটকাত আর তার ভাড়া নিয়েও নানা অভিযোগ করত। একটা বাচ্চা ছেলে প্রাসাদের চারপাশে খেলছে। বড় ভাইটির নাম যাশচেকা। সে রাত্রিরে সেই খাবার ঘরে ঘুমোয়। এক ডিভানকে বিছানায় রূপান্তরিত করে। আর ছোটটি ঘুমোয় সেই ঘরের দেওয়ালের মধ্যেকার একটি চোর কুঠরিতে।

তাঁর খাওয়া হয়ে যাবার পর জানালার কাছে একটি আরাম কেদারায় বসে ধূমপান করেন। সব সময় তাঁর একই পোষাক। ইউনিফর্ম? সেটা বলা অবশ্য একটু বাড়াবাড়িই হবে। যদিও অনেকটাই ইউনিফর্মের মতো

দেখতে। একজন বেসরকারী সৈনিকের মতো। খুব সাদাসিধে টপবুট জুতো। খাকি ট্রাউজার আর খাকি জামা। গরমের সময় শুধু সাদা স্যুট ছাড়া আর অন্য কোন পোষাকে তাঁকে দেখেছেন একথা কেউ মনে করতে পারবে না। প্রতি মাসে তাঁর রোজগার ছিল কয়েকশ রুবল যা কমিউনিস্ট পার্টির উচ্চ বিভাগে সবচেয়ে বেশী বলা যেত। (অর্থাৎ ইংরাজী টাকার মূল্যে ২০ পাউণ্ডের মতো)।

ধূমপানরত মানুষটির চোখে যেন বিদেশী ভাব—অনেকটা এশিয়ার মানুষের মতো চোখ, শ্রমজীবী মানুষের মতো রুক্ষ মুখের ভাব, চোখের ভাবখানি একটু যেন বিদ্রূপাত্মক। তাঁর মুখের ভাবে আর চাহনিতে কি যে ছিল মনে হত মানুষটি যেন অনবরতই হাসছেন। নয়ত এখনি হেসে উঠবেন। লেনিনকেও ঠিক এমনি মনে হত। তাঁর মুখের ভাবসাব যে একটু আদিম প্রকৃতির ছিল এমন নয়। মনে হয়, তাঁর চোখ যেন ক্রমাগত মিটমিট করে জ্বলছে। সিংহের মুখের মতো কুঞ্চিত নয় (যদিও অনেকটা তেমনি) মনে হত একজন কৃষকের মতো, কোথায় যেন ধূর্ত ও বিচক্ষণতার ভাব রয়েছে। সত্যিকথা বলতে গেলে তিনি হাসতে পারতেন। সঙ্গে সঙ্গে সজোরে অট্টহাসিও করতে পারতেন। তিনি বেশী কথার মানুষ নন। যদিও আপনি সাধারণ কোন বিষয় নিয়ে তাঁর কাছে গেলে ঘণ্টা তিনেক একটানা আলোচনা করবেন। কোন জিনিসই বাদ দেবেন না! কথা বলার চাইতেও উচ্চকণ্ঠে প্রায়ই তিনি হাসতেন।

আমাদের সমসাময়িকদের মধ্যে তাঁর ভূমিকা সবচেয়ে ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ৮০০০,০০০ স্কোয়ার মাইল জুড়ে বসবাসকারী ১৭০,০০০,০০০ মানুষ যেখানে ছড়িয়ে রয়েছেন তিনি তাঁদের প্রিয় নেতা। বহু সাথী তাঁর খুব কাছাকাছি রয়েছেন। কিন্তু এঁরা তাঁকে ভালবাসেন। তাঁকে বিশ্বাস করেন, তাঁরা যে দল গড়েছেন তা দিয়ে তাঁর কাজকে সমর্থন করেন, তাঁর কাজে তাঁকে বিশ্রাম দেন। ইউরোপ ও এশিয়ার আজকের দিনে এবং ভবিষ্যতেও তাঁর স্থান অনেক উর্ধ্বে থাকবে। পৃথিবীতে আজ তিনি বহুলাংশে আবৃত ও আকৃষ্ট ব্যক্তি কিন্তু সবচেয়ে কম পরিচিত এই মানুষটি। কালিনিন বলেছেন স্তালিনের জীবনী রাশিয়ার শ্রমিকদের বিপ্লবী আন্দোলনে যেন একটি মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর জীবন অঙ্গাঙ্গী জড়িত। যাঁরা এই আন্দোলন সম্বন্ধে কিছুমাত্র জানেন, তাঁরা যেখানেই থাকেন না কেন এই একই কথা, একই ভাষায় বলবেন।

কাজটা নিঃসন্দেহেই কঠিন। যে মানুষটি সারা মহাদেশে এমনভাবে কর্ম-কাণ্ডে মিলেমিশে গেছেন, তাঁর সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা দেবার চেষ্টা করা বিশেষ করে যে রাজনৈতিক সংগ্রামী মানুষটির মাধ্যমে সমস্ত দুনিয়া বিশেষ করে একটি যুগকে দেখতে পাওয়া যায় তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলা খুবই দুষ্কর। তাঁকে অনুসরণ করে চলতে হলে ইতিহাসের ধারা বেয়েই চলতে হবে। যে পথে এর আগে কেউ চলেনি সে পথে চলতে হবে। আর মনুষ্যত্বের পরম পবিত্র অধ্যায়ে নতুন নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। বিবরণীর পর বিবরণীর পাহাড় জমে রয়েছে। আমাদের এই সবে ভূমিষ্ঠ হওয়া নতুন দেশে কত যে তথ্য রয়েছে। এ জমি পরতের পর পরত চষে যেতে হবে। এই আবেগহীন অথচ জীবন্ত ঘটনার জানকোষে এ নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

আজ এই মুহূর্তে সবচেয়ে জ্বলন্ত প্রশ্ন যা আমাদের মনে হচ্ছে তা সব সময়েই জ্বলন্ত প্রশ্ন থেকে যায়—মানুষের ভবিষ্যৎ কি হচ্ছে? এতদিন ইতিহাসের নানা ঘটনায় যাঁরা বলি হয়েছেন তাঁরা কতটুকুইবা আরামের প্রত্যাশী? পার্থিব ন্যায়পরায়ণতায় তাঁরা কতটুকুই বা অংশ নেবেন? এক কথায়—২,০০০,০০০,০০০ মানুষের সামনে কি রয়েছে?

এই প্রশ্ন মানব প্রবাহের নিচের তলা থেকে এসেছে। এবং একে তুলে ধরে, যথে নেজে কয়েকজন সমসাময়িক উদ্ভাবনী শক্তিমান ব্যক্তি পৃথিবীর সামনে উপস্থিত করেছেন। এঁরা দাবী করেন যে নীচ থেকে অভ্যুত্থান হলেই সবকিছু পরিবর্তন করা সম্ভব। আর যাঁর সম্বন্ধে আমরা বলতে চলেছি তিনিই এঁদের মহান মুখপাত্র!

[রচনাটি বদরুদ্দীন উমর সম্পাদিত 'স্তালিন প্রসঙ্গে' গ্রন্থ থেকে পুনর্মুদ্রিত]

মুর্শিদাবাদের পাক্ষিক সংবাদ পত্র

সংবাদ সকাল

প্রতি সংখ্যার মূল্য ১ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক : সডাক ২০ টাকা

২৪/৩ শহিদ সূর্য সেন রোড

বহরমপুর / মুর্শিদাবাদ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টি ও সেনাবাহিনীর নেতৃত্বের ক্ষেত্রে স্তালিনের ভূমিকা

মার্শাল ঝুকভ

[সোভিয়েত ইউনিয়নের বিখ্যাত ও শীর্ষস্থানীয় ও সামরিক নেতা মার্শাল ঝুকভ ছিলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক বাহিনীর সহকারী সর্বাধিনায়ক এবং সেই হিশেবে তাঁর স্থান ছিল স্তালিনের পরই। ১৯৭৪ সালে ঝুকভ দুই খণ্ডে নিজের স্মৃতি কথার প্রথম খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদে সর্বাধিনায়কের জেনারেল হেডকোয়ার্টারের কর্মপ্রণালী, সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রণালী, সিদ্ধান্ত কার্যকর কারর ব্যবস্থা ইত্যাদির উপর সাধারণভাবে এবং সেক্ষেত্রে স্তালিনের ব্যক্তিগত ভূমিকার কথা বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। এই একাদশ পরিচ্ছদ থেকে বেশ কিছু অংশ আমরা নীচে উদ্ধৃত করলাম।

নিকিতা ক্রুশ্চভ সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির বিশতম কংগ্রেসে তার কুখ্যাত বক্তৃতায় স্তালিনের বিরুদ্ধে যেসব বলগাহীন কুৎসা ও চরম মিথ্যা রটনা করে তার মধ্যে একটি ছিল এই যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে স্তালিনের কোন ইতিবাচক ভূমিকাই ছিল না এবং যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কে তাঁর বিন্দুমাত্র কোন ধারণাও ছিলো না এমনকি, যুদ্ধের মানচিত্র দেখার মত জ্ঞানবুদ্ধিও স্তালিনের ছিলো না এবং তিনি যুদ্ধ মানচিত্রের পরিবর্তে জেনারেল হেড কোয়ার্টারে একটি গ্লোব দেখে যুদ্ধ পরিচালনা করতেন। সাম্রাজ্যবাদী এজেন্ট ক্রুশ্চভের এই উক্তি যে কতখানি ধৃষ্টতাপূর্ণ এবং তৎকালীন সোভিয়েত পার্টি ও সামরিক বাহিনীর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কুৎসাব্যঞ্জক, সেটা মার্শাল ঝুকভের দুইখণ্ডে রচিত স্মৃতিকথা, এমনকি আমরা এখানে তার থেকে যে সামান্য অংশ উদ্ধৃত করলাম সেটা পাঠ করলে যে কোন পাঠকই তা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবেন।]

জুন ২৩, ১৯৪১ উচ্চ অধিনায়কত্বের (হাই কমাণ্ডের) একটি স্টাভকা গঠিত হল। প্রতিরক্ষা কমিসারিয়েট (মন্ত্রণালয়)-এর প্রকল্পে যেমনটি স্থির করা হয়েছিল তার সামান্য রদবদল ঘটিয়ে এটি গঠিত হল প্রতিরক্ষা কমিসার (মন্ত্রী) স. ক. টিমোশেংকো (সভাপতি), জেনারাল স্টাফ প্রধান গ. ক. ঝুকভ, জ. ভ. স্তালিন, ভ. ম. মলোটভ, ক. ইয়ে, ভরোশিলভ, স. ম. বুদেনী এবং ন. গ. কুৎসনেটসভকে নিয়ে।

আদি প্রকল্প অনুযায়ী স্তালিনকে প্রধান সেনাপতি করলে অনেক ভাল হত। মোটের ওপর, অবস্থা তখন যেমনটা ছিল, স্তালিনের অনুমোদন ব্যতিরেকে যৌথ সিদ্ধান্তগুলো টিমোশেংকো নিতে পারতেন না। দেখা যাচ্ছিল আমাদের তখন দুজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন সরকারী আজ্ঞপ্তি (ডিক্রি) অনুযায়ী আইনত টিমোশেংকো, এবং কার্যত স্তালিন। এতে সৈন্য নিয়ন্ত্রণে জটিলতা সৃষ্টি হল এবং আদেশ তৈরি ও জারীতে অনিবার্য বিলম্ব দেখা দিল।

উচ্চ অধিনায়কত্বের স্টাভকায় আমরা জেনারেল ষ্টাফের প্রথম উপপ্রধান ন. ফ. ভাটুনিনকে নিতে সুপারিশ করেছিলাম। কিন্তু স্তালিন মানলেন না।

উচ্চ অধিনায়কত্বের (হাই কম্যাণ্ডের) সংগে পরামর্শের জন্য একটি দল গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু এটি নাম মাত্র ভূমিকার অধিক পালন করতে পারে নি, যেহেতু অধিকাংশ পরামর্শদাতা অচিরেই অন্য নিযুক্তি পেয়ে গিয়েছিলেন, এবং তাঁর শূন্য স্থান আর পূরণ করা হয়নি।

যুদ্ধের সারাটা সময় উচ্চ অধিনায়কত্বের প্রধান সদর (হাই কম্যাণ্ড / জি এইচ কিউ) মস্কোতেই ছিল। মানুষের মনোবল রক্ষায় এর প্রভাব পড়েছিল দারুণ। শত্রুর বিমান হামলার কারণে জুলাইর গোড়ায় এটি ক্রেমলিন থেকে কিরোভস্কায়া ভোরোটা সন্নিহিত, কাজের পরিসর ও ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্বলিত, ছোট একটি বিচ্ছিন্ন বাড়ীতে স্থানান্তর করা হল। এর মাস খানেক পর জেনারেল ষ্টাফের কর্মীগণ, যাঁরা ছিলেন উচ্চ অধিনায়কত্বের প্রশাসনিক শাখা, তাঁদের ডেস্কগুলো মস্কো পাতাল রেলের কিরোভস্কায়া ষ্টেশনের প্লাটফর্মে সরিয়ে নিলেন।

জুন ৩০, ১৯৪১ পার্টির পলিটব্যুরো, স্তালিনকে প্রধান করে রাষ্ট্র প্রতিরক্ষা কমিটি নামে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করে। গৃহ যুদ্ধ ও সশস্ত্র বিদেশী হস্তক্ষেপের সময় লেনিন কর্তৃক গঠিত শ্রমিক কৃষক প্রতিরক্ষা কাউন্সিলের মডেলে এই কমিটি গঠন করা হল।

এই কমিটির হাতে রইল সর্বময় ক্ষমতা এবং প্রতিরক্ষার ব্যাপারে এটি হল সর্বোচ্চ অংগ। সকল অসামরিক পার্টি এবং সরকারী সংস্থা এর সিদ্ধান্ত ও আদেশ মেনে চলতে বাধ্য থাকল। অভীষ্ট অর্জন নিয়ন্ত্রণের জন্য কমিটি সকল প্রদেশে ও অঞ্চলে, যুদ্ধ শিল্প কমিসারিয়েটে, বড় বড় কারখানায় এবং নির্মাণ এলাকায় তার প্রতিনিধি রেখে দিল।

ক্রেমলিন অথবা স্তালিনের পল্লী ভবনে, দিন অথবা রাত্রির যে কোন সময়, এই কমিটির বৈঠক ডাকা হত এবং সেই সভাগুলিতে আলোচনার মাধ্যমে কমিটি সকল বিনিশ্চায়ক (ক্রুশাল) ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিত। পার্টির পলিটব্যুরো এবং রাষ্ট্র প্রতিরক্ষা কমিটি সামরিক পরিকল্পনাগুলি পরীক্ষা করত। সহায়ক অপরেশানে অংশ গ্রহণকারী জনপ্রতিনিধি (কমিসার) -দের সেখানে আমন্ত্রণ করা হয়। এভাবে আমরা, সুযোগ পেলেই গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে বিপুল বস্তু সম্পদ কেন্দ্রীভূত করতে রণকৌশলিক নির্দেশনার সমন্বিত নীতি কার্যকর করতে, এবং শত্রুর পেছনে সক্রিয় বাহিনীর সহায়তায় দেশব্যাপী যুদ্ধ প্রচেষ্টার সংগে সৈন্যদলের কাজ নিখুঁতভাবে মিলিয়ে নিতে পারতাম।

কমিটির সভাগুলিতে প্রায়শই খুব গরম বিতর্ক হত। প্রত্যেকেই দৃঢ় মত ব্যক্ত করতেন এবং তাদের ভাষাও হত সুস্পষ্ট। ঐকমত প্রতিষ্ঠিত না হলে

বিরোধী মতাবলম্বীদের সমবায়ে সঙ্গে সঙ্গে একটি কমিশন গঠন করা হত এবং পরবর্তী বৈঠকে তাদের সর্বসম্মত প্রস্তাব পেশ করতে নির্দেশ দেওয়া হত।

যুদ্ধের সময় রাষ্ট্র প্রতিরক্ষা কমিটি সামরিক ও অর্থনৈতিক চরিত্রের প্রায় ১০,০০০ সংকল্প ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর সবগুলো উদ্যম ও নৈপুণ্যের সাথে বাস্তবায়ন করা হয়। এর দ্বারা নিবেদিত কাজের সূচনা হয়, একটি মাত্র পার্টি লাইন, সেই কষ্টের ও শ্রমের দিনগুলোতে, প্রশাসনে নিশ্চিত হয়।

রাষ্ট্র প্রতিরক্ষা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৪১ সালের ১০ই জুলাই উচ্চ অধিনায়কত্বের (হাই কম্যাণ্ডের) স্টাভকাকে সর্বাধিনায়কত্বের (সুপ্রিম কম্যাণ্ডের) স্টাভকায় রূপান্তরিত করা হয়। ৮ই আগষ্ট করা হয় সর্বোচ্চ অধিনায়কত্বের সুপ্রিম (হাই কম্যাণ্ডের) স্টাভকা।

তখন থেকে যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত স্তালিন ছিলেন সশস্ত্র বাহিনীর সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক (সুপ্রীম কম্যাণ্ডের-ইন-চীফ)।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও গণকমিসার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। তাঁকে প্রধান করে রাষ্ট্র প্রতিরক্ষা কমিটি একবার গঠন হয়ে গেলে দেশের যুদ্ধকালীন রাজনৈতিক ও সামরিক প্রশাসনের কাঠামো পূর্ণতা পেল। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টির, সরকারের, সামরিক ও অর্থনৈতিক এজেন্সীসমূহের কাজ সমন্বয় করতে লাগল।

এখন থেকে আমি জ. ভ. স্তালিনের সঙ্গে সরাসরি কাজ করতে লাগলাম। তাঁর সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ হয়ে কাজ করবার সুযোগ আমার ইতিপূর্বে হয় নি, তাই প্রথম প্রথম তাঁর সামনে কিছুটা অপ্রস্তুত বোধ করতে লাগলাম। তাছাড়া এও জানতাম রণকৌশলিক ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতায় ঘাটতি ছিল এবং আমার পূর্বাভাস দানের নির্ভুলতায় আমি কখনই নিশ্চিত ছিলাম না।

আমাদের যোগাযোগের প্রথম দিকে স্তালিন আমাকে বেশী কিছু বলতেন না। বুঝতাম যে তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে আমাকে পরিমাপ করছেন এবং জেনারেল ষ্টাফ প্রধান হিশেবে তখন পর্যন্ত আমার সম্পর্কে তাঁর কোন অনড় ধারণা গড়ে ওঠে নি।

কিন্তু অভিজ্ঞতা যতটা বাড়তে লাগল মতামত প্রকাশের ব্যাপারে আমি ততই প্রত্যয়ী ততই সাহসী হয়ে উঠতে লাগলাম। লক্ষ্য করলাম যে, স্তালিনও সে সবের প্রতি কান দিচ্ছেন।

১৯৪১ সালের ১৯শে জুলাইর এক আজ্ঞপ্তি দ্বারা রুশ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ প্রেসিডিয়াম স্তালিনকে জনগণের প্রতিরক্ষা কমিসার (প্রতিরক্ষা) নিয়োগ করল। আমি অবশ্যই বলব যে রাষ্ট্র প্রতিরক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান, সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক ও প্রতিরক্ষা কমিশার হিশেবে স্তালিনের যুগপৎ নিয়োগের সঙ্গে জেনারেল ষ্টাফের, প্রতিরক্ষা কমিসারিয়েটের কেন্দ্রীয় বিভাগের, রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটির আমরা সকলে তাঁর দৃঢ় ও নিশ্চিত প্রভাব অনুভব করতে লাগলাম।

রাষ্ট্র প্রতিরক্ষা কমিটির সকল সদস্যের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ছিল এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনাসমূহ কঠোরভাবে তাঁদের বাস্তবায়ন করতে হত। তাঁদের কারও দায়িত্ব ছিল ট্যাংক তৈরির, কারও কামান গোলার, কারও বিমানের, কারও বা খাদ্য, সরঞ্জাম, পরিবহন প্রভৃতি সরবরাহের। সশস্ত্র বাহিনীর অধিনায়কদের স্তালিন নিজে আদেশ দিতেন যাতে তাঁরা সময়মত এবং প্রয়োজনীয় মানের রসদ প্রস্তুত ও উৎপাদন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে স্ব স্ব কমিটি সদস্যকে সমর্থন জোগায়।

পার্টির রাজনৈতিক কাজের অগ্রভাগ এবং বিভিন্ন সংঘর্ষে অর্জিত সেনাধ্যক্ষদের সৈন্য নিয়ন্ত্রণ কলাকৌশলের উন্নততর অভিজ্ঞতা আমাদের শত্রুকে প্রতিহত করার ক্ষমতা প্রভূত বাড়িয়ে দিয়েছিল। সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সৈনিক যুদ্ধে বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গের প্রমাণ দেয়। দৃশ্যত সামরিক শৃঙ্খলা জোরদার হয়।

তবু, বিভিন্ন ফ্রন্ট ও অধিনায়কত্বের ও সর্বোচ্চ অধিনায়কত্বের উদ্যমশীল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অবস্থা অবনতির দিকেই যেতে লাগল। উন্নত শত্রু সৈন্যের চাপে আমাদের বাহিনী দেশের অভ্যন্তরে পিছু হটতে লাগল। আগেই বলেছি যুদ্ধের প্রথম মাসগুলিতে পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম রণাংগনে সবচেয়ে অবস্থা বিদ্যমান ছিল। সবচেয়ে অনুকূল সামরিক পরিস্থিতির মধ্যে সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীকে রণকৌশলিক প্রতিরক্ষা দাঁড় করাতে হয়, যদিও এই প্রতিরক্ষা ছিল যথেষ্ট সক্রিয় এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

নাৎসী বিমান বহরের অতিরিক্ত তৎপরতার কারণে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও রাষ্ট্র প্রতিরক্ষা কমিটি গভীরভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। বস্তুত, শত্রু লুফট্‌ওয়াফের (নাৎসী বিমান বাহিনীর) ওপর বিরাট আশা করে বসেছিল। ব্যাপক বিমান হামলার দ্বারা নাৎসীরা আশা করেছিল যে তারা দেশের পশ্চিমাঞ্চলে আমাদের সেনা সমাবেশ গুঁড়িয়ে দিতে পারবে, যুদ্ধ ক্ষেত্রের অব্যবহিত পেছনে পরিবহন প্রশাসন এলোমেলো করে দিতে পারবে এবং নস্যাৎ করে দিতে পারবে জনগণের প্রতিরোধ স্পৃহা। হিটলার তার বিমান দস্যুদের বিশেষত তাদের প্রধান গোয়েরিং-এর ওপর অজস্র সুযোগ সুবিধা ও পুরস্কার বর্ষণ করতে লাগল।

সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক স্তালিন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলেন এবং বিশেষভাবে খেয়াল করলেন যে দেশের প্রধান লক্ষ্যগুলির মধ্যে একটি হবে অপ্রতুল বিমান প্রতিরক্ষাকে সুদৃঢ় করা। অতঃপর, তাঁর স্বভাব-সুলভ উদ্যম নিয়ে, তিনি বিমান হামলা ও বিরোধ বর্ম বা আচ্ছাদন গড়ে তোলার প্রশ্নটি মোকাবিলা করলেন। তিনি উচ্চ পদের একদল অধিনায়ককে ডেকে জানতে চাইলেন কি করে বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গঠন ও নিয়ন্ত্রণ উন্নত করা যায়। দুই দিনের মধ্যে তাদের ভাবনা পেশ করার জন্য নির্দেশ দিলেন। একাজে তাঁকে পরামর্শ দিয়ে প্রভূত সাহায্য করলেন লাল গোলন্দাজ বাহিনী প্রধান, সেনাপতি ন. ন. ভরোনভ, সর্ব সেনাপতি ম. স. গ্রোমাডিন, ড. অ. মুরাবলেভ, প. ক. ঝিগারেভ ন. ড. ইয়াকভলেভ ও আরও অনেকে।

সে সময়ের প্রধান কাজটি ছিল মস্কো, লেনিনগ্রাড এবং ট্যাংক, বিমান, কামান, বন্দুক ও গোলাগুলি এবং তেল উৎপাদনে তৎপর বৃহৎ সব শিল্প

কেন্দ্র, বড় বড় রেল জংশন, বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ কেন্দ্রগুলির ওপর চাপ বিস্তার।

মস্কোকে রক্ষার জন্য বৃহত্তম বিমান হামলা প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করা হল। জুলাই শেষ না হতেই এই বাহিনীর হাতে এসে গেল ৫৮৫টি জংগী বিমান, ১৬৪টি বিমান বিধ্বংসী কামান, ১৬৬টি বড় ক্যালিবারের বিমান বিধ্বংসী মেসিন গান, ১০০০ টির মত সার্চ লাইট এবং বিপুল সংখ্যক ব্যারাজ বেলুন।

এই প্রতিরক্ষা কাঠামো থেকে লাভজনক ফল পাওয়া গেল। প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করেও নাৎসী বিমান বহর বিরাট সংখ্যায় রক্ষা ব্যূহ ভেদ করে মস্কোর আকাশে ঢুকতে পারল না। এই সব হামলায় হাজার হাজার নাৎসী বোমারু বিমান অংশ নিত, কিন্তু তাদের মাত্র (২ অথবা ৩ শতাংশের বেশী নয়) সোভিয়েট রাজধানীতে পৌঁছাতে পারত এবং পৌঁছে তাদের ঘাতক বোঝা যত্র তত্র ফেলে চলে যেতে হত।

শত্রুর বিমান হামলার সময় সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক মাঝে মাঝেই রাজধানীর ভূগর্ভস্থ বিমান হামলা প্রতিরক্ষা অধিনায়কত্ব কেন্দ্রের চত্বরে আসতেন এবং দেখতেন কিভাবে শত্রু বিমানগুলিকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এখানকার প্রধান ব্যক্তি ছিলেন সেনাপতি ড. অ. যুরাবলেভ। তিনি আকাশ প্রতিরক্ষার কাজটা ঠাণ্ডা মাথায় ও দক্ষতার সঙ্গে তদারক করতেন। হামলা শেষ হয়ে গেলে স্তালিন প্রায়ই থেকে যেতেন এবং কর্মীদের সাথে কথা বলতেন। তিনি তাদের কাছ থেকে জানতে চাইতেন আকাশ প্রতিরক্ষার, প্রথমত মস্কোর আকাশ প্রতিরক্ষার ব্যাপারে সর্বাধিনায়কত্ব (সুপ্রিম কমাণ্ড) আরও কি কি সহযোগিতার ব্যবস্থা করতে পারে।

নাৎসী জার্মানীর আক্রমণের মুহূর্তে সর্বোচ্চ অধিনায়কত্বের স্টাভকার মত উচ্চ সামরিক একটি সংস্থা না থাকার দরুন, যুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থায় স্বভাবতই সৈন্য নিয়ন্ত্রণ বিঘ্নিত হয় এবং এর ফলে সার্বিক রণকৌশলিক অবস্থার ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। অবস্থা দ্বিগুণ শোচনীয় হয়ে ওঠে আরও এজন্য যে শত্রু ইতিপূর্বে ইউরোপ অভিযান দ্বারা যুদ্ধ সংগঠন ও হঠাৎ আক্রমণের অভিজ্ঞতা আগেই অর্জন করে রেখেছিল। স্বীকার করতেই হয় যুদ্ধের শুরুতে নির্দেশনার দায়িত্বে নিয়োজিত সকল মুখ্য সেনাপতি এবং যুদ্ধক্ষেত্রের সেনাধ্যক্ষগণ সেনা নিয়ন্ত্রণে ত্রুটি প্রদর্শনের দোষে দোষী। স্বাভাবিকভাবেই এর ফলাফল দেখা দিয়েছিল নেতিবাচক।

আমি প্রায়ই ভাবতাম যুদ্ধ যখন বাধল তখন আমরা কেন সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম না এবং আমাদের সৈন্য নিয়ন্ত্রণ এত ত্রুটিপূর্ণ ছিল।

প্রথমেই বলতে হয় এবং বলা সংগতও যে প্রতিরক্ষা কমিসারিয়েট ও জেনারেল স্টাফের অনেক পদস্থ কর্মকর্তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অভিজ্ঞতার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল ছিলেন। জেনারেল স্টাফ নেতৃবর্গসহ রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারক সকল স্তরের অধিনায়কদের অধিকাংশ, তাত্ত্বিকভাবে, অবশ্য অবগত, ছিলেন যে তখন থেকে যুদ্ধ করার প্রকৃতি ও পদ্ধতি বদলে গেছে। কিন্তু কার্যত পুরণো ধারায় যুদ্ধ করার জন্য তাঁরা প্রস্তুত হয়ে ছিলেন। ভ্রান্ত এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে কোন বড় যুদ্ধ আগের মত সীমান্ত সংঘর্ষ দিয়ে শুরু হবে এবং শত্রুর মুল শক্তি কিছুদিন পরে নিয়োজিত হবে। কিন্তু সকল আশা ভণ্ডুল করে, যুদ্ধ শুরু হল নাৎসী জার্মানীর স্থল ও বিমান বাহিনীর বিপুল বিস্তৃত আগ্রাসন দিয়ে।

স্বীকার করতে হয় যে যুদ্ধ হয়ে গেলে সেনা প্রশিক্ষণের কতকদোষের ভাগ প্রতিরক্ষা কমিসার ও তাঁর অব্যবহিত অধস্তনদের ঘাড়ে এসে পড়ে। প্রাক্তন জেনারেল স্টাফ প্রধান এবং প্রতিরক্ষা কমিসারের ঘনিষ্ঠ সাহায্য হিসেবে এ সকল ত্রুটির দায় থেকে আমি নিজেকে মুক্ত রাখতে পারি না।

শেষ কথা হলেও এ কথা কম গুরুত্ববহ নয় যে একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত, স্তালিন এই আশাটি আঁকড়ে ছিলেন যে তিনি যুদ্ধ লাগাটা বিলম্বিত করতে পারবেন। প্রথম দিকের বিপর্যয়ের এটিও একটি দৃষ্টি গ্রাহ্য কারণ ছিল। কতকাংশে এই ঘটনা প্রতিরক্ষা কমিসারের হাত বেঁধে রেখেছিল। ১৯৪১ সালের বসন্তের আগ পর্যন্ত তিনি একটি সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কত্বের (সুপ্রিম কমাণ্ডের) ধারণাসহ স্তালিনের সামনে উপস্থিত হতে প্রয়োজনীয় সাহস সঞ্চয় করতে পারেন নি।

বসন্তের শেষে, আকুল আবেদনসহ আমাকে আবার কমিসারের (মন্ত্রীর) কাছে উপস্থিত হতে হল। তাঁকে অনুরোধ করলাম, তিনি যেন স্তালিনকে বলেন যে জেনারেল স্টাফ উচ্চ অধিনায়কত্বের স্টাভকা গঠনের একটি পরিকল্পনার খসড়া তৈরী করেছে, স্তালিন যেন সেটি তৎক্ষণাৎ বিবেচনা করেন এবং যেন জেনারেল স্টাফকে বৃহদাকারের স্টাফ অনুশীলনে সেটি পরীক্ষা করার অনুমতি দেন।

এবার কমিসার (মন্ত্রী) ব্যাপারটা স্তালিনকে জানালেন এবং স্তালিন আমাদেরকে অনুশীলন অনুষ্ঠানের অনুমতি দিলেন, তবে সীমান্ত থেকে দূরে ভলডাই-ওরশা-গোমেল-সিওল নদীর রেখা বরাবর সেটা করতে বললেন। আরও বললেন যে অনুশীলনের পর তাঁকে যেন উচ্চ অধিনায়কত্বের একটি নীল নকশা দেয়া হয় যার মধ্যে তার কার্যকর লক্ষ্য ও নির্বাহী সংস্থাগুলির উল্লেখ থাকে।

স্টাফ অনুশীলনের জন্য ১৯৪১ সালের মে মাসে জায়গার পরিদর্শন পরিক্রমা শেষ করা হল। কিন্তু অনুশীলন আর করা হয় নি। সময় না থাকা ও অন্যান্য কারণের দরুন আমরা উচ্চ অধিনায়কত্বের স্টাভকা ও অংগ সংগঠনগুলি তৈরীর ক্ষেত্র প্রস্তুতের কাজে হাত দিতে পারি নি।

এ পুস্তকের অন্য অনেক অধ্যায়ে সেনা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে প্রচুর ভুলের উল্লেখ করব। এ সব ভুল বেশীর ভাগ করা হয়েছিল যুদ্ধের প্রথম ভাগে স্তালিনগ্রাদে প্রতিআক্রমণ শুরুর আগ পর্যন্ত। নিশ্চয় করে বলা যায় যে আমাদের জন্য সব চেয়ে এই কঠিন সময়টি কেবল ভুলে ভরা ছিল না। এ সময় আমরা সাফল্যের সাথে বিশাল পরিসরের আক্রমণ চালিয়েছি, নাৎসীদের লেনিনগ্রাদ দখলের পরিকল্পনা বিচূর্ণ করে দিয়েছি এবং মস্কোর দিকে ধাবমান শত্রু বাহিনীকে গুঁড়িয়ে দিয়েছি। এই সব ও অন্যান্য যুদ্ধ আমাদের অধিনায়কদের অনেক প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভে সাহায্য করে। আমাদের সেনা বাহিনী পরিপক্ক হয়ে ওঠে এবং আমাদের সেনা পরিচালনা উন্নত হয়। প্রথম দিকের অসুবিধাগুলো কাটিয়ে ওঠার পর সর্বোচ্চ অধিনায়কত্ব ও ফ্রন্ট অধিনায়কত্বের সশস্ত্র সংগ্রামে নেতৃত্ব অনেক বেশী

ফলদায়ক হতে থাকে।

সকলের ওপরে, প্রধান সদরে, আমরা পরিষ্কার দেখতে পেতাম যে যুদ্ধে নানা রকম ভুল হয় কতক সংশোধন করা যেত, কতক সংশোধন করা বেশ কঠিন হত। সব নির্ভর করত ভুলের প্রকৃতি এবং সেগুলোর মাত্রার ওপর। অভিজ্ঞতায় দেখা যেত যে অধিনায়কত্বের উচ্চতর স্তরে রণকৌশলগত (ট্যাকটিকল) ভুলগুলি দ্রুত সংশোধন করা যায়। যুদ্ধ পরিচালনায় ভুল গণনার সংশোধন ছিল ঢের বেশী কঠিন কাজ, বিশেষত যদি অধিনায়কত্বের প্রয়োজনীয় লোকবল ও অস্ত্রবল না থাকত এবং যথা সময়ে ও যথাস্থানে সেই শক্তি প্রয়োগ লক্ষ্যভ্রষ্ট হত।

১৯৪২ সালের গ্রীষ্মে দেশব্যাপী অসাধারণ প্রচেষ্টার প্রয়োজন পড়েছিল কতক রণক্ষেত্রের অধিনায়কত্বের এবং সর্বোচ্চ অধিনায়কত্বের রণকৌশলিক ভুলগুলি (নাৎসী বাহিনীকে স্তালিনগ্রাদ ও উত্তর ককেশাসে পৌছনোর সুযোগ দিয়ে) সংশোধন করতে।

পেছন পানে তাকিয়ে আমাকে বলতে হচ্ছে যে অপর কোন দেশের কোন রাজনৈতিক অথবা সামরিক নেতৃত্বের পক্ষে এত বড় দুর্যোগ পাড়ি দিয়ে টিকে থাকা অথবা এরূপ অসম্ভব প্রতিকূল অবস্থা থেকে পথ কেটে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

রণকৌশল, আমরা জানি, সম্পূর্ণ রাজনীতির ওপর নির্ভর করে এবং দেশের মাপের রাজনৈতিক সামরিক প্রকৃতির ভুল সংশোধন করা কঠিন কাজ। এই ভুলের মোকাবেলা কেবল সে দেশেই করতে পারে যে দেশ ন্যায়-যুদ্ধে লিপ্ত থাকে এবং যে দেশের প্রয়োজনীয় যুদ্ধোপকরণ নির্মাণ শিল্প আছে। বিপরীত পক্ষে, যখন যুদ্ধলক্ষ্য জনগণের মৌল স্বার্থের বিরোধী হয়, এই সকল ভুলের পরিনাম নিয়ম মাফিক, হয়ে থাকে অতিশয় মারাত্মক।…

কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং সোভিয়েত সরকার ১৯৪২ সালে আমাদের বিফল অভিযানগুলির কারণগুলি পর্যালোচনা করলেন। তারপর সমাজতান্ত্রিক সামাজিক রাজনৈতিক পদ্ধতির অবিসম্বাদিত সুবিধাদির ওপর নির্ভর করে তারা শত্রু বিতাড়নের জন্য দেশের সমস্ত শক্তিকে নতুনভাবে বিন্যাস করলেন। জনগণের নিঃস্বার্থ এবং নিবেদিত সমর্থন পেয়ে, বিদ্যমান পরিস্থিতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ সংগ্রামের গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি ও ধরন সোভিয়েত সর্বোচ্চ অধিনায়কত্ব পেয়ে গেলেন এবং শেষ পর্যন্ত শত্রুর কাছ থেকে উদ্যম ছিনিয়ে নিয়ে যুদ্ধের গতি নিজেদের অনুকূলে নিয়ে এলেন।

স্তালিনগ্রাদ অপারেশানের পর, সর্বোচ্চ অধিনায়কত্ব সহ সকল পর্যায়ের অধিনায়কত্ব, অতি উঁচু মানের দক্ষতা অর্জন করল। রণক্ষেত্রের এবং সেনাদলের অধিকাংশ অধিনায়ক নিজেদের যোগ্য প্রমাণ করলেন। উদ্যোগ হারিয়ে নাৎসী অধিনায়কত্ব অভিযান সংগঠন ও তা কার্যকর করার অসুবিধাগুলির সাথে আর তাল রাখতে পারল না। তার ফলে তাদের পতনের সময় বহুল পরিমাণে ঘনিয়ে এল। বস্তুত, নাৎসী জার্মানীর ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবার সেটাই ছিল সূচনা।

যুদ্ধের সময় সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত সরকার সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিলেন। পলিটব্যুরো, সাংগঠনিক ব্যুরো এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সচিবালয় ২০০-এর বেশী বৈঠকে সিদ্ধেশ নীতি প্রণয়ন করে এবং আর্থনীতিক ও রণকৌশলিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরপর এগুলোর বাস্তবায়ন হয় সুপ্রিম সোভিয়েতের প্রেসিডিয়াম গণ কমিসারদের কাউন্সিল, রাষ্ট্র প্রতিরক্ষা কমিটি অথবা সর্বোচ্চ অধিনায়কত্বের স্টাভকার মাধ্যমে।

সর্বোচ্চ অধিনায়কত্ব কেন্দ্রীভূত সেনা নিয়ন্ত্রণের লেনিনীয় নীতি মেনে চলত। স্থল, জল, আকাশের সকল সামরিক তৎপরতা এটি তদারক করত। মৌজুদ বাহিনী ডেকে এবং পার্টিজান আন্দোলন সংগঠিত করে রণকৌশলিক উদ্যম গড়ে তুলত। জেনারেল ষ্টাফ, আমি আগেই উল্লেখ করেছি, ছিল এটির একটি প্রশাসনিক বিভাগ।…

সব চেয়ে যোগ্য সেনাপতিদের মধ্যে থেকে সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কত্ব এর প্রতিনিধিদের বেছে নিত। পরিস্থিতির অনুপুংখ জ্ঞান তাঁদের থাকত এবং নিয়ম মাফিক, বিবেচ্য অভিযানের পরিকল্পনা তৈরী এবং খুঁটিনাটি বিষয়গুলি স্থির করে দেবার কাজে তাঁরা শামিল থাকতেন। সর্বোচ্চ অধিনায়কত্ব চাইত যে এর প্রতিনিধিরা অভিযান পরিচালনা করুক এবং তার পূর্ণ দায়িত্ব বহন করুক। সে জন্য তাঁদের তাঁরা সব রকম ক্ষমতা ও বিশেষাধিকার দিয়ে রেখেছিলেন। বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে আমি একটি টেলিগ্রামের উল্লেখ করব। স্তালিন এই টেলিগ্রামটি পাঠিয়েছিলেন ১৯৪২ সালের মে মাসে ক্রিমিয় ফ্রন্টে অবস্থানরত সর্বোচ্চ অধিনায়কত্ব প্রতিনিধিত্ব ল. জ, মেখলিসকে।

কার্চ উপদ্বীপে সোভিয়েতের দারুন বিপর্যয়ে মেখলিসের দায়িত্ব এড়ানোর মতলব টের পেয়ে স্তালিন তাঁকে লিখলেন:

"আপনি এক অদ্ভুত অবস্থান গ্রহণ করেছেন। মনে হচ্ছে আপনি ক্রিমিয় ফ্রন্টের জন্য যেন দায়িত্ব প্রাপ্ত নন, যেন একজন বহিরাগত অবলোকনকারী মাত্র। এরূপ অবস্থান গ্রহণ খুবই সুবিধাজনক হতে পারে, তবে আগাগোড়া রদ্দি। ক্রিমিয় ফ্রন্টে আপনি বহিরাগত কোন দর্শক নন, আপনি সর্বোচ্চ অধিনায়কত্বের সেখানে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি, যিনি ফ্রন্টের সকল সাফল্য ও ব্যর্থতার দায় বহনকারী এবং সেখানকার অধিনায়কত্বের ত্রুটিগুলি আপনাকেই সংশোধন করতে হবে। জঘন্য রকম দুর্বল প্রতিপন্ন বাম ব্যূহের জন্য আপনি ও অধিনায়কত্ব যুক্তভাবে দায়ী। যদি 'অবস্থা দেখে মনে হয় যে শত্রু সকালের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করবে' এবং প্রতিহতকরণের কোন ব্যবস্থা না নিয়ে আপনি নিষ্ক্রিয় সমালোচনার মধ্যে নিজেকে কেবল সীমাবদ্ধ রাখছেন সেটা আপনার জন্য আরও খারাপ হবে। এর অর্থ হল আপনি এখনও বুঝে উঠতে পারেন নি যে আপনাকে ক্রিমিয় ফ্রন্টে পাঠানো হয়েছে একজন রাষ্ট্রিয় নিয়ন্ত্রক হিশেবে নয়, বরং সর্বোচ্চ অধিনায়কত্বের দায়িত্বশীল প্রতিনিধি হিশেবে।"

(নিম্নরেখ আমার—গ. ঝুকভ)

সুস্পষ্ট শব্দাবলী দিয়ে তৈরী এই দলিল সর্বোচ্চ অধিনায়কত্বের প্রতিনিধির কি কি দায়িত্ব সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ রাখে না।…

অভিযান প্রস্তুতি অথবা তার পরিচালনা সম্বন্ধে সর্বোচ্চ অধিনায়কত্বের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ অধিনায়ক প্রতিদিন প্রতিবেদন চাইতেন। স্তালিনের আদেশে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি প্রতিবেদন এবং নতুন অপারেশানের জন্য প্রস্তাবাদি হাতে লিখে তার একটি অনুলিপি তাঁর কাছে পৌঁছানো হত তাঁর সহকারী অ. ন. পোসক্রেবইশেভের মারফত। যদি কোন কারণে কোন সর্বোচ্চ অধিনায়কত্ব প্রতিনিধির কাছ থেকে প্রতিবেদন না আসত তাহলে সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক স্বয়ং ফোন করে জিজ্ঞাসা করতেন, কি ব্যাপার? রিপোর্ট করার মত আজ কি কিছু নেই?

একটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে। ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বরের শেষে স্তালিনগ্রাদ এলাকা থেকে আমাকে ও গ. ম. ম্যালেনকভকে প্রধান সদরে স্তালিন ডেকে পাঠালেন। আমার কাছ থেকে পরিস্থিতি প্রতিবেদন শোনার পর স্তালিন ম্যালেনকভকে শুধোলেন: কি হেতু কমরেড ম্যালেনকভ গত তিন সপ্তাহ যাবৎ স্তালিনগ্রাদ সম্বন্ধে আপনি কোন রিপোর্ট পাঠালেন না? কমরেড স্তালিন, আমি প্রতিদিন রিপোর্টগুলিতে সই দিয়েছি. ঝুকভ যেগুলো আপনার কাছে পাঠিয়েছে, ম্যালেনকভ প্রত্যুত্তর করলেন। আমরা আপনাকে সেখানে ঝুকভের কমিসার হিশেবে পাঠাই নি, পাঠিয়েছে রাষ্ট্র প্রতিরক্ষা কমিটির সদস্য হিশেবে। আপনার উচিত ছিল আমাদের অবহিত রাখা, বুঝিয়ে দিলেন স্তালিন।

সর্বোচ্চ অধিনায়কত্ব ছিল একটি যৌথ সংস্থা। এর কাজের ভিত্তি গড়ে উঠেছিল সম্মিলিতক্রিয়াবাদ (কালেকটিভিজম) ও একব্যক্তি নেতৃত্বের অর্থপূর্ণ সংমিশ্রণে। সর্বক্ষেত্রে. শেষ কথা থাকত সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের। সকল রণকৌশলিক অপারেশান ও অভিযান পরিকল্পনার প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন করতেন জেনারেল ষ্টাফ। এ কাজে সর্বোচ্চ অধিনায়কত্ব স্টাভকার কতিপয় সদস্য অংশ নিতেন। তার আগে, পলিটব্যুরো এবং রাষ্ট্র প্রতিরক্ষা কমিটির কাঠামোর মধ্যে প্রচুর চিন্তাভাবনা করা হত, বিশেষ করে সেই মুহূর্তের বিশ্ব পরিস্থিতি এবং যুযুধান দেশগুলির রাজনৈতিক ও সামরিক সম্ভাবনা নিয়ে অনেক আলোচনা হত। সকল সাধারণ বিষয়ে বিচার বিবেচনা ও আলোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত রাজনৈতিক অথবা সামরিক ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁরা পূর্বাভাব দিতেন না। এত সমস্ত সূক্ষ্ম কাজ শেষ হলে পর রাজনৈতিক ও সামরিক রণকৌশল একটা বেরিয়ে আসত এবং সর্বোচ্চ অধিনায়কত্ব সেটা গ্রহণ করত।

নতুন অভিযান প্রস্তুত করার সময় স্তালিন সাধারণত জেনারেল ষ্টাফ প্রধান ও তাঁর ডেপুটিকে ডেকে পাঠাতেন। সকলে একসংগে বসে পুরো সোভিয়েত জার্মান ফ্রন্ট ব্যাপী রণনৈতিক ও কৌশলগত অবস্থা:—বিভিন্ন ফ্রন্টে সেনাদলের অবস্থা, বিভিন্ন পরিক্রমা সংস্থা কর্তৃক আনীত গোয়েন্দা-সংবাদ এবং সকল বাহিনীর জন্য মৌজুদ অস্ত্রশস্ত্রের প্রাপ্যতা প্রভৃতি পরীক্ষা করা হত।…

কষ্টসাধ্য পরীক্ষার পর স্তালিন অভিযান পরিকল্পনা অনুমোদন করতেন এবং কোন্ কোন্ জিনিষের প্রতি তিনি বেশী মনোযোগ চান সেটাও বলে দিতেন। এরপর সর্বোচ্চ অধিনায়কত্ব প্রতিনিধিদের নাম ঘোষণা করা হত—যাঁরা বিভিন্ন ফ্রন্টের সমন্বয়কারী হিশেবে, ভাণ্ডার ও সরবরাহের দায়িত্বে, সময় মত সেনাদলের পুন-সমাবেশের দায়িত্বে এবং সর্বোচ্চ অধিনায়কত্বের মৌজুদ বাহিনীর দায়িত্বে, থাকবেন।…

যুদ্ধের সময় স্তালিনের পাঁচটি সরকারী পদ ছিল। তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক, সোভিয়েত ইউনিয়নের গণ কমিসার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, রাষ্ট্র প্রতিরক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান, এবং প্রতিরক্ষা কমিসার। তিনি কড়া সময়সূচী অনুযায়ী দিন ১৫ থেকে ১৬ ঘণ্টা কাজ করতেন। তিনি জেনারেল ষ্টাফের কাজের ওপর খুব ভরসা রাখতেন এবং অন্তরে আস্থা রাখতেন। সাধারণত তিনি জেনারেল ষ্টাফের বিশ্লেষণাত্মক পরিস্থিতি প্রতিবেদন ও প্রস্তাবাবলী প্রথমে না দেখে কখনও কোন সিদ্ধান্ত নিতেন না।

শত্রু সংক্রান্ত গুপ্ত বার্তা দিয়ে পরিস্থিতি প্রতিবেদন শুরু হত। যুদ্ধ শিখিয়েছিল যে অনেক কিছুই নির্ভর করে অধিনায়কত্বের শত্রুর অবস্থান নির্ণয়, প্রাপ্ত গুপ্ত বার্তা দ্রুত প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সঠিক সিদ্ধান্ত টানার ওপর। প্রথম দিকের কয়েকটি ঘটনা ছাড়া, বলা যেতে পারে যুদ্ধের সবটা সময় ধরে, সর্বোচ্চ অধিনায়কত্ব বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে সঠিক নির্দেশনা দিতে পেরেছিল। তারা তাদের কাজ দ্রুত সমাধা করত। কাজের মানও হত খুব উঁচু। আর তারা পরিস্থিতির বিশ্লেষণও করতে শিখেছিল অত্যধিক নিভুর্লভাবে।

ফ্রন্টগুলির অবস্থা সম্পর্কে সর্বোচ্চ অধিনায়কত্ব ভালভাবে অবহিত থাকত এবং কোন পরিবর্তনে তারা দ্রুত সাড়া দিত। জেনারেল ষ্টাফের মাধ্যমে তারা অপারেশানগুলির গতি প্রকৃতি গভীর মনোযোগসহকারে অনুসরণ করত, উদ্ভূত পরিস্থিতি তেমন দাবি করলে, প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা করত, সেনাদলের করণীয়গুলি চূড়ান্ত করত এবং নতুন লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করত। অভিযানগুলির লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনবোধে, সৈন্য ও সম্পদের পুনরেকত্রীকরণ সময়মত যাতে হয় সেদিকে নজর রাখত এবং বিশেষ অবস্থায় অপারেশান প্রত্যাহার করত। সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক একটি কড়া নিত্যক্রম (রুটিন) চালু করেছিলেন: মাঝখানে যে সকল পরিবর্তন ঘটে গেছে সে সব দেখিয়ে জেনারেল ষ্টাফ প্রতিদিন দুবেলা তাঁকে একটি পরিস্থিতি মানচিত্র দেখাত। এর সংগে সংযোজিত থাকত জেনারেল ষ্টাফ প্রধানের একটি নোট।

আগেই উল্লেখ করেছি যে সর্বোচ্চ অধিনায়কত্ব এবং জেনারেল ষ্টাফ এটা দেখতো যে সামরিক অভিযান এবং রণকৌশলিক তৎপরতা যেন অনেক আগে থেকেই বিশদ ও যথাযথভাবে পরিকল্পিত হয়।

এখন আমি আমাদের সর্বোচ্চ অধিনায়কত্বের পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে আমার মতামত দেব। সব পরিকল্পনাই অর্থহীন যদি না তা অভিযানের সম্ভাব্য গতি কি হতে পারে এবং সৈন্যরা কি আকারে ও পদ্ধতিতে তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারে সে সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত ভবিষ্যৎবাণী না করতে পারে। নাৎসী রণকৌশলিক নেতৃত্বের চেয়ে সর্বোচ্চ অধিনায়কত্ব অনেক এগিয়ে ও অনেক স্পষ্ট দেখতে পেত। প্রথমেই বলতে হয়, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ নির্ভর সংগ্রামের সাধারণ সূত্রগুলি জানা

থাকায় এর অনেক সুবিধা ছিল। দ্বিতীয়ত, যে সকল বাস্তব ঘটনা ফ্রন্টগুলির গতি নির্ধারণ করত সেগুলো সম্বন্ধে এর অনুধাবন অনেক ভাল ছিল। এ জন্য, সাধারণত, আমাদের সর্বোচ্চ অধিনায়কত্ব নাৎসী অধিনায়কত্ব কি করবে তা আগে থেকেই ধরতে পারত এবং তাদের উদ্দেশ্য ভণ্ডুল করে দিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিত। এর পুঞ্জিভূত ফল হিসেবে নিশ্চিত হয়েছিল আমাদের সামরিক পরিকল্পনার উচ্চ দক্ষতা।...

কি ঘটতে যাচ্ছে সে বিষয়ে সোভিয়েত সামরিক নেতৃত্বের গভীর বিজ্ঞান সম্মত দিব্যদৃষ্টি, অভিযান ও রণকৌশলিক তৎপরতার সঠিক পরিকল্পনা তৈরীতে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। এর দ্বারা সর্বোচ্চ অধিনায়কত্ব শত্রুকে পরাজিত করতে এবং পরবর্তী পদক্ষেপগুলির জন্য অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করতে যে লোকবল ও সম্পদ লাগবে তা ঠিক করতে পারত।

সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর অপারেশানগুলি কত সুপ্রস্তুত ছিল ১৯৪৩ সালের ঘটনাগুলি থেকে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এসময় স্তালিনগ্রাদে যুদ্ধের উজ্জ্বল পরিসমাপ্তি ঘটে এবং উত্তর ককেশাস থেকে শত্রু সৈন্য তাড়িয়ে দেয়া হয়। এর পরপর আসে সফল অস্ট্রোগোঝস্ক ও ভোরোনেঝ অপারেশানের শেষে আমাদের সেনাদলের কুর্স্ক বালজে উপস্থিতি। এসবের দ্বারা আমাদের মস্কো সেকটারের ফ্রন্ট গুছিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়, সে সময় যে কাজটি ছিল খুবই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

নাৎসী উচ্চ অধিনায়কত্ব কুর্স্ক বালজের ওপর অনেক আশা করে বসেছিল। সেখানকার যুদ্ধে নাৎসী শক ফোর্সকে গুঁড়িয়ে দেবার পর, ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্ম ও হেমন্তে সমগ্র সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্ট জুড়ে যতগুলো অপারেশান হয়েছিল, তার সবগুলির জন্য সর্বাধিক অনুকূল অবস্থা সৃষ্টিতে আমরা সক্ষম হয়েছিলাম। এই সবকটি অপারেশানে নাৎসীরা লোকবল, বস্তু সম্পদ ও অস্ত্রেশস্ত্রে অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ যা ঘটেছিল তা হল জার্মান সৈন্যের অভূতপূর্ব মনোবল পড়ে যাওয়া।

ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলা ব্যতিরেকেই সোভিয়েত ইউনিয়ন নাৎসী জার্মানীকে সামরিক বিপর্যয়ের দ্বার প্রান্তে নিয়ে যায়। এই বিপর্যয় ঘনিয়ে আনতে আমাদের আরও কয়েকটি বিধ্বংসী আক্রমণ রচনা করতে ও কার্যকর করতে হয়। সর্বোচ্চ অধিনায়কত্ব, আমরা দেখলাম, এই কাজগুলো অতি চমৎকারভাবে সম্পন্ন করে।

রণক্ষেত্রে সোভিয়েত বাহিনীর এই বিজয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যান্য ফ্রন্টের ওপর দারুণ ছাপ ফেলে। সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর বিজয় সে সময় আমাদের হিটলার-বিরোধী মিত্র শক্তিকে সিসিলি ও দক্ষিণ ইটালিতে সফল অভিযান চালাতে সহায়তা করে।

১৯৪৩ সালের গ্রীষ্ম ও হেমন্ত জার্মান সশস্ত্র বাহিনীর পরাজয় হিটলার শাসনের প্রতি নাৎসী জার্মানীর উপগ্রহদের যেটুকু আস্থা ছিল শেষ করে দিল। ফ্যাসীবাদী ব্লক খান খান হয়ে যেতে লাগল। সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর জন্য এর চেয়েও অনুকূল রণকৌশলিক অবস্থার উদ্ভব হল। ১৯৪৪ সালের অপারেশানগুলির প্রস্তুতি পর্বে সর্বোচ্চ অধিনায়কত্ব সেটিকে খুব নৈপুণ্যের সংগে কাজে লাগাল।

সার্বিক পরাজয় এড়ানো হিটলার শাসনের জন্য আর সম্ভব নয় এ বিশ্বাস জার্মানীর মিত্রগণ ও নিরপেক্ষ দেশসমূহ হারিয়ে ফেলল। কিন্তু আসল যে ব্যাপারটি ঘটল তা হল, যে উপাদানগুলো জার্মানীতে হিটলারকে ক্ষমতায় এনেছিল এবং পরবর্তীকালে যারা তাকে সর্বোতভাবে সমর্থন জুগিয়ে যাচ্ছিল, তারা নাৎসী নেতৃত্বের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলল। অধিকাংশ জার্মান বুঝতে শুরু করল যে যুদ্ধের প্রথম দিকের সহজ বিজয় দ্বারা তারা বিপজ্জনকভাবে প্রতারিত হয়েছে এবং জার্মানী সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনী ও হিটলার বিরোধী জোটের সামনে টিকতে পারবে না।

তেহরান বৈঠক থেকে ফিরে সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক স্তালিন বললেন: রুজভেল্ট আমাকে কথা দিয়েছেন যে তাঁরা ১৯৪৪ সালে ফ্রান্সে ব্যাপক তৎপরতা শুরু করবেন। আমার বিশ্বাস তিনি তাঁর কথা রাখবেন।

স্তালিন খোশ মেজাজে থাকলে তিনি তাঁর পাইপটিকে আস্তে সুস্থে হারজেগোভিনা ফ্লর সিগারেট থেকে বের করা তামাক দিয়ে ভরতেন, তামাকে অগ্নিসংযোগের পর টান মেরে কয়েকবার ধোঁয়া ছাড়তেন এবং তাঁর অফিসের কার্পেটের ওপর পায়চারি শুরু করতেন "আর যদি তিনি তাঁর কথা না রাখেন," তিনি সশব্দে তাঁর ভাবনা ব্যক্ত করলেন, "হিটলার-জার্মানীকে আমাদের নিজস্ব শক্তিতে ধ্বংস করার ক্ষমতা আমাদের রয়েছে।"

স্তালিনের অফিসের এই কথোপকথন ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বরে পার্টির পলিট-ব্যুরো, রাষ্ট্র প্রতিরক্ষা কমিটি এবং সর্বোচ্চ অধিনায়কত্বের কতিপয় সদস্যের সম্মিলিত বৈঠকের সামান্য আগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই বৈঠকে দেশের রাজনৈতিক ও সামরিক অবস্থা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হয়। সর্বোচ্চ অধিনায়কত্বের প্রতিনিধি হিসেবে আমরা যে জায়গায় ছিলাম সেখান থেকে আমাকে ও ভ্যাসিলেভস্কিকে ডেকে পাঠানো হয়। সর্বোচ্চ অধিনায়কত্বের প্রতিনিধি হিসেবে আমরা যে জায়গায় ছিলাম সেখান থেকে আমাকে ও ভ্যাসিলেভস্কিকে ডেকে পাঠানো হয়। সর্বোচ্চ অধিনায়ক ভ্যাসিলেভস্কি ও আন্তোনভকে (প্রথমোক্তের জেনারেল স্টাফ প্রধান হিসেবে প্রথম ডেপুটি) বিভিন্ন ফ্রন্টের অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট করতে নির্দেশ দিলেন।

বৈঠক শেষে মোদ্দা কথাটি এই বেরিয়ে এল যে পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েত জনগণ শত্রুর ওপরে অবশেষে সামরিক ও আর্থনীতিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। এখন থেকে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব যুদ্ধের গতি নির্ধারণ করবে। এর অর্থ দাঁড়াল, অতএব এই যে, অর্জিত সুবিধার সর্বাধিক সুযোগ নিতে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপগুলি ঠিক করা দরকার।

সর্বোচ্চ অধিনায়কত্ব এবং জেনারেল স্টাফ আমাদের সকল সম্পদের হিসেব করলেন এবং ব্যারেন্টস থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত শত্রুর অবস্থার গভীর বিশ্লেষণ করলেন। বিশ্লেষণ থেকে দেখা গেল যে যুদ্ধের মোড় পরিবর্তন আমাদের জন্য বিস্তৃত অর্গল খুলে দিয়েছে।

শক্তি ও অস্ত্রের প্রাধান্য, উদ্যোগ সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর হাতে থাকা, সেনাদের সুবিধাজনক স্থানে অবস্থান, প্রচুর লোকবল এবং মৌজুদ বস্তুসম্পদ

এবং অন্যান্য অনুকূল ঘটনা নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টে অর্জিতব্য লক্ষ্যবস্তু স্থির করতে সুযোগ দিল। সোভিয়েত পশ্চাৎদেশের বীরোচিত ও নিরলস শ্রম সক্রিয় সেনাদের কাছে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির স্থির প্রবাহ নিশ্চিত করেছিল। এক সংগে একটি কি দুটি ফ্রন্টে আমাদের আক্রমণ আর সীমাবদ্ধ রাখতে হল না। এখন থেকে আমরা সমস্ত ফ্রন্ট জুড়ে একই সংগে বিশাল আক্রমণ চালাতে সক্ষম হলাম। বিপরীত পক্ষে আমাদের আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতা শত্রুর যথেষ্ট হ্রাস পেল।

বৈঠক শেষে যে ক্ষুদ্র দলটি স্তালিনের অফিসে রয়ে গেল সর্বোচ্চ অধিনায়ক তাঁদের সামনে এই প্রশ্ন রাখলেন ১৯৪৪ সালের অভিযানের নতুন রূপ কি হতে পারে। এর আগে তিনি আমাদের মতামত জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

বরাবরের মতই এ সভার কোন কার্যবিবরণী রাখা হয় নি। আমরা বলাবলি করেছিলাম কোথায় কোথায় লোকবল ও বস্তুসম্পদ বেশী লাগালে শত্রুর প্রধান বাহিনীর ওপর আরও অধিক ধ্বংসাত্মক পরাজয় চাপিয়ে দেয়া যাবে। ফ্যাশিষ্ট ব্লকটিকে চিরতরে গুঁড়িয়ে দেয়া যাবে। রণকৌশলিক ফ্রন্ট করবার সেরকম দশটি স্থান ছিল। আলোচনার পর এই দশটি স্থানেই আক্রমণ হানার প্রাথমিক প্রচলন (এষ্টিমেট) তৈরি করতে স্তালিন জেনারেল ষ্টাফকে আদেশ করলেন।

প্রত্যেক অপারেশানের মুখ্য উদ্দেশ্যে একবার স্থিয়ে গেলে এবং সেগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ও সম্পদের প্রাথমিক হিশেব শেষ হলে সর্বোচ্চ অধিনায়কত্ব বরাবরের রীতি অনুযায়ী, ১৯৪৪ সালের শীতকালীন অভিযানের সংগে সংশ্লিষ্ট সকল ফ্রন্ট অধিনায়কদের মতামত আহ্বান করলেন। সকলের সুপারিশ হাতে এসে গেলে জেনারেল ষ্টাফ সবগুলি অপারেশানের কাজ শুরু করে দিলেন। ইতিমধ্যে মওজুদ বাহিনীর প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রীকরণ পুরোদমে চলতে লাগল। এ কাজে বড় অবদান রাখলেন প্রতিরক্ষা কমিসারিয়েটের কেন্দ্রীয় বিভাগের প্রধানগণ ও লাল বাহিনীর সামরিক ভাণ্ডার (লজিষ্টিকস) প্রধান।

১৯৪৪ সালের অপারেশানগুলির প্রস্তুতির প্রতি সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক সতর্ক নজর রাখলেন। তাঁর দৃষ্টির মধ্যে যে সকল পরিকল্পনা ছিল সেগুলোকে সমর্থন জোগাতে, বিশেষত অস্ত্র শস্ত্র, বিমান বাহিনী, কামান গোলা এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ও দেশের অভ্যন্তরে পার্টির রাজনৈতিক কাজ পরিচালনা ইত্যাদির ব্যাপারে তাঁর তেজস্বিতা ও শক্তি দুই ছিল।…

সোভিয়েতের ১৯৪০ সালের প্রধান বিজয়গুলোই সর্বোত্তম সাক্ষ্য যে যুদ্ধের সেই ধাপে সর্বোচ্চ অধিনায়কত্বের রণকৌশলিক পরিকল্পনা ছিল অনবদ্য, এবং সোচ্চার প্রমাণ যে আমাদের উচ্চতম সামরিক নেতৃত্বের ঘটনার ভেতরটা দেখার সত্যিকার অন্তর্দৃষ্টি ছিল। শত্রুর প্রধান বাহিনী বিশৃংখল পরাজয় বরণ করেছিল। পক্ষান্তরে সোভিয়েত সৈন্যদল যুদ্ধের চুড়ান্ত অভিযান শুরু করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ার উপযোগী অতীব সুবিধাজনক অবস্থানগুলিতে এসে পৌছেছিল …

১৯৪১ সালের ৩রা জুলাই সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের উদ্দেশ্য স্তালিনের ভাষণের পর, এবং ১৯৪১ সালের মধ্য-জুলাইতে পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটি জার্মান লাইনের পেছনে সংগ্রাম সংগঠনের বিশেষ সিদ্ধান্ত নিলে, স্থানীয় পার্টি সংগঠন কর্তৃক গঠিত ও পরিচালিত পার্টিজান দলগুলো, নাৎসীরা যে সকল জায়গায় এসে পৌছেছিল সর্বত্র সক্রিয় অপারেশান আরম্ভ করে দেয়। বছর শেষ হবার আগেই, ১৮টি গোপন (আণ্ডার গ্রাউণ্ড) আঞ্চলিক পার্টি কমিটি, ২৬০০-এর বেশী স্থানীয় কমিটি, নগর কমিটি, জেলা কমিটি ও অন্যান্য গোপন পার্টি সংগঠন এবং ৩০০ এর বেশি কমসোমল (যুব দল) নগর জেলা কমিটি গঠিত হয়। গোপন ফ্রন্টের গণ প্রতিশোধকামীরা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক-সামরিক শক্তি হয়ে দাঁড়িয়ে গেল, তাদের নৈপুণ্যের সংগে ব্যবহার করতে পারলে শত্রুকে দুর্বল করে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব বলে মনে হল।

যুদ্ধের প্রথম বছরে পার্টিজান আন্দোলনের নেতৃত্বের সংগঠন ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ দুর্বল ছিল। কিন্তু কালক্রমে সর্বোচ্চ অধিনায়কত্ব শত্রু অবস্থানের পেছনে দৃঢ় ও সজ্ঞান হাতে সশস্ত্র অপারেশান কি করে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় রপ্ত করে ফেলেছিল। এ কাজ করা হত পার্টিজান আন্দোলনের কেন্দ্রীয় প্রধান সদরের মাধ্যমে। এটি গঠন করা হয়েছিল ১৯৪২-এর ৩০শে মে সর্বোচ্চ অধিনায়কত্ব প্রধান সদরের শাখা হিশেবে। পার্টিজান প্রধান কার্যালয়ের প্রধান ছিলেন বাইলোরুশীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সচিব প.ক. পোনোমারেংকো। তাঁকে আমি বহুদিন থেকে চিনতাম। একজন সত্যিকার কম্যুনিষ্ট হিশেবে পার্টির অর্পিত অছির মর্যাদা তিনি রেখেছিলেন এবং নাৎসী লাইনের পেছনে গোপন ফ্রন্ট গড়ে তোলার একজন সত্যিকার সংগঠক হিশেবে নিজেকে প্রতিপন্ন করেছিলেন।…

১৯৪৩ সালের শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় পার্টিজান প্রধান কার্যালয় ক্রিয়াশীল ছিল। ১৯৪৪ সালের গোড়ার দিকে, সোভিয়েত এলাকার বেশির ভাগ হানাদার মুক্ত হয়ে গেলে, এটির বিলোপ ঘটানো হয়। পার্টিজান আন্দোলনের তদারকির কাজ প্রজাতন্ত্রের ও আঞ্চলিক পার্টি সংস্থাগুলিকে অর্পণ করা হয়।

যুদ্ধের রাজনৈতিক ও সামরিক নির্দেশনার কথা আলোচনা করতে গিয়ে আমার বিশেষ উল্লেখের বিষয় হবে লাল বাহিনীর মুখ্য রাজনৈতিক প্রশাসন ও নৌবাহিনীতে ও ফ্রন্ট ও নৌবহরগুলিতে তাদের সমকক্ষদের। পার্টির অন্যান্য রাজনৈতিক শাখার মতই, মহান দেশপ্রেমমূলক যুদ্ধে নাৎসীদের পরাভূত করে বিজয় অর্জনের ক্ষেত্রে, তাদের ভূমিকাও ছিল বিরাট। বিষয়টি বিশেষ বিশদ পরীক্ষার দাবী রাখে।

বিগত যুদ্ধের ওপর লেখা বেশ কয়েকটি ইতিহাস পুস্তকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে আমার মনে হয়েছে যে যুদ্ধের সময়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের হাজার রকমের কাজের মৌল বিজ্ঞানক অধ্যয়ন হলে খুবই ভাল হত। লাল বাহিনীর রাজনৈতিক প্রশাসনের কাজ বিশেষ ফলপ্রদ হয় ১৯৪২ সালের মাঝামাঝি প্রখ্যাত পার্টি নেতা ও রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ, পলিটব্যুরোর বিকল্প সদস্য, এবং মস্কো কমিটি ও পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সচিব আলেকজাণ্ডার শেরবাকভকে এর প্রধান নিয়োগের

পর।

স্তালিন শাপোশনিকভকে বিশ্বাস করতেন। ১৯৪২ সাল পর্যন্ত শাপোশনিকভ একই সংগে সোভিয়েত তথ্য ব্যুরোরও প্রধান ছিলেন। ১৯৪১ সালে মস্কোর বীরত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষার সময়, নাৎসীদের বিরুদ্ধে যারা যেকোন মূল্যে মস্কো দখলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল, দুর্গ জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অন্যতম।

সরাসরি ইউনিট ও দলে বিভক্ত হয়ে রাজনৈতিক অঙ্গদল, পার্টি এবং কমসোমল প্রতিষ্ঠানগুলি সামরিক বাহিনীর মধ্যে ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে এবং সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার কাজগুলি চালাত। ভাগ ভাগ করা এই পদ্ধতি থেকে সকল স্তরের সেনাধ্যক্ষরা ভাল সমর্থন লাভ করত। প্রতিটি সামরিক ইউনিটের মনোবল এবং লড়াই করার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার বিশেষ দায়িত্ব বহন করত পার্টি ও কমসোমল সংস্থাগুলি। তারা নিশ্চিত করত যে কম্যুনিষ্টগণ ও কমসোমল (যুব কম্যুনিষ্ট)রা লড়াইতে অপর সকল সৈন্যকে নেতৃত্ব দেবে এবং বিভ্রান্তি ও বিশৃংখলা অংকুরেই বিনষ্ট করবে। রাজনৈতিক ও পার্টি সংস্থাগুলো সাহসিকতার ও দুঃসাহসিকতার উদ্যোগ ও উপস্থিত বুদ্ধির, এবং লড়াইতে একে অপরকে সহায়তা দানের আদর্শ জনপ্রিয় করে তুলত। রাজনৈতিক কাজের মান ক্রমাগত উন্নত হতে থাকল। এর ফল খুব ভাল হয়েছিল এবং চূড়ান্ত বিজয়ে বিপুল অবদান রেখেছিল।

সর্বোচ্চ অধিনায়কত্বের কাজকর্ম স্তালিনের নামের সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যুদ্ধের সময় আমি প্রায়ই তার সংগে সাক্ষাৎ করতাম। সাক্ষাৎকারগুলির বেশির ভাগ ছিল আনুষ্ঠানিক, যুদ্ধ পরিচালনা বিষয় সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে কথাবার্তা হত। কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খাবার টেবিলে, যেখানে স্তালিন তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের দাওয়াত করতেন নিষ্পত্তি হত। স্তালিনের যে জিনিসটি আমার ভাল লাগত তা হল আনুষ্ঠানিকতার ধারে কাছে দিয়েও না যাওয়া। সর্বোচ্চ অধিনায়কত্ব এবং রাষ্ট্র প্রতিরক্ষা কমিটির কাঠামোর মধ্যে যা কিছু তিনি করতেন, সেগুলি ছিল এই সংস্থাগুলির নেওয়া সিদ্ধান্তের আশু বাস্তবায়ন। সিদ্ধান্তগুলির বাস্তবায়ন, সর্বোচ্চ অধিনায়ক নিজে অথবা তাঁর নির্দেশে ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাঁর অধস্তনদের একজন, কড়াকড়িভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেন।

রাষ্ট্র প্রতিরক্ষা কমিটি ও সর্বোচ্চ অধিনায়কত্ব স্টাভকা ছিল দুটো পৃথক সংস্থা। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ের জন্য এ দুটো গঠিত হয়েছিল রাশিয়ার সুপ্রিম সোভিয়েত প্রেসিডিয়াম, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং রুশ গণকমিসারদের কাউন্সিলের যৌথ সিদ্ধান্ত বলে। তবে স্তালিন কমিটি এবং স্টাভকা দু'টোরই প্রধান থাকায় আনুষ্ঠানিকতা প্রায়শঃই বর্জন করা হত। গুরুত্বপূর্ণ সংকটজনক পরিস্থিতিতে একটির সদস্যদের বৈঠকে আমন্ত্রণ করা হত। এভাবে একযোগের কাজ থেকে সুফল মিলত, বাস্তবায়নের আগে সিদ্ধান্তগুলি পরীক্ষা করে দেখতে সময় নষ্ট হত না। তাছাড়া, দুই সংস্থারই সদস্য হওয়ায় তাঁরা সব সময় সব কিছু জানতেন।

সত্য বটে এ রীতিতে কাজ সর্বোচ্চ অধিনায়কত্ব ও রাষ্ট্র প্রতিরক্ষা কমিটির সদস্যদের প্রচণ্ড শারীরিক ক্লেশের কারণ হত, কিন্তু যুদ্ধের সময় কেউ তাতে ভ্রূক্ষেপ করতেন না। সবাই সাধ্যের এবং নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাতে ছাড়তেন না। সবাই স্তালিনের কাছ থেকে সংকেতটা নিতেন, এবং স্তালিন, তাঁর বয়সের ভার সত্ত্বেও, সর্বদাই ছিলেন কর্মঠ ও উদ্দীপ্ত। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে যখন তাঁর দৈনন্দিন কাজ তুলনামূলকভাবে অনেক কমে গেল, তিনি আকস্মিকভাবে বুড়িয়ে গেলেন, অনেকটা নিশ্চল হয়ে পড়লেন এবং তার চেয়েও বেশি হয়ে গেলেন খামখেয়ালী ও ভাবুক। বিগত যুদ্ধ ও আনুষঙ্গিক ব্যাপারগুলোর প্রভাব তার ওপর শক্তিশালী ও দৃষ্টিগ্রাহ্যরূপে দেখা গেল।

আমার পুস্তকের প্রথম সংস্করণের পাঠকগণ আমার কাছ থেকে জানতে চেয়েছেন সর্বোচ্চ অধিনায়কত্ব এবং সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক স্তালিনের কাজে গলদ ছিল কি না?

সশস্ত্র বাহিনীর পরিচালনায় কিছু কিছু গলদ ও ভুল গণনার বিষয় নিয়ে আমি পুস্তকের সেই সকল অংশে আলোচনা করেছি যেখানে যুদ্ধকালীন বাস্তব ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। আমি বলেই রেখেছি যে, কালক্রমে অভিজ্ঞতা যতই বাড়তে থাকে, ভুল এবং ভুল গণনার সংখ্যা তত কমতে থাকে, এবং সেগুলো নৈপুণ্যের সংগে সংশোধন করা হয়।

নাৎসী জার্মানী ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে বিজয়ে স্তালিনের ব্যক্তিগত অবদান ছিল বিরাট। তাঁর মর্যাদা ছিল গগণচুম্বী এবং সর্বোচ্চ অধিনায়ক হিশেবে তাঁর নিয়োগ জনগণ ও সৈন্যদল কর্তৃক সর্বান্তঃকরণে সানন্দে গৃহীত হয়েছিল।

ভুল করাটা মানবিক, এবং সর্বোচ্চ অধিনায়ক যুদ্ধের প্রথমাবস্থায় স্তালিনগ্রাদ লড়াই পর্যন্ত, অবশ্যই ভুল করেছিলেন। । তবে এগুলো তাঁর মনে গভীরভাবে বেজেছিল, এগুলো নিয়ে তিনি অনেক ভাবনাচিন্তা করেছিলেন এবং এগুলো থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা নেবার চেষ্টা করেছিলেন যাতে আর কখনও সেগুলোর পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

কেন্দ্রীয় কমিটি ও স্থানীয় পার্টি শাখার সাংগঠনিক তৎপরতা দ্বারা এবং ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধে লিপ্ত সোভিয়েত জনগণের জলন্ত দেশপ্রেম দ্বারা সমর্থিত করতে পেরেছিলেন।

বিজয়ের ২৫ তম বার্ষিক উদযাপনের সময় কমসোমলস্কায়া প্রাভদার সাথে এক সাক্ষাৎকারে মিখাইল শোলোখফ যথার্থই বলেছেন, "স্তালিনকে খাটো করা, তাঁকে নির্বোধ প্রতিপন্ন করা অন্যায়। প্রথমত, এটি একটি অসৎ কর্ম, এবং দ্বিতীয়ত, এটা দেশের জন্য, সোভিয়েত জনগণের জন্য খারাপ হবে। এবং তা এ জন্য নয় যে বিজয়ীদের কখনও বিচার করা হয় না, বরং সর্বোপরি এ জন্য যে এরূপ 'নিন্দাবাদ' হলো সত্যের অপলাপ।"

উপরে যা বলা হল এর সংগে যোগ করার তেমন কিছু নেই। শোলোখফের কথাগুলো সঠিক ও সত্য। নাৎসী জার্মানীকে পরাজিত করার প্রচেষ্টায় সর্বোচ্চ অধিনায়কত্ব ও এর প্রশাসনিক বিভাগ—জেনারেল ষ্টাফ ও ফ্রন্টগুলির সব সামরিক কাউন্সিল—সমূহকে পার্টির সত্যিকার বিজ্ঞ, দক্ষ ও নিপুণ সহায়তাকারী হিশেবে গড়ে তোলার ব্যাপারে সর্বোচ্চ অধিনায়ক সব কিছু করেছিলেন।

সাধারণত, স্তালিন ক্রেমলিনের অধ্যয়ন কক্ষে কাজ করতেন। ঘরটি ছিল প্রশস্ত, কিছুটা হালকা, রং করা ওক-এর তক্তা দিয়ে আবৃত। এর ভিতর ছিল ভারী সবুজ কাপড় দিয়ে ঢাকা একটি লম্বা টেবিল। দেয়ালে ঝুলানো ছিল মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের ছবি। যুদ্ধের সময় সুভোরভ ও কুতুজভের আরও দুটি ছবি এর সংগে যুক্ত হয়েছিল। চেয়ারগুলি ছিল কঠিন ও শক্ত এবং ঘরে কোন বাড়তি জিনিস ছিল না। পাশের ঘরে ছিল একটি টেবিলের পাশে বিরাট এক গ্লোব, আর দেয়ালে বিভিন্ন মাপের পৃথিবীর মানচিত্র।

কক্ষটির বেশ ভেতরে, বন্ধ একটি জানালার পাশে সর্বদাই দলিল, কাগজপত্র এবং মানচিত্র দিয়ে ঠাসা থাকত স্তালিনের ডেস্ক। ডেস্কের ওপরে ছিল একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টেলিফোন, ক্রেমলিনের অভ্যন্তরের একটি ফোন আর তার পাশে একগাদা তীক্ষ্ণ রংগীন পেন্সিল। স্তালিন সাধারণত নীল পেন্সিল দিয়ে নোট করতেন। তিনি দ্রুত বড় অক্ষরে স্পষ্ট করে লিখতেন।

স্তালিনের ষ্টাডিতে ঢুকতে হত পোস্ক্রেবাইশেভের কক্ষ ও সর্বোচ্চ অধিনায়কের মুখ্য দেহরক্ষীর কক্ষের ভেতর দিয়ে। ষ্টাডির পেছনে ছিল একটি বিশ্রাম কক্ষ এবং একটি সিগন্যাল রুম সিগন্যাল রুম থেকে ফ্রন্ট অধিনায়ক ও সর্বোচ্চ অধিনায়কত্ব প্রতিনিধিদের সাথে টেলিগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে সরাসরি যোগাযোগ করা যেত।

জেনারাল ষ্টাফ অফিসারগণ ও সর্বোচ্চ অধিনায়কত্বের সদস্যগণ বড় টেবিলটির ওপর তাঁদের মানচিত্রগুলো মেলে ধরতেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, কখনও নোটের সাহায্য নিয়ে পরিস্থিতি প্রতিবেদন পেশ করতেন। তাঁদের কথা শোনার সময় স্তালিন বড় বড় পা ফেলে ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতেন। থেকে থেকে তিনি বড় টেবিলটির কাছে যেতেন ও ঝুঁকে পড়ে গভীর মনোযোগ সহকারে ম্যাপগুলি পরীক্ষা করতেন। অথবা তিনি তাঁর ডেস্কে গিয়ে বসতেন, হারজেগোভিনা ফ্লর সিগারেটের একটি প্যাকেট নিতেন, কয়েকটি সিগারেট ছিঁড়ে তামাক বের করে ধীরে ধীরে সেগুলো তাঁর পাইপে পুরতেন।

সাধারণত, তিনি ছিলেন কাজের মানুষ এবং ধীর স্থির, সকলকেই তার মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ দেওয়া হত। প্রত্যেককেই তিনি সম্বোধন করতেন একই রকম কড়া ও আনুষ্ঠানিক রীতিতে। তাঁর অভ্যাস ছিল মনোযোগ দিয়ে লোকের কথা শোনা, তবে তিনি শুনতেন যদি দেখতেন বক্তা ঠিক ঠিক বলছেন এবং যা বলছেন সে বিষয়টি সম্বন্ধে তার জানা আছে। নিজে স্বল্পবাক হওয়ায় তিনি বাচালদের পছন্দ করতেন না এবং প্রায়শই প্রগলভদের 'সংক্ষেপ করুন' অথবা 'আরও স্পষ্ট করে বলুন' ইত্যাকার রূঢ় বাক্য দিয়ে সংযত করতেন। গৌরচন্দ্রিকা না করে তিনি শুরু করে দিতেন। তিনি শান্তভাবে, খোলাখুলি, বিষয়ের মূল থেকে কখনও সরে না গিয়ে কথা বলতেন। তিনি অল্প কথায় বেশি ভাব ব্যক্ত করতে পারতেন এবং তাঁর ভাবনা স্বচ্ছ করে নির্মাণ করতে পারতেন।

যুদ্ধের সময় আমি বুঝতে পারি যে স্তালিন তেমন লোক ছিলেন না যাঁর প্রশ্ন শুনতে যাঁর আপত্তি ছিল অথবা আপত্তি ছিল তাঁদের প্রতি যাঁরা তাঁর সংগে তর্কে লিপ্ত হতেন। এ কথার উল্টোটা যে বলবে সে একজন মিথ্যুক? (নিম্নরেখ সম্পাদকের)।

ফ্রন্টের অবস্থা সম্পর্কে স্তালিন প্রতিদিন রিপোর্ট চাইতেন। সর্বোচ্চ অধিনায়কের কাছে রিপোর্ট পেশ করবার সময় প্রত্যেকেরই ঘটনা নখদর্পণে থাকতে হত। কেউ 'সাদা চিহ্ন' যুক্ত ম্যাপ নিয়ে, অথবা মোটামুটি কিম্বা অতিরঞ্জিত তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন নিয়ে তাঁর সামনে হাজির হতে পারতেন না। অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া জাতীয় জবাব তিনি মোটেও সহ্য করতে পারতেন না। পরিষ্কার এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ জবাব তিনি চাইতেন।

প্রতিবেদন ও দলিলপত্রের মধ্যে দুর্বল স্থানগুলো সনাক্ত করার একটা অভ্যাস সর্বোচ্চ অধিনায়কের ছিল। সংগে সংগে তিনি সেগুলো ধরতে পারতেন এবং দোষীকে কঠোরভাবে তিরস্কার করতেন। তাঁর স্মরণশক্তি ছিল তীক্ষ্ণ এবং যা শুনতেন সব মনে রাখতে পারতেন। কেউ কিছু ভুলে গেলে কখনও তাকে ছাড়তেন না। এ জন্য জেনারেল স্টাফের সকল দলিল সর্বদা অত্যন্ত সতর্কতার সংগে তৈরী করতে হত।

ফ্রন্টগুলিতে, বিশেষত, যুদ্ধের প্রথম দিকে, খুব খারাপ অবস্থা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও, এবং যখন জীবনের ছন্দ যুদ্ধাবস্থার সংগে তাল রেখে চলতে পেরেছে জেনারেল ষ্টাফের পরিচালকবৃন্দ নিজেদেরকে যোগ্য বলে প্রতিপন্ন করেন। মোটামুটি, গভীর ও সৃজনশীল একটি আবহাওয়া গড়ে ওঠে, প্রথম দিনগুলির টনাপোড়েন সত্ত্বেও।

যুদ্ধের সারাটা সময় ধরে জেনারেল ষ্টাফের সংগে আমার ব্যক্তিগত এবং কর্মগত যোগাযোগ কখনও ছিন্ন হয়নি, যার দরুন ফ্রন্টগুলিতে অথবা অপারেশান তৈরীও কার্যকর করার ক্ষেত্রে আমার কাজ অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল। নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে জেনারাল ষ্টাফ সর্বোচ্চ অধিনায়কত্বের নির্দেশাবলীর সুপারিশগুলি দক্ষতার সংগে ও দ্রুত তৈরি করবে এবং নিশ্চিত করবে যে সেগুলি কার্যকর হয়। এটি সশস্ত্র বাহিনীর ও অন্যান্য সার্ভিসের সকল কর্মীদের কাজের তদারকি করত এবং রণকৌশলিক গুরুত্বের প্রতিটি ব্যাপার নিয়ে সর্বোচ্চ অধিনায়কত্বের কাছে হাজির হত।

তাঁর বিচার বিবেচনার জন্য স্তালিন বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল ছিলেন মাঠে অবস্থানরত সর্বোচ্চ অধিনায়কত্বের প্রতিনিধিদের ওপর, ফ্রন্ট অধিনায়কদের মতামত ও প্রস্তাবাবলীর ভিত্তিতে টানা জেনারাল ষ্টাফের সিদ্ধান্তগুলির ওপর।

১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারিতে জেনারেল ষ্টাফের প্রধান হিসেবে অধিষ্ঠিত হবার পর স্তালিনের সংগে আমার যোগাযোগের সূত্রপাত হয়। স্তালিনের বাইরের চেহারা বহুবার বর্ণিত হয়েছে। মধ্যম উচ্চতার এবং বাইরে থেকে চোখে পড়বার মত না হলেও, যাঁরা তাঁর সংগে কথা বলতেন স্তালিন তাঁদের ওপরই বিরাট প্রভাব ফেলতেন। ভাণ ও মুদ্রাদোষমুক্ত সহজ ব্যবহার দ্বারা তাই তিনি সহজেই মানুষের মন জয় করে নিতেন। তাঁর বাধ্যমুক্তভাবে কথা বলা, স্পষ্ট করে নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষমতা, তাঁর জন্মগত বৈশ্লেষিক মন, তাঁর বিস্তৃত জ্ঞান ও অসাধারণ স্মৃতিশক্তি প্রভৃতি দেখে

তাঁর সংগে কথা বলার সময় নামী দামী ব্যক্তিদের পর্যন্ত সাহস সঞ্চয় করতে হত এবং সপ্রতিভতা বা বুদ্ধি গোছাতে হত।

কথাবার্তা বলার সময় স্তালিন বসে থাকা পছন্দ করতেন না। সাধারণতঃ তিনি ঘরের মধ্যে আস্তে আস্তে হাঁটতেন মাঝে মাঝে থামতেন, যার সংগে কথা বলতেন তার খুব কাছে চলে আসতেন এবং সোজা তার চোখের দিকে তাকাতেন। তাঁর ছিল তীক্ষ্ণ অন্তরভেদী দৃষ্টি। কখনও হাত মুখ না নেড়ে, প্রতিটি বাক্যকে পৃথকভাবে উচ্চারণ করে, নরমভাবে ও পরিচ্ছন্ন ভাবে তিনি কথা বলতেন। অধিকাংশ সময়, প্রজ্জ্বলিত না থাকলেও, পাইপটি ধরে রাখতেন এবং এর অগ্রভাগ দিয়ে গোঁফে তা দিতেন। তাঁর উচ্চারণে জর্জিয়ার টান লক্ষ্য করা যেত, কিন্তু রুশ ভাষা তিনি অনর্গল বলতে পারতেন এবং তার মধ্যে তিনি উপমা, উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করতেন এবং বাক বৈদগ্ধের পরিচয় দিতেন।

স্তালিনকে লোকে কদাচিৎ হাসতে দেখেছে। হাসলে সেটা হত মুচকি হাসি, তাও যেন নিজের কাছেই। কিন্তু তাঁর রসবোধ ছিল এবং ভাল হাসির কথা পছন্দ করতেন। তাঁর দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত ভাল ছিল, পড়তে চশমা লাগত না, এমন কি অন্ধকার হয়ে গেলেও। সাধারণত, তাঁর যা দরকার হত, হাতে লিখে দিতেন। তিনি বিস্তর পড়াশুনা করেছিলেন এবং বহু বিষয়ে তাঁর ভাল জানাশোনা ছিল। তাঁর কাজ করার অসাধারণ ক্ষমতা এবং দ্রুত বিষয়ের অন্তর্বস্তুটি ধরে ফেলার শক্তি তাঁর জন্য সম্ভব করে তুলত, বিপুল পরিমাণ তথ্য পরীক্ষা করা এবং পরিপাক করা। অসাধারণ ব্যক্তির পক্ষেই কেবল এত বড় কাজ মোকাবেলা সম্ভব।

এটা বলা মুশকিল যে তাঁর চরিত্রের কোন গুণটা প্রাধান্যে ছিল। প্রতিভাবান ও বহু গুণে গুণান্বিত স্তালিনকে সম স্বভাবের লোক কিছুতেই বলা যাবে না। তাঁর ছিল প্রবল ইচ্ছাশক্তি, তিনি ছিলেন অমিত শক্তিধর, ছিলেন চাপা প্রকৃতির। যদিও প্রায় সারাক্ষণই তিনি থাকতেন শান্ত এবং পরিমিত, তবু সময় সময় হয়ে উঠতেন খুবই বদ মেজাজী। একবার রেগে গেলে তিনি আর বিষয়-নির্ভর থাকতে পারতেন না। চোখের সামনে অন্য মানুষ হয়ে যেতেন, আরও ফ্যাকাসে হয়ে যেতেন এবং তাঁর তাকানো হয়ে পড়ত ভারী ও কঠিন। স্তালিনের ক্রোধ মোকাবেলা ও আক্রমণ সামলানোর মত সাহসী মানুষ বেশী ছিলেন না।

স্তালিনের কাজের ধারা অনেকটা এক রকম ছিল। প্রধানত তিনি সন্ধ্যাকালে ও রাতে কাজ করতেন এবং দুপুরের আগে উঠতেন না। স্তালিনের সময়সূচীর সাথে তাল রাখতে যেয়ে সকল সরকারী সংস্থা যথা, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, গণ কমিসারদের কাউন্সিল, বিভিন্ন কমিসারিয়েট এবং প্রধান প্রধান সরকারী ও পরিকল্পনা সংস্থাগুলিকে গভীর রাত অবধি কাজ করতে হত। এতে খুব ক্লান্তি দেখা দিত।

যুদ্ধের আগে স্তালিনের সামরিক ব্যাপারে যোগ্যতা এবং রণনৈতিক ও রণকৌশলিক নৈপুণ্য কতটা ছিল তা যাচাই করে দেখবার আমার সুযোগ ঘটেনি। আগেই উল্লেখ করেছি তৎকালে, পলিট ব্যুরো অথবা স্তালিনের স্ট্যাডিতে যখন আসতাম তখন প্রধানত আমরা সাংগঠনিক সমস্যাদি, সমাবেশ এবং সরবরাহের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতাম।

আমি আবারও একথা বলতে চাই যে এমনকি যুদ্ধের আগেও স্তালিন অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধসম্ভারের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েছিলেন। তিনি ঘন ঘন বিমান, কামান বন্দুক ও ট্যাংক নকশাকারদের ডেকে পাঠাতেন এবং দেশে বিদেশে তাদের কাজের অগ্রগতি বিষয়ে বিশদ জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। সত্যের খ্যাতিরে আমাকে বলতেই হয় যে মৌল সকল অস্ত্র শস্ত্রের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাঁর ভাল জ্ঞান ছিল।

গোলাবারুদ কারখানার মুখ্য নকশাকার ও পরিচালকদের, যাঁদের অনেককেই তিনি চিনতেন, তাগিদ দিতেন যে তাঁরা যেন নতুন মডেলের বিমান, ট্যাংক, কামান এবং অন্যান্য প্রধান অস্ত্রশস্ত্র নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে তৈরী শেষ করেন এবং সেগুলো যেন বিদেশী মডেলের চেয়ে উন্নত মানের হয়।

স্তালিনের অনুমোদন ব্যতিরেকে একটি অস্ত্রও গ্রহণ অথবা বর্জন করা হত না। এর দ্বারা একদিকে যেমন প্রতিরক্ষা কমিসার ও তাঁর ডেপুটি-দের উদ্যোগ খর্বিত হত, অন্য দিকে, অনেক ক্ষেত্রে, নতুন মডেলের উৎপাদন আরও তাড়াতাড়ি আরম্ভ হত।

আমি প্রায়শই জিজ্ঞাসিত হই যে স্তালিন প্রকৃতপক্ষেই একজন অসামান্য সামরিক চিন্তাবিদ ছিলেন কি না এবং সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়নে তাঁর বড় রকমের অবদান ছিল কি না এবং প্রকৃতপক্ষেই তিনি রণনৈতিক ও রণকৌশলিক বিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন কি না।

আমি বলতে পারি যে স্তালিন এক এবং একাধিক ফ্রন্টের অপারেশান সংগঠনের বুনিয়াদী নীতিগুলি সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত ছিলেন এবং তিনি বস্তুনিষ্ঠভাবে সেগুলোর তদারকি করতে পারতেন। অবশ্যই তিনি রণ-কৌশলের মৌল নীতিগুলির সংগে পরিচিত ছিলেন। স্তালিনগ্রাড লড়াই এর পর সর্বোচ্চ অধিনায়ক হিশেবে স্তালিনের যোগ্যতা বিশেষভাবে প্রকাশ পায়।

বহুল প্রচারিত গালগল্প যে সর্বোচ্চ অধিনায়ক একটি গোলক নাড়াচাড়া করে পারিস্থিতির মূল্যায়ন করতেন ও সিদ্ধান্ত নিতেন তা সত্য নয়। ট্যাকটিকস ম্যাপগুলি তিনি উপুড় হয়ে পড়ে দেখতেন না। তার দরকার ছিল না। কিন্তু অপারেশন সংক্রান্ত সিচুয়েশান ম্যাপ দেখায় তাঁর ভাল চোখ ছিল। (নিম্নরেখ সম্পাদকের)

স্তালিন এই গুণ পেয়েছিলেন তাঁর স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা থেকে রাজনৈতিক নেতা হিশেবে তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে, তাঁর স্বজ্ঞা (ইনটুইশান) এবং বিস্তৃত জ্ঞান থেকে। রণকৌশলিক পরিস্থিতির প্রধান যোগসূত্রটি তিনি বের করতে পারতেন এবং এটিকে কাজে লাগিয়ে তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে তৎপরতা সংগঠন করতেন এমনভাবে যে তাতে আক্রমণাত্মক অভিযানের সকল্য নিশ্চিত হয়। এটা প্রশ্নাতীত যে তিনি ছিলেন একজন অপূর্ব সর্বোচ্চ মুখ্য সর্বাধিনায়ক।

সেনাবাহিনী, ফ্রন্ট অথবা একগুচ্ছ ফ্রন্ট অধিনায়কের অফিসারগণ কর্তৃক অপারেশানের পরিকল্পনা তৈরি কালে তাঁরা যে সকল বিস্তৃত প্রশ্নাদির মিমাংসা করতেন স্তালিন অবশ্যই তাতে মাথা গলাতে যেতেন না। এগুলি

সর্বোচ্চ অধিনায়কের দেখবার মত বিষয়ও ছিল না। বিষয়গুলি সম্বন্ধে তাঁকে স্বভাবতই সর্বোচ্চ অধিনায়কত্ব স্টাভকার ও জেনারেল ষ্টাফের সদস্যদের এবং গোলন্দাজ, আত্মরক্ষী বাহিনী, বিমান ও নৌবাহিনীর অথবা ভাণ্ডার ও সরবরাহ বিভাগের বিশেষজ্ঞদের সংগে পরামর্শ করতে হত।

বলা হয়ে থাকে যে সমর বিজ্ঞানে স্তালিন কতকগুলো মৌল উদ্ভাবনার জনক—তিনি উদ্ভাবন করেছেন গোলন্দাজ আক্রমণের বিমান প্রাধান্য অর্জনের, শত্রুকে ঘিরে ফেলার, ঘেরাওকৃত শত্রুকে ভেঙে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করার এবং একে একে তাদের নশ্চিহ্ন করার বিস্তৃত পদ্ধতি।

এ কথাগুলি সত্য নয়। রণবিদ্যার এই উচ্চতম দিকগুলো আয়ত্ত হয়েছিল শত্রুর সংগে লড়াই করতে করতে। এগুলি এসেছে গভীর ভাবনা থেকে এবং এগুলো হচ্ছে বিপুল সংখ্যক সামরিক নেতা ও সেনাধ্যক্ষদের মিলিত অভিজ্ঞতার ফসল।

এখানে স্তালিনের কৃতিত্ব হচ্ছে সামরিক বিশেষজ্ঞদের সকল পরামর্শ পরিপাক করে, তার মধ্যে শূন্যতা থাকলে তা পূরণ করে এবং সারসংক্ষেপ আকারে তাকে বিন্যাস করে নির্দেশ, আদেশ, ও সুপারিশ আকারে সেগুলো সৈন্যদের মেনে চলার জন্য সংগে সংগে তাদের কাছে পৌছে দেয়া।

এতদ্ব্যতীত অপারেশানগুলির সমর্থন জোগাতে রণকৌশলিক মজুদবাহিনী গড়ে তুলতে, অস্ত্র নির্মাণ সংগঠিত করতে, এক কথায়, যুদ্ধ করতে গিয়ে যা যা লাগে তার সব কিছু তৈরী গুছিয়ে নিতে, সর্বোচ্চ অধিনায়ক নিজেকে একজন অনন্যসাধারণ সংগঠক হিশেবে প্রতিপন্ন করেন। এর জন্য তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে আমরা ব্যর্থ হলে তা হবে খুবই অন্যায় কাজ।

(নিম্নরেখ সম্পাদকের)

তবে, অবশ্যই, প্রথম ও প্রধান কাজ হবে আমাদের সোভিয়েত নর নারীর কাছে আমাদের অপরিমেয় ঋণ স্বীকার করে নেয়া যাঁরা শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়ের জন্য কম্যুনিষ্ট পার্টির ডাকে সাড়া দিয়ে খাদ্য ও ঘুমের মত অতি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো থেকেও নিজেদের বঞ্চিত রেখেছিলেন।···

আমার পক্ষে সৌভাগ্যের ব্যাপার এই যে যুদ্ধের প্রথম দিন থেকে শেষ দিনটি পর্যন্ত সর্বোচ্চ অধিনায়কত্বের কাজে অংশ নিতে এবং জেনারেল স্টাফ, প্রতিরক্ষা কমিসারিয়েট ও ও রাষ্ট্র প্রতিরক্ষা কমিটির কাজ দেখতে সক্ষম হয়েছিলাম। সার্বিক নিশ্চয়তা উচ্চারণ করে তাই আমি বলতে পারি যে সোভিয়েত রণকৌশলিক নেতৃত্ব ছিল অত্যাধিক উচ্চ মানের।

যুদ্ধ উন্মোচিত হতে থাকলে, তুলনামূলকভাবে অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের সর্বোচ্চ অধিনায়কত্ব যুদ্ধের প্রথমাবস্থার বিরাট প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং সফল হয়েছিলেন শত্রুর লেনিনগ্রাদ দখল ঠেকিয়ে দিতে, মস্কো ও স্তালিনগ্রাদ কব্জা করতে এগিয়ে আসা নাৎসী বাহিনীকে গুঁড়িয়ে দিতে এবং কুস্ক—বালজ, বাইলোরুশিয়া ও ইউক্রেইনে শত্রু সেনাদের ছিন্ন ভিন্ন করে দিত। শত্রুর কাছ থেকে রণকৌশলিক উদ্যোগ ছিনিয়ে নিতে এই নেতৃত্ব অতীব নৈপুণ্যের সঙ্গে লড়াই পরিকল্পনাগুলো তৈরি করেছিলেন এবং তারপর বিজয় দিয়ে যুদ্ধ করার জন্য বিধ্বংসী আঘাতগুলি হেনেছিলেন।

এর থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে মার্কসবাদ লেনিনবাদের বিজ্ঞান ভিত্তিক সোভিয়েত যুদ্ধ চালনা কলা নাৎসী রণনীতি রণকৌশল এবং যুদ্ধ চালনা থেকে অনেক উন্নত ছিল। আমাদের সর্বোচ্চ অধিনায়কত্ব প্রতিটি সংযোগ বিন্দুতে রণনৈতিক ও কৌশলিক দিকগুলো অনুপুংখ বিশ্লেষণ করত এবং প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে কার্যকর ব্যবস্থা প্রণয়ন করত। তাদের কাজ ছিল যুদ্ধরত সেনাদের সঙ্গে পেছনের লোকদের প্রচেষ্টা সংমিশ্রিত করা—শত্রুকে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য সমগ্র জাতির যুদ্ধ প্রচেষ্টা একীভূত করা। চোরের মত সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে হিটলার ও তার সেনাপতিরা এক নতুন ধরনের সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হয়। এই বাহিনী ছিল সোভিয়েত দেশপ্রেম ও সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার আদর্শে প্রশিক্ষিত। তাঁদের মনোযোগ একটি মাত্র পরিষ্কার লক্ষ্যবস্তুর প্রতি নিবদ্ধ ছিল—বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশকে রক্ষা করাই ছিল সে লক্ষ্য। মুক্তিদাতা হিশেবে সোভিয়েত সৈনিক তাঁর মিশন সম্বন্ধে গভীর সজাগ ছিলেন। তিনি প্রস্তুত ছিলেন তাঁর দেশের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য এবং সমাজতন্ত্রের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে।··

দ্বিতীয় খণ্ড
পরিচ্ছেদ ২২

কালিনিনের সঙ্গে কথা হবার পর আমি স্তালিনের অফিসে গেলাম। সেখানে রাষ্ট্র প্রতিরক্ষা কমিটির সদস্যদের ছাড়াও দেখতে পেলাম নৌবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত কমিসার (মন্ত্রী) ন. গ. কুজনেটসভ, অ. ই. এ্যান্টোনভ লাল বাহিনীর লজিসটিকস প্রধান অ. ভ. খ্রুলেভ এবং জেনারেল ষ্টাফের সাংগঠনিক ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কতিপয় সেনাধ্যক্ষকে।

দূরপ্রাচ্যে ও ভবিষ্যতের অন্যান্য ফ্রন্টে সৈন্য ও সরঞ্জাম সরিয়ে নেওয়া এবং তাদের সমাবেশ সংক্রান্ত জেনারেল স্টাফ যে নীল নক্সা তৈরি করেছিল এ্যান্টোনভ তার ওপর প্রতিবেদন দিচ্ছিলেন। জেনারেল ষ্টাফের খসড়া পরিকল্পনা অনুযায়ী জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধারম্ভের পূর্ণ প্রস্তুতির জন্য দরকার ছিল তিন মাসের মত সময়।

তখন স্তালিন জানতে চাইলেন :

"নাৎসী জার্মানীর পরাজয় উপলক্ষে বিজয় কুচকাওয়াজের মাধ্যমে মস্কোতে আমাদের একটি উৎসব অনুষ্ঠান দরকার যাতে কিনা আমরা আমন্ত্রণ করব সৈনিক, সার্জেন্ট, পেটি অফিসার এবং সেনাধ্যক্ষদের মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য বীরদের ?"

সকলেই উৎসাহের সঙ্গে কথাটাকে সমর্থন করলেন এবং কালবিলম্ব না করে বাস্তব প্রস্তাব দিতে লাগলেন।

কুচকাওয়াজে (প্যারেডে) কে সালাম নেবেন এবং কুচকাওয়াজে কে অধিনায়কত্ব করবেন এ প্রশ্ন নিয়ে তখন আমরা আলোচনা করি নি। তবু আমরা প্রত্যেকেই অনুভব করেছিলাম যে কুচকাওয়াজ সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক কর্তৃকই পরিদর্শিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এখনই প্যারেডের একটি নীল নক্সা এবং তৎসংক্রান্ত একটি নির্দেশনার খসড়া প্রস্তুত করার জন্য এ্যান্টোনভকে দায়িত্ব দেওয়া হল। পর দিনই সকল কাগজপত্র স্তালিনের সামনে পেশ করা হল এবং তিনি সেগুলো অনুমোদন করলেন।

প্রস্তাব করা হল যে প্যারেডে, করেলিয়, লেনিনগ্রাদ প্রথম বাল্টিক, প্রথম দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ইউক্রেনিয় ফ্রন্ট এবং নৌ ও বিমান বাহিনীকে একটি করে সম্মিলিত রেজিমেন্ট পাঠাতে আমন্ত্রণ জানানো হবে।

বলা হল এইসব রেজিমেন্টগুলিতে থাকবে সশস্ত্র বাহিনীর সকল স্তরের বীর যাঁরা ভূষিত হয়েছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর, যশ পদক ও অন্যান্য বিশিষ্ট পদক দ্বারা এবং নামকরা স্নাইপাররা।

ফ্রন্ট অধিনায়কগণ তাঁদের নিজ নিজ সম্মিলিত ফ্রন্টের নেতৃত্ব দেবেন।

এই সিদ্ধান্ত হল যে বার্লিন থেকে লাল পতাকা (সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় পতাকা) যেটি রাইখষ্ট্যাগের (জার্মান সংসদ ভবনের) শীর্ষে উড়ানো হয়েছিল সেটি এবং সোভিয়েত সৈন্যদল কর্তৃক দখলকৃত নাৎসী সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের পতাকা ও পরিচয় চিহ্ন নিয়ে আসা হবে।

মে'র শেষ থেকে জুনের প্রথমাবধি চলল কুচকাওয়াজের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি। জুনের ১০ তারিখের দিকে সকল অংশগ্রহণকারীকে নতুন উর্দি সরবরাহ করা এবং তাঁরা প্যারেড পূর্ব অনুশীলন শুরু করলেন।

১২ই জুন কালিনিন আমাকে ভূষিত করলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর পদকের তৃতীয় স্বর্ণ তারকাটি দিয়ে।

তারিখ সঠিক স্মরণ করতে পারছি না তবে ১৮ অথবা ১৯শে জুন হবে, তাঁর পল্লীভবনে স্তালিন আমাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি আমার কাছ থেকে জানতে চাইলেন আমি ঘোড়ায় চড়া ভুলে গেছি কিনা।

"না, যাই নি" তাঁকে জানালাম।

"চমৎকার" স্তালিন বললেন, "বিজয় কুচকাওয়াজের স্যালুট আপনিই নেবেন। প্যারেড পরিচালনা করবেন রোকোসোভস্কি।"

আমি বললাম: "এই বিরাট সম্মানের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তবে স্যালুটটা আপনার নিলেই কি ভাল হত না? আপনি হলেন সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক এবং অধিকার ও কর্তব্য উভয়তই সালাম আপনাকেই নিতে হয়।"

স্তালিন বললেন: "প্যারেড পরিদর্শনের বয়স আমার আর নেই। আপনিই সেটা করুন। আপনার বয়স কম।"

প্যারেডের রেজিমেন্টগুলিকে সাজানো হল ডান থেকে বামে। দক্ষিণ বাহুতে থাকল করেলিয়, তারপর লেনিনগ্রাদ প্রথম বল্টিক ফ্রন্টসমূহ এইভাবে। বাম বাহুতে রইল চতুর্থ ইউক্রেনিয়, সম্মিলিত নৌরেজিমেন্ট এবং মস্কো সামরিক জেলার ইউনিটগুলি।

প্রত্যেক রেজিমেন্টকে প্যারেডে তাদের সবচেয়ে প্রিয় ভংগিতে মার্চ করে যেতে দেওয়া হল। প্যারেডের শেষ মহড়ার আগেরটি অনুষ্ঠিত হল কেন্দ্রীয় বিমান বন্দরে এবং শেষ মহড়াটি হল রেডস্কয়ারে। অল্প সময়ের মধ্যে সম্মিলিত রেজিমেন্টগুলিকে চমৎকারভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হল এবং তারা একটি প্রচণ্ড ধারণা সৃষ্টি করল।

২২শে জুন সকল সংবাদপত্রে সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের এই আদেশটি প্রকাশিত হল:

"মহান দেশপ্রেমী যুদ্ধে জার্মানীর বিরুদ্ধে বিজয় উৎসব উদযাপনের উদ্দেশ্যে এতদ্দ্বারা আমি সক্রিয় সেনা, নৌ এবং মস্কো গ্যারিসন সমবায়ে গঠিত বাহিনী দ্বারা একটি কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের আদেশ দিচ্ছি। বিজয় কুচকাওয়াজটি হবে ২৪শে জুন, ১৯৪৫ মস্কোর রেডস্কয়ারে।...

"বিজয় কুচকাওয়াজে স্যালুট গ্রহণ করবেন আমার ডেপুটি, সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল, গ. ক. ঝুকভ এবং কুচকাওয়াজ পরিচালনা করবেন সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল ক. ক. রোকোসোভস্কি।

সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক
সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল
জ. স্তালিন

অনুবাদ ☐ আবদুল মতিন খান

[রচনাটি বদরুদ্দীন উমর সম্পাদিত 'স্তালিন প্রসঙ্গে' গ্রন্থ থেকে পুনর্মুদ্রিত]

স্মরণ
কবিতা

একটি মানুষ □ পাবলো নেরুদা

প্রাচীন ক্রেমলিনের তিনখানি ঘর নিয়ে থাকেন একটি মানুষ,
তাঁর নাম যোশেফ স্তালিন।
অনেক অনেক রাত্রি পর্যন্ত তাঁর ঘরে আলো জ্বলে,
দুনিয়া ও তাঁর নিজের দেশ তাঁকে বিশ্রাম নিতে দেয় না।
ইতিহাসের অন্যান্য বীরেরা দেশ সৃষ্টি করেছেন.
আর ইনি? ইনি করেছেন তার কিছু বেশী,
ইনি দেশকে ধ্যান করেছেন, সৃষ্টি করেছেন, রক্ষা করেছেন।
তাঁর বিশাল দেশ তাই তাঁর নিজেরই অংশ।
তাঁর দেশের বিশ্রাম নেই, তাই বিশ্রাম নেই তাঁরও।
একদিন বরফ ও বালুর মধ্যে,
পুরনো ঝানু ঠ্যাঙাড়েদের সামনে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি,
তারা চেয়েছিল লক্ষ লক্ষ হৃতসর্বস্ব ক্রীতদাসের কান্না ও দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে
দুর্দশার নরক আবার জাগিয়ে তুলতে।
পশ্চিমের ওরা পাঠিয়েছিল ওদের র‍্যাঙেল ও ডেনিকিনদের
তাদের 'সংস্কৃতি রক্ষা করতে'।
সেদিন তাদের গায়ের চামড়া খুলে রাখা হয়েছিল।
গায়ের চামড়া খুলে রাখা হয়েছিল জল্লাদদের, ভাড়াটে দালালদের।
তারপর?
তারপর বিশাল সোভিয়েতের সর্বত্র, সারাদিন
সারারাত্রি কাজ করে চললেন যোশেফ স্তালিন।
এমন সময় একদিন সীসার তরঙ্গের মত এলো জার্মানরা,
চেম্বারলেনের আহারপুষ্ট ফ্যাসিস্ট জল্লাদের দল।
বিশাল সীমান্তের প্রতি ইঞ্চি জুড়ে স্তালিন দাঁড়ালেন তাদের মুখোমুখি,
কখনও সঙ্গ ছাড়লেন না তাদের।
তারা যখন এগিয়ে এল, সামনে তাদের স্তালিন।
তারা যখন পিছু হটল, পিছনে তাদের স্তালিন।
জনতার মহাঝন্ঝার মত সুদূর বার্লিন পর্যন্ত এগিয়ে গেল স্তালিনের সন্তানরা
সঙ্গে তাদের রশিয়ার বিশাল বিপুল শান্তি।

অনুবাদ □ সরোজ কুমার দত্ত

স্তালিনের কফিনবাহকেরা স্তালিনকে মেরেছে লেনিনকে আহত করেছে □ সমীর রায়

আমি অনেকের কাছেই শুনেছি : এইতো সেদিন আমার এক বন্ধুর ভাই
সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের ওনেগা হ্রদের নাসিংহোম থেকে ফিরে এসে
একই কথা বলল - সোভিয়েতের মানুষেরা যুবক যুবতীরা নাকি বিকেল হলেই
ফুলের তোড়া নিয়ে ভারতীয়দের খোঁজে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে।
লেনিনও আমাদের ভালবাসতেন, আমাদের কথা বলতেন।
বিপ্লবের বছরগুলোতে রাশিয়া থেকে বাইরে থাকার সময়ে,
বিপ্লবের প্রথম ঝড়ের আবেগে সমস্ত রাশিয়া যখন আঁতুড় ঘরের শিশুর মতো কাঁদছে
সেই গৃহযুদ্ধের বছরগুলোতে ক্রেমলিনের একটি ছোট্ট ঘরে বসে
আমাদের দেশের শ্রমিক আন্দোলনের এতটুকু খবর পেলেই
চেয়ার থেকে উঠে এসে সে খবর সারা সোভিয়েতের মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে
অনেকটা যেন অস্বাভাবিক ভাবেই ছটফট্ করতেন।
পৃথিবীর মতো এতবড় একটা গরীব মানুষের সংসারের জনক লেনিন
আমাদের পুবের দেশটির কথা ভাবতেন আর ভাবতেন।
স্তালিনকে আমার মনে হোত কালীঘাটের পোলের পাশে
কলকাতার শীতে যে ভিখারী মেয়েটা
দূরে, বেশ দূরে খেয়ায় বসে দেখা মাতলা নদীতে
জলপায়রার পালকের পাশ দিয়ে দেখা মাতলা নদীতে
উদ্ধত অলক্ষণ দেখা চকমকে ঢেউয়ের মতো যৌবন খুইয়ে
কুয়াশার নিচে প্রার্থনার মতো হাঁটু ভেঙে বসে ঠকঠক্ করে কাঁপছে
স্তালিন তার জন্য ব্যথা পাচ্ছেন, কাঁদছেন।
মেটিয়াবুরুজের শ্রমিক-বস্তিতে স্তালিনের নামটা ছিল
নিজেদের হৃৎপিণ্ডের মতো কাছের আর নিজের।
স্তালিন যেদিন মারা গেলেন সেদিন আমার ছোড়দা
ভোরের কাগজটা হাতে নিয়ে কেমন যেন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিল।
ছোড়দাকে আমার রাইফেল চুরি যাওয়া রেডআর্মির মতো অসহায় মনে হয়েছিল সেদিন।
স্তালিন মারা যাবার পর আমি বড় হয়েছি
শীত আর গ্রীষ্মের গায়ে থাপ্পড় মারতে মারতে আজ তিরিশ বছর।
স্তালিনকে ওয়েস্ট পেপার বক্সের ভেতর গুঁজে রেখে
স্তালিনের কফিন-বাহকেরা যখন কলকাতার ময়দানে এলেন
তখন আমার দেহে কিশোরবেলার পলিমাটি মাখা।
আমার মনে আছে কলকাতার মেয়ে-পুরুষ একটা চার ইঞ্চি তালা
পাহারায় রেখে সবাই পথে নেমে এসেছিল;
শহরের চোর জুয়াচোর ঠকবাজ ভুলে গেল 'ভদ্রপাড়ায়' গিয়ে তালা খুলতে হবে।
কলকাতার মানুষের এই ফুলে ওঠা ঢেউ ছিল সোভিয়েতের বিপ্লব, বিপ্লবী জনগণ
আর লেনিন স্তালিনের প্রতি ভালবাসা উজাড় করা উন্মাদনা বা ঢেউ।
আমিও সেদিন ভোর চারটেয় কারখানার ভোঁ-এর মতো বাড়ীর সব্বাইকে নেড়ে দিয়ে পথে বেরিয়েছিলাম।

চিৎপুর, হ্যারিসন, আশুতোষ মুখার্জী রোড যেন পৌষের গোলার ধানের মতো
গিজ্ গিজ্ করছে।
মেটিয়াবুরুজের পাটকলের শ্রমিক মাথায় গামছা পেঁচিয়ে লাল নিশান হাতে
আসছে।
খিদিরপুরের ডক শ্রমিক বুকে লাল ব্যাজ এঁটে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটছে।
ঘামে জব্ জব্ রাণীগঞ্জের কয়লাখনির শ্রমিক হাওড়া স্টেশনে নেমে
সব্বাইকে সরিয়ে দিয়ে সবার আগে ছুটতে চাইছে।
খুব ছেলেবেলায় সবার আগে উঠে ফুল তোলার কথা মনে হচ্ছিল আমার!
সেদিনের সেই জনসমুদ্রের মাঝখানে ভাসতে ভাসতে আমার মনে হচ্ছিল
বঙ্গোপসাগর যেন ঈর্ষায়, লজ্জায়
সাপের ভয়ে ভীত মরুভূমির সজারুর মতো ছোট্ট হয়ে যাচ্ছে।
একটু পরেই হিমালয় পণ্টিভাত খেয়ে এগিয়ে আসবে অভিনন্দন জানাতে।
তারপর আমি বড় হচ্ছি। দেখছি আর দেখছি
শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, দুঃখ, যন্ত্রণা, মড়ক
বাংলার থালা, ডাঙা জলা-জংলা উদ্‌ভ্রান্ত বাসায়
ঢং ঢং করে বাজছে আর বাজছে।
আমি বড় হচ্ছি আর দেখছি —
রাণীগঞ্জের কয়লা খনির শ্রমিক টি বি রোগে মারা গেল,
উনষাটের খাদ্যের মিছিলে মেটিয়াবুরুজের পাটকলের শ্রমিকের রক্ত
কৃষ্টির তোড়কেও লজ্জা পাইয়ে কলকাতার রাজপথ ভাসিয়ে দিল।
কলকাতার বাসিন্দারা দেখলাম আর দেখলাম।
যারা সেদিন স্তালিনের কফিনবাহকদের 'গার্ড অব অনার' দিচ্ছিল
তারাই মেটিয়াবুরুজের শ্রমিকের তাল তাল বুকের রক্ত আর লাশ
খড়ের গাদার মতো লক আউট কারখানায় জড়ো করা অকেজো যন্ত্রপাতি
কিছু লোহা আর টিনের মতো ঢাল করে সাজিয়ে রেখে
কলকাতা কর্পোরেশনকে সাহায্য করার আবেগে
ফোর্টউইলিয়ম থেকে ট্রাক নিয়ে আসে ষাট মাইল স্পিডে।
তারপর দিন গড়িয়ে গড়িয়ে মাস
মাস গড়িয়ে গড়িয়ে বছর।
ড্যাংগুলি খেলার ফ্যাক খাটার মতো সময় এবং আমরা এগিয়ে চলেছি,
হেঁটেই চলেছি
বসিরহাটে নুরুলের মৃত্যু হোল। জব্বার মিঞাকে সাথীরা কবর দিল
আর আরামপ্রিয় নেতারা জেল আর বাড়ী, বাড়ী আর জেল
এ যেন মেয়েদের চু-কিত্-কিত্ বা ছেলেদের হা ডু-ডু খেলার মতো খেলা!
তখন আমার মনে হয়েছিল
গোলাকার সূর্যকে কি কেউ হ্যাণ্ডকাপ পরিয়ে রেখেছে?
আমি হ্যাণ্ডকাপ পরা সূর্যের দিকে তাকিয়ে ভাবছি আর ভাবছি
কবে সূর্য তার স্বাভাবিক তেজে লোহা গলিয়ে বেরিয়ে আসবে।
বাষট্টির শীতের রাত্তিরে ছাদনাতলায় বর কনের মত গিঁট বাঁধাবাঁধি করে
বুটের শব্দ আর সাইরেন চিৎকার দিল।
যেদিন ভারতীয় দালালেরা পুবদিকে সূর্যকে টিপ করে করে কামান ফাটালো
সেইদিন ঠিক সেইদিন বুঝলাম সূর্য বন্দী নয়, বন্দী সে ছিলনা কখনো
পুবদিক থেকে গালানো রূপোর রঙের সূর্য আমার গালের কাছে হাত বাড়ালো
তারপর চু-কিত্-কিত্ খেলোয়াড় নেতাদের নত শির, নত মুণ্ড, দেখে
আমার দুইঞ্চি চোখ বারট্টি ইঞ্চি হয়েছে।
সমতলে, পাহাড়ে, অন্তরীক্ষে আমি আদিগন্ত
অনেকটা জায়গা দেখে ফেলেছি;
এখনই দেখেছি আমি, হে সোভিয়েত দেশের জনগণ,
স্তালিনের কফিনবাহকেরা স্তালিনকে মেরেছে,
লেনিনকে গুলি ছুঁড়ে আহত করেছে
আর তোমাদের আর আমাদের শিশুরা যাতে
ফ্যানভাত আর রুটির জন্য কাঁদতে শেখে
আমাদের আর তোমাদের যুবকেরা যাতে গিন্‌সবার্গ আর ইভতোশেঙ্কো পড়ে
রেড আর্মির গান ভুলে যেতে পারে
সুভাষ মুখুজ্জেরা যাতে সোভিয়েত দূতবাসে বা উৎসবের জলসায়
ভদ্‌কার গেলাসে চুমুক দিয়ে নিজের মায়ের ঠোঁট লোহার শেকলে বাঁধে
তারই জন্য দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবনে চুক্তিপত্রে সই দিতে সোভিয়েত মিশন আসে
গ্রমিকো, স্মরণ সিং, গ্রাচকো, মানেকশ
জামার হাতার দামী বোতামের সাথে ঘষাঘষি করে হ্যাণ্ডসেক সেরে ফিরে গেলে
তাই ঢাকুরিয়া পোলের পাশে বাইশ বছরের বিল্লু মিলিটারী পুলিশের
গুলি খেয়ে পড়ে থাকে।
আমার অন্ত্যজ ভাই সরল, দিবা, সুবীর জলাজংলা চব্বিশ পরগণার
মাটির গভীর থেকে আগুন তুলছিল—এই অপরাধে
গুলি করে মেরে ফেলে জোয়ান পুলিশ।
হটনগরে ষোল বছরের কৃষকের বউ ফুল্লরা তাঁতি আর বেলেঘাটার
মিঞাবাগান বস্তির মেয়ে অসীমা পোদ্দার ধর্ষিতা হয়
বড় বড় অফিসের আমলাদের দামী চুরুট খাওয়ার মতো অনায়াসে।
আমার বন্ধু অমিয় আর কনিষ্ঠ ভাই দ্রোণকে কারারক্ষী পিটিয়ে মারে
কৃষকের শ্রমিকের ঘামরক্ত বিষাক্ত ঘা আর পুঁজ নিয়ে কবিতা লেখার অপরাধে
কৃষমূর্তি বাবুলাল, কোলের শিশুবাঁধা পিঠে সাতজন কৃষকের বৌ মরে
সমাজতান্ত্রিক টুয়েলভ্ বোর গুলির সোহাগে
অথচ পেট্রভস্ক, টিফলিসের ইস্পাত কারখানায় সৌখিন আমলারা
খারকভ. লেনিনগ্রাদ আলাদানের খনির বড়বাবুরা
টাটানগর হিন্দমোটর, ভিলাই'র শিল্পপতি সাহেবেরা
ক্রাউন অ্যালুমিনিয়ম, সি এন. বি ম্যাকলিওড ও প্যাটেল ভলকার্টের
বড়বাবুরা গল্প করে
হাফিজ সাহেবের দোকানের মাংসটা কাল কেমন সুস্বাদু ছিল
এবারের শীতে ন্যুয়র্কের উৎকৃষ্ট জুতোর কাছে মুখ রাখলে
সুন্দর মুখ দেখা যাবে।
বন্ধু ও জনগণ, সোভিয়েতের মহান মানুষেরা শোন —
যাদের হাতে ফুল গুঁজে দেবার প্রত্যাশায় হন্যে হয়ে ঘুরছ রাস্তায়
যাদের তোমরা পাচ্ছ বা প্রত্যাশা করছ, তারা সব ঘাতক স্বদেশে।
মেটিয়াবুরুজ থেকে আরম্ভ করে গঙ্গার পার ঘেঁষা লোহার মালার মতো
পাটকলের শ্রমিকের বস্তিতে বস্তিতে, গ্রামে গঞ্জে বসন্তের টি বি রোগ।
অসহ্য শীত এইখানে. তার সাথে মারী ও মড়ক, গুলি ও গোলা
জেল ও হত্যা এবং বিদ্রোহ।
শুভেচ্ছার ফুল নিয়ে দালালের হাতে দিয়ে
আহত লেনিনকে আর চিন্তিত কোরোনা।

তাই এসো বন্ধু, মহান পৃথিবীতে মিনিট মিনিট চেয়েও দ্রুত পথ চলি,
ওলাওঠা সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ আর তার
ভারতীয় দালালের মেসিনগানের পাশাপাশি দিয়ে।
মুক্ত করি শেওড়া বানী ঝাউ আর অসংখ্য নদী নালা বদ্ধ খাল
জলা জংলা ও রুক্ষ মাটির মেলা যেন
আমার স্বদেশ বন্ধু তোমারও স্বদেশ।

আবার সুস্থ হয়ে উঠবে আমাদের সবার লেনিন।
ওয়েস্ট পেপার বক্স থেকে মাথা তুলবে প্রাণের যোশেফ;
স্তালিনের কফিনবাহকেরা শুয়ে থাকবে সহোদর নিকোলাস,
তৃতীয় আলেকজান্ডার আর পলের কবরের পাশে।
আমরা ওদের জন্য ঐটুকু মাটি ছেড়ে দিতে রাজি। ☐

[কফিনবাহক : কফিনবাহকেরা বলতে এখানে ক্রুশ্চভ-বুলগেনিনকে বোঝান হয়েছে। ওরা স্তালিনের কফিন বহন করেছিলো।]

* কবিতাটি ১৯৮১-তে প্রকাশিত সমীর রায়ের 'রণপায়ে হেঁটে যাব' কাব্যগ্রন্থ থেকে পুনর্মুদ্রিত।

প্রস্তরস্তম্ভের গল্প ☐ নাসের হোসেন

বেগানা রাত্তির একে একে ঢেকে ফেলে সব কটি দিন।
শুধু বাতাস চিরে বয়ে যায় মহামানুষের গান,
শুধু মহাসংগ্রামের অতল মন্দ্র পদধ্বনি।
কমরেড স্তালিন বলে চললেন, "কমিউনিস্ট
পার্টিই হচ্ছে প্রলেতারিয়েতের প্রস্তর স্তম্ভ,
এটি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেদের জটলা নয়।"
প্রস্তরস্তম্ভের চারপাশে আই ঘুরে ঘুরে
ঠোঁট ঘষে হাওয়া, সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদ
দীপ্র শপথে উজ্জ্বল।
শত শহিদ ডাক দেয়। তীব্র আকুল সেই ডাক
নিয়ে আসে গরম লু, কখনো চোখে মুখে
ছিটকে লাগে বরফ কুচি ছিন্নভিন্ন কুয়াশা।
প্রান্তরে প্রান্তরে অশ্ব খুরধ্বনি, ক্ষতবিক্ষত হ্রেষা।
দীর্ঘ ওভার কোটের উপর দেওদার পাইনের ছায়া
অবিচ্ছিন্ন খেলে যায়।
ঠিক কেমন উত্থান তারা চেয়েছিল কেমনই বা ছিল
তাদের জয়?
কমরেড স্তালিন কমরেড লেনিনের সঙ্গে একটা
জরুরী কথা সেরে নিচ্ছেন। আর আমরা দেখছি
প্রতিটি যুদ্ধের পরেই অপেক্ষা করছে আরেকটা যুদ্ধ,
প্রতিটি সূর্যাস্তের পরেই আগামী সূর্যোদয়। ☐

এক টগবগে জ্যোতি ☐ স্বপন দত্ত

স্বপ্ন-ফসল বোনার অতন্দ্র প্রহরী উন্মাদ!
কি লাভ হল যীশুর সংখ্যা বাড়িয়ে
এখানে তো এখন রক্ত চোষা আকাশের নীচে
ঈর্ষা দ্বেষ পরশ্রীকাতরতা যৌনতা লোভ
অহংকার-এর শীত পোষাকে পোষমানা
মানুষ নামক ফানুষ
অথবা বলতে পারো
প্রভুর পায়ে পায়ে ঘোরা কেঁউ কেঁউ কান্না
ল্যাজ দোলানো কুকুরের বাচ্চা
কিংবা ড্রইংরুমে মিসিবাবার ল্যাপে বসা
উম উম আদর কাড়া বা সময় মত দূর ছাই ঝাঁটা খাওয়া
ছোবড়া পুষি ক্যাট

যদিও এখানে এখন
বিদীর্ণ স্বেচ্ছাচারে মৃত্যুর ছোঁয়া
মরিয়া স্তব্ধতার প্রচণ্ডতা মার খায়
তবুও এখানে এখন
তরতাজা রক্তের খুসবাই ছাড়ে
সন্দীপন হৃদয়ের গানের ছেঁড়া কলজে
ঠিক এখনই —
পাখির গানে বাতাবিফুল
নদীর ঢেউ এ কাঁঠালিচাঁপা
সব সব তেমন আর আর দিনের মতই
দোকানির সাজিতে নিমাই সন্ন্যাস বিল্বমঙ্গল
ঠিক সেই রকম ভাবেই মুনাফার দাবা খেলা
হল্লা গাড়ির পাগলা ঘন্টি
সাইরেনের ট্রান্সপ্যারেন্ট ট্রাপে মঞ্চসজ্জা
অথচ তখনি বাঘনখ বাঘনখ
ভালুকের নখে চিরে যায় মোলায়েজ চিরে যায়
পিকাসো রবসন আরাগঁ নেরুদা হিকমত সোসো
আর সেই মুহূর্তেই আপাতত অসাধারণ আমি
বসন্ত শরৎ হেমন্ত বসন্তে উট হই
বাবলাকাঁটার জোছনায় ঘুণে ধরা বিউগল বুকে চাপি
তবুও এখানে যখন
উত্তমর্ণ-স্বপ্ন মাংস-ভোজী পেচকদের ভিড়
ফ্যাঁস ফ্যাঁসে আহ্লাদি চঞ্চু
চিহ্ন রেখে যায় জননযন্ত্রের ভৈঁরোবাহারে
ঠিক সেই মুহূর্তেই তুমি হ্যালির ধূমকেতুদা
আলোর গঙ্গা মেকং-হোয়াংহোর মাঝি
ফসল বোনা স্বপ্নের আঙুলে সূর্যমুখীর রোদের সুরে
ইস্পাত কঠিন প্রত্যয়ের তারে অনন্ত সহন দুঃখের মোচড়ে
উজ্জ্বলের বেহালা বাজালে আর আগুন ধরালে
আমার সরীসৃপ-মেরুদণ্ডের তুষার নদীতে

ওঠে বুদবুদের ঢেউ   স্বপ্নের শরীরে
স্নায়ুগুলো ছুঁয়ে যায়   এক মিল জুট ফ্যাক্টরের ধোঁয়া
ফাটল ধরে
নপুংসক- অন্ধকার দালানের জীর্ণ কড়িবরগায়
টান ধরে কাপুরুষ নাভি মূলে

ধাবমান   ধাবমান   উজ্জীবন   উজ্জীবন
আমি গলে যাচ্ছি   ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে ফাঁপা শূন্যতা
নতজানু প্রার্থনা প্রার্থনা মন্ত্র খেলার আদি সড়ক ফেটে চৌচির
ভুলের মাশুল উপলব্ধির সময়   উত্তাপ উত্তাপ
বুক চোয়ানো অশ্রুর উত্তাপ   ঝরে যায় স্নিগ্ধ শোকের বসন
আমার শিরা-উপশিরায় এখন   দুষ্টুমি ডাকাতি দস্যিপনার
দোয়েল-ফিঙে-পরীর নাচ
আলোক তৃষার মণিতে   তিতির গাঙ শালিক ময়নার শিস
রুক্ষ জট বাঁধা চুলের ঝাঁকড়া অশথে
সুন্দরবনের হাভাত মুনিষ ঘরামির ঢাক ঢোল
বোধোদয় বোধোদয়   মুঠির বাঁধনে ফাগুন রৌদ্র বসন্ত
দুর্মুখ বেয়াদপ বিদ্রোহী প্রতিহিংসা   উত্তল জীবন টগবগে তুরঙ্গ
আমি এখন বিষফল খাব   বিষফল
দুঃস্বপ্ন বিষের আকাশে ফেটে   শিউলি ভোরের গন্ধ ভেজা মাটি
মাটির প্লাবনে ভূমিষ্ঠ কান্নায়   আগুনের স্বর   আগুনের ফুল
আমি গিলব   আমি উগরাব   ভালবাসা আগুনের ফুল
ফুল ফুস ম্যাজিসিয়ান আমি এক ম্যাজিসিয়ান
কান্নার তারাফুলের ভোজবাজির খেল দেখবে   এস দেখাই

ফুস মন্তর ফু-উ-উ-উ স   ফুস মন্তর মানুষ
মন্তর মন্তর মানুষ   হেই মানুষ   মানহুঁশ
অগণন সমুদ্রের ঋজু ঢেউ   ঢেউ   ঢেউয়ের রাজপুত্তুর
রাজপুত্তুর কই আমার সেই সব পেয়েছি দেশের
সব হারা পংখীরাজ   এক্ষুণি দিই এক চাটের বাড়ি
গতানুগতিকতার পেলব প্রত্যন্ত প্রদেশে
মুখ থুবড়ে পড়ুক   নতমুখি যাত্রার বাধার পাহাড় প্রবহমানতা
রাজপুত্তুর লংমার্চ   স্তালিনগ্রাদ   পিকিং   কলকাতা
ট্রাট ট্র্যাট মর্টার   অন্ধ করি এক চক্ষু দানব শিক্ষা কুঠ
হুশফুস   মুক্ত আকাশে সুচেতনা বিদ্যুৎ
এই যে আগুনলাহো   ফুটন্ত সত্তা প্রমিথিউসের বেয়নেট
তিন লাথিতে ফাঁসাই   কৌশলি সাম্রাজ্যবাদের কাঞ্চন ভুঁড়ি
তীরের ফলায় ঝলসে দিই   সনাতন নামক অমল ফকিকার প্রক্রিয়া
আমিই স্বয়ং আনুবাসহেলি মেঝেনকামিন   মারি চটাচট লাল থাপ্পড়
ঝালা ধরে এস্টাব্লিশমেন্টের মোহন মৃগয়ার নাগরালি চতুরালির
ম্যাক্সফ্যাক্টর চোয়ালে   দাঁতে দাঁত   দাঁতে দাঁত   দামামা দামামা
ক্রেনের কামড়ে ছিঁড়ে নিই   অন্ধকার পেচকের ঠোঁট
সেখানে এখনও মাখামাখি   অসীমা কমলা মলিনা টিয়া
লেনিন স্তালিন লুমুম্বা সরোজ   অশ্বশিশুদের রক্তের গন্ধ

হুশ   হেইরে আমি এখন ট্রেন
দেবদারু ঝাউ   সরলবর্গীয় বৃক্ষের কলরোল   মিছিল
মিছিল   তরঙ্গ   চাকা   দুর্দমনীয় বেগ

দুর্গন্ধ নবাবজির নির্মম চাপে গুঁড়িয়ে দিই
বেত ঢাল জাল হেলমেট টিয়ার গ্যাসের শেল সমেত
লাল মাটির গন্ধে এ্যালার্জি রোগগ্রস্ত   সুড়সুড়ির চাষ করা
বুদ্ধিজীবী নামক আঁতেলদের
আরে হেই দ্যাখো দ্যাখো   আমার পিঠে এখন সজারুকাঁটা
খোল খঞ্জনি বাজায়   আমি যে সজারু জগাই মাধাই
হাহা হো লাল্লা   হুম বাল্লা
বাবুদের বিলাসিতার ট্রাউজার ফর্দাফাঁই
ফাঁইফস ফসফরাস   বিস্ফোরক ধূমধরাকা
উড়ে যায় ভিন গ্রহে   কফি হাউস সিনেমা রেস্তোরাঁ
পোড়ে লালসা মিথ্যার হাজার দুয়ারী মনুমেন্ট
আলপথ বেয়ে নেমে আসে   তৃপ্তির গুদামে নিকানো রাতের শব দেহ
দেহের পরতে চোতের গাজন   সোনালি আবেশ
আবেশকে ঘিরে ঘাস ফুলের গন্ধ   গন্ধে মৌতাতি মশাল
মশালের কম্বুকণ্ঠে কলরোল ওঠে   ফোটে নীল শপথের অপরাজিতা
উচ্ছল উদ্দাম লক্ষ্যে   ক্ষ্যাপা দুর্বাসা গণ্ডারের কপালে
একলব্যের উদ্যত খড়্গ
দোল খায় কোটি যুগের রোদের কৃষ্ণচূড়ায়   হাজারো নিহত যীশু শিশু
মা মেরীদের লোহিত-অশ্রুধারের বন্যায়   দেদার দেনার ভার
হৃৎপিণ্ডের চোখ তাই আজ   এল. এম জি. বুলেট---
বুলেট মাতাল   বহ্নি মাতাল
উদ্দাম জলস্রোতে   মুক্তি সমুদ্দুর
তিন তুড়িতে সাগর ডিঙোই   আকাশ পার
গনগনে লাল সূর্য-হৃদয় ছিটিয়ে দিই   পুষ্টিহীন বন্ধুদের বুকের রাতে
রক্তচন্দন-রক্তজবা-অস্তিত্বের দুহাতে ধরি   খোড়ো-উৎসাহ উত্তালের সানাই

গঙ্গামেকং হোয়াংহোর ভাটিয়ালিতে
প্রথম সকালের বোবা পরশ   পরশ   স্বাদ
সমুদ্র-স্বাদে মাতাল হে স্থাপী প্রিন্স
তোমার খুঁড়ে পাওয়া   বিলাপ-হতাশা-ক্রোধ-আত্মোৎসর্গ-অঙ্গীকারের
তুষার স্ফটিকের তেজস্ক্রিয়তার আদি গুহায়
আমি গুহা মানব হই
খররৌদ্রে তপস্যা করি
বিদে দিই---নিড়িনি চালাই
তুহিন শীতে সাধনার লাঙল দাবাই
হয়ে যাই মা
কিংবা সময়
অথবা হতে পারি
বাউল বা কবি
তারপর প্রসব করি
এক টল টলে জ্যোতি
অম্লান তেজের বিস্ফোরণে উজ্জীবিত
ঘর ভাত কাপড় বই
আর কবিতা
কবিতা নামক টাটকা শ্বেতপদ্ম-মানুষের
না কোন জন্তুর না
মানুষের পদ্ম হাসি
হ্যাঁ পদ্ম হাসি।

স্তালিন ☐ গোপাল ভট্টাচার্য

আমার হাতে রাইফেল নেই
একখানা বই আছে
ওপরে লাল রঙে লেখা : স্তালিন
প্রকাশ্য চৌরাস্তায় আমাকে হত্যা করা হলে
পথচারী তুমি যে কেউ হও
বইটা তুলে নিও
চালাতে জানোনা রাইফেল ?
পড়ে নিও, পড়তেও জানো না ?
বেশ তোমার ভাইয়ের হাতে দিও
আমার ভাইয়ের হাতে।

মানুষটি বলেছিলেন : সকলের জন্যেই
জলপাই গাছ তার ফল দেয়।
চেয়েছিলেন : শিশুরা হাসুক মায়ের কোলে :
লিখেছিলেন : যারা মাথা নত করছে
উদ্ধত ভ্রূকুটির সামনে, তারা জেগে উঠবেই।

ক্রেমলিনে থাকতেন তিনি, যোশেফ
স্বতন্ত্র এক প্রহরী পৃথিবীর তাবৎ
শ্রমিক-কৃষকের আপনজন
হেঁকে উঠেছিলেন : মজুর-চাষী ভায়েরা
ন্যায্য অধিকার কায়েম করো
ওঠাও হাতিয়ার।

আমার হাতে হাতিয়ার নেই
একখানা বই আছে
জহ্লাদের দল দাঁড়িয়ে গেল সন্ত্রস্ত
ফ্যাসিস্তরা পিছু হটল
ভাড়াটে দালাল কাঁপা হাতে
দেখাতে গেল মাদারির খেল
ঝানু ঠ্যাঙেরেরা মিশে গেল ভিড়ে
মুখোশধারীরা এল এরপর।

খুনই করা হল তাঁকে
আরো আরো খুন এবং আমাকে
হত্যা করা হ'লে
হাতে জ্বলজ্বলে বইয়ের মলাট : স্তালিন।
যেমন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিলেন
চেম্বারলেনের আহার পুষ্ট মাংসাশীদের
যুদ্ধ সাজে—
হৃত সর্বস্ব কান্না ও দীর্ঘশ্বাসের দেশটির
পুরোধায়।

আমার কোনো যুদ্ধ সাজ নেই
একখানা বই আছে
আশার ডানায় ভর করে
তাই বেঁচে থাকা আছে
কবিতা লেখা আছে
এদিক সেদিক জটলায়
নানান খবর নেওয়া আছে
প্রস্তুত হয়ে ওঠা আছে
আরো জিজ্ঞাসা কর যদি
বলি : হ্যাঁ,
একটা নিশানও আছে
স্তালিন :

প্রসঙ্গ : রুটি এবং স্তালিন ☐ শান্তিময় মুখোপাধ্যায়

বাজারে রুটির দাম বাড়লে স্তালিনের কথা মনে পড়ে
জর্জিয়ার এই চাষীর ছেলেটা নাকি বিনি পয়সায়
সারা রাশিয়াকে রুটি খাওয়াতে চেয়েছিলো
এত স্পর্ধা কি অনীত লোকেদের সহ্য হয়।
ক্রুশ্চভ যখন আদাজল খেয়ে লোকটার পেছনে লাগলো
ভারতীয় বশংবদরা তখন তার চেয়ে বেশী
ঢাক ঢোলে কাঠি নেড়েছিলো—
যখন লেনিন এমনকি মার্কসের বিরুদ্ধে শাণিত হচ্ছে আক্রমণ
আমাদের দিশি প্রজাতিরা চুপ্‌চাপ্‌ বসে নেই
আসলে আন্তর্জাতিক এই পশুরা আলাদা কোনো
গোত্র ও শ্রেণীভুক্ত নয়
বেকুব লোকটা দুনিয়ার খেটে খাওয়া মানুষকে হয়তো এটাই
বোঝাতে চেয়েছিলেন।

জেগে থাকেন, পাহারা দেন ☐ উমাপদ কর

মহলে প্রশ্ন জেগেছে
আবার কেন কবর খুঁড়ে তাকেই জাগিয়ে তোলা ?
যদি বলি, কেনই বা এই তৃতীয় বারের জন্য
কবরে নীরব করার ব্যবস্থা ?
দ্বিতীয়বার সেই ছাপান্নের এক গোধূলী লগ্নে
আর আবার এই নব্বই-এর দশকে ?

কবরের নীচে শুয়ে আছেন ঠিকই
ঘুমোন না, জেগে থাকেন, পাহারা দেন।
ঘুমোন না— কারণ শোষকেরা আজো জোরে কথা বলে
ঘুমোন না কারণ যুদ্ধবাজরা আজো বিষনিঃশ্বাস ছাড়ে
জেগে থাকেন— কারণ আজো গোটা পৃথিবীটা
মানুষের একমাত্র জন্মভূমি হয়ে উঠতে পারেনি
জেগে থাকেন—কারণ পৃথিবীর সমস্ত মানুষ আজো
একটা গোটা রুটি পায়নি
পাহারা দেন কারণ মার্কস্‌, এঙ্গেলস্‌, লেনিনের স্বপ্ন
ভেঙে ফেলার গভীর ষড়যন্ত্র চারিদিকে
পাহারা দেন—কারণ নাৎসীদের কলধ্বনিতে ম'ম'
করছে পৃথিবী

তাঁকে কবর খুঁড়ে জাগাতে হয় না
কবরে জেগে আছেন নিরন্তর
জেগে থাকেন, পাহারা দেন।

প্রসঙ্গ: স্তালিন ও রাশিয়া

ব্রিটেনের ফেবিয়ান সোস্যাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং মার্কস-এর উদ্বৃত্ত মূল্য ও পুঁজিবাদী সংকটের তত্ত্বের বিরোধী, সংসদীয় পথে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রবক্তা স্বনামধন্য সিড্‌নি ওয়েব গেলেন রাশিয়া ভ্রমণে আর সেখানেই খুঁজে পেলেন 'এক নতুন সভ্যতা'! আজ যাঁরা সমাজতন্ত্রের 'মডেল' ব্যর্থ বলে অসহায় হাহাকার তুলছেন—তাদের অপ-চেষ্টার চক্রান্তের যোগ্য জবাব ওয়েব দম্পতির "সোভিয়েত কমিউনিজম: এক নতুন সভ্যতা" বইখানা।
মণি গুহ-র তথ্যে ঠাসা প্রবন্ধটি স্তালিনের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন কুৎসার এক মোক্ষম জবাব।

নতুন সভ্যতা

সিড্‌নি ওয়েব ॥ বিয়েত্রিচ ওয়েব

[গ্রেট-ব্রিটেনের সিড্‌নি এবং বিয়েত্রিচ ওয়েব ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রী বলে সমগ্র বিশ্বে সুপরিচিত। ওয়েব দম্পতী আজীবন শ্রমিক শ্রেণী এবং শোষিত জনগণের কল্যাণে জীবনপাত করে গেছেন। সমাজতন্ত্রের সমর্থক হলেও ওয়েব দম্পতী তাত্ত্বিক দিক্ থেকে মার্কসবাদ এবং কমিউনিজম-এর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু রাশিয়া ভ্রমণের পরে তাঁদের "সোভিয়েত কমিউনিজম; এক নতুন সভ্যতা" শিরোনামে দুই খণ্ডের যে সুবিখ্যাত গ্রন্থখানা ১৯৩১-৩২ সালে প্রকাশিত হয় তাতে ওয়েব দম্পতী সোভিয়েত কমিউনিজমকে এক "নতুন সভ্যতা" বলে ঘোষণা করেন।

বিয়েত্রিচ ওয়েব এই দুই খণ্ডের গ্রন্থখানাকে অতি সংক্ষিপ্তাকারে সোভিয়েত রাশিয়া সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনা শিরোনামে প্রকাশ করেন। বিশ্বের অন্যতম সুবিখ্যাত সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক জর্জ বার্নার্ড শ এই পুস্তিকাখানায় ওয়েব দম্পতীর পরিচিতিসহ একটি ভূমিকা লেখেন।

আমরা জর্জ বার্নার্ড শ-এর ভূমিকা এবং মূল পুস্তিকার বক্তব্যকে আরও সংক্ষিপ্ত করে এখানে প্রকাশ করছি।)

ওয়েব দম্পতী ☐ জর্জ বার্নার্ড শ

[সিড্‌নি এবং বিয়েত্রিচ, ওয়েব— ওয়েব দম্পতী সরকারীভাবে মহামান্য ব্যারন এবং মহামান্য পাসফিল্ড নামে পরিচিত। জীবন প্রভাতে তাঁদের সামনে এসে দাঁড়ায় পুঁজিবাদ আর মার্কসবাদ। মার্কসবাদকে যদিও বৈজ্ঞানিক বলে দাবী করা হয় এবং আধুনিক বিশ্বে তা এক বিশাল শক্তি হিসেবে প্রমাণিত, কিন্তু তখন তা ছিল কোনো প্রকারের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা-বিহীন অখ্যাতনামা জনৈক বিদেশীর দ্বারা বিশ্লেষিত একটি দর্শন মাত্র—যিনি ঘটনা সমূহ সংগ্রহ করেছেন ব্রিটিশ মিউজিয়মের পড়বার ঘরে বসে এবং সমগ্র মানব জাতিকে বুর্জোয়া এবং প্রলেতারিয়েত এই দুই ভাগে সামান্যিকরণ করেছেন দৃশ্যত কোনো একজনও জীবন্ত মানুষের সঙ্গে কোনো বৈষয়িক সম্পর্কে না এসেই। ফলে, এ দেশ বা অন্য কোথাও কার্ল মার্কস-এর দর্শন জনমতের উপরে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কিন্তু তিনি যখন ঠাসা তথ্য দিয়ে পুঁজিবাদ জনগণকে কি শোচনীয় দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় এনে ফেলেছে [মার্কস-এর 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের কথা বলা হয়েছে] তার গভীর বিশ্লেষণ এবং বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন—তখন তা তৎক্ষণাৎই নরকের মুখোশ উদ্‌ঘাটনের কাজ করলো। মুখোশ উদ্‌ঘাটনের সেই অভিঘাত থেকে পুঁজিবাদ আজও মুক্তি পায়নি এবং কোনো দিনও পাবেনা।

আট বছর আগে এই মার্কসবাদী অভিঘাত সবেমাত্র ইংলণ্ডে ঢেউ তোলা শুরু করেছিল। 'ডাস ক্যাপিটাল'-এর ফরাসী অনুবাদ পড়তে বাধ্য হয়েছিলাম, কারণ তখনও এর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি। বক্তা হিসেবে আমাকে তৈরী করবার জন্য আমি একটা ডিবেটিং ক্লাবের সদস্য হই। সময়টা ছিল ১৮৭৯ সাল এবং আমার বয়স ছিল তখন তেইশ বছর। সেখানেই ওয়েবের সঙ্গে আমার পরিচয়। তিনি আমার চাইতে দু'এক বছরের ছোট ছিলেন। যে সব গুণাবলী আমার মধ্যে ছিলনা—সে সব গুণাবলী তাঁর মধ্যে দেখে আমি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হই। আমি তাঁর সঙ্গে ভাব জমাই—পরে তা স্থায়ী বন্ধুত্বের রূপ নেয়।

আমরা উভয়েই একই দুর্ভাগ জনক অবস্থায় কাল কাটাচ্ছিলাম। তখন এমন কোনো সংগঠন ছিলনা যার মধ্যে দিয়ে আমরা কাজ-কর্ম করতে পারি। কাজ-কর্ম বলতে, কি করে সমাজতন্ত্রকে একটা কার্যকরী এবং অর্থবহ চেহারায় জানা যায় তাই ছিল আমাদের সমস্যা। একদিন "কেন এত মানুষ দরিদ্র" শিরোনামের একখানা বই পেলাম। এই বইখানার প্রকাশক "ফেবিয়ান সোসাইটি" নামের একটি সংগঠন। এর নাম আমি আগে শুনিনি। আমি এই সোসাইটি সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিই। এটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি গ্রুপ—যাঁরা এক সঙ্গে বসে দর্শন-শাস্ত্র পড়াশুনা করতেন এবং অবশেষে, সমাজতন্ত্রী হিসেবে সক্রিয় রাজনীতি করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এরূপ একটি সংগঠনই আমরা চাইছিলাম। আমি এবং ওয়েব এই সংগঠনে যোগ দিই। ওয়েব এই সংগঠনটির খোলনলচে পালটে দিয়ে যে অবস্থায় নিয়ে আসেন তা-ই আজকের মানুষদের কাছে 'ফেবিয়ান সোসাইটি' নামে বহুল পরিচিত। বিয়েত্রিচ পটারের সঙ্গে ওয়েবের বিয়ের পরে তারা একত্রে তথ্যানুসন্ধানের কাজে নেমে পড়েন। তাঁদের যৌথ প্রয়াসের প্রথম বই "ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাস"। এই বইখানায় সুসম্পূর্ণ এবং অন্তরঙ্গ তথ্যাদি সমাবিষ্ট করা হয়েছে—যার ফলে এই একই বিষয়ে পূর্ব-প্রকাশিত সমস্ত বইগুলি বাজে কাগজের ঝুড়িতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় এবং এই প্রথম সংগঠিত শ্রমিকেরা শ্রেণী সচেতন হয়ে ওঠেন। ইংল্যাণ্ডের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও এই বইখানা সমাদৃত হয় এবং স্বয়ং লেনিন এই বইখানার অনুবাদ করেন। তার পরেই প্রকাশিত হয় ওয়েব-এর "শিল্পে গণতন্ত্র প্রসঙ্গে" বইখানা। এই বইখানা ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনকে তার ক্লান্তিকর একঘেঁয়েমী থেকে শ্রেণী-সচেতন রাজনীতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। অবশেষে এলো সেই বই। যাঁরা সবকিছুর মধ্যে মঙ্গলময়ের অদৃশ্য হস্ত রয়েছে বলে বিশ্বাস করেন—তাঁরা এই বই-এর মধ্যে যার অঙ্গুলী হেলন দেখতে পাবেন—তারই বিস্তৃত বিবরণ দেখতে পাবেন এই বইখানাতে। আমাদের সমাজতন্ত্রে গভীরতার এবং অকৃত্রিমতার কঠোর পরীক্ষা হয়েছিল রুশ বিপ্লবে—যা স্থুল জারতন্ত্রকে লাল কমিনিউজম-এ পরিবর্তিত করেছে। ["সোভিয়েত কমিউনিজম : এক নতুন সভ্যতা" বই-এর কথা বলা হয়েছে।]

ব্রেস্ট-লিটভ্‌সক চুক্তির পরে আমাদের আগ-মার্কা হিণ্ডম্যান উইনস্টন চার্চিলের চাইতেও কঠোরতরভাবে মার্কসবাদকে নস্যাৎ করেন। বিগত বিশ বছরে ব্রিটিশ এবং মার্কিন সংবাদ মাধ্যমগুলিতে কমিউনিস্ট রাশিয়ার ইতিহাস হচ্ছে বেপরোয়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন মিথ্যার কোতির ইতিহাস। ওয়েব দম্পতী পরিবর্তনকালীন ভাঙন এবং ধ্বংসলীলা পর্যন্ত, এর ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন পর্যন্ত এবং কমিউনিস্ট রাষ্ট্র সুস্পষ্টভাবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছেন। তারপরে তাঁরা সেখানে গেলেন এবং অন্তরঙ্গ তদন্ত করলেন। তাঁদের শেষ দু-খণ্ডে তাঁরা এই প্রথমে আমাদের দিলেন সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, আমাদের সামাজিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার এবং ট্রেড ইউনিয়ন ও যৌথ খামারগুলির বিকাশের এক অন্তরঙ্গ ইতিবৃত্ত।

আমরা মনে করেছিলাম ঐগুলির সব কিছুই বুঝিবা শেষ হয়ে গেছে। ওয়েব দম্পতী এই বইখানা লিখে আমাদের জন্য যা করেছেন তা কোনো রুশীই করতে পারতেন না। ওয়েব দম্পতী ইংল্যাণ্ডকে জানতেন তারা জানতেন কোন্ বিষয়ে ইংলণ্ডবাসীরা চিন্তা-ভাবনা করছেন। তাই, এ কাজ অন্য কেউ করতে পারতেন না।

ওয়েব দম্পতী সোভিয়েত ব্যবস্থার প্রতি তাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন

এবং দ্বিধাহীন চিত্তে সোভিয়েত ব্যবস্থাকে এক নতুন সভ্যতা বলে ঘোষণা করেছেন।
এই বই তাঁদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি।]

নতুন সভ্যতা □

১৯৩৯ সালে জার্মান-সোভিয়েত চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর থেকে হতচকিত বন্ধুগণ আমাকে প্রায়শই প্রশ্ন করতেন: একদিকে স্তালিনের পদমর্যাদা এবং কাজকর্ম আর অপর দিকে হিটলার এবং মুসোলিনীর পদমর্যাদা এবং কাজ-কর্ম এই উভয়ের মধ্যে কোনো ফারাক আছে কি? এই তিন ব্যক্তি কি একই প্রকারের ডিক্টেটর নন? দ্বিতীয়ত, এই তিন সার্বভৌম রাষ্ট্র কি আইন সম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং একই প্রকারের গঠনতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত নয় কি? অথবা, সোভিয়েত ইউনিয়ন কি জার্মানী বা ইতালী থেকে স্বতন্ত্র ধরনের রাজনৈতিক গণতন্ত্র যা বিস্তারিতে না হলেও, সারবস্তুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেট ব্রিটেনের রাজনৈতিক গণতন্ত্রের মতোই কি? যদি ধরে নেওয়া যায় যে সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি রাজনৈতিক গণতন্ত্র, তার উৎপাদনের উপায়াদির বিতরণ এবং বিনিময়ের উপরে গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং গভর্ণমেণ্ট শুধুমাত্র জনগণের দ্বারা নির্বাচিত জনগণের গভর্ণমেণ্টই নয়, অধিকন্তু জনগণের মঙ্গলের জন্যও? অবশেষে আরও জানতে চাওয়া হয়, একটা হিংস্র বিপ্লবে যে স্থূলতা এবং ক্রূরতা অন্তর্নিহিত থাকে এবং সততই বৈদেশিক আগ্রাসনের আশঙ্কা থাকে—তা সত্বেও কি সে জাতির সম্পদ সমৃদ্ধ করতে পারে এবং তা যার যার গুণানুযায়ী ও প্রয়োজনের নীতি অনুযায়ী বিতরণ করতে পারছে বলেই কি সোভিয়েত কমিউনিজমকে নতুন সভ্যতা বলা উচিত?

স্তালিন কি একজন ডিক্টেটর?

স্তালিন কি একজন ডিক্টেটর? এই প্রথম প্রশ্নটির উত্তর দিতে হলে সর্বপ্রথমেই আমাদের "ডিকটেটর" শব্দটি কি অর্থ বহন করে সে বিষয়ে ঐকমত্য হতে হবে। অন্যথায় অযথা সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই হবে না। আমরা "ডিক্টেটর" শব্দটির "নিউ ইংলিশ ডিকশনারী"র দেওয়া প্রাথমিক অর্থটি মেনে নিচ্ছি। অর্থাৎ, "একজন শাসক অথবা গভর্ণর যার মুখের কথাই আইন; রাষ্ট্রের একজন নিরঙ্কুশ শাসক—যিনি কর্তৃত্বমূলক ভাবে কাজ-কর্মের নির্দেশ দেন অথবা কি করতে হবে তার আদেশ দেন।" ডিক্টেটরের অর্থ এরূপ হলে স্তালিন অবশ্যই একজন ডিক্টেটর নন। স্তালিন সোভিয়েত ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী (যা ১৯৩৬ সালে সংশোধিত হয়েছে) মস্কোর একটি নির্বাচন কেন্দ্র থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রিম সোভিয়েতে যথারীতি নির্বাচিত হয়েছেন। এই এসেম্বলী কর্তৃক তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রিম সোভিয়েতের ত্রিশ সদস্য সম্বলিত প্রেসিডিয়ামের একজন হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন এবং তাঁর যাবতীয় কাজ-কর্মের জন্য এই প্রতিনিধিমূলক এসেম্বলীর কাছে তিনি দায়বদ্ধ। এই প্রেসিডিয়ামই নির্বাচন করে কাউন্সিল অব কমিশারস এবং সুপ্রিম সোভিয়েতের দুইটি সভার অন্তবর্তীকালে এই কাউন্সিলই পলিসি নিয়ন্ত্রণ করে। ১৯৪১ সালের মে মাস পর্যন্ত স্তালিন প্রেসিডিয়ামের একজন সদস্য মাত্র ছিলেন। আগ্রাসী জার্মান বাহিনী কর্তৃক ইউক্রেন আক্রান্ত হবার আশঙ্কা দেখা দিলে প্রেসিডিয়ামের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্তালিন প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ প্রয়োজন, ঠিক একইভাবে এবং একই কারণে, অর্থাৎ, বিশ্বযুদ্ধের কারণে, উইনস্টন চার্চিল হাউস অব কমন্স-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিদায়ী চেম্বারলেন এর পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ মন্ত্রী সভার প্রধানমন্ত্রী বা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের মতো সোভিয়েত মন্ত্রীসভার প্রধানমন্ত্রীর কোনো স্বৈরাচারী ক্ষমতা নেই। চার্চিল তাঁর কাবিনেটের সঙ্গে পরামর্শ না করেই সমতার ভিত্তিতে আমেরিকার সঙ্গে ব্রিটেনকে মিশিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী স্তালিন এ পর কাজ করতেন না বলেই আমার বিশ্বাস। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট কংগ্রেসের মতামতের প্রতি কোনো তোয়াক্কা না করেই তাঁর কাবিনেট মন্ত্রীদের তিনি শুধু নিজে মনোনীতই করেন না, উপরন্তু তিনি আমেরিকার সশস্ত্র বাহিনীর কমাণ্ডার-ইন চীফও বটে এবং লীজ অ্যাণ্ড লেণ্ড আইনানুযায়ী যে কোনো অবস্থায় ব্রিটিশ বন্দরগুলিতে অস্ত্র-শস্ত্র এবং খাদ্য সম্ভার পৌঁছোনোর ক্ষমতা প্রাপ্তও। এই বছরের মে মাসে অসাধারণ জাতীয় আপতকালীন অবস্থা ঘোষণা করে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট কার্যত আইনসঙ্গত উপায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডিকটেটরশিপ গ্রহণ করেন। পরিবহন, প্রচার মাধ্যম অধিগ্রহণ, আমদানী ও বিনিময় ব্যবস্থা পরিচালনা, জাহাজাদির দখল নেওয়া এবং শ্রম-সময় নিয়ন্ত্রণের আইন বাতিল করা এবং সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ, শিল্পীয় অগ্রাধিকার নির্ণয় করা এবং প্রয়োজনে শিল্প-কারখানাগুলির অধিগ্রহণ করার ক্ষমতাও প্রেসিডেণ্টের রয়েছে।
তবে কিভাবে স্তালিন তাঁর দেশের ভাগ্য-নির্ণয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অথবা আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের চাইতে অধিকতর কর্তৃত্বের অধিকারী?

সোভিয়েত ইউনিয়ন কি একটি রাজনৈতিক গণতন্ত্র?

সোভিয়েত ইউনিয়ন কি একটি রাজনৈতিক গণতন্ত্রের দেশ? এই দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব এখন দিচ্ছি। এটা সুস্পষ্ট যে, ১৯৩৬ সালের সংশোধিত এবং আইন-সম্মত সংবিধানটি হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে বেশী সর্বব্যাপী এবং ক্ষমতা সম্পন্ন গণতন্ত্র। সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রিম সোভিয়েতে রয়েছে দু'টি কক্ষ ইউনিয়নগুলির সোভিয়েত এবং জাতিগুলির সোভিয়েত। ইউনিয়নগুলির সোভিয়েতে নির্বাচনী জেলাগুলি থেকে প্রতি তিন লক্ষ নাগরিকের ভোটে একজন করে ডেপুটি সরাসরি নির্বাচিত হয়। বর্তমানে এ পদ ডেপুটির সংখ্যা ছশোর কিছু বেশী। এঁরাও সরাসরি নির্বাচিত হন। দুই কক্ষের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠি, বিভিন্ন সাহিত্য ধর্ম অথবা তাদের আচরণ প্রভৃতির প্রতিনিধিদের স্বীকৃতী স্ব-শাসিত অঞ্চল বা প্রজাতন্ত্রও রয়েছে। এদের সবাইকেও জাতি সমূহের সোভিয়েতে একটি ক্ষুদ্র সংখ্যক প্রতিনিধিদের অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই দুই কক্ষ নিয়েই সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রিম সোভিয়েত গঠিত এবং উভয় কক্ষেরই রয়েছে সমানাধিকার। এই উভয় কক্ষের অধিবেশন একই সঙ্গে আরম্ভ ও শেষ হয়। আইন কানুনগুলি পাশ করিয়ে নেবার জন্য বছরে দু'বার উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশনও হয়। ইউনিয়ন সমূহের বা জাতি সমূহের সোভিয়েতের অধীনস্থ প্রাদেশিক, মিউনিসিপ্যাল এবং গ্রামীণ সোভিয়েতেরও সুবিস্তৃত ব্যবস্থা রয়েছে, এবং তার সবগুলিতেও গোপন ব্যালটে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং আঠারো বছরের উপরের নারী, পুরুষ, জাতি, বর্ণ, ধর্ম সামাজিক বা রাজনৈতিক মতামত নির্বিশেষে সকলেরই ভোটাধিকার রয়েছে।

জাতিগত সমানাধিকারের উপরে বিশেষ জোর

গ্রেট ব্রিটেনকে একটি রাজনৈতিক গণতন্ত্র বলা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের গঠনতন্ত্রের সঙ্গে ব্রিটেনের রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে তুলনা করলে আমরা কি দেখতে পাই? সাতচল্লিশ মিলিয়ন অধিবাসীর দেশ ব্রিটেনের গণতন্ত্রে রয়েছে

বংশানুক্রমিক হাউস অব লর্ডস এবং হাউস অব কমন্স-এ দুই ভাগে বিভক্ত। কিন্তু হাউস অব লর্ডস-এ প্রত্যাখ্যাত বিলে রাজার অনুমোদন বা অননুমোদনের অগ্রাধিকার। তা সত্ত্বেও ১৯১৯ সালে মহিলাদের ভোটাধিকার দেওয়ার পরে ব্রিটেন যে একটি রাজনৈতিক গণতন্ত্র তা আমরা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু পাঁচশো মিলিয়ন অধিবাসীর ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশনস-এর গঠনতন্ত্র কি বলে? এই বিশাল অঞ্চলের মাত্র সত্তর মিলিয়ন মানুষ শাসিত হয় রাজনৈতিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে। এমন কি স্বায়ত্তশাসিত দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নকে পর্যন্ত রাজনৈতিক গণতন্ত্র শাসিত বলে বলা হয়। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গদের সেখানে কোনো ভোটাধিকার নেই। কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ার অধিকার আদিবাসীদের নাগরিক বলে গণ্য করে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোদের যদিও ফেডারেল গঠনতন্ত্রে ভোটাধিকার রয়েছে, কিন্তু কোনো কোনো রাষ্ট্রের নির্বাচনী আইন, প্রশাসনিক রীতি-নীতি নিগ্রোদের ভোটাধিকার এবং ভোটে প্রার্থী দেওয়া থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে।

তাই যদি জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রে সমানাধিকারই রাজনৈতিক গণতন্ত্রের মাপকাঠি হয় — তবে সোভিয়েত ইউনিয়নই রাজনৈতিক গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয় শর্তগুলি একমাত্র পূরণ করেছে।

এক পার্টি ব্যবস্থা ☐

সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক গণতন্ত্রের অবশ্য, একটি বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, আর তা হচ্ছে এক পার্টি ব্যবস্থা। কিছু কিছু রাজনৈতিক গণতন্ত্রী এই কারণেই সোভিয়েত ইউনিয়নকে একটি রাজনৈতিক গণতন্ত্রের দেশ বলতে নারাজ। এ বিষয়টিতে আমাদেরও (আমার ও আমার স্ত্রীর) বেশ খানিকটা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু ঘটনা সমূহের গভীর তদন্ত ও অধ্যয়নে দেখা যায় যে, যখন কোনো একটি বিপ্লবী গভর্নমেন্ট বিভিন্ন জাতি-ধর্ম অধ্যুষিত, এমন কি আদিম গোষ্ঠি অধ্যুষিত নিপীড়িত এবং নিরক্ষর জনগণকে শিক্ষিত করে তোলবার সম্মুখীন হয় — যখন তাদের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যই নয় — তাদের নিজস্ব গভর্নমেন্ট পরিচালনার কলা-কৌশলেও পারদর্শী করে তুলবার সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তাদের কাছে বিরোধী পার্টির সুযোগ না দিয়ে এক পার্টি ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প থাকতে পারে না। কৃত্রিমভাবে তৈরী করা বিরোধী তখন কোনো সমাধানই নয়। সম্ভবত এই জন্যই সোভিয়েত ইউনিয়নে কৃত্রিম বিরোধী পক্ষ গঠন না করে ট্রেড-ইউনিয়ন, সমবায় সমিতি, যৌথ খামার এবং অন্যান্য সমস্ত প্রকারের গণ-সংগঠন থেকে "অ-পার্টি"দের প্রতিনিধিদের মনোনয়ন দিয়ে নির্বাচনে দাঁড় করানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সোভিয়েত নাগরিকদের বিশেষ স্বার্থগুলি তাদের স্ব স্ব গণসংগঠনগুলি তুলে ধরে এবং এই সব গণসংগঠনগুলিরই অধিকার রয়েছে (ধারা নং ১১) তাদের মনোনীত সদস্যদের 'অ-পার্টি প্রার্থী' করবার। সুতরাং এক পার্টি ব্যবস্থা থাকলেও, বিরোধী পক্ষ না থাকলেও সমাজের সকল বিশেষ স্বার্থগুলি প্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে না।

তা ছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নে এক পার্টি ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা খণ্ডনের জন্যও ব্যবস্থাদি রয়েছে। জনগণের দ্বারা জনগণের গভর্নমেন্টের সব চাইতে স্বীকৃত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হচ্ছে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের সমাবেশে মতামত গ্রহণ। আর তা যদি সম্ভব না হয় — সমগ্র দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকার জন্য — তবে গণভোট জনমত সংগ্রহ (referendum), গণ উদ্যোগ এবং রি-কল (ভোটদাতাদের ভোটের জোরে পদাধিকারীর পদচ্যুত এবং পুনর্নির্বাচনের)। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এই ধরনের রাজনৈতিক গণতন্ত্রই ছিল প্রচলিত। অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশে এই গণভোট, গণ উদ্যোগ এবং রি-কল পরিত্যক্ত হলেও সোভিয়েত ইউনিয়ন এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বা আন্তর্জাতিক বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন এই রেফারেন্ডাম বা গণভোট আহ্বান করে।

সুতরাং এক পার্টি ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা যদি বা থাকেও — সেই সীমাবদ্ধতা দূরীকরণের বিকল্প ব্যবস্থাও সোভিয়েত ইউনিয়ন গ্রহণ করেছে।

[এরপরে ওয়েব দম্পতী সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ও তার ভূমিকা সম্বন্ধে বলে সোভিয়েত সভ্যতাকে মানব মুক্তির পথ প্রশস্ত করবার এক নতুন সভ্যতা বলে ঘোষণা করেছেন।]

অনুবাদ ☐ মণি গুহ

স্তালিন প্রসঙ্গে লেনিন

[১৯০৫—১৯২৩]

মণি গুহ

মৃত্যুশয্যায় শায়িত লেনিন তাঁর "শেষ ইচ্ছা"-য় স্তালিনকে সরিয়ে স্তালিনের মতোই গুণ-সম্পন্ন কিন্তু নম্রভাষী একজনকে পার্টির সাধারণ সম্পাদক করবার পরামর্শ দিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়েন। এই 'শেষ ইচ্ছা'-কেই "লেনিনের উইল" বলে প্রচার করা হয়েছে। ক্রুশ্চভ প্রভৃতি সংশোধনবাদীরা লেনিনের 'শেষ ইচ্ছা'-কেই পুঁজি করে ১৯৫৬ সাল থেকে নিঃস্তালিনীকরণের নামে নিঃসমাজতন্ত্রীকরণ অভিযান শুরু করেন। অসুস্থ লেনিনের এই 'শেষ ইচ্ছা'-র প্রেক্ষাপটকে সম্পূর্ণ গোপন করে এবং ১৯০৫ সাল থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত এই সুস্থ, প্রাণবন্ত লেনিনই যে স্তালিনকে একটানা প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন এবং স্তালিনকে তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য দক্ষিণ হস্তরূপে গণ্য করে এসেছেন, সে সম্বন্ধে ক্রুশ্চভ পন্থীরা একেবারে নীরব। তা ছাড়া লেনিনের যে "শেষ ইচ্ছা"-র প্রতি ক্রুশ্চভীয়রা ধর্মীয় আবেগের আওতায় প্রমত্ত হয়ে এর উপরে অবিশ্বাস্য গুরুত্ব আরোপ করেছেন—তারা কেন যে পার্টির সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে সেই ১৯২৪ সালেই স্তালিনকে অপসারণ করেননি, বরঞ্চ আমৃত্যুই এই পদে বহাল থাকলেন তার কোনো সঙ্গত কারণও এরা দেখাননি। অবশ্য, স্তালিনোত্তর ক্রুশ্চভ নেতৃত্ব বলেছেন, স্তালিন নাকি কথা দিয়েছিলেন যে তিনি তাঁকে সংশোধন করে নেবেন আর তারই জন্যই নাকি তাঁকে ঐ পদে বহাল রাখা হয়েছিল। এ বক্তব্যটি যে একেবারেই নির্জলা মিথ্যা তা এই প্রবন্ধে যথাযোগ্য স্থানে তথ্য দিয়েই প্রমাণ করা হবে। না, স্তালিন কোনো দিনও সাধারণ সম্পাদকের পদটি আঁকড়ে রাখবার জন্য কোনো নাকে খত দেননি।

স্তালিনোত্তর প্রজন্মগুলির মানুষেরা সাধারণভাবে সংশোধনবাদীদের স্তালিন-বিরোধী অপপ্রচারের সঙ্গেই পরিচিত এবং খানিকটা প্রভাবিতও বটে। তাই এই প্রবন্ধে, প্রথমত, স্তালিন সম্বন্ধে লেনিন কি অভিমত এবং মনোভাব পোষণ করতেন, দ্বিতীয়ত, কেনইবা লেনিন তাঁর মৃত্যুশয্যায় স্তালিনকে কোনো রাজনৈতিক ভুলের জন্য নয়—শুধুমাত্র রূঢ়-ভাষী, অ-বিনয়ী বলে সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে অপসারণের পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং তৃতীয়ত, লেনিনের "শেষ ইচ্ছা"-য় স্তালিনের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, সে বিষয়গুলি নিয়ে তথ্য-ভিত্তিক বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করা হবে।

এক ☐

লেনিন-স্তালিন পরিচয়

স্তালিন রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টির বলশেভিক অংশের সঙ্গে সংস্পর্শে আসেন ১৮৯৬ সালে। ১৮৯৮ সালের আগস্ট মাসে তিনি পার্টি সদস্য পদ অর্জন করেন। তারপর থেকে, ১৯০৫ সাল পর্যন্ত লেনিন এবং স্তালিন উভয়ে উভয়ের লেখা প্রবন্ধাদির মাধ্যমে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁদের প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়েছিল ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে—ফিনল্যাণ্ড-এ। এখানেই তখন প্রথম নিখিল রুশ বলশেভিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। এই অর্থেই বলা যায়, বলশেভিক অংশের আনুষ্ঠানিক জন্মলগ্ন থেকেই স্তালিন লেনিনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত। এই প্রত্যক্ষ পরিচয়ের আগেই, ১৯০৫ সালের আগস্ট মাসে স্তালিন প্রলেতারিয়েটিক ত্ৰাডজোলা পত্রিকায় "সোশ্যাল ডেমোক্রেটদের [বক্তব্যের] জবাবে" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধটির প্রতি লেনিনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। লেনিন পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'প্রলেতারি'-র ২২নং সংখ্যায় স্তালিনের এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য করেন :

"বাইরে থেকে চেতনা সঞ্চারের বিখ্যাত প্রশ্নটির চমৎকার সূত্রায়ণ।" ('ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ পাবলিশিং হাউস' মস্কো কর্তৃক প্রকাশিত "যোশেফ স্তালিন-অ সর্ট বায়োগ্রাফি" বই-এর পৃঃ ২৫ থেকে উদ্ধৃত)।

এটিই লেনিন কর্তৃক স্তালিনকে প্রথম স্বীকৃতি।

যাইহোক, ফিনল্যাণ্ড-এ অনুষ্ঠিত কনফারেন্স-এ লেনিনের প্রস্তাবে স্তালিনকে 'প্রস্তাবাবলী খসড়া রচনা কমিটির' সদস্য করা হয়। এই মনোনয়ন দ্বারাই প্রমাণিত হয় লেনিন স্তালিনকে পার্টির একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিশেবে গণ্য করেছেন।

প্রথম সাক্ষাতে এটি হচ্ছে লেনিন কর্তৃক স্তালিনের দ্বিতীয় স্বীকৃতি।

লেনিনের সঙ্গে স্তালিনের দ্বিতীয় সাক্ষাৎ ঘটে ১৯০৬ সালের এপ্রিল-মে মাসে—স্টক হোম-এ। সেখানে তখন সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টির চতুর্থ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। এই কংগ্রেসেও স্তালিন ট্রানস-ককেশীয় সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টির উভয় অংশের (বলশেভিক ও মেনশেভিক) ভোটাভুটিতে এই কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। সুনিশ্চিতভাবেই এটা স্তালিনের কম কৃতিত্ব নয়। এই কংগ্রেসে লেনিন এবং স্তালিনের মধ্যে কি কথাবার্তা হয় সে সম্বন্ধে কোনো তথ্য আমার জানা নেই।

উভয়ের মধ্যে পরবর্তী সাক্ষাৎকার ঘটে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টির লণ্ডনে অনুষ্ঠিত পঞ্চম কংগ্রেসে ১৯০৭ সালে। লণ্ডন কংগ্রেসেই লেনিন তিফলিস ছেড়ে স্তালিনকে বাকু যাওয়ার নির্দেশ দেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ প্রয়োজন যে, ট্রানস্-ককেশীয় অঞ্চলে বাকুই ছিল তখন বৃহত্তম শিল্প-নগরী। এবং রাশিয়ার শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম বৃহৎ সম্ভাবনাময় এক অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। স্তালিনের সাংগঠনিক দক্ষতার স্বীকৃতি হিশেবেই লেনিন স্তালিনকে এই গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে গিয়ে কাজ করবার নির্দেশ দেন।

এটি হচ্ছে লেনিন কর্তৃক স্তালিনের সাংগঠনিক দক্ষতার স্বীকৃতির তৃতীয় উদাহরণ।

১৯০৯ সালে স্তালিন লিখিত "ককেসাস থেকে চিঠি" শীর্ষক রাজনৈতিক বিশ্লেষণ মূলক রিপোর্টটি 'কি করে রিপোর্ট লিখতে হয়' তার উদাহরণ হিশেবে পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্রে লেনিন প্রকাশ করেন।

এটি হচ্ছে লেনিন কর্তৃক স্তালিনকে পঞ্চম স্বীকৃতির উদাহরণ।

১৯১০ সাল : স্তালিন কেন্দ্রীয় কমিটির তরফে রাশিয়ার অভ্যন্তরস্থ পার্টি সংগঠনের সংগঠক এবং পরামর্শদাতা হিশেবে লেনিন কর্তৃক মনোনীত হন এবং এই দায়িত্ব পালনের জন্য স্তালিনকে বাকু ছেড়ে সেন্ট পিটার্সবুর্গ-এ চলে আসতে হয়। উল্লেখ প্রয়োজন তখনও বলশেভিক অংশ রাশিয়ার অভ্যন্তরে কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনস্থ রুশ ব্যুরো তৈরী করেনি।

এটি হচ্ছে লেনিন কর্তৃক স্তালিনকে একজন দক্ষ সংগঠক এবং নেতা হিশেবে চতুর্থ স্বীকৃতি।

১৯১১ সাল : লেনিন লেখেন :

"কোবির * লেখা প্রবন্ধাদি গভীর মনোযোগ সহকারে পড়া উচিত। আমাদের প্রশান্ত থাকবার পরামর্শদাতাদের মতামত এবং আশা-আকাঙ্খার

* কোবি স্তালিনের একাধিক ছদ্মনামের একটি নাম।

খণ্ডনের যুক্তি এর চাইতে আরও ভালোভাবে আশা করা যায় না।"

এটি হচ্ছে লেনিন কর্তৃক স্তালিনের রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তা এবং বিপক্ষীয়দের যুক্তি খণ্ডনের ব্যাপারে স্তালিনকে পঞ্চম স্বীকৃতি।

১৯১২ সাল : ১৯১২ সালের জানুয়ারী মাসে রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির বলশেভিক অংশের জীবনে এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে। এই সময়েই প্রাগ কনফারেন্স-এ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টির মেনশেভিক অংশদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদে বলশেভিকরা স্বতন্ত্র পার্টি বলশেভিক পার্টি -নামে এক নতুন ধরণের পার্টি গঠন করে। স্তালিন তখন নির্বাসনে। তাই তিনি এই কনফারেন্স-এ যোগ দিতে পারেন নি। এই কনফারেন্স একটি সম্পূর্ণ নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি এবং একটি রুশ ব্যুরো গঠন করে। স্তালিনের অনুপস্থিতিতেই, লেনিনের প্রস্তাবে স্তালিনকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং রুশ ব্যুরোর সদস্য করা হয়। নির্বাসন থেকে স্তালিনের পলায়ণের ব্যবস্থাদি করবার জন্য লেনিন রুশ ব্যুরোকে নির্দেশ দেন। তদনুযায়ী স্তালিনকে প্রাগ কনফারেন্সের সিদ্ধান্তসমূহ জানানো হয়। স্তালিন ১৯১২ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী নির্বাসন থেকে আবার পলায়ণ করেন এবং সেন্ট পিটার্সবুর্গ-এ ফিরে এসে পার্টির দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। এই প্রাগ কনফারেন্সেই পার্টির দৈনিক মুখপত্র 'প্রাভ্‌দা' পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। স্তালিনের উদ্যোগেই ১৯১২ সালের ৫ই মে 'প্রাভদা'-র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

এটি হচ্ছে লেনিন কর্তৃক স্তালিনকে ষষ্ঠ স্বীকৃতির উদাহরণ।

এই ১৯১২ সালেই স্তালিন ডুমায় (রুশ পার্লিয়ামেন্ট) "শ্রমিক প্রতিনিধিদের প্রতি সেন্ট পিটার্সবুর্গ-এর শ্রমজীবীদের নির্দেশ" শীর্ষক একখানা ইশ্‌তেহার লেখেন এবং অনুমোদনের জন্য লেনিনের কাছে পাঠিয়ে দেন। স্তালিনের এই লেখাটি অনুমোদন করে লেনিন যখন প্রকাশের জন্য রাশিয়ায় ফেরত পাঠান তখন পাণ্ডুলিপিখানার মার্জিনে তিনি মন্তব্য করেন :

"সুনিশ্চিতভাবে পাণ্ডুলিপিখানা ফেরত পাঠাবেন। পরিচ্ছন্ন রাখুন। এই দলিলখানা সংরক্ষিত রাখা খুবই জরুরী।" (জোর লেনিনের)।

ঐ একই প্রসঙ্গে প্রাভ্‌দা পত্রিকার সম্পাদকের কাছে লেনিন লেখেন :

"সেন্ট পিটার্সবুর্গ ডেপুটিদের কাছে এই ম্যাণ্ডেটটি কোনো প্রকারের ব্যতিক্রম না করে বড়ো অক্ষরে, নজরে পড়বার মতো জায়গায় ছাপুন।" (ভি. আই লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলী (এর পর থেকে সং: র:); চতুর্থ রুশ সংস্করণ, খণ্ড ৩৫০ পৃ: ৩৮। "স্তালিন অ্যা সর্ট বায়োগ্রাফি", ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ পাবলিশিং হাউস; মস্কো; ১৯৫২ সালে প্রকাশিত বই থেকে উদ্ধৃত; পৃ: ৪৪)।

এটি হচ্ছে লেনিন কর্তৃক স্তালিনকে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন কিভাবে বুর্জোয়া সংসদকে ব্যবহার করে সে সম্বন্ধে স্তালিনের কলা কৌশলে দক্ষতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সপ্তম উদাহরণ।

১৯১৩ সাল : ১৯১৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে ২৫শে ফেব্রুয়ারীর যে কোনো একদিন (সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নি) ম্যাকসিম গর্কির কাছে এক চিঠিতে লেখেন :

"জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ ঐকমত্য পোষণ করি, এ বিষয়ে আরও গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। আমরা একজন বিস্ময়কর "Magnificent" জর্জীয় পেয়েছি। তিনি 'প্রস্ভেস্চেনিয়ে [এনলাইটেনমান্ট' বা আলোকবর্তিকা] পত্রিকার জন্য একটি বড়ো-সরো প্রবন্ধ লেখার কাজে হাত দিয়েছেন এবং এর জন্য তিনি অস্ট্রীয় ও অন্যান্য দলিল-পত্র সবকিছু সংগ্রহ করেছেন।" ("লেনিন এবং গর্কি" প্রগ্রেস পাবলিশার্স, মস্কো; ১৯৭৩, পৃ: ১০২;) *

এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ প্রয়োজন যে, সেই সময়ে পার্টির নির্দেশে জাতি সমস্যা সম্বন্ধে পার্টির অনেক সদস্যই প্রবন্ধাদি লিখেছিলেন। লেনিন সেই সব লেখা পড়ে মন্তব্য করেন :

"সম্প্রতিকালে সোশ্যাল ডেমোক্রেটদের জাতীয় প্রোগ্রাম সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করা হয়েছে। এই সম্পর্কে স্তালিনের প্রবন্ধটি সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে" (লেনিন : সং; র; রুশ সংস্করণ, খণ্ড ১৯ পৃ: ৪৮৮। "স্তালিন অ্যা সর্ট বায়োগ্রাফি" পৃ: ৪৫ থেকে উদ্ধৃত।)

এই প্রসঙ্গে আরও বলা প্রয়োজন যে, জাতি সমস্যা সম্বন্ধে স্তালিনের এই গভীর এবং সুদূর-বিস্তৃত জ্ঞান দেখে স্বয়ং লেনিন এ বিষয়ে আরও অধ্যয়ণের জন্য স্তালিনকে ভিয়েনায় নিয়ে যান এবং সেখানে থেকে স্তালিন যাতে করে জাতি সমস্যা সম্বন্ধে অস্ট্রীয় এবং অন্যান্যদের লেখা পড়তে পারেন তার সমস্ত ব্যবস্থা করে দেন। ভিয়েনায় বসেই স্তালিন তাঁর সুবিখ্যাত বই "মার্কসবাদ এবং জাতিসমূহের সমস্যাবলী" বইখানা লেখা সম্পূর্ণ করেন।

এটি হচ্ছে লেনিন কর্তৃক বিস্ময়কর আবিষ্কারের প্রতি আস্থা প্রদর্শনের অষ্টম এবং নবম উদাহরণ।

১৯১৭ সাল : ১৯১৬ সালের ডিসেম্বর মাস। স্তালিন তখন ক্রাস্নোইয়ারস্ক-এ নির্বাসিত। জার-এর অফিস থেকে ফারমান এসেছে স্তালিনকে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে তাঁকে ফৌজী পাহারায় অচিনস্ক-এ নিয়ে আসা হয়। সেখানে এসেই স্তালিন ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের খবর পান। কাল বিলম্ব না করে স্তালিন পলায়ণের সিদ্ধান্ত নেন। ১২ মার্চ, ১৯১৭ সাল রাত্রির অন্ধকারে দুরন্ত শীতের মধ্যে পায়ে হেঁটে রাজধানী মস্কো এসে পৌঁছোন। পার্টি স্তালিনকে 'প্রাভদা' পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্ব দেয়। সুদীর্ঘ কাল স্বেচ্ছানির্বাসনের পরে ১৯১৭ সালের ৩রা এপ্রিল লেনিনও রাশিয়ায় ফিরে আসেন। আবার লেনিন-স্তালিন মিলন হয়। বলশেভিক পার্টি তখন আর বেআইনী সংগঠন নয়। তার পরের দিনই লেনিন তাঁর ঐতিহাসিক 'এপ্রিল থিসিস' উপস্থিত ও ব্যাখ্যা করেন : আর বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব নয়; এবার প্রলেতারিয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

১৯১৭ সালের ২৪শে এপ্রিল বলশেভিক পার্টির সপ্তম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই কনফারেন্সের পরেই, ১৯১৭ সালের মে মাসে লেনিনের প্রস্তাবে বিপ্লব পরিচালনা করার জন্য এবং বিপ্লব চলাকালীন তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক-সামরিক-সাংগঠনিক নির্দেশাদি দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে একটি ক্ষুদ্র ব্যুরো গঠিত হয় এবং এই ব্যুরোর নাম দেওয়া হয় 'পলিটিক্যাল ব্যুরো' — পরবর্তী কালে পলিটব্যুরো নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করে। লেনিনের প্রস্তাবে স্তালিনকে এই পলিটিক্যাল ব্যুরোর সদস্য করা হয়।

এটি লেনিন কর্তৃক স্তালিনের রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক দক্ষতার দশম স্বীকৃতির উদাহরণ।

১৯১৮ সাল : ১৯১৮ সাল। জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ বিরতি এবং শান্তি চুক্তি

* এই বই-এর পশ্চাদনোট-এ বলা হয়েছে : "জে, ভি, স্তালিনের কথা বলা হয়েছে। তিনি "জাতি সমস্যা এবং সোশ্যাল ডেমোক্রেসী" শীর্ষক প্রবন্ধটি লিখছিলেন।।" ঐ; পৃ: ৩৭৪।

সম্পাদনের জন্য ট্রট্স্কিকে ব্রেস্ট-লিটভ্‌সক-এ পাঠানো হয়। ১৯১৮ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী ট্রট্স্কি লেনিনের পরামর্শ চেয়ে একটি টেলিগ্রাম পাঠান। ট্রট্স্কির টেলিগ্রামের উত্তরে লেনিন জানান :

"এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমাকে স্তালিনের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।"—লেনিন

তিন দিন পরে ১৮ই ফেব্রুয়ারী লেনিন এক টেলিগ্রামে জানান :

এই মাত্র স্তালিন এসে পৌঁচেছেন। আমরা উভয়ে পরিস্থিতি বিবেচনা করবো এবং যতো শীঘ্র সম্ভব আপনাকে একটা যৌথ উত্তর পাঠাবো। —লেনিন

স্তালিন লেনিনের যে কতোখানি আস্থাভাজন ছিলেন এবং লেনিন যে স্তালিনের পরামর্শের উপরে কতোখানি নির্ভর করতেন এই টেলিগ্রামটিই তার জাজ্বল-মান উদাহরণ।

দুই □

গৃহযুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায়*

(১৯১৮—১৯২০)

কালিনিন স্তালিন সম্বন্ধে বলেছেন :

"১৯১৮ সাল থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে স্তালিন ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যাঁকে কেন্দ্রীয় কমিটি যুদ্ধের এক ফ্রন্ট থেকে আর এক ফ্রন্টে দৌড় করিয়েছে, বিশেষ করে সেই সব স্থানে যেখানে বিপ্লব সব চাইতে বেশী বিপদের সম্মুখীন হয়েছে।"

কালিনিন-এর বক্তব্যের প্রতিটি অক্ষরই সঠিক।

জারিৎসিন ফ্রন্ট : স্তালিনকে সর্ব প্রথমে পাঠানো হয় জারিৎসিন ফ্রন্ট-এ। এখানে তাঁকে কিন্তু সেনা বাহিনীর কার্য কলাপের পরিদর্শক হিশেবে পাঠানো হয়নি। স্তালিনকে জারিৎসিন-এ পাঠানো হয়েছিল দক্ষিণ রাশিয়ার মধ্য দিয়ে ভেঙে পড়া খাদ্য সরবরাহ লাইনটিকে পুনর্গঠিত করবার জন্য এবং মস্কোতে খাদ্য সরবরাহ সুনিশ্চিত করবার জন্য। উল্লেখ প্রয়োজন, জারিৎসিন-এর পরিস্থিতির ওপরেই, অর্থাৎ, জারিৎসিন এবং তার চতুর্দিকের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহের ওপরে বলশেভিকদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার ওপরেই এই খাদ্য সরবরাহ লাইনের ও নিয়মিত খাদ্য সরবরাহের সুনিশ্চয়তা নির্ভরশীল ছিল। ডন অঞ্চলে কসাকদের বিদ্রোহ এবং জারিৎসিন হারানোর অর্থ ককেসাস-এর উত্তরাঞ্চলের সমগ্র গমোৎপাদন অঞ্চল হারানো।

স্তালিন জারিৎসিন-এ এসে এক টেলিগ্রামে লেনিনকে জানান :

"কমরেড লেনিন, আপনি সুনিশ্চিত থাকুন যাদের চোখ রাঙানোর প্রয়োজন তাদের আমি তাই-ই করছি। কাউকেই রেহাই দেওয়া হচ্ছেনা। আমাকেও নয়, অন্যদেরও নয়। যাই ঘটুক না কেন, আমরা আপনাদের গম পাঠাবোই। যদি আমাদের সামরিক বিশেষজ্ঞগণ (যাদের মাথা মোটা) অলস না হতেন বা ঘুমিয়ে না থাকতেন, তবে আমাদের লাইন ভেঙে ফেলা যেতোনা। এবং আমরা যদি তা পুনরুদ্ধার করতে পারি তা হলে তা ওঁদের জন্য (সামরিক অফিসারদের জন্য) হবে না, বরঞ্চ তারা থাকা সত্ত্বেও তা হবে।"

স্তালিনের এই চিঠির শেষের দুই লাইন খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ। খাদ্য সরবরাহের অ-সামরিক কাজে এসে তিনি সামরিক অফিসারদের কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

স্তালিন গোটা অঞ্চলটাকে একটা অভাবনীয় বিশৃঙ্খলাপূর্ণ অবস্থায় দেখতে পান। সোভিয়েত প্রতিষ্ঠানগুলি, কমিউনিস্ট এবং সামরিক সংগঠনাদি পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং পরস্পর ঝগড়ায় রত। সমস্ত দিক থেকে তারা কসাক প্রতিবিপ্লবীদের মুখোমুখী। এই কসাকরা আবার জার্মান দখলদার বাহিনী থেকে ক্রমাগত সাহায্য পেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। শ্বেতরক্ষী বাহিনী জারিৎসিন-এর চারপাশের শহরগুলি একের পর এক দখল করে নিচ্ছে। ফলে মস্কো এবং পেট্রোগ্রাদ যে শস্যাদির অপেক্ষায় দিন কাটাচ্ছে তা সরবরাহ তো বন্ধ হয়ে গেছেই—তা ছাড়া জারিৎসিন-এর অবস্থাও আশঙ্কাজনক হয়ে উঠেছে।

এই সমস্ত অবস্থা বিচার-বিশ্লেষণ করে স্তালিন অনুভব করলেন যে, তার নিজের হাতে সামরিক দায়িত্ব তুলে নেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই। এখানকার সামরিক নেতৃত্ব খুবই দুর্বল এবং দ্বিধাগ্রস্থ, দোনোমোনো মানসিকতায় আক্রান্ত। তাই ১৯১৮ সালের ১১ই জুলাই স্তালিন আর একখানা টেলিগ্রামে লেনিনকে জানান :

"উত্তর ককেসাস-এর সামরিক দপ্তরের কর্ম-কর্তাগণ প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সম্পূর্ণ অযোগ্য। যেহেতু ওঁরা নিজেদের সাধারণ সদর দপ্তরের অধীনস্থ কর্মচারী [ট্রট্স্কির সমর দপ্তরের] বলে মনে করেন এবং যেহেতু তারা মনে করেন যে, তাদের দায়িত্ব হচ্ছে কেবলমাত্র অভিযানের পরিকল্পনা তৈরী করা। তাই তারা অবস্থার প্রতি নির্বিকার এবং যুদ্ধের কোনো কিছুতেই তারা আগ্রহ দেখায় না।"

স্তালিন সেই ধাতুতে গড়া মানুষ নন, যিনি পরিদর্শক হিশেবে ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখার পরে একটা রুটিন রিপোর্ট লিখেই তাঁর দায়িত্ব শেষ করবেন। প্রয়োজন বোধ করলে—আনুষ্ঠানিকতার শেকল ভেঙে যে কোনো বিভাগে হস্তক্ষেপ করবার মতো মানুষ তিনি। কারণ, বিপ্লবের স্বার্থের সামনে আনুষ্ঠানিকতা কোনো অজুহাত-ই হতে পারে না; বিপ্লবের দায়িত্ব তাঁর জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাই, স্তালিন উল্লিখিত টেলিগ্রামে আরও লেখেন :

"যখন কালিনিন-এর ফ্রন্টের (উত্তর ককেসিয়া) সরবরাহ লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তখন আমি মনে করিনা যে, এসব নির্বিকার চিত্তে আমার দেখে যাওয়া উচিত। আমি এই দুর্বলতার এবং স্থানীয় আরও অনেক দুর্বলতার সংশোধন করবো। আমি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করছি এবং ভবিষ্যতেও করবো, এমন কি যারা আমাদের সর্বনাশ করছে, সে সব রেজিমেন্টাল ও স্টাফ অফিসারদের অপসারণ করেও—আনুষ্ঠানিক অসুবিধে থাকা সত্ত্বেও। প্রয়োজন মনে করলে আমি সে সব বাধা মানবোনা। এর জন্য, স্বভাবতই, আমার কাঁধেই সমস্ত দায়িত্ব তুলে নিচ্ছি।"

এই হচ্ছেন স্তালিন! বিপ্লবের স্বার্থের চাইতে আর কোনো কিছুই বড়ো নয়—এই মনোভাব স্তালিন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অনুসরণ করেছেন। সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে স্তালিন তাঁর "শেষ জীবনে" আনুষ্ঠানিকতার শেকল ভেঙে যে সংগ্রাম করেছিলেন তাকেই—স্তালিন সমালোচকগণ 'গণতন্ত্র' আর আনুষ্ঠানিকতার দোহাই দিয়ে স্তালিনের "শেষ জীবন"-কে কালো করে দেখাবার অপচেষ্টা করেছেন। কিন্তু লেনিন কি স্তালিনের এই আনুষ্ঠানিকতার শেকল ভেঙে বিপ্লবের স্বার্থকে রক্ষা করবার পথকে সমর্থন করেছিলেন?

স্তালিনের এই টেলিগ্রামের উত্তরে মস্কো থেকে টেলিগ্রামে স্তালিনকে

---

* এই অধ্যায়ের ঘটনাগুলিকে ও সেই সম্পর্কিত উদ্ধৃতি সমূহকে খানিকটা সম্পাদনা করা হয়েছে বিষয়বস্তুকে সংক্ষিপ্ত করার প্রয়োজনে। তা ছাড়া, এই অধ্যায়টি হেনরি বারবুস লিখিত 'স্তালিন' থেকে নেওয়া হয়েছে।

জানানো হয়ঃ

"শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করুন, সেনাবাহিনীর ডিট্যাচমেন্ট থেকে বাছাই করে নিয়ে নিয়মিত বাহিনী গড়ে তুলুন। উপযুক্ত কমাণ্ড নিয়োগ করুন, সমস্ত অবাধ্যদের বরখাস্ত করুন।"

এই টেলিগ্রামটি এসেছিল "কেন্দ্রীয় বিপ্লবী সমর পরিষদ" থেকে। স্তালিনকে আশ্বস্ত করার জন্য, এই টেলিগ্রামে আরও বলা হয়ঃ

"লেনিনের অনুমোদন নিয়েই এই টেলিগ্রাম পাঠানো হলো।"

স্তালিনের বিচার-বিশ্লেষণের ওপরে এবং স্তালিনের কার্যকলাপের ওপরে লেনিনের গভীর আস্থারই পরিচয় পাওয়া যায়—সামরিক নেতাদের হাত থেকে নেতৃত্ব ছিনিয়ে নিয়ে স্তালিনের ওপরে সমস্ত দায়িত্ব অর্পণে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ প্রয়োজন, সামরিক বিভাগের সর্বোচ্চ দপ্তর—সাধারণ সদর দপ্তরের—প্রধান ছিলেন ট্রট্স্কি। ট্রট্স্কির ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও স্তালিনের প্রতি লেনিনের এই আস্থা প্রকাশ এবং দায়িত্ব অর্পণে, স্বভাবতই ট্রট্স্কি ক্ষুব্ধ হন এবং অপদস্থ বোধ করেন। ট্রট্স্কি সমর দপ্তরের প্রধান পদ থেকে পদত্যাগের হুমকি দেন। লেনিন ট্রট্স্কির এই পদত্যাগ পত্র গ্রহণ না করে ট্রট্স্কিকে তাঁর দায়িত্ব পালন করতে বলেন। কিন্তু সে এক স্বতন্ত্র ইতিহাস।

মস্কোর টেলিগ্রাম পাওয়ার পরে স্তালিন জারিৎসিন-এ একটি "বিপ্লবী সমর পরিষদ" গঠন করেন এবং এই পরিষদের মাধ্যমে নিয়মিত সেনাবাহিনীকে পুনঃসংগঠিত করার কাজ শুরু করে দেন। সেনাবাহিনীর উঁচু মহল থেকে আরম্ভ করে সরবরাহ ব্যবস্থা, ফ্রন্ট লাইনের পশ্চাদভাগের সামরিক সংগঠন, কমিউনিস্ট ও সোভিয়েত সংগঠন পর্যন্ত সমস্ত জায়গা থেকে প্রতিবিপ্লবীদের অপসারণ করা হয় এবং নতুন করে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হয়।

কিন্তু, এই-ই সব নয়। গোটা জারিৎসিন শহরে এসে জমায়েত হয়েছিল শ্বেতরক্ষীর মানুষজন, বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী, উগ্র রাজতন্ত্রী এবং সন্ত্রাসবাদীরা, সেসব কিছুকে একেবারে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে ধুয়ে মুছে সাফ করে দেওয়া হয়। স্তালিনের নেতৃত্বে বিপ্লবী সামরিক পরিষদ একটি বিশেষ চেকা সংগঠন গড়ে তোলে। এই সংগঠনই সমস্ত সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ওপরে কড়া নজর রাখে। বাম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীরা বিপদ ঘটাতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে লেনিন এক টেলিগ্রামে স্তালিনকে সতর্ক করে দেন। এই টেলিগ্রামের উত্তরে স্তালিন এক টেলিগ্রামে লেনিনকে জানানঃ

"হিস্টিরিয়া রোগগ্রস্তদের সম্বন্ধে আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না। আমরা কঠোর হচ্ছি। শত্রুদের সঙ্গে আমরা শত্রুর মতোই আচরণ করবো।"

সোভিয়েত সেনাবাহিনী থেকে পলাতক এবং পরে শ্বেতরক্ষী বাহিনীর জনৈক অফিসার নভোসোভিচ্ এই সময়ে প্রতি-বিপ্লবীদের মুখপত্র "দ্য মার্জ অব দ্য ডন" পত্রিকার ১৯১৯ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী এক প্রবন্ধে লেখেনঃ

"স্তালিন একবার যা আরম্ভ করেন—তা শেষ না করে পরিত্যাগ করবার মতো ব্যক্তি তিনি নন।"

নভোসোভিচ্ জারিৎসিন-এ স্তালিনের কার্য-কলাপ সম্বন্ধে, ঐ প্রবন্ধে আর একটি ঘটনারও উল্লেখ করেন। তিনি লেখেনঃ

"জারিৎসিন-এর তৎকালীন সামরিক নেতাদের অপসারণে ট্রট্স্কি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তিনি লেনিনের কাছে একটি টেলিগ্রামে জানান যে, সদর দপ্তরের স্টাফ এবং কমিশারদের তাদের স্ব স্ব পদে পুনর্বহাল করা এবং তাদের কাজ করবার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। স্তালিন ঐ টেলিগ্রামটি নিয়ে তার মধ্যে মন্তব্য যোগ করে দেনঃ

"এই কথায় কান দেবেন না।"

লেনিন স্তালিনের মন্তব্য অনুযায়ীই ট্রট্স্কির বক্তব্যে "কান দেননি" এবং অপসারিতদের পুনর্বহালের কোনো নির্দেশও দেননি।

অবশেষে, জারিৎসিন-এর যুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়। পরবর্তীকালে জারিৎসিন সোভিয়েত এই জায়গার নাম পরিবর্তন করে স্তালিনগ্রাদ নামকরণ করে।

পূর্ব ফ্রন্টের পার্ম-এঃ পার্ম ফ্রন্টের অবস্থা সেই জারিৎসিন-এর মতোই হতাশাজনক। লেনিন পার্ম-এর বিপ্লবী সমর পরিষদ-এর কাছে এক টেলিগ্রামে জানানঃ

"আমরা পার্ম-এর আশেপাশের অঞ্চল থেকে এবং ওখানকার পার্টি থেকে তৃতীয় বাহিনীর মদ্যপায়িতা ও মাতলামোর এবং তার ফলে বিপজ্জনক অবস্থার অসংখ্য রিপোর্ট পেয়েছি। আমি স্তালিনকে পাঠাবার কথা ভাবছি।"

কেন্দ্রীয় কমিটি স্তালিন এবং ঝারঝেনেসেকি-কে পার্ম-এ পাঠায়। জারিৎসিন-এর মতো একই ব্যবস্থা গ্রহণ করে ১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসেই শত্রুদের অগ্রাভিযান রোধ করা সম্ভব হয় এবং সমগ্র পূর্বফ্রন্টে আক্রমণাত্মক অভিযান চালিয়ে উরালস্ক পর্যন্ত দখল করা হয়।

স্তালিনের দক্ষতার প্রতি লেনিনের আস্থার আরও একটি উদাহরণ এটি।

পেত্রোগ্রাদ ফ্রন্ট-এঃ পার্ম ফ্রন্ট থেকে ফিরে এসে দু'মাসও কাটেনি, স্তালিনকে ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে আবার পাঠানো হয় পেত্রোগ্রাদ ফ্রন্ট-এ। এই সময় পেত্রোগ্রাদ ফ্রন্টের অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন। পেত্রোগ্রাদ হাতছাড়া হয় হয় অবস্থা। এবারও কেন্দ্রীয় কমিটি অবস্থা সামাল দেওয়ার জন্য স্তালিনকেই পেত্রোগ্রাদ ফ্রন্ট-এ পাঠায়। স্তালিনের জবানীতেই এখানে পেত্রোগ্রাদ ফ্রন্টের অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হলো। স্তালিন লেনিনকে জানানঃ

"ক্রাসনায়া-গর্কার অব্যবহিত পরেই সেরায়া-লেসাদ-এ আক্রমণ চালানো হয়। সমস্ত দুর্গে এবং নগর দুর্গে দ্রুত শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। নৌ-বিশেষজ্ঞগণ আমাকে বলেন যে ক্রাসনায়াগর্কা দখল-কৌশল নৌ-বিজ্ঞানের সমস্ত তত্ত্ব বাতিল করে দিয়েছে। তাঁরা যাকে বিজ্ঞান বলেন—তাকে আমি শোচনীয় বলে মনে করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারি না। গর্কা দখলের জন্য স্থল পথে এবং জলপথে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল আমি এবং সাধারণভাবে নাগরিকেরা তার বিরুদ্ধে সশস্ত্রভাবে হস্তক্ষেপ করে আমাদের উদ্ভাবিত নিজস্ব নির্দেশের ওপরে জোর দিয়ে বিদ্যুৎ গতি আক্রমণে গর্কা দখল করা হয়। আপনাকে জানানো কর্তব্য বলে জানাচ্ছি যে, বিজ্ঞানের প্রতি আমার শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনে ভবিষ্যতেও আমি এরূপভাবেই কাজ করবো।"

নৌ-বিশেষজ্ঞদের নির্দেশ বাতিল করে দিয়ে স্তালিন নির্দেশিত বিদ্যুৎ-গতি 'অবৈজ্ঞানিক' অভিযানের ফল কি হয়েছিল ছয় দিন পরে লেনিনের কাছে স্তালিনের দ্বিতীয় টেলিগ্রামটিতেই তা বর্ণিত হয়েছেঃ

আমাদের সৈন্যদের মধ্যে আমূল পরিবর্তন শুরু হয়েছে। গত সপ্তাহের একটি দিনেও দলবদ্ধ বা ব্যক্তিগতভাবে পলায়নের কোনো ঘটনা ঘটেনি। হাজার হাজার পলায়নকারী ফিরে এসেছে। শত্রু শিবির থেকে আমাদের শিবিরেও সৈন্যদের চলে আসার ঘটনাও আরও অনেক বেশী দ্রুত ঘটছে—এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্রসহই তারা চলে আসছে। আমরা এখনও প্রস্তাবিত অতিরিক্ত সৈন্য (রি-ইনফোর্সমেণ্ট) পাইনি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা অগ্রাভিযান চালিয়ে যেতে পারছি। এখন আমাদের পুরোণো লাইনে থাকা অসম্ভব, কারণ, এই লাইন পেত্রোগ্রাদের খুবই নিকটে। এই মুহূর্তে আমাদের আক্রমণ সার্থক

হয়েছে এবং শত্রুরা পিছু হঠছে। আজ আমরা কারনোভা, ভরোনিনা, স্লেপিজ্জো এবং কাসকোভার লাইনগুলো দখল করছি। আমরা বন্দুক, মেশিনগান এবং গোলা-বারুদ দখল করেছি। শত্রু-জাহাজ আসেনি, স্বভাবতই তারা ক্রাসনা-গর্কাকে ভয় পাচ্ছে—যা এখন আমাদের সম্পূর্ণ দখলে।"

দক্ষিণাঞ্চলের ফ্রন্ট-এ : এবার চলুন যাই দক্ষিণাঞ্চলের ফ্রন্ট-এ। সেই একই অবস্থা এই ফ্রন্টেরও। সমস্যাও একই, আসন্ন বিপর্যয়ের হাত থেকে কি করে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে এবং কেইবা এই পরিত্রাতার ভূমিকা পালন করবেন? ম্যানিউলস্কি লিখেছেন :

"প্রত্যেকেই ১৯১৯ সালের হেমন্তকালের কথা জানেন। এ ছিল সমগ্র গৃহযুদ্ধের এক নির্ধারক এবং সংকটাপূর্ণ মুহূর্ত।"

কে এই বিপত্তারণ যিনি এই বিপদ থেকে সোভিয়েত রাশিয়া এবং সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করতে পারেন? এই চূড়ান্ত গৃহ যুদ্ধে জয়ী হতে পারেন? স্তালিন। স্তালিনই একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি। কেন্দ্রীয় কমিটি এবারও স্তালিনকেই এই কাজের জন্য মনোনীত করে। কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটি এবার আর 'ঠুটো জগন্নাথ' করে স্তালিনকে পাঠায় না। কেন্দ্রীয় বিপ্লবী সমর পরিষদ-এর পূর্ণ সদস্য করে এবং এই কমিটির স্বীকৃত প্রতিনিধি হিশেবেই স্তালিনকে এই ফ্রন্টে পাঠানো হয়। এটা স্তালিনের দক্ষতার একটা বড়ো স্বীকৃতি। অর্থাৎ এই ফ্রন্টের সর্বময়কর্তা হিশেবেই স্তালিনকে পাঠানো হয়। ট্রটস্কির সদর দপ্তরকে ডিঙিয়ে কেন এবং কিভাবে স্তালিনকে সংশ্লিষ্ট ফ্রন্টের সর্বময় কর্তৃত্ব দেওয়া হলো? ম্যানিউলস্কি এই প্রসঙ্গে বলেন :

"আজ এই ঘটনা গোপন করার কোনো প্রয়োজন নেই যে, স্তালিন দক্ষিণাঞ্চলের ফ্রন্টে যাবার আগে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে তিনটি শর্ত পেশ করেন। প্রথম : দক্ষিণাঞ্চলের ফ্রন্টে কাজ-কর্মের ব্যাপারে ট্রটস্কি নাক গলাতে পারবেননা। তিনি যেখানে রয়েছেন সেখানেই তাঁকে থাকতে হবে, দ্বিতীয় : সেনাবাহিনীর যে সমস্ত নেতৃস্থানীয় অফিসার সেনাবাহিনীর অবস্থা পুনরুদ্ধারে অপারগ বলে স্তালিন মনে করবেন, স্তালিনের নোট পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেইসব অফিসারদের তাঁদের স্ব স্ব দায়িত্ব থেকে তুলে আনতে হবে, এবং তৃতীয় : স্তালিন যেসব নেতৃস্থানীয় সেনা অফিসারদের উপযুক্ত বলে মনে করবেন, স্তালিনের নোট পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের দক্ষিণাঞ্চল ফ্রন্টে পাঠিয়ে দিতে হবে।

"কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় ট্রটস্কির উপস্থিত এবং বিরোধিতা সত্বেও কেন্দ্রীয় কমিটি এই শর্ত তিনটি মেনে নিয়েছিল।"

স্তালিনের প্রতি কেন্দ্রীয় কমিটি এবং লেনিনের অগাধ আস্থার এটি আর একটি উদাহরণ।

দক্ষিণাঞ্চলের ফ্রন্টের সব ব্যবস্থা বা অব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে সর্বপ্রথমে অভিযানের জন্য ট্রটস্কির সদর দপ্তরের নেতৃত্বে যে পরিকল্পনাটি গৃহীত হয়েছিল স্তালিন তা বাতিল করে দেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে অনুমোদনের জন্য একটি নতুন পরিকল্পনা পেশ করেন। আসুন, আমরা সেই ঐতিহাসিক বিকল্প পরিকল্পনা সম্বলিত লেনিনের কাছে লেখা চিঠিখানা পড়ি এবং স্তালিনের দূরদৃষ্টি এবং সামরিক পরিকল্পনা রচনায় স্তালিনের দক্ষতার বিষয়ে পরিচিত হই। লেনিনের কাছে স্তালিন লিখেছেন :

"দুই মাস আগে উচ্চতর কমিটি মেনে নিয়েছিলেন যে, প্রধান আক্রমণ পরিচালিত হবে পশ্চিম থেকে পূবে ডনেট্জ বেসিন-এর মধ্য দিয়ে। এই অভিযান কার্যকরী করা হয়নি, কারণ, গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ থেকে সৈন্যরা তখন পশ্চাদপসারণ করছিল এবং তার ফলে সৈন্যদের শক্তি পুনর্বণ্টন ঘটে যায়। আর তার ফলে অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়, এবং ডেনিকিন তার পূর্ণ সুযোগ নেয়। কিন্তু, বর্তমানে, সেনাবাহিনীর পুনর্বণ্টনের ফলে পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। অষ্টম বাহিনী (পুরোনো দক্ষিণ ফ্রন্টের অন্যতম প্রধান বাহিনী) এগিয়ে গিয়েছে এবং বর্তমানে তাদের সামনে রয়েছে ডনেটজস্ বেসিন। বুদেনির অশ্বারোহী বাহিনীও (আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বাহিনী) এগিয়ে গেছে। একটি নতুন বাহিনীও সংযোজিত হয়েছে, এটি হচ্ছে লেটিস ডিভিশন। এটি এক মাসের মধ্যে পুনর্গঠিত হওয়ার পরে ডেনিকিনকে আবার সন্ত্রস্ত করে তুলবে। ...উচ্চতর কমিটির এই পুরোনো পরিকল্পনা বজায় রাখবার বাধ্যবাধকতা কোথায়? স্পষ্টতই, এটা হচ্ছে একগুঁয়েমীর মনোভাব এবং রণনীতিবিদ্‌দের কর্তা * দ্বারা লালিত-পালিত। এ হচ্ছে স্বল্প দৃষ্টি দোষে দুষ্ট এবং প্রজাতন্ত্রের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক।

"কিছুদিন আগে উচ্চতর কমিটি করিনকে ** ডেকেডন প্রান্তর অতিক্রম করে নভরোসিস্ক-এর দিকে এগিয়ে যাবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এই প্রান্তর ছিল এমন এক পথ, যা অতিক্রম করা আমাদের বিমান সেনাদের পক্ষেই সম্ভব, কিন্তু আমাদের পদাতিক বা গোলন্দাজ বাহিনীর পক্ষে বিরুদ্ধপক্ষীয়ের দেশের মধ্য দিয়ে এই নির্বোধ অভিযান সম্পূর্ণভাবেই মারাত্মক হতো। ...এই কারণেই, পুরোনো পরিকল্পনা এক মুহূর্তও দেরী না করে এক্ষুণিই পরিবর্তন করতে হবে। এবং তার পরিবর্তে খারকভ্ এবং ডনেট্জ বেসিনের মধ্য দিয়ে রোস্টভ-এ কেন্দ্রীয় আক্রমণ চালাতে হবে। তাহলে, প্রথমত, বিরুদ্ধাচারীদের দেশের মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে হবেনা, বরঞ্চ বন্ধুত্বপূর্ণ পারিপার্শ্বিকই পাওয়া যাবে এবং তা আমাদের অগ্রগতিকে সাহায্য করবে, দ্বিতীয়ত, আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ দখল করতে পারবো (ডনেট্জ-এর) ও ডেনিকিন-এর যোগাযোগের প্রধান লাইন— ভরোনেজ-রোস্টভ লাইন—বিচ্ছিন্ন করতে পারবো; তৃতীয়ত, আমরা ডেনিকিন-এর বাহিনীকে দুই ভাগে বিভক্ত করতে পারবো—যার মধ্যে একটি হচ্ছে "স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী।" মাখনোরাই তাদের মোকাবেলা করতে পারবে এবং একই সময়ে আমরা কসাক বাহিনীর পশ্চাদ-দেশকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবো; চতুর্থত, আমরা হয়তো ডেনিকিন-এর সঙ্গে কসাকদের সম্পর্ক তিক্ত করে দিতে পারবো, কারণ, যদি আমাদের অগ্রগতি সার্থক হয়, তবে কসাকদের পশ্চিমে পশ্চাদপসরণ করার চেষ্টা ডেনিকিন করবে, কিন্তু কসাকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তা মেনে নিতে অস্বীকার করবে এবং পঞ্চমত, আমরা কয়লা পাবো অথচ ডেনিকিন তা মোটেও পাবেনা। অভিযানের এই পরিকল্পনা গ্রহণে কোনো সময় নষ্ট করলে চলবেনা। ...সংক্ষেপে, যে পরিকল্পনা সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর ফলে সেকেলে এবং অকেজো হয়ে গেছে, সেই পুরোনো পরিকল্পনাকে আর কাজে লাগানো চলবেনা; তা হলে প্রজাতন্ত্র বিপদগ্রস্থ হবে এবং নিঃসন্দেহে ডেনিকিন-এর অবস্থানকে শক্তিশালী করা হবে। এর পরিবর্তে একটি নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এর জন্য অবস্থা এবং শর্তাদিই শুধুমাত্র পরিপক্ক নয়, অধিকন্তু এই পরিবর্তন খুবই জরুরী হয়ে উঠেছে। ...অন্যথায়, দক্ষিণ ফ্রন্টে আমার কাজ অর্থহীন, অপরাধজনক এবং অনুপোযোগী। এর ফলে আমাকে এখান থেকে চলে যেতে বাধ্য করার অধিকার দেওয়া হোক—তা যেখানেই হোক, এমন কি জাহান্নমেও, কিন্তু এখানে আর থাকা নয়। —আপনার স্তালিন।"

---

* ট্রটস্কির কথা বলা হয়েছে।

** জনৈক সেনাধ্যক্ষ।

কি গভীর আত্মবিশ্বাস আর কি গভীর অন্তর্দৃষ্টি ! স্তালিনের এই চিঠি লেনিন আলোচনার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটিতে পেশ করেন। কেন্দ্রীয় কমিটি স্তালিনের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে কোনো দ্বিধা বোধ করেননি. লেনিন তাঁর নিজ হাতে দক্ষিণ ফ্রন্টের জেনারেল স্টাফ-এর কাছে তাদের পরিকল্পনা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা লিখে জানান। স্তালিনের পরিকল্পনানুযায়ীই দক্ষিণ ফ্রন্টের প্রধান আক্রমণ পরিচালনা করা হয় সকলেই জানেন, ফল কি হয়েছিল। ডেনিকিন-এর সেনাবাহিনীকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, ইউক্রেন এবং উত্তর ককেসাস শ্বেত-রক্ষী বাহিনী মুক্ত হয়েছিল এবং গৃহযুদ্ধে বিপ্লব হয়েছিল জয়যুক্ত।

স্তালিনের চিঠির শেষের দুই লাইনই কি স্তালিনের প্রতি লেনিনের আস্থার এবং লেনিনের প্রতি স্তালিনের গভীর শ্রদ্ধা ও আস্থার উদাহরণ নয় ?

র‍্যাঙ্গল ফ্রন্ট : নিঃসন্দেহে গৃহ যুদ্ধে বিপ্লব জয়যুক্ত হয়েছে, কিন্তু তখনও শ্বেত-রক্ষীবাহিনীর অধিনায়ক র‍্যাঙ্গল-এর আক্রমণ প্রতিহত ও বিপর্যস্ত করার কাজটি বাকী ছিল। শিল্পীর শিল্প কর্মের শেষ তুলির টানটি দেওয়ার জন্য তাই, কেন্দ্রীয় কমিটি এবারেও স্তালিনের ওপরে সেই দায়িত্বভার অর্পণ করে। ১৯২০ সালের ৩রা আগস্ট কেন্দ্রীয় কমিটি নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গ্রহণ করে :

"র‍্যাঙ্গল-এর কৃতকার্যতায় এবং কুবান অঞ্চল বিপদগ্রস্ত হওয়ায় র‍্যাঙ্গল ফ্রন্টের অপরিসীম এবং বিশেষ গুরুত্ব উপলব্ধি করে এই ফ্রন্টকে একটি স্বাধীন ফ্রন্ট হিশেবে গণ্য করতে হবে। এই ফ্রন্টের দায়িত্বে থাকবেন স্তালিন এবং সেখানে তিনি একটি বিপ্লবী সামরিক পরিষদ গঠন করবেন, এই ফ্রন্টের সমস্ত প্রাপ্তব্য শক্তিগুলিকে তিনি সুসংহত করবেন। এগোরক অথবা ফ্রুন্জকে এই ফ্রন্টের সৈনাপত্যে নিযুক্ত করতে হবে। উচ্চতর পরিষদ স্তালিনের সঙ্গে পরামর্শ করে এই দু'জনের মধ্যে কাকে নিযুক্ত করবেন তা ঠিক করবেন।" ("রুশ কমিউনিস্ট পার্টির প্রস্তাবাবলী" খণ্ড ১,)

লেনিন স্তালিনকে একান্তে বলেন :

"পলিটব্যুরো বিভিন্ন ফ্রন্টে অঞ্চলটিকে ভাগ করে দিয়েছে—যাতে করে আপনি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে র‍্যাঙ্গল ফ্রন্টে কাজ করতে পারেন।"

এর চাইতে স্তালিনের দক্ষতার প্রতি লেনিনের গভীর আস্থার আর কি উদাহরণ হতে পারে ?

এখানেও বিজয়ী হয়ে গৃহযুদ্ধে বিপ্লবের বিজয়ের বিপ্লব-শিল্পের তুলির শেষ টানটি স্তালিনই দেন।

গৃহযুদ্ধে স্তালিনের ভূমিকা ও অবদানের স্বীকৃতি দিয়ে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র দু'বার স্তালিনকে সোভিয়েত-এর সু-উচ্চ সম্মান 'অডার অব রেড ফ্ল্যাগ'-এ ভূষিত করেন। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের চেয়ারম্যান স্বয়ং লেনিনই স্তালিনের পোষাকে এই সম্মান-প্রতীক পরিয়ে দেন।

পরবর্তীকালে স্মৃতি মন্থন করতে গিয়ে স্তালিন বলেছেন :

"আমি যুদ্ধ বিভাগের আস্তাবল পরিষ্কার করার কাজে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছিলাম।"

তিন ☐

স্তালিন ব্যতিরেকে যোগ্যতম ব্যক্তি আর কে আছেন ?

১৯২২ সাল : মার্চ মাস। পার্টির একাদশ কংগ্রেস প্রস্তুতি চলছে। পার্টি মেশিনারীকে গভর্ণমেন্ট মেশিনারী থেকে আলাদা করার প্রসঙ্গটি নিয়ে বে-সরকারীভাবে কথা-বার্তা চলছিল। এর মধ্যে হঠাৎই প্রিয়োব্রেঝেনেসকি বেশ রাগত হয়েই লেনিনকে প্রশ্ন করেন : স্তালিনকে কেন দু'টো কমিশারিয়েট-এর দায়িত্বে রাখা হয়েছে ? স্তালিন তখন জাতিসমূহের কমিশার (মন্ত্রী) এবং ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজেন্টস্ ইনস্পেকশন-এর কমিশার। আসুন, লেনিনের জবানীতেই ঈর্ষাপরায়ণ প্রিয়োব্রেঝেনেসকির এই উষ্মার জবাব শোনা যাক্।

'এটা করা [পার্টি ও গভর্ণমেন্ট মেশিনারী আলাদা করা] খুবই কঠিন। আমাদের লোকের অভাব রয়েছে। কিন্তু প্রিয়োব্রেঝেনেসকি এগিয়ে আসেন এবং উষ্মার সঙ্গেই বলেন যে, স্তালিনের অধীনে দু'টো কমিশারিয়েট রয়েছে। আমাদের মধ্যে এমন কে রয়েছেন যিনি এরূপ দোষে দোষী নন ? .. আমরা জাতিসমূহের পিপল্‌স্ কমিশারিয়েট-এর অধীনস্থ তুর্কিস্তানী, ককেশীয় এবং অন্যান্য প্রশ্নের মোকাবেলায় বর্তমান অবস্থা বজায় রাখতে আর কি করতে পারি ? ...আমরা এগুলির সমাধান করছি এবং আমরা এমন একজন লোক চাই যাঁর কাছে এই সমস্ত জাতিগুলির প্রতিনিধিরা অনায়াসে যেতে পারে এবং তাদের অসুবিধেগুলি বিস্তারিতভাবে আলাপ আলোচনা করতে পারে। এরূপ একজন লোক আমরা কোথায় পেতে পারি ? কমরেড স্তালিনের চাইতে যোগ্যতর লোকের নাম কমরেড প্রিয়োব্রেঝেনেসকি প্রস্তাব করতে পারবেন বলে আমি মনে করি না।"

এই একই সঙ্গে ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজেন্টস্ ইন্‌স্পেকশনের কমিশারিয়েট্ সম্বন্ধে লেনিন বলেন :

"একই কথা ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজেন্টস্ ইন্‌স্পেকশন সম্বন্ধে প্রযোজ্য। এটা একটা সুবিস্তৃত ব্যাপার, কিন্তু তদন্তের কাজ নড়া-চাড়ার ব্যাপারের দায়িত্বে আমাদের এমন একজন মানুষকে অবশ্যই রাখতে হবে--যে মানুষটি উচ্চ মর্যাদার আসনে রয়েছেন [শ্রমিক কৃষকের কাছে]। অন্যথায় আমরা ডুবে যাবো এবং তুচ্ছ চক্রান্তের জালে জড়িয়ে পড়বো।" (লেনিন : সং রঃ, খণ্ড ৩৩ পৃঃ ৩১৫, ।

প্রথমত, স্তালিন এমন একজন মানুষ যিনি শ্রমিক কৃষকদের মনে 'উচ্চ মর্যাদার' আসনে অধিষ্ঠিত এবং দ্বিতীয়ত, যিনি তুচ্ছ চক্রান্ত করবার মতো হীন নন -- যার মধ্যে ন্যায় ও বস্তুনিষ্ঠ বিচারের যোগ্যতা রয়েছে।

এর চাইতে লেনিনের স্তালিনের প্রতি আর বড়ো সার্টিফিকেট কি হতে পারে ?

সাধারণ সম্পাদকের পদে স্তালিন : ১৯২২ সাল। লেনিন পার্টির একাদশ কংগ্রেস ঘোষণা করেন, নেপ-এর পশ্চাদপসরণ শেষ হয়ে আসছে, এবার সকল শক্তিসমূহকে নতুন করে সংগঠিত করবার কথা ভাবতে হবে। দশম কংগ্রেসে পার্টি ঐক্য সম্বন্ধে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লেনিন বলেছিলেন : পার্টির ঐক্য এবং নেতৃত্বের সাফল্য আজ নির্ভর করে এমন কয়েকজন নেতার ওপরে যারা পার্টির সাধারণ সদস্যদের চোখে উচ্চ মর্যাদার আসনে রয়েছেন।, একাদশ কংগ্রেসে তিনি আরও বলেন : পরিস্থিতি পরিচালনার চাবি কাঠি রয়েছে হাল ধরবার মতো যোগ্য শক্ত মানুষকে বেছে নেওয়ার মধ্যে।

একাদশ কংগ্রেসের শেষে কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনাম মিটিং-এ ১৯২২ সালের ৩রা এপ্রিল লেনিন 'হাল ধরবার মতো যোগ্য শক্ত' যে মানুষটিকে বেছে নেন— তিনিই যোসেফ স্তালিন। লেনিনের প্রস্তাবে স্তালিন সাধারণ সম্পাদকের পদে মনোনীত হন।

এর পরেও কি স্তালিন সম্বন্ধে লেনিন কি মনোভাব পোষণ করতেন, সে সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন ওঠার অবকাশ রয়েছে ?

অসুস্থ লেনিন এবং চক্রীদের চক্রান্ত

১৯২১ সাল থেকেই লেনিনের স্বাস্থ্য ভাঙতে শুরু করে। ১৯২১ সালের ৯ই আগস্ট লেনিন গর্কিকে এক চিঠিতে লেখেন:

"আমি এতোই ক্লান্ত যে আমি কোনো কাজই করতে পারিনা।" (লেনিন: সং, রঃ, খণ্ড ৪৫, পৃঃ ২৪৯)।

১৯২১ সালের ৬ই ডিসেম্বর লেনিন খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি ছুটি নিয়ে গর্কি*-তে চলে যান। দুই সপ্তাহ পরে তিনি কাজে যোগ দেন। কিন্তু ১৯২২ সালের ১লা জানুয়ারী তিনি আবার দেড় মাসের ছুটি নেন। দেড় মাস পরে কাজে যোগ দিয়ে আবার কয়েক সপ্তাহ পরেই তাঁকে ৬ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত ছুটি নিতে হয়। ১৯২২ সালের ২৩শে এপ্রিল (একাদশ কংগ্রেসের পরে) তাঁর একটি অপারেশন হয় এবং তাঁর শরীর থেকে দুটি বুলেটের মধ্যে একটিকে বের করে ফেলা সম্ভব হয়। ১৯১৮ সালের এপ্রিল মাসে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী ডোরা কাপ্লান লেনিনকে গুলি করে হত্যার যে জঘন্য প্রচেষ্টা করেছিল, সেই গুলিরই দুটি বুলেটের একটি হচ্ছে এই বের করে ফেলা বুলেটটি। অপারেশনের এক মাস পরে ২৫শে মে লেনিন প্রথম স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। এবং আংশিকভাবে বিবশ হয়ে যান। তিনি সাময়িকভাবে বাক শক্তিও হারান। ১৯২২ সালের ২রা অক্টোবরের আগে লেনিন কাজে যোগ দিতে পারেননি, কাজে যোগ দিলেও তাঁর ভাঙা স্বাস্থ্য আর জোড়া লাগে না। ১৯২২ সালের ২০ নভেম্বর তিনি তাঁর শেষ প্রকাশ্য বক্তৃতা দেন—মস্কো সোভিয়েত-এ। ৭ই ডিসেম্বর স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য তিনি আবার চলে যান গর্কিতে। ১৩ই ডিসেম্বর তিনি পর পর দু'টি স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। ২২-২৩শে ডিসেম্বর তাঁর শরীরের ডান দিকটা আবার বিবশ হয়ে যায়, এবং ক্রেমলিন-এ তাঁর ফ্ল্যাট-এ শয্যাশায়ী থাকেন।

লেনিনের সেক্রেটারী ফোটিয়েভা ১৯২৩ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারীর জার্নাল-এ ** লেনিন সম্বন্ধে লেখেন:

"...ক্লান্ত দেখায়, অনেক কষ্টে কথা বলেন, চিন্তার খেই হারিয়ে ফেলছেন এবং জড়িয়ে জড়িয়ে আড়ষ্টভাবে কথা বলছেন। মাথায় কমপ্রেস চলছে।" (লেনিনঃ সং, রং, খণ্ড, ৪২, পৃঃ ৪৯২)।

১৯২৩ সালের ৬ই মার্চ লেনিনের স্বাস্থ্য উল্লেখযোগ্য ভাবে ভেঙে পড়ে। ১০ই মার্চ আবার একটা স্ট্রোকে তাঁর ডান দিকটা সম্পূর্ণভাবে অবশ হয়ে যায় এবং তিনি সম্পূর্ণভাবে বাক্ শক্তি হারিয়ে ফেলেন। প্রকৃত অর্থে তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপ শেষ হয়ে যায়। ১৫ই মে তাঁকে ক্রেমলিন থেকে গর্কি-তে নিয়ে যাওয়া হয়। দুই মাস পরে হঠাৎ তাঁর স্বাস্থ্যের বিস্ময়কর উন্নতি ঘটে। তিনি হাঁটা-চলা সুরু করেন, বাঁ হাতে লেখার অভ্যাস করতে থাকেন এবং বই-পত্র পড়া শোনা আরম্ভ করেন। কিন্তু কথা বলায় আড়ষ্টতা থেকেই যায়। ১৯২৪ সালের ২১শে জানুয়ারী হঠাৎই তাঁর অবস্থা খুবই শঙ্কাজনক হয়ে ওঠে এবং সে দিনই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

এই হচ্ছে স্তালিনের সাধারণ সম্পাদক পদে মনোনীত হওয়ার পর থেকে (১৯২২ সালের ৩রা এপ্রিল) লেনিনের মৃত্যু পর্যন্ত লেনিনের স্বাস্থ্যের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা। লেনিন আশঙ্কা করেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে, আর এই বোধটাই তাঁকে শিশুর মতো অবুঝ, অস্থির এবং একগুঁয়ে করে তোলে। লেনিনের চিকিৎসকগণ লেনিনকে পূর্ণ বিশ্রামের এবং মনকে কোনো প্রকারের উত্তেজিত না করার পরামর্শ দিয়েছেন। তাছাড়া লেনিনকে অবিলম্বে মস্কো ছেড়ে কোনো শান্ত পরিবেশের মধ্যে গিয়ে থাকারও পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু লেনিন তা মানতে রাজী নন, তাঁর যে অনেক কাজ বাকী রয়েছে। মেরিয়া উলিয়ানোভা (লেনিনের বোন) লিখেছেন:

"সমস্ত কাজ-কর্ম সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়ে গ্রামের কোথাও যাওয়ার ব্যাপারে ভ্লাদিমির ইলিচকে বোঝাতে ডাক্তারদের খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। যতোদিন না গ্রামে যাওয়া হয় ততোদিন যতো বেশী সময় সম্ভব শুয়ে থাকতে এবং না বেড়াবার পরামর্শ দেওয়া হয়। ..." (লেনিনঃ সং, রং খণ্ড ৪২, পৃঃ ৬০৮-৬০৯)।

চিকিৎসকদের পরামর্শ যেমন লেনিন মানতে রাজী নন, তেমনিই জিনোভিয়েভ, কামেনভ এবং ট্রটস্কিরাও মানতে রাজী নন। কিন্তু স্তালিন চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী লেনিনকে চলতে বাধ্য করেন। পার্টির পলিটব্যুরো তার ২৪শে ডিসেম্বরের মিটিং-এ নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গ্রহণ করে লেনিনকে পাঠিয়ে দেয়:

১। "ভ্লাদিমির ইলিচকে দৈনিক পাঁচ থেকে দশ মিনিট বলবার [সেক্রেটারীদের দ্বারা লিখিয়ে নেবার জন্য] অনুমতি দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু এ কখনও পত্রালাপের চরিত্রের [উত্তর প্রত্যুত্তরের] হতে পারবেনা। ইলিচ যেন এই সমস্ত নোট-এর উত্তর আশা না করেন। সমস্ত সাক্ষাৎকার নিষিদ্ধ।

২। "বন্ধু-বান্ধব, পরিষেবকদের নিষেধ করে দেওয়া হচ্ছে—রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্বন্ধে তারা যেন লেনিনকে কোনো কিছু না জানান। কারণ এসব তাঁর দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগের কারণ হতে পারে।" (লেনিনঃ সং, রং, খণ্ড ৪৫, পৃঃ ৭০১)।

চক্রীরা কিন্তু লেনিনের অসুস্থতা এবং লেনিনের স্বাস্থ্যোদ্ধারে স্তালিনের কঠোরতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। বাইরের জীবন, পার্টি-জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন 'বন্দী' লেনিনকে প্রভাবিত করার এই তো সুযোগ! অসুস্থ এবং 'বন্দী' লেনিন মনে করেন তাঁকে সংবাদ পত্র পড়তে না দেওয়া, তাঁকে রাজনৈতিক, বিশেষ করে, সদ্য-ঘটিত রাজনৈতিক ঘটনাবলী না জানানো এবং সে বিষয়ে আলাপ-আলোচনা ইত্যাদির ওপরে চিকিৎসকদের নিষেধাজ্ঞা আসলে চিকিৎসকদের নয়—স্তালিনেরই চক্রান্ত। কারণ, জিনোভিয়েভ, কামেনভ প্রভৃতি তো আমাকে খবরাদি গোপনে জোগায়, আমার প্রতি সহৃদয়, কিন্তু স্তালিনই তো বাধা দিচ্ছে। ১৯২৩ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী লেনিনের সেক্রেটারী ফোটিয়েভা 'জার্নাল'-এ লেখেন:

"ভ্লাদিমির ইলিচের অবস্থা যারপরনাই খারাপ। খারাপ ধরণের মাথাব্যথা। বেশ কয়েক মিনিটের জন্য আমাকে ডাকেন। মেরিয়া ইলিমিচানার (লেনিনের বোন) বক্তব্যানুযায়ী ডাক্তার তাঁকে (লেনিনকে) এমন মানসিক বিপর্যয় ঘটিয়ে দিয়েছেন যে লেনিনের ঠোঁট কাঁপছিল। তার আগের দিন ফরেস্টার [লেনিনের জার্মান চিকিৎসক] বলেছেন যে, সংবাদ পত্র পড়া, সাক্ষাৎকার এবং রাজনৈতিক সংবাদাদির আদান-প্রদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং তা তিনি বিশেষ জোর দিয়েই বলেন। রাজনৈতিক সংবাদাদির আদান-প্রদান বলতে

* মস্কোর নিকটবর্তী একটি বর্ধিষ্ণু শহরতলী

** লেনিনের সেক্রেটারীরা "দ্য জার্নাল অব দ্য ডিউটি সেক্রেটারিজ" নামে একটি লিখিত রিপোর্ট রাখতেন। এই 'জার্নাল'-এ লেনিনের নির্দেশ, পরামর্শ, শারীরিক অবস্থা, সাক্ষাৎকারীর পরিচয়, সাক্ষাৎকারী কতোক্ষণ ছিলেন এবং লেনিন কথিত অন্যান্য বিষয়াদি বিধৃত থাকতো। ১৯২২ সালের ২১শে নভেম্বর থেকে ১৯২৪ সালের ৬ই মার্চ পর্যন্ত এই 'জার্নাল' রাখা হয়েছিল।

কি বোঝায় লেনিন তা ডাক্তারের কাছে জানতে চান, ফরেস্টার তার উত্তরে বলেন : বেশ, এই তার উদাহরণ। আপনি সোভিয়েত কর্মচারীদের মোট সংখ্যা জানতে চেয়েছেন। ডাক্তার যে এই ঘটনাটিও জানেন তাতেই ভ্লাদিমির ইলিচের মানসিক বিপর্যয় ঘটে যায়। (কারণ এই কাজটি লেনিন অতি সঙ্গোপনে চরদের সহায়তায় পার্টির নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে চলছিলেন।) তাছাড়া, আপাতভাবে ভ্লাদিমির ইলিচ-এর এই ধারণা হয়েছিল যে, ডাক্তারের এই সব পরামর্শ (নিষেধাজ্ঞার পরামর্শ) কেন্দ্রীয় কমিটিকে দেননি; বরঞ্চ, কেন্দ্রীয় কমিটিই ডাক্তারকে এই সব পরামর্শ দিয়েছে ...।" (লেনিন সং, রং, খণ্ড ৪২, পৃঃ ৪৮২-৮৩)।

'জার্নাল'-এ লেখেন : "... তিনি (লেনিন) স্নায়ুদৌর্বল্যে ভুগছেন। কোনো কোনো সময়ে বেশ সুস্থ বোধ করেন— অর্থাৎ, তাঁর মাথা খুবই পরিষ্কার থাকে ...।" (ঐ, পৃঃ ৪৮৩)।

লেনিনের অসুস্থতার সময়েই বৈদেশিক বাণিজ্যে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে এবং জর্জীয় প্রশ্নে পার্টির মধ্যে, বিশেষ করে স্তালিনের সঙ্গে লেনিনের কৌশলগত প্রশ্নে, নীতিগত প্রশ্নে নয়—কিছু মত পার্থক্য দেখা দেয়। কিন্তু লেনিনের সঙ্গে স্তালিন এ নিয়ে বিতর্কে যেতে এবং অহেতুক উত্তেজক অবস্থা সৃষ্টি করতে রাজী নন। আর এরই সুযোগ নিয়ে চরেরা স্তালিনের বিরুদ্ধে গোপন নোট চালাচালি করে, লেনিনকে ক্রমাগত উত্তেজিত করতে থাকেন। (আগ্রহী পাঠকগণ, এই মতপার্থক্যের বিষয়ে লেনিন এবং স্তালিনের সংশ্লিষ্ট খণ্ডগুলি দেখে নিতে পারেন। এই প্রবন্ধে ঐ বিষয়গুলি আলোচিত হবে না)।

চক্রান্তকারীরা কিভাবে লেনিনকে চক্রান্তের জালে জড়িয়ে ফেলেছিল এবং বিশেষ করে স্তালিনের বিরুদ্ধে—তারই একটুখানি নমুনা দেওয়া হলো।

১৯২৩ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী কোটিয়েভা 'জার্নাল'-এ লেখেন :

'এই প্রশ্নটি কি (জর্জিয়া সম্বন্ধে) পলিটব্যুরোর মিটিং-এ উত্থাপিত হয়েছে? (লেনিন জিজ্ঞাসা করেন), উত্তরে আমি বলি : 'এ বিষয়ে কোনো কিছু বলার অধিকার আমার আমার নেই।' জিজ্ঞেস করেন : 'তোমাকে কি সুনির্দিষ্ট এবং বিশেষভাবে এই সম্বন্ধে কিছু বলতে নিষেধ করা হয়েছে?' 'না সাধারণভাবে কোনো চলতি বিষয়েই কোনো কিছু বলার অধিকার আমার নেই।' 'তাহলে এটিও একটি চলতি বিষয়?' আমি বুঝতে পারলাম, আমি ভুল করেছি, আমি আবার বললাম যে, এ সব বলার আমার কোনো অধিকার নেই।" (লেনিনঃ সং, রং, খণ্ড ৪২, পৃঃ ৪৮৬)।

এর আগে ১লা ফেব্রুয়ারী কোটিয়েভা 'জার্নাল'-এ লেখেন :

"আজ ভ্লাদিমির ইলিচ আমাকে ডেকে পাঠান। ...ভ্লাদিমির ইলিচ বলেন : 'আমি যদি মুক্ত থাকতাম (প্রথমে ফস্‌ করে এই কথা কয়টি তাঁর মুখ থেকে বেরিয়েছিল—তার পরে আবার তিনি হেসে বলেন : ('আমি যদি মুক্ত থাকতাম') (লেনিনঃ সং, রং, খণ্ড ৪২, পৃঃ ৪৮৫)।

অর্থাৎ লেনিন তাঁর এই 'বন্দী দশা' সুস্থ মনে মেনে নিতে পারেননি, এবং একে একটা চক্রান্ত বলে মনে করেছেন!

১৯২৩ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী কোটিয়েভা 'জার্নাল'-এ লেখেন :

"আমাকে আবার ডাকেন। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে, সুস্পষ্টভাবেই ক্লান্ত, তাঁর নির্দেশের তিনটি পয়েন্ট নিয়ে আবার বলেন। ...জর্জীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে তিনি খুবই উত্তেজিত ছিলেন এবং সেই সম্বন্ধেই তিনি বিস্তারিতভাবে বলেন। তিনি বিষয়টি দ্রুততর করার কথা বলেন।" (লেনিনঃ সং, রং, খণ্ড ৪২, পৃঃ ৪৮৬)।

'জর্জীয় প্রশ্ন' সম্বন্ধে লেনিন বিস্তারিতভাবে কি করে বললেন? জর্জীয় ঘটনার বিকাশ সম্বন্ধে লেনিনকে সরকারীভাবে কিছু জানানো হয়নি এবং কেউ যেন না জানায় এরূপ নিষেধাজ্ঞা পার্টির ছিল। সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে চক্রান্তকারীরা 'জর্জীয় প্রশ্ন' সম্বন্ধে লেনিনকে অনেক মিথ্যা এবং অতিরঞ্জিত খবর সরবরাহ করে স্তালিনের বিরুদ্ধে লেনিনের মন বিষিয়ে দিতে থাকেন। লেনিনের মৃত্যুর পরে পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেসে 'জর্জীয় প্রশ্ন' সম্পর্কে স্তালিন শুধু বলেন যে রোগশয্যায় শায়িত লেনিন জর্জীয় প্রশ্ন সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতেন না। এর বেশী কিছু আর স্তালিন বলেননি এবং লেনিনের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগই করেননি। স্তালিনের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীরা লেনিনের মন কি পরিমাণে বিষিয়ে দিয়েছিল এবং লেনিন কিভাবে চক্রান্তকারীদের জালে জড়িয়ে পড়েছিলেন তারই একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া হলো।

১৯২৩ সালের ৫ই মার্চ লেনিন নিম্নলিখিত চিঠিখানা লিখিয়ে ট্রট্‌স্কির কাছে ফোন করে জানাতে নির্দেশ দেন :

'চূড়ান্ত গোপনীয়

ব্যক্তিগত

"প্রিয় কমরেড ট্রটস্কি : আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ যে, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে আপনি জর্জীয় প্রশ্নের সংঘর্ষে দাঁড়ান। এই বিষয়টি বর্তমানে স্তালিন ঝারঝেনেস্কি দ্বারা 'নিগৃহীত' এবং আমি তাঁদের নিরপেক্ষতার ওপরে ভরসা করতে পারিনা। বরঞ্চ, তার সম্পূর্ণ বিপরীত। আপনি যদি এর সপক্ষে দাঁড়াতে সম্মত থাকেন, তবে আমি স্বস্তি বোধ করবো। যে কোনো কারণে যদি এ কাজ করতে আপনার আপত্তি থাকে তবে সমস্ত নথি-পত্র আমাকে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন, তবেই আমি বুঝবো যে, আপনি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করেননি।

"কমরেড-সুলভ বিপুল অভিনন্দনসহ লেনিন।" (লেনিন : সং, রং, খণ্ড ৪৫, পৃ ৬০৭)।

এই চিঠির সঙ্গে লেনিন জর্জীয় প্রশ্নে তাঁর রচিত একটি স্মারকলিপি ট্রট্‌স্কির কাছে পাঠিয়ে দেন।

তার পরের দিনই লেনিন জর্জিয়ার উগ্র জাতীয়তাবাদী মিদিভানি, খাখারাজদে এবং অন্যান্যদের কাছে নিম্নোদ্ধৃত চিঠিখানা পাঠান :

"চূড়ান্ত গোপনীয়

'ট্রট্‌স্কি এবং কামেনভ-এর কাছে কপি।

প্রিয় কমরেডগণ,

আমি সর্বান্তকরণে আপনাদের মামলাটি অনুসরণ করছি। আমি অরজানিকিজে-র দুর্বিনীত আচরণে এবং স্তালিন ও ঝারঝেনিস্কির নির্বিকারত্বে বিশেষ ক্ষুব্ধ। আমি আপনাদের সমর্থনে নোট এবং বক্তৃতা তৈরী করছি।

"৬ই মার্চ ১৯২৩।" শ্রদ্ধাবনত আপনাদের

লেনিন।

কারা যে এই চক্রের চাঁই ছিলেন তা লেনিনের চিঠি দুখানাতে সুস্পষ্ট।

'জর্জীয় প্রশ্ন' প্রসঙ্গে এখানে সামান্য একটু বলবার প্রয়োজন বোধ করছি : এই বিতর্কিত প্রশ্নটির উপরে আসন্ন দ্বাদশ কংগ্রেসে, যদি লেনিন উপস্থিত না থাকতে পারেন তবে যেন লেনিনের তরফ থেকে স্তালিন প্রভৃতির বিরুদ্ধে ট্রট্‌স্কি বক্তব্য রাখেন। এটাই ছিল লেনিন ট্রট্‌স্কি ব্লক। জিনোভিয়েভ, কামেনভ্‌ এবং ট্রট্‌স্কি জর্জিয়ার ঘটনা সম্বন্ধে লেনিনের কাছে অতিরঞ্জিত এবং ফুলিয়ে

রে'রব ।। এগার

ফাঁপিয়ে মিথ্যে রিপোর্ট দিয়ে অসুস্থ লেনিনকে তাতিয়ে তুলেছিলেন। লেনিনের জীবিতাবস্থায় ১৯২৩ সালে পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। লেনিন অসুস্থতার জন্য এই কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেন না। কিন্তু লেনিনের সঙ্গে চুক্তি থাকা সত্ত্বেও লেনিনের অনুপস্থিতিতে, ট্রট্স্কি দ্বাদশ কংগ্রেসে 'জর্জীয় প্রশ্ন' আলোচনার সময়ে অনুপস্থিত থাকেন। ট্রট্স্কি, জিনোভিয়েভ, কামেনভ্ প্রভৃতি তো চেয়েছিলেন তাঁদের মিথ্যে এবং অতিরঞ্জিত রিপোর্টের ভিত্তিতে দ্বাদশ কংগ্রেসে স্বয়ং লেনিনকে দিয়েই স্তালিনের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করাতে। কিন্তু তা যখন হলো না, তখন, যে ঘটনা মিথ্যে এবং অতিরঞ্জনের উপরে টলায়মান অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে---তার পক্ষে কংগ্রেসে স্তালিনের সম্মুখীন হওয়ার পরিণতি যে কি হতে পারে তা ট্রট্স্কি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই, 'জর্জীয় প্রশ্ন' আলোচনাকালীন নিজেকে অনুপস্থিত রাখা ছাড়া আর অন্য কোনো পথ ট্রট্স্কি খুঁজে পাননি। 'জর্জীয় প্রশ্ন' আলোচনার সময়ে নিজেকে অনুপস্থিত রেখে ট্রট্স্কি প্রথমত, অসুস্থ এবং 'অসহায়' লেনিনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন এবং দ্বিতীয়ত, ঘটনাবলী এবং পার্টির কাজের সঙ্গে সংযোগবিহীন অসুস্থ এবং 'বন্দী' লেনিনের কাছে ট্রট্স্কি প্রভৃতি যে মিথ্যে এবং অতিরঞ্জিত রিপোর্ট করেছেন---তা হাতে-নাতে কংগ্রেসে ধরা পড়বার আশঙ্কা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে স্তালিন বিরোধী চক্রান্তটিকে ভবিষ্যতের জন্য জীইয়ে রাখেন।

এই হচ্ছেন ট্রট্স্কি। বিশ্বাসঘাতকতাই তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। দ্বাদশ কংগ্রেসে স্তালিন তাঁর সমাপ্তি ভাষণে 'জর্জীয়' প্রসঙ্গে বলেছিলেন :

"অনেক বক্তা লেনিনের নোট এবং প্রবন্ধাদির কথা উল্লেখ করেছেন। যেহেতু তিনি এখানে নেই, তাই, আমি আমার শিক্ষক কমরেড লেনিনের উদ্ধৃতি দিতে চাইনা, কারণ আমার আশঙ্কা তাঁর উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে, আমি হয়তো, ভুল উদ্ধৃতিও দিয়ে দিতে পারি।"

ঠিক এই সময়টাই ছিল ট্রট্স্কির পক্ষে এক সুবর্ণ সুযোগ। কারণ, আমরা ট্রট্স্কির কাছে পাঠানো লেনিনের চিঠি থেকেই জানতে পেরেছি, লেনিন তাঁর নোট, বক্তব্য এবং স্মারক লিপি ট্রট্স্কির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাই, যদি স্তালিনের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের 'সৃষ্ট' অভিযোগগুলি সঠিক এবং সত্যি হতো, তবে ট্রট্স্কি অনায়াসে স্তালিনের বিরুদ্ধে, লেনিনের হয়ে সেই সব উদ্ধৃতি দিতে পারতেন এবং ট্রট্স্কিকে লেখা লেনিনের চিঠিখানাও কংগ্রেসে দেখাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি, কেন? কেন তিনি এই সুযোগ হারালেন? কারণ, ট্রট্স্কিদের জালিয়াতি ধরা পড়ে যাবে!

ট্রট্স্কির জনৈক অনুগত শিষ্য, ব্রিটিশ ট্রট্স্কি পন্থী টোনিক্লিফ পরবর্তীকালে তাঁর চারখণ্ডের 'লেনিন শীর্ষক' বই-এর চতুর্থ খণ্ডে স্তালিনের উপরে উদ্ধৃত বক্তব্যটির উদ্ধৃতি দিয়ে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধভাবে লিখেছেন :

"এবং ট্রট্স্কি (তখন) কি করছিলেন? জাতীয় প্রশ্ন আলোচনার সময়ে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন, তাঁর বক্তব্য, তিনি তখন তাঁর শিল্প-বিষয়ক প্রস্তাবটির সংশোধনে ব্যস্ত ছিলেন, (ইতিমধ্যে) জাতীয় প্রশ্নে স্তালিনের প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ে যায়।" (টোনিক্লিফ : লেনিন, খণ্ড ৪, প্লুটো প্রেস, লণ্ডন, ১৯৭৯, পৃঃ ২৯১)।

অনুপস্থিতির যে অজুহাতই ট্রট্স্কি দিন না কেন, আসলে তিনি জানতেন, এই মিথ্যে নিয়ে কংগ্রেসে দাঁড়াতে পারবো না। পরবর্তীকালে ট্রট্স্কি তাঁর 'মাই লাইফ'-এ লেখেন :

"১৯২৩ সালের শুরুতে কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে আমাদের (লেনিন এবং ট্রট্স্কি) যৌথ অভিযান নিঃসন্দেহে আমাদের জয়ী করতো। তা ছাড়া, এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, দ্বাদশ কংগ্রেসের সময় যদি স্তালিন আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে—'লেনিন এবং ট্রট্স্কি ব্লকের' মেজাজ নিয়ে এগিয়ে আসতাম তবে এই সংগ্রামে—লেনিন প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করতে না পারলেও, আমি বিজয়ী হতাম।" (ট্রট্স্কি : 'মাই লাইফ', পৃঃ ৫৮১)।

প্রশ্ন একটাই। তবে কেন লেনিনের সঙ্গে এই বিশ্বাসঘাতকতা এবং স্তালিনের প্রতি এই মহান উদারতা?

উত্তর একটাই, এটা ছিল চক্রান্ত। লেনিনকে দিয়ে কার্যোদ্ধারের চক্রান্ত। কিন্তু লেনিনের কংগ্রেসে অনুপস্থিতির জন্যই তা সম্ভব হয়নি।

পাঁচ ☐

লেনিনের উইল

এই প্রেক্ষাপটেই 'লেনিনের উইল' বলে প্রচারিত দলিলখানাকে বিচার করতে হবে। এটাই হবে ন্যায় সঙ্গত, যুক্তিসম্মত, ইতিহাস এবং রাজনীতি সম্মত। এই প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্ন করে এই 'উইল'-কে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ, স্বাধীন দলিল হিশেবে বিচার করার অর্থ লেনিন, স্তালিন এবং ইতিহাস এই তিনের প্রতিই অবিচার করা এবং ইতিহাসকে বিকৃত করা। সংশোধনবাদী ক্রুশ্চেভ থেকে আরম্ভ করে ক্রুশ্চেভীয় সংশোধনবাদ বিরোধী স্তালিন-সমালোচকগণ পর্যন্ত সকলেই এই প্রেক্ষাপট থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে লেনিনের এই 'উইল'-কে প্রচার এবং বিশ্লেষণ করেন। তাছাড়া, এই 'উইল'-এর আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিকের কথাও এই ইতিহাস বিকৃতিকারীগণ উল্লেখ করেননা। লেনিনের এই 'উইলটিতে' দুটি পর্ব রয়েছে। একটি হচ্ছে মূল পর্ব---যা লিখিত হয়েছিল ১৯২২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই মূল পর্বের মূল ও কেন্দ্রীয় বক্তব্যটিতে লেনিন স্তালিন সম্বন্ধে বলেছেন :

"কমরেড স্তালিন সাধারণ সম্পাদক হওয়ার ফলে তাঁর হাতে অসীম কর্তৃত্ব কেন্দ্রীভূত হয়েছে এবং তিনি সব সময়েই এই কর্তৃত্ব যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারবেন কিনা, সে বিষয়ে আমি নিশ্চয় করে কিছু বলতে পারিনা।" (লেনিন : সং, রঃ, খণ্ড ৩৬, পৃঃ ৫৯৬)।

দেখা যাচ্ছে, 'উইল'-এর এই মূল পর্বে স্তালিনের বিরুদ্ধে লেনিনের কোনো বিরূপ বক্তব্য নেই। অবশ্য, লেনিনের এই বক্তব্যটিকে বহু সংশোধনবাদী এবং বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকা এবং নিম্নরূপ প্রবন্ধাদিতে বাংলা তর্জমা করেছেন :

"সাধারণ সম্পাদক হয়ে কমরেড স্তালিন তাঁর হাতে অসীম কর্তৃত্ব কেন্দ্রীভূত করেছেন এবং আমি নিশ্চিত নই তিনি সব সময়েই এই কর্তৃত্ব যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারবেন।"

দেখতেই পাচ্ছেন এই বাংলা তর্জমায় লেনিনের বক্তব্যটির অর্থ এবং মর্মবস্তু একেবারে বিপরীত হয়ে গেছে। সাধারণ সম্পাদক হয়ে কমরেড স্তালিন তাঁর হাতে অসীম কর্তৃত্ব কেন্দ্রীভূত করেছেন, একটি অর্থই বহন করে আর তা হচ্ছে স্তালিনের ক্ষমতালিপ্সার চারিত্রিক দিক। আর কমরেড স্তালিন সাধারণ সম্পাদক হওয়ার ফলে তাঁর হাতে অসীম কর্তৃত্ব কেন্দ্রীভূত হয়েছে, এর অর্থ হচ্ছে পার্টির সাধারণ সম্পাদকের পদের স্বাভাবিক দিক্ যা কোনো দোষের না—তবে ভয়ের দিকতো বটেই। এবং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই লেনিন তার আশঙ্কাটা ব্যক্ত করেছেন নিশ্চিত করে কিছু বলেননি। লেনিন যদি বাংলা তর্জমাকারীদের মতো করেই বলতেন তবে তিনি আর 'সব সময়েই' 'নিশ্চিত নই' এবং 'সতর্কতার সঙ্গে' কথাগুলো বলতেন না, বলতেন, 'আমি সুনিশ্চিত যে, যতো দিন যাবে ততোই স্তালিন আরও অধিক কর্তৃত্ব নিজ

হাতে কেন্দ্রীভূত করবেন।'

দেখুন, সংশোধনবাদ কতো সূক্ষ্মভাবে এবং সুনিপুণ কৌশলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-এ অনুপ্রবেশ করে। লেনিনের সংগৃহীত রচনার ইংরেজী অনুবাদে রয়েছে :

"Comrade Stalin, having become Secretary General has unlimited authority Concentrated in his hands, and I am not sure **Whether** he will **always** be capable of using that **authority** with sufficient caution." (বড় অক্ষরগুলি আমার)

এবার আপনারাই এর বাংলা তর্জমা করুন। সুতরাং, আমরা দেখতে পাচ্ছি লেনিনের 'উইল'-এর প্রথম পর্বের মূল ও কেন্দ্রীয় বক্তব্যে স্তালিনের বিরুদ্ধে কোনো বিরূপ বক্তব্য বা মন্তব্য নেই।

প্রথম পর্বে স্তালিন সম্বন্ধে এই কথা বলার পরে ট্রট্স্কির গুণাগুণ সম্বন্ধে 'উইল'-এ বলা হয়। তার পরেই লেনিন লেখেন :

"বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির এই দু'জন বিশিষ্ট নেতার দুই গুণ অনিচ্ছাকৃতভাবেই একটা ভাঙনে নিয়ে যেতে পারে, এবং আমাদের পার্টি যদি এটা এড়াবার জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করে—তবে অপ্রত্যাশিতভাবেই এই ভাঙন ঘটতে পারে। এর পরে জিনোভিয়েভ, কামেনভ, বুখারিন এবং পিয়াটকভ্ সম্বন্ধে বলে ২৩শে এবং ২৫শে ডিসেম্বর লেনিন বলেন যে, এই ভাঙনের রক্ষাকবচ হিশেবে কেন্দ্রীয় কমিটিকে সম্প্রসারণ করে স্তালিন এবং ট্রট্স্কিকে মধ্যমণি রেখে যৌথ নেতৃত্বকে রক্ষা করতে হবে।

এখানেই লেনিনের 'উইল'-এর প্রথম পর্ব এবং মূল কেন্দ্রীয় বক্তব্য শেষ হয়। এই প্রথম পর্বের মূল ও কেন্দ্রীয় বক্তব্য হচ্ছে : ভাঙন থেকে পার্টিকে বাঁচাতে হলে প্রয়োজন :

১) শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি করে কেন্দ্রীয় কমিটির সম্প্রসারণ।

২) স্তালিন এবং ট্রট্স্কিকে ভিত্তি করে যৌথ নেতৃত্ব। কিন্তু দশ দিন পরে ১৯২৩ সালের ৪ঠা জানুয়ারী লেনিন তাঁর 'উইল'-এ একটি 'সংযোজন' করেন। এই সংযোজনের শিরোনাম স্বয়ং লেনিনই দেন : "১৯২২ সালের ২৪শে ডিসেম্বরের চিঠিতে সংযোজন।" এই সংযোজনকেই আমি 'দ্বিতীয় পর্ব' বলেছি। এই 'সংযোজনে' লেখা হয় :

"স্তালিন অত্যন্ত রূঢ় এবং এই ত্রুটি, যদিও আমাদের মধ্যে এবং আমাদের কমিউনিস্টদের মধ্যে আচরণে দস্তুর মতো সহনীয়, কিন্তু সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে (এই ত্রুটি) অসহনীয়। তারই জন্য আমি পরামর্শ দিই যে, কেন্দ্রীয় কমিটি ঐ পদ থেকে স্তালিনকে অপসারণের একটা পন্থা বের করুক এবং অন্য একজনকে ঐ পদে নিয়োগ করুক যিনি আর সমস্ত দিক থেকে কমরেড স্তালিনের মতোই গুণ সম্পন্ন, কিন্তু কেবলমাত্র একটি দিকে পার্থক্য থাকবে, অর্থাৎ, আরও সহনশীল, আরও আনুগত্য সম্পন্ন, আরও বিনয়ী এবং কমরেডদের প্রতি আরও বিবেচনা সম্পন্ন, কমখেয়ালী ইত্যাদি। ..." (লেনিন সং, রঃ, খণ্ড ৩৬, পৃঃ ৫৯৬)।

লেনিন ২৪শে ডিসেম্বর তাঁর কংগ্রেসের কাছে চিঠি বা 'উইল' শেষ করে হঠাৎ দশ দিন পরে এই সংযোজন কেন করলেন? এই দশ দিনের মধ্যে এমন কি ঘটনা ঘটলো—যার ফলে লেনিনকে তাঁর প্রথম পর্বের মূল ও কেন্দ্রীয় অবস্থান থেকে মৌলিকভাবে সরে আসতে হলো? স্তালিন-ট্রট্স্কিকে ভিত্তি করে যৌথ নেতৃত্বের অবস্থান থেকে সরে গিয়ে স্তালিনকে অপসারণের অবস্থানে আসতে হলো? এমন কোন্ গুরুতর রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘটলো? কেন লেনিন তাঁর পার্টি নেতৃত্বের ভারসাম্য রক্ষার অবস্থান পরিত্যাগ করলেন? আসুন, সে ব্যাপার নিয়েই আলোচনা করা যাক।

১৯২২ সালের ২২শে ডিসেম্বর স্তালিন লেনিন পত্নী মাদাম ক্রুপস্কায়া-র কাছে একটি ফোন করেন। ফোনে স্তালিন লেনিনের বলা এবং ক্রুপস্কায়া-র হাতে লেখা লেনিনের একখানা চিঠি গোপনে ট্রট্স্কির কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটি বিষয়ের কথা বলেন। মাদাম ক্রুপস্কায়া যে চিকিৎসকদের এবং পার্টির নির্দেশ অমান্য করে লেনিনের উত্তেজনা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছেন তা উল্লেখ করে লেনিনের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার যে অধিকার ক্রুপস্কায়া-র নেই এবং লেনিন যে শুধুমাত্র ক্রুপস্কায়া-রই আপনজন নয়—লেনিন সমগ্র দুনিয়ার এই কথা স্তালিন বলেন। ক্রুপস্কায়া অবশ্য, সে দিনই লেনিনের কাছে এই ঘটনার কথা বলেননা, কারণ, তাতে লেনিনের উত্তেজনা বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু ২৩শে ডিসেম্বর ক্রুপস্কায়া কামেনভ্-এর কাছে এক চিঠিতে লেখেন :

"লেভ্ বরিসোভিচ!

ডাক্তারদের অনুমতি নিয়েই আমি লেনিনের বলা একটি ক্ষুদ্র নোট লিখেছিলাম। গতকাল তার জন্য স্তালিন আমাকে যাচ্ছেতাই ভাষায় গাল-মন্দের ঝড় তুলেছে। আমি পার্টিতে গত কাল-ই যোগ দিইনি। পার্টি জীবনের বিগত তিরিশ বছরে আমি কমরেডদের কাছ থেকে একটা কঠোর কথাও শুনিনি। পার্টি এবং ইলিচের স্বার্থ আমার কাছে স্তালিনের চাইতে কম প্রিয় নয়। এই মুহূর্তে সর্বতোভাবেই আত্ম-সংযম জড়ো করাই জরুরী। সমস্ত ডাক্তারদের চাইতে আমি বেশী জানি—ইলিচ-এর কাছে কি বলা উচিত আর কি বলা উচিত নয়। কারণ, আমিই জানি কিসে তাঁকে উদ্বিগ্ন করে আর কিসে করে না, যে কোনো ক্ষেত্রেই এটা আমি স্তালিনের চাইতে আরও ভালো জানি।"

ক্রুপস্কায়া তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে স্তালিনের এই অসহ্য হস্তক্ষেপ, অসহনীয় গাল-মন্দ এবং 'ভীতি প্রদর্শন' থেকে রক্ষা করবার জন্য কামেনভকে আকুল আবেদন জানিয়ে তার পরে লেখেন :

"কন্ট্রোল কমিশনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমার বলবার কিছু নেই। এর মাধ্যমেই স্তালিন আমাকে ভয় দেখাবার দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নিয়েছেন, কিন্তু এরূপ এক নির্বোধ নাটকে শক্তি ব্যয় করবার মতো সময় আমার নেই, আমিও একজন মানুষ এবং আমার স্নায়ু একেবারে ভেঙে পড়বার শেষ সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছে।

এন. ক্রুপস্কায়া।" 'লেনিনস্ মিসে লেনি,' পঞ্চম রুশ সংস্করণ, খণ্ড ৫৪, পৃঃ ৬৭৪-৭৫। এমলুইন লিখিত, নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত, 'লেনিনের শেষ সংগ্রাম', ১৯৬৮, পৃঃ ১৫৬ থেকে উদ্ধৃত।

ক্রুপস্কায়ার এই চিঠি কামেনভ-এর কাছে স্তালিনের মৃত্যুবাণ হিশেবে এলো। কামেনভ ক্রুপস্কায়াকে অবিলম্বে স্তালিনের এই 'কীর্তি' লেনিনের কাছে বলতে বলেন। ক্রুপস্কায়া যথারীতি লেনিনের কাছে এই ঘটনা বিবৃত করেন। অসুস্থ লেনিন ২৪শে ডিসেম্বর শেষ করা 'উইল'-এ ৪ঠা জানুয়ারী 'সংযোজন'-এর প্রয়োজন বোধ করেন।

ক্রুপস্কায়ার সঙ্গে ঘটনায় স্তালিন অপসারণের সুপারিশেই থেমে থাকেনি। ১৯২৩ সালের ৫ই মার্চ লেনিন নিম্নলিখিত চিঠিখানা স্তালিনের কাছে লেখেন

এবং এই চিঠির কপি কামেনভ ও জিনোভিয়েভ-এর কাছে পাঠান :

"নিদারুণ গোপনীয়

"ব্যক্তিগত

"কমরেড কামেনভ এবং জিনোভিয়েভ-এর কাছে কপি

"প্রিয় কমরেড স্তালিন,

আমার স্ত্রীকে টেলিফোনে ডেকে আপনি অত্যন্ত রূঢ় আচরণ করেছেন এবং জঘন্য ভাষায় কথা বলেছেন। যদিও তিনি আপনাকে বলেছেন যে, তিনি এসব ভুলে যেতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু ঘটনা এই যে, তা সত্ত্বেও এই ঘটনা তার মাধ্যমেই জিনোভিয়েভ এবং কামেনভ জানতে পেরেছেন, আমার বিরুদ্ধে আপনি যা করেছেন তা এত সহজেই ভুলে যাবার আমার ইচ্ছে নেই, এবং এ কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, আমার স্ত্রী-র বিরুদ্ধে আপনি যা করেছেন তা আমারই বিরুদ্ধেই করা হয়েছে। তাই, আমি জানতে চাই, আপনি যা বলেছেন তা তুলে নিতে এবং ক্ষমা চাইতে রাজী আছেন কি না অথবা আপনি চান আমাদের মধ্যেকার সম্পর্ক ভেঙে যাক।

"৫ই মার্চ, ১৯২৩"

শ্রদ্ধাবনত আপনার

লেনিন।

(লেনিন : সং, রঃ, খণ্ড ৪৫, পৃঃ ৬০৭-৮)।

লেনিনের এই চিঠিখানা নিয়ে লেনিনের বোন মেরিয়া উলিয়ানোভা স্তালিনের কাছে যান। স্তালিন অবশ্য, সঙ্গে সঙ্গেই মেরিয়া উলিয়ানোভার হাতেই ক্ষমা চেয়ে লেনিনের কাছে চিঠি পাঠিয়ে দেন।

উল্লেখিত চিঠিখানা লেনিন লিখেছিলেন ১৯২৩ সালের ৫ই মার্চ। কিন্তু ক্রুপস্কায়া এই চিঠিখানা সঙ্গে সঙ্গেই পাঠাননি, ২/৩ দিন পরে মেরিয়া উলিয়ানোভার হাত দিয়ে পাঠান। কিন্তু ৭ই মার্চ লেনিনের আর একটি বড়ো ধরণের স্ট্রোক হয়। ১০ই মার্চ তাঁর শরীরের ডান দিকটা আবার অবশ হয়ে যায় এবং তিনি সম্পূর্ণ বাক্‌হীন হয়ে যান। সুদীর্ঘ দশ মাস লেনিন এই যন্ত্রণা কাতর ও বেদনাদায়ক অবস্থায় কাটান। ১৯২৪ সালের ১৯শে জানুয়ারী লেনিনকে খুবই ক্লান্ত দেখায় এবং পরীক্ষায় দেখা যায় তিনি দৃষ্টি শক্তিও হারিয়েছেন, ২১শে জানুয়ারী, সোমবার সন্ধ্যা ৬টায় তিনি আর একটি স্ট্রোকে আক্রান্ত হন এবং তার পঞ্চাশ মিনিট পরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

স্তালিনকে চিঠি লেখার এবং স্তালিনের ক্ষমা চাওয়ার পরে লেনিন তাঁর মত পরিবর্তনের সময় ও সুযোগ পাননি।

লেনিনের 'উইল'-এর এই 'সংযোজন' বা দ্বিতীয় পর্ব অবশ্যই রাজনৈতিক নয়, অসুস্থ মানসিকতার এক চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া। তা না হলে 'উইল'-এর প্রথম পর্বেই স্তালিনের বিরুদ্ধে লেনিনের মতামত থাকতো। তা ছাড়া 'উইল'-এর প্রথম পর্বে নেতৃত্বের ভারসাম্য বজায় রাখবার জন্য স্তালিন-ট্রট্স্কিকে মধ্যমণি করে লেনিন যে সমাধান দিয়েছিলেন, অসুস্থ মানসিকতা ব্যতিরেকে লেনিন কি করে সেই ভারসাম্যের গোড়া উপড়ে ফেলার জন্য স্তালিনের অপসারণের সুপারিশ করেন?

ছয় ☐

লেনিনের উইল এবং স্তালিনের প্রতিক্রিয়া

আসুন, এবার দেখা যাক, সেই ১৯২৯ সাল থেকে লেনিনের 'উইল' নিয়ে চক্রান্তকারীদের যে চক্রান্ত চলছিল—তার জবাব স্তালিন কিভাবে তাঁর জীবিত কালে দিয়েছিলেন? স্তালিন বলেন :

"...এবার লেনিনের 'উইল'-এর বিষয়ে। বিরোধীরা এখানে চীৎকার করে বলেছেন এবং আপনারাও শুনেছেন যে, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি লেনিনের 'উইল' 'গোপন' করেছে। আপনারা জানেন, আমরা কেন্দ্রীয় কমিটিতে এবং কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের প্লেনামে-এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি। (একটি কণ্ঠস্বর : 'অনেকবার')। এটা বারংবার প্রমাণিত হয়েছে যে, কেউ কোনো কিছু লুকোয়নি। যেহেতু এই 'উইল' ত্রয়োদশ কংগ্রেসকে সম্বোধন করে লেখা হয়েছিল, এবং যেহেতু এই 'উইল' সেই কংগ্রেসে পঠিত হয়েছিল (কণ্ঠস্বর : "হ্যাঁ ঠিকইতো") এবং যেহেতু—অন্য সকল কারণ বাদ দিলেও স্বয়ং লেনিনই চাননি যে এটি প্রকাশিত হোক এবং তিনি এটি প্রকাশ করার কথাও বলেননি, তাই ঐ কংগ্রেস সর্বসম্মতভাবে এটি প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আমরা যেমন জানি, বিরোধীরাও এসব কথা তদ্রুপই জানেন। তা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় কমিটি এই 'উইল' গোপন করছে বলে বলার ঔদ্ধত্য এরা দেখাচ্ছেন!

"যদি আমার কোনো ভুল না হয় তবে বলা যায় যে, লেনিনের 'উইল'-এর প্রশ্নটি আনা হয়েছিল সেই ১৯২৪ সালে। ইস্টম্যান নামে জনৈক প্রাক্তন আমেরিকার কমিউনিস্ট, পরবর্তীকালে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত ভদ্রলোকটিই—যিনি মস্কোর ট্রট্স্কি পন্থীদের সঙ্গেই মেলামেশা করতেন—তিনিই লেনিনের 'উইল' সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু গুজব এবং গাল-গপ্পো সংগ্রহ করেন এবং তার পরে বিদেশে গিয়ে 'লেনিনের মৃত্যুর পরে' শীর্ষক একখানা বই প্রকাশ করেন। এই বই-এর মাধ্যমে তিনি পার্টি, কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সোভিয়েত ব্যবস্থাকে যতদূর সম্ভব মসীলিপ্ত করে দেখান—যার মূল বক্তব্য ছিল যে, আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি লেনিনেন 'উইল' 'গোপন' করেছে। যেহেতু এই ইস্টম্যান কোনো এক সময়ে ট্রট্স্কির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন; তাই আমরা, পলিট ব্যুরো সদস্যরা, ট্রট্স্কিকে ইস্টম্যান-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার কথা বলি কারণ, ইস্টম্যান ট্রট্স্কিকে জড়িয়ে ধরে এবং বিরোধীদের কথা উল্লেখ করেই এই 'উইল' সম্বন্ধে আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে এই সমস্ত মিথ্যা কলঙ্কজনক বিবৃতি ট্রট্স্কিকে ভর করে দিচ্ছে। যেহেতু প্রশ্নটি খুবই সুস্পষ্ট ছিল, তাই ট্রট্স্কি পত্রিকায় একটি প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে ইস্টম্যান-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন।

"আমি ট্রট্স্কির প্রবন্ধের সেই অংশটি পড়ছি—যেখানে তিনি পার্টি এবং কেন্দ্রীয় কমিটি লেনিনের 'উইল' 'গোপন' করছেন কিনা তা রয়েছে। ট্রট্স্কির প্রবন্ধ থেকে আমি উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

"এই বই এর অনেক অংশে ইস্টম্যান বলেছেন যে, কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টি সদস্যদের কাছে, বিশেষ করে লেনিন যে সমস্ত দলিল তাঁর জীবনের শেষভাগে লিখেছিলেন - তা গোপন করেছে। (জাতীয় প্রশ্নে এবং তথাকথিত 'উইল' ইত্যাদি ব্যাপারে)। আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে এক অপপ্রচার ছাড়া কিছুই বলা যায় না। ইস্টম্যান যা বলেছেন তা থেকে এই ধারণা হতে পারে যে, ভ্লাদিমির ইলিচ ঐ সমস্ত চিঠি-পত্র যেগুলি অভ্যন্তরীন সংগঠনে উপদেশের চরিত্র বহন করে - সেগুলি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশের জন্য লেখা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা সম্পূর্ণভাবেই অসত্য। তাঁর অসুস্থতার সময়ে ভ্লাদিমির ইলিচ প্রায়শই প্রস্তাব, চিঠি পত্রাদি এবং অন্যান্য ব্যাপারে পার্টির নেতৃস্থানীয় প্রতিষ্ঠানে এবং কংগ্রেসে এসব পাঠাতেন। এটা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, সেই সমস্ত চিঠি-পত্র এবং প্রস্তাবাদি সব সময়েই যার উদ্দেশ্যে লিখিত - তাকে দিয়ে দেওয়া হতো এবং তা দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ পার্টি কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের জানানো হয়েছে এবং অবশ্যই তা সবসময়েই

পার্টি সিদ্ধান্তকে প্রভাবান্বিত করেছে এবং যদি সমস্ত চিঠি-পত্র প্রকাশিত না হয়ে থাকে তবে তার কারণ লেখক তা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশের জন্য দেয়নি, ভ্লাদিমির ইলিচ কোনো 'উইল' রেখে যাননি, এবং পার্টির প্রতি তাঁর মনোভাবের চরিত্রই এবং পার্টির চরিত্রই এরূপ 'উইল'-এর সম্ভবনা বাতিল করে দেয়। সাধারণত, যাকে 'উইল' বলে বলা হয় (তাকে বিদেশে বসবাসকারী এবং বিদেশী বুর্জোয়া এবং মেনশেভিক প্রচার মাধ্যমগুলি এমন ভাবে বিকৃত করে যে, তা আর চেনবার উপায় থাকেনা) তা একখানি চিঠি মাত্র—যা সাংগঠনিক ব্যাপারের অভিব্যক্তি। পার্টির ত্রয়োদশ কংগ্রেস এই চিঠিখানার প্রতি ঘনিষ্ঠতম মনোযোগ দিয়েছে—অন্য সকল চিঠি-পত্রের মতোই এবং তা থেকে অবস্থা এবং শর্তাদি বিবেচনা করেই—সময়োচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। 'উইল' গোপন করা বা তা লংঘন করার সমস্ত কথা-বার্তা হচ্ছে বিদ্বেষপূর্ণ আবিষ্কার এবং তা সম্পূর্ণভাবেই ভ্লাদিমির ইলিচ-এর 'উইল'-এর বিরুদ্ধে পরিচালিত এবং তাঁর সৃষ্ট পার্টির স্বার্থের বিরুদ্ধে পরিচালিত।'' (ইস্টম্যান-এর বই 'লেনিনের মৃত্যুর পরে' সম্পর্কে শীর্ষক ট্রট্স্কির প্রবন্ধ দেখুন। বলশেভিক, নং ১৬, সেপ্টেম্বর ১৯২৫, পৃঃ ৬৮)।

''ব্যাপারটি জলের মতো পরিষ্কার বলে লোকেরা মনে করবে। এই প্রবন্ধটি স্বয়ং ট্রট্স্কি লিখেছিলেন, তবে, কোন্ যুক্তিতে ট্রট্স্কি, জিনোভিয়েভ এবং কামেনভ এখন পার্টি এবং কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে লেনিনের 'উইল গোপন করা হচ্ছে বলে সুতো পাকাচ্ছেন? সুতো পাকানোটা চলতে পারে, কিন্তু জানা উচিত কোথায় থামতে হবে।

''বলা হয় যে, যেহেতু স্তালিন রূঢ়ভাষী, তাই কমরেড লেনিন স্তালিনের জায়গায় অন্য একজনকে সাধারণ সম্পাদকের পদে বসানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন। হ্যাঁ একথা সম্পূর্ণ সত্য। হ্যাঁ, কমরেডগণ, আমি সেই সব ব্যক্তির বিরুদ্ধে দুর্বিনীত—যারা যাচ্ছেতাই ভাবে এবং বিশ্বাসঘাতকতা করে পার্টিকে ভাঙে এবং ধ্বংস করে। আমি একথা কখনও লুকোইনি এবং এখনও লুকোইনা। সম্ভবত পার্টি ভঙ্গকারীদের প্রতি আচরণে খানিকটা নম্রভাব প্রয়োজন, কিন্তু আমি তাতে সিদ্ধহস্ত নই। ত্রয়োদশ কংগ্রেসের পরে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম প্লেনাম মিটিংএই আমি সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে আমাকে অব্যাহতি দানের অনুরোধ জানিয়ে ছিলাম। কংগ্রেস এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছে এবং সমস্ত প্রতিনিধিগণ—যার মধ্যে ট্রট্স্কি, কামেনভ এবং জিনোভিয়েভও ছিলেন—সকলেই স্তালিনকে তার পদে থাকার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত করে স্তালিনকে বাধিত করেছেন।

''আমি কি করতে পারি? আমার পদ থেকে পলায়ন? তা আমার প্রকৃতিতেই নেই। আমি কোনো দিনই কোনো দায়িত্ব থেকে পলায়ন করিনি এবং তা করার অধিকারও আমার নেই—কারণ তা হবে দলত্যাগ। আমি আগেও বলেছি, আমি স্বাধীন কর্মী নই এবং পার্টি যখন আমার ওপরে কোনো দায়িত্ব অর্পণ করে—তা আমি মেনে নেবোই।

''এক বছর পরে প্লেনাম মিটিং-এ আবার আমাকে অব্যাহতি দানের অনুরোধ জানিয়েছিলাম। কিন্তু আমকে আমার পদে রেখে আবার আমাকে বাধিত করা হয়।

''আমি আর কি করতে পারি?

''উইল' খানা প্রকাশ সম্বন্ধে কংগ্রেস এটি প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে—কারণ এটি কংগ্রেসকে সম্বোধন করে লেখা হয়েছে এবং প্রকাশের ইচ্ছা ব্যক্ত করা হয়নি।

''১৯২৬ সালে কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনাম-মিটিং-এ আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে পঞ্চদশ কংগ্রেসে এটি প্রকাশের অনুমোদন আমরা চাইবো। ঐ একই কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের প্লেনাম মিটিং-এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, লেনিনের সেইসব চিঠি প্রকাশ করা হোক যে চিঠিতে তিনি অক্টোবর বিপ্লবের অব্যবহিত আগেই কামেনভ এবং জিনোভিয়েভ-এর ভুল দেখিয়ে পার্টি থেকে তাদের বহিষ্কারের দাবী করেছিলেন।

''স্পষ্টতই, এইসব দলিল পার্টি গোপন করেছে বলাটা একটা কুখ্যাত অপপ্রচার। লেনিনের এই সব দলিলাদি এবং চিঠি-পত্রের মধ্যে পার্টি থেকে জিনোভিয়েভ এবং কামেনভকে বহিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও চিঠিখানা ছিল। বলশেভিক পার্টি, বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সত্যকে কখনও ভয় করেনি। প্রকৃতপক্ষে, বলশেভিক পার্টির শক্তি নিহিত রয়েছে সুনির্দিষ্টভাবে এই ঘটনার মধ্যে যে সে সত্যকে ভয় করেনা এবং সোজাসুজি সত্যের মুখোমুখী দাঁড়ায়।

''বিরোধীরা লেনিনের 'উইল'-কে তুরুপের তাস হিশেবে ব্যবহার করতে চান, কিন্তু এই 'উইল' পড়লে দেখা যাবে কোনো দিক থেকেই তাদের কারোর জন্যই এই 'উইল' তুরুপের তাস নয়, বরঞ্চ, লেনিনের 'উইল' হচ্ছে বিরোধীদের বর্তমান নেতাদের পক্ষে মৃত্যুবাণ।

'বাস্তবিক পক্ষে এটা ঘটনা যে তাঁর 'উইল'-এ লেনিন ট্রট্স্কিকে 'অ-বলশেভিকোচিত দোষে দুষ্ট বলে অভিযুক্ত করেছেন এবং কামেনভ ও জিনোভিয়েভ-এর অক্টোবরের ভুলকে তিনি বলেছেন যে ঐ ভুল 'আকস্মিক' ছিলনা। এর দ্বারা কি বোঝায়? এর দ্বারা বোঝায়, ট্রট্স্কি 'অবলশেভিকোচিত' রোগে ভুগছেন এবং কামেনভ ও জিনোভিয়েভ—যাদের ভুল 'আকস্মিক' নয় এবং অবশ্যই পুনর্বার ঘটতে পারে অর্থাৎ তাদের রাজনৈতিকভাবে বিশ্বাস করা যায় না।

''এটাই বৈশিষ্ট্য যে, 'উইল'-এ স্তালিন সম্বন্ধে এমন একটিও কথা নেই, এমন একটি ইঙ্গিতও নেই যে স্তালিন ভুল করেছেন। কেবলমাত্র স্তালিনের 'রূঢ়তা' রাজনৈতিক লাইনের অথবা অবস্থানের ত্রুটি বলে গণ্য হতে পারেনা, গণ্য হয় না।

''এই হচ্ছে 'উইল'-এর প্রাসঙ্গিক অংশ।

''আমি কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য সদস্যদের ব্যক্তিগত গুণাগুণের চরিত্রায়ণ করবো না। আমি শুধু আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেবো যে, অক্টোবরের ঘটনায় জিনোভিয়েভ এবং কামেনভ-এর ব্যাপারটা অবশ্যই আকস্মিক ছিলনা। কিন্তু এই জন্য তাদের ব্যক্তিগতভাবে ততটুকুই দোষী করা যায়—যতোটুকু দোষী করা যায় ট্রট্স্কিকে তাঁর অ-বলশেভিকোচিতার জন্য।'' (স্তালিন রচনাবলী, খণ্ড ১০, পৃঃ ১৭৮-৮০)

এই ছিল লেনিনের 'উইল' সম্বন্ধে স্তালিনের প্রতিক্রিয়া। ক্রুশ্চভীয়পন্থীরা প্রচার করেছে ভবিষ্যতে স্তালিন রূঢ়ভাষী এবং দুর্বিনীত হবেনা বলে কথা দেওয়ায় নাকি স্তালিনকে সাধারণ সম্পাদকের পদে বহাল রাখা হয়ে ছিল, কিন্তু স্তালিনের উল্লেখিত সুদীর্ঘ বক্তব্যের মধ্যে স্তালিনের এরূপ কথা দেওয়ার কোনো বক্তব্য নেই। বরঞ্চ তিনি বলেছেন, হ্যাঁ, তিনি বিশ্বাসঘাতকদের প্রতি কঠোর এবং বিশ্বাসঘাতকদের প্রতি নম্র বা সুকোমল মনোভাব দেখানো তাঁর ধাতে নেই। তা ছাড়া, স্তালিন যে দুবার সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন, কিন্তু সর্বসম্মতি ক্রমেই তাঁকেই সাধারণ সম্পাদক পদে বহাল রাখা হয় এঘটনাটিও ক্রুশ্চভপন্থীরা চেপে গেছেন।

সমগ্র ঘটনা পর্যালোচনা করে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, লেনিন কর্তৃক স্তালিনের সাধারণ সম্পাদকের অপসারণের সুপারিশটা নেহাৎ একটা মুহূর্তের উত্তেজনা প্রসূত আকস্মিক ঘটনা। অথচ, এটিকেই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ক্রুশ্চভপন্থীরা এটাকে পুঁজি করেই নিস্তালিনীকরণ এবং নিঃসমাজতন্ত্রীকরণের আসরে অবতীর্ণ হয়, আর দুনিয়ার তথাকথিত কমিউনিস্টরা তাতেই সায় দিয়ে সমাজতন্ত্রের সাময়িক পরাজয়ে সাহায্য করে।

এটা বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ট্র্যাজেডি নয়—বিশ্ব পুঁজিবাদের একটা সুপরিকল্পিত কৌশল—যাকে পরাস্ত করাই আজকের দিনের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের প্রধান কর্তব্য ☐

নির্মল পরিবেশ

আমাদের জন্মগত অধিকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্তালিনের মৃত্যুর পরে ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিংশ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। ক্রুশ্চভ তাঁর গোপন রিপোর্টের এক জায়গায় বলেছেন স্তালিন নাকি একবার তিরস্কার করে ক্রুশ্চভকে বলেছিলেন, 'এ তো দেখছি, আমি না থাকলে তোমরা দেশটাকে আমেরিকার হাতে তুলে দেবে।', কথাটা স্তালিন সত্যিই বলেছিলেন কি না তা আমরা হলফ করে বলতে পারি না, তবে ঘটনা যে ঠিক তা-ই ঘটেছে—তা তো আজ দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার। আমেরিকার হাতে দেশটি তুলে দেবার' চক্রান্তটি শুরু হয় স্তালিনের জীবিতকালেই—তাঁর জীবনের সায়াহ্নে। সে ইতিহাস এই অংশেই বর্ণিত হয়েছে। সেই অন্ধকারের চক্রান্তকেই 'আইনসঙ্গত' করা হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিংশ কংগ্রেসে। মূল কংগ্রেস অধিবেশনে ক্রুশ্চভ সরাসরি স্তালিন প্রসঙ্গটি আনেন না। এটি তিনি আনেন একটি বিশেষ গোপন অধিবেশনে। দেশে দেশে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির প্রতিনিধিমণ্ডলীর নিস্তালিনীকরণের জেহাদের দিকে—তাঁর মূল রিপোর্টের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী বক্তব্য ও সিদ্ধান্তগুলির দিকে নয়। ক্রুশ্চভ তাঁর মূল রিপোর্টে স্তালিনের নামোল্লেখ না করেই বলেছেন :

"কিছু কিছু মাথাগরম লোক এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছিলেন যে, সমাজতন্ত্র গঠন সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এবং তাই তাঁরা কমিউনিজম গঠনের জন্য এক বিস্তারীত সময়সূচী তৈরী করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁরা এক ভিত্তিহীন প্রস্তাব দিয়ে বলেছিলেন যে, সোভিয়েত ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবর্তে আমরা যেন সরাসরি দ্রব্য বিনিময়ের পথ গ্রহণের ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করি।" বস্তুত স্তালিনের শেষ বই "সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী"তে এই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। স্তালিনের এই বক্তব্যের বিরুদ্ধেই, অর্থাৎ, কিভাবে সমাজতন্ত্রকে কমিউনিজমের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে তার বিরুদ্ধে কিভাবে সমাজতন্ত্র থেকে পিছু হটে পণ্য-অর্থ সম্পর্কের বিস্তার সাধনের মাধ্যমে পুঁজিবাদকে ফিরিয়ে আনা হবে তারই পরিকল্পনার কথা ক্রুশ্চভ তাঁর মূল রিপোর্টে বলেছেন। অথচ, দুনিয়ার কমিউনিস্টরা ক্রুশ্চভের এই প্রতিবিপ্লবী পদক্ষেপের বিরোধিতা না করে ক্রুশ্চভের গোপন রিপোর্টের নিস্তালিনীকরণের ফাঁদে পা রাখেন। সেই থেকেই সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে স্তালিন প্রসঙ্গটিই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মুখ্য আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে--সমাজতন্ত্র থেকে কমিউনিজমে উত্তরণের প্রশ্নটি আড়ালে চলে যায়।

মূলনীতির প্রশ্নটিকে বাদ দিয়ে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃবর্গ বিশ্ব কমিউনিস্ট ঐক্যের প্রশ্নটিকে প্রধান এবং একমাত্র করে তোলেন-যেন ঐক্যটাই সব, নীতিটা গৌণ। ১৯৫৭ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত বারো পার্টির ঘোষণা এবং ১৯৬০ সালে অনুষ্ঠিত একাশী পার্টির দলিল এই নীতিহীন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী ঐক্য রক্ষার সুবিধাবাদী পলিসির পূর্ণতম সুযোগ গ্রহণ করে ক্রুশ্চভ তাঁর বিংশ কংগ্রেসের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-বিরোধী সিদ্ধান্তসমূহকে (শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা এবং সমাজতন্ত্রে শান্তিপূর্ণ ও সংসদীয় উপায়ে উত্তরণ) আন্তর্জাতিকীকরণ করিয়ে নেন এবং এভাবেই পুঁজিবাদে প্রত্যাবর্তনের পথিক সোভিয়েত ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবেই স্বীকৃত হতে থাকে। আধুনিক সংশোধনবাদ বিজয়ী হয়। ১৯৫৭ সালে ক্রুশ্চভ যখন যৌথ খামারগুলির কাছে মেশিন ট্রাক্টর স্টেশন-

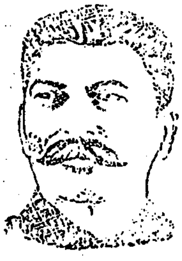

গুলি সরাসরি বিক্রী করে দিয়ে একদিকে উৎপাদনের উপায় সমূহকে গোষ্ঠিগত মালিকানাধীনে দিয়ে দেবার এবং অন্যদিকে শ্রমিক-কৃষক ঐক্যের মূল ভিত্তি ধ্বংস সাধন করবার এবং কেন্দ্র-পরিকল্পিত অর্থনীতির বিকেন্দ্রীকরণের প্রস্তাব দু'টি পার্টি প্লেনামে পেশ করেন, মলোটভ, কাগানোভিচ্ প্রভৃতি স্তালিন অনুগামীগণ তখন এই প্রস্তাব দু'টির বিরোধিতা করেন, ক্রুশ্চভ সংখ্যা লঘিষ্ঠ হবার ভয়ে ভীত হয়ে মার্শাল ঝুকভের সেনাবাহিনী দিয়ে প্লেনাম মিটিং ঘেরাও করিয়ে ভয় দেখিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠদের স্ব মতে আনেন। কিন্তু মলোটভ নেতৃত্বে যাঁরা ক্রুশ্চভের প্রস্তাব দুটির বিরোধিতা করেন ক্রুশ্চভ তাঁদের পার্টি বিরোধী বলে ঘোষণা করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ঐক্য রক্ষার নীতিহীন সুবিধাবাদী পলিসি অনুসারে একটি কমিউনিস্ট পার্টি বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে আহ্বান জানায় ক্রুশ্চভের সিদ্ধান্তের চারপাশে জমায়েত হবার জন্য, অর্থাৎ, মলোটভ, কাগানোভিচদের পার্টি-বিরোধী বলে ঘোষণা করবার জন্য। ঐক্য রক্ষা যে কোনো কোনো অবস্থায় এবং কোনো কোনো সময়ে একটি প্রতিক্রিয়াশীল পদক্ষেপও হতে পারে—এ ধারণা ঐক্য রক্ষাকারীদের ছিলনা আর তারই ফলে সংশোধনবাদ বিজয়ী হতে পেরেছে। ক্রুশ্চভের সেই কুখ্যাত প্রস্তাবটি এই বিভাগে দেওয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যে এনভার হোজার নেতৃত্বে আলবেনিয়ার পার্টি অব লেবার ক্রুশ্চভীয় সংশোধনবাদের বিভ্রান্তির জাল থেকে বেরিয়ে এসেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বাবিংশৎ কংগ্রেসে ক্রুশ্চভ নিস্তালিনীকরণের জেহাদকে পূর্ণাঙ্গ করবার জন্য স্তালিনের মরদেহ লেনিন স্মৃতিসৌধ থেকে তুলে এনে পুড়িয়ে ফেলে। সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বীকৃত ও প্রচলিত রীতি শবদাহ না করে কবর দেওয়া। তবে কেন স্তালিনের শবদেহ পুড়িয়ে ফেলা হলো? দ্বাবিংশতি কংগ্রেসে কি ঘটেছিল তা একবার স্মরণ করতে আমরা পাঠকদের অনুরোধ করছি। চৌ এন লাই এই কংগ্রেসে প্রতিনিধি হিশেবে এসেছিলেন স্তালিনের স্মৃতিসৌধে মালা দেবার জন্য। একগুচ্ছ গোলাপে তৈরী এক বিশাল স্তবক—যাতে বড়ো বড়ো সোনালী অক্ষরে খোদাই করা হয়েছিল "একজন মহান মার্কসবাদী-লেনিনবাদী"। আলবেনিয়ার সমর্থনে তিনি দিয়েছিলেন এক জোরালো বক্তৃতা, ক্রুশ্চভ প্রতিনিধিবর্গকে চৌ এন লাই-এর এই বক্তৃতা না শুনবার নির্দেশ জারী করেছিলেন, কিন্তু প্রতিনিধিগণ সমস্বরে এই বক্তৃতাকে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন। আলবেনিয়া ইতিমধ্যেই সংশোধনবাদী সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি প্রকাশ্য সমর্থন তুলে নিয়েছে, চীনও প্রকাশ্য সমর্থন তুলে নেবার পথে, প্রতিনিধিগণ চৌ এন লাই-এর ভাষণ সোৎসাহে সমর্থন করেছেন। এদিকে স্তালিনের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে না তাঁকে মেরে ফেলা হয়েছে, সে সম্বন্ধে গুঞ্জন উঠেছে। যদি দেশ দেশ থেকে স্তালিনের মৃত্যুর কারণ তদন্তের দাবী ওঠে এবং যদি স্তালিনের মৃতদেহ পরীক্ষা করার দাবী ওঠে তবে হয়তো ক্রুশ্চভের গোটা চক্রান্তটাই ধরা পড়ে যাবে। এই আশঙ্কাতেই প্রচলিত রীতি-পদ্ধতি অনুসরণ না করে ক্রুশ্চভ গোষ্ঠি স্তালিনের মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলে। স্তালিনের মৃতদেহ স্মৃতিসৌধ থেকে তুলে এনে পুড়িয়ে ফেলার প্রস্তাবটি তাই এই অংশে দেওয়া হয়েছে।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্বীকৃত নেতৃবৃন্দ ক্রুশ্চভ লাইন এবং বিংশৎ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহের সঙ্গে নীতিহীন সুবিধাবাদী আপোষ করলেও দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের কিছু কিছু মানুষ কিন্তু এই নীতিহীন সুবিধাবাদী আপোষের বিরুদ্ধে এবং বিংশৎ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। তাঁরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরে আধুনিক সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে নীতিনিষ্ঠ সংগ্রাম শুরু করেন। আধুনিক সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে এরূপ সংগ্রামের একজন পথিকৃতের নাম নেইল গুল্ড। তিনিই সর্বপ্রথমে (১৯৫৬-র গোড়ার দিকে) "বিশতম কংগ্রেস ও পরবর্তীকাল" শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন। তিনি ছিলেন আয়ারল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য এবং কমিউনিস্ট মুখপত্রের সম্পাদক। এই পথিকৃতের প্রবন্ধটি প্রকাশ করে আমরা তাঁর স্মৃতিকে অমর করে রাখতে চাইছি। তারপরে ভারতে সর্বপ্রথম মণি গুহ ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে তাঁর "বিংশতি কংগ্রেস ও স্তালিন" শীর্ষক বইখানা প্রকাশ করেন। তাঁর ঐ বই-এর অংশ বিশেষও এই অংশে দেওয়া হয়েছে।

"ইন ডিফেন্স অব স্তালিন" প্রবন্ধ লেখকের নাম কেউ জানেন না। এই প্রবন্ধটি ব্রিটেন থেকে প্রচারিত হয়েছিল। আমরা এই নাম না জানা লেখকের প্রবন্ধটি প্রকাশ করে তাঁর প্রতি আমাদের বৈপ্লবিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। ব্রিটেনের সংশোধনবাদ-বিরোধী কমিউনিস্ট নেতা বিল ব্ল্যাণ্ড-এর প্রবন্ধ "ব্যক্তি পূজা প্রসঙ্গে" একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ। অবশেষে এই বিভাগে রয়েছে টিটো সংশোধনবাদের সুযোগ উন্মোচনকারী সেই ঐতিহাসিক দলিলের কিছু কিছু অংশ—স্তালিন এবং মলোটভ লিখিত চিঠি। এই চিঠিগুলি যেমন একদিকে আধুনিক সংশোধনবাদের উৎসগুলি সম্বন্ধে সচেতন হতে সাহায্য করবে, তেমনি স্তালিন যে একতরফাভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেননি, বরঞ্চ অনেক তর্ক বিতর্ক এবং আলোচনার পরেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন—তাও প্রমাণিত করবে। 'স্তালিন মৃত্যুর আগে ও পরে ক্রুশ্চভের ভূমিকা'-র রচয়িতা ভূপেন পালিত। প্রয়াত এই মানুষটির তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধটি আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক উন্মোচন করে।

কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনাম

[২২-২৯ জুন, ১৯৫৭]

১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সোভিয়েত নেতাদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের বিষয় আলোচনা হয়। ক্ষমতা ও নীতির প্রশ্নে ক্রুশ্চভ ও পার্টির ভিতরে তাঁর বিরোধীদের কলহ চরমে ওঠে এবং কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে বিষয়টি আলোচিত হয়। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দ থেকে বিরোধীরা সকল বিষয়ে একমত পোষণ করেন এবং পরবর্তী সময়ে তাঁদের পার্টি বিরোধী বলা হয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সদস্য পার্টির প্রধান নীতি সম্বন্ধে প্রতিবাদ করেন। প্রতিবাদ হয়—পাশ্চাত্যের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে সৌহার্দ স্থাপন, সন্ত্রাসের কালে যারা শিকার হয়েছিলেন তাঁদের প্রতি আচরণ, শিল্পের হারবৃদ্ধি, পুনর্গঠন, অনাবাদি জমিতে উৎপাদন অভিযান, জাতীয়তাবাদী নীতি ইত্যাদি। মূলত বিরোধীপক্ষের সদস্যগণ ক্রুশ্চভের জিদ এবং সমস্যা সমাধানে আদর্শহীনতার দিকে লক্ষ্য রেখে মিলিত হয়েছিলেন। তাঁদের নিজেদের জীবনেও ভয় ছিল। পার্টি প্রেসিডিয়াম ১৮ থেকে ২২ জুন পর্যন্ত মিলিত হয়। আলোচনার বিষয় ক্রুশ্চভের সদস্য পদ থেকে বহিষ্কার। কয়েক দিন ক্রুশ্চভের পক্ষে মুষ্টিমেয় সমর্থন ছিল।

সম্ভবত ক্রুশ্চভ, কিরিসেনকো, মিকোয়ান এবং সুসলভের সমর্থন পান। পরে পরিস্কার জানা যায় ক্রুশ্চভ বিরোধীরা কেবল ম্যালেনকভ, মলোটভ এবং কাগানোভিচকে দলে টেনেছেন তা নয় তারা বুলগানিন, ভরোশিলভ, পারভুকিন, সবুরভ এবং সদস্য সিপিলভকে দলের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ২২শে কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন ডাকার সময় দেখা যায় প্রেসিডিয়াম ক্রুশ্চভের বিরোধী দলে ফাটল ধরেছে। কে জি বি এবং সৈন্যবাহিনী ক্রুশ্চভের সাহায্য করছে। অধিবেশনে কমরেড ম্যালেনকভ, কাগানোভিচ মলোটভকে বহিষ্কৃত করা হয় এবং কমরেড সিপিলভকে সদস্য পদ থেকে অপসারিত করা হয়। মলোটভ অসন্তুষ্ট হন এবং সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মত না দিয়ে ভোট দানে বিরত থাকেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় কমিটিতে ভাঙ্গনের প্রথম নজির।

পার্টিতে নেতৃত্বের বিরোধে প্রেসিডিয়াম নির্বাচন দরকার। এই প্রেসিডিয়ামে ছিলেন A. B. Aristove, N. I. Beliaev, I. I, Breznev, N, A. Bulganin, K. E. Voroshilov, G R. Zhkuov, N. G. Ignatov, A I. Kirichenko, F. R. Kozlov, O. V Kuusinen, A I Mikoyan, M. A. Suslov, G. A. Furtseva, N. S. Khrushchev, এবং N. S. Shvernik, এরা ছিলেন পূর্ণ সদস্য। N. A. Mukhidinov, P. N. Pospelov, D. S. Korotchenko, I. A Kalnberzin, A. P. Kirilenko, A. N Kasygin, K. T. Mazurov, V. P. Mzhavanadze এবং M G. Fervukhin, ছিলেন Candidate, Kuusinenও সেক্রেটারিয়েট নির্বাচিত হয়েছিলেন।

পার্টি বিরোধী ম্যালেনকভ কাগানোভিচ এবং মলোটভ সম্পর্কে

[২৯ জুন ১৯৫৭]

২২-২৯ জুন, ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের এক সভায় সি পি এস ইউ ম্যালেনকভ, কাগানোভিচ এবং মলোটভের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেসিডিয়ামে যে বিরোধী গোষ্ঠি তৈরী হয়েছে সে বিষয় আলোচনা করে।

সে সময়ে কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বাধীনে এবং জনসাধারণের সমর্থনে বিংশতি কংগ্রেসের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তগুলি কার্যকরী করবার চেষ্টা হচ্ছিল। লক্ষ্য ছিল, সোভিয়েত জনগণের আর্থিক ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, লেনিনের আদর্শের পুনরুদ্ধার, আনুগত্য লঙ্ঘনের বিরোধিতা, জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক প্রশস্ত করা, নির্ভুল জাতীয় নীতি অনুসরণ, সোভিয়েত গণতন্ত্রের বিকাশ, নির্ভুল বৈদেশিক নীতি প্রয়োগ, স্থায়ী শান্তির জন্য আন্তর্জাতিক বিরোধ হ্রাস। সে সময়ে এ সব বিষয় অনেক দূর এগিয়ে গেছে এবং জনগণও এ সব বিষয় জানত। এ সময়ে ম্যালেনকভ কাগানোভিচ এবং মলোটভ পার্টির নীতির বিরোধিতা করেন।

পার্টির পরিবর্তনশীল নীতি লক্ষ্য করে বিরোধিতা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব তৈরী হচ্ছিল এবং সি পি এস ইউয়ের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত পার্টি যন্ত্রকে তার স্থানচ্যুত করতে চেয়েছিল।

এ কোন আকস্মিক ঘটনা নয়।

অতীতে তিন চার বছর পার্টি দৃঢ় সংকল্প নিয়ে দোষ ত্রুটি দূর করবার চেষ্টা করছিল। এ সব দোষ ত্রুটি ব্যক্তি পূজাবাদ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এবং দেশের অভ্যন্তরে মার্কস লেনিনীয় নীতির সঙ্গে সংশোধনবাদী গোষ্ঠির সংগ্রাম চলছিল। চক্রান্তকারী পার্টি সে সময়ে লেনিনের জাতীয় নীতিকে বিকৃত করছিল। এদের ছদ্মবেশ খুলে গেল, সত্য উদ্ঘাটিত হল। গোষ্ঠি বিংশতি কংগ্রেসে সি পি এস ইউ যে পথ নিয়েছিলো প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে তার বিরোধিতা করল। লেনিনের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি এবং বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে বিরোধ হ্রাস করে সোভিয়েতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গঠনের নীতি এরা স্বীকার করল না।

ঐ গোষ্ঠি গণতন্ত্রের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং আইনী অধিকারের প্রশস্ত নীতির বিরোধিতা করে। তারা স্থানীয় সোভিয়েতের শক্তি বৃদ্ধি চায়নি। বিরোধী দল পার্টির দৃঢ় পদক্ষেপ সমর্থন করেনি। অথচ এই পদক্ষেপের ভিতর যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রের বিকাশ নিহিত ছিল। আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যে লেনিনের নীতি অনুসারে প্যারস্পরিক বন্ধুত্বস্থাপনের সুযোগ ছিল। পার্টি বিরোধী গোষ্ঠী বুঝতে পারেনি তা নয়। তারা স্বৈরতন্ত্রের শক্তি হ্রাস করবার জন্য যে সব পন্থা নেওয়া হয়েছিল, তারও বিরোধিতা করল। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাকে তারা ব্যর্থ করবার চেষ্টা করল।

এই গোষ্ঠী তীব্র বিরোধিতা করল এবং এমন এক পথ নির্বাচিত করল যেপথে শিল্প, শৃংখলা এবং চাষীদের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়। জনসাধারণ পার্টির নীতি মেনে নিয়েছিল। বিরোধীরা বুঝতে চেষ্টা করল না সমাজতন্ত্রে শিল্প বিপুল পরিমাণে এগিয়েছে এবং দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। বৃহদায়তন শিল্পের স্থান দিয়ে আরো উন্নত শ্রমশিল্পের স্থান দেওয়া দরকার। সোভিয়েত শিল্প সম্ভাবনাময়। এসব নীতি অনুসৃত হতে থাকলেও এবং পরবর্তী সময়ে নীতি আইনে পরিণত হলেও বিরোধী গোষ্ঠি সমর্থন করলনা।

কৃষি সম্পর্কে গোষ্ঠির সদস্যগণ প্রয়োজনীয় নতুন কাজগুলি বুঝতে পারেন নি। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে যে কৃষকদের অবস্থার উন্নতি সে কথা তাঁরা বুঝলেন না। যে সব স্বৈরতান্ত্রিক প্রণালী কৃষি কার্যে চলছিল সেগুলি বিনষ্ট হওয়ায় তাঁরা আপত্তি করলেন, যে সব নতুন প্রথায় চাষীদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে সেগুলি তাঁরা নস্যাৎ করলেন। তাঁরা বাস্তব জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে

পড়লেন। পশুপালন বিষয়েও তাঁরা বিরোধিতা করলেন।

দুধ, মাখন, মাংসের বাজারে সোভিয়েত রাশিয়া যে উৎপাদনে আমেরিকা যুক্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারছে, সে কথা তাঁদের বোধগম্য হল না। কিন্তু পার্টির এ সব বিষয়ে নীতি চাষী এবং জনসাধারণের সমর্থন পেল।

বিরোধী সদস্যগণ জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় বিষয়ে অবজ্ঞা জানালেন। সমাজতন্ত্রে অর্থনীতিতে দুধ এবং মাংস উৎপাদনে যে বিস্ময়কর উন্নতি হয়েছে তাঁরা বিশ্বাস করলেন না। বিরোধী দলের মলোটভ শ্লথ এবং রক্ষণশীল। তিনি বুঝলেন না দেশের অর্থনীতির উন্নতির জন্য লক্ষ লক্ষ অনকর্ষিত জমিতে চাষ আবাদ হওয়া দরকার।

কমরেড ম্যালেনকভ, কাগানোভিচ এবং মলোটভ কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করলেন। সমগ্র পার্টি তখন ব্যক্তিত্ববাদের ফলাফলের কথা চিন্তা করে এরূপ ব্যবস্থা নিল যে এরূপ বিরোধিতা ভবিষ্যতে হয় না।

যখন শ্রমিক, কৃষক, ইঞ্জিনিয়ার, কারিগরী শিল্পী, বিজ্ঞানী, লেখক এবং সকল বুদ্ধিজীবী মানুষ সি পি এস ইউ গৃহীত বিংশতি কংগ্রেসের পথ মেনে নিচ্ছিল, এ-সব প্রকল্প যখন তারা কার্যকরী করতে শুরু করেছে, জনসাধারণের মনে কাজের বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং সৃষ্টির পথে এগিয়ে যাচ্ছে তখন তাঁরা এই সৃষ্টিশীল আন্দোলনে উদাসীন রইলেন।

এই গোষ্ঠীর মধ্যে মলোটভ বিশেষভাবে, বিদেশনীতিতে শিথিল এবং আন্তর্জাতিক বিরোধ হ্রাস করে কিরূপে বিশ্বে শান্তি আনা যায় সেপথে বাধা দেন।

কমরেড মলোটভ যখন বিদেশ দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন বিদেশী মন্ত্রীদপ্তরের মাধ্যমে সোভিয়েত রাষ্ট্র এবং যুগোস্লাভিয়ার মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি করতে পারেন নি। তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেসিডিয়াম মারফৎ যে সব উপায়ের কথা যুগোস্লাভিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির জন্য বলা হচ্ছিল, তার বিরোধিতা করেন। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে সি পি এস ইউ কর্তৃক মলোটভের যুগোস্লাভিয়ার নীতি নিন্দিত হয়। "সোভিয়েত রাষ্ট্রের স্বার্থ, সমাজতান্ত্রিক শিবির এবং লেনিনের রাজনীতি বিষয়ক নীতি তিনি মানছেন না।"

কমরেড মলোটভ অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সোভিয়েত রাষ্ট্রের চুক্তি এবং সেদেশের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির বিষয় ভাবেন নি। অথচ আন্তর্জাতিক বিরোধী হ্রাসের জন্য অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির বিশেষ প্রয়োজন ছিল কেননা দেশটি ইউরোপের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। সুদূর প্রাচ্যে জাপানের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্কের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু মলোটভ এ বিষয়ে বিরোধিতা করেন। তৎকালীন সময়ে সি পি এস ইউ যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর করবার জন্য প্রগতিশীল পার্টিগুলির সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির চেষ্টা করছিল। মলোটভ বিরোধিতা করেন।

শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য সোভিয়েত সরকার যে সব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছিল কমরেড মলোটভ প্রায়ই সে সব বিষয়ে বিরোধিতা করছিলেন। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে তিনি ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তুলছিলেন।

অনেক বিষয়ে কমরেড মলোটভের সঙ্গে কমরেড কাগানোভিচ এবং কমরেড ম্যালেনকভের মিল ছিল। প্রেসিডিয়াম ধৈর্য ধরে তাদের ভুল সংশোধনের চেষ্টা করল, তাদের ভুলের বিরুদ্ধে লড়াই করল, তাঁদের ভুল থেকে শিক্ষা নিতে বলল এবং পার্টি নেতৃত্বে আসতে বলল। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হল।

কমরেড ম্যালেনকভ, কাগানোভিচ এবং মলোটভের অবস্থান পার্টির নীতি থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। তাঁরা পুরনো ধারণা এবং পদ্ধতির পৃষ্ঠপোষক। পার্টি এবং দেশ থেকে পৃথক। তাঁরা নতুন পরিস্থিতি এবং পরিবেশ লক্ষ্য করেন নি। রক্ষণশীল জরাজীর্ণ পদ্ধতি আঁকড়ে থাকেন। এ সব পদ্ধতি সাম্যবাদী আন্দোলনের স্বার্থের পরিপন্থী। সোভিয়েত সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর।

দেশ-বিদেশের নীতিতে তাঁরা সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন। মার্কস লেনিন দর্শনের প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি নিষ্প্রাণ যান্ত্রিক। তৎকালীন সমাজে মার্কস লেনিনের তত্ত্ব জীবন্ত। বিংশতি পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্তের দ্বারা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, পারস্পরিক বন্ধুত্ব স্থাপন, সমাজতন্ত্র দৃঢ়ীকরণ, শ্রমের উন্নতি সম্ভব ছিল। সংগ্রামের পথে কৃষিকাজে উন্নতি হত, জাতীয় কৃষ্টি বিকশিত হত এবং জনগণের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হত। কমরেড মলোটভ, কাগানোভিচ এবং ম্যালেনকভ যখন দেখেন তাঁদের ভুল আলোচনা কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেসিডিয়ামে বাধা পাচ্ছে তখন বিংশতি পার্টি কংগ্রেসের নীতির বিরোধিতা করলেন।

তাঁরা পার্টির নেতৃত্ব বিরোধী হলেন। কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে গোপন চুক্তি করলেন এবং অন্তর্ঘাতমূলক কাজ করতে আরম্ভ করলেন। কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে এ সব তথ্য আবিষ্কৃত হল। জানা গেল কমরেড ম্যালেনকভ কাগানোভিচ, মলোটভ এবং শিপিলোব পার্টির নিয়মভঙ্গ করেছেন। এসব কাজ দশম পার্টি কংগ্রেসে লেনিন 'পার্টি ঐক্যের বিষয়ে' যে সব সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তার বিরোধী। এই সিদ্ধান্তগুলি নিম্নরূপ ঃ

'পার্টির সব কাজে নিয়মশৃঙ্খলা রাখতে হবে। অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর করে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কমিটিকে পূর্ণ অধিকার দেয় যে নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে অথবা অন্তর্ঘাত মূলক কাজ কর্ম করলে পার্টির সব রকম শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা আছে। এসব কাজে যেখানে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জড়িত সেখানে তাঁকে ক্যানিডেটের মর্যাদা দেওয়া হবে এবং দরকারে চরম শাস্তিস্বরূপ তাঁকে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত করা হবে। এরূপ শাস্তি প্রয়োগ করতে হলে কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণ অধিবেশনে তা করতে হবে এবং কন্ট্রোল কমিশনের সকল সদস্যকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। এরূপ সাধারণ সভায় দুই তৃতীয়াংশ যদি বিবেচনা করেন, কাউকে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত করা দরকার, তা হলে যতশীঘ্র সম্ভব ব্যবস্থা নিতে হবে।'

লেনিনের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে পার্টি সংগঠন ও কেন্দ্রীয় কমিটি সচেষ্ট হবে। অন্তর্ঘাত দূর করে ঐক্যস্থাপনের চেষ্টা করবে। প্রহরী স্বরূপ কম্যুনিস্ট পার্টির এই কাজ।

সকল সদস্য সন্তুষ্ট এবং একমত হন। সকলে বিরোধী পক্ষের নিন্দা করেন। কেও এদের কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণ অধিবেশনে সমর্থন করেন নি।

কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণ অধিবেশনে যখন বিরোধী গোষ্ঠীর নিন্দা করা হয় তখন সকলে একমত হলেন তাঁদের বহিষ্কৃত করা হোক। বিরোধী পক্ষ যে পার্টির পক্ষে ক্ষতিকর তাঁরা তা বুঝলেন এবং পার্টির সিদ্ধান্ত কার্যকরী করলেন।

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে পার্টির ভিতরে লেনিনের অনুমূর্ত নীতিকে দৃঢ় করবার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে নিম্নরূপ প্রস্তাব গৃহীত হল ঃ

১। ম্যালেনকভ, কাগানোভিচ, মলোটভ এবং সিপিলোভের কাজ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির লেনিনীয় মতের সঙ্গে মেলে না।

২। কমরেড ম্যালেনকভ, কাগানোভিচ এবং মলোটভকে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং প্রেসিডিয়াম থেকে বাদ দেওয়া হোক। কমরেড শিপিলোভকে সি পি এস ইউ কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক এবং সদস্যপদ থেকে অপসারিত করা হল।

কমরেড মলোটভ, কাগানোভিচ এবং শিপিলোভের পার্টি বিরোধী কাজের নিন্দা করা হল। এই সিদ্ধান্তদ্বারা লেনিনের পার্টি নেতাদের শক্তিবৃদ্ধি হয় এবং তাঁরা আরো সংগ্রামী হয়ে ওঠেন।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সাম্যবাদে বিশ্বাসী সকলকে মার্কস-লেনিনের অপরাজেয় নীতি ও আদর্শের পতাকাতলে সমবেত হতে আহ্বান জানান— ঘোষণা করল এভাবে সাম্যবাদী রাষ্ট্রের পুনর্গঠন হবে।

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের স্মৃতি সৌধে

১) সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বাদশ বিংশতি কংগ্রেসে কম্যুনিষ্ট পার্টির সিদ্ধান্ত : কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা সমগ্র বিশ্বের নেতা ও শিক্ষক অমর ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের রেড স্কোয়ারে ক্রেমলিনের প্রাচীরের পরেই যে স্মৃতি সৌধ তাঁর নাম অবিনশ্বর করবার জন্য নির্মিত হয়েছিল, আজ থেকে তার নাম হল : ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের স্মৃতি সৌধ।

২) স্মৃতি সৌধের ভিতরে পাথর নির্মিত কফিনে আই ভি স্তালিনের উপস্থিতি অনুপযুক্ত বিবেচিত। যেহেতু, স্তালিন লেনিনের নীতি লঙ্ঘন করে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছিলেন, সোভিয়েত জনগণকে নিষ্পেষিত করেছিলেন এবং তাঁর অন্যান্য কাজে ব্যক্তিত্ববাদের পরিচয় দেয় সেহেতু ভি আই লেনিনের স্মৃতি সৌধের ভিতরে কফিনে ঢাকা স্তালিনের দেহ থাকা উচিত নয়। ☐

অনুবাদ ☐ গোকুলেশ্বর ঘোষ

With Best Compliments

A WELL WISHER

Space Donated by

A Well Wisher

বিশতম কংগ্রেস এবং পরবর্তী কাল

নেইল গুল্ড

সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির বিশতম কংগ্রেসের যে বক্তব্য এবং কর্মসূচী সেগুলির মূল বৈশিষ্ট আসলে কি? এটা হল পার্টি সংগঠন ও পার্টি উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে সুবিধাবাদী গোষ্টির সামরিক ক্ষমতালাভের দ্বারা সোভিয়েত ইউনিয়নে টিটো পদ্ধতিতে পুঁজিবাদকে ফিরিয়ে আনারই পদক্ষেপ।

স্তালিনের শয়তানি নিয়ে প্রচার, যা শুরু হয়েছিল কাপুরুষতার মধ্য দিয়ে ষড়যন্ত্রের কেতাদুরস্থতায়, এবার প্রকাশ্য করে দেওয়া হল জাঁকজমক করে হামবাগ কম্যুনিস্টদের মদতে এবং বিদেশী দেশগুলির পার্টি বিরোধীদের প্ররোচনায়। আর, এটা নিজেই নিজের আসল চেহারা দেখিয়ে দিয়েছে—একটা আক্রমণ, কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারণ পথকেই একটা আঘাত, যে পথ সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছে সোভিয়েতের জনগণকে।

যখনই একটি প্রতি-বিপ্লবী দলিল তৈরী হল, কি পদ্ধতিতে, কীভাবে সেটা রূপায়িত হয়েছে বা সেটা কেমন করে পরিবেশিত হবে, সে আলোচনায় আমাদের মনোযোগ না সরিয়ে দেখা উচিত এই প্রতিবিপ্লবীদের দলিল বা কাজকর্মের আসল চরিত্র।

ম্যালেনকভ, মিকোয়ান, ক্রুশ্চভ প্রতি-বিপ্লবী কাজকর্মের জন্য অপরাধী এবং এরা যৌথ নেতৃত্ব বিষয়ে ও ব্যক্তিবাদের চর্চার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে নানান কথার জালে চেষ্টা করছে নিজেদের আড়াল করতে। মূল বিষয়ের প্রতি মনোযোগ না হারিয়ে আসলে যা মার্কসবাদের সংশোধন, যা পার্টির মধ্যে স্তালিনের বিরোধীরা স্তালিনের জীবদ্দশাতেই চেষ্টা করেছিল তুলে আনতে এবং যেহেতু তিনি আর নেই, এরা আশা করছে এ চর্চা বয়ে নিয়ে যেতে। বিবেচনার জন্য আমাদের খুবই দরকার হবে সংক্ষেপে দুটি প্রধান শ্লোগানের আলোচনা, যা আজ জোর গলায় তুলে ধরা হয়েছে।

যৌথ নেতৃত্ব বা গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব

যৌথ বা গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব হচ্ছে কম্যুনিস্ট পার্টির দ্বারা বিশেষভাবে চিহ্নিত সাধারণ ধারণা আর সবসময়েই এটা ছিল। পার্টি সংগঠিতই করা হয় স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসা একত্রিত মেহনতী শ্রেণীর সবচেয়ে অগ্রবর্তী সভ্যদের সাহায্যে এবং আরো কিছু উপাদানে, বিশেষ করে কৃষকেরা, যারা তাদের সমস্ত কিছু নিয়েই নিক্ষেপিত মেহনতী শ্রেণীর সঙ্গে এবং বাধ্য হয়েছে পাশাপাশি দাঁড়াতে। এই একটি মাত্র নীতি রূপায়নের জন্য সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটের উদ্দেশ্য নিয়ে আজ এরা এগিয়ে এল এই নীতির সপক্ষে সওয়াল জবাবে এবং এরই সমর্থন প্রতিষ্ঠিত করতে সমস্ত গণসংগঠনের জন্য এবং জাতীয় জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে একে রূপায়িত করার জন্য।

এ ধরণের যৌথ নেতৃত্ব সমাজের মধ্যে ব্যক্তির বেড়ে ওঠার পথে অসাম্যতার সাধারণ পূর্ব ধারণা করে নেয়, যেমন সমস্ত নেতৃত্বই করে থাকে অথচ, সমস্ত ব্যক্তি একযোগে যদি বেড়ে ওঠে, নেতৃত্বের কোন প্রয়োজনই পড়ে না। সকলেই এখন নড়ে চড়ে উঠবে, যে যার নিজের ক্ষমতায় নিজের উপযোগী গন্তব্যের জন্য নিজের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে উদ্যোগী হবে।

উন্নতির অসাম্যতা বা সমাজের মধ্যে ব্যক্তির বেড়ে ওঠার পথে অসাম্যতা মার্কসবাদের একটি মূল বক্তব্য। জীবিত সমস্ত কিছুর উন্নতিকে এটি বিশেষভাবে চিহ্নিত করে। ইতিহাসের সমস্ত ছাত্রকেই বুঝতে হয় প্রাচীন মানব সমাজের ভিন্ন ভিন্ন গঠনের তুলনামূলক বৈশিষ্ট এবং এর মাধ্যমেই ইতিহাস সম্মত পরবর্তী পরিচ্ছেদের উত্তরণ বিশ্লেষণে সঠিক জ্ঞান বা জাতির উত্থান পতনের ধারণা হয়। এখানেই ইতিহাস সম্মত নেতৃত্বের গুরুত্ব।

অথচ যদি সেখানে একত্রিত বিভিন্ন গোষ্ঠীর স্বাতন্ত্রতায় এই অগ্রগতির অসাম্যতা নানান উপায়ে বজায় থাকে এবং সমাজের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর এবং সমগ্র সমাজেরও তবে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যেকার ব্যক্তিদের মধ্যেও এই অসাম্যতা বেড়ে যাবে। ফলস্বরূপ প্রত্যেকটি সমবেত গোষ্ঠীই তার মধ্যেকার সবচেয়ে উন্নত ব্যক্তিত্বকে নেতা হিশেবে হাজির করবে।

তথাকথিত যৌথ নেতৃত্বের জন্য আজকের এই প্রচার যা কিনা কম্যুনিস্ট পার্টির উচ্চ পর্যায়ে সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর দ্বারা জোরগলায় তুলে ধরা হচ্ছে, আসলে সম্পূর্ণই আলাদা ধরণের যৌথ নেতৃত্বের ধারণা লেনিন ও স্তালিনের নেতৃত্বে যা পরীক্ষিত হয়ে আছে, সে ধারণার থেকে।

গণতান্ত্রিক বা সমবেত নেতৃত্বের এই শ্লোগান, যা সোভিয়েত পার্টির মধ্য থেকে আজ উঠে আসছে কিছুতেই নেতৃত্বের স্বাভাবিক চেহারা সামনে তুলে আনে নি, লেনিনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পার্টির এ পর্যন্ত তুলে নেওয়া আদর্শপ্রতিম রূপের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে।

বিপরীতভাবে, বরং এটা এগিয়ে এনেছে স্তালিনের সময়কালীন নেতৃত্বের যে বৈশিষ্ট্য—তার বিরোধিতাতেই। এটা এ জন্যেই পার্টির দ্বারা জনগণের গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের অর্থ হয় নি বরং পার্টির মধ্যে তৈরী হল সমবেত নেতৃত্ব। যৌথ নেতৃত্বের এই ধরনটি আসলে বিভেদকরণ ও ভিন্ন ভিন্ন পথের মধ্যে আপোষ গড়ে তোলা যা সম্পূর্ণই ভিন্ন লেনিনীয় মতাদর্শের অনুসারী সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের দ্বারা গৃহীত একটি মাত্র নীতি অনুসরণের পথ থেকে এবং সেই নির্দিষ্ট পথ মেনে এগিয়ে চলার নীতি সেই কমরেডের নেতৃত্ব স্বীকার করে নিয়ে যিনি সেই নীতির জন্য সংগ্রামটিকে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। যারা এই নীতির বিরোধী তারা সকলেই আপোষ আলোচনার মধ্য দিয়ে এখন কৃতার্থ হবে অন্যদের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে চলার সংকল্পে।

ব্যক্তি চর্চা বা ব্যক্তি পূজার অনুশীলন

একইভাবে সুযোগ সন্ধানীরা ব্যবহার করছে একটি শ্লোগান—ব্যক্তি চর্চা বা ব্যক্তি পূজার অনুশীলন শেষ করে দেবার জন্য এবং একযোগে সমবেত নেতৃত্বের আদর্শ গ্রহণ করে কাজ চালিয়ে যেতে। সত্যিই যদি সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যক্তি চর্চার বা ব্যক্তি পূজার অনুশীলন থেকেই থাকে তবে কে দায়ী এর জন্য? দায়িত্বের সঙ্গে স্তালিনকে এরজন্য দোষী করাটা একেবারেই অর্থহীন। একটি মানুষের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয় নিজের চর্চা শুধুমাত্র নিজের দ্বারাই গড়ে তোলা। ব্যক্তি চর্চা বা ব্যক্তি পূজার চর্চা ব্যক্তির ঐশ্বরিকতা সৃষ্টি করে, স্তালিনের বিষয়ে যা কোন দায়িত্ব সম্পন্ন কর্মীই করতে পারেন না।

এটা সত্যি যে স্তালিন বিশালভাবে প্রশংসিত, দায়িত্ব সম্পন্ন এবং দায়িত্বহীন—উভয়েরই দ্বারা। আন্তরিকভাবে পৃথিবীর সমস্ত শোষিত বঞ্চিত জনগণের দ্বারাও, যারা তার মধ্যে দেখেছিলেন নিজেদের প্রয়োজনীয় নেতাকে। সেই মানুষ যিনি সব সময়েই বিজয়ের পথে সঠিক নীতি ও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। অবিশ্বস্ততার সঙ্গেও তিনি প্রশংসিত সুবিধাবাদী, সুযোগ সন্ধানী ও উচ্চাকাংখীদের দ্বারা, যাদের প্রকাশিত মতগুলি নিজেদের ধরে থাকা নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী এবং পার্টির মধ্যেকার ক্ষমতাসীন অংশের দ্বারা যা স্থির করা

হয়েছে।

ভেকধারী কম্যুনিস্টদের একটা বড় অংশ এখানে দেখা যাচ্ছে যারা এখন রেগে উঠছে ক্ষোভে। যেভাবে স্তালিন প্রশংসিত হয়েছিলেন—তারাই বলছে হ্যাঁ একটা সময়ে, একদা তারাই বিশাল রকম প্রশংসা করেছে—এখন বেশীর ভাগ তারাই বলছে যে সেটা তারা ভুল করেছিল। হতে পারে, তারা দোষীই ব্যক্তিচর্চা বা ব্যক্তিপূজার অনুশীলনের জন্য আর যদি এ সত্যও হয় তারা অনুতপ্ত হোক যে স্তালিনকে এইভাবে অযথা দোষারোপ করার পরিবর্তে এবং তাদেরকেই দোষারোপ করুক যে যারা এই চর্চায় বিশ্বাসী। ইতিহাস যারা পড়েন কেউই অস্বীকার করতে পারেন না একটি মহান নেতার প্রশংসার গুরুত্বকে এবং একটি সঠিক পদ্ধতির যা প্রত্যেক বিপ্লবের ক্ষেত্রেই অপরিহার্য অংশ। ইতিহাসই শুধু এ ব্যাপারটাকে তুলে ধরে না উপরন্তু মহানতম মানবিক শিল্পকর্মগুলিও এ কাজ করে। এমন কি সুবিধাবাদীদের অবিশ্বস্তদের প্রশংসাও একটা অংশে ক্রিয়াশীল হয়। এটা কি বিপ্লবীদের একটি পরীক্ষিত কর্মপদ্ধতিই নয় যার দ্বারা এরা পরাজিত শত্রুদের বাধ্য করায় বিপ্লবের গুণগানে এবং বিশেষ করেই বিপ্লবী নেতাদের, বিপ্লবী কর্মপদ্ধতির, যার ফলে বিনা বিপ্লবের শত্রুরা অপদস্থ হয় নিজেদের বংশধরদেরই কাছে? যদি এটাই কিছু ব্রিটিশ বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের অপছন্দের ব্যাপার তবে কেন তাঁরা একদা বিপ্লবী পার্টিতে অংশ নিয়েছিলেন?

এটা খুবই পরিষ্কার যে, যেভাবেই হোক, যা এদের সত্যি সত্যিই দুর্বল করেছে সেটা আর কিছুই নয় শুধুমাত্র নিজেদেরই শব্দের কথায় স্বাদ।

ব্যক্তির ভূমিকা

প্লেখানভ তাঁর মার্কসীয় চর্চার অবদান 'ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা' গ্রন্থে নির্দিষ্ট করে দেখিয়েছেন যে এ ব্যাপারে দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দৃষ্টিভঙ্গী বর্তমান আছে। কিন্তু, উভয় দৃষ্টিভঙ্গীই মূলত মার্কসবাদের শত্রু। প্রথমটি বোঝাতে চায় যে সমগ্র ইতিহাস আসলে মহান সমস্ত ব্যক্তিদের দ্বারা তৈরী এবং সাধারণ মানুষ বা জনগণ-য়ের ভূমিকা নিতান্তই গৌণ। অ-প্রলেতারিয়ানদের, বিশেষ করে বিপ্লবী কৃষক পার্টিগুলির এটাই ভাবনার গোড়ার কথা ছিল। দ্বিতীয়টি সামাজিক অগ্রগতির ফলস্বরূপ যখন থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে একটি সিদ্ধান্ত 'ব্যক্তি কিছুই করতে পারে না'—এটি ছিল পুঁজিবাদী যুক্তিবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গী। সুবিধাবাদী পার্টি সদস্যেরা যারা আজ উঠে পড়ে সোরগোল শুরু করেছে ব্যক্তিপূজা বা ব্যক্তিচর্চার বিষয় ঘিরে এরাই পরবর্তী এই ভাবনায় নিমজ্জিত হয়ে সরে এসেছে কারণ এরা আজ ব্যক্তি নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকেই অস্বীকার করছে, যা কিনা বিপ্লবী জনগণের এক অচ্ছেদ্য অঙ্গই।

সমস্ত বিশ্বস্ত কর্মীদের একটি অবশ্য প্রয়োজন হল কুয়াশাচ্ছন্ন দৃশ্যপটকে ছিন্ন করা এবং দেখে নেওয়া বর্তমান প্রচারটির স্বরূপ, এর আদত চেহারাতেই অর্থাৎ একটি মহান মানুষের ব্যক্তি দুর্বলতার প্রভাব প্রকাশ্য করে দেওয়ার প্রচার এটি নয় বরং এটি একটি সুপরিকল্পিত চেষ্টা কম্যুনিস্ট পার্টিগুলির বিপ্লবাত্মক পদ্ধতিকে পরিত্যাগ করার, যা সযত্নে মেনে চলা হত লেনিন ও স্তালিনের নেতৃত্বে এবং এর পরিবর্তন ঘটিয়ে নিয়ে আসা একটি সুবিধাবাদী মেনশেভিক পদ্ধতিকে যা পুঁজিবাদের সঙ্গে একটি আপোষের পদ্ধতি এবং যা শুধুমাত্র মেহনতী শ্রেণীর সংগ্রামকে পরাজয়ের ভবিতব্যে নিয়ে যাবে।

পরিবর্তনগুলি কি কি

সুবিধাবাদীদের পার্টি যারা স্তালিনের বিপক্ষে এ পর্যন্ত কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ আনীত হয় নি শুধুমাত্র সাধারণভাবে বেশি বেশি করে দোষারোপ করা ছাড়া।

এদের মধ্যে কেউই আমাদের জানায়নি স্তালিন কি কি ভুল করেছেন। কেউ কেউ ঘোষণা করছে, উনি নাকি ভাল মানুষগুলিকে সাজা দিয়েছেন কিন্তু, আমাদের জানানো হয়নি তাদের নামগুলি। আমাদের বলা হয়েছে যে উনি নিজেকে পার্টির উপরে রেখে ছিলেন অথচ জানানো হচ্ছে যা কোন কোন ব্যাপারে বা কোন কোন ঘটনায়। সবচেয়ে মারাত্মক যে সমালোচনাটি উপস্থিত করা হয়েছে সেটি হচ্ছে যে উনি নাকি হিটলারের ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনগণের যে মহান দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য সে সময়ে যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে উইনস্টন চার্চিলের উপদেশ গ্রহণ করেন নি।

আরো কিছু অতি সাহসী মানুষ সমালোচনার সময় ঢুকে পড়েছে নীতির প্রশ্নে কিন্তু পার্টি নেতারা এই ধরণের প্রশ্নগুলিকে এড়িয়ে যাওয়াই পছন্দ করেছে এবং বড় বড় প্রবন্ধ লিখেছে হ্যারি পোলিত য়ের মতন যার মধ্যে যতটা অল্প করে বলা সম্ভব ততটাই বলা হয়েছে যতটা বেশী সম্ভব ততটাই শব্দের ব্যবহার ঘটিয়ে এবং মূল বিষয়ের সূচীমুখ সযত্নে এড়িয়ে।

মূল নীতির পরিবর্তন

স্তালিনকে জঘন্য ভাষায় আক্রমণের সময় থেকে, যা প্রকৃতই বেড়ে গিয়েছিল কংগ্রেসে প্রথম মিকোয়ান কৃত ক্ষুব্ধ সমালোচনার কিছু দিনের মধ্যেই, বিপ্লবী বলশেভিক নেতৃত্বের উপর মিথ্যা অভিযোগ, মিথ্যা অত্যাচারের কাহিনী আর তিক্ত ঘৃণ্য ভাষার বন্যায় সমস্ত রকমের সুবিধাবাদীদের দল শয়তানি উল্লাসে 'ব্রিটিশ ডেইলী ওয়ার্কার'-য়ের পাতায় সাপ্তাহিক বেলেল্লা শুরু করে দেয়। সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল পদ্ধতিগুলি, যা পার্টির প্রথম যুগে পার্টির মধ্যে প্রকটভাবেই ছিল এবং লেনিন ও স্তালিনের দ্বারা যা সম্পূর্ণভাবে উপড়ে ফেলা হয়েছিল। এবার দেখা গেল নতুন করে সেগুলি আবার উপস্থিত হল।

শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের তত্ত্ব

যখন কিনা লেনিন এবং স্তালিন আমাদের শিখিয়ে অভিজ্ঞ করে দিয়ে গেছেন যে বুর্জোয়ারা কখনোই নিজে থেকে আত্মসমর্পণ করে নিজেদের শক্তি অবলুপ্ত করবে না—এখন সে জায়গায় বলা হচ্ছে যে বিপ্লব সংগঠিত করা যেতে পারে সংগ্রাম ছাড়াই।

যখন কিনা লেনিন এবং স্তালিনের শিক্ষা এই যে, পুঁজিবাদের যুগে, এর শেষ সময়ে, সাম্রাজ্যবাদ স্তরে রাষ্ট্রীয় শক্তি গড়ে তোলা হয় এক সুবিশাল যন্ত্রে, মানুষের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় নিজের সশস্ত্র শক্তিতে এবং এই যন্ত্র নিশ্চয়ই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় যদি মেহনতী শ্রেণী বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যায়, নিজেদের সম্পূর্ণ বিজয়ের গন্তব্যে, চূড়ান্ত সাফল্যে। অথচ, আজ আমাদের বলা হচ্ছে যে পুঁজিবাদী সংসদীয় ব্যবস্থাকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতান্ত্রিক সংসদীয় ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করা যেতে পারে। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে এখানে সম্পূর্ণই এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে সু-কৌশলে।

শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র

লেনিন এবং স্তালিন আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে প্রলেতারিয়ান বিপ্লবের (শ্রমিক শ্রেণীর দ্বারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল) পরেও এর নীতি, আদর্শ বজায় রাখতে হলে এবং শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক অর্থ-

নীতি গড়ে তুলবার কাজ চালিয়ে যেতে হলে মেহনতী শ্রেণী কৃষকদের সঙ্গে একযোগ হয়ে নিশ্চয়ই নিজের রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করবে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কতন্ত্রের ধরণে, যা নিশ্চয়ই দমন করবে দেশের মধ্যেকার পুরোন বুর্জোয়া প্রতিভূদের যাতে কোন ধরণেই এরা নিজ শ্রেণী-রাজনীতির প্রচার করতে না পারে। বল প্রয়োগের দ্বারাই দমন করা হবে এদের সমস্ত প্রতি বিপ্লবী চেষ্টাগুলিকে এবং নিশ্চয়ই শক্তিশালী প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তুলতে হবে বাইরের পুঁজিবাদী শত্রুদের মোকাবিলার জন্য। আর এখন, আমাদের কিনা বলা হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র পুরোন এবং বাতিলযোগ্য। এও বলা হচ্ছে যে বিপ্লবের (শান্তিপূর্ণ) পরে সমাজতান্ত্রিক ব্রিটেনে টোরি পার্টির (Tory Party*) মত দলও থাকতে পারে। (Daily Worker, March 27th 1956)।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ

যেখানে লেনিন এবং স্তালিন আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এর শেষ সময়ে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী স্তরে অনিবার্যভাবেই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিকে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধের দিকে এগিয়ে দেয় সেখানে আজ আমাদের বলা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধগুলিকে এড়ানো যায় শান্তিকামী জনগণের সঙ্গে একত্রিত হয়ে এবং সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস না করেই।

বুর্জোয়াদের প্রতিরোধ শক্তি

লেনিন এবং স্তালিনের শিক্ষায় আমরা জানি যে সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যে দেশগুলিতে প্রলেতারিয়ান বিপ্লব বিজয় লাভ করেছে সেই সব দেশে অবশিষ্ট বুর্জোয়াদের প্রতিরোধশক্তি এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিতে মেহনতী শ্রেণীর প্রতিরোধ শক্তি ক্রমে ক্রমে ভয়ংকরতর হয়ে উঠবে অথচ আজ আমাদের শুনতে হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নে বুর্জোয়া শক্তিগুলির চিহ্নমাত্র নেই এবং ব্রিটিশ পার্টির মধ্যে এও প্রস্তাব রাখা হয়েছে যে অ সোভিয়েত পৃথিবীতে পুঁজিবাদীরা যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে আর যেইমাত্র ব্রিটেনে জনগণের সরকার নির্বাচিত হবে সেই মুহূর্তে এরা কর্তব্যনিষ্ঠ ভাল মানুষ হয়ে নিজেদের সমস্ত অস্ত্র সমর্পণ করে দেবে।

স্তালিনের নেতৃত্ব

স্তালিনের বিপক্ষে আনীত অভিযোগগুলির একটি হচ্ছে এই যে উনি নাকি পার্টির উপরে নিজেকে বসিয়ে রেখে ছিলেন এবং ব্যক্তি (নিজ) সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকতেন। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে এই একই অভিযোগ আনা হয়েছিল মেনশেভিকদের দ্বারা লেনিনের বিপক্ষে। এটি ঘটেছিল এপ্রিল থিসিস (April Theses)-য়ের সময় যখন লেনিন বলশেভিক বিপ্লবের জন্য কর্মসূচী ঘোষণা করেন। তাঁর এই কাজে লেনিন চিহ্নিত করেন এই ধরণের আচরণের বৈপ্লবিক প্রয়োজন এবং এই বিষয়ে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গী এ পর্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির দ্বারা বারবার উল্লিখিত হয়েছে যাতে করে কিনা এখানে নতুন করে এ বিষয়ের ভিতরে যাবার কোন প্রয়োজন নেই-ই।

লেনিন একজন 'ডিক্টেটর' ছিলেন না, তিনি একজন মহান বিপ্লবী নেতা—যাঁর শক্তি নির্ভর করে এই বিষয়েরই উপর যে তিনি তাঁর সমস্ত সিদ্ধান্তগুলিই নেবেন জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলোচনা সাপেক্ষে আবার, যখন পরিস্থিতির চাহিদা আসে এবং যখন চটজলদি আলোচনা সম্ভব হতে পারে না তখন তিনি নিজের বিপ্লবী দূরদৃষ্টিকে ব্যবহার করেন এবং বিচার নেন যে দেয় সিদ্ধান্ত সক্রিয়ভাবে জনগণের দ্বারা রূপায়িত করা হবে কিনা সম্পূর্ণই যা বাস্তব ঘটনায় আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্তগুলিকে ঘুরিয়ে দিতে পারে।

স্তালিন ছিলেন একই রকম ধরণের এক মহান বিপ্লবী নেতা। সৃজনশীল গণতন্ত্র-কে তিনি বুঝতেন এবং সমস্ত ধরণের ফাঁপা আনুষ্ঠানিকতাই তিনি অপছন্দ করতেন। সমাজতন্ত্র গঠনের প্রতিটি স্তরেই তিনি ব্যাপক হারে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট নিয়ে পার্টির যৌথ নেতৃত্বের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতেন এমন ধরণের ব্যাপক আলোচনার জন্য।

সমাজতান্ত্রিক প্রযুক্তি সংগঠন

দেশের সমাজতান্ত্রিক প্রযুক্তি সংগঠনে ব্যাপারটা এমন ছিল যেখানে প্রত্যেক কারখানায় সভা ডাকা হত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির জন্য পুঁটিনাটিভাবে খসড়া তৈরী করতে। ট্রট্স্কির তত্ত্বের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে, যেখানে সমস্ত পার্টিই বিপক্ষীয় বক্তব্যগুলির আলোচনা করত এবং ট্রট্স্কির মতানুসারীদেরও সুযোগ দেওয়া হত সপক্ষীয় যুক্তির সমর্থনে আলোচনা করার। এর পরই আনুষ্ঠানিকভাবে ট্রট্স্কিকে সমালোচনা করা হত আর এ সিদ্ধান্তও নেওয়া হত সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের মধ্য দিয়ে।

কৃষির সমবায় করণ

কৃষির সমবায় করণ প্রচারের জন্য প্রতিটি গ্রামে কৃষকদের ডেকে সাধারণ সভা বসানো হত পার্টির সুচিন্তিত খসড়া পরিকল্পনার ব্যাপক আলোচনা সাপেক্ষে গ্রহণ অথবা বর্জনের সিদ্ধান্ত নেবার জন্য। যদিও প্রচারকালীন কিছু কিছু ক্ষেত্রে পার্টি সভ্যদের দ্বারা গণতান্ত্রিক রীতি নীতি ভাঙা হয়েছিল সেক্ষেত্রে সাধারণভাবেই এও জানা যে সেটা ছিল স্তালিনের নেতৃত্বে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সরাসরি বিরুদ্ধতা প্রদর্শনকারীদের স্থান এবং বেশীর ভাগ ঘটনাগুলিতেই সেটা করা হয়েছিল সুনিশ্চিতভাবে কৃষকদের বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন করে তুলতে এবং সোভিয়েত শক্তিকে দুর্বল করতে।

স্তাখানভ আন্দোলন

সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা ও স্তাখানভবাদ-য়ের জন্য প্রচার চলাকালীন দুটি শক্তিশালী আন্দোলন মেহনতী মানুষদের মধ্য থেকে সংগঠিত হয়েছিল স্বতস্ফূর্তভাবে এবং পার্টি নেতাদের অনেকেই প্রথমে এগুলির বিরোধিতা করেন। স্তালিন প্রযুক্তি ও কৃষির মধ্যেকার দক্ষ চিহ্নিত শ্রমিকদের মধ্যে ব্যক্তি উদ্যোগের চূড়ান্ত সুযোগ করে দেন পার্টির মধ্যেই এদের প্রচারকে সমর্থনের দ্বারা এবং দেশ ব্যাপী এর স্বীকৃতির প্রতিষ্ঠা দিয়ে।

কে না মনে করতে পারে সেই কর্তব্যনিষ্ঠ মেহনতী মানুষদের অগণিত সভাগুলি অথবা সমবায় কৃষক কর্মী এবং স্তাখানভ অনুসারীদের আলোচনা সভাগুলিকে যা কিনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল পার্টির মধ্যে নতুন টগবগে জীবনের উদ্দীপনা এনে দিতে এবং পার্টি সংগঠনের মধ্যে আমলাদের ক্ষমতা কুক্ষিগতকরণের গতিরোধ করতে।

সংবিধান বিধিবদ্ধ করণে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি

সমবায় খামার প্রতিষ্ঠিত করা হয় যেমন খসড়া সংবিধান পরিকল্পনার উপর ব্যাপক আলোচনা সাপেক্ষে ঠিক সেই রকমই ব্যাপক প্রচার ও আলোচনায় অংশ গ্রহণের জন্য 'স্তালিন সংবিধান' রূপ দেওয়ার জন্য (আজও সেই সংবিধান প্রতিষ্ঠিত এবং সুবিধাবাদীদের দল কোন সাহসই দেখায়নি এই সংবিধান-কে কোনভাবেই আক্রমণ করতে)। ইতিহাসে সেই-ই প্রথমবারের জন্য সমগ্র দেশের মানুষ অংশ নিতে পেরেছিল নির্বাচকদের বিভিন্ন সভাগুলির দায়িত্ব ও অধিকারগুলি ঠিক করে দিতে। খসড়া সংবিধানের উপর আলোচনা, পরিমার্জন এবং সর্বশেষে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট দ্বারা বিধিবদ্ধ করা

*Tory Party—ব্রিটেনের রক্ষণশীল পার্টিই টোরি পার্টি নামে পরিচিত।

হয়েছিল স্তালিন নামাঙ্কিত সেই সংবিধানে।

ফ্যাসী বিরোধী যুদ্ধ

লেনিন যেমন বলেছেন যে বিপ্লবের মহান নেতা নিশ্চয়ই প্রতিটি জটিল পরিস্থিতিতে নিজের আয়ত্ত শক্তিকে সম্পূর্ণভাবেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে নিয়োজিত করবে চূড়ান্ত নিষ্পত্তিমূলক কাজে এবং মূল সেই কাজটির দিকেই লক্ষ্য রেখে অন্য সমস্ত কিছু বিচার্য। যখন পার্টির সংগঠনই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব স্তালিন নিজে সে সময়ে পার্টির সেক্রেটারী পদে থেকে সেই গুরু দায়িত্বে নিজেকে উৎসর্গ করেন। যখন পৃথিবী ব্যাপী ষড়যন্ত্রের এক অংশ হিশেবে ফ্যাসিস্ত হিটলারের দ্বারা দেশ আক্রান্ত হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে পুঁজিবাদের পুনপ্রতিষ্ঠার চক্রান্তে, সে সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সোভিয়েত সশস্ত্র শক্তির বিজয়ের নিশ্চয়তা এবং স্তালিন নিজেকে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বোচ্চ অধিনায়কের পদে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত রেখে ছিলেন। সমস্ত মহানতম নেতারাই এমনভাবে শান্তিপূর্ণ পার্টি কাজকর্ম থেকে নিজেদের মনোযোগ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ সরিয়ে নিয়ে যান সামরিক বিষয়গুলিতে এবং যুদ্ধস্থলে যান ব্যাপক সংখ্যায়। এর অর্থ নিজের পরিচিত অঞ্চল পরিত্যাগ করে যাওয়া এবং যেহেতু পার্টি প্রয়োজনুযায়ী সংগঠিত হয়ে ওঠে আঞ্চলিক স্তর নির্ভর করে সেক্ষেত্রে এমনটা স্বভাবিকভাবেই পার্টির গঠন কাজটিকে ব্যাঘাত করে। এছাড়া যুদ্ধ পরিস্থিতিগুলির কোন ক্ষেত্রেই পার্টি নেতৃত্বকে আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি মেনে চলার নীতি কার্যকর করতে অসম্ভব করে তোলে।

এতদসত্বেও, যখন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণের কাজ চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পুরোনো সমাজ ব্যবস্থার সেই সমস্ত শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে একযোগ হয়ে যারা পূর্বে সংগঠিত হয়েছিল বিরোধী হিশেবেই এবং এরা যদিও সাধারণভাবে শ্রমিক আর কৃষক হিশেবেই চিহ্নিত তবুও এখনো পর্যন্ত নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী বা চিন্তা চেতনায় দ্বিধাহীনভাবে ছেড়ে দিতে পারেনি পুরোন মত। যুদ্ধ চলাকালীন একটি উদার, দেশ প্রেমিকদের সমবেত ফ্রন্ট কম্যুনিস্ট বিরোধী শক্তি যেমন, চার্চগুলিকে এবং এরকমই আরো অনেককে সংগঠিত করা হয়েছিল কারণ দরকার ছিল পিতৃভূমি রক্ষার জন্য শ্লোগান ও কর্মসূচীর, যার দ্বারা হিটলারের বিপক্ষে সংগ্রামকে বিজয়ের সাফল্যে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল।

স্তালিন সেই সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমস্ত ধরণের শক্তির-ই নেতা হয়ে উঠেছিলেন, কিছু বুর্জোয়া শক্তিরও যারা সংকল্প নিয়েছিলেন আক্রমণকারীদের বিতাড়িত করার মতাদর্শে।

যুদ্ধ চলা কালে আক্রমণ কারীদের দ্বারা হাজার হাজার অত্যুত্তম কম্যুনিস্ট নিহত হন যখন কিনা অসংখ্য ভেকধারী কম্যুনিষ্টরা, সুযোগ সন্ধানীরা পার্টির দায়িত্বপূর্ণ আসনগুলি দখল করে ও শত্রু অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে শত্রুদের পক্ষে চলে গিয়েছিল, কিছু দল প্রকাশ্যেই, কিছু দল গোপনে। তারা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল দরকারী ফাইলগুলি যার সাহায্যে গেস্টাপোরা জেনে গিয়েছিল পুরোন এবং নতুন বহু তথ্য, বহু পার্টি কর্মীদের কাজকর্মগুলি এবং জেনে গিয়েছিল তাদের সম্বন্ধেও যারা আত্মসমর্পণ না করে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিল আর সশরীরে গিয়ে যোগ দিয়ে ছিল রেড আর্মি অথবা পক্ষীয় দলগুলিতে।

যুদ্ধের বছরগুলিতে সংগ্রামেরই প্রয়োজন অনুমোদন করা হয়েছিল বুর্জোয়া অবশিষ্টাংশের সক্রিয় অংশগ্রহন, চার্চ ইত্যাদির, যাদের নঞর্থক পরিচয় সুবিদিত এবং এই সুযোগে কম্যুনিজমের বিরুদ্ধভাবাপন্ন মতাদর্শ প্রচারের বেশ কিছু সুবিধা তারা পেয়েছিল। এভাবেই গভীর সমস্ত সমস্যাগুলিকে তারা রেখে দিয়েছিল যুদ্ধের পরবর্তী সময়ের সম্পর্কে।

শত্রু অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে সমবায় খামারগুলি নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল এবং পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক সম্পর্ক পুনস্থাপিত করা হয়েছিল। কিছু কিছু জায়গায় খামারগুলি সমবায় কৃষকদের মধ্যেকার কুলাক সম্প্রদায়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। কাজগুলি পুঁজিবাদী মতাদর্শ নতুন করে বেড়ে ওঠার অন্যতম ভূমিকা নিয়েছে।

সমস্ত বিষয় বিচার বিবেচনার জন্য আনা হলে এটা কি খুবই বিস্ময়জনক যে যুদ্ধের পরে কিছু সুবিধাবাদী শক্তি বেড়ে উঠবেই কম্যুনিস্ট পার্টির ভিতরে এবং যেহেতু এখন আমরা দেখছি জনসমক্ষে চীৎকারগুলির মধ্যে বিশ্বাসঘাতকদের স্বপক্ষ ত্যাগ যারা এই মুহূর্তে নেতৃত্বকে আক্রমণ করছে, যারা সত্যিই শক্তিশালী হয়ে উঠতে পেরেছে— আমরা নিশ্চয়ই বলছি না যে স্তালিন সম্পূর্ণই সঠিক ছিলেন নিজের পরিচালনাধীন সমস্ত শক্তির দ্বারা এই সংকটের মোকাবিলায়।

যারা পার্টিকে অন্ধভাবে অনুসরণ করতে চান শুধুমাত্র তাঁরাই বলবেন যে পার্টি যদি প্রতি-বিপ্লবের পথ অনুসরণ করে (যেমন আগেও হয়েছে যুগোশ্লাভিয়ায়) অনুগত কম্যুনিস্ট মাত্রই তথাপি উচিত সেই লক্ষ্য বা গতিকে শিরোধার্য করা। যাইহোক, চিহ্নিত করার মতন তেমন কিছুই নেই যে স্তালিন ক্বচিৎ পার্টির মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে ছিলেন উপরন্তু, বিরোধী সদস্যরাও এতটাই কাপুরুষ ছিল যে জীবদ্দশায় সমস্ত ঘটনাতেই এরাও তাঁর সিদ্ধান্তকে জনসমক্ষে সমর্থন করত অর্থাৎ ব্যাপারগুলিকে নিজেদের হিশেবেই প্রকাশ্যে রূপ দিত গোপন বৈঠকে যাই এরা সংগঠিত করুন না কেন।

কোন শক্তিতে ?

বিশতম কংগ্রেসের আলোচনায় বক্তৃতায় অনেক মানুষই প্রশ্ন করে ছিলেন যে, যদি স্তালিন নিজেকে পার্টির উপরে অধিষ্ঠিত রেখেছিলেন তবে কোন শক্তিতে তিনি সক্ষম হয়ে ছিলেন এমনটা ঘটাতে ? প্রশ্নটি ছিল 'মেসর্স ম্যালেনকভ, মিকোয়ান, ক্রুশ্চভ এণ্ড কোং' দ্বারা পরিবেশিত তত্বের মারণ অস্ত্র। পুঁজিবাদী সমাজে একটি ডিক্টেটর বিশাল শক্তির অধিকারী হয়ে উঠতে পারে কারণ দেশের শক্তিশালী পুঁজিবাদী স্বার্থগুলি সংকটের মোকাবিলায় একযোগে নিজেদের মধ্যেকার বিরোধগুলিকে চাপা দিয়ে রাখতে সম্মত হয় এবং দেশের জনগণকে বলপ্রয়োগে দমনের ইজারা নেয় তেমন এক মানুষের পরিচালনাধীনে তুলে দেয় রাষ্ট্রকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন কিন্তু এমন কোন পুঁজিবাদী রাষ্ট্র নয়। ব্যক্তি স্বার্থগুলির কোন শক্তিশালী সংগঠন সেখানে নেইই এবং স্তালিন কখনোই একক ক্ষমতার অধিকারী হননি। যদিও নিজের বুদ্ধিদীপ্ত নেতৃত্বের ভিত্তিতে তাঁর ছিল বিশাল নৈতিক পরিচালন ক্ষমতা এবং জনগণের প্রতি আসক্তি।

মিকোয়ান, ক্রুশ্চেভ এবং এদের সঙ্গীরা যে শক্তিতে অনুভব করেছিলেন নিজেদের এই বিরোধিতার সময় তা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিক কৃষক জনগণের শক্তি এবং মানব জাতির সবচেয়ে প্রগতিশীল সন্তান ও কন্যাদের মিলিত শক্তি যারা নিজেদের পার্টির মধ্য দিয়ে বক্তব্য রাখতে পৃথিবীর সমস্ত মানুষজনের সামনে এবং এটা তারা করত নিজেদের পার্টির নেতার মাধ্যমেই, কমরেড স্তালিনের মধ্য দিয়ে।

এবং এরা আবারো বলবে।

[প্রলেতারিয়ান পাবলিকেশন : লণ্ডন এবং ডাবলিন ।। এন. জি. এপ্রিল—১৯৫৬]

অনুবাদ ☐ গোপাল ভট্টাচার্য

ব্যক্তি পূজা

[১৯২৪-৫২]

১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬(১) নিকিতা ক্রুশ্চভ—সোভিয়েত ইউনিয়ন কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির তৎকালীন প্রধান সম্পাদক প্রকাশ্যে কিন্তু তীর্যকভাবে দলের বিশতম অধিবেশন স্তালিনকে আক্রমণ করেছিলেন।

"এটা অতিকায় গুরুত্বপূর্ণ – যৌথ নেতৃত্বের লেনিনবাদী মতবাদকে পুন প্রতিষ্ঠা করা এবং সর্বক্ষেত্রে তা মজবুত করা।......

কেন্দ্রীয় কমিটি......মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তাৎপর্যের সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী ব্যক্তি পূজার কঠোর নিন্দা করছে।"

(দ্রঃ এন এস ক্রুশ্চভ ঃ কেন্দ্রীয় কমিটিকে প্রদত্ত প্রতিবেদন, সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির ২০ তম অধিবেশন, ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬, লণ্ডন ১৯৫৬, পৃঃ ৮০-৮১)

২৫ ফেব্রুয়ারি ঐ একই অধিবেশনে প্রদত্ত তাঁর গোপন ভাষণে (যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী দপ্তরে যা ফাঁস হয়েছিল কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরে ছিল অপ্রকাশিত) ক্রুশ্চভ আরও সরাসরি স্তালিনকে আক্রমণ করেছিলেন এই দাবী করে যে, "......ব্যক্তি পূজা এই রকম বিশাল আকার ধারণ করেছে প্রধানত স্বয়ং স্তালিনের চাতুর্য্যপূর্ণ ব্যবস্থার ব্যবহার ও নিজ ব্যক্তিত্বের গৌরবকে সমর্থনের কারণে।"

(দ্রঃ রুশ বিদ্যাপিঠ, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (Ed.) স্তালিন বিরোধী প্রচার এবং আন্তর্জাতিক সাম্যবাদ, নিউইয়র্ক ১৯৫৬, পৃঃ ৬১)

তবু বহু প্রত্যক্ষদর্শী স্তালিনের সরলতা ও নম্রতার প্রতি সমর্থন দিয়েছেন। ফরাসী লেখক(২) হেনরি বারবুস (Henri Barbusse) স্তালিনের অনাড়ম্বর জীবন যাপন সম্পর্কে লিখেছেন :

"একজন দ্বিতলে উঠে যাচ্ছেন, সেখানে জানলাগুলির মধ্যে তিনটিতে সাদা পর্দা ঝুলছে। এটাই স্তালিনের ঘর। এই ছোট্ট হল ঘরটির মধ্যে একটির টুপির নিচে একটি গোঁজ থেকে একটি সামরিক ঘড়ি ঝুলছে। এই হল ঘর ছাড়া রয়েছে তিনটি বাস ঘর, একটি খাবার ঘরও। বাস ঘর গুলি একজন শ্রদ্ধেয় মানুষের ঘরের মত সাধারণভাবে সাজান, যেন দ্বিতীয় শ্রেণীর হোটেল। ......জ্যেষ্ঠ্য পুত্র জাসেকা রাত্রে খাবার ঘরে একটি আসনকে বিছানা বানিয়ে নিয়ে ঘুমোয়, কনিষ্ঠটি একটি অলিন্দ খুলে নিয়ে একটি ছোট্ট কোণে আশ্রয় নেয়।......

"প্রত্যেক মাসে তিনি রোজগার করেন পাঁচশ রুবল যা কম বেশী একজন কম্যুনিষ্ট পার্টি পদাধিকারীর মাইনের সমান (ইংরেজদের টাকায় ২০ থেকে ২৫ পাউণ্ড) এই স্পষ্টভাষী এবং দিপ্তীমান লোকটি সরল।...তিনি মিঃ লয়েড জর্জের মত ৩২ জন সচিব নিযুক্ত করেন নি, তাঁর ছিল মাত্র একজন।......

"স্তালিন রীতিমত সমস্ত লব্ধ উন্নতির কৃতিত্ব লেনিনের প্রতি অর্পণ করেছেন কিন্তু সঠিক ব্যাপ্তির বিচারে সেই কৃতিত্ব তাঁর নিজের।"

(দ্রঃ এইচ বারবুস : 'স্তালিন—একটি মানুষের মাধ্যমে দৃষ্ট নতুন পৃথিবী' লণ্ডন ১৯৩৫ পৃঃ vii, viii, ২৯১, ২৯৪)

সত্যি, স্তালিন ডাচা (dacha) বা কুটির ব্যবহার করতেন কিন্তু এখানেও তাঁর জীবন যাত্রা ছিল একই ধরণের সরল, তাঁর কন্যা সেতলানা (svetlana) যেমন বর্ণনা করেছেন—"কান্ত সেভো (kuntsevo) পল্লির ডাচার মতই ছিল এটা।...

"আমার বাবা একতলায় বাস করতেন। তিনি একটি ঘর নিয়ে থাকতেন এবং সব কিছু ঐ ঘরেই করতেন। তিনি সোফাটিকে বিছানার মত করে নিয়ে রাত্রে ঘুমোতেন।"

(দ্রঃ এস্ আল্লি লুয়েভা, বন্ধুর নিকট পত্র, লণ্ডন ১৯৬৭, পৃঃ ২৮)

আলবেনিয়া নেতা(৩) এনভার হোজা স্তালিনকে 'নম্র এবং বিবেচক' হিশেবে আখ্যায়িত করেছেন :

"স্তালিন অত্যাচারী বা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। তিনি ছিলেন নীতিনিষ্ঠ মানুষ, তিনি জন সাধারণ, যুবক ও সহকর্মীবৃন্দদের নিকট ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, নম্র অত্যন্ত দয়ালু ও সুবিবেচক।"

(দ্রঃ ই, হোজা : স্তালিনের সঙ্গে স্মৃতিকথা, তিরানা ১৯৭৯, পৃঃ ১৪-১৫)

ইংরেজ সমাজবিদ সিডনি(৪) এবং বিয়েত্রিচ ওয়েব (৫) তাঁদের 'সোভিয়েত সাম্যবাদ একটি নতুন সভ্যতা' নামক স্মারক রচনায় দ্ব্যর্থহীনভাবে এই ধারণাকে বাতিল করেছেন যে স্তালিন একনায়কতান্ত্রিক ক্ষমতার ব্যবহার করে ছিলেন :

"এক সময় এই দাবী করা হয়েছে যে ...সারা রাষ্ট্র শাসন হয়েছে একমাত্র একজন ব্যক্তির ইচ্ছামত, তিনি জোসেফ স্তালিন।

'প্রথমত একথা মনে রাখতে হবে যে মুসোলিনি, হিটলার এবং অন্যান্য আধুনিক একনায়কদের যে রকম ক্ষমতা ছিল স্তালিনকে তাঁর সাথী নাগরিকদের উপর তেমন কোনও আইনানুগ কর্তৃত্ব দেওয়া হয়নি। তাঁর কোন ব্যাপক ক্ষমতাও ছিলনা। যে রকম মার্কিন সংবিধান ধারাবাহিকভাবে দিয়েছে চার বছরের জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রপতিকে।......স্তালিন সংযুক্ত সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার (U S S R) রাষ্ট্রপতি নন, কখনও হননি। এমনকি তিনি এক জন অধিকর্তা (People's Commissar) বা মন্ত্রী পরিষদের সদস্যও ......তিনি ... পার্টির সাধারণ সম্পাদক।

"আমরা মনে করি না যে পার্টি একমাত্র একজন ব্যক্তির ইচ্ছামত পরিচালিত হয় অথবা স্তালিন এই ধরণের মর্যাদার দাবী বা ইচ্ছা করবার প্রকৃতির মানুষ। তিনি স্বয়ং এই রকম ব্যক্তিগত একনায়কত্ব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তাঁর কার্য্যকালে......যা নিশ্চিতভাবে ঘটনা পরম্পরায় আমাদের ধারণার সঙ্গে মিলে যায়।

'কম্যুনিস্ট পার্টি, সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে এর নিজ সংগঠনের জন্য যে নিয়ম নীতি গ্রহণ করেছিল তাতে ব্যক্তিগত একনায়কত্বের কোন স্থান নাই। ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তকে পাত্তা দেওয়া হয় না এবং যথাসাধ্য প্রতিরোধ করা হয়। পক্ষপাতিত্ব, ক্রোধ, হিংসা, অহঙ্কার এবং অন্যান্য বদ মেজাজ জনিত কারণে ভুল-ভ্রান্তি এড়িয়ে চলবার উদ্দেশ্যে এটা কাম্য যে প্রত্যেককে সর্বদা—নিয়ন্ত্রিত হতে হবে বা হওয়া উচিত সমপর্যায়ের সেই সহকর্মীদের সম্মতি আদায়ের প্রয়োজনীয়তার দ্বারা যাঁরা খোলাখুলিভাবে ব্যাপারটা আলোচনা করেছেন এবং যাঁরা নিজেদেরকে যুগ্মভাবে দায়ী করে ফেলেছেন সেই সিদ্ধান্তের।......

"স্তালিন পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করতেন, তিনি আর বেশী কিছু করেন না কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত মেনে চলা ছাড়া।......

' সহজ সত্যটি হল একনায়কত্বের দোষারোপিত স্তালিনের পরিচালনাধীন গত দশক যাবৎ সোভিয়েত রাশিয়ার প্রশাসন নিরীক্ষা করবার পর মূল সিদ্ধান্তটি না পেরেছে কাজের ক্ষিপ্রতার সুস্পষ্ট ঘোষণা করতে, না সময়ানুবর্তিতার বা এমনকি নির্ভর একগুঁয়েমির যা একনায়কত্বের গুণাবলী হিশেবে প্রায়শ দাবী করা হয়। পক্ষান্তরে পার্টি কাজ শুরু করেছে প্রায়ই বেশ দীর্ঘকাল

বিবেচনার পর এবং সময় সময় অত্যন্ত উত্তপ্ত ও তিক্ত পর্যালোচনার ফলশ্রুতি হিশেবে —দ্বিধার প্রকাশ এবং আত্মবিশ্বাসের অভাবকে তাঁদের নিয়ম নীতির (formulation) ব্যাপারে প্রাসঙ্গিক করে তুলবার জন্য ; ······

এই সমস্ত নীতিগুলি বহন করেছে কমিটি নিয়ন্ত্রণের অপবাদকে।

(দ্রঃ এস, ও বি, ওয়েবব ঃ সোভিয়েত সাম্যবাদ একটি নূতন সভ্যতা লণ্ডন ১৯, পৃঃ ৪২৩১, ৬৩২, ৬২৩, ৬৩৫)

সম্ভবত ঃ বারবাসি, হোজ্জা এবং ওয়েবর সম্প্রদায় পক্ষপাতদুষ্ট দর্শক হিশেবে বিবেচিত হতে পারেন তবু পর্য্যালোচকগণ, যাঁরা ছিলেন স্তালিনের কঠোর সমালোচক তাঁরাও উক্ত ব্যক্তিদের প্রশংসার সঙ্গে একমত হয়েছেন।

মার্কিন কূটনীতিক ঃ (৬)মিঃ জোসেফ ডেভিস্ স্তালিনের অমায়িক, দয়ালু ব্যবহার সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ঃ—

'আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছিলাম দরজা······ খোলা দেখে এবং স্তালিনকে একাকি ঘরে প্রবেশ করতে দেখে। ······তাঁর আচরণ দয়ালু, তাঁর ব্যবহার প্রায় অদ্ভুত সাদামাটা।······

তিনি আমাকে অভিবাদন জানিয়েছিলেন আন্তরিক স্মিত হাসি, মহান অকপটতা কিন্তু যথোপযুক্ত মর্যাদা সহকারে।······তাঁর পিঙ্গল বর্ণ চক্ষুতে দয়া এবং ভদ্রতা উপচে পড়ছে। একটি শিশু তাঁর কোলে আশ্রয় নিতে চায়, একটি কুকুর চায় তাঁর গা ঘেঁসে মৌজ করতে।"

(দ্রঃ জে, ই, ডেভিস ঃ মিশন মস্কোতে, লণ্ডন ১৯৪০, পৃঃ ২২২, ২৩০)

(৭)আইজাক ডন্ লেভিন্ তাঁর 'স্তালিনের লড়াকু জীবন' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ ''স্তালিন সম্মানের আব্দার করেন না। তিনি আড়ম্বরকে ঘৃনা করেন। তিনি গণ জাহির বিমুখ। তিনি একটি বৃহৎ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সমস্ত রকমের বাদশাহী ক্ষমতা ভোগ করতে পারতেন কিন্তু তিনি অন্তরালে থাকা বেশী পছন্দ করেছেন।"

(দ্রঃ আই, ডি, লেভিন ঃ স্তালিন একটি জীবনী গ্রন্থ; লণ্ডন ১৯৩১ পৃঃ ২৪৮-৪৯)

আর একজন বৈরী মনোভাবাপন্ন সমালোচক-লুই। (৮)ফিস্চার (Louis Fisher) স্তালিনের কর্ণপাতের ক্ষমতাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছেন ঃ

''স্তালিন পার্টিকে তাঁর ইচ্ছাশক্তি এবং গাম্ভীর্য দিয়ে উৎসাহিত করেন। তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন এরকম প্রত্যেকে প্রশংসা করেছেন তাঁর শ্রবন ক্ষমতার এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান অধিনস্তদের তৈরী খসড়া পত্র এবং প্রস্তাবকে আরও উন্নত মানের করবার দক্ষতার।"

(দ্রঃ এল, ফিস্চার ঃ 'জাতি' রচনাবীল গ্রন্থ—১৩৭ (৯ই আগষ্ট ১৯৩৩ পৃঃ ১৫৪)

(৯)ইয়োজিন লিওনস্ তাঁর 'স্তালিন সমস্ত রাশিয়ার জার' নামক জীবনী-গ্রন্থে স্তালিনের অনাড়ম্বর জীবন যাত্রার বর্ননা করেছেন ঃ

'স্তালিন তিনটির মধ্যে একটি সাধারণ ঘরে বসবাস করে······ প্রাত্যহিক জীবনে তাঁর রুচিবোধ ছিল সহজ, অশিষ্ট প্রায়······এমনকি দুর্দান্ত ঘৃণায় যাঁরা তাঁকে ঘৃণ্য মনে করতেন এবং ধর্ষকামী নিষ্ঠুরতার জন্য অপবাদ দিতেন তাঁরাও কখনও তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে বাড়াবাড়ির দোষারোপ করেন নি।······

যারা সাফল্যের মূল্যায়ন করে লক্ষ লক্ষ ডলারের বিনিময়ে সেই যুবক এবং যুবতীদের বুঝতে কষ্ট হয় যে ক্ষমতার স্বাদ মেলে তপস্যায়।

তাঁর দৃষ্টিতে বা ব্যবহারে নির্জন ভয়াবহতা ছিল না, ছিলনা তার আচরণে শৌখিন নাটকীয়তা। তিনি একজন হাসি-খুসি উৎসাহী এবং অভিজ্ঞ মানুষ স্পষ্টতঃ ইচ্ছুক ছিলেন একজন বিদেশি নাগরিকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে, যাঁকে তিনি তাঁর সামনে আসতে অনুমতি দিয়েছিলেন কোনও এক বছর। তিনি একজন সম্পূর্ণ পছন্দসই মানুষ! সেখানে আমরা যেমনই বসেছিলাম --এই চিন্তায় স্মরণে আসছিল এবং আশ্চর্য্য মনে হচ্ছিল।"

(দ্রঃ ই, লিওনস্ ঃ স্তালিন ঃ সমস্ত রাশিয়ার জার, ফিলাডেলফিয়া ১ পৃঃ ১৯৬; ২০০)

লিওন স্তালিনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ''আপনি কি একজন একনায়ক ?'' ''স্তালিন মৃদু হেসেছিলেন, বুঝিয়েছিলেন যে প্রশ্নটি অবান্তর।

'না' তিনি আস্তেকরে বলেছিলেন 'আমি এক-নায়ক নই। যারা এই শব্দ ব্যবহার করে তারা বোঝে না সোভিয়েত শাসন প্রণালী এবং কম্যুনিস্ট পার্টির নিয়ম পদ্ধতি। একজন ব্যক্তি কিংবা একদল মানুষ আদেশ দিতে পারে না। সিদ্ধান্তগুলি পার্টি গ্রহণ করে এবং তা কার্য্যকরী করে এর বিভিন্ন শাখা সংগঠন, কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পলিটব্যুরো।"

(দ্রঃ ই, লিওনস্ আইবিড, পৃঃ ২০৩)

ফিনল্যাণ্ডের সংশোধনবাদী নেতা ঃ (১০)আরভো তুয়োমিনেন স্তালিনের কঠিন বিরোধিতা করে তাঁর ক্রেমলিনের ঘন্টা (The bells of Kremlin) নামক গ্রন্থে স্তালিনের ব্যক্তিগত অন্তর্ধানের উপর মন্তব্য করেছেন ঃ

''তাঁর ভাষণে এবং রচনায় স্তালিন সবসময় পটভূমি তুলে ধরেছেন, কথা বলেছেন কেবলমাত্র সাম্যবাদের, সোভিয়েত শক্তি এবং পার্টির এবং দৃঢ় উক্তি করেছেন যে তিনি প্রকৃতই আদর্শ এবং সংগঠনের একজন প্রতিনিধি ছাড়া আর কিছু নন আমি কখনও কোনও অহমিকা স্তালিনের মধ্যে দেখিনি।"

('দ্রঃ এ, তুয়োমিনেন ঃ ক্রেমলিনের ঘন্টা' হ্যানোভার (নতুন হ্যাম্পশায়ার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) ১৯৫৩ পৃঃ ১৫৫, ১৬৩)

এবং বিস্ময় প্রকাশ করেছেন প্রকৃত স্তালিন এবং স্তালিন সম্পর্কে প্রচারিত চিত্রের মধ্যে বিস্তর ফারাক দেখে।

''মস্কোতে কাটান বছরগুলিতে আমি কখনও আশ্চর্যান্বিত হওয়া থেকে মুক্তি পাই নি সেই মানুষটির এবং তাঁর ব্যাপারে তৈরী বিরাট সাদৃশ্যের মধ্যে পার্থক্য দেখে। মাঝারি গড়নের সামান্য বসন্ত দাগযুক্ত কশাসিয়ান সম্প্রদায় (Causasian) গুম্ফধারী সেই মানুষটিকে যতদূর পারা গেছিল সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই মামুলি একনায়কত্ব থেকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রচার ঘোষনা করছিল তাঁর অতিমানবীয় সামর্থগুলি।"

(দ্রঃ এ, তুয়োমিনের আইবিড, পৃঃ ১৫৫)

সোভিয়েত সেনাধ্যক্ষ ঃ (১১) জর্জ যুকোভ্ স্তালিনের ভান হীনতা সম্পর্কে বলেছেন ঃ

''ভণ্ডামি এবং আসক্তিমুক্ত স্তালিন যার সঙ্গে কথা বলেছেন, তারই হৃদয় জয় করে নিয়েছেন।"

(দ্রঃ মার্শাল যুকোভের স্মৃতিকথা, লণ্ডন, ১৯৭১, পৃঃ ২৮৩)

স্তালিন কন্যা (১২)সেত্‌লানা আল্লিলুয়েভা তাঁর পিতা সম্বন্ধে রটান প্রায় প্রতিটি কুৎসার জবাবে যথেষ্ট সততার পরিচয় না দিলেও এই অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন যে স্তালিন স্বয়ং তাঁর ব্যক্তি পূজাকে উৎসাহিত করেছিলেন। ১৯৪৮ খৃঃ স্তালিনের সঙ্গে ক্রিমিয়া থেকে মস্কো অভিমুখে একটি রেল যাত্রার তিনি বর্ননা করেছেন—

''আমরা যখন বিভিন্ন রেল স্টেশনে এসে থামতাম তখন স্টেশন প্রাঙ্গনের

উপর একটু ঘুরবার জন্য চলে যেতাম। আমার বাবা হাঁটতেন, যেন যন্ত্র, গিয়েই রেল শ্রমিকদের অভিবাদন জানাতেন। আপনি সেখানে একটিও যাত্রী দেখতে পেতেন না। এটা ছিল একটা স্বতন্ত্র রেলগাড়ী এবং কাউকে ষ্টেশন প্রাঙ্গনে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল না। ......কেউ কি এই ধরণের জিনিস চিন্তা করে ছিল? কে এই সমস্ত ফন্দি এঁটেছিল? তিনি নন। এটাই ছিল পদ্ধতিগত ব্যাপার যার বন্দী হয়ে ছিলেন তিনি নিজে এবং যার মধ্যে তিনি ভোগ করতেন নিঃসঙ্গতা, শূন্যতা এবং অভাব বোধ করতেন মানব সাহচর্যের।...

এখন যখনই আমি এখানে সেখানে পড়ি অথবা শুনি যে আমার বাবা নিজেকে বাস্তবিক একজন ঈশ্বর ভারতেন, আমি তাজ্জব হই কেননা যে জনগণ তাঁকে ভালভাবে জানত এমনকি তারাও বলতে পারছে এই ধরণে জিনিস।...

তিনি নিজেকে কখনও একজন ঈশ্বর হিশেবে ভাবেন নি।"

(দ্রঃ এস অল্লিলিয়েভা, বন্ধুকে পত্র, লণ্ডন ১৯৬৮ পৃঃ ২০২-৩, ২১৩)

তিনি (সেতলানা) ডাচাতে পরিচারক বৃন্দের শোক বর্ণনা করেছেন যখন স্তালিন মারা গিয়েছিলেন:

"এই পুরুষ এবং মহিলাগণ, যারা আমার বাবার অধীনস্ত ছিল, বাবাকে ভালবাসত। ছোট খাট জিনিসে তাঁকে সন্তুষ্ট করা শক্ত ছিল না। পক্ষান্তরে তিনি ছিলেন সুসঙ্গী, নিরহঙ্কারী এবং প্রত্যক্ষ যুক্ত তাদের সঙ্গে যারা তাঁর সেবা করত।...

পুরুষ, নারী প্রত্যেকে সর্বত্র আবার কান্না শুরু করে দিয়ে ছিল।...

কেউ কোন রকমের আনুগত্য বা লোক দেখান দুঃখের ব্যাপার করছিল না। তারা প্রত্যেকে পরস্পরের পরিচিত বহু বছর যাবৎ।......

এই ঘরে উপস্থিত কোন ব্যক্তি তাঁকে ঈশ্বর বা অতিমানব হিশেবে, একজন পীর অথবা পিশাচ হিশেবে দেখেননি। অত্যন্ত সাধারণ মনুষ্য গুণাবলীর জন্য তারা তাঁকে ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত, যে গুণাবলীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক ছিল ঐ অধীনস্তরা।"

(দ্রঃ এস আল্লিলুয়েভা, ঐ পৃঃ ২০, ২২)

তাছাড়া পাওয়া তথ্য থেকে প্রতিভাত হয় যে অসংখ্য ঘটনায় স্তালিন নিজে 'ব্যক্তি পূজা' কে মার্কস লেনিন মতবাদ বিরোধী হিশেবে নিন্দা করেছিলেন, বিদ্রুপ করেছিলেন। দৃষ্টান্ত হিশেবে উল্লেখযোগ্য:

জুন, ১৯২৬:

"সমস্ত বিচার-বিবেচনা করে আমি নিশ্চয় বলব, কমরেড, যে আমার সম্বন্ধে এখানে তোষামোদ করে যা কিছু বলা হচ্ছে তার অর্ধেক পরিমাণ যোগ্যতাও আমার নাই। আমি যেন, দেখা যাচ্ছে, অক্টোবর বিপ্লবের একজন মহানায়ক সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা, আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী নেতৃত্বের নেতা, বিজয়ী বীর যোদ্ধা, অমুক তমুক ইত্যাদি। এটা অসম্ভব, কমরেড, এবং সম্পূর্ন অপ্রয়োজনীয় অতিশয়োক্তি। এটা হচ্ছে সেই উক্তি যা সাধারণত উচ্চারণ করা হয়ে থাকে কোন শহিদ বিপ্লবীর কবরের পাশে। আমার কিন্তু এখনই মরবার শখ নাই।.........

প্রকৃতপক্ষে আমি ছিলাম টিফ্লিস্ রেল কারখানার সুদক্ষ কর্মীর একজন অন্যতম ছাত্র। এখনও আছি।

(দ্রঃ জে, ভি, স্তালিন, কর্ম, গ্রন্থ-৮, মস্কো ১৯৫৪, পৃঃ ১৮২)

অক্টোবর ১৯২৭:

"এবং স্তালিন কি? স্তালিন একজন ছোট্ট ব্যক্তি মাত্র।"

(দ্রঃ জে, ভি, স্তালিন, কর্ম, গ্রন্থ-১০, মস্কো ১৯৫৬, পৃঃ ১৭৭)

ডিসেম্বর ১৯২৯:

"আপনাদের অভিনন্দন এবং অভিবাদন আমি অর্পণ করছি শ্রমিক শ্রেণীর মহত পার্টির কৃতিত্বের প্রতি, যে পার্টি স্বমহিমায় এবং সমমর্যাদায় আমাকে ধরে রেখেছে এবং লালন করেছে। এবং আমি যেহেতু তা অর্পণ করছি আমাদের মহান লেনিনবাদী পার্টির কৃতিত্বের প্রতি সেইহেতু আমি আপনাদেরকে আমার বলশেভিক (Bolshevik) ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবার সাহস দেখাচ্ছি।"

(দ্রঃ জে, ভি, স্তালিন: কর্ম, গ্রন্থ-১২, মস্কো, ১৯৫৫, পৃঃ ১৪৬)

এপ্রিল ১৯৩০:

"কিছু লোক মনে করে যে 'সাফল্যে হতবাক' (Dizzy with Success) নামক প্রবন্ধটি ছিল স্তালিনের ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফসল। অযথা তা ভাবা হয়। এটা সঠিক নয় যে ব্যক্তিগত উদ্যোগ এই ধরণের একটা ব্যাপার যা কাউকে গ্রহণ করতে হবে তিনি যেই হোন না কেন যেহেতু আমাদের একটি কেন্দ্রীয় কমিটি আছে।"

(দ্রঃ জে, স্তালিন: কর্ম, ঐ পৃঃ ২১৮)

আগষ্ট ১৯৩০:

"তুমি আমার উপর তোমার অনুরাগের কথা বলছ......আমি তোমাকে উপদেশ দেব কোন ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ দেখাবার নীতি ত্যাগ করতে। এটা বলশেভিক পথ নয়। শ্রমিক শ্রেণীর, এদের পার্টির, এদের রাষ্ট্রের অনুরাগী হও। সেটাই হচ্ছে একটা সুন্দর জিনিস এবং দরকারী। কিন্তু ব্যক্তির প্রতি বা দুর্বল মনের বুদ্ধিজীবীদের অসার এবং অপ্রয়োজনীয় ছেলেখেলার প্রতি অনুরাগের সঙ্গে এটাকে গুলিয়ে ফেল না।"

(দ্রঃ জে, ভি, স্তালিন: কর্ম, গ্রন্থ-১৩, মস্কো ১৯৫৫, পৃঃ ২০)

ডিসেম্বর ১৯৩১:

"আমার কথা বলতে গেলে আমি নিছক লেনিনের মতাদর্শের একজন ছাত্র এবং আমার জীবনের লক্ষ্যই হচ্ছে তাঁর একজন যোগ্য ছাত্রে পরিণত হওয়া।......

"মার্কসবাদ বিখ্যাত ব্যক্তিদের কৃতকর্মকে আদৌ অস্বীকার করে নি, জনগণই ইতিহাসের স্রষ্টা—তাও অস্বীকার করে নি। কিন্তু মহান ব্যক্তিগণ সবক্ষেত্রেই মূল্যবান এই জন্য যে তাঁরা সঠিকভাবে সব অবস্থাকে বুঝতে সমর্থ হন এবং কিভাবে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে তা বোঝেন। যদি তাঁরা সেই অবস্থা বুঝতে ব্যর্থ হন এবং ধারণার বশবর্তী হয়ে তা পাল্টাতে চান তাহলে তাঁরা নিজেদেরকে দেখবেন সেই পরিস্থিতির মধ্যে যেমটি হয়েছিল ডন্ কুইজোটের (Don Quixote).

"কোন একজন ব্যক্তি সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। ব্যক্তি বিশেষের সিদ্ধান্ত সবসময় অথবা প্রায়ই একপেশে হয়।......প্রত্যেকটি যৌথ সংগঠনে যে সমস্ত দেশবাসী থাকেন তাঁদের মতামত অবশ্যই গণ্য করতে হবে।...... তিনটি বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জেনেছি যে যৌথভাবে পরীক্ষা নীরিক্ষা ও সংশোধিত হওয়া ব্যতিরেকে কতিপয় ব্যক্তিদের গৃহীত প্রতি ১০০টি সিদ্ধান্তের মধ্যে কম বেশী ৯০টিই হয় এক পেশে।......

কখনও কোনও অবস্থাতে এখন আমাদের কর্মীরা একজন ব্যক্তির হাতে ক্ষমতাকে বরদাস্ত করবে না। আমাদের সঙ্গে সর্বাধিক ক্ষমতাবান বিশিষ্ট ব্যক্তিও অপ্রয়োজনীয় বস্তুতে পরিণত হয়, হয়ে যায় তুচ্ছ অপদার্থ ব্যক্তি যখনই

শ্রমজীবী জনগণ তাঁদের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে।"

(দ্রঃ জে ভি স্তালিন ঐ, পৃঃ ১০৭-৮, ১০৯, ১১৩)

ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩ঃ

"আমার কাজের পুরস্কার স্বরূপ আপনার দ্বিতীয় অধ্যাদেশ সম্বলিত পত্রটি আমি পেয়েছি।

' আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার উষ্ণ মন্তব্য এবং কমরেড় সুলভ উপহারের জন্য। আমি জানি আপনি আমার জন্য নিজের কি হারাচ্ছেন। আমি আপনার অনুভূতির সমাদর করি।

' এতৎসত্বেও আমি আপনার দ্বিতীয় আদেশটি মানতে পারছি না। আমি এটা মানতে পারছি না এবং অবশ্যই মানব না শুধু এটা আপনার অধিকারভুক্ত বলেই নয়, যেহেতু আপনি একা এটা অর্জন করেছেন কেননা আমি অনেক বেশী পুরস্কৃত হয়েছি, দেখা যাচ্ছে, কমরেডদের শিষ্টাচার ও শ্রদ্ধা দ্বারা ফলে আপনার কিছু কেড়ে নেবার অধিকার আমার নাই।

"অধ্যাদেশগুলি বিধিবদ্ধ হয়েছিল যাঁরা বর্তমানেও সুবিদিত তাঁদের জন্য নয় কিন্তু প্রধাণত সেই সব সাহসী জনগণের জন্য যারা স্বল্প পরিচিত এবং যাদেরকে সকলের নিকট পরিচিত করে দেওয়া প্রয়োজন।

"এছাড়া আমি আপনাকে অবশ্যই বলব যে আমি ইতিপূর্বে দুটি অধ্যাদেশ পেয়েছি যা এক জনের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী—আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি।"

(দ্রঃ জে ভি স্তালিন, ঐ, পৃঃ ২৪১)

মে ১৯৩৩ঃ

রোবিন্স ঃ আমি মনে করি আপনার সঙ্গে দেখা হবার সুযোগ পাওয়া একটা বিরাট সম্মানের ব্যাপার।

স্তালিন ঃ এতে বিশেষ কিছু নাই, তুমি বাড়িয়ে বলছ।

রোবিন্স ঃ যা সব থেকে মজার তা হচ্ছে সারা রাশিয়াতে আমি দেখেছি দুটি নাম, লেনিন-স্তালিন, লেনিন-স্তালিন, লেনিন-স্তালিন এক সঙ্গে যুক্ত।

স্তালিন ঃ—এটাও একটা বাহুল্য মাত্র। আমি কেমন করে লেনিনের তুল্য হতে পারি?

(দ্রঃ জে ভি স্তালিন, ঐ, পৃঃ ২৬৭)

ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮ঃ

"আমি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ছিলাম 'স্তালিনের বাল্যকালের কাহিনী' প্রকাশনার। বইটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে ঘটনার পুঞ্জিভূত বিকৃতি, পরিবর্তন, অত্যুক্তি ও গুণহীন প্রশংসা।......কিন্তু......এতে একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বিদ্যমান যদি ঘটনাটা এই হয় যে অবিসংবাদিত বীর যোদ্ধা ও নেতৃবৃন্দের ব্যক্তি পূজা সোভিয়েত শিশু (এবং সর্বসাধারণের) মনে গেঁথে দেবার ঝোঁক রয়েছে বইটিতে, তাহলে এটা বিপজ্জনক এবং ক্ষতিকারক। 'বীর যোদ্ধা' এবং 'জনতার' তত্ত্ব বলশেভিক নয় কিন্তু সামাজিক বিপ্লববাদী—মতবাদ। (Social Revelutionary theory) (১৩)......

আমি প্রস্তাব করছি আসুন বই খানা পুড়িয়ে দিই।"

(দ্রঃ জে ভি স্তালিন, ঐ, পৃঃ ৩২৭)

সুতরাং স্তালিনের চতুর্দিকে বেড়ে ওঠা 'ব্যক্তি পূজা', মার্কসবাদ—লেনিনবাদের বিপরীত ধর্মী ব্যাপার এবং এর ব্যবহারও স্তালিনের ভাবায় মতবিরোধী। এতে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে।

যখন আমি স্তালিন সোসাইটির বিগত সভায় এই মতামত ব্যক্ত করেছিলাম যে ১৯১০ দশকের শেষ থেকে সোভিয়েত নেতৃত্বে মার্কসবাদী লেনিনবাদীর নেতারা সংখ্যালঘু হয়ে গিয়েছিলেন তখন কিছু সদস্যের তরফ থেকে উচ্চস্বরে ভিন্নমত প্রকাশ করা হয়েছিল।

কিন্তু আমরা দেখেছি স্তালিন 'ব্যক্তি পূজার' চরম বিরোধিতা প্রকাশ করলেও 'ব্যক্তি পূজা' ছিল অব্যাহত।

অতএব অকাট্যভাবে এই অর্থ করা যায় যে, (১) হয় এটা বন্ধ করতে স্তালিন ছিলেন অক্ষম, (২) নতুবা তিনি এটা বন্ধ করতে চাননি সুতরাং তিনি ছিলেন সংকীর্ণমনা, মিথ্যাবাদী, অমার্কস, অলেনিনবাদী, ভণ্ড।

ব্যক্তি পূজার উদ্দ্যোক্তাগণ

কিন্তু যদি 'ব্যক্তি পূজা স্তালিনের চতুর্দিকে স্তালিন কর্তৃক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয়ে থাকে এবং তা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয় তাহলে কার দ্বারা তা বেড়ে উঠেছিল?

ঘটনায় প্রকাশ পাচ্ছে যে স্তালিনের চতুর্দিকে 'ব্যক্তিগত ব্যক্তি পূজার উদ্দীপনাময় ব্যাখ্যাকারকগণ ছিলেন সংশোধনবাদী এবং (১৪)কার্ল রাডেক (২) নিকিতা ক্রুশ্চেভ ও (১৫)আনাস্তাস মিকোইয়ানের মত গুপ্ত শোধনবাদীরা।

(১৬)রয় মেডভেদেভ উল্লেখ করেছেন যে ঃ

"১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের 'প্রাভদার' প্রথম প্রকাশনায় দু'পাতা বিশিষ্ট একটি বিশাল লেখায় রাডেক্ স্তালিনের রাশি রাশি ভুয়সী প্রশংসা করে ছিলেন। পূর্বতন ট্রট্স্কি পন্থী নেতা যিনি বহু বছর যাবৎ স্তালিনের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি এখন তাঁকে অভিহিত করেন—লেনিনের উত্তম ছাত্র, লেনিনবাদী পার্টির আদর্শ, এর অস্তিত্বের অস্থি, এর প্রজন্মের রক্ত প্রভৃতি বলে।......তিনি লেনিনের মত দূর-দৃষ্টি সম্পন্ন ইত্যাদি ইত্যাদি'। সংবাদপত্রে স্তালিনের উচ্চ প্রশংসা করে বিশেষভাবে নিবেদিত প্রথম বৃহৎ রচনা মনে হয় এটাই যার ২২৫,০০০ টি অনুলিপি (copy) দ্রুত পুনঃপ্রকাশিত হয়েছিল প্রচারপত্র আকারে। সেই সময়ে এটা হয়েছিল একটা বিশাল সংখ্যা।"

(দ্রঃ আর, এ, মেডভেদেভ ঃ প্রয়াত ইতিহাস বিচারক, স্তালিনবাদের উৎপত্তি এবং ফলাফল, লণ্ডন ১৯৭২, পৃঃ ১৪৮)

জানুয়ারীতে ১৯৩৭ খৃঃ গণ আদালতে রাডেক্ সন্ত্রাসবাদ এবং রাজদ্রোহ স্বীকার করেছিলেন।

"ভিসিনিস্কি ঃ (Vyshinisky) (১৭)মার্কোভস্কি (Marchovosky) কি উত্তর দিয়েছিলেন?

রাডেক ঃ সে সম্পূর্ণ সঠিকভাবে উত্তর দিয়েছিল যে সংগ্রামটি ইতিপূর্বেই সন্ত্রাসবাদী যুগে প্রবেশ করেছিল।

এপ্রিলে ১৯৩৩ খৃঃ মার্কোভস্কি জানতে চেয়েছিলেন আমি লেনিনগ্রাদে অবস্থিত কোনো ট্রটস্কি পন্থীর নাম উল্লেখ করব কিনা, যে সেখানকার একটি সন্ত্রাসবাদী দলের সংগঠনের নেতৃত্ব গ্রহণ করবে।

ভিসিনিস্কি ঃ কার বিরুদ্ধে?

রাডেক ঃ অবশ্যই কিরভের(১৮) (Kirov) বিরুদ্ধে......

ভিসিনিস্কি ঃ ১৯৩৪-৩৫ খৃঃ তুমি কি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সংগঠিত, সুশৃঙ্খল অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিলে?

রাডেক ঃ হ্যাঁ।......

আমাদেরকে অপরিহার্যভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক পরিকাঠামোকে নিয়ে আসতে হবে গৌরবোজ্জল ফ্যাসিবাদী দেশগুলির সমমর্যাদার

ছদ্মনামে পুঁজিবাদের পুনঃস্থাপন করবার জন্য।······

"আমাদের নিকট এটা পরিষ্কার হয়ে গেছিল যে এর অর্থ হচ্ছে ফ্যাসিবাদ ······বৈদেশিক পুঁজির বিনিয়োগের সেবা করছে।······

"পরিকল্পনা করা হয়েছিল ইউক্রেনকে জার্মানির নিকট এবং মারিটাইম প্রদেশ ও আমুর অঞ্চলকে জাপানের নিকট সমর্পন করে দেবার।"

(দ্রঃ সোভিয়েত বিরোধী ট্রট্স্কি কেন্দ্র মোকদ্দমায় আদালত শুনানীর প্রতিবেদন, মস্কো ১৯৩৭ পৃঃ ৮৮, ৯০, ১০৩, ১১৫)

'ক্রুশ্চভই 'ভোজড্' ('নেতা' জার্মান শব্দ ফুয়েরারের সমার্থক) শব্দের প্রবর্তন করেছিলেন। ১৯৩২ খৃঃ জানুয়ারীতে মস্কো পার্টি সম্মেলনে ক্রুশ্চভ ভাষণ শেষ করেছিলেন এই কথা বলে :

"মস্কোর বলশেভিক কর্মীগণ লেনিনবাদী কেন্দ্রীয় কমিটির চতুর্দিকে, আমাদের পার্টির ভোজড্দের (নেতা) ও কমরেড স্তালিনের পাশে পুনরায় একত্রিত হচ্ছে, পূর্বে যা কখনও হয় নি এবং সানন্দে ও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হয়ে সমাজতন্ত্রের লড়াইয়ে নতুন বিজয় গৌরবের দিকে অগ্রসর হচ্ছে তামাম দুনিয়ার সর্বহারা রাষ্ট্র বিপ্লবের জন্য।"

(দ্রঃ রাবোচায়া মোস্কভা : ২৬শে জানুয়ারী ১৯৩২, এল, পিসট্রাক্ এর 'চমৎকার কুশলী ক্রুশ্চভের ক্ষমতায় আরোহন,' লণ্ডন ১৯৬১ পৃঃ ১৫৯)

১৭তম পার্টি সম্মেলনে ১৯৩৪ খৃঃ জানুয়ারী মাসে একমাত্র ক্রুশ্চভই একা স্তালিনকে অভিহিত করেছিলেন "প্রতিভাবানদের ভোজড্" (নেতা) বলে।

(দ্রঃ XVII S'ezd Vsesoiuznoi Kommunisticheskoi Partii (B) P-145, cited in : L. Pistrak : ibid, P-160)

১৯৩৬ খৃঃ আগস্ট মাসে (১৯) লেভ্ কামেনিভ্ এবং (২০) গ্রিগোরি জেনেভিভদের রাষ্ট্রদ্রোহীতার বিচার চলা কালিন ক্রুশ্চভ্ মস্কো পার্টি সম্পাদক হওয়ার ক্ষমতাবলে বলেছিলেন :

"বেচারা বামনের (pygmy) দল ! হাত তুলেছে সমগ্র মানুষের মহান ব্যক্তিটির বিরুদ্ধে, ... আমাদের বুদ্ধিদৃপ্ত নেতা (vozhd) কমরেড স্তালিনের বিরুদ্ধে। ···যদিও কমরেড স্তালিন মার্কস-লেনিন মতবাদের মহান ঝাণ্ডাকে তামাম দুনিয়ার উপরে উঁচু করে তুলে ধরেছেন এবং আগে বেড়ে চলেছেন। আমরা কমরেড স্তালিনকে নিশ্চিতভাবে বলেছিলাম, মস্কো বলশেভিক সংগঠন যা স্তালিনবাদী কেন্দ্রীয় কমিটির বিশ্বস্ত সমর্থক, স্তালিন মতাদর্শগত নজরদারী আরও দৃঢ়ভাবে বাড়াবে, ট্রট্স্কি-জিনোভিভ্ পন্থী (Trotskyte, Zinovievite) ক্ষয়িষ্ণু দলছুটদের সম্পূর্ণ মূল উৎপাটন করবে এবং দলের উচ্চ পদাধিকারী ও সাধারণ বলশেভিক কর্মীবৃন্দকে ও অপার্টি বলশেভিকদের স্তালিনবাদী কেন্দ্রীয় কমিটি ও মহান স্তালিনের চতুর্দিকে আরও বেশী ঘনিষ্ঠ করবে।"

(দ্রঃ 'প্রাভদা' ২৩শে আগস্ট ১৯৩৬, এল পিসট্রাক এর অন্তর্ভুক্ত, ঐ, পৃঃ ১৬২)

১৯৩৬ এর নভেম্বরে নিখিল সোভিয়েত ইউনিয়ন অষ্টম অধিবেশনে পুনরায় ক্রুশ্চভই প্রস্তাব করেছিলেন, অনুমোদনের জন্য অধিবেশনে পেশকৃত নতুন সোভিয়েত সংবিধানের নামকরণ হওয়া উচিত 'স্তালিনবাদী সংবিধান', কারণ :

"...শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটা স্বয়ং কমরেড স্তালিন কর্তৃক লিপিবদ্ধ হয়েছে।"

(দ্রঃ 'প্রাভদা' ৩০শে নভেম্বর ১৯৩৬, এল পিসট্রাক্-এর অন্তর্ভুক্ত, ঐ, পৃঃ ১৬১)

এটা উল্লেখযোগ্য যে তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী (২১)ভিয়াচেশলভ, মলোটভ এবং লেনিনগ্রাদের তৎকালীন পার্টি সম্পাদক (২২)আনদ্রেই ঝানভ্ সংবিধানের খসড়া রচনায় স্তালিনের বিশেষ কোনো ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন নি।

ঐ একই ভাষণে ক্রুশ্চভ 'স্তালিনবাদ' শব্দের সৃষ্টি করেছিলেন।

"আমাদের সংবিধান হল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-স্তালিনবাদী যা ভূমণ্ডলের ছয় ভাগের এক ভাগ জয় করে নিয়েছে।"

(দ্রঃ ঐ)

১৯৩৭ এর জানুয়ারীতে (২৩)গ্রিগোরি পিয়াটিকভ এবং কার্ল রাডেকের দেশদ্রোহিতার বিচারের সময় ২০০০০০ শ্রোতার সামনে মস্কোতে ক্রুশ্চভের ভাষণের সুর ছিল একই রকম :

"স্তালিনের বিরুদ্ধে হাত তুলে তারা সর্বোত্তম মানবতার বিরুদ্ধেই তাদের হাত উঠিয়েছে কেননা স্তালিনই আশা-আকাঙ্খা, তিনিই মুক্তি সূর্য্য (beacon) যা সমগ্র প্রগতিশীল মনুষ্য জাতিকে পথ দেখায়। স্তালিন আমাদের ঝাণ্ডা, আমাদের ইচ্ছা শক্তি, আমাদের বিজয় গৌরব।"

(দ্রঃ 'প্রাভদা' ৩১শে জানুয়ারী ১৯৩৭, এল পিসট্রাক্ এর অন্তর্ভুক্ত, ঐ, পৃঃ ১৬২)

"......আমাদের মহান প্রতিভা, আমাদের প্রিয়তম স্তালিন" বলে ক্রুশ্চভ স্তালিনকে ভূষিত করে ছিলেন ১৯৩৯ এর মার্চ মাসে।

(দ্রঃ 'Visti VTsVK' ৩রা মার্চ ১৯৩৯, পিসট্রাক্ এর অন্তর্ভুক্ত ঐ, পৃঃ ১৬৪)

ঐ বছরেই পার্টির ১৮ তম অধিবেশনে বর্ণনা করেছিলেন :

"......মানবতার মহোত্তম প্রতিভা, শিক্ষক ও নেতা যিনি আমাদেরকে পরিচালিত করেন সাম্যবাদের দিকে তিনিই আমাদের নিকট আত্মীয় স্তালিন।

(দ্রঃ XVIII S'ezd Vsesoiueznoi Kommunisticheskoi Partii (B) P-174, cited in : L. Pistrak. ibid, P-164)

এবং ১৯৪৫ এর মে মাসে অভিহিত করেছিলেন—

"······বিজয় গৌরবের দক্ষ সেনাপতি (Marshal)" হিশেবে।

(দ্রঃ প্রাভদা ইউক্রেন ১৩ই মে ১৯৪৫, এল, পিসট্রাক্ এর অন্তর্গত, ঐ, পৃঃ ১৬৪)

১৯২৯ এর ডিসেম্বরে স্তালিনের ৫০ তম জন্মদিন উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানে আনাস্তাস মিকোয়ান তাঁর অভিনন্দনের সঙ্গে এই দাবীটি জুড়ে দিয়েছিলেন :

"······আমরা জনসাধারণের ন্যায্য দাবীগুলি পূরণ করে চূড়ান্ত পর্যায়ে তাঁর জীবনাদর্শ মোতাবেক কাজ শুরু করেছি এবং তা পার্টি ও আমাদের দেশের সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়া শুরু করেছি।"

(দ্রঃ ইজভেস্তিয়া ২১শে ডিসেম্বর ১৯২৯, এল, পিসট্রাক অন্তর্গত, ঐ, পৃঃ ১৬৪)

দশ বছর পর স্তালিনের ৬০ তম জন্মদিন উপলক্ষে ১৯৩৯ এর ডিসেম্বর মাসে মিকোয়ান তখন পর্যন্ত স্তালিনের 'বিজ্ঞান ভিত্তিক জীবনীগ্রন্থটির' প্রকাশনার আর্জি রাখছিলেন।

(দ্রঃ প্রাভদা, ২১শে ডিসেম্বর ১৯৩৯, এল, পিসট্রাক্ এর অন্তর্গত ঐ, পৃঃ ১৫৮)

অবশেষে ১৯৪৭ এর উক্ত জীবন চরিতটি প্রকাশিত হয়েছিল এবং সংকলন করেছিলেন—

"......জি এফ আলেকজান্দ্রভ্, এম আর গ্যালাকটিয়োনভ, ভি এস ক্রুজকভ

এম বি মিটিন, ভি ভি মোচালভ ও পি এন পসপেলভ।"

(দ্রঃ জোসেফ স্তালিন একটি সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত, মস্কো ১৯৪৭)

যাইহোক স্তালিনের চতুর্দিকে তাঁর এবং তাঁর সহকর্মীদের তৈরী 'ব্যক্তি পূজার' বুনিয়াদের উপর নিজেকে দাঁড় করিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন কম্যুনিস্ট পার্টির (C P S U) ২০তম অধিবেশনে তাঁর প্রদত্ত ভাষণে ক্রুশ্চভ বইটির গ্রন্থসত্ব অর্পণ করেছিলেন স্বয়ং স্তালিন বরাবর।

' স্তালিনের স্বকীয় গৌরব এমনকি তাঁর মৌলিক চিন্তাধারার অভাবের অন্যতম বৈশিষ্টমূলক দৃষ্টান্তই হচ্ছে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত।''''''

''এই গ্রন্থখানি অত্যন্ত অসভ্য চাটুকারিতার একটি দৃষ্টান্ত।"

(দ্রঃ রুশ বিদ্যাপীঠ, কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (ইউ) অপসিট, পৃঃ ৬৯)

ব্যক্তি পূজা গড়ে তোলার উদ্দেশ্য

''স্বভাবতই বহু সোভিয়েত নাগরিক স্তালিনকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিলেন, ব্যক্ত করেছিলেন সেই গুণকীর্তন কিন্তু পরিস্কারভাবে স্তালিনের চতুর্দিকে 'ব্যক্তি পূজা' গড়ে উঠেছিল প্রধানত গুপ্ত শোধনবাদী নেতা কতৃ্ক, স্তালিনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে—উদ্দেশ্য ছিল :

প্রথমত, এই ঘটনাকে আড়াল করতে যে পার্টি এবং আন্তর্জাতিক মার্কসবাদ গুপ্ত শোধনবাদী নেতৃত্ব কর্তৃক শাসিত হচ্ছিল এবং এই কল্পকাহিনী প্রচার করতে যে ঐ সমস্তই ব্যক্তিগতভাবে স্তালিন কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছিল এবং এইভাবে তাদের তরফের সমাজতান্ত্রিক বিধিভঙ্গের ও মার্কসবাদী লেনিনবাদী নীতির বিচ্যুতির দোষত্রুটি অদূর ভবিষ্যতে স্তালিনের উপর চাপিয়ে দিতে।

দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক মতাদর্শের কর্মসূচী রূপায়নের অছিলায় পরবর্তী সময়ে স্তালিনকে আক্রমণ করবার জন্য একটা ছল-চাতুরী অবলম্বন করা, আসলে যা ছিল সমাজবাদী আদর্শকে ধ্বংস করবার একটি পরিকল্পনা।"

'ব্যক্তি পূজার' পেছনের প্রধান শক্তিই যে ছিল গুপ্ত শোধনবাদী নেতাগণ স্তালিন নিজে সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। ব্যাপারটা জানা গিয়েছিল শোধনবাদী নেতা ফিনল্যাণ্ডের তুয়োমিনেন-এর নিকট। তিনি বর্ণনা করেছেন যখন তাঁকে (স্তালিনকে) জানান হয়েছিল যে তাঁর আবক্ষ প্রস্তর মূর্তিগুলিকে মস্কোর প্রধান কলা ভবন ট্রেটিয়াকভ-এর সুন্দর জায়গায় স্থান করে দেওয়া হয়েছে তখন স্তালিন কিভাবে আঁতকে উঠে মন্তব্য করেছিলেন :

' এটা একটা সাংঘাতিক অন্তর্ঘাত।"

(দ্রঃ এ তুয়োমিনেন, অপসিট, পৃঃ ১৬৪)

জার্মান লেখক (২৪) লুই ফ্যুতওয়াঙ্গার (L. Feuchtwangr) ১৯৩৬ এ দৃঢ়ভাবে বলেছেন, স্তালিন সন্দেহ করেছিলেন যে ব্যক্তি পূজায় উৎসাহ জুগিয়েছে কিছু অন্তর্ঘাতকের দল যাদের লক্ষ্য ছিল তাঁকে চরিত্রভ্রষ্ট করে দেওয়া।

''এটা পরিস্কারভাবে স্তালিনের বিরক্তির কারণ হয়ে উঠেছিল নিজেকে আরাধ্য ভাবতে এবং সময় সময় তিনি এটা নিয়ে মজা করতেন।......সমস্ত মানব জাতির মধ্যে যার ক্ষমতা আছে, আমি জানি, তার মধ্যে স্তালিন সর্বাধিক নম্র। অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ এবং তাঁর সম্পর্কে মনগড়া গোঁড়া ব্যক্তি পূজা সম্বন্ধে আমি তাঁর সঙ্গে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করেছিলাম। তিনি উত্তর দিয়ে ছিলেন সমান সহজভাবে।

"তিনি মনে করেছিলেন যে সম্ভবত সেই অন্তর্ঘাতকের দলই তাঁকে চরিত্রভ্রষ্ট করে দেওয়ার প্রচেষ্টায় এর পেছনে থাকতে পারে।"

(দ্রঃ এল, ফ্যুতওয়াঙ্গার : মস্কো ১৯৩৭, লণ্ডন ১৯৩৭, পৃঃ ৯৩, ৯৪-৯৫)

উপসংহারে বলা যায়, সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যক্তি পূজাকে কেন্দ্র করে শোধনবাদী নেতাদের শানানো আক্রমণ কেবলমাত্র একজন প্রধান মার্কসবাদী লেনিনবাদী নেতা এবং সমাজতন্ত্রের একজন প্রধান রক্ষক হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে স্তালিনের উপর নেমে আসে নি, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উপর সেটা ছিল প্রথম পর্যায়ের আক্রমণ।

সম্ভবত এর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হল এটা একটা ব্যঙ্গাত্মক বক্তব্য যা ১৯৩৩ এর একটি নব বর্ষের অনুষ্ঠানে স্তালিনের দেওয়া প্রস্তাব হিসেবে শোধনবাদী ফিনল্যাণ্ড নেতা তুয়োমিনেন নথিভুক্ত করেছিলেন।

''কমরেড, আমি আমাদের গৃহকর্তা, প্রাণচঞ্চল জ্যোতিষ্ক, জাতির মুক্তিযোদ্ধা, সমাজতন্ত্রের স্থপতি (সেই সময় ক্রুশ্চভ স্তালিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সমস্তরকমের খেতাবের বারবার উচ্চারণ করেছিলেন) যোসেফ ভিসারিওনোভিচ স্তালিন (Josif Vissarionovich Stalin) কে একটি পানসভা নিবেদন করতে চাই এবং আমি আশা করি এই সায়াহ্নে সেই মহানুভব মানুষটির প্রতি এটাই আমার প্রথম ও শেষ বক্তব্য।"

(দ্রঃ এ, তুয়োমিনেন : অপসিট, পৃঃ ১৬২) ☐

[সূত্র ১৯৯১ এর মে মাসে স্তালিন সোসাইটিতে বিল ব্লাণ্ড কর্তৃক পঠিত একটি দলিল]

পরিচয় পঞ্জি

১। নিকিতা ক্রুশ্চভ : সোভিয়েত শোধনবাদী রাজনৈতিক (১৮৯৪-১৯৭১) সোভিয়েত ইউনিয়ন কম্যুনিস্ট পার্টির প্রধান সম্পাদক (১৯৫৩-৬৪) প্রধান মন্ত্রী (১৯৫৮-৬৪)

২। হেনরী বারবুস : ফরাসী লেখক (১৮৭৩-১৯৩৫)

৩। এনভার হোজা : আলবেনিয়ার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রাজনৈতিক (১৯০৮-৮৫) আলবেনিয়া কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা (পরবর্তীকালে আলবেনিয়া লেবার পার্টির নেতা) (১৯৪১-৮৫) প্রধান মন্ত্রী (১৯৪৪-৫৪) বিদেশ মন্ত্রী (১৯৪৬-৫৪)

৪। সিডনি ওয়েব : ইংরেজ অর্থনীতিবিদ (১৮৫৯-১৯৪৭)

৫। বিয়েট্রিচ ওয়েব : ইংরেজ অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিদ (১৮৫৪-১৯৪৩)

৬। যোসেফ ডেভিস : মার্কিন আইনজীবী ও কূটনীতিবিদ (১৮৭৬-১৯৫৮) চেয়ারম্যান (১৯১৫-১৯১৬) সহ-চেয়ারম্যান (১৯১৬-১৮) ফেডের‍্যাল বাণিজ্য সংস্থার। রাষ্ট্রদূত মস্কোতে (১৯৩৬-৩৮) বেলজিয়ামে (১৯৩৮-৩৯)

৭। আইজ্যাক ডনলেভিন : রুশ বংশোদ্ভূত মার্কিন সংবাদদাতা (১৮৯২-১৯৮১)

৮। লুই ফিশার : মার্কিন লেখক (১৮৯৬-১৯৭০)

৯। এজিন লিওন : রুশ বংশোদ্ভূত মার্কিন লেখক (১৮৯৮-১৯৮৫)

১০। আরভো তুয়োমিনেন : ফিনল্যাণ্ডের শোধনবাদী রাজনীতিবিদ (১৮৯৪-১৯৮১)

১১। ঝুকভ : সোভিয়েত সামরিক আধিকারিক (১৮৯৬-১৯৭৪) সামরিক বাহিনীর প্রধান (১৯৪১) সেনাধ্যক্ষ (১৯৪৩) প্রতিরক্ষা মন্ত্রী (১৯৫৫-৫৭)

১২। সেতলানা আল্লিলুয়েভা : স্তালিন কন্যা (১৯২৬-)

১৩। Anarchist : স্বেচ্ছাচারী

১৪) কার্ল রাডেক : সোভিয়েত শোধনবাদী রাজনীতিক (১৮৮৫-১৯৩৯) দেশদ্রোহিতা ও সন্ত্রাসবাদী বিচারে স্বীকারোক্তি (১৯৩৭) কারাগারে সহ-বন্দী কর্তৃক নিহত (১৯৩৯)

১৫) আনাস্তাস মিকোয়ান : সোভিয়েত শোধনবাদী রাজনীতিক (১৮৯৫-১৯৭৮) পলিটব্যুরো সদস্য (১৯৩৫-৭৮) বাণিজ্য অধিকর্তা (১৯২৬-৩১) সরবরাহ বিভাগ (১৯৩১-৩৫) খাদ্য বিভাগ (১৯৩৪-৩৮) বৈদেশিক বাণিজ্য (১৯৩৮-৪৯) উপ-প্রধান মন্ত্রী (১৯৪৬-৬৪) রাষ্ট্রপতি (১৯৬৪-৬৫)

১৬) রয় মেডভেদেভ : সোভিয়েত শোধনবাদী ঐতিহাসিক (১৯২৫-)

১৭) সারগেই ত্রাকোভস্কি : সোভিয়েত ট্রট্স্কিপন্থী রাজনীতিক (১৮৮৩-১৯৩৬) গণ আদালতে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও সন্ত্রাসবাদ অভিযোগ স্বীকার এবং মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত (আগষ্ট ১৯৩৬)

১৮) সারগেই কিরভ : সোভিয়েত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রাজনীতিবিদ (১৮৮৬-১৯৩৪) আজারবাইজানে সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্পাদক (১৯২১-২৬) লেনিনগ্রাদে (১৯২৬-৩৪) পলিটব্যুরো সদস্য (১৯৩০-৩৪) উগ্রপন্থী কর্তৃক নিহত (১৯৩৪)

১৯) লেভ কমেনভ : সোভিয়েত ট্রট্স্কি পন্থী রাজনীতিক (১৮৮৩-১৯৩৬) গণ আদালতে সন্ত্রাসবাদ স্বীকার (১৯৩৬) মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ও দণ্ড কার্যকর (১৯৩৬)

২০) গ্রিগোরি জিনোভিয়েভ : সোভিয়েত ট্রট্স্কি পন্থী রাজনীতিক (১৮৮৩-১৯৩৬) আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী নেতৃত্বের সভাপতি (১৯১৯-২৬) গণ আদালতে সন্ত্রাসবাদ স্বীকার (১৯৩৬) মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত ও কার্যকর (১৯৩৬)

২১) ভিয়াচেসলভ মলোটভ : সোভিয়েত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রাজনীতিবিদ (১৮৯০-১৯৮৬) পলিটব্যুরো সদস্য (১৯২৬-৫৩) প্রধান মন্ত্রী (১৯৩০-৪১) উপ-প্রধানমন্ত্রী (১৯৪১-৫৭) বিদেশ মন্ত্রী (১৯৩৯-৪৯) ও (১৯৫৩-৫৬) মঙ্গোলিয়াতে রাষ্ট্রদূত (১৯৫৭-৬০)

২২) আনদ্রে ঝানভ : সোভিয়েত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রাজনীতিক (১৮৯৬-১৯৪৮) পলিটব্যুরো সদস্য (১৯৩৫-৪৮)

২৩। গ্রিগোরি পিয়াটকভ : সোভিয়েত ট্রট্স্কি পন্থী রাজনীতিক (১৮৯০-১৯৩৭) ভারী শিল্পের অধিকর্তা (১৯৩১-৩৭) গণ আদালতে সন্ত্রাস স্বীকার (১৯৩৭) মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত ও দণ্ড কার্যকর (১৯৩৭)

২৪) লিওন ফ্যুতওয়াঙ্গার : জার্মান লেখক (১৮৮৪-১৯৫৮)

অনুবাদ ☐ জিন্নাতুন নাহার

How Capitalism was restored in the Soviet Union

(First Published 1974) Price Rs. 40·00

is available at
New Book Centre, Calcutta
Book Mark, College Street, Calcutta.

or by VPP at
C/o. Post Box No. 244
Patna-800001

বিংশতি কংগ্রেস ও স্তালিন

মণি গুহ

ক্রুশ্চভ ও সোভিয়েত ইতিহাস

কার্ল মার্কস ভিক্টর হুগো রচিত নেপোলিয়নের জীবনী সমালোচনা প্রসঙ্গে তাঁর "অষ্টাদশ ব্রুমায়ার" পুস্তিকার মুখবন্ধে বলেন, "তাঁর পুস্তকের ঘটনাবলী ভুঁইফোড় বলে মনে হয়, এর ভেতরে তিনি কেবল একটিমাত্র ব্যক্তির হিংসাত্মক কার্যাবলীই দেখেছেন। যে ব্যক্তির ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও ক্ষমতাকে পৃথিবীর মধ্যে অতুলনীয় করে দেখিয়ে যে সেই ব্যক্তিকে ছোট না করে বরংচ বড় করেই তুলেছেন তা তিনি বুঝতে পারেন নি।"

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেসে ক্রুশ্চভ মিকোয়ান প্রভৃতির রিপোর্ট ও বক্তৃতা সম্বন্ধেও মার্কসের উক্ত অভিমত অক্ষরে অক্ষরে প্রযোজ্য। ক্রুশ্চভ মিকোয়ান প্রভৃতির রিপোর্টে দেখা যায়: গত বিশ বছরে (১৯৩৪ সালের পর থেকে) ধীরে ধীরে স্তালিন নিজেকে পার্টি এবং জনসাধারণের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তিনি লেনিনীয় সাংগঠনিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে সাংগঠনিক ক্ষেত্রে বুর্জোয়া স্বৈরাচারী সামরিকদের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। ফলে, একদিকে পার্টির ভেতকার গণতন্ত্র ধ্বংস হয়েছে, যৌথ-নেতৃত্ব বিনষ্ট হয়েছে. সমস্ত সদস্যদের স্বাধীন কর্মোদ্যোগ ও চিন্তাধারা নষ্ট হয়েছে এবং স্তালিনই সব কিছু করবেন ব্যক্তিপূজার এই মনোবৃত্তি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বিরাট ব্যক্তির উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে. অপর দিকে, স্তালিন নিজে জনসাধারণ, পার্টি পলিটব্যুরো, কেন্দ্রীয় কমিটি সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মকেন্দ্রীক হয়ে উঠেছিলেন। এক কথায় কি জাতীয় ক্ষেত্রে, কি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যা কিছু সিদ্ধান্ত সব কিছুই স্তালিন নিজে করতেন, অর্থাৎ গত বিশ বছরের সোভিয়েত ইতিহাসে সাফল্য ও অসাফল্য সবকিছুর জন্যই দায়ী স্তালিন। স্তালিনই এই গত বিশ বছরের সোভিয়েত ইউনিয়নের ইতিহাসের স্রষ্টা। সোভিয়েত জনসাধারণ ছিল ইতিহাসের রসদ—আর সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি ছিল সন্ত্রাসের আবহাওয়ায় ভীত সন্ত্রস্ত বোবা দর্শক মাত্র।

ভিক্টর হুগো, ঐতিহাসিক বস্তুবাদী ছিলেন না, কাজেই ইতিহাসের প্রধান ব্যক্তির সমালোচনায় তার বিশ্লেষণ ছিল ব্যক্তি-কেন্দ্রিক। কিন্তু মিকোয়ান কমিউনিষ্ট, তাই আশা করা যায়, তারা ঐতিহাসিক বস্তুবাদী। কিন্তু স্তালিন কার্যাবলীর সমালোচনা তাঁরা করেছেন ব্যক্তিকেন্দ্রিকভাবে, বুর্জোয়া ভাববাদীদের ধারায়। এক কথায়, সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেস স্তালিনের সমালোচনায় মার্কসবাদী পদ্ধতিকে বর্জন করেছেন।

স্তালিনকে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি যে সমালোচনা করেছে—তার সাথে মার্কসবাদের দুটো মৌলিক প্রশ্ন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

স্তালিন লেনিনীয় সাংগঠনিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে সাংগঠনিক ক্ষেত্রে বুর্জোয়া স্বৈরাচারী সামরিকবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন—আর চিন্তাধারা ও কার্যপ্রণালীতে সাবজেকটিভজমের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

স্তালিনের কার্যধারার এই হচ্ছে গত বিশ বছরের ইতিহাসের একটি দিক।

গত বিশ বছরের অপর দিকটি কি? গত বিশ বছরের বিরাট বিরাট কর্মকাণ্ডের অসামান্য সাফল্যের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজ-জীবন দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়েছে। শিল্পোন্নত দেশ হিশেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান এবং ইউরোপের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে শিল্পে, বিজ্ঞানে, কলায়, সংস্কৃতিতে জীবনের সব কয়টি দিককে বিকশিত ও বাঙ্ময় করে তুলেছে; রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে এক শোষণহীন, শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে তুলেছে, প্রতিষ্ঠা হয়েছে সমাজতন্ত্র আর পা বাড়িয়েছে কমিউনিজমের দিকে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীবর্গ রোমা রোঁলা, রবীন্দ্রনাথ, এইচ, জি, ওয়েলস, বার্নাডস, হিউলেট জনসন, এমিল লুডভিগ, ওয়েব দম্পতি প্রভৃতি সোভিয়েতের সর্বদিকের বিস্ময়কর সাফল্যে ও অগ্রগতিতে বিমুগ্ধ হয়েছেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, সাম্রাজ্যবাদী সমুদ্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন যেখানে ক্ষুদ্র এক বারিবিন্দু মাত্র ছিল—সেখানে আজ এক সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থা উদ্ভবের সমস্ত বাস্তব ভিত্তিই রচিত হয়েছে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, এই সুদীর্ঘ বিশ বছরে একদিকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক তত্ত্বাদির মূলত ও প্রধানত সফল ও নির্ভুল বাস্তব প্রয়োগ; অপর দিকে লেনিনবাদের সাংগঠনিক নীতি থেকে মূলত ও প্রধানত বিচ্যুতি, তার বিকৃতি সাধন এবং সমাজ ও পার্টিজীবনে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ এবং যৌথ-নেতৃত্বের স্থানে স্বৈরাচার ও সন্ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, এ কেমন করে সম্ভব? রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাফল্য কি সংগঠনে এবং সমাজ-জীবনে প্রতিফলিত হয় না? রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগমনের যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্ত তো সাংগঠনিক গণতন্ত্র ও সামাজিক চেতনার বিকাশ; আবার রাজনৈতিক, ও অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়ার যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্ত তো সাংগঠনিক প্রতিক্রিয়া, ব্যক্তিগত উদ্যোগহীনতা, প্রাণহীন, যান্ত্রিক রুটিনমাফিক অলস মন্থর মন্দ্র পদক্ষেপ। জীবনের জয়গানে সে সমাজ মুখরিত হয়ে ওঠে না। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে তো আমরা জীবনের জয়গান শুনেছি। প্রশ্ন উঠবে, মার্কসবাদ লেনিনবাদের রাজনীতি ও সাংগঠনিক ধারা তো পরস্পর বিচ্ছিন্ন, পরস্পর সম্পর্কহীন, পরস্পর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াহীন, পরস্পর প্রভাব বিস্তার নিরপেক্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন সত্তার সমষ্টি নয়: মার্কসবাদ-লেনিনবাদের রাজনীতি ও সাংগঠনিক ধারা তো সর্বব্যাপী সর্ববিস্তারী এক সমষ্টিবদ্ধ চিন্তা ও কার্যপ্রণালীর সমন্বয়। যদি তাই হয়, তবে রাজনীতি আর তাকে সফল করবার হাতিয়ার সংগঠন ও সাংগঠনিক নীতি দুই বিপরীত মুখীন রাস্তায় কি করে এই সুদীর্ঘ বিশ বছর ধরে চলে এসেছে? সাংগঠনিক নীতির রক্ষণশীলতা রাজনৈতিক অগ্রগমনের বল্গা ধরে টানে, আবার রাজনৈতিক রক্ষণশীলতাও সংগঠনের অগ্রগমনের বল্গা ধরে টানে. এই টানা-পোড়েনেই সংগঠনের চেহারা পরিবর্তিত হয়—নিয়ম কানুনের সংশোধন হয়। সাংগঠনিক নীতি রাজনৈতিক অগ্রগমনের পায়ে শৃঙ্খল পরাতে পারে না। কিন্তু যেখানে সাংগঠনিক নীতি ও কার্যপ্রণালী রাজনীতির অগ্রগমনের পায়ে শৃঙ্খল পরাতে পারে, সেখানে রাজনীতিও এগোয় না—সংগঠনও এগোয় না। অথচ সোভিয়েত উনিয়নে রাজনীতি এগিয়ে যাচ্ছে আর সংগঠন ও সাংগঠনিক নীতি পিছিয়ে পড়ছে, এবং বিজয়ের পর বিজয় অর্জিত হচ্ছে এ অসম্ভব ব্যাপার, সুদীর্ঘ বিশ বছর ধরে, বিশেষ করে বিরাট এক ঐতিহাসিক পরিবর্তনের যুগে, চল্‌তে পারে না। তাহলে কি আমরা ধরে নেব, সমাজ তার নিজস্ব গতিতে নিজে থেকেই আপনা আপনি এগোয়? মানুষের এতে কোন সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় অবদান নেই—

নিয়তির নিয়মেই সমাজ চলে, মানুষ নিয়তির কলের পুতুল মাত্র? কিন্তু মার্কসবাদতো একথা অস্বীকার করে। সাংগঠনিক নীতি, তার কার্যাবলী ও তার চেহারা ও চরিত্রের মধ্য দিয়েই রাজনীতির ছাপ, চেহারা, চরিত্র ফুটে ওঠে আবার রাজনীতির চেহারা ও চরিত্রের মধ্য দিয়েই সংগঠনের ও সাংগঠনিক নীতির চেহারা ও চরিত্র ফুটে ওঠে।

এই যদি মার্কসবাদ হয়, তবে ক্রুশ্চভ-মিকোয়ানের রিপোর্ট মার্কসবাদ নয়। ধরে নিতে হবে, হয় সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি, জীবনের কোন দিকই বিকশিত হয়ে ওঠেনি সোভিয়েত ইউনিয়ন আজো এক বিরাট লৌহ-কারাগার, নয়তো ক্রুশ্চভ্-মিকোয়ানের রিপোর্ট সঠিক নয়—মার্কসবাদ সম্মত নয়, বিশেষ এক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এ দুয়ের ভেতরে যদি কোন আপোষের পথ থাকে, তবে তা হচ্ছে মার্কসবাদের শিক্ষাকে ভুল স্বীকার করে, ক্রুশ্চভ্-মিকোয়ানের রিপোর্টকে গ্রহণ করা।

ক্রুশ্চভ্-মিকোয়ানের রিপোর্টের সাথে দ্বিতীয় যে মৌলিক প্রশ্নটি জড়িত তা হচ্ছে ইতিহাস সৃষ্টিতে ব্যক্তির ভূমিকা সম্পর্কে।

ক্রুশ্চভ-মিকোয়ান বলেছেন: ১৯৩৪ সালের পর থেকে ধীরে ধীরে স্তালিন নিজ হাতেই সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করতে থাকেন এবং জনসাধারণের সাথে, পার্টির সাথে, কেন্দ্রীয় কমিটির সাথে, পলিটব্যুরোর সাথে স্তালিন কোন সম্পর্ক রাখেন না। তিনি কেন্দ্রীয় কমিটি বা পলিটব্যুরোর কোন সভা ডাকতেন না। তিনি একাই সব সিদ্ধান্ত নিতেন এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করাতেন।

সমগ্র জনসাধারণ, পার্টি এবং সব কিছুকে অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করে, বিন্দুমাত্র সমালোচনা বা আলোচনার সুযোগ কাউকে না দিয়ে একজন লোক তার নিজস্ব 'স্বাধীন' চিন্তাধারা, সিদ্ধান্ত ও কার্য-প্রণালী দিয়ে যদি সমস্ত দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কাঠের লাঙ্গলের এই বিশাল পশ্চাৎপদ দেশকে এতখানি উন্নত, শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী করতে পারেন, যদি একটি লোকের সিদ্ধান্ত দিয়েই সমাজতন্ত্র সাফল্য লাভ করতে পারে, সমাজ কমিউনিজমের দিকে অগ্রসর হতে পারে; একটি লোকের নীতি, কার্য-প্রণালী ও সিদ্ধান্ত দিয়েই যদি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কমিউনিজম শক্তিশালী হতে পারে, সাম্রাজ্যবাদ পর্যুদস্ত হতে পারে, চূড়ান্ত সাফল্য আনতে পারে তবেই তো মার্কসবাদ মিথ্যা, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ মিথ্যা। কেনই বা তবে যৌথ-নেতৃত্বের জন্য এত কথা আর কেনই বা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণের কথা বা ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে সাড়ম্বর ঘোষণা? জনসাধারণের ঊর্ধ্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে, জনসাধারণকে ইতিহাসের রসদ হিশেবে ব্যবহার করে একটি মাত্র বিরাট স্বৈরাচারী ব্যক্তি যে গৌরবোজ্বল, কৃতিত্বময় সমাজতন্ত্রের ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারে তার জ্বলন্ত প্রমাণ তো স্বয়ং স্তালিন। হাজারো তত্ত্বের চুল-চেরা স্তালিন তার কার্যাবলী দিয়ে ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে হাতেকলমে খণ্ডন করে দিয়ে গেছেন। এবার আমরা ভাববাদীদের মত সত্যই বলতে পারি, বিশাল জন-সমষ্টি মূঢ় মূক হাতিয়ার বিশেষ, এরা ইতিহাসের কাঁচামাল। ব্যক্তিই স্রষ্টা, ব্যক্তিই দ্রষ্টা। এঁরাই হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যারা "পরিত্রাণায় সাধূনাং, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং সম্ভবামি যুগে যুগে।"

তাই বলতে হয়, ক্রুশ্চভ মিকোয়ানের রিপোর্ট যদি সত্য হয় তবে মার্কসবাদ লেনিনবাদ মিথ্যা, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ মিথ্যা।

ক্রুশ্চভের রিপোর্টে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত সাফল্যের জন্য জনসাধারণের অতুলনীয় ত্যাগ ও দেশপ্রেমকে অভিনন্দন করা হয়েছে আর সমস্ত ভুলের জন্য নিন্দিত করা হয়েছে স্তালিনকে।

তাঁর অষ্টাদশ ব্রুমায়ারে বলেছেন: "অসতর্ক মুহূর্তে তাদের দেশের এই অবস্থা করা হয়েছে, ফরাসীরা এই কথা বলেন। একথাই যথেষ্ট নয়। যে কোন দেশ এবং যে কোন মহিলার অসতর্ক মুহূর্তে কোন হঠকারী এসে তাদের উপর জবরদস্তি করে গেলে তাদের ক্ষমা করা হয় না। এই ধরণের সমস্যার সমাধান হয় না, কেবল ভিন্নভাবে বলা হয় মাত্র। ছত্রিশ মিলিয়নের একটা দেশ কি করে অসতর্ক মুহূর্তে আক্রান্ত হয় এবং মাত্র তিনজন প্রতারকের হাতে প্রতারিত হয় তার কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন।"

মার্কসের কথার অর্থ: এত বড় একটা দেশকে মাত্র গুটি কয়েক লোক বিপথে পরিচালিত করতে পারে না এবং সেই গুটি কয়েক লোকের ঘাড়েই দোষ চাপিয়ে তোমরা নিশ্চয়ই অব্যাহতি পেতে পারো না। উপরোক্ত কথা বলে, তারপর কার্ল মার্কস কোন্ ঐতিহাসিক অবস্থার জন্য ফ্রান্সের ঐরূপ অবস্থা ঘটেছিল তার বিশদ আলোচনা করেছেন। একেই বলে ঐতিহাসিক বস্তুবাদী বিশ্লেষণ, অর্থাৎ তৎকালীন সমাজের গতিধারার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে মূল কারণটিকে পরিষ্কার করা ও তারই সাহায্যে একটা জাতির ভুল-ভ্রান্তি, সাফল্য অসাফল্য, সে জাতির নেতার ভূমিকা ও অবদানের ভিত্তি সবকিছু বিশ্লেষণ করা। ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির ভূমিকা আলোচনা হচ্ছে মার্কবাদের মূলকথা আর ব্যক্তি কেন্দ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির ভূমিকা আলোচনা মার্কসবাদ বিরোধী বুর্জোয়া ভাব-বাদ।

মার্কসবাদ ও ক্রুশ্চভীয় ধারণার এখানেই মূল পার্থক্য।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্ব-ব্যাপী, সর্ব-জয়ী উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য সোভিয়েত সমাজ-ব্যবস্থা ও সোভিয়েতের মানুষকে যে অসাধারণ ও অস্বাভাবিক মূল্য দিতে হয়েছে তারই মধ্যে নিহিত আছে সোভিয়েত সমাজ-ব্যবস্থার যাবতীয় ত্রুটি বিচ্যুতির কারণ। সাম্রাজ্যবাদের অসমান বিকাশের ফলে একটি মাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভব এবং তার বাস্তব প্রমাণ সোভিয়েত ইউনিয়ন। কিন্তু কেবলমাত্র একটি দেশে সমাজতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদী সমুদ্রে বারিবিন্দু মাত্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয় ও দেশে দেশে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্ব পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সর্বক্ষণের জন্য একটা যুদ্ধের অবস্থায় ছিল (State of war)। এই সুদীর্ঘ দিন একটি দেশেই মাত্র সমাজতন্ত্র সীমাবদ্ধ থাকবে এ ধারণা লেনিন বা তৎকালীন কোন কমিউনিস্ট নেতার মনেও স্থান পায় নি। কিন্তু ইতিহাস যে মাল-মশলা সমাজ ও পৃথিবীকে দিয়েছে, মানুষকে তারই সাহায্যে কাজ করতে হবে আর নূতন ইতিহাস সৃষ্টির কাজে এগোতে হবে। রঙ্গীন স্বপ্নের মনগড়া মালমশলা সৃষ্টি করে খেয়ালখুশী মতো ইতিহাস সৃষ্টি করা যায় না। তাই সোভিয়েত সমাজ ব্যবস্থার ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা হলো বিশ্ব-ধনতন্ত্রের পরিবেষ্টনীর মধ্যে সুদীর্ঘ দিন পর্যন্ত একটি মাত্র দেশে সমাজতন্ত্র ও সর্বসময়ের জন্য যুদ্ধের অবস্থা।

সমাজের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য, ক্রমশ ক্রমশ সমস্ত রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দায়িত্ব জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে রাষ্ট্রকে

একটা অবদমনের প্রতিষ্ঠান হিশেবে জীইয়ে রাষ্ট্রকে ক্রমশ ক্রমশ সামাজিকভাবে অপ্রয়োজনীয় করে তোলা হচ্ছে সমাজতন্ত্রের ও শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের মধ্যবর্তীকালীন অবস্থার একটা মৌলিক কর্তব্য। রাষ্ট্রের প্রধান স্তম্ভ হচ্ছে তিনটি। শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। এই তিন প্রধান স্তম্ভের স্থায়ী আমলাতন্ত্রের অপসারণ এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে কোনওরূপ সৃজনশীল ভূমিকা পালন না করে রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল স্থায়ী সৈন্যবাহিনী, নিরাপত্তা বাহিনী ও গুপ্তচর বিভাগের বিলোপ সাধন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্তবর্তীকালীন মৌলিক কর্তব্য। স্থায়ী আমলাতন্ত্রের স্থান নেবে—জনগণের ভোটের নির্বাচিত প্রতিনিধি আর স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর স্থান নেবে জনগণের সশস্ত্র স্বেচ্ছাবাহিনী যাদের ভরণপোষণ রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হবে না। তবেই এদের স্বাধীন মতামত গড়ে উঠতে পারে এবং তা ব্যক্ত করার বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। অর্থাৎ রাষ্ট্র তবে এদের দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে না।

সোভিয়েত ইউনিয়নে এর কোনটাই এই সুদীর্ঘ দিনেও সম্ভব হয়নি। সাম্রাজ্যবাদী পরিবেষ্টনীর মধ্যে সর্বক্ষণ আক্রমণের সাজসজ্জার মধ্যে একটি মাত্র দেশে সমাজতন্ত্রকে নিছক বাঁচিয়ে রাখতে হলেও চাই রাষ্ট্রের উপর একান্ত নির্ভরশীল আধুনিক সাজসরঞ্জামে সুদক্ষ, সুশিক্ষিত বিরাট স্থায়ী সৈন্যবাহিনী। একটি মাত্র দেশে সমাজতন্ত্রকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিতে হলে প্রয়োজন এই বিরাট পশ্চাদপদ দেশকে অন্যান্য উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের সমকক্ষ করে তোলবার জন্য এবং তাদের পশ্চাতে ফেলে এগিয়ে যাবার জন্য কেন্দ্রীয়করণের উপর অস্বাভাবিক জোর দেওয়া। পরে তারই জন্য প্রয়োজন হয়েছিল, কি রাষ্ট্রে, শিল্পে, কি কৃষিক্ষেত্রে, কি শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সুনিপুণ, আত্মত্যাগী, আদর্শবাদী (দার্শনিক অর্থে নয়), কর্মক্ষম, সুদক্ষ, পার্টির প্রতি অনুরক্ত বিরাট এক বাহিনী সৃষ্টি করা এবং তাদের উপরই নির্ভরশীল হওয়া।

উৎপাদন ক্ষেত্রে কোনরূপ সৃজনশীল ভূমিকা পালন না করে রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল স্থায়ী সৈন্যবাহিনী, নিরাপত্তা বাহিনী ও গুপ্তচর বিভাগ সমাজের সর্বপ্লাবী গণতান্ত্রিক অগ্রগতিতে এক মহা প্রতিবন্ধক। শাসনক্ষেত্রে জনসাধারণের জীবন-যাত্রার সাথে ও সৃজনশীল উৎপাদনের সাথে সম্পর্কবিহীন সার্কুলার-অনুগামী-সর্বস্ব স্থায়ী আমলাতন্ত্রও সর্বপ্লাবী গণতান্ত্রিক অগ্রগতিতে আর এক প্রতিবন্ধক। তাই, সোভিয়েত সমাজে একদিকে সামাজিক, অর্থনৈতিক শিক্ষা সংস্কৃতির অভূতপূর্ব উন্নতি ও অগ্রগতি অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা, অপর দিকে রাষ্ট্র ও শাসন-ব্যবস্থায় ক্রমশ ক্রমশ অতিরিক্ত কেন্দ্রীয়করণ ও আমলাতান্ত্রিকতা একই সঙ্গে পাশাপাশি বিকাশ লাভ করতে থাকে। সোভিয়েত সমাজের এই দ্বন্দ্ব থেকেই উদ্ভব হয়েছে রাষ্ট্রীক ও সামাজিক জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতির। কিন্তু মনে রাখা দরকার, এ ছাড়া অগ্রগতির অন্য কোন সম্ভাব্য পথও সোভিয়েত ইউনিয়নের ছিল না। আন্দ্রে জীদের মতো রঙীন কল্পনা নিয়ে সমাজতন্ত্রের দেশে গেলে তার মোহ ভঙ্গ হবেই।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ত্রুটি-বিচ্যুতির মূল কারণ বিশ্লেষণে এটুকু বললেই সবটুকু বলা হয় না। সমাজের লক্ষ লক্ষ মানুষের পরস্পর বিরোধী চিন্তাধারা ও সক্রিয় কার্যাবলীর পরস্পর ঘাত-সংঘাতের ফলেই ইতিহাসের সৃষ্টি হয়। মানুষ ইতিহাসের কেবলমাত্র দর্শক নয়, সে তার শক্তি ও কার্যক্ষমতা ইতিহাস সৃষ্টিতে সক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করে। ইতিহাস সৃষ্টিতে আজ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের অবদান এখানেই। এই অবদান সক্রিয় কিন্তু সচেতন নয়। এই লক্ষ লক্ষ মানুষের পরস্পর বিরোধী চিন্তাধারা ও কার্যাবলীর ঘাত-সংঘাতের ফলে বাস্তব অবস্থার প্রধান গ গতির মূল সুরটিকে ধরে যে ব্যক্তি বা দল ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য সাধনের দিকে সচেতনভাবে সমাজকে এগিয়ে নিতে সচেষ্ট হয় তারাই হল নেতৃস্থানীয় বা নেতা। ইতিহাস সৃষ্টিতে ব্যক্তির অবিস্মরণীয় ভূমিকা এখানেই। কাজেই, ইতিহাসের অবশ্যম্ভাবী গতির দোহাই দিয়ে নেতা বা দল ত্রুটিবিচ্যুতির ভুলভ্রান্তির দায়িত্ব এড়াতে পারে না। অবশ্য, মিকোয়ানের মত নেতা 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে' এই তত্ত্ব প্রচার করে নিজ দায়িত্ব এড়াতে চেয়েছেন ; তার মতে ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরেই নাকি মানুষ বুঝতে পারে। অবশ্য লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে একথা সত্য, কিন্তু এ হচ্ছে দার্শনিক অভিজ্ঞতাবাদের কথা। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর সবাই বুঝতে পারে কিন্তু নেতা বা নেতৃত্বের কৃতিত্ব হচ্ছে, ঘটনা ঘটে যাওয়ার আগেই ঘটনার গতি ও পরিণতি বুঝতে পারা এবং প্রতিকূল গতি পরিণতিকে এমন ভাবে সংগ্রাম করা যাতে করে অনুকূল গতি ও পরিণতির সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। এখানেই নেতা ও নেতৃত্বের প্রয়োজন এবং এ বুঝবার হাতিয়ার হিশেবেই ঐতিহাসিক ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ আবিষ্কৃত হয়েছে।

সুতরাং প্রশ্ন উঠবে, এক দিকে সমাজতান্ত্রিক সমাজের অগ্রগতি ও অপর দিকে স্থায়ী সৈন্যবাহিনী, শাসন ও বিচার বিভাগে আমলাতন্ত্র ও অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় করণের ফলে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই সোভিয়েত সমাজ, রাষ্ট্র ও ব্যক্তি জীবনে যে ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো দেখা যাবে—কতকটা পরিমাণে যে বিকলাঙ্গ বিকাশ হবে সে সম্বন্ধে স্তালিন নেতা হিশেবে সবিশেষ সতর্ক এবং সচেতন ছিলেন কিনা এবং এগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রামের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শক্তি নিয়োগ করেছিলেন কি না। সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ভুল-ভ্রান্তির জন্য স্তালিনকে মাত্র এতটুকুই দায়ী করে চলে, এর বেশী নয়। সমস্ত শক্তি দিয়ে সংগ্রাম করা সত্ত্বেও সোভিয়েত সমাজ কিছুটা বিকলাঙ্গ হয়েই বিকাশ লাভ করবে—এ সত্য গোপন করে লাভ নেই। কিন্তু এই অঙ্গহীনতা প্রতিরোধের কতটুকু চেষ্টা হয়েছে, সেটাই হচ্ছে বড় কথা এবং দায়িত্ব নিরূপণ হবে সেখানে। ব্যক্তি ও জাতির ত্রুটি-বিচ্যুতি বিশ্লেষণে যদি ক্রুশ্চভ মিকোয়ান প্রভৃতি ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ধারা অনুধাবন করতেন, তবে দুনিয়ার সামনে স্তালিন তথা কমিউনিজমকে হেয় প্রতিপন্ন এরা করতেন না—ব্যক্তিকেন্দ্রীক ব্যক্তিগত আক্রমণ করতেন না। ব্যক্তিকেন্দ্রীক বুর্জোয়াশ্রয়ী বিশ্লেষণের ফলেই এদের আশ্রয় নিতে হয়েছে নির্জলা মিথ্যা-ভাষণের, ইতিহাসকে বিকৃত করণের।

কিন্তু মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অমর, চির ভাস্বর। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে; কারো ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর এর সত্যতা যাচাই হয় না। ইতিহাস তাই সগৌরবে ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে প্রতিষ্ঠিত করবে—আর সাথে সাথে প্রতিষ্ঠা করবে স্তালিন ও স্তালিনের মহান কার্যাবলীকে।

যুদ্ধোত্তর কৃষি-নীতি ও স্তালিন

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেসে ক্রুশ্চভ কর্তৃক স্তালিনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলোর মধ্যে অন্যতম অভিযোগ হচ্ছে—যুদ্ধোত্তর কালের স্তালিন প্রবর্তিত কৃষি-নীতি ভুল ছিল এবং কৃষকদের জীবনযাত্রার মানের উন্নতির দিকে স্তালিন মনোযোগ দেন নি। যুদ্ধোত্তর যুগে স্তালিনের কৃষি-নীতি কি ছিল বা কেন এই নীতি ভুল ছিল,

এ সম্বন্ধে বিংশতি কংগ্রেস বা তার পরবর্তী দলিলপত্র কোন আলোকপাতই করেনি। এই প্রবন্ধে যুদ্ধোত্তর যুগে স্তালিনের কৃষি-নীতি কি ছিল তাই বলা হয়েছে।

ক্রুশ্চভ তার রিপোর্টে বলেছেন: "এই সকল অবস্থা পার্টির সামনে এক জরুরী কর্তব্য উপস্থাপিত করেছিল। সে হচ্ছে অতি দ্রুত খামার উৎপাদন বৃদ্ধি করা। কৃষি কাজ পরিচালনায় গুরুতর ভুল এবং ত্রুটির বিষয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনাম মিটিং আলোকপাত করে এবং শস্যাদি এবং মাংসজাত দ্রব্যাদির উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করে।……

"এ লক্ষ্য করবার বিষয় যে পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম ৩, ৪ বৎসরে শস্য এবং শিল্পে ব্যবহার্য্য ফসলের উৎপাদন একেবারেই বৃদ্ধি পায়নি বলে বলা চলে। কিন্তু আপনারা জানেন ১৯৫৫ সালে কতগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ করবার ফলে মোট শস্য উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।"

ক্রুশ্চভের উপরোক্ত বক্তৃতা ও তার দেয় চার্ট থেকে দেখা যায়, শস্য উৎপাদন ব্যাপারে স্তালিনের আমলে মারাত্মক ভুল করা হয়েছিল ফলে ১৯৫০ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত (স্তালিনের মৃত্যুর পরও দু'বছর অবধি) শস্য উৎপান মোটেই বৃদ্ধি পায়নি।

শুধু তাই নয়। ক্রুশ্চভ তার রিপোর্টে আরও বলেছেন: "কমরেডস্! পার্টি একাধিকবার বলেছে যে শস্য উৎপাদনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকলে গবাদি পশু প্রজনন বা শিল্পে ব্যবহার্য ফসলাদির উৎপাদন বৃদ্ধি করা অসম্ভব। অথচ এই মোক্ষম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতেই সোভিয়েত গভর্ণমেন্টের কৃষি দপ্তর, রাষ্ট্রীয় খামার দপ্তরের প্রধানগণ এবং পরিচালনা কমিটিগুলো সুনিশ্চিতভাবে ভুলপথে অগ্রসর হয়েছেন। সম্প্রতি কয়েক বছর শস্য উৎপাদনের জন্য জমি বণ্টন ব্যবস্থা বর্দ্ধিতশস্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তার অনেক পেছনে পড়েছিল। অধিকাংশ জেলাতেই শস্য উৎপাদনের জমির পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল……"

ক্রুশ্চভের রিপোর্ট থেকে আমরা দেখতে পাই সম্প্রতিকালে কয়েক বৎসর (১) শস্য উৎপাদন মোটেই বৃদ্ধি পায়নি এবং (২) শস্য উৎপাদনের জমির পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই তো গেল সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেসে প্রদত্ত ক্রুশ্চভের বিবরণী। দেখা যাক্, ঊনবিংশ কংগ্রেসে প্রদত্ত (১৯৫২ সালে) ম্যালেনকভের রিপোর্ট এ সম্বন্ধে কি বলে। ম্যালেনকভ তার রিপোর্টে বলেন: "যুদ্ধ শেষ হওয়ার তৃতীয় বছরে শস্য উৎপাদন প্রাক যুদ্ধ বছরে যে পর্য্যায়ে ছিল সে পর্য্যায়ে উঠেছে এবং পরের বছরগুলোতে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একই সময়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বাজারে বিক্রয় করবার শস্যোৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি বৎসরে, ১৯৫২ সালে, সমস্ত বীজ বপনের পরিমাণ ৮০০০ মিলিয়ন পুড্‌স্ হয়েছে। সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য শস্য আটার উৎপাদন ১৯৪০ সালের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৪৮ ভাগ।

"যুদ্ধোত্তর বছরগুলোতে শস্যোৎপাদনের অঞ্চলগুলোর দ্রুত পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। কর্ষণের পর উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শস্য, শৈল্পিক, গবাদি পশুর খাদ্যাদি, শাকসব্জি এবং জলজ ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যাদির মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৫২ সালে কর্ষণের জমির পরিমাণ প্রাক্ যুদ্ধের জমির পরিমাণের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে ৫'৩ মিলিয়ন হেক্টর।

"পূর্বে যে সমস্যাকে সবচাইতে সাংঘাতিক এবং জরুরী বলে মনে করা হতো, সেই শস্যোৎপাদন সমস্যাকে কৃতকার্যতার সাথে সমাধান করা হয়েছে এবং চিরকালের জন্য সমাধান করা হয়েছে।"

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদামির সদস্য নিকোলাই সিটসিন্ মস্কো প্রকাশিত 'নিউজ' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে ১৯৫২ সালে লেখেন: "যুদ্ধের পর পাঁচ বৎসরে সোভিয়েত ইউনিয়নের শস্য উৎপাদনের অঞ্চল শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।……বর্তমানে বাৎসরিক মোট শস্য উৎপাদন হয়েছে ৭০০০ মিলিয়ন পুডের চাইতেও বেশী।"
('নিউজ কর্তৃক প্রকাশিত "ট্রেড্, পিস্, প্রোস্পারিটি" পুস্তিকা থেকে উদ্ধৃত—পৃ: ২৯)

তা হলে দেখা যাচ্ছে ১৯৫০, '৫১ এবং '৫২ সালে শস্যোৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শস্যোৎপাদনের জমির পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রশ্ন এই, কোন্ রিপোর্ট আমাদের কাছে নির্ভরযোগ্য হবে?

এইতো গেল ক্রুশ্চভ পরিবেশিত সংখ্যাতত্ত্বের দিক। সোভিয়েত ইউনিয়নের কৃষি-নীতি নির্দ্ধারণে ও পরিচালনায় বিভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কৃষি-সমস্যাকে বিচার করা হয় এবং তদনুযায়ীই সমস্যা সমাধানের পথ-নির্দেশ দেওয়া হয়।

ঊনবিংশ কংগ্রেসে ম্যালেনকভ্ তার রিপোর্টে বলেন: "যেহেতু এখন শস্যসম্পর্কীয় সমস্যা কৃতকার্যতার সাথে সমাধান করা হয়েছে, কৃষিকার্য যেভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে—সেহেতু কৃষিকে আর পুরান কায়দায় বিচার করলে চলবে না। ……আজকের দিনে আমাদের কৃষির গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে; এ মূলত পুরনো দিনের নিম্নস্তরের উৎপাদনমান এবং ব্যাপক কৃষি থেকে ভিন্ন প্রকারের। ……সুতরাং কৃষির কৃতকার্যতাকে কেবলমাত্র শস্য উৎপাদনের মান দিয়ে বিচার করলে চলবে না।"

বিংশতি কংগ্রেসে ক্রুশ্চভ তার রিপোর্টে কৃষি-সমস্যাকে আগাগোড়া শস্য উৎপাদনের মান দিয়েই বিচার করেছেন। এই দুই কংগ্রেসের রিপোর্টের দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্য মৌলিক।

স্তালিনের যুদ্ধোত্তর কৃষিনীতি ও ক্রুশ্চভের কার্যাবলীর বিশদ আলোচনাই কেবলমাত্র এর উপর আলোকপাত করতে পারে। অথচ ক্রুশ্চভ সে পথে না এগিয়ে বিকৃত সংখ্যাতত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন।

যুদ্ধোত্তর যুগে স্তালিনের কৃষি-নীতি কি ছিল? যুদ্ধোত্তর যুগে স্তালিনের কৃষি-নীতির ইতিহাস আলোচনায় প্রাক্-যুদ্ধ-যুগের কৃষিনীতির খানিকটা বলা দরকার। কারণ, প্রাক্-যুদ্ধ-যুগের কৃষিনীতিরই যুক্তিসম্মত পরিণতি যুদ্ধোত্তর যুগের কৃষি-নীতি। সমাজতন্ত্রের বিজয়ের জন্য রাশিয়ার মতো এক বিশাল আধা সামন্ততান্ত্রিক কৃষি-প্রধান দেশে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, খণ্ড খণ্ড জমিগুলোকে একীকরণ এবং ক্ষুদে কৃষি-অর্থনীতির বিলোপ সাধন। লেনিন বলেছেন: "ক্ষুদে উৎপাদন পুঁজিবাদের জন্ম দেয় এবং সর্বদা, প্রতিদিন, ঘণ্টায় ঘণ্টায় স্বতঃস্ফূর্ত ও ব্যাপকভাবে বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্ম দেয়।" তাই এই ক্ষুদে উৎপাদন ও বিনিময় প্রথার অবলুপ্তির জন্যই ১৯২৮ সাল থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যাপকভাবে যৌথ খামার সৃষ্টির আন্দোলন ও কাজ শুরু হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত এ কাজ চলতে থাকে এবং যুদ্ধের ডামাডোলে সাময়িকভাবে যৌথ খামার সৃষ্টির কাজ বন্ধ থাকে।

ক্ষুদে কৃষি-অর্থনীতির বিলুপ্তির ইতিহাস, এক ব্যাপক ও গভীর রক্তক্ষয়ী শ্রেণী

সংগ্রামের ইতিহাস। কখনও বা অস্ত্রের ঝনঝনার মধ্য দিয়ে, কখনও বা ধৈর্য ও সংযম সহকারে, আবার কখনও বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতি কৃষকদের যুগ-যুগান্তের মমত্ব-বোধের সাথে স্থানীয় অবস্থানুযায়ী খানিকটা খানিকটা আপোষ রফা করে সোভিয়েত ইউনিয়নকে অগ্রসর হতে হয়েছে। মিখাইল শলোকভের ''ভার্জিন সয়েল আপটার্নড্‌'' ক্ষুদে কৃষি-অর্থনীতির বিলুপ্তি ও যৌথ-খামার সৃষ্টির ইতিহাসের এক অনবদ্য এপিক্‌।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতি কৃষকদের মমত্ব-বোধের সাথে আপোষ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সুদূর প্রাচ্যের কৃষকদের খানিকটা করে জমি, কিছু গবাদি পশু প্রভৃতি পরিবারগতভাবে ভোগদখল করবার অধিকার দেওয়া হয়। পরে ১৯৩৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের যৌথ খামারগুলোর সমস্ত সভ্যদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগ দখলের অধিকার দেওয়া হয়। স্থানীয় অবস্থানুযায়ী, প্রতিটি কৃষক-পরিবারকে ১ থেকে ২ ২ একর জমি, ২টি থেকে ১০টি গরু রাখবার অনুমতি দেওয়া হয়। এ ছাড়া প্রতিটি পরিবার একটি শুয়োর, দশটি ভেড়া এবং হাঁস মুরগী ইত্যাদি রাখবার ও ভোগ করবার এবং এর সাহায্যে উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ বিক্রয় করবার অধিকার পায়।

ব্যক্তিগত সম্পত্তিজাত উৎপাদন এবং যৌথ খামারের শ্রমলব্ধ সামগ্রী প্রভৃতির চাহিদা ও যোগান অনুযায়ী স্বাধীন পণ্যের বাজারে বিক্রয় সমাজতন্ত্রকে সফলতার পথে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। বরঞ্চ একটি বিশিষ্ট স্তরে এসে এ ব্যবস্থা সমাজের অগ্রগতির পথে এক মহা প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে। ১৯৩৫ সালে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও গবাদি পশু প্রভৃতি ভোগ দখলের যে অধিকার কৃষকদের দেওয়া হলো তার সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়ে কৃষকেরা ধীরে ধীরে যৌথ খামারের জমি বে-আইনীভাবে দখল করে নিজ নিজ জমির সাথে মিশিয়ে দিয়ে তাদের ব্যক্তিগত জমির আয়তন বাড়াতে শুরু করলো। অপর দিকে যৌথ-খামারের কাজে গাফিলতি করে এরা বেশী বেশী মনোযোগ দেওয়া শুরু করলো তাদের ব্যক্তিগত জমিগুলোর ওপর। ফলে সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯৩৯ সালের মধ্যে কৃষকরা যৌথ-খামারের জমি দখল করলো ৬০০,০০০ একরেরও বেশী। যৌথ-খামারের কাজে অমনোযোগ এবং ব্যক্তিগত জমির কাজে গভীর মনোযোগ দেওয়ার জন্যই সোভিয়েত গভর্ণমেন্ট ১৯৩৯ সালের ২৭ মে তারিখে এক আইনে স্থানীয় অবস্থানুযায়ী প্রত্যেক যৌথ-খামারের কৃষককে মরশুমে কমপক্ষে ৬০ থেকে ১২০ দিন বাধ্যতামূলকভাবে কাজ করবার এক নির্দেশ-নামা জারী করে। এই একই দিনে, আর একটি ডিক্রীতে বে-আইনীভাবে দখলীকৃত জমি গভর্ণমেন্ট কর্তৃক পুনদখলের আদেশ দেওয়া হলো।

অবশ্য, সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নে ২৯৩,০০০,০০০ একর যৌথ-খামারের জমির মধ্যে মাত্র ৬০০,০০০ একর জমি কৃষক কর্তৃক বে-আইনীভাবে দখল কৃষি-সমস্যার দিক থেকে একটা বিরাট সমস্যা নয়। কিন্তু সমাজতন্ত্রের সফল প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে, কত একর জমি যৌথ-খামারের অন্তর্ভুক্ত হলো বা হলো না----তা একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলেও, মূল কথা নয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতি কৃষকদের যুগ-যুগান্তের মোহ ও মমত্ববোধ অর্থাৎ ক্ষুদে উৎপাদন ও ব্যক্তিগত মুনাফার মনোবৃত্তি কতখানি অবসান করা গেল, সমাজতন্ত্রের তাই হচ্ছে মূল কথা। দেখা গেল ১৯৩৯ সালেও ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতি কৃষকদের মমত্ববোধ এত শক্তভাবে শেকড় গেড়ে বসে আছে যা নাকি এই সুদীর্ঘ দিনের সংগ্রামের ভেতর দিয়েও লোপ পায়নি। এর অবশ্যম্ভাবী ফল, স্বাধীন ক্ষুদে পণ্যের বাজার সৃষ্টি, মুনাফার মনোবৃত্তি সৃষ্টি; ক্ষুদে বুর্জোয়ার সৃষ্টি এবং সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিঘ্ন সৃষ্টি। এই মনোবৃত্তিকে সমূলে উৎপাটিত করতে না পারলে, স্তালিনের মতে, সমাজতন্ত্রের বিজয় অসম্ভব। এই সমস্যাই স্তালিনকে সব চাইতে বেশী করে ভাবিয়ে তুলেছিল। এই সব সমস্যা সমাধানের জন্যই ১৯৩৯ সালের শেষের দিকে কয়েকটি নির্দেশ ও আইন প্রণয়ন করা সত্ত্বেও সেই সব কার্যকরী করা সম্ভবপর হলোনা। যুদ্ধের অবস্থার জন্য সব কিছুই মুলতবী রাখতে হলো।

উল্লিখিত সমস্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতেই যুদ্ধোত্তর যুগে স্তালিনের কৃষিনীতি বিচার করতে হবে। যে কাজ যুদ্ধের জন্য মুলতুবী ছিল, যুদ্ধাবসানের পর সে কাজ আরম্ভ করা আরও জরুরী হয়ে উঠলো। এই উদ্দেশ্যেই ১৯৪৬ সালে, সোভিয়েত গভর্ণমেন্ট ''স্পেশ্যাল কাউন্সিল অব কালেক্টিভ ফার্ম এ্যাফেয়ার্স'' নামে একটি কমিটি গঠন করে এবং পলিটব্যুরোর সদস্য এ, এ, আন্দ্রেয়াইয়েভ্‌কে এই কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। ১৯৪৭ সালের ৭ মার্চ আন্দ্রেয়াইয়েভ ''প্রাভদা'' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে লেখেন: ''দেশের শত করা ১০টি যৌথ-খামারে অনুসন্ধানের ফলে ২২২৫টি বে-আইনী জমি দখলের কার্যকলাপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।'' ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বরের এক হিশেবে দেখা যায় প্রায় ১৪ মিলিয়ন একর (৪ কোটি ১০লক্ষ একর) জমি যৌথ-খামারে কৃষকরা বে-আইনীভাবে দখল করেছে (প্রাভদা ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭)। বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয়, বে-আইনীভাবে দখলীকৃত জমির পরিমাণ ১৯৩৯ সালে ছিল মাত্র ৬ লক্ষ একর।

''স্পেশাল কাউন্সিল অফ কালেকটিভ্‌ ফার্ম এ্যাফেয়ার্স'' সৃষ্টির পর থেকে স্তালিনের যুদ্ধোত্তর কৃষিনীতি ক্রমশ ক্রমশ রূপ পেতে থাকে। এই সময়েই এক নূতন আইন করে ব্যক্তিগত ভোগ দখলের জমির পরিমাণ কমিয়ে ১ ২ একর করা হয় এবং এই জমি হাত বদল হতে পারবে না বলেও এক আইন বিধিবদ্ধ করা হয়। উদ্বৃত্ত সমস্ত জমি আ'বার যৌথ-খামারে ফিরিয়ে নেওয়া হয়, ব্যক্তিগত জমির উৎপন্ন ফসলাদি এবং সেই জমি থেকে শ্রমলব্ধ ফসলাদি স্বাধীন বাজারে বিক্রয় ব্যবস্থা বহুল পরিমাণে সংকোচন করা হয়। যৌথ-খামারের কৃষকদের আগে মরশুমে কমপক্ষে ১০০ দিন কাজ করতে হতো, বর্তমানে এক আইন করে তা ১৫০ দিনে বাড়িয়ে দেওয়া হলো। এ ছাড়া রুবলের মূল্য কমিয়ে স্বাধীন বাজারে পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে এবং যুদ্ধ কালীন কালো বাজারে কৃষক যে অর্থের সঞ্চয় করেছিলো তার মূলেও কুঠারাঘাত করা হয়।

দ্বিতীয়ত, যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলোর সাংগঠনিক ভিত্তিকে দৃঢ়তর ও উন্নতর করবার জন্য, ছোট ছোট দল কর্তৃক চাষবাসের যে কাজ করা হতো সে ব্যবস্থার অবসান করে স্থায়ী বৃহৎ ব্রিগেড্‌ সৃষ্টি করা হলো। কারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল দিয়ে যান্ত্রিক ভিত্তিতে ব্যাপক আকারে কৃষি-কাজ করা অসম্ভব ও ব্যয় সাপেক্ষ। এই সময়েই, সোভিয়েত গভর্ণমেন্ট এম, টি, এস (মেশিন ট্রাক্টর ষ্টেশন) মারফৎ সমস্ত যৌথ খামারগুলোকে যান্ত্রিক ভিত্তিতে চাষাবাস করবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

তৃতীয়ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যৌথ খামারগুলোকে একত্রিত করে বিরাট বিরাট যৌথ খামারে পরিণত করা হয়। এক একটি বিরাট যৌথ খামারকে কেন্দ্র করে চতুর্পার্শ্বের সমস্ত স্থানের বৈদ্যুতিক করণ ও যান্ত্রিক ভিত্তিতে ব্যাপক কৃষিকাজ আরম্ভ করা হয়; ফলে ১৯৫০ সালে যৌথ খামারগুলোর সংখ্যা ২৫৪,০০০ থেকে নেমে ৯৭০০০ দাঁড়ায়। ১৯৫০ সালে চার ভাগের তিন ভাগ জমিতে বীজ ছড়ানো যন্ত্রে বীজ ছড়ানো হয়েছে এবং শতকরা ৬০ ভাগ জমি ট্রাক্টর কম্বাইন দিয়ে চাষ

করা হয়েছে।

চতুর্থত, প্রকৃতির পরিবর্তন সাধন করে কৃষিতে এবং মানুষের জীবনে এক বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবার এক অভূতপূর্ব ও বিস্ময়কর পরিকল্পনা স্তালিন গ্রহণ করেন। ভলগা, নীপার, ডন এবং আমুদরিয়ায় পৃথিবীর সব চাইতে বড়ো জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হয়। এর ফলে ২৮ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে জলসেচ করা যাবে। এর অর্থ পৃথিবীর মোট সেচ অঞ্চলের শতকরা ৩৫ ভাগ হবে এই ২৮ মিলিয়ন হেক্টর। এর ফলে এ অঞ্চলের ভৌগোলিক গুরুত্ব প্রাকৃতিক আবহাওয়া ও জমির উর্বরতারই কেবল আমূল পরিবর্তন হবে না, এই সেচের ফলে ১০ লক্ষ লোকের অশন, বসন ও বাসগৃহের সংস্থান হবে। কৃষকরা আজকের চাইতে শতকরা ৫০ থেকে ৭৫ ভাগ বেশী ফসল উৎপাদন করতে সক্ষম হবে। প্রতি বছর ৩০ লক্ষ টন তুলো বেশী উৎপন্ন হবে এবং এই নূতন জমিতে হবে ৮০ লক্ষ টন গম, ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টন চাল এবং ৬০ লক্ষ টন সুগার বীট। এই জল-সেচ, জল-বিদ্যুৎ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সমস্ত প্রকৃতির হবে আমূল পরিবর্তন, আশে পাশের সমস্ত মরুভূমি ও মরু অঞ্চলগুলো ধনধান্যে পুষ্পে ভরে উঠে জমির ক্রমক্ষীয়মান উৎপাদনের তত্বকে করবে চিরকালের জন্য সমাধিস্থ।

একই সঙ্গে এই চারটি দিকেই কাজের ফলে শহর ও গ্রামের ব্যবধান ক্রমশ ক্রমশ ঘুচে যাবে; গ্রামের চেহারাগুলো বদলে যাবে। গ্রাম্য লোকেরা বিরাট বিরাট যৌথ-খামারে একযোগে কাজ করে শহরের যৌথ-জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে; তাদের কাজের ধারা যাবে বদলে, শ্রমিকের মতই হবে তাদের কাজের ধারা। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পরিবর্তন হবে কৃষক-মনোবৃত্তির, বিজয়ী হবে সমাজতন্ত্র। ব্যাপকভাবে যান্ত্রিক ভিত্তিতে বিশাল বিশাল খামারে বিরাট কৃষক বাহিনী যৌথভাবে কাজে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে কৃষকের একটুকরো জমির প্রতি যুগযুগান্তের মমত্ববোধ লোপ পাবে। অপর দিকে আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রয়োগে এবং যৌথ-শৃঙ্খলাবোধের উদ্ভবের জন্য কৃষি উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে, কৃষকের জীবনযাত্রার মান হবে উন্নত।

এই কৃষি-নীতিকে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করবার জন্য এবং সমাজতন্ত্রকে কমিউনিজমের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সমাজতান্ত্রিক সমাজের অভ্যন্তরে পণ্য বিনিময় ও তার মাধ্যম টাকার ভূমিকার অবলুপ্তি সাধন। পণ্য বিনিময় ও তার মাধ্যম টাকার ভূমিকা যতদিন থাকবে ততদিন স্বাধীন বাজারের অস্তিত্ব থাকবে। সর্বব্যাপী নিখুঁত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্যকরী করা অসম্ভব হয়ে উঠবে এবং স্বাধীন বাজারের মূল্যের উঠতি পড়তি যেহেতু অবশ্যম্ভাবীভাবে পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার পথে খানিকটা প্রভাব বিস্তার করে সেই পরিকল্পনাকে তাই সেই অবস্থানুযায়ী সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাই স্তালিনের পরিকল্পনা ছিল ধীরে ধীরে যৌথ-সম্পত্তির উৎপাদিত দ্রব্য এবং সামাজিক সম্পত্তির উৎপাদিত দ্রব্য এই দু'য়ের দ্রব্য-বিনিময় প্রবর্তন করা এবং খাতার হিসেবপত্রের মধ্যেই লেনদেনকে সীমাবদ্ধ রাখা। এর ফলেই স্বাধীন পণ্যের বাজার ও টাকার ভূমিকার অবসান হবে এবং সামগ্রীক অর্থনীতিক পরিকল্পনা সুষ্ঠু ও নিখুঁত হয়ে উঠবে।

স্তালিনের এই কৃষিনীতির কৃতকার্যতার উপর দাঁড়িয়েই ক্রুশ্চভ বিংশতি কংগ্রেসে তার রিপোর্টে উচ্ছ্বসিত হয়ে "সোভিয়েত ইউনিয়নের বিংশতি কংগ্রেসের তরফ থেকে" যারা দূর দূরান্তের নূতন নূতন জায়গায় গিয়ে অকর্ষিত ভূমি চাষবাস করেছেন তাদের প্রশংসা করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রশংসা করেছেন নিজ প্রবর্তিত নীতিকে আর ভুল বলে প্রচার করেছেন স্তালিনের কৃষি-নীতিকে। অথচ প্রকৃতি পরিবর্তনের জন্য স্তালিন ১৯৪৮ সালে যে অভূতপূর্ব বিস্ময়কর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন তা কার্যকরী হবার ফলেই যে এখন সম্ভব হয়েছে, তার ফলেই যে ক্রুশ্চভ এক লক্ষ লোককে আহ্বান জানাতে পেরেছে দূর দূরান্তের নূতন নূতন জায়গায় গিয়ে বসবাস ও চাষবাস করবার জন্য সে সম্বন্ধে এতটুকুও স্বীকৃতি নেই, উল্লেখ নেই! ব্যক্তিকেন্দ্রিক অমার্কসীয় সমালোচনায় এর চাইতে বেশীকিছু আশা করাও কঠিন।

সংক্ষেপে, এই ছিল স্তালিনের যুদ্ধোত্তর যুগের কৃষিনীতির দৃষ্টিভঙ্গি ও কৃষিনীতি। এই দিকে দৃষ্টি রেখেই স্তালিন তার "সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী" নামক বিখ্যাত পুস্তিকায় বলেছেন: "কিন্তু আমাদের উৎপাদন শক্তির জোরালো বিকাশের পথে এ ব্যাপারগুলো (যৌথ-খামারের সম্পত্তি ও পণ্য চলাচল ব্যবস্থা) ইতিমধ্যেই বাধা সৃষ্টি করতে আরম্ভ করেছে। কারণ, সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে, বিশেষ করে কৃষির ক্ষেত্রে, সরকারী পরিকল্পনাকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করবার পথে ঐগুলি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।......এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে যতই দিন যাবে ততই এগুলি আমাদের উৎপাদন শক্তির ক্রমোন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করবে! সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো ধীরে ধীরে যৌথ-খামারের সম্পত্তিকে জনসাধারণের সম্পত্তিতে উন্নীত করা এবং পণ্য চলাচল ব্যবস্থার বদলে সামগ্রী বিনিময় (Products exchange) ব্যবস্থা ক্রমশ ক্রমশ চালু করা।"

স্তালিনের কৃষি-নীতির ইতিবৃত্তের এ হলো একদিক। এর আর একটা দিকও আছে এবং সেই দিক বিচার করেই কৃষি-নীতিতে আমরা ক্রুশ্চভের ভূমিকা ও অবদান বুঝতে পারবো।

১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পলিটব্যুরোর সদস্য "স্পেশাল কাউন্সিল অব কালেকটিভ ফার্ম এ্যাফেয়ার্সের" চেয়ারম্যান এ. এ আন্দ্রেআয়েভ স্তালিনের এই নূতন কৃষি-নীতির বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, যৌথ-খামারগুলোতে বৃহৎ স্থায়ী বাহিনী সৃষ্টি না করে, যেমন চলছিল সেরূপ ছোট ছোট গ্রুপ রাখাই ভাল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যৌথ-খামারগুলোকে একীকরণ না করে আলাদা আলাদা ভাবে চলতে দেওয়াই নির্ভুল নীতি হবে। ১৯৫০ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি তিনি "প্রাভদা" মারফতে এক বিবৃতি প্রকাশ করে বলেন: কৃষি-নীতির বিরোধিতা করা তার ভুল হয়েছে এবং এর জন্য তিনি অনুতপ্ত এবং দুঃখিত। ক্রুশ্চভ, আন্দ্রেয়াইভের এই বিরোধিতা ও পরে ভুল স্বীকারের সুযোগ গ্রহণ করে স্তালিনের নূতন কৃষি-নীতির প্রধান ও মুখর সমর্থক হয়ে আবেগপূর্ণ বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেন। ফলে, আন্দ্রেয়াইভের স্থানে ক্রুশ্চভকেই "কালেকটিভ ফার্ম এ্যাফেয়ার্সের" চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। এই পদে নিযুক্ত হয়ে ক্রুশ্চভ স্তালিনের কৃষি-নীতির প্রতিটি পদক্ষেপ সমর্থন তো করেনই, উপরন্তু তিনি স্তালিনের চাইতে আরও কয়েক কদম এগিয়েও যান। তিনি বলতে থাকেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে, এইসব গ্রামাঞ্চলের সমস্ত লোকজন, ঘর বাড়ী, সবকিছু অপসারণ করে এক একটি কেন্দ্রে বিরাট বিরাট কৃষি নগর প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তিনি আরও বলেন, একটি বাড়িতে একটি পরিবার থেকে একটি বিরাট বাড়িতে বহু পরিবারের একত্র বসবাসের ব্যবস্থা করা

প্রয়োজন এবং ব্যক্তিগত ভোগ দখলের জন্য জমির পরিমাণ আরও কমিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। এছাড়া ব্যক্তিগত অধিকারের এই জমিগুলো গ্রামের সীমানের বাইরে কৃষক পরিবারের বাসস্থলের বহু দূরে হওয়া প্রয়োজন। তবেই কৃষকদের কৃষক-মনোবৃত্তি, ব্যক্তিগত স্বার্থের মনোবৃত্তি দূরীভূত হবে এবং দূরীভূত হবে গ্রাম ও শহরের ব্যবধান। সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়ন কৃষি নগরীতে নগরীতে ছেয়ে যাবে। ক্রুশ্চভ আরও বলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের দুই ধরনের সম্পত্তি ব্যবস্থাকে আইন করে অবিলম্বে লোপ করে দিয়ে সমস্ত যৌথ-খামারগুলোকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করবার ঘোষণা করা দরকার।

বিভিন্ন যৌথ খামারগুলোকে এক করে জনসাধারণের খামারের পর্যায়ে উন্নীত করবার কাজ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামগুলো থেকে লোকাপসরণ করে একটি কেন্দ্রে পুনর্বাসনের কাজ ও কৃষি-নগর প্রতিষ্ঠার কাজ যাতে করে অতি দ্রুত সম্পন্ন হতে পারে তার জন্য সরকারী সংবাদপত্র "ইজভেস্তিয়া" ১৯৫০ সালের ২২ নভেম্বর কালেক্টিভ ফার্ম এ্যাফেয়ার্সের চেয়ারম্যান ক্রুশ্চভের উদ্যোগে কৃত এক নির্দেশনামায় বলেন: "সমস্ত স্থানীয় সোভিয়েত ও গ্রামাঞ্চলের প্রতিষ্ঠান এবং কোলখোজগুলোর এই মুহূর্তের কর্তব্য হচ্ছে ১৯৫০-৫১ সালের) শীতকালের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামাঞ্চলগুলোর লোকাপসরণের সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা, যেন নূতন কেন্দ্রে বর্দ্ধিত যৌথ-খামারের বাসিন্দাদের বাসস্থানগুলো দ্রুত নির্মাণ বসন্তকালের আগমনের সাথেই আরম্ভ করা যায়।"

ক্রুশ্চভ এই অতি বামপন্থী পলিসি সংক্রান্ত বক্তৃতা দেন ১৯৫১ সালের ১৮ জানুয়ারী তারিখে। এই বক্তৃতা নিয়ে তখন পার্টির মধ্যে আলোচনা ও সমালোচনা হয়। পরে ১৯৫১ সালের ৪ মার্চ তারিখে "প্রাভদা" ক্রুশ্চভের গোটা বক্তৃতাটি প্রকাশ করে এবং ৫ মার্চ তারিখে "প্রাভদা" এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলে: ক্রুশ্চভের ভাষণ তার ব্যক্তিগত মতের অভিব্যক্তি এবং আলোচনার জন্যই তার ভাষণ "প্রাভদা"-য় প্রকাশিত হয়েছে। ক্রুশ্চভের ভাষণের সাথে পার্টি বা গভর্ণমেন্টের কোন সম্পর্ক নেই। "প্রাভদা"-র এই মন্তব্য থেকেই বোঝা যাবে কৃষি-নীতি নিয়ে পার্টির মধ্যে একটা গুরুতর মতভেদ দেখা দিয়েছে এবং পার্টি এ সম্বন্ধে আলোচনা করছে।

১৯৫২ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর স্তালিনের "যৌথ খামারের সম্পত্তিকে জনসাধারণের সম্পত্তির স্তরে উন্নীত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা" নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে স্তালিন ক্রুশ্চভের নামোল্লেখ না করেই বলেন: "কোন কোন কমরেড মনে করেন যে অতীতে পুঁজিবাদী সম্পত্তির বেলায় যে ভাবে করা হয়েছিল সেইভাবে সোজাসুজি যৌথ খামারের সম্পত্তিকে জাতীয় সম্পত্তি করে নিলে, তাকে সমাজের সম্পত্তি বলে ঘোষণা করলেই কাজ চুকে যাবে, এ ধরণের প্রস্তাব সম্পূর্ণ ভুল এবং মেনে নেওয়ার একেবারেই অযোগ্য। যৌথ-খামারের সম্পত্তি হল সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি; পুঁজিবাদী সম্পত্তি সম্বন্ধে আমরা যে ধরনের ব্যবস্থা করেছি সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি সম্বন্ধে সে রকম ব্যবস্থা করা কিছুতেই চলে না। যৌথ খামারের সম্পত্তি জনসাধারণের সম্পত্তি সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি নয়।"

স্তালিনের এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর ২৯ সেপ্টেম্বর "প্রাভদা"-য় প্রকাশিত হয় ক্রুশ্চভের এক প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে ক্রুশ্চভ বলেন যে তার প্রচারিত মতামত ভুল। কৃষি নগরী প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির কথা বলে তিনি মারাত্মক ভুল করেছেন। খামারগুলোর উৎপাদন যাতে করে বৃদ্ধি পায় আমাদের সমস্ত নজর সেই দিকে দেওয়াই সঠিক নীতি হবে।

উনবিংশ কংগ্রেসে ম্যালেনকভ ও ক্রুশ্চভ প্রচারিত এই অতি বামপন্থী কৃষি-নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। ম্যালেনকভ বলেন:

"কৃষিকার্য পরিচালনায় এই ভুল ও বিচ্যুতিগুলি কি এবং এই সম্পর্কে আমাদের কর্তব্যই বা কি?

"প্রথমত এ বলতেই হবে আমাদের কতক নেতৃস্থানীয় কর্মী বিশেষ করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যৌথ-খামারগুলোকে একীকরণের ব্যাপারে ও যৌথ-খামারগুলোর বিকাশের ব্যাপারে ভুল, সংকীর্ণ উপযোগিতার দৃষ্টিভঙ্গির দোষে দুষ্ট। তারা বিরাট বিরাট যৌথ-খামার নগরী সৃষ্টির জন্য সমস্ত পুরাতন খামারগুলোর ঘর-বাড়ী, কৃষকদের ঘর-দোর ভেঙে দিয়ে অতিমাত্রায় তড়বড় করে গ্রাম গ্রাম থেকে সমস্ত অধিবাসীদের ব্যাপকভাবে সরিয়ে পুনর্বাসনের কথা বলে "যৌথ-খামার নগরী" "যৌথ-খামার শহর" "কৃষি-নগরী" প্রভৃতি গঠনের প্রস্তাব করেছিলেন এবং একেই যৌথ খামারগুলোকে সাংগঠনিক এবং অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করবার একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন।"

ক্রুশ্চভের কৃষি নীতির এই মারাত্মক ভুল স্বীকৃতির পরও ক্রুশ্চভ কৃষি-নীতিতে শস্য উৎপাদনের মানকেই সমগ্র কৃষিনীতির গোড়ার কথা মনে করে আবার দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির মধ্যে গিয়ে পড়েন এবং এরই প্রকাশ আমরা দেখতে পাই স্তালিনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে কৃষির উপর—কি গুরু (ভারী) শিল্পের উপর, ভোগ্যবস্তু প্রস্তুতির উপর কি গুরু (ভারী) শিল্প প্রভৃতির প্রস্তুতির উপর জোর দেওয়া হবে তা নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে বাক-বিতণ্ডার মধ্যে।

ক্রুশ্চভ স্তালিনের জীবিতাবস্থায় এবং উনবিংশতি কংগ্রেসে বা তার পরেও স্তালিনের কৃষিনীতি সমালোচনা করতে অগ্রসর হননি। অথচ উল্লেখযোগ্য যে স্তালিনের মৃত্যু পর্যন্ত ক্রুশ্চভই ছিলেন কালেক্টিভ ফার্ম এ্যাফেয়ার্সের চেয়ারম্যান। আজ ক্রুশ্চভ সমস্ত ক্ষমতা নিজ হাতে সংহত করে মিথ্যাচার আর মিথ্যা ভাষণের মাধ্যমে দুনিয়ার মানুষের কাছে স্তালিনকে হেয় করবার জন্য এগিয়ে এসেছেন!

ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমালোচনা যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তিকে দাঁড় করাবে এতো স্বাভাবিক এবং স্বাভাবিক বলেই মিথ্যা ও বিকৃতির আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর কোন পথই নেই। ☐

Khagra North Engineers' Co-operative Service & Construction Society Ltd.

(ENGINEERS' & CONTRACTORS)

35, DAIHATTA ROAD □ KHAGRA □ MURSHIDABAD

Another Concern :

M/S KNECON CONSTRUCTION

(SPECIALIST FOR MULTISTORIED BUILDING & ROAD WORK)

79, NETAJI ROAD * KHAGRA * MURSHIDABAD

Phone—BHB 21943

যুগোশ্লাভিয়া কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং অল-ইউনিয়ন কমিউনিষ্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যে চিঠিপত্র

[প্রথমেই আমরা পাঠকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যে, এই পত্রাবলীতে আমরা টিটো-কারদেলহ-এর জবাব প্রকাশ করতে পারিনি-তার জন্য। দুটি কারণে এটা করা হয়নি। একটি কারণ, স্থানাভাব আর দ্বিতীয় কারণ, স্তালিন মলোতভ পত্রাবলীর মাধ্যমে যে টিটো-কারদেল,-এর বক্তব্য কি ছিল তা বোঝা যাবে। আর তা ছাড়া, স্তালিন মলোতভ-এর জবাবই প্রমাণ করে যে, স্তালিন বা কমিনফর্ম টিটোকে কোনো অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কমিনফর্ম থেকে বহিষ্কার করেন নি, পূর্ণাঙ্গ আলোচনা, উত্তর-প্রত্যুত্তরের পরেই কমিনফর্ম-এর বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিপরীতে, কমিনফর্মের দ্বিতীয় সভায় এই যুগোশ্লোভিয়া এবং টিটোই ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টিকে সুতীব্র সমালোচনা করেছিলেন এবং ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি সেই সমালোচনা মেনে নিয়েছিলেন, অথচ, টিটোকে যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টি সমালোচনা করলো-তখন টিটো তাতো মেনে নিলেনই না এবং এমন কি এই সমালোচনায় যুগোশ্লোভিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কি বক্তব্য তা বলবার জন্য তাদের কোনো প্রতিনিধি কমিনফর্মের মিটিং-এই এলেন না। অর্থাৎ, অন্যকে সমালোচনা করবার অধিকার আমার থাকবে, কিন্তু আমাকে সমালোচনা করবার কোনো অধিকারই অন্যদের থাকবেনা। এই অবস্থান থেকেই টিটো কমিনফর্মের বৈঠক 'বয়কট' করে; তিনি নিজেই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হয়েছিলেন। এইটে প্রমাণ করবার জন্যই টিটোর কাছে স্তালিন এবং মলোতভএর পত্রাবলী এখানে প্রকাশ করা হলো। সেই উদ্দেশ্য সাধিত হলেই,-টিটো-কার্দেলজ-এর জবাব প্রকাশিত না হওয়ার ত্রুটি আর থাকবে না।]

কমরেড টিটো এবং যুগোশ্লাভিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য সদস্যদের প্রতি চিঠি

আপনাদের ১৮ই মার্চ ও ২০শে মার্চের চিঠি পেয়েছি।

আমরা আপনাদের বক্তব্য অসত্য বলে মনে করছি এবং সেকারণেই তা সম্পূর্ণ অসন্তোষজনক।

) গ্যাগ্যারিনোভ সংক্রান্ত বিষয়টি কার্যসূচীর বহির্ভূত বলে বিবেচিত হতে পারে। যেহেতু গ্যাগ্যারিনোভ সম্পর্কে কোনরকম দোষারোপ থেকে আপনারা বিরত থাকছেন। যদিও আমাদের ধারণা এটা গ্যাগ্যারিনোভকে দোষারোপের ব্যাপার।

বছরের বাণিজিক আলোচনার ক্ষেত্রে সোভিয়েত সরকার কমরেড টিকোভের প্রতি যে ঘোষণা আরোপ করেছিল সেটি বাস্তবের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে। এটা এখন স্পষ্ট। যেহেতু কমরেড ক্রুটিকোভ সমস্ত যুক্তিকে একেবারেই স্বীকার করেছেন।

) সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলীকে ফেরত আনার ব্যাপারটিতে আসা যাক। আমাদের খবরাখবর প্রাপ্তির উৎস হলো প্রতিরক্ষা বাহিনীর মন্ত্রীসভার অফিসাররা এবং উপদেষ্টামণ্ডলী। এটা ঘটনা যে এবং এটা সবাই ভালভাবে জানে যে যুগোশ্লাভ সরকারের সনির্বন্ধ অনুরোধের জন্যই যুগোশ্লাভিয়ায় আমাদের সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলীকে পাঠানো হয়েছিল। মনে রাখা উচিত সোভিয়েত সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলীকে নির্বাচিত করা হয়েছে খুবই কম সংখ্যায়, যদিও যুগোশ্লাভ সরকার আরো বেশী সংখ্যক চেয়েছিলেন। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে যুগোশ্লাভিয়ার উপর জোর করে এই উপদেষ্টামণ্ডলীকে চাপিয়ে দেওয়ার কোন ইচ্ছাই সোভিয়েত সরকারের ছিল না।

তবুও, যুগোশ্লাভ সামরিক নেতারা, তাঁদের একজন কোকা পপভিচ, এটা ঘোষণা করা সম্ভব বলে মনে করেছেন যে সোভিয়েত সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলীর সংখ্যা অবশ্যই কমিয়ে ষাট শতাংশ করতে হবে। এই ঘোষণাটি নানান ব্যাখ্যাসহ দেওয়া হয়েছে। যেমন কয়েকজন বলেন যুগোশ্লাভের পক্ষে সোভিয়েত সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলী খুব খরচ সাপেক্ষ ব্যাপার। অন্যরা বলেন যুগোশ্লাভ সেনাবাহিনীর প্রয়োজন নেই সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অভিজ্ঞতা গ্রহণ করবার। আবার অন্য কয়েকজন বলেন সোভিয়েত সেনাবাহিনীর নিয়মকানুন একটা আদর্শমাত্র এবং যুগোশ্লাভ সেনাবাহিনীর মধ্যে এটি গ্রহণ করার কোন মানে হয় না। আবার অন্য কয়েকজন শেষপর্যন্ত খোলাখুলিভাবেই নিজেদের ধারণা উল্লেখ করে বলেন সোভিয়েত সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলী বাস্তবত কোন কাজ না করেই মাইনে পান, এবং তাঁদের কাছ থেকে কোন লাভ পাবার আশা করা যায় না।

এই ঘটনাগুলোর আলোকে এটা সম্পূর্ণ বোঝা যায় যে সি. পি. জে. কেন্দ্রীয় কমিটির এক মিটিং-এ জিলাস কেন সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে একটা অপ্রীতিকর বিবৃতি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন নৈতিক দিক দিয়ে সোভিয়েত অফিসাররা ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর অফিসারদের থেকে হীন। মনে রাখতে হবে জিলাস করেছিলেন এই মন্তব্য এবং তা সোজাসুজি সোভিয়েতের বিরুদ্ধে। সবাই জানে সি. পি. জে.-র কেন্দ্রীয় কমিটির অন্য সদস্যদের কেউ এর প্রতিবাদ করেন নি।

এইরকম ভাবে সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ একতায় না থেকে এবং সোভিয়েত সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলীর প্রশ্নটি উত্থাপনের দ্বারা যুগোশ্লাভ সামরিক নেতারা নিজেদের নিয়োজিত রাখলেন সোভিয়েত সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলীর প্রতি কটাক্ষপাতে ও সোভিয়েত সেনাবাহিনীর দুর্নাম রটানোতে।

এটা খুবই ঠিক যে এই অবস্থাটি সোভিয়েত সামরিক উপদেষ্টাদের চারপাশে একটা শত্রুভাবাপন্ন আবহাওয়া তৈরী করেছে।

এটা ধরে নেওয়া হাস্যকর হবে যে এমন একটা পরিস্থিতিতে সোভিয়েত সরকার চাইবে তার সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলী যুগোশ্লাভিয়াতেই থাকুন।

যেহেতু সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে কলঙ্কিত করার এইসব প্রয়াসগুলিকে যুগোশ্লাভ সরকার কোন প্রতিরোধ করেনি, যেহেতু এই অবস্থা সৃষ্টির জন্য যুগোশ্লাভ সরকার দায়ী।

(৩) সোভিয়েত অসামরিক বিশেষজ্ঞদের ফিরিয়ে নেওয়া নিয়ে বলি। আমাদের পাওয়া খবরাখবরের জন্য আমরা প্রধানতঃ উল্লেখ করছি বেলগ্রেডের সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত লাভরেনটিজেভকে এবং সেইসঙ্গে বিশেষজ্ঞদের দেওয়া বিবৃতিগুলিকেও। এ ব্যাপারে আপনাদের দেওয়া বিবৃতিতে আছে যে সরজেনটচ বানিজিক প্রতিনিধি লেবেদেভকে দৃঢ়ভাবে বলেছেন সোভিয়েত অফিসয়ালরা সি পি. জে. কেন্দ্রীয় কমিটি এবং যুগোশ্লাভিয়ার সরকারের কাছ

থেকে অর্থনৈতিক খবরাখবর পাবে। বাস্তবের সঙ্গে এই বিবৃতি মেলে না। এখানে আমরা ৯ই মার্চে লেখা ল্যাভরেনটিজেভের যোগাযোগ-পত্রটি রাখছি :

"ইকনমিক কাউন্সিলে কিডরিচের সহকারী সরজেনটিচ অর্থ নৈতিক প্রতিনিধি লেবেদেভকে বলেছেন যে সরকারের একটা আইন আছে রাষ্ট্রের সমস্ত অফিসিয়ালরা ও প্রতিষ্ঠানগুলি কাউকে কোন অর্থ নৈতিক সংবাদ দিতে পারবে না। সুতরাং একটা প্রচলিত চুক্তি এড়িয়ে গিয়ে তিনি লেবেদেভকে এমন একটা তথ্য দিতে পারবেন না। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিভাগের অফিসারদের কর্তব্য এই সমস্ত ব্যাপারগুলিতে একটা নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা। সরজেনটিচ এও বলেছেন যে কিডরিচ ব্যাপারটি নিয়ে লেবেদেভের সঙ্গে আলোচনা করবেন ঠিক করেছিলেন।"

ল্যাভরেনটিজেভের এই যোগাযোগ-পত্রটি থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে যে যুগোশ্লাভিয়ার সরকারের কাছ থেকে বা কেন্দ্রীয় কমিটির কাছ থেকে অর্থ নৈতিক সংবাদ পাওয়া যেতে পারে এরকম কোন সম্ভাবনার উল্লেখ করেন নি সরজেনটিচ। এবং, সাধারণভাবে, এটা ধরে নেওয়া হাস্যকর হবে যে প্রতিটি অর্থ নৈতিক সংবাদের জন্য একজনকে সরকারের কাছে বা কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে আবেদন করতে হবে। কারণ ঐ ব্যাপারে খবর দেওয়ার জন্য যুগোশ্লাভিয়ার অর্থ নৈতিক অফিসাররা রয়েছেন, যাঁদের কাছ থেকে বরাবর প্রয়োজনীয় অর্থ নৈতিক খবর সোভিয়েত অফিসিয়ালরা পেয়ে থাকেন।

দ্বিতীয়ত, ল্যাভরেনটিজেভের যোগাযোগ-পত্রটির সঙ্গে আপনাদের লিখিত বক্তব্যে অমিল দেখা যাচ্ছে। ব্যাপারটি হলো যুগোশ্লাভিয়ায় সোভিয়েত প্রতিনিধিদের যুগোশ্লাভ নিরাপত্তা অফিসারদের নিয়ন্ত্রণে ও তত্ত্বাবধানে রাখা হচ্ছে।

এটা বলা বাহুল্য হবে যে শুধুমাত্র বুর্জোয়া দেশগুলিতেই এরকম একটা তত্ত্বাবধানের সম্মুখীন হতে হয় সোভিয়েত প্রতিনিধিদের, তাও এই দেশগুলোর সবগুলোতেই নয়।

এটাও লক্ষ্য করা দরকার যে যুগোশ্লাভ নিরাপত্তা অফিসাররা শুধুমাত্র সোভিয়েত সরকারের প্রতিনিধিদের উপর নজরদারি করছে তাই নয়, তারা কমরেড ইউদিন তথা কমিনফর্মের অফিসে এ. ইউ. সি. পি. (বি)-র প্রতিনিধিদের পেছনেও লেগেছে।

এটা মনে করা হাস্যকর হবে যে সোভিয়েত সরকার তার অসামরিক বিশেষজ্ঞদের যুগোশ্লাভিয়ায় এমন একটা শাসন ব্যবস্থার মধ্যে রাখতে রাজী থাকবে।

বোঝা যেতে পারে, এক্ষেত্রেও, এরকম একটা অবস্থা সৃষ্টির জন্য যুগোশ্লাভ সরকার দায়ী।

এই সমস্ত কারণেই সোভিয়েত সরকার তার সামরিক ও অসামরিক বিশেষজ্ঞদের যুগোশ্লাভিয়া থেকে ফিরিয়ে আনার চিন্তা করতে বাধ্য হয়েছে।

(৪) আপনাদের চিঠিতে আপনারা ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যে, অন্যান্য যেসব ঘটনা ইউ. এস. এস. আর-এর অসন্তোষ ঘটিয়েছে সেগুলিও যেন আমরা জানাই এবং যে ঘটনাগুলি ইউ. এস. এস আর এবং যুগোশ্লাভিয়ার সম্পর্কটিকে খারাপের দিকে নিয়ে যাচ্ছে সেসব সম্পর্কেও জানাতে বলেছেন। এরকম কিছু ঘটনা সত্যিই রয়েছে। যদিও এইসব ঘটনার সঙ্গে সামরিক ও অসামরিক উপদেষ্টামণ্ডলীদের ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা সেগুলোকে আপনাদের জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন মনে করছি। প্রথমতঃ এটা আমাদের জানা আছে যে যুগোশ্লাভিয়ায় নেতৃত্বস্থানীয় কমরেডদের মধ্যে সোভিয়েত বিরোধী কথবার্তা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়—"এ. ইউ. সি. পি. (বি) শেষ হয়ে যাচ্ছে", "ইউ. এস. এস. আর-এ গ্রেট পাওয়ার শভিনিজম শক্তিশালী হচ্ছে", "ইউ. এস. এস. আর. যুগোশ্লাভিয়াকে অর্থনৈতিকভাবে দাবিয়ে রাখতে ঝুঁকছে", "কমিনফর্ম হচ্ছে অন্য পার্টিগুলিকে দাবিয়ে রাখার একটা পথ এ. ইউ. সি. পি. (বি)-র।" এবং এই ধরনের কিছু কথাবার্তা। এই সোভিয়েত বিরোধী বিবৃতিগুলি সাধারণত বাম-পন্থীয় কথাবার্তায় ঢাকা থাকে। যেমন -- "ইউ. এস. এস. আর-এ সমাজতন্ত্র রুদ্ধ হয়েছে", "একমাত্র যুগোশ্লাভিয়া বিপ্লবী সমাজতন্ত্রের প্রকৃত পতাকাবাহক।" জিলাস, ভাকম্যানোভিচ, কিডরিচ, র‍্যানকোভিচ প্রমুখ সম্পূর্ণ দ্বি-চরিত্রের মার্ক্সবাদীদের মুখ থেকে এ. ইউ. সি. পি. (বি) সম্পর্কে এইরকম গল্পগুলো শোনা অবশ্যই হাস্যকর। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে এই সমস্ত বিবৃতি দীর্ঘদিন ধরে যুগোশ্লাভিয়ায় বহু নেতৃত্বস্থানীয় কর্মীদের মধ্যে ছড়ানো হয়েছে এবং তাদেরকে এখনো সেগুলো বারংবার শোনানো হচ্ছে। এবং স্বাভাবিকভাবেই সেখানে একটা সোভিয়েত বিরোধী আবহাওয়া তৈরী হচ্ছে যা এ. ইউ. সি. পি. (বি) এবং সি. পি. জে.-র সম্পর্কটিকে দিনকে দিন খারাপ করছে।

প্রতিটি কমিউনিষ্ট পার্টি যে অধিকারটি প্রয়োগ করে থাকে সেটিকে অবশ্যই আমরা স্বীকার করি। সেই অধিকার বলেই যুগোশ্লাভ কমিউনিষ্ট পার্টি এ. ইউ সি. পি (বি)-র সমালোচনা করছে, এবং একইভাবে এ. ইউ. সি. পি. (বি)-র অধিকার রয়েছে অন্য কোন কমিউনিষ্ট পার্টিকে সমালোচনা করার। কিন্তু মার্ক্সবাদ দাবি করে প্রতিটি সমালোচনা হবে মুক্ত মনের ও সৎ এবং সেটা কোন পর্দার আড়াল থেকে নয় এবং কোন অপবাদের মাধ্যমে হবে না। যাই হোক, যুগোশ্লাভিয়ার নেতাদের কণ্ঠে যে সমালোচনা ধ্বনিত হয়েছে সেটা সর্বসমক্ষে বলা হয়নি বা সততার সঙ্গে, বরং বলা হয়েছে পর্দার আড়াল থেকে এবং অসততার সঙ্গে। এবং একইসঙ্গে চরিত্রের দিক দিয়ে এটি ভণ্ডামী, একদিকে এ. ইউ সি. পি (বি) কে পেছন থেকে দুর্নাম দিচ্ছে, অপরদিকে সরকারীভাবে তার সুনাম করছে ভণ্ড তপস্বীর মতো। ব্যাপারটাকে তারা কুৎসায় নামিয়ে এনেছে, এ. ইউ. সি. পি. (বি)-কে কলঙ্কিত করবার প্রচেষ্টায় নামিয়ে এনেছে। সোভিয়েত কাঠামোটিকে তছনছ করে দেবার প্রচেষ্টায়।

আমরা নিঃসন্দেহ যে এমন একটা সোভিয়েত বিরোধী, শত্রুভাবাপন্ন ও অপরিচিত সমালোচনা সম্পর্কে যুগোশ্লাভ পার্টির সর্বসাধারণ যদি অবহিত হতেন তবে তাঁরা খুবই অসন্তুষ্ট হতেন ও সেটাকে খণ্ডন করতেন। আমাদের অভিমত এই যে যুগোশ্লাভ নেতারা এই কারণেই এই সমালোচনামূলক কথাবার্তাগুলি খুব গোপনে সারছে, পর্দার পিছনে, এবং জনগণের পিঠের ঠিক পিছনে।

ট্রটস্কির প্রসঙ্গটিকে কারো অবহেলা করা উচিত নয়। একসময় তিনি এ. ইউ. সি. পি. (বি)-র বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। এ. ইউ. সি. পি. (বি)-র বিরুদ্ধে নানান কুৎসা রটাতে থাকেন। এ. ইউ. সি. পি. (বি)-র অবক্ষয় নিয়ে, সীমিত ন্যাশনাল স্পিরিট নিয়ে, গ্রেট পাওয়ার শভিনিজম নিয়ে নানান কথা বলতে থাকেন তিনি। অবশ্যই তিনি এসমস্ত ঢেকে রেখেছিলেন পৃথিবীর বিপ্লব বিষয়ক বামপন্থীয় শব্দাবলীর দ্বারা। তবুও সবাই জানে যে ট্রটস্কি ছিলেন অধঃপতিত মানুষ। এবং শেষে তিনি নিজেই প্রমাণ করেছিলেন আসলে তিনি কী করতে চেয়েছিলেন। তিনি এ. ইউ. সি. পি. (বি) এবং সোভিয়েত

উনিয়নের শত্রুদের শিবিরে প্রকাশ্যে যোগদান করলেন।

ামরা মনে করি ট্রটস্কির রাজনৈতিক জীবন খুবই শিক্ষণীয় ব্যাপার।

ৰতীয়তঃ যুগোশ্লাভিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির বর্তমান অবস্থা আমাদের 'শয়ান্বিত করে তুলছে। এটা একটা ঘটনা যে শাসক-পার্টি হিসাবে গোশ্লাভিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টি এখনও সম্পূর্ণ বৈধ হয়নি এবং এটি এখনও াধা-বৈধ অবস্থায় রয়েছে। পার্টির অরগ্যানের নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি সংবাদপত্রে কাশ পায় না। পার্টি মিটিং-এর খবরও প্রকাশ পায় না।

গোশ্লাভিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির আচরণে পার্টির মধ্যের গণতন্ত্রের কোন ান পাওয়া যায় না। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক দিয়ে র্বাচিত হয় না, বরং সহযোজন করা হয়। পার্টির মধ্যে কোনরকম সমালোচনা আত্মসমালোচনা নেই। এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পার্টির সেক্রেটারি চ্ছেন ক্যাডারদের নিয়ন্ত্রক এবং একইসঙ্গে তিনি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার মন্ত্রীও। বা ভাবে বলা যায়, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা-মন্ত্রীর অধীনে রয়েছে পার্টির ক্যাডাররা। র্ক্সবাদের তত্ত্ব অনুযায়ী পার্টির কর্তব্য হচ্ছে সমগ্র রাষ্ট্রীয় অরগ্যানগুলিকে য়ন্ত্রণ করা। সেগুলির মধ্যে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার মন্ত্রীও পড়ে। কিন্তু গাশ্লাভিয়ায় এর ঠিক উল্টো। প্রকৃতপক্ষে এখানে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা-মন্ত্রীসভা য়ন্ত্রণ করছে পার্টিকে। এর দ্বারা ঘটনাটির এই ব্যাখ্যা হতে পারে যে গাশ্লাভিয়ায় পার্টির লোকজনেরা এখনও তাদের প্রয়োজনীয় মানদণ্ডটি অর্জন রনি।

গরণেই, এটা বোঝা সহজ যে এমন একটা কমিউনিষ্ট পার্টির সংগঠনকে মরা মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী এবং বলশেভিকবাদী বলে বিবেচনা করতে রি না।

াশ্লাভ কমিউনিষ্ট পার্টিতে শ্রেণীসংগ্রামের পথটির কোন চিহ্ন দেখা যায় । ধনতান্ত্রিক উপাদানগুলি শহর ও গ্রাম উভয় জায়গাতেই বেড়ে উঠছে গতিতে। এবং পার্টির নেতারা এইসব ধনতান্ত্রিক উপাদানগুলির মাত্রাটিকে মিয়ে আনার কোন ব্যাবস্থাও নিতে পারছেন না। যুগোশ্লাভিয়ার কমিউনিষ্ট র্টি সেই পচা সুযোগবাদী তত্ত্বের স্বপ্ন দেখছে যা ধনতান্ত্রিক উপাদানগুলিকে জতন্ত্রের মধ্যে নির্বিঘ্নে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে, এমন একটা তত্ত্ব যা নেওয়া ছে বার্নস্টাইন, ফলমার ও বুখারিনের কাছ থেকে।

বাদ-লেনিনবাদের তত্ত্ব অনুসারে একটা দেশে তার পার্টি একটা প্রধান ত্বস্থানীয় দল তৈরী করে এবং এর নিজস্ব কিছু কর্মসূচি থাকে এবং এটি ' বহির্ভূত জনগণের সঙ্গে মিশে যায় না। যাইহোক, যুগোশ্লাভিয়ায় ন নেতৃত্বস্থানীয় দলটিকে বলা হয় ন্যাশনাল ফ্রন্ট, এবং প্রকৃতপক্ষে ন্যাশনাল র মধ্যে পার্টিকে মিশিয়ে দেবার একটা প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। শ্লাভিয়ার ন্যাশনাল ফ্রন্টের সম্মেলনে কমরেড টিটো তাঁর ভাষণে বলেছেন : গাশ্লাভিয়ায় কমিউনিষ্ট পার্টির এমন কিছু কর্মসূচি আছে কি যা নাল ফ্রন্টের কর্মসূচির থেকে আলাদা ? না। কমিউনিষ্ট পার্টির অন্য কোন চি নেই। ন্যাশনাল ফ্রন্ট কৃত কর্মসূচিই কমিউনিষ্ট কর্মসূচি।"

যাচ্ছে, যুগোশ্লাভিয়ায় তারা পার্টির এই অসাধারণ তত্ত্বটিকে একটি তত্ত্ব হিসেবে মনে করছেন। যাই হোক, এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। । বছর আগে রাশিয়ায় মেনশেভিকদের একটা অংশ প্রস্তাব দিয়েছিল শ্রমিকদের একত্রা-পার্টি সংগঠনের সঙ্গে মার্ক্সবাদী পার্টিকে মিশিয়ে ফেলতে হবে। এবং চেয়েছিল প্রধান পার্টিটিকেই রূপান্তরিত হতে হবে দ্বিতীয়টিতে। মেনশেভিকদের অন্য অংশটি প্রস্তাব দিয়েছিল মার্ক্সবাদী পার্টিকে একটা শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে মিশে যেতে হবে, যে সংগঠনটি শ্রমিক, কৃষক ও পার্টির বাইরের সর্বসাধারণকে নিয়ে গঠিত। এবং চেয়েছিল প্রধান পার্টিটিকেই রূপান্তরিত হতে হবে দ্বিতীয়টিতে। সকলেরই ভাল করে জানা আছে, লেনিন সে সময় ঐসব মেনশেভিকদের সুযোগসন্ধানী শয়তান ও পার্টির ধ্বংসকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন।

তৃতীয়তঃ এটা আমাদের কাছে বোধগম্য নয়, কেন ব্রিটিশ গুপ্তচর ভেলেবিট এখনো যুগোশ্লাভিয়ায় বৈদেশিক বিভাগের মন্ত্রীসভার একটি পদ আঁকড়ে রেখেছে। পদটি মন্ত্রীর সহকারীর। যুগোশ্লাভ কমরেডরা জানেন যে ভেলেবিট একজন ইংরেজ গুপ্তচর। তাঁরা এও জানেন যে, সোভিয়েত সরকারের প্রতিনিধিরাও ভেলেবিটকে ইংরেজ গুপ্তচর বলে মনে করে। তবুও এসব এড়িয়ে ভেলেবিট যুগোশ্লাভিয়ার বৈদেশিক বিভাগের মন্ত্রীর প্রথম সহকারীর পদে বসে আছে। এটা হতে পারে ভেলেবিট একজন ব্রিটিশ গুপ্তচর বলেই যুগোশ্লাভ সরকার তাঁকে ভালভাবে ব্যবহার করতে চান। আমরা ভাল করে জানি বিরাট সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের প্রশাসনিক গুপ্তচরদের বুর্জোয়া সরকাররা নিজেদের পছন্দমতো রাষ্ট্রে রাখতে চায়। এইভাবে এই রাষ্ট্রগুলি ঐসব বুর্জোয়া রাষ্ট্রের কবলে পড়ে যায়। আমাদের অভিমত হচ্ছে এমন একটা ব্যাপার মার্ক্সবাদীদের কাছে একেবারেই অনুমোদন যোগ্য নয়। যাই হোক না, এক ইংরেজ গুপ্তচরের নিয়ন্ত্রণে থাকা যুগোশ্লাভ সরকারের সঙ্গে কোন চিঠিপত্র আদানপ্রদান করবে না সোভিয়েত সরকার। এটা বোঝা যাচ্ছে, যুগোশ্লাভিয়ার বৈদেশিক বিভাগে নেতৃত্বের জায়গায় যতদিন ভেলেবিট থাকছেন, ততদিন ব্যাপারটা একটা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে থাকবে। কারণ যুগোশ্লাভিয়ার বৈদেশিক বিভাগের মন্ত্রীসভার ভায়া ধরে যুগোশ্লাভ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ পত্রের লেনদেনে সোভিয়েতের নিজেকে প্রতারিত ভাবার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে।

এই হলো সেই ঘটনাগুলো যা সোভিয়েত সরকার এবং এ. ইউ. সি. পি. (বি)-র মনে অসন্তোষ জাগিয়েছে, এবং ইউ. এস. এস. আর ও যুগোশ্লাভিয়ার সম্পর্কটিকে আরও খারাপের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

আগেই বলা হয়েছে, এই ঘটনাগুলির সঙ্গে সামরিক ও অসামরিক বিশেষজ্ঞদের ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটির কোন যোগ নেই। কিন্তু দুই দেশের সম্পর্ক খারাপ হওয়ার পেছনে ঐ ঘটনাগুলির ভূমিকা খুব নগন্য মনে করার কোন কারণ নেই। □

মস্কো, এ. ইউ. সি. পি. (বি) কেন্দ্রীয় কমিটি

২৯শে মার্চ, ১৯৪৮ ● ভি. মলোটভ. জে. স্ট্যালিন

কমরেড টিটো এবং কার্দেলজকে লেখা যুগোশ্লাভিয়া কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতি

আপনাদের উত্তর পেলাম। এবং কমরেড টিটো ও কার্দেলজের সইযুক্ত ১৩ই এপ্রিল ১৯৪৮ অনুষ্ঠিত সি. পি. জে. কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত বিষয়ক পত্র।

আমরা দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে এই সমস্ত ডকুমেন্টগুলি, বিশেষ করে যেটিতে কমরেড টিটো এবং কার্দেলজের সই রয়েছে—এগুলো যুগোশ্লাভ ঘটনাবলী সংক্রান্ত পূর্বের ডকুমেন্টগুলির উপরে কোন অগ্রগতির চেষ্টা দেখায় নি। বরং উল্টোটা দেখা গেল। তাঁরা ব্যাপারটিকে ভণ্ডুল করে দিতে চাইছেন এবং বিবাদটিকে তীক্ষ্ম করতে।

ডকুমেন্টগুলির মূল সুরটি বিশেষ করে নিহিত থেকেছে অতিরঞ্জিত উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলিতে। ডকুমেন্টগুলিতে সত্যকে স্পষ্টভাবে বলবার কোন ইচ্ছা দেখা যায় না। পত্রলেখকরা সৎভাবে তাঁদের ভুলগুলি স্বীকার করছেন, এমনটা ঘটেনি। বা, তাঁরা অবশ্যই এইসব ভুলগুলিকে শুধরে নেবেন এবং নির্মূল করবেন এমন কোন কথা বলেন নি। যুগোশ্লাভ কমরেডরা মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে সমালোচনাকে নেন না, তাঁরা এটিকে গ্রহণ করেন নিম্ন-মধ্যবিত্ত জনগণের মানসিকতায়। অর্থাৎ বলতে চাইছি, তাঁরা এটিকে অসন্তুষ্ট মনে গ্রহণ করেছেন যেন এটি সি. পি. জে. কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মানটিকে নিচু করে দিয়েছে এবং যুগোশ্লাভ নেতৃত্বের উচ্চাকাঙ্ক্ষাটিকে আহত করেছে।

যুগোশ্লাভ নেতারা নিজেদের যে অস্বস্তিকর অবস্থায় এনে ফেলেছেন সেখান থেকে উদ্ধার পেতে তাঁরা একটি 'নতুন' পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন। এই পদ্ধতির ব্যাপারটি হলো স্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও সমস্ত ভুলগুলিকে অস্বীকার করা। যে সমস্ত ঘটনা তাঁদের কাছে প্রত্যক্ষ এবং এ. ইউ. সি. পি. (বি) কেন্দ্রীয় কমিটি লিখিত ২৭শে মার্চ ১৯৪৮-এর চিঠিতে যে ডকুমেন্টারি প্রকাশিত সেসবই তাঁরা অস্বীকার করছেন। বাস্তব ঘটনা ও ডকুমেন্টারি সমূহকে নির্লজ্জ অস্বীকারের এই নাবালক পদ্ধতিটি কাউকে প্রভাবিত করতে পারে না বরং হাসির উদ্রেক করতে পারে, এটি কমরেড টিটো এবং কার্দেলজ উপলব্ধি করতে পারছেন না।

১॥ যুগোশ্লাভিয়া থেকে সোভিয়েত সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলীকে ফিরিয়ে নেবার ব্যাপারটি সম্পর্কে

সোভিয়েত সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলীকে ফিরিয়ে নেবার কারণগুলি এ. ইউ. সি. পি. (বি) কেন্দ্রীয় কমিটি ২৭শে মার্চের চিঠিতে ব্যক্ত করেছে। এও জানিয়েছে এই সমস্ত উপদেষ্টামণ্ডলীর অভিযোগ মতোই এ. ইউ. সি. পি. (বি) কেন্দ্রীয় কমিটির সংবাদটি গঠিত হয়। অভিযোগের ব্যাপারটি যুগোশ্লাভিয়ার সোভিয়েত সেনাবাহিনী ও তার প্রতিনিধিদের প্রতি যুগোশ্লাভ অফিসিয়ালদের শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব নিয়ে। কমরেড টিটো এবং কার্দেলজ এই অভিযোগগুলির যথার্থটি সরাসরি অস্বীকার করেছেন। তাই খোলাখুলি প্রশ্নটা ওঠে এই : কেন এ. ইউ. সি. পি. (বি) কেন্দ্রীয় কমিটির বিশ্বাস করতে চাওয়া উচিত হবে কমরেড টিটো ও কার্দেলজ কথিত বাক্যগুলিকেই, ইউ. এস. এস. আর সামরিক উপদেষ্টামণ্ডীর বারংবার কথিত অভিযোগগুলিকে বাদ দিয়ে? কোন্ যুক্তিতে? বাস্তবত পিপলস ডেমোক্রাসির সব দেশেই ইউ. এস. এস. আর-এর সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলী রয়েছে। এবং ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে, এইসমস্ত দেশগুলিতে আমাদের সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলীর কাছ থেকে আজ পর্যন্ত কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। এটা ঘটনা যে ঐ সব দেশগুলিতে সোভিয়েত সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলীর কোন কাজ নিয়ে কোন মতভেদের খবর শোনা যায় নি। কিন্তু একমাত্র যুগোশ্লাভিয়ার ক্ষেত্রেই আমরা এইসব অভিযোগ ও মতভেদের ব্যাপারটি দেখতে পাচ্ছি। এটা স্পষ্ট নয় যুগোশ্লাভিয়ার সোভিয়েত সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলীকে ঘিরে থাকা একটি বিশেষ শত্রুভাবাপন্ন শাসনের প্রতি আঙুল উঁচিয়েই এই অবস্থার ব্যাখ্যা করা যায় কিনা।

কমরেড টিটো এবং কার্দেলজ উল্লেখ করেছেন যে যুগোশ্লাভিয়ায় সোভিয়েত সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলীর ভরণপোষণের খরচ খুব বেশী। এবং তাঁরা বলছেন যে যুগোশ্লাভিয়ায় যুগোশ্লাভ জেনারেলদের তুলনায় সোভিয়েত জেনারেলরা তিন চার গুণ দিনের মাইনে বেশী পান। তাদের মনে হচ্ছে এই অবস্থাটি যুগোশ্লাভ সামরিক অফিসারদের কাছ থেকে অভিযোগ তুলতে পারে। কিন্তু সব থেকে বড় কথা হচ্ছে, যুগোশ্লাভ জেনারেলরা মাইনে ছাড়াও ফ্ল্যাট, সংভরণ, খাদ্য ইত্যাদি অন্যান্য সুবিধাও পেয়ে থাকেন। দ্বিতীয়ত, যুগোশ্লাভিয়ায় সোভিয়েত জেনারেলদের মাইনে এবং ইউ. এস. এস. আর-এ সোভিয়েত মুদ্রায় সোভিয়েত জেনারেলদের মাইনে সমান। এটা বোঝা সহজ, সোভিয়েত সরকার নিশ্চয় চাইতে পারে না যুগোশ্লাভিয়ায় সোভিয়েত জেনারেলদের মাইনের অঙ্ক কমিয়ে অল্প করে দেওয়া হোক।

এটা হতে পারে যে যুগোশ্লাভিয়ার বাজেটের পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়েত জেনারেলদের যুগোশ্লাভিয়ায় থাকার খরচ খুব বেশী। তবু এমন ক্ষেত্রে যুগোশ্লাভ সরকারের উচিত ছিল যথাসময়ে সেটা সোভিয়েত সরকারকে জানিয়ে দেওয়া এবং এ নিয়ে আলোচনা করা। বলা উচিত ছিল এই খরচের একটা অংশ সোভিয়েত সরকারকে বহন করতে হবে। এটা সম্পূর্ণ নিশ্চিত এইরকম একটা প্রস্তাব সোভিয়েত সরকার মেনে নিতো। যাইহোক ব্যাপারটা বন্ধুত্বপূর্ণভাবে সমাধানের চেষ্টা না করে যুগোশ্লাভিয়া ভিন্ন পথ গ্রহণ করেছে। তারা আমাদের সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে শুরু করেছে। বলছে যে সোভিয়েত সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলী 'নষ্ট'। তারা সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে অবিশ্বাস করেছে। এবং অবশেষে যুগোশ্লাভ সরকার নিজেই সোভিয়েত সরকারকে জানিয়েছে সোভিয়েত সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলী একবার সেখানে শত্রুভাবাপন্ন আবহাওয়ায় বেষ্টিত হয়ে পড়েছিল।

তাই এটা বোঝা সহজ এরকম একটা অবস্থায় সোভিয়েত সরকার নীরবে কোন সম্মতি দিতে পারে না।

২॥ যুগোশ্লাভিয়ায় সোভিয়েত অসামরিক বিশেষজ্ঞ সম্পর্কে

যে কারণগুলোর জন্য যুগোশ্লাভিয়া থেকে অসামরিক বিশেষজ্ঞদের ফিরিয়ে আনার কথা ভাবা হয়েছে ২৭শে মার্চ ১৯৪৮-এর চিঠিতে এ. ইউ. সি. পি. (বি). কেন্দ্রীয় কমিটি সেগুলো জানিয়েছে। সোভিয়েত অসামরিক বিশেষজ্ঞদের অভিযোগগুলি এবং যুগোশ্লাভিয়া থেকে পাঠানো সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতের রিপোর্টগুলোকে এ. ইউ. সি. পি. (বি) কেন্দ্রীয় কমিটি বিশ্বাস করেছে। ঐ সমস্ত রিপোর্ট থেকে বোঝা যায় এইসব সোভিয়েত অসামরিক বিশেষজ্ঞ এবং কমিনফর্ম ব্যুরোর এ. ইউ. সি. পি. (বি) প্রতিনিধি কমরেড ইউদিনকে যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা অফিসাররা নজরবন্দী করে রেখেছেন। কমরেড টিটো এবং কার্দেলজ তাঁদের চিঠিতে এইসব অভিযোগ ও রিপোর্টের সত্যতাটিকে

অস্বীকার করেছেন। তাঁরা বলেছেন যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্র নিরাপত্তা অফিসাররা যুগোশ্লাভিয়ায় সোভিয়েতদের উপর নজরদারি করে না। তবু কেন কমরেড টিটো এবং কার্ডেল্‌জের কথাগুলিকেই বিশ্বাস করতে হবে এ. ইউ. সি. পি. (বি) কেন্দ্রীয় কমিটিকে—সোভিয়েত ব্যক্তিরা যাঁদের মধ্যে কমরেড ইউদিনও রয়েছেন, তাঁদের অভিযোগগুলিকে অবিশ্বাস করা হবে কেন? পিপলস ডেমোক্রাসির সব ক'টি দেশেই সোভিয়েত সরকারের অসামরিক বিশেষজ্ঞরা রয়েছেন, সেসব দেশের ঐসব বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে কোন অভিযোগ আসেনি, এবং ঐসব দেশের সরকারের সঙ্গে কোন মতভেদের ঘটনাও ঘটেনি। কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন : শুধুমাত্র যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গেই কেন এই মতভেদ ও বিবাদ শুরু হয়েছে? এটা কি এইজন্য নয় যে যুগোশ্লাভ সরকার যুগোশ্লাভিয়ায় সোভিয়েত ব্যক্তিদের জন্য একটা বিশেষ শাসন কায়েম করেছেন—সেইসব সোভিয়েতদের মধ্যে কমরেড ইউদিনও একজন।

এটা সম্পূর্ণ বোধগম্য যে সোভিয়েত সরকার এমন একটা পরিস্থিতিতে নীরবে সম্মতি দিতে পারে না। এবং স্বাভাবিকভাবেই যুগোশ্লাভিয়া থেকে অসামরিক বিশেষজ্ঞদের অবশ্যই ফিরিয়ে নেবার কথা ভাবতে বাধ্য হয়েছে।

৩॥ যুগোশ্লাভিয়ার বৈদেশিক মন্ত্রীসভার অফিসারদের মধ্যে ভেলেবিট এবং অন্যান্য গুপ্তচরদের সম্পর্কে

কমরেড টিটো এবং কার্ডেল্‌জ তাঁদের বিবৃতিতে বলেছেন যে কমরেড মলোটভ, কমরেড কার্ডেল্‌জ এবং জিলাসের মিটিং-এ ভেলেবিটকে সন্দেহ ভাজন মনে করা সত্ত্বেও তাঁরা এই মন্তব্যে নিজেদের বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখেন : "ভেলেবিটের ব্যাপারটি তাঁদের কাছে সব দিক দিয়ে পরিষ্কার নয়।" এই বিবৃতি ভুল। প্রকৃতপক্ষে উক্ত কমরেডদের সঙ্গে কমরেড মলোটভের কথাবার্তায় মন্তব্যটি করা হয়েছিল ভেলেবিটকে ইংরেজ গুপ্তচর হিসাবে সন্দেহ করে। কমরেড টিটো এবং কার্ডেল্‌জের উচিত বৈদেশিক মন্ত্রীসভার অফিস থেকে ভেলেবিটের সমূল বহিষ্কার সম্পর্কে চিন্তা করা। একেবারে সমূল উৎপাটিত করা। প্রশ্ন উঠতে পারে উৎপাটিত ব্যাপারটি কি ভেলেবিট অপসারণ প্রসঙ্গে খুব জরুরী? ব্যাপারটি যে খুব জরুরী সেটা কমরেড টিটো এবং কার্ডেল্‌জ ভেলেবিটকে বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রীর প্রথম সহকারীর পদে কেন রেখেছেন সেই কারণ লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে। তাঁরা বলেছেন ভেলেবিট একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তি এই কারণ দেখিয়ে তাঁকে বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রীর প্রথম সহকারীর পদ থেকে অপসারণ করা যায় না। কিন্তু এটাই কি বেশী ঠিক হতো না যে, ভেলেবিটকে পদচ্যুত করা হচ্ছে কারণ তিনি সন্দেহভাজন। একজন ইংরেজ গুপ্তচরের প্রতি এই সহানুভূতি কি জন্য? তাছাড়া ভেলেবিট সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি ভীষণভাবে শত্রুভাবাপন্ন।

অবশ্য বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রীসভার অফিসে ভেলেবিট-ই একমাত্র গুপ্তচর নন। সোভিয়েত প্রতিনিধিরা বহুবার যুগোশ্লাভ নেতাদের বলেছেন যে লণ্ডনে যুগোশ্লাভ রাষ্ট্রদূত লিওনটিচ একজন ব্রিটিশ গুপ্তচর। এটা কিছুতেই স্পষ্ট নয়, কেন ঐ প্রত্যক্ষ গুপ্তচর যুগোশ্লাভিয়ার বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রীসভার অফিসিয়াল ক্যাডারদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত বিরাজ করছেন।

সোভিয়েত সরকার জানে লিওনটিচ ছাড়াও ব্রিটিশ গোয়েন্দাগিরির কাজে লণ্ডনে যুগোশ্লাভ দূতাবাসে রয়েছেন আরো তিনজন। এই তিনজনের পুরো পদবী এখনো হাতে আসেনি। সোভিয়েত সরকার সম্পূর্ণভাবে তাদেরকে দায়ী করছে।

এটা ধারণা করা যায় না, কেন ইউ. এস. এ-র রাষ্ট্রদূত বেলগ্রেডে এমন একটা ভাব দেখাচ্ছেন যেন ওটাই তাঁর নিজের বাড়ি এবং সেখানে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় তাঁর 'ইনফর্মেশন অফিসাররা' বিনা বাধায় প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এটাও বোঝা কষ্টকর, যুগোশ্লাভ জনগণের ঘাতক নাদিচের বন্ধু ও আত্মীয়রা কিভাবে এত সহজে যুগোশ্লাভিয়ার সরকারী ও পার্টি অফিসগুলিতে চাকরি পেতে পারে।

যেহেতু যুগোশ্লাভ সরকার যথেষ্ট উগ্রস্বভাব দেখাচ্ছে এবং তারা বৈদেশিক বিভাগের মন্ত্রীসভার অফিসগুলিকে গুপ্তচর মুক্ত করতে সম্মত হচ্ছে না, সেহেতু এটা স্পষ্ট যে ঐ অফিসগুলির মাধ্যমে যুগোশ্লাভ সরকারের সঙ্গে চিঠিপত্রের যোগাযোগ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হবে সোভিয়েত সরকার।

৪॥ যুগোশ্লাভিয়ায় সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত ও সোভিয়েত সরকার সম্পর্কে

কমরেড টিটো এবং কার্ডেল্‌জ তাঁদের ১৩ই এপ্রিল ১৯৪৮-এর চিঠিতে লিখেছেন :"আমাদের অভিমত এই যে একজন রাষ্ট্রদূত হিসাবে তাঁর (সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত) কোন এক্তিয়ার নেই আমাদের পার্টির কাজ সম্পর্কে যে-কাউকে রিপোর্টের জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা। এটা তাঁর কাজের মধ্যে পড়ে না।"

আমাদের অভিমত হচ্ছে কমরেড টিটো এবং কার্ডেল্‌জের এই বিবৃতিটি ভিত্তিগতভাবেই ভুল এবং সোভিয়েত বিরোধী (মনোভাবের দিক দিয়ে)। যেহেতু এটা স্পষ্ট হয়ে যায়, যুগোশ্লাভ সরকারের কাছে কমিউনিষ্ট ইউ. এস. এস. আর. সরকারের প্রতিনিধি একজন দায়িত্বশীল কমিউনিষ্ট সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতকে তাঁরা বুর্জোয়া রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে এক করে দেখছেন, বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সাধারণ অফিসিয়ালদের সঙ্গে একইভাবে দেখছেন, যাদের উদ্দেশ্য হলো যুগোশ্লাভ রাষ্ট্রের ভিত্তিটাকে গোপনে ক্ষয় করে যাওয়া। এটা কল্পনা করা শক্ত কিভাবে কমরেড টিটো এবং কার্ডেল্‌জের পক্ষে এমন একটা উদ্ভট ভাবনায় পৌঁছুনো সম্ভব হলো। তাঁরা কি বুঝতে পারছেন না যে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এমন একটা সম্পর্কের মানে হচ্ছে ইউ. এস. এস. আর এবং যুগোশ্লাভিয়ার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কটিকে অস্বীকার করা? তাঁরা কি বুঝবেন না যে একজন দায়িত্বশীল কমিউনিষ্ট সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন একটি বন্ধুদেশের প্রতিনিধি, যে দেশটি যুগোশ্লাভিয়াকে জার্মানীর কবল থেকে বাঁচিয়েছিল। সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতের অধিকার আছে, বলা ভাল একটু বেশী অধিকার আছে সাময়িক যুগোশ্লাভ কমিউনিষ্টদের সঙ্গে কথা বলার, তাঁদের সঙ্গে এমন কিছু প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা, যার দ্বারা তাঁদের স্বার্থ রক্ষা পেতে পারে। এই সরল ও প্রাথমিক ব্যাপারগুলিকে কিভাবে কেউ সন্দেহাবৃত করতে পারেন যখন দেখা যাচ্ছে যে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কে আবদ্ধ।

কমরেড টিটো এবং কার্ডেল্‌জকে তাঁদের অবগতির জন্য জানাই যে যুগোশ্লাভ প্যাটার্নটির ঠিক উল্টো ছবি রয়েছে সোভিয়েতে। আমরা মস্কোয় যুগোশ্লাভ রাষ্ট্রদূতকে একজন সামান্য অফিসিয়াল বলে মনে করি না এবং কোন বুর্জোয়া রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে তাঁকে এক করেও ভাবি না। "আমাদের পার্টির কাজ সম্পর্কে পার্টির যে-কাউকে রিপোর্টের জন্য তাঁর জিজ্ঞাসা করার অধিকারটিকে" আমরা বাধা দিই না। একজন কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রদূত হিসেবে তিনি তাঁর কাজ থেকে বিরত থাকেন না। আমরা তাঁকে একজন কমরেড এবং কমিউনিষ্ট কর্মী হিসেবেই ভাবি। সোভিয়েত জনগণের মধ্যে তাঁর পরিচিত ব্যক্তি ও বন্ধুরা আছেন। আমাদের পার্টির কাজকর্মের কোন তথ্য কি "তিনি সংগ্রহ করেন"? এটা খুবই বিশ্বাসযোগ্য

যে সেসব তিনি অবশ্যই "সংগ্রহ" করেন। বেশ তাঁকে সেসব "সংগ্রহ" করতে দিন। একজন কমরেডের কাছে আমাদের কাজকর্মের কোন ত্রুটিবিচ্যুতি লুকোবার কোন কারণ নেই। যদি ত্রুটিবিচ্যুতি কিছু থাকে সেগুলোকে হটাবার জন্য আমরা নিজেরাও তাঁদের সেসব জানাতে সাহায্য করি।

আমরা মনে করি সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতের প্রতি যুগোশ্লাভ কমরেডদের এই ব্যবহার আকস্মিক নয়। যুগোশ্লাভ সরকারের একটা সাধারণ প্রবণতা থেকেই এই আচরণ বেরিয়ে এসেছে। সোভিয়েত সরকারের ও অ্যাংলো-আমেরিকানদের বৈদেশিক নীতির মধ্যে কোন পার্থক্য যুগোশ্লাভ নেতাদের চোখে ধরা পড়ে না। এবং এভাবেই তাঁরা ব্রিটিশ ও আমেরিকান বৈদেশিক নীতির সঙ্গে সোভিয়েত বৈদেশিক নীতিকে এক করে দেখেন। এবং তাঁদের অভিমত হলো যুগোশ্লাভিয়া সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে, গ্রেট ব্রিটেন ও ইউ. এস. এ-র সঙ্গে আচরণ করছে সেই একই পন্থা খাটাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রেও। এ ব্যাপারে জুব্‌লজানায় ১৯৪৫-এর মে মাসের শেষের দিকে কমরেড টিটোর ভাষণটি বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যময়। তিনি সেখানে বলেছিলেন : "এটা বলা হয়েছে যে এই যুদ্ধটা শুধুমাত্র একটা যুদ্ধ, এবং আমরা এটাকে একটিমাত্র যুদ্ধ হিসেবেই ধরেছি। কিন্তু আমরা যুদ্ধটির অবসানও দাবি করি। আমরা চাই প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জায়গায় স্বাধীন থাকুন। আমরা অন্যের টাকা-পয়সার ব্যাপারে নাক গলাবো না। আমরা অন্যদের সুবিধার্থে টাকাপয়সা সরবরাহ করতে পছন্দ করি না। সকলের স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে ফেলতে আমরা চাই না।"

এই কথাগুলি ত্রিয়েস্ত-এর প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে বলা হয়েছিল। সকলের জানা আছে অ্যাংলো আমেরিকানদের কাছ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন যুগোশ্লাভিয়ার জন্য বেশ কিছু আঞ্চলিক ছাড় বের করে নিয়েছিল। এই অ্যাংলো আমেরিকানরা ফরাসিদের সঙ্গে একত্রে ইউ. এস. এস. আর-এর একটি প্রস্তাবকে নাকচ করে দেয়, প্রস্তাবটি ছিল, যুগোশ্লাভিয়ার হাতে ত্রিয়েস্ত দিতে হবে। এই দুই দেশ তাদের সৈন্যসামন্ত নিয়ে ত্রিয়েস্ত দখল করতে গিয়েছিল, সৈন্যসামন্ত এনেছিল ইটালিতে। সমস্ত উপায় নিঃশেষিত হবার পর, যুগোশ্লাভিয়ার হাতে ত্রিয়েস্ত তুলে দেবার অভিপ্রায়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে যুদ্ধ ছাড়া কোন পথ থাকলো না। অ্যাংলো-আমেরিকানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বাহুবলে ত্রিয়েস্তকে মুক্ত করা ছাড়া কোন পথ রইলো না। যুগোশ্লাভ কমরেডদের এটা জেনে রাখা উচিত ঐ রকম একটা বড় যুদ্ধের পর ইউ. এস. এস. আর দ্বিতীয় কোন যুদ্ধ আরম্ভ করে নি। তবুও এ ব্যাপারটি যুগোশ্লাভ কমরেডদের মধ্যে অসন্তোষ জাগাচ্ছে এবং এটা কমরেড টিটোর ভাষণেও প্রকাশ পেয়েছি। জুব্‌লজানায় কমরেড টিটো তাঁর ভাষণে বলেছেন "যুগোশ্লাভিয়া অন্যের টাকা পয়সার ব্যাপারে নাক গলাবে না।" "অন্যদের সুবিধার্থে টাকাপয়সা সরবরাহ করতে পছন্দ করে না।" এবং তিনি চাইছেন না যুগোশ্লাভিয়া "সকলের স্বার্থের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলুক।" এই বিবৃতি শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধেই নয়, সেই সঙ্গে ইউ. এস. এস. আর-এর বিরুদ্ধেও। এই বিবৃতি কোনভাবেই কমরেড টিটোর সঙ্গে ইউ. এস. এস. আর এবং কমরেড টিটোর সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি—সম্পর্ক দুটির পার্থক্য দেখিয়ে দেয় না। যেহেতু তিনি ইউ. এস. এস. আর ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকার করেন নি।

কমরেড টিটোর এই অবস্থানটি মর্মের দিক দিয়ে সোভিয়েত বিরোধী, এবং সি. পি. জে. কেন্দ্রীয় কমিটি এটিকে কোন বাধাদান করেনি। আমরা এটাকে মিথ্যে অপবাদ রটানোর কাজে সি. পি. জে. নেতাদের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ধরছি। এই মিথ্যা অপবাদগুলি যুগোশ্লাভ পার্টি ক্যাডারদের নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে ছড়ানো হয়েছে। এবং এগুলি শুরু হয়েছে এই ধরনের কথা দিয়ে : "ইউ. এস. এস. আর অবক্ষয়ের পথে" যে পথ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের চেহারা পায়, যে পথ চাইছে "যুগোশ্লাভিয়াকে অর্থনৈতিকভাবে কাবু করতে"। আমরা এসবের মধ্যে সি. পি. জে.-র নেতৃত্বের দ্বারা নিক্ষিপ্ত মিথ্যে অপবাদ রটনার শুরু লক্ষ্য করছি, যেখানে বলা হয়েছে "এ. ইউ. সি. পি. (বি) অবক্ষয়ী" এবং এটি কমিনফর্মের মাধ্যমে অন্য পার্টিগুলিকে বশীভূত করতে" তীব্র প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এবং বলা হয়েছে যে "ইউ. এস. এস. আর-এ সমাজতন্ত্রের গতি রুদ্ধ হয়েছে"।

সেইসময়ে সোভিয়েত সরকার বাধ্য হয়েই যুগোশ্লাভ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চেয়েছিল, কমরেড টিটোর ঐ ধরনের মন্তব্যকে কোনভাবেই অনুমোদন করা যায় না। এবং তার ফলে কমরেড টিটো এবং কার্ডেল্‌জ যেসব ব্যাখ্যা দিলেন তা অসন্তোষজনক। বেলগ্রেডে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত কমরেড স্যাড্‌চিকভকে সোভিয়েত সরকার একটি নির্দেশনামা দেয়, যুগোশ্লাভ সরকারকে নিম্নোক্ত বিবৃতিটি দেবার জন্য। কমরেড স্যাড্‌চিকভ ১৯৪৫ সালে ৫ই জুন এই বিবৃতিটি রেখেছিলেন :

"আমাদের দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী কমরেড টিটোর ভাষণটি বস্তুত সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর একটা শত্রুভাবাপন্ন আক্রমণ, এবং কমরেড কার্ডেল্‌জের দেওয়া ব্যাখ্যাগুলি সন্তোষজনক নয়। আমাদের শিক্ষিত জনগণ কমরেড টিটোর ঐ ভাষণটিকে এরকমভাবেই বোঝেন এবং এটাকে অন্যভাবে বোঝবার কোন সম্ভাবনা নেই। কমরেড টিটোকে বলুন যদি তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে এরকম কোন কথাবার্তা আবারও বলেন, তাহলে আমরা সংবাদপত্রে-সমালোচনা-মূলক উত্তর দিতে বাধ্য হবো এবং সর্বসাধারণের সামনে তাঁকে অভিযুক্ত করবো।"

কমরেড টিটোর সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই সোভিয়েত বিরোধী ব্যাপারটির সঙ্গে সঙ্গে যুগোশ্লাভ নেতাদের মনে এমন মনোভাবও উদ্ভূত হলো যে তাঁরা একজন কূটনীতিক প্রতিনিধি সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতকে যুগোশ্লাভিয়ায় বুর্জোয়া কূটনীতিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে দিলেন।

যুগোশ্লাভ নেতৃত্ব এরকম একটা সোভিয়েত বিরোধী অবস্থানে ভবিষ্যতেও থাকবেন এমন মনোভাব খুবই স্পষ্ট। কিন্তু যুগোশ্লাভ কমরেডদের বোঝা উচিত ঐ রকম একটা অবস্থানে থাকার মানে হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কটিকে নষ্ট করা এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পিপল্‌স ডেমোক্রাসির রিপাবলিক প্রতিষ্ঠিত ইউনাইটেড সোস্যালিষ্ট ফ্রন্টের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা। তাঁদের এটাও জেনে রাখা উচিত ঐ রকম অবস্থানে থাকলে তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে জিনিসপত্র ও অন্যান্য সহযোগিতার দাবির অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন। যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়ন শুধুমাত্র তার বন্ধুদেরকেই একমাত্র সহযোগিতা করতে পারে।

কমরেড টিটো এবং কার্ডেল্‌জ যাতে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন সেইজন্য আমাদের দেখিয়ে দিতে হচ্ছে যে একমাত্র যুগোশ্লাভিয়াতেই আমরা এই সোভিয়েত বিরোধী সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছি, যা সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চালিত হয়েছে। অপর দিকে দেখা যাচ্ছে পিপলস ডেমোক্রাসি

রিলেশান্‌সের অন্য দেশগুলি বন্ধুত্বপূর্ণ দোষারোপবিহীন সুন্দর আচরণ করছে। এটা লক্ষ্য করা জরুরী, কমরেড কার্ডেল্‌জ যিনি এখন কমরেড টিটোর সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত, তিনি তিন বছর আগে কমরেড টিটোর জুব্‌লজানায় কথিত উপরোক্ত বিবৃতিটির সম্পূর্ণ ভিন্ন মানে করেছিলেন। যুগোশ্লাভিয়ায় সোভিয়েত মন্ত্রী কমরেড স্যাড্‌চিকভ ১৯৪৫-এর ৫ই জুন কমরেড কার্ডেল্‌জের সঙ্গে কথোপকথন থেকে নিম্নলিখিত রিপোর্টগুলি তৈরী করেছিলেন :

"যা আমাদের জানাতে বলা হয়েছিল আজ ৫ই জুন তা আমরা কার্ডেল্‌জকে জানালাম। (টিটো তখনো পর্যন্ত ফিরে আসেন নি)। এই বিবৃতি তাঁর উপরে গভীর প্রভাব ফেলেছে। এটি সম্পর্কে চিন্তা করার পর তিনি বললেন যে টিটোর ভাষণের উপর মূল্যায়নটি ন্যায্য। তিনি এ ব্যাপারটিতেও একমত হলেন যে এই ধরনের বিবৃতি ভবিষ্যতে সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ্য করতে পারবে না। কার্ডেল্‌জ বলেছিলেন, কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে যুগোশ্লাভিয়াকে যেতে হচ্ছে এবং এই সময়ে তাঁদের উপর টিটোর বক্তৃতা ও বিবৃতির খোলা সমালোচনা অনিবার্য ফলাফল ঘটাবে। সেইজন্য তাঁরা নিশ্চিত করতে চাইবেন যে ভবিষ্যতে এই ধরনের বিবৃতি দেওয়া থেকে তাঁরা বিরত থাকবেন। কিন্তু যদি এটা আবার কখনো ঘটে, সোভিয়েত ইউনিয়নের অধিকার আছে জনগণের মাঝখানে সেটির তীব্র সমালোচনা করার। আর, এই ধরনের সমালোচনা তাঁদের পক্ষে লাভজনকই হবে। কার্ডেল্‌জ আপনাদেরকে তাঁর কৃতজ্ঞতা জানাতে বলেছেন, ঠিক সময়ে এই সমালোচনা করার জন্য। কার্ডেল্‌জের বিবৃতি অনুযায়ী এটা তাঁদের কাজকর্মকে আরো উন্নত করতে সাহায্য করবে। মার্চের সরকারী বিবৃতিতে যে রাজনৈতিক ত্রুটিগুলি চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল সেগুলি সমালোচনা করে ধরিয়ে দেওয়ায় তাঁদের বিরাট সুবিধা হল। কার্ডেল্‌জ বুঝেছেন যে এই সমালোচনাও তাঁদের রাজনৈতিক নেতৃত্বটিকে উন্নত করতে সাহায্য করবে।

"এই ভুলগুলির কারণগুলিকে (খুব সাবধানে) বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কার্ডেল্‌জ বলেছেন যে কমিউনিষ্ট পার্টিতে পূর্বের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ধ্বংস করতে ও ন্যাশনাল-লিবারেশন সংগ্রামের সংগঠনের কাজে টিটো অবশ্যই তাঁর অসামান্য যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু তিনি কোন কারণে যুগোশ্লাভিয়াকে একটি স্ব-নিয়ন্ত্রিত দেশ হিসাবে দেখার দিকে ঝুঁকেছেন এবং প্রলেতারিয়ান বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির ব্যাপারগুলির বাইরে তিনি থাকতে চাইছেন। দ্বিতীয়ত, পার্টির ব্যাপারগুলি এমন একটা সংকটে এসে পৌছেছিল যে কেন্দ্রীয় কমিটি একটি সংগঠিত রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসাবে রুদ্ধগতি হয়ে পড়েছিল। কার্ডেল্‌জ বলেছিলেন, আমাদের হঠাৎ হঠাৎ দেখা হয় এবং আমরা আকস্মিক আকস্মিক সিদ্ধান্ত নিই। প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রত্যেকেই আত্মসর্বস্ব হয়ে পড়েছি। আমাদের কাজের পদ্ধতি একেবারে বাজে, যেহেতু এই কাজে আমাদের মিলিত শক্তির অভাব আছে। কার্ডেল্‌জ বলেছিলেন ; আমরা চাইবো সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের ভবিষ্যতের সোভিয়েত রিপাবলিকের প্রতিনিধিদের একজন হিসাবে দেখুক, কিন্তু সেই অন্য দেশের প্রতিনিধি হিসেবে অবশ্যই নয় যারা নিজেরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান করে। আমরা চাইবো সোভিয়েত ইউনিয়ন যুগোশ্লাভিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টিকে অল-ইউনিয়ন কমিউনিষ্ট পার্টির একটি অংশ হিসাবে বিবেচনা করুক। অর্থাৎ বলতে চাই যে, আমাদের সম্পর্কটি পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী জোর দিচ্ছে যে ভবিষ্যতে যুগোশ্লাভিয়াকে ইউ. এস. এস. আর-এর একটি অপরিহার্য অংশ হিসাবে স্বীকার করতে হবে। সুতরাং তাঁরা চাইবেন আমরা তাঁদের সোজাসুজি এবং খোলাখুলি সমালোচনা করি। এবং আমাদের উচিত যুগোশ্লাভিয়ার হোম ও ফরেন পলিসি কিভাবে সঠিক পথে চালিত হবে সে বিষয়ে তাঁদের পরামর্শ দেওয়া।

"আমি কার্ডেল্‌জকে উত্তরে বলেছিলাম যে আমাদের বাস্তবের জায়গাটি থেকে এগোতে হবে, অর্থাৎ সেই ঘটনাটি থেকে যে যুগোশ্লাভিয়া হচ্ছে একটি স্বাধীন দেশ এবং যুগোশ্লাভিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টি একটি স্বাধীন পার্টি। আমি বলেছিলাম, সমস্যাগুলিকে আপনাদের স্বাধীনভাবে সমাধান করতে হবে এবং আপনারা তা পারবেন এবং যখনই এ বিষয়ে কোন পরামর্শ চাইবেন আমরা অবশ্যই তা দেবো। যুগোশ্লাভিয়ার ক্ষেত্রে আমাদের নির্দিষ্ট চুক্তি রয়েছে, এবং তাছাড়াও আছে নৈতিক বাধ্যবাধকতা এবং আমরা আপনাদের কোন উপদেশ থেকে বঞ্চিত করবো না, এবং যখনই আমাদের কাছে কোন অনুরোধ করবেন তখনই সম্ভব মতো সাহায্য করবো। যখনই আমি মস্কোতে মার্শালের (টিটো) অনুরোধ পাঠাই খুব দ্রুত উত্তর চলে আসে সেখান থেকে। কিন্তু এমন ধরনের উপদেশ তখনই লাভজনক হয় ও দেওয়া সম্ভব হয়, যখন যথাসময়ে কোন সিদ্ধান্ত লিখিত হওয়ার বা কোন বিবৃতি বেরিয়ে যাবার আগে অনুরোধগুলো করা হয়।"

যুগোশ্লাভিয়া ভবিষ্যতের ইউ. এস. এস. আর-এর একটি অপরিহার্য অংশ এবং যুগোশ্লাভিয়া কমিউনিষ্ট পার্টি এ ইউ. সি. পি. (বি)-র একটি অংশ—আমরা কমরেড কার্ডেল্‌জের এই আনাড়ি ও বেঠিক সিদ্ধান্তগুলিকে পাশে সরিয়ে রাখছি। কিন্তু আমরা কমরেড টিটোর জুব্‌লজানায় কথিত সোভিয়েত বিরোধী বিবৃতির যে সমালোচনামূলক মন্তব্য কমরেড কার্ডেল্‌জ করেছেন সেটি এবং সি. পি. জে. কেন্দ্রীয় কমিটির মন্দ পরিস্থিতি সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন সেটির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইছি।

৫॥ ইনটেলিজেন্স সারভিস ও ট্রেড ডিসকাশান ব্যাপারে কমরেড জিলাসের সোভিয়েত বিরোধী বিবৃতি সম্পর্কে

২৭শে মার্চের চিঠিতে আমরা কমরেড জিলাসের সোভিয়েত বিরোধী বিবৃতির ব্যাখ্যা করেছি। বিবৃতিটি তিনি দিয়েছিলেন সি. পি. জে. কেন্দ্রীয় কমিটির একটি মিটিং-এ। তিনি বলেছিলেন অভিযোগ অনুযায়ী সোভিয়েত অফিসাররা নৈতিক দিক দিয়ে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর অফিসারদের থেকে নিম্নমানের। যুগোশ্লাভিয়ায় কিছু অফিসার নৈতিকতা বিরোধী কিছু নিয়ম লঙ্ঘনের কাজ করেছিল এবং এই ঘটনার সংবাদের সূত্রে কমরেড জিলাস ঐ বিবৃতিটি তৈরী করেন। আমরা কমরেড জিলাসের এই বিবৃতিটিকে সোভিয়েত বিরোধী আখ্যা দিয়েছিলাম। কারণ এই অভিযুক্ত মার্ক্সবাদী কমরেড জিলাস কতকগুলো অফিসারের নিয়ম লঙ্ঘনের ঘটনার ব্যাপারে একটা জায়গায় ভুল করেছিলেন। সোভিয়েত সেনাবাহিনী একসময় ইউরোপের মানুষকে মুক্তির স্বাদ পাইয়েছিল এবং বুর্জোয়া ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর কাজ ছিল অত্যাচার করা এবং পৃথিবীর জনসাধারণের মুক্তির পক্ষে না থাকা। এই প্রধান ও প্রাথমিক পার্থক্যটি তিনি ভুলে গিয়েছিলেন।

কমরেড টিটো এবং কার্ডেল্‌জ তাঁদের ১৩ই এপ্রিল ১৯৪৮-এর চিঠিতে লিখেছেন যে "এই ধরণের অর্থসম্বলিত কোন বিবৃতি জিলাস তৈরী করেন নি"। লিখেছেন যে "টিটো সমস্ত কিছু লিখিতভাবে ও মৌখিকভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন ১৯৪৫ সালে"। লিখেছেন "এই ব্যাখ্যায় কমরেড স্ট্যালিন সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং

রাজিও হয়েছিলেন, সেইসঙ্গে এ. ইউ. সি. পি. (বি) কেন্দ্রীয় কমিটির পলিট-ব্যুরোর অন্য সদস্যরাও।"

আমরা বিশ্বাস করি, এটা লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে কমরেড টিটো এবং কার্ডেলজের এই বিবৃতি প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে খাপ খায় না।

সেই সময়ে কমরেড জিলাসের বিবৃতির সমস্যাটির উপরে কমরেড স্ট্যালিন তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন কমরেড টিটোকে পাঠানো টেলিগ্রামে। তাতে লেখা ছিল:

"বেলগ্রেডের স্বাধীনতার পর আপনার অবস্থানের অসুবিধাগুলোকে বুঝি। আপনার মনে রাখা উচিত যে বিশাল আত্মত্যাগ ও ক্ষয়ক্ষতির কথা বাদ দিয়েও সোভিয়েত সরকার তাদের যথাশক্তিসহ ও সম্ভব মতো সাহায্য আপনাদের করেছে। কিন্তু আমাকে পেছন দিকে সেই ঘটনার দিকে টানা হচ্ছে সেখানে ব্যক্তিকৃত ঘটনা ও লালফৌজের ব্যক্তি-অফিসার ও যোদ্ধাদের ভুলগুলিকে আপনারা সবাইকার উপর এবং সমগ্র লালফৌজের উপর বর্তাচ্ছেন। একটি সেনাবাহিনীকে কারো এমন একটা পদ্ধতিতে অপমান করা উচিত নয়, যখন সেটি জার্মানীদের কবল থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করেছিল এবং জার্মান আক্রমণকারীদের সঙ্গে লড়াইয়ে রক্ত ঝরিয়েছিল। এটা বোঝা কঠিন নয় যে এমন কোন পরিবার নেই যেখানে একটিও অধঃপতিত ব্যক্তি জন্মায় নি, কিন্তু একজন অধঃপতিত সদস্যের জন্য সমগ্র পরিবারটিকে অপমান করা অযৌক্তিক হবে। যদি লালফৌজের লোকেরা জানতে পারে কিভাবে কমরেড জিলাস এবং অন্যরা মিথ্যের বিরুদ্ধে কোন বাধা দেন নি, বরং বলেছেন যে ব্রিটিশ অফিসাররা নৈতিকভাবে সোভিয়েত অফিসারদের থেকে উন্নতমানের—একথা জেনে, এইরকম অসঙ্গত অপমানে তারা ভয়ানক ক্ষেপে উঠবে।"

কমরেড জিলাসের সোভিয়েত বিরোধী বিবৃতির বিরুদ্ধে সি. পি. জে. কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর কোন সদস্যই মুখ খোলেন নি। আমরা এটাকে একটা কুৎসাপূর্ণ প্রচারকার্যের সূচনা বলে মনে করছি, যেটা সি. পি. জে.-র নেতাদের উদ্যমে যুগোশ্লাভিয়ায় লাল ফৌজ ও তার প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে। এটা হলো আমাদের সামরিক উপদেষ্টাদের ফিরিয়ে নেবার একটা কারণ।

কমরেড জিলাসের সঙ্গে এই ব্যাপারটি শেষপর্যন্ত মিটলো কিভাবে? এটা মিটেছিল এইভাবে: যখন কমরেড জিলাস যুগোশ্লাভ প্রতিনিধিবর্গের সঙ্গে মস্কোতে এলেন, তিনি স্ট্যালিনের কাছে তাঁর অপরাধ স্বীকার করলেন এবং সি. পি. জে. কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং-এ তিনি যা বলেছিলেন সেই অপ্রীতিকর ভুলটিকে ভুলে যাবার জন্য অনুরোধ জানালেন।

দেখা যাচ্ছে কমরেড টিটো এবং কার্ডেলজ তাঁদের চিঠিতে যেভাবে দেখিয়েছিলেন সেই পদ্ধতিতে ঘটনাটি এগিয়ে যায় নি।

দুর্ভাগ্যক্রমে কমরেড জিলাসের এই ভুলটি কোনভাবেই কাকতালীয় বলে প্রমাণিত হয়নি। কমরেড টিটো এবং কার্ডেলজ সোভিয়েত অফিসিয়ালদের অভিযুক্ত করেছেন এই বলে যে তাঁরা যুগোশ্লাভ নাগরিকদের ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে নিযুক্ত করছেন। কমরেড টিটো এবং কার্ডেলজ লিখছেন:

"যখন আমরা সমাজতন্ত্রের দিকে এগোচ্ছি, সোভিয়েত ইনটেলিজেন্স সারভিসের অফিসারদের উচিত আমাদের দেশে নাগরিকদের ঐ সারভিসের নিযুক্ত করা—এটাকে একেবারেই ভুল বলে মনে করি। এটাকে আমাদের দেশের স্বার্থের বিরোধী ক্রিয়াকলাপ ছাড়া অন্য কিছু বলে উপলব্ধি করতে পারি না। এই কাজ আমাদের নেতৃত্বের মধ্যেই চলছে। আমাদের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার অফিসাররা এটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন। এটা যে আমরা অনুমোদন করবো না সেকথা সাফ সাফ জানিয়ে দেওয়া উচিত। তারা আমাদের অফিসারদের নিযুক্ত করার চেষ্টা করেছে, তারা বিভিন্ন নেতৃত্বস্থানীয় অফিসিয়ালদের নিযুক্ত করার চেষ্টা করেছে, তারা সেইসব লোকদের নিযুক্ত করার চেষ্টা করছে যারা নতুন যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে একটা শত্রুতারভাব পোষণ করছে।"

আমরা বলছি যে কমরেড টিটো এবং কার্ডেলজের দৃঢ় ঘোষণাটির মধ্যে যুগোশ্লাভিয়ায় সোভিয়েত প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে শত্রুতাপূর্ণ আক্রমণের স্পষ্ট ঘ্রাণ পাওয়া যায় এবং বাস্তব ঘটনাগুলির সঙ্গে তাঁদের বক্তব্যের মিল নেই।

প্রকৃতপক্ষে এই দাবি খুবই আশ্চর্যের যে যুগোশ্লাভিয়ায় কর্মরত সোভিয়েত জনগণকে মুখে কুলুপ দিয়ে রাখতে হবে এবং তারা কারো সঙ্গে কথা বলতে পারবে না, বা মতামত আদানপ্রদান করতে পারবে না। সোভিয়েত প্রতিনিধিরা রাজনীতি-শিক্ষিত এবং তারা শুধুমাত্র একটা চাকরী বা মাইনের দিনখাটা মজুর নয়। এবং যুগোশ্লাভিয়ায় কী ঘটছে সেসব জানবার অধিকারও তাদের রয়েছে। এটা খুবই স্বাভাবিক, তাদের উচিত যুগোশ্লাভ নাগরিকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা, তাদের উচিত প্রশ্ন করা, তাদের উচিত ব্যাখ্যাগুলো পাওয়ার চেষ্টা করা এবং এইরকম আরো কিছু। "নতুন যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে একটা শত্রুতার মনোভাব সম্পন্ন" লোকদের ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে ঢোকাবার চেষ্টা করছে সোভিয়েতরা—এই কথাগুলিতে অবশ্যই একজন মানুষ অপ্রতিরোধ্যভাবে সোভিয়েত-ফোবিয়ায় আক্রান্ত হবে। একমাত্র সোভিয়েত বিরোধী লোকেরাই কল্পনা করতে পারে যে নতুন যুগোশ্লাভিয়ার সংহতি ও অখণ্ডতায় সোভিয়েত নেতাদের তেমন ভ্রূক্ষেপ নেই, যেমন রয়েছে সি. পি. জে. কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর।

বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে এই যে, একমাত্র যুগোশ্লাভিয়ায় সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে এমন অজ্ঞান অভিযোগের সম্মুখীন হতে হয়েছে আমাদের।

এটা বোঝা যায় যে সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে এইসব কুৎসিত অভিযোগগুলি আবিষ্কৃত হচ্ছে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার যুগোশ্লাভ অফিসারদের মস্তিষ্ক থেকেই, যাঁরা যুগোশ্লাভিয়ায় সোভিয়েতদের উপর নজর রাখছেন।

এটা লক্ষ্য রাখা উচিত যে যেসব যুগোশ্লাভ কমরেড মস্কোতে আসেন নিয়মমতোই তাঁরা সম্পূর্ণ বাধাহীনভাবে ইউ. এস. এস আর-এর শহরগুলিতে ঘুরে বেড়ান। আমাদের জনগণের সঙ্গে দেখা করেন এবং অবাধে কথা বলেন তাদের সঙ্গে। এটা ঘটেনি যে ইউ. এস. এস. আর সরকার তাঁদের কাজের পথে কোন সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছে। ইউ. এস. এস. আর-এ গতবার যখন কমরেড জিলাস এসেছিলেন, মস্কোয় ছিলেন কিছুদিন, এবং তিনি বেশ কয়েকদিন লেনিনগ্রাদে গিয়েছিলেন, সেখানে সোভিয়েত কমরেডদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। যুগোশ্লাভ প্যাটার্ন অনুযায়ী বলতে হয়, পার্টি ও রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের তথ্য তিনি সরকারের বা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রধান অফিসিয়ালদের কাছ থেকেই গ্রহণ করতে পারতেন। তবুও কমরেড জিলাস ইউ. এস. এস. আর অফিসিয়ালদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ না করে লেনিনগ্রাদ সংগঠনগুলির স্থানীয় অফিসিয়ালদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

কমরেড জিলাস সেখানে কী করছিলেন, কী তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছিলেন? আমরা নিজেদের এইসমস্ত প্রশ্ন তুলে ব্যস্ত হয়ে ওঠা প্রয়োজন মনে করিনি।

আমরা ধরে নিয়েছি তিনি এ্যাংলো-আমেরিকান বা ফ্রেঞ্চ ইনটেলিজেন্স সারভিসের জন্য তথ্য সংগ্রহ করেননি বরং তা করেছেন যুগোশ্লাভিয়ার প্রধান অফিসগুলোর জন্য। এবং এটা যেহেতু সঠিক তাই আমরা এর মধ্যে কোন রকম আপত্তিকর কিছু দেখি না। কারণ যুগোশ্লাভ কমরেডরা এই তথ্যগুলির মধ্যে খুব দরকারী শিক্ষামূলক জিনিস পেতে পারেন। কমরেড জিলাস একথা বলতে পারবেন না যে এব্যাপারে তাঁকে কোন কঠোর নিয়মের বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

কেউ একটি প্রশ্নের দিকে ঝুঁকতে পারেন : ইউ. এস. এস. আর-এ যুগোশ্লাভরা যে অধিকার পান, কেন যুগোশ্লাভিয়ায় সোভিয়েত কমিউনিস্টরা তার থেকে কম অধিকার পাবেন ?

কমরেড টিটো এবং কার্ডেলজ তাঁদের ১৩ই এপ্রিলের চিঠিতে ইউ. এস. এস. আর ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে বাণিজ্য-সম্পর্কটির প্রশ্নও তুলেছেন। এবং অভিযোগ এনেছেন যে কমরেড ক্রুটিকোভ যুগোশ্লাভ প্রতিনিধিদের সঙ্গে বাণিজ্য-আলোচনা চালিয়ে যেতে অস্বীকার করেছেন। আমরা যুগোশ্লাভ কমরেডদের কাছে ইতিমধ্যে বহুবার ব্যাখ্যা দিয়েছি যে কমরেড ক্রুটিকোভ সেই বিবৃতি দিতে অস্বীকার করে থাকেন যা তাঁর পক্ষে দেওয়া অসম্ভব। আমরা এও ব্যাখ্যা করেছি যে, বাণিজ্য-আলোচনা বা বাণিজ্য-কার্য যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে না চালানোর কোন প্রশ্ন সোভিয়েত সরকার তোলে নি। সুতরাং আমরা চাইছি প্রশ্নটি এখানেই চাপা থাকুক। এবং পরবর্তীকালে এটাকে তুলে আনারও কোন প্রয়োজন বোধ করছি না।

৬॥ যুগোশ্লাভিয়ায় শ্রেণী সংগ্রামের ব্যাপারটিতে সি. পি. জে. কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর ভুল রাজনৈতিক পথ সম্পর্কে

আমরা আমাদের চিঠিতে উল্লেখ করেছি যে যুগোশ্লাভ কমিউনিস্ট পার্টিতে শ্রেণী সংগ্রামের পথটির কোন চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় না, শহর গ্রাম দুই জায়গাতেই ধনতান্ত্রিক উপাদান ক্রমবর্ধমান এবং পার্টির নেতৃত্ব এইসব ধনতান্ত্রিক উপাদানগুলির গতি রুদ্ধ করতে কোন পরিমাপের পদ্ধতি গ্রহণ করেনি।

কমরেড টিটো এবং কার্ডেলজ এ সমস্তকিছুকে তাঁদের লেখায় অস্বীকার করেছেন এবং আমাদের দৃঢ় নীতিনিষ্ঠ ঘোষণাটিকে যুগোশ্লোভ কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে অপমানজনক বলে মনে করেছেন। এবং তাঁরা আমাদের দৃঢ় ঘোষণাটির প্রয়োজনীয় উত্তর না দিয়ে এড়িয়ে গেছেন। যুগোশ্লোভিয়ার সামাজিক পরিবর্তনের প্রাথমিক চরিত্র ও শক্তিমত্তার বিবৃতিগুলিতে প্রকৃত উত্তর লুকিয়ে আছে। তবু এটা একেবারেই যথেষ্ট নয়। ঘটনা হচ্ছে ধনতান্ত্রিক উপাদানগুলি দ্রুতহারে বেড়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে সমকালীন যুগোশ্লাভিয়ার যে পরিস্থিতি তাতে গ্রামে শ্রেণীসংগ্রামের প্রচণ্ডতা বেড়েছে—এ ব্যাপারটি তাঁরা স্বীকার করেন নি। এবং তাঁদের এই অস্বীকার উঠে এসেছে একটি সুযোগবাদী পন্থা থেকে। শ্রেণী সংগ্রাম ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে যাবার অল্প সময়টিতে প্রচণ্ড শক্তি ধারণ করে, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের এই শিক্ষার উল্টো পন্থা ভেবেছেন তাঁরা। বুখারিন টাইপের সুযোগবাদী স্কুলের বক্তব্য হচ্ছে ঐ সময়ে শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা ক্রমশ কমে যাবে। এ হচ্ছে সেই পচা থিয়োরি সমাজতন্ত্রের মধ্যে ধনতান্ত্রিক উপাদানগুলি শান্তিতে বাড়তে দেওয়ার তত্ত্ব।

সমাজতান্ত্রিক অকটোবর বিপ্লব থেকে পাওয়া ফলাফলটিকে এবং ইউ. এস. এস. আর-এ সামাজিক পরিবর্তনের নিগূঢ় ও প্রাথমিক চরিত্রটিকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। আমাদের দেশে শ্রেণীসংগ্রাম দুর্বল হয়ে পড়ছে বা ধনতান্ত্রিক উপাদানগুলি ক্রমাগত শক্তি সঞ্চয় করে বিপদ হয়ে দাঁড়াচ্ছে না—এসব থেকে এ. ইউ. সি. পি (বি) কখনও সিদ্ধান্ত নেয় না। ১৯২০-২১ সালে লেনিন দেখিয়েছিলেন যে "যতদিন পর্যন্ত আমরা একটা স্বল্পপুঁজির দেশে থাকবো রাশিয়ায় কমিউনিজমের তুলনায় ধনতন্ত্রের অর্থ নৈতিক বুনিয়াদ বেশী নিশ্চিত থাকবে"। যেহেতু "স্বল্পপুঁজির উৎপাদন জন্ম দেবে ধনতন্ত্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে অনবরত, প্রতিদিন, প্রতি ঘণ্টায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে...এবং বিপুল অনুপাতে।" এটা ভাল করে জানা আছে যে, আমাদের পার্টির দৈনিক কর্মসূচিতে অকটোবর বিপ্লবের পর ১৫ বছরের পথপরিক্রমায় একটা বিষয় সবসময় প্রাসঙ্গিক থেকেছে, সবথেকে প্রধান ও প্রয়োজনীয় থেকেছে, সেটা হলো গ্রামে ধনতান্ত্রিক উপাদানগুলির গতিরুদ্ধ করার জন্য পরিমাপের ব্যবস্থা করা এবং পরে পুঁজিবাদী শ্রেণীর শেষ চিহ্ন হিসাবে কুলাকশ্রেণীর অপসরণের ব্যবস্থা করা।

যুগোশ্লাভিয়ায় সমাজতন্ত্র গড়বার প্রধান অবস্থা বা চিহ্নগুলিকে নিশ্চিত করতে এ. ইউ. সি. পি. (বি) অর্জিত অভিজ্ঞতাগুলিকে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যুগোশ্লাভিয়া এখন বিরাট সব রাজনৈতিক বিপদে পরিপূর্ণ। এবং এটি মার্ক্সবাদীদের পক্ষে মেনে নেওয়া শক্ত। যেহেতু সমাজতন্ত্র শুধুমাত্র শহরেই গড়ে উঠতে পারে না, শুধুমাত্র শিল্পাঞ্চলেই গড়ে উঠতে পারে না, এটা অবশ্যই গ্রামেও গড়ে ওঠা দরকার, এবং গ্রামের উৎপাদনে।

যুগোশ্লাভ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব শ্রেণীসংগ্রামের প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যাচ্ছেন এবং গ্রামে ধনতান্ত্রিক উপাদানগুলির প্রতিরোধের ব্যাপারটিও এড়িয়ে যাচ্ছেন। এটা মোটেই আকস্মিক কিছু নয়। তাছাড়া, যুগোশ্লাভ নেতারা তাঁদের বিবৃতিতে গ্রামের শ্রেণীবিভেদের প্রশ্নটিতে নীরব থেকেছেন। এবং কৃষকগোষ্ঠীকে একটি বিচ্ছিন্ন সত্তা হিসেবে ধরেছেন। এবং গ্রামের মুনাফালোভী চক্রের বৃদ্ধিতে সৃষ্ট অসুবিধাগুলিকে দূর করার উদ্দেশ্যে তাঁরা পার্টিকে সক্রিয় করেননি।

যাই হোক, যুগোশ্লাভ গ্রামের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে হঠকারী আত্মশ্লাঘা ও পরম করুণার কোন ভিত্তি নেই। যুগোশ্লাভিয়ার যা পরিস্থিতি সেখানে জমি জাতীয়-করণ হয়নি, সেখানে ব্যক্তি মালিকানার জমি এখনও বর্তমান, এবং সেখানে জমি ক্রয় বিক্রয় হতে পারে। সেখানে শ্রমিক ভাড়া করা হয়, এবং এইরকম সব। শ্রেণীসংগ্রাম শেষ করার জন্য পার্টিকে শিক্ষিত করা হয়। এবং সমাজতন্ত্র গঠনে শ্রেণীদ্বন্দ্বগুলিকে নিরস্ত্র করা হয়। আর এটার মানে হলো, বলাই বাহুল্য, তাঁরা যুগোশ্লাভ কমিউনিস্ট পার্টিকে পচা সুযোগবাদী তত্ত্বের ঘুমপাড়ানী গান দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন, যে তত্ত্ব অনুযায়ী সমাজতন্ত্রে ধনতান্ত্রিক উপাদানগুলি নির্বিঘ্নে বেড়ে উঠতে পারে, যে তত্ত্বটি বার্নস্টাইন, ফলমার ও বুখারিনের কাছ থেকে ধার নেওয়া হয়েছে।

শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বের প্রশ্নটি নিয়ে যুগোশ্লাভ কমিউনিস্ট পার্টির কিছু প্রধান নেতা মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন, এটা আকস্মিক কিছু নয়। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের প্রথম কথাই হচ্ছে ধনতন্ত্রের উচ্ছেদের পদ্ধতির মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে এগিয়ে যাওয়া ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলা। সেখানে যুগোশ্লাভ কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা তাঁদের দৃষ্টিকোণের চূড়ান্ত বদল ঘটিয়েছেন। নভেম্বর ১৯৪৬-এ (সংবাদপত্র "বোরবা", ২রা নভেম্বর, ১৯৪৬) কমরেড টিটো জ্যাগ্‌রেব-এ নিম্নলিখিত বিবৃতিটি দিয়েছিলেন :—

"আমরা কৃষকদের ভোট পাবার জন্য তাদের বলি না যে তারা হচ্ছে আমাদের রাষ্ট্রের সব থেকে শক্তিশালী স্তম্ভ, বস্তুত তারা সত্যিই তাই।"

এই দৃষ্টিকোণটি সম্পূর্ণভাবে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের বিরোধিতা করে। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ অনুযায়ী ইউরোপে এবং পিপলস ডেমোক্রাসির দেশগুলিতে প্রগতিশীল শ্রেণীটির নাম শ্রমিক শ্রেণী। এবং তারা কৃষক নয়। কৃষকরা সংখ্যায় বেশী হতে পারে অর্থাৎ দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত কৃষকরা শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে থাকতে পারে এবং থাকে। কিন্তু নেতৃত্বর ভূমিকা সব সময় থাকে শ্রমিক শ্রেণীর হাতে। যাইহোক; কমরেড টিটোর উপরোক্ত পন্থাটি শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বর ভূমিকাটিকেই অস্বীকার করছে তাই নয়, তাছাড়াও তিনি ঘোষণা করেছেন যে সমগ্র কৃষকগোষ্ঠী যার মধ্যে কুলকারাও থাকছে—এরা হচ্ছে নতুন যুগোশ্লাভিয়ার শক্তিশালী স্তম্ভ। এর ফলে যে ধারণা পাওয়া যায় সেটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনীতিবিদদের উপযুক্ত, কদাচ মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীদের জন্য নয়।

৭॥ পার্টি এবং ন্যাশনাল ফ্রন্টের প্রশ্নগুলিতে সি. পি. জে. কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর ভুল পন্থাটি সম্পর্কে

আমরা আমাদের শেষ চিঠিতে বলেছি যে যুগোশ্লাভিয়ায় তাঁরা প্রধান নেতৃত্বের বাহিনী হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টিকে নয় বরং ন্যাশনাল ফ্রন্টকে তুলে ধরছেন। এবং যুগোশ্লাভ নেতারা পার্টির ভূমিকাটিকে ছোট করেছেন, প্রকৃতপক্ষে পার্টিকে অ-পার্টি ন্যাশনাল ফ্রন্টে পরিণত করেছেন। এইভাবে এই পদ্ধতিতে নীতির দিক দিয়ে তাঁরা সেই বিরাট ভুলটি করছেন যেমন মেনশেভিকরা চল্লিশ বছর আগে রাশিয়ায় করেছিল।

কমরেড টিটো এবং কার্দেলজ এটি অস্বীকার করেছেন এবং দাবি করেছেন যে ন্যাশনাল ফ্রন্টের সমস্ত সিদ্ধান্তই হচ্ছে পার্টির সিদ্ধান্ত। কিন্তু এই বা ঐ পার্টি সম্মেলনে এই বা ঐ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল কিভাবে, সেটি দেখিয়ে দেবার প্রয়োজনীয়তা তাঁদের উপলব্ধিতে আসেনি।

তবু এই হচ্ছে সেই জায়গাটা যেখানে যুগোশ্লাভ কমরেডদের প্রধান পাপটি স্পষ্ট হয়ে আছে। অর্থাৎ পার্টিকে খোলা হাওয়ায় আনতে এবং পার্টির সিদ্ধান্তটিকে প্রতিটি জায়গায় দেখাতে, সমগ্র জনগণের সামনে দেখাতে, জনগণের সঙ্গে নেতৃত্ব-বাহিনী বা পার্টিকে পরিচয় করিয়ে দিতে তারা ভয় পান। এবং এই সত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে ভয় পান' যে, পার্টিই ন্যাশনাল ফ্রন্টকে নেতৃত্ব দেবে এবং মোটেই উল্টোটি নয়।

মার্ক্সবাদ লেনিনবাদের তত্ত্ব অনুযায়ী কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠনের সর্বোচ্চ রূপ এবং এটির স্থান অন্য সংগঠনগুলির উপরে, অর্থাৎ ইউ. এস. এস. আর-এ সোভিয়েতের উপরে, যুগোশ্লাভিয়ায় ন্যাশনাল ফ্রন্টের উপরে। পার্টির স্থান সমস্ত শ্রমিক সংগঠনের উপরে। শুধুমাত্র এইজন্য নয় যে এটি শ্রমিকদের সমস্ত ভাল গুণগুলির সমাবেশ ঘটায়, এজন্যও যে এর নিজস্ব পৃথক কর্মসূচী থাকে, এর নিজস্ব স্বতন্ত্র পন্থা থাকে, এটি অন্য সব শ্রমিক সংগঠনগুলিকে পরিচালনা করার ও নেতৃত্ব দেওয়ার প্রতিষ্ঠান। যাইহোক, সি. পি. জে কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো এসব কথা শ্রমিক শ্রেণীকে এবং সমগ্র যুগোশ্লাভ জনগণকে খোলাখুলি, সোজাসুজি ও উচ্চস্বরে বলতে ভয় পায়। সি. পি. জে. কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো ভাবে যে যদি তারা এই ব্যাপারে জোর না দেয় বা না জানায়, তাহলে অন্য পার্টিগুলিরও নিজেদের ক্ষমতা ও সংগ্রামের কথা বলবার সুযোগ থাকবে না। কমরেড টিটো এবং কার্দেলজ ভাবেন যে এরকম একটা সস্তা কৌশলে তাঁরা ঐতিহাসিক প্রগতির নিয়মটিকে ব্যর্থ করতে পারবেন, তাঁরা শ্রেণীর প্রতি কৌশল করতে পারবেন এবং ইতিহাসের প্রতি কৌশল করতে পারবেন। তবু এটা একটা ভ্রম এবং আত্ম ভ্রম। যদি বিরোধী শ্রেণী টিঁকে থাকে, তাদের সংগ্রামও টিঁকে থাকবে। এবং যদি সেই সংগ্রাম টিঁকে থাকে সংগ্রামটিকে অনুভব করা যাবে বিভিন্ন দল ও পার্টির ক্রিয়াকলাপে, তা বৈধ হোক বা অবৈধ।

লেনিন বলেছেন যে পার্টি হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর হাতে সবথেকে প্রয়োজনীয় অস্ত্র। নেতাদের কাজ হচ্ছে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য এই অস্ত্রটিকে রক্ষা করা। যেহেতু যুগোশ্লাভ কমরেডরা পার্টির পতাকা লুকোচ্ছেন এবং জনগণের সামনে পার্টির নেতৃত্বর ভূমিকাটিতে জোর না দিয়ে এড়িয়ে যাচ্ছেন, তাঁরা শ্রমিকশ্রেণীর এই অস্ত্রটিকে ভোঁতা করে দিচ্ছেন, তাঁরা পার্টির ভূমিকাকে ছোট করে দিচ্ছেন, তাঁরা শ্রমিকশ্রেণীকে নিরস্ত্র করছেন। এটা ভাবা হাস্যকর যে যুগোশ্লাভ কমরেডদের এরকম একটা সস্তা কৌশল দেখে শত্রুরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাবে। ঠিক এই কারণেই পার্টিকে সব সময় তৈরী রাখতে হয় শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য। এবং পার্টিকে ঘুমোতে দেওয়া উচিত নয়, এর পতাকা লুকিয়ে রাখা উচিত নয়। উচিত নয় একে গল্প বলে নিদ্রাচ্ছন্ন করার। যদি শত্রুকে কোন সুযোগ না দেওয়া হয়—সে যুদ্ধ থামাবে, সে তার বাহিনী গঠন করা থামাবে, সেই বাহিনী বৈধ হোক বা অবৈধ হোক।

আমাদের অভিমত এই যে যুগোশ্লাভিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকাটির লঘুকরণ বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। যুগোশ্লাভিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাশনাল ফ্রন্টের সম্পর্কটি নৈতিকভাবে ভুল। মনে রাখা উচিত, যুগোশ্লাভিয়ায় ন্যাশনাল ফ্রন্টের মধ্যে বহু রকমের মানুষ ঢুকেছে। তাদের শ্রেণী উৎস বিভিন্ন। কুলাক, ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র উৎপাদনকারী, বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী। সেই সঙ্গে ঢুকেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, এবং কিছু বুর্জোয়া পার্টি। ঘটনা দাঁড়াচ্ছে যুগোশ্লাভিয়ায় রাজনৈতিক মঞ্চের সামনে আছে একমাত্র ন্যাশনাল ফ্রন্ট। এবং পার্টি ও তার সংগঠনগুলি স্বনামে খোলাখুলি জনগণের সামনে নেই। এটি দেশের রাজনৈতিক জীবনে পার্টির ভূমিকাটিকে ছোট করেছে। স্বাধীন রাজনৈতিক বাহিনী হিসেবেও পার্টিটাকে তলায় তলায় ক্ষয় করা হয়েছে, যে পার্টি জনগণের বিশ্বাসটিকে জয় করতো এবং বিপুল সংখ্যক শ্রমিকদের মধ্যে তার প্রভাব ছড়িয়ে দিতো। এসবই ঘটতো খোলাখুলি রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে, পার্টির দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মসূচীর খোলাখুলি প্রচারের দ্বারা। কমরেড টিটো এবং কার্দেলজ ভুলে গেছেন যে পার্টিটা বেড়ে উঠছে এবং এটা শত্রুর সঙ্গে খোলাখুলি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েই একমাত্র বেড়ে উঠতে পারে। এবং সি. পি. জে. কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর সস্তা কৌশল ও ষড়যন্ত্র এই যুদ্ধটিকে কখনো সরিয়ে দিতে পারবে না। যুদ্ধটি হচ্ছে পার্টি ক্যাডারদের একটা শিক্ষাপদ্ধতি। বিবৃতিটিতে ভুল স্বীকার করার বদলে একগুঁয়ে প্রত্যাখ্যান রয়েছে ন্যাশনাল ফ্রন্ট ছাড়া যুগোশ্লাভিয়া কমিউনিস্ট পার্টির অন্য কোন কর্মসূচী নেই। এটা প্রমাণ করে যে যুগোশ্লাভ নেতারা পার্টিটাকে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী ধারা থেকে বিপথে নিয়ে গেছেন। এই ঘটনা থেকে যুগোশ্লাভিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টি মুছে দেওয়ার প্রবণতা বেড়ে ওঠার বিপদটিকে দেখতে পাই। এবং এই বিপদ কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্বকে ভয় দেখাচ্ছে। এবং এটার মধ্যে সমগ্র যুগোশ্লাভ পিপলস্ রিপাবলিকের অবক্ষয়ের গোপন বিপদও রয়ে গিয়েছে।

কমরেড টিটো এবং কার্ডেল্জ যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন মার্ক্সবাদী পার্টিকে একটি অ-পার্টি গণসংগঠনে দ্রবীভূত করার ঘটনা ঘটেছিল চল্লিশ বছর আগে এবং এই ভুলটি ঘটিয়েছিল মেনশেভিকরা। এবং সেইজন্য ঐসব ভুলের সঙ্গে আজকের সি. পি. জে. কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর ভুলগুলির কোন সম্পর্ক নেই। কমরেড টিটো এবং কার্ডেল্জ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছেন। কোন সন্দেহই নেই এই দুই ঘটনার মধ্যে তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক যোগ রয়েছে। কারণ মেনশেভিকরা ১৯০৭ সালে যা করেছিল সেই একই পথে কমরেড টিটো এবং কার্ডেল্জ চল্লিশ বছর পরে মার্ক্সবাদী পার্টিকে পতনের পথে টেনে আনছেন। সেই একইভাবে সংগঠনের সর্বোচ্চ রূপ হিসাবে পার্টির ভূমিকাকে অস্বীকার করছেন, পার্টির স্থান যে অন্য সব শ্রমিক গণসংগঠনের উপরে এটি অস্বীকার করছেন এবং একইভাবে একটা অ-পার্টি গণসংগঠনের মধ্যে মার্ক্সবাদী পার্টিটিকে দ্রবীভূত করতে চাইছেন। অবশ্য, একটা পার্থক্য আছে। মেনশেভিকরা এই ভুলগুলি করেছিল ১৯০৬-৭ সালে, এবং লণ্ডনের সম্মেলনে মার্ক্সবাদী পার্টির দ্বারা অভিযুক্ত হবার পরে মেনশেভিকরা আর এটাকে নিয়ে এগোয় নি। আর এরকম একটা সুস্পষ্ট শিক্ষার অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও সি. পি. জে. কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো এইসব মেনশেভিক ভুলগুলিকে তাদের কবর থেকে চল্লিশ বছর পরে জোর করে টেনে তুলেছেন। এই ঘটনা যুগোশ্লাভ কমরেডদের ভুলের পরিমাণ কমাবে না বরং বাড়িয়ে তুলবে।

৮॥ যুগোশ্লাভ কমিউনিস্ট পার্টির উদ্বিগ্ন অবস্থা সম্পর্কে

আমাদের প্রথম চিঠিতে আমরা জানিয়েছি যে ক্ষমতায় সাড়ে তিন বছর আসা সত্ত্বেও যুগোশ্লাভ কমিউনিস্ট পার্টি একটা আধা-বৈধ অবস্থায় রয়েছে। জানিয়েছি যে, পার্টিটার মধ্যে কোন পার্টি-মধ্য গণতন্ত্র নেই, সেখানে কোন ইলেকশান হয় না, কোন সমালোচনা হয় না, কোন আত্মসমীক্ষা হয় না, এবং সি. পি. জে. কেন্দ্রীয় কমিটি তার সংখ্যাগুরুত্ব লাভ করেছে সহ-যোজনের দ্বারা, নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা নয়।

কমরেড টিটো এবং কার্ডেল্জ সমস্ত কিছু অস্বীকার করছেন শুধুমাত্র কথার দ্বারা। তাঁরা লিখেছেন যে "সি. পি. জে. কেন্দ্রীয় কমিটিতে সহ-যোজিত সদস্যদের কোন সংখ্যাধিক্য নেই।" লিখেছেন "ডিসেম্বর ১৯৪০ এর পঞ্চম সম্মেলনে, নিগূঢ় অবৈধতায়…এবং একটা সম্মেলনের সমস্ত অধিকার রক্ষা করে কমিনটার্নের একটা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সি. পি. জে.-র কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়েছিল ৩১ জন সদস্য এবং ১০ জন প্রার্থীদের নিয়ে ভোটের মাধ্যমে…" এবং লিখেছেন "এই সংখ্যার মধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটির ১০ জন সদস্য এবং ৬ জন প্রার্থী সমরে মারা গিয়েছিল।" এবং লিখেছেন "তাছাড়া কেন্দ্রীয় কমিটির এই দু'জনকে বহিষ্কার করা হয়।" এবং "এখন এটা সি. পি. জে-র কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯ জন সদস্য নিয়ে গঠিত, এঁদের নির্বাচন করা হয় সম্মেলনে, এবং সাত জন সদস্যকে সহ-যোজন করা হয়।" যেজন্য আজ "সি. পি. জে-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সংখ্যা ২৬।"

বিবৃতিটি ঘটনার সঙ্গে একেবারেই মেলে না। কমিন্টার্নের নথিপত্র থেকে দেখা যায় পঞ্চম সম্মেলনটি হয়েছিল অকটোবরে, ডিসেম্বর ১৯৪০-এ নয়। সেখানে কেন্দ্রীয় কমিটির ৩১ জন সদস্য এবং ১০ জন প্রার্থী নির্বাচিত হন নি, বরং সংখ্যাগুলি হবে কেন্দ্রীয় কমিটির ২২ জন সদস্য এবং ১৬ জন প্রার্থী। ১৯৪০-এর অকটোবরের শেষে আসলে কী ঘটেছিল সে বিষয়ে কমরেড ওয়াল্টার (টিটো নিজে) যোগাযোগ করেছিলেন বেলগ্রেড থেকে :

"কমরেড দিমিত্রভের প্রতি চিঠি। ১৯ থেকে ২৩ অকটোবর সি. পি. জে-র পঞ্চম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দেশের সকল জেলা থেকে একশো-একজন নির্বাচিত সদস্য এতে অংশ গ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয় দু'জন মহিলা সহ মোট ২২ জন সদস্য ও ১৬ জন প্রার্থীকে নিয়ে। সম্পূর্ণ ঐক্য প্রকাশ পেয়েছিল। ইতি ওয়াল্টার।"

যদি কেন্দ্রীয় কমিটির ২২ জন সদস্যের মধ্যে ১০ জন লড়তে গিয়ে হত হয়, তাহলে থেকে যাওয়া উচিত ১২ জন নির্বাচিত সদস্য, এবং ১২ জন সদস্যের থেকে যদি ২ জনকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে থাকে ১০ জন নির্বাচিত সদস্য। কমরেড টিটো এবং কার্ডেল্জ উল্লেখ করেছেন যে এখন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সংখ্যা ২৬। ফলে, আমরা যদি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যসংখ্যা ১০ কমিয়ে দি, তাহলে থাকে ১৬ জন সহ-যোজিত সদস্য যাদের নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত এখন।

এইভাবে সিদ্ধান্ত টানা যেতে পারে যে সি. পি. জে.-র বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যাগুরু হচ্ছে সহ-যোজিত সদস্য।

স্থানীয় নেতারা যাঁরা মনোনীত হয়েছেন তাঁরা সাধারণদের দ্বারা নির্বাচিত হন নি, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের নিয়ে এমন ঘটনাও ঘটেছে। যুগোশ্লাভিয়ার পার্টির নেতৃত্ব স্থানীয় অরগ্যানগুলো যেভাবে গড়ে উঠছে সেই ব্যাপারে লক্ষ্য করলে দেখি, পার্টি তার ক্ষমতায় থাকাকালীন বৈধ পদমর্যাদার সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে পারে, এই শর্তানুযায়ী এটির গড়ে ওঠার পথটিকে একটা আধা-বৈধ পদমর্যাদা ছাড়া অন্য কিছু বলা যাচ্ছে না এবং এই ধরণের সংগঠনকে সেকটারিয়ান এবং আমলাতান্ত্রিক বলা যেতে পারে।

পার্টির মিটিংগুলো হয়না বা হলেও গোপনে হয়, এইরকম একটা অবস্থা একেবারেই অনুমোদনযোগ্য নয়। কারণ এ ঘটনা অবশ্যই জনগণের উপর পার্টির প্রভাবটিকে খর্ব করে। কারণ জনগণ বিশ্বাস করে যে পার্টিতে সদস্যপদ গ্রহণের ব্যাপারটিকে শ্রমিকদের কাছে গোপন রাখা হয়েছে। বস্তুত পার্টিতে সদস্যপদ গ্রহণের একটা বিরাট শিক্ষামূলক ভূমিকা থাকা উচিত এবং এইভাবে পার্টিকে শ্রমিকশ্রেণী ও সমস্ত শ্রমিকদের সঙ্গে একসূত্রে যুক্ত রাখা যায়।

যদি সি. পি. জে. কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো তার পার্টিকে যথেষ্টভাবে সম্মানের জায়গাটিতে রাখতে চায়, তার উচিত নয় পার্টির মধ্যে এমন একটা পরিস্থিতির আবির্ভাবকে স্বাগত জানানো। সাড়ে তিন বছর আগে রাষ্ট্রের ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে তার পার্টিকে বলা উচিত ছিল একটা সম্মেলন ডাকতে। এবং পার্টিটাকে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয়করণ করা উচিত ছিল, একটা সম্পূর্ণ বৈধ পার্টি হিসাবে এর কার্যকলাপ শুরু করা উচিত ছিল।

যখন নেতৃত্বস্থানীয় অরগ্যানগুলিকে ভোটে নির্বাচিত করা হয় না, বরং তাদেরকে উপর থেকে অনুমোদনের অভ্যাস অব্যাহত থাকে—এটা ভালভাবে বোঝা যায় পার্টিতে ঠিক এই ধরনের ঘটনা ঘটলে পার্টির পদগুলির মধ্যে কোন পার্টি-মধ্য গণতন্ত্রের চিহ্ন পাওয়া যায় না এবং কোন সমালোচনা বা আত্মসমালোচনারও চিহ্ন মেলে না। আমরা এই ঘটনাটিও ভালভাবে জেনেছি যে পার্টির সদস্যরা তাদের মতামত প্রকাশ করতে ভয় পায় এবং পার্টির কোন ব্যাপারে সমালোচনা-মূলক শব্দ ব্যবহার করতে দ্বিধাবোধ করে এবং চুপচাপ থাকাই শ্রেয় মনে করে যাতে দমনমূলক ব্যবস্থার মুখোমুখি না হতে হয়। এটা নির্ভেজাল কাকতালীয়

ন দেখানো যেতে পারে না যে, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার মন্ত্রী হচ্ছেন একইসঙ্গে ার্টি ক্যাডারদের কাছে কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারি বা তাঁদেরকে কমরেড টিটো বং কার্ডেলজ যুগোশ্লাভিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির সংগঠক সেক্রেটারি হিসেবে ভাবে বর্ণনা করেছেন। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে পার্টির সদস্যরা ও পার্টি ক্যাডাররা ষ্ট্রীয় নিরাপত্তা মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে থাকে। এবং এটাকে কোনভাবেই অনুমোদন রা যায় না ও মেনে নেওয়া যায় না। উদাহরণ হিসাবে জানাই সি. পি. জে. কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং-এ এ. ইউ. সি. পি. (বি) কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠির উত্তর হিসাবে সি. পি. জে. কেন্দ্রীয় কমিটি যা দিতে চেয়েছিল সেই বিষয়ে কমরেড জুজোভিচ তাঁর অসম্মতি জানিয়েছিলেন। এবং তৎক্ষণাৎ তাঁকে কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বহিষ্কার করা হয়। এইভাবে এটা সুস্পষ্ট যে সি. পি. জে-র কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো পার্টিকে একটা স্বাধীন অরগ্যানিজম হিসাবে দেখেন না, যে স্বাধীনতায় পার্টি তার মতামত ব্যক্ত করার অধিকার ব্যবহার করে। বরং তাঁরা বিচ্ছিন্ন পার্টিসত্তা হিসাবে দেখেন যার সদস্যদের কোন বিষয়ে প্রশ্ন বা আলোচনা কারর অধিকার নেই, উপরতলার আদেশের বিরুদ্ধে কোনটিও আওয়াজ না করে তা সম্পাদন করাই তাদের কর্তব্য। এটাকে আমাদের দেশে বলা হয় পার্টির মধ্যে সামরিক পদ্ধতির চর্চা, এবং মার্ক্সবাদী পার্টি-মধ্য গণতান্ত্রিক নীতিগুলির সঙ্গে এটির কোনরকম মিল পাওয়া যায় না। ভালভাবেই সকলে জানেন যে ট্রটস্কি একসময় এ. ইউ. সি. পি. (বি)-র মধ্যের ব্যাপারগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে এই সামরিক পদ্ধতি প্রয়োগের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু লেনিনের নেতৃত্বে পার্টি তাঁর এগুনোয় বাধা দেয় এবং তাঁকে অভিযুক্ত করে এবং এইসব সামরিক পদ্ধতিগুলিকে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং পার্টি-মধ্য গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়, পার্টি-কাঠামোর একটা অতি প্রয়োজনীয় নীতি হিসাবে।

আমাদের অভিমত হচ্ছে যুগোশ্লাভ কমিউনিষ্ট পার্টির ঘটনাবলীর এমন একটা অস্বাভাবিক অবস্থা পার্টির গঠন ও জীবনে ভয়ঙ্কর বিপদ ডেকে আনছে। যত শীঘ্র পার্টির এই সেক্টারিয়ান-বুরোক্রাটিক শাসনের অবসান ঘটাতে পারা যায় যুগোশ্লাভ পিপল্স ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক এবং সি. পি. জে-র ততই মঙ্গল।

॥ সি. পি. জে. কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বের আত্ম-অহমিকা ও তাদের নিজেদের ভুলগুলির প্রতি বেঠিক আচরণ সম্পর্কে

কমরেড টিটো এবং কার্ডেল্জের চিঠিগুলি থেকে এটা স্পষ্ট যে,তাঁরা সি. পি. জে. কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর ক্রিয়াকলাপে কোন ভুলের অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছেন। ইউ. এস. এস. আর-এর অবক্ষয় এবং এটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র হবার দিকে ঝুঁকেছে এবং যে সব কুৎসাপূর্ণ প্রচার যুগোশ্লাভিয়ার কিছু পার্টি ক্যাডারদের মধ্যে ছড়ানো হচ্ছে সেসব তাঁরা অস্বীকার করেছেন। যুগোশ্লাভিয়ার ঘটনাবলী সম্পর্কে যে খবর এ. ইউ. সি. পি. (বি) পেয়েছিল বলছেন সেসব ভিত্তিহীন। তাঁরা ধরে নিয়েছেন কমরেড জুজোভিচ ও হেবর্যাং যে মিথ্যে কুৎসাময় সংবাদ রটিয়েছে তার 'বলি' হয়েছে এ. ইউ. সি. পি. (বি)। এবং তাঁরা ধরে নিয়েছেন যদি যুগোশ্লাভিয়ার ঘটনাবলী সম্পর্কে ভুল সংবাদ না ছড়াতো, তাহলে ইউ. এস. এস. আর ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে কোন মতভেদ ঘটতো না। এইরকমভাবে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে সি. পি. জে. কেন্দ্রীয় কমিটির ভুলগুলি এতে জড়িত নয়। এবং তাঁরা ধরে নিয়েছেন যে এ. ইউ. সি. পি. (বি) কেন্দ্রীয় কমিটি যে ভুলগুলির সমালোচনা করে আওয়াজ

তুলেছেন তার সঙ্গে ব্যাপারটি জড়িত নয়। বরং ব্যাপারটি জড়িত কমরেড জুজোভিচ ও হেবর্যাং প্রচারিত ভুল সংবাদের সঙ্গে। তাঁরা "কৌশলে" এ. ইউ. সি. পি. (বি) কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে এই রিপোর্টগুলি বিশ্বাস্য করে তুলতে চেয়েছিলেন। এইভাবে তাঁরা বিশ্বাস করেন যে কমরেড জুজোভিচ ও হেবর্যাংকে শাস্তি দিলেই সবকিছু ঠিক থাকবে। এইভাবে তাঁরা বোঝাচ্ছেন যে "অপরাধীদের" সনাক্ত করা গেছে।

কমরেড টিটো এবং কার্ডেল্জ এই বিবরণের যথার্থতা বিশ্বাস করবেন বলে আমরা মনে করি না। কিন্তু আমরা মনে করি তাঁরা এটাকে সত্যি বিবরণ হিসাবে রাখতে পারেন। কারণ এটাকে তাঁরা নিশ্চিতভাবে এই অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার সবথেকে সোজা পথ হিসেবে ভাবছেন। এই মিথ্যা ও দুষ্কৃত সরল বিবরণটিকে চুক্তির দ্বারা তাঁরা চাইছেন সোভিয়েত-যুগোশ্লাভ সম্পর্ক খারাপ করবার দায়িত্ব থেকে নিজেদের বাঁচাতে, এবং সেইজন্য তাঁরা ইউ. এস. এস. আর-এর উপর দোষারোপ করছেন। কিন্তু তাঁরা এ. ইউ. সি. পি. (বি) কেন্দ্রীয় কমিটিকে কালিমা লেপন করার ইচ্ছায় কুৎসিৎ ইঙ্গিত করে বলেছেন যে এই কেন্দ্রীয় কমিটি যে কোন "প্রবণতামূলক" ও "পার্টি-বিরোধী" রিপোর্টের জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে।

আমাদের অভিমত এ ইউ. পি. পি. (বি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতি এবং যুগোশ্লাভ কমরেডদের ভুলগুলি সম্পর্কে সমালোচনামূলক মন্তব্যর প্রতি কমরেড টিটো ও কার্ডেল্জের এমন একটা সম্পর্ক শুধুমাত্র গোঁয়ার ও মিথ্যেই নয়, নিগূঢ়ভাবে পার্টিস্বার্থের বিরোধীও বটে।

যদি কমরেড টিটো এবং কার্ডেল্জ সত্যটিকে ব্যাখ্যা করতে আগ্রহ দেখাতেন, যদি এই ঘটনাবলীর সত্য অবস্থাটা তাঁদের দৃষ্টি অন্ধ না করতো, তাঁরা সচেতন ভাবে নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলি চিন্তা করতে পারতেন

(ক)পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া এবং আলবেনিয়ার পরিস্থিতি সংক্রান্ত যে রিপোর্টগুলি এ. ইউ. সি. পি. (বি) কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে এসেছিল—কেন সেগুলি সঠিক হিসেবে প্রমাণিত? এবং সেইসব দেশের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির সঙ্গে কেন বিবাদ শুরু হয়নি? সেখানে যুগোশ্লাভ সংক্রান্ত রিপোর্টগুলি যুগোশ্লাভ কমরেডদের কাছে কেন "প্রবণতামূলক" এবং "পার্টি-বিরোধী ও প্ররোচক" মনে হয়েছে? এবং সোভিয়েত বিরোধী সমালোচনায় এ. ইউ সি. পি. (বি) কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে অ-বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক তৈরী করতে তাঁরা কেন উঠে পড়ে লেগেছেন?

(খ) কেন ইউ. এস. এস. আর এবং পিপলস ডেমোক্রাসির দেশগুলির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ক্রমাগত উন্নত ও শক্তিশালী হচ্ছে, অথচ সোভিয়েত-যুগোশ্লাভ সম্পর্কটি নষ্ট হচ্ছে এবং আরো খারাপ হচ্ছে?

(গ) কেন এ. ইউ. সি. পি. (বি) কেন্দ্রীয় কমিটির ২৭শে মার্চের চিঠির সঙ্গে পিপলস ডেমোক্রাসির দেশগুলির কমিউনিষ্ট পার্টির সহমত এবং যুগোশ্লাভ কমরেডদের ভুলগুলিকে দোষারোপ করছেন? সেখানে সি. পি. জে-র কেন্দ্রীয় কমিটি নিজেদের ভুলগুলির মধ্যে নিজেদের আটকে রেখে একটা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকতে চাইছেন কেন?

সবটাই কি কাকতালীয়?

সি পি. জে.-কেন্দ্রীয় কমিটি পলিটব্যুরোর ভুলগুলিকে সনাক্ত করার জন্য কমরেড জুজোভিচ ও হেবর্যাং-এর রিপোর্টের দ্বারস্থ হবার ও প্রয়োজন হয় না। কমরেড

জিলাস, কার্ডেল্জ প্রভৃতি নেতৃত্বের সংবাদপত্রে প্রকাশিত সরকারি
গুলি পাঠ করলেই পর্যাপ্ত জানা যায়।

 আমরা ঘোষণা করছি যে কমরেড হেবর্যাং-এর কাছ থেকে কখনো কোনো
র্ট সোভিয়েত জনগণ পায়নি। আমরা এখানে ঘোষণা করছি যে
াভিয়ায় সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত কমরেড ল্যাভরেন্টিজেভের সঙ্গে কমরেড
ভিচের কথোপকথনের মধ্যে যুগোশ্লাভ নেতাদের ভ্রমপূর্ণ ও সোভিয়েত
ধী বক্তৃতার দশমাংশও নেই। এইসব কমরেডদের বিরুদ্ধে যে দমনমূলক
 নেওয়া হয়েছে সেটা শুধুমাত্র প্রতিশোধ নেবার একটা পদ্ধতি নয়, সেটা
মুমোদনীয় ও পার্টি-মধ্য গণতন্ত্রের নীতি বিরুদ্ধ। বরং সেই দমনমূলক
াটি যুগোশ্লাভ নেতাদের সোভিয়েত-বিরোধী অবস্থানটির উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন
। যেমন, একজন যুগোশ্লাভ কমিউনিষ্টের সঙ্গে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত কী
ার্তা বলছেন সেদিকে তারা কড়া নজর রাখছে যেন এটা একটা অপরাধ।

দের অভিমত হচ্ছে সোভিয়েত যুগোশ্লাভ সম্পর্ক খারাপ করবার জন্য দায়ী
শ্লাভ নেতৃবৃন্দ। তাঁরা নিজেদের ভুলগুলিকে কিছুতেই স্বীকার করতে
ক নন। এবং তাঁদের প্রবণতাই হচ্ছে ভবিষ্যতেও ইউ. এস. এস. আর-এর
দ্ধ শত্রুভাবাপন্ন পন্থাটিকে একইভাবে চালিয়ে যাবেন। লেনিন বলেছিলেন :
ন রাজনৈতিক পার্টি তার নিজের ভুলগুলিকে কী চোখে দেখছে সেটি খুব
পূর্ণ এবং খুব নিশ্চিত একটা পরিমাপ, যেটা প্রমাণ করে পার্টিটা তার
 কর্তব্য-সিদ্ধি সম্পর্কে সচেতন কিনা—কর্তব্যটা তার শ্রেণীর প্রতি,
শ্রেণীর প্রতি। সচেতন পার্টির চিহ্নগুলি হচ্ছে, সহজভাবে নিজের
লিকে স্বীকার করা, যে পরিস্থিতির জন্য ভুলগুলোর সৃষ্টি সেই সমগ্র
স্থিতিটাকে বিশ্লেষণ করা, ভুলগুলি শোধনের উপায়গুলো যত্নসহকারে
াচনা করা। এর মানে কর্তব্য সাধন করা, এর মানে শ্রেণীকে এবং
রে জনগণকে সঠিক শিক্ষা ও নির্দেশে উদ্বুদ্ধ করা।"

া একথা লিখতে বাধ্য হচ্ছি ও খেদের সঙ্গে জানাচ্ছি যে নিজেদের
লোকে স্বীকার করতে ও সংশোধন করতে সি. পি. জে. নেতারা রাজি নন
এর দ্বারা তাঁরা লেনিনের নীতিটিকে অত্যন্ত অমার্জিতভাবে লঙ্ঘন করেছেন।
সঙ্গে আমরা অবশ্যই লক্ষ্য করবো ফরাসী ও ইটালিয়ান কমিউনিষ্ট
লির নেতৃত্বকে, যা যুগোশ্লাভ নেতৃত্বথেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এ ব্যাপারটি তাঁরা
র কাজের মধ্য দিয়ে পর্যাপ্ত ভাবেই প্রমাণ করেছেন। নয়টি কমিউনিষ্ট পার্টির
নে তাঁরা সৎভাবে তাঁদের ভুল স্বীকার করেছিলেন এবং নীতিনিষ্ঠভাবে
াধন করেছিলেন সেসব। এইভাবে তাঁরা তাঁদের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির
ান সুদৃঢ় করতে এবং ক্যাডারদের শিক্ষিত করে তুলতে সাহায্য
ছিলেন।

াদের অভিমত সৎভাবে নিজেদের ভুল স্বীকার করা ও নীতিনিষ্ঠভাবে
লোকে সংশোধন করার বিষয়ে সি. পি. জে. কেন্দ্রীয় কমিটি পলিটব্যুরোর
রতার অভাব ও যুগোশ্লাভ নেতাদের অতিরিক্ত অহমিকাবোধকেই তুলে
। তাঁরা যে সাফল্যগুলো একসময় পেয়েছেন, তাঁদের মস্তিষ্ক সেই চিন্তাতেই
য়ে গেছে। তাঁরা নিজেদের প্রশংসা করেছেন এবং বহুদূর পর্যন্ত ভেবে
নছেন এবং সমস্ত কিছুর উপরে নিজেদের স্থান দিয়েছেন। তাঁরা নিজেদের
প্রাণিত করেছেন অহমিকার দ্বারা এবং জনগণের মধ্যে সেই অহমিকাটিকেই
ন হিসাবে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। তাঁরা বুঝতে পারছেন না যে তাঁদের অহমিকা
খুব সহজেই যুগোশ্লাভ নেতাদের পতন ঘটাতে পারে। লেনিন বলেছিলেন :
"যে সমস্ত বিপ্লবী পার্টি এখন ধ্বংসের পথে গেছে, তারা ধ্বংস হয়েছে কারণ তারা
নিজেদের সম্পর্কে অতি-উল্লসিত ছিল এবং তারা বুঝতে পারে নি তাদের শক্তি
কোথায় লুকিয়ে আছে। তারা নিজেদের দুর্বলতাগুলিকে নিয়ে কথা বলতে
ভয় করেছে। কিন্তু আমরা ধ্বংস হবো না, যেহেতু আমরা আমাদের নিজেদের
দুর্বলতাগুলোকে নিয়ে আলোচনা করতে ভয় করিনা এবং আমরা সেগুলোকে
অতিক্রম করতে শিখবো।"

আমরা ব্যথিত, অনুভব করছি এই বলতে যে যুগোশ্লাভ নেতারা নম্রতাবোধটুকুও
অনুভব করেন না এবং তাঁদের সাফল্যগুলির প্রশংসা অবিরাম চালিয়ে যাচ্ছেন।
(যেটা বস্তুতপক্ষে খুব বিরাট কিছু নয়), এবং লেনিনের সেই নির্দেশটিও তাঁরা
ভুলে গেছেন।

কমরেড টিটো এবং কার্ডেল্জ তাঁদের চিঠিতে যুগোশ্লাভ কমিউনিষ্ট পার্টির
যোগ্যতা ও কৃতিত্বের উল্লেখ করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে এ. ইউ. সি. পি. (বি)
কেন্দ্রীয় কমিটি আগে এইসব যোগ্যতা ও কৃতিত্বগুলিকে স্বীকার করতো বটে
কিন্তু এখন এব্যাপারে একেবারেই মৌন হয়ে গেছে। এটি অবশ্যই অসত্য।
যুগোশ্লাভ কমিউনিষ্ট পার্টির যোগ্যতা ও কৃতিত্বকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে
না। এর বিরুদ্ধে কিছুই বলা হচ্ছে না। কিন্তু লক্ষ্য রাখা উচিত পোলাণ্ড,
চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়ার কমিউনিষ্ট
পার্টিগুলির যোগ্যতা ও কৃতিত্ব যুগোশ্লাভিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির যোগ্যতা ও
কৃতিত্বের থেকে কোন অংশে কম নয়। তবু ঐ সমস্ত দেশের কমিউনিষ্ট পার্টির
নেতৃত্ব যথোপযুক্ত আচরণ করেন এবং তাদের সাফল্য নিয়ে চিৎকার করেন না।
এইখানেই তাঁদের সঙ্গে যুগোশ্লাভ নেতাদের পার্থক্য। যুগোশ্লাভ নেতারা
নিজেদের অতিরঞ্জিত গৌরবগাথা সকলের কানের মধ্যে বিঁধিয়ে যাচ্ছেন অনবরত,
অবিরাম।

এটা মনে রাখা উচিত যে বিপ্লবের ব্যাপারে ফরাসী ও ইটালিয়ান কমিউনিষ্ট
পার্টিগুলির যোগ্যতা যুগোশ্লাভ কমিউনিষ্ট পার্টির থেকে কিছু কম নয় বরং বেশী
একটা সময়ে ফরাসী ও ইটালিয়ান কমিউনিষ্ট পার্টি যুগোশ্লাভ কমিউনিষ্ট পার্টির
তুলনায় কম সাফল্য পেয়েছে—এটা যুগোশ্লাভ কমিউনিস্ট পার্টির কিছু অসামান্য
গুণের দ্বারা ব্যাখ্যাত হতে পারে না। বরং ব্যাখ্যা করা যাবে প্রধানত এই
ঘটনার দ্বারা, সেটা হচ্ছে যুগোশ্লাভ পার্টিজানদের হেডকোয়ার্টার ভেঙে
ফেলেছিল জার্মান প্যারাশুট-সৈন্যরা, সেই সময়ে যুগোশ্লাভিয়ায় জাতীয় মুক্তি
আন্দোলন খুব সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, সোভিয়েত সৈন্যরা যুগোশ্লাভ
জনগণকে সাহায্য করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, আক্রমণকারী জার্মান সৈন্যদের
বাধা ভেঙে দিয়েছিল, বেলগ্রেডকে মুক্ত করেছিল এবং এইভাবে তারা কমিউনিষ্ট
পার্টিকে ক্ষমতায় আনার পথ উন্মুক্ত করতে কিছু পূর্ব-শর্ত সৃষ্টি করেছিল। এটা
দুঃখের কথা সোভিয়েত সেনাবাহিনী কখনো ফরাসী এবং ইটালিয়ান কমিউনিষ্ট
পার্টিগুলিকে এই ধরণের কোন সাহায্য করেনি এবং করতে পারে নি। কমরেড
টিটো এবং কার্ডেল্জ একবার এই অবস্থাটি নিয়ে ভাববেন যা কখনোই উড়িয়ে
দেওয়া যাবে না। তাঁরা তাঁদের যোগ্যতা নিয়ে কম চিৎকার করবেন এবং আরো
সম্মানিতভাবে ও ভদ্রভাবে আচরণ করবেন।

যুগোশ্লাভ নেতাদের শালীনতার অভাব এই ঘটনাটি থেকে বোঝা যায় : তাঁরা

এমনকি নিজেদের উপর এমন কিছু যোগ্যতা আরোপ করেছেন, যে গুণটি তাঁদের বলে দাবি করা যায় না কখনো। সামরিক বিজ্ঞানের প্রশ্নটিকে উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক। যুগোশ্লাভ নেতারা জাহির করেছেন যে তাঁরা যুদ্ধ বিষয়ে মার্ক্সীয় বিজ্ঞানে নতুন তত্ত্ব যুক্ত করেছেন, যে তত্ত্ব অনুযায়ী যুদ্ধটা হচ্ছে নিয়মিত ফৌজ, পার্টিজান বিচ্ছিন্নতা ও জাতীয় অভ্যুত্থানের মিলিত ক্রিয়াকলাপ। যাইহোক, এই তথাকথিত তত্ত্বটি বহু পুরাতন, আর সেজন্যই যুদ্ধবিষয়ক মার্ক্সীয় বিজ্ঞানের কাছে এটা নতুন কিছু বলে ধরা দেয় না। যেহেতু ভালই জানা আছে, বলশেভিকরা এরকম মিলিত ক্রিয়াকলাপ চালিয়েছিল রাশিয়ায় গৃহযুদ্ধের সমস্ত পর্বটা জুড়ে (১৯১৭-১৯২১) এবং তারা এই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করেছিল এক বিরাট ক্যানভাস জুড়ে, যেটা যুগোশ্লাভিয়ায় কখনো ঘটেনি। তবু বলশেভিকরা কখনো বলতে শুরু করেনি যে এই পদ্ধতিটাকে সামরিক কাজে ব্যবহার করে তারা যুদ্ধবিজ্ঞানে নতুন কিছু দিতে পেরেছে। তারা এরকম কিছু বলেনি, কারণ এই একই পদ্ধতি সফলভাবে প্রয়োগ হয়েছিল বলশেভিকদের অনেক অনেক আগে ১৮১২ সালে রাশিয়ায় নেপোলিয়নের সৈন্যদের বিরুদ্ধে। সে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ফিল্ড-মার্শাল কুটুজোভ। তবুও, এই পদ্ধতি ব্যবহার করার সময় এমনকি ফিল্ড-মার্শাল কুটুজোভও কখনো বলেননি যে এটা একটা অভিনব ব্যাপার। কারণ ফিল্ড-মার্শাল কুটুজোভেরও আগে (১৮০৮) স্পেনিয়ার্ডরা এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিল নেপোলিয়নীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে ("গেরিলারস")। সুতরাং এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে যেটাকে যুগোশ্লাভ নেতারা যুদ্ধবিজ্ঞানে অভিনব বলে মনে করছেন, প্রকৃতপক্ষে সেটা খুব পুরোনো, ১৪০ বৎসর বয়স্ক, এবং যে যোগ্যতাটিকে তাঁরা নিজেদের বলে দাবি করছেন আসলে সেই যোগ্যতাটি স্পেনিয়ার্ডদের প্রাপ্য।

তাছাড়া মনে রাখা উচিত যে অতীতের ঐসব অথবা এইসব সুযোগ্য নেতারা আজকের সময়ে কোন ভয়ানক ভুল যে করবেন না সেই সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ট্রটস্কিও একটা সময়ে তাঁর বিপ্লবী যোগ্যতার পরিচয় রেখেছিলেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে এ. ইউ. সি. পি. (বি) তাঁদের চোখ বন্ধ রাখতে পারবেন, তাঁরা খুব বড় বড় সুযোগবাদী ভুলগুলিকে স্মরণে রাখবেন না—যে ভুলগুলি ট্রটস্কিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের শত্রুশিবিরের দিকে সরাসরি ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল।

কমরেড টিটো এবং কার্ডেল্জ তাঁদের চিঠিতে বলেছেন যে এ. ইউ. সি. পি. (বি) কেন্দ্রীয় কমিটির একজন প্রতিনিধিকে যুগোশ্লাভিয়ায় পাঠানো উচিত যাতে সেখানে তিনি সোভিয়েত-যুগোশ্লাভ বিবাদটির সমস্যাটিকে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। আমরা এটাকে সমস্যাটির সমাধানের ক্ষেত্রে ভুল পরামর্শ বলে মনে করছি, কারণ এটা গুটিকয়েক ঘটনাকে যাচাই-এর ব্যাপার নয়, এটার সঙ্গে নীতি-লঙ্ঘনের প্রশ্নটি জড়িত।

এটা ভালভাবে জানা যে নয়টি কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সোভিয়েত যুগোশ্লাভ বিবাদ সম্পর্কে ইতিমধ্যেই অবগত হয়েছেন। তাঁরা ইনফর্ম ব্যুরোর মধ্যে রয়েছেন। এবং অন্য কমিউনিষ্ট পার্টিগুলিকে এই ব্যাপারটির বাইরে রাখা ভুল হবে। সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে এই সমস্যাটি নিয়ে ইনফর্ম ব্যুরোর পরবর্তী মিটিং-এ আলোচনা করা হবে।

এ. ইউ. সি. পি. (বি) কেন্দ্রীয় কমিটি

ভি. মলোটভ ● জে. স্ট্যালিন

৪ঠা মে, ১৯৪৮, মস্কো

যৌথব ॥ ছত্রিশ

যুগোশ্লাভিয়া কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতি

আমরা কমরেড টিটো এবং কার্ডেল্জের সইসম্বলিত ১৭ই মে ১৯৪৮ ও ২০শে মে ১৯৪৮ এর চিঠিগুলি পেয়েছি। এ. ইউ. সি. পি. (বি) কেন্দ্রীয় কমিটির ধারণা এই চিঠিগুলির দ্বারা যুগোশ্লাভ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব সেই বিরাট নৈতিক ভুলগুলির দিকে আর এক ধাপ এগিয়ে গেলেন, আর এক বড় ক্ষতি ও বিপদের দিকে—এ. ইউ. সি. পি. (বি) কেন্দ্রীয় কমিটি ৪ঠা মে ১৯৪৮-এর চিঠিতে সি. পি. জে.-র কেন্দ্রীয় কমিটিকে যে ভুলগুলি সম্পর্কে ভীষণভাবে সতর্ক করে দিয়েছিল।

(১) কমরেড টিটো এবং কার্ডেল্জ লিখেছেন, তাঁরা সমানাধিকার থেকে বঞ্চিত মনে করছেন নিজেদের। লিখেছেন, তাঁদের পক্ষে আমাদের দেওয়া প্রস্তাবে অংশগত থাকা অসম্ভব। বলা হয়েছিল, তাঁদের উচিত ব্যাপারটিকে এখন ইনফর্ম ব্যুরোর সম্মুখে মীমাংসা করা, তাছাড়া তাঁদের যুক্তি দেখিয়ে বলতে হবে তাঁদের কথিত অসমান অধিকারের অবস্থায় আনার জন্য এ. ইউ. সি পি. (বি) কেন্দ্রীয় কমিটি দায়ী।

এ. ইউ. সি. পি. (বি) কেন্দ্রীয় কমিটি মনে করে এই অভিযোগটির মধ্যে একফোঁটা সত্য নেই। যুগোশ্লাভ কমিউনিষ্ট পার্টিতে বা নয়টি কমিউনিষ্ট পার্টির ইনফর্ম ব্যুরোর কোন একটিতেও অসমান অধিকার থাকতে পারে না। সকলেরই জানা আছে নয়টি কমিউনিষ্ট পার্টির ইনফর্ম ব্যুরোর সংগঠনটি গড়ার সময় সমস্ত কমিউনিষ্ট পার্টিই কাজ শুরু করেছিল একটি অপ্রতিযোগী পন্থা অবলম্বন করে। সেই পন্থা অনুযায়ী, প্রতিটি পার্টিরই উচিৎ ইনফর্ম ব্যুরোর কাছে রিপোর্ট জমা দেওয়া এবং প্রতিটি পার্টিরই অপর পার্টিগুলিকে সমালোচনা করার অধিকার আছে। এইভাবে সমস্ত কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টগুলি শুনিয়ে সেপ্টেম্বর ১৯৪৭-এর নয়টি কমিউনিষ্ট পার্টির সম্মেলন শুরু হয়েছিল। নয়টি কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলন শুরু হয়েছিল সমানাধিকারের দৃষ্টিকোণ দিয়ে, যে দৃষ্টিকোণে প্রতিটি পার্টিই প্রতিটি পার্টিকে সমালোচনা করতে পারে। এবং সেই সময়ে ইটালিয়ান ও ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টির কার্যধারাটি বলশেভিক সমালোচনাটিকে তীক্ষ্ন করেছিল।

এটা সবাই জানে যে সেসময় ইটালিয়ান ও ফরাসী কমরেডরা শুধুমাত্র অন্য পার্টি-গুলির ভুলগুলিকে সমালোচনা করবার জন্যই তাঁদের অধিকারটিকে প্রয়োগ করেছেন তা নয়; যেটা দেখার বিষয় সেটা হলো তাঁরা সেসবই করেছেন বলশেভিক কায়দায়। এবং এ থেকে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তও অর্জন করেছেন। এছাড়া, আমরা জানি যে সেই সম্মেলনে অন্যদের মতো যুগোশ্লাভ কমরেডরা ইটালিয়ান ও ফরাসী ভুলগুলির আলোচনা থেকে লাভবান হয়েছিল। সেসময় যুগোশ্লাভ কমরেডরা এবং অন্য পার্টিগুলি কখনোই ভাবে নি যে ইটালিয়ান ও ফরাসীদের সমালোচনা করার অর্থ হচ্ছে ইটালিয়ান ও ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টির সমানাধিকারটিকে অন্য কমিউনিস্ট পার্টিগুলি লঙ্ঘন করতে চায়।

কিন্তু কেন আজ যুগোশ্লাভ কমরেডরা তাঁদের আচরণে এমন একটা চরমপন্থী পরিবর্তন আনছেন এবং ইনফর্ম ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত নিয়মটির বিলোপ কামনা করছেন? কারণটা হচ্ছে যুগোশ্লাভ পার্টি ও তার নেতৃত্বটিকে তাঁরা একটি বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত অবস্থায় আনতে চাইছেন এবং ইনফর্ম ব্যুরোর সংসদীয় আইন যাতে তাঁদের উপর প্রয়োগ করা না হয় সেই অবস্থা সৃষ্টি করতে চাইছেন। চাইছেন যে অন্য পার্টিগুলিকে সমালোচনা করার অধিকার তাঁদের থাকবে, কিন্তু তারা অন্যদের সমালোচনার পাত্র হবেন না। কিন্তু এমন একটা আদর্শ, যদি এই

দটি আদৌ ব্যবহার করা যায়—এটির মধ্যে এমন কিছু নেই যাতে এটিকে ানাধিকার বলে গ্রাহ্য করতে হবে। এটা একটা দাবি বৈ আর কিছুই না—গাশ্লাভ নেতৃত্বের একটা দাবি—সি. পি. জে.-র জন্য বিশেষ কিছু সুবিধা দায়ের দাবি, সে সব সুবিধা অন্য কোন পার্টির নেই এবং থাকতে পারে না। মাদের পূর্বের ও বর্তমানের অভিমত এই যে, একটি জিনিস ছাড়া ইনফর্ম রোর ক্রিয়াকলাপ একেবারেই টিঁকে থাকতে পারে না, সেটি হলো—প্রতিটি নিউনিষ্ট পার্টির কর্তব্য হচ্ছে ইনফর্ম ব্যুরোর কাছে তার রিপোর্ট জমা দেওয়া ং প্রতিটি কমিউনিষ্ট পার্টির অন্য কমিউনিষ্ট পার্টিকে সমালোচনা করার ধিকার বজায় রাখা। যুগোশ্লাভরা তাদের রিপোর্ট ইনফর্ম ব্যুরোর কাছে পেশ তে চায় না, এর অর্থ এই যে তারা অন্য কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির সমালোচনা তে চায় না। আর এর অর্থ হচ্ছে কমিউনিষ্ট পার্টির সমতাটিকে ধ্বংস করা।

। ১৭ই মে-র চিঠিতে কমরেড টিটো এবং কার্দেল্জ তাঁদের আগের চিঠিগুলির ব্যের পুনরুক্তি করেছেন। এ. ইউ. সি. পি. (বি) কেন্দ্রীয় কমিটি যুগোশ্লাভ মউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের যে ভুলগুলির সমালোচনা করেছিলো, কমরেড টিটো ং কার্দেল্জ বলছেন সেগুলো সব মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে রচিত।

ন্তু এই বক্তব্যের সমর্থনে যুগোশ্লাভ কমরেডরা একটিমাত্র প্রমাণও হাজির করতে রেন নি। তাই তাঁদের বক্তব্য ফাঁপা বুলির সমষ্টি। এ. ইউ. সি. পি. (বি) ন্দ্রীয় কমিটির সমালোচনার কোন জবাবই দেননি তারা যদিও কমরেড টিটো ং কার্দেলজ তাদের চিঠিতে লিখেছেন—'তাঁরা নীতিগত প্রশ্নের ক্ষেত্রে ালোচনার সম্মুখীন হতে ভয় পান না।' এটা কি হতে পারে যে এর তিবাদে যুগোশ্লাভ নেতাদের স্বপক্ষে বলার মতো কিছুই নেই ?

তাঁরা নয় আমরা—হয়, সি. পি. জে. কেন্দ্রীয় কমিটি পলিটব্যুরো তাঁদের গুলির তীব্রতা সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ এবং তাই সেগুলোকে একটা ভ্রমের দিকে ল নিয়ে গিয়ে ভুলগুলির একটা না-অস্তিত্বের ছবি তৈরী করছেন। এবং াবেই, এই বাপারটিতে অজ্ঞ-জনগণের কাছে দোষের ভার লাঘব করছেন, য এ. ইউ. সি. পি. (বি) কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে কিছু মিথ্যা খবর এসেছিল। বা, কেন্দ্রীয় কমিটি সত্যিই বুঝতে পারছে না এই ভুলগুলি করলে মার্ক্সবাদ নিনবাদ থেকে সরে আসা বোঝায় কিনা। এবং তাহলে সেই ক্ষেত্রে তাঁদের । চিত এ. ইউ. সি. পি. (বি)- কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো মার্কবাদের গুলি সম্পর্কে অজ্ঞ।

) কমরেড টিটো এবং কার্দেল্জ এ. ইউ. সি. পি. (বি) কেন্দ্রীয় কমিটির গুলির উত্তর সোজাসুজি না দিয়ে এড়িয়ে যাচ্ছেন, এবং একগুঁয়ে আচরণের া ভুলগুলিকে আরো গভীর করে তুলছেন। এবং সেগুলোকে চিনে নিয়ে ধরাতেও চাইছেন না। তাঁদের কথাবার্তায় বোঝাতে চান যে নিজেদের য়াকলাপের দ্বারাই তাঁরা প্রমাণ করবেন তাঁরা সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে ঠক ছিলেন ও থাকবেন। এবং মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্টালিনের শিক্ষার তি অনুগত ছিলেন ও থাকবেন। কিন্তু বাস্তব অনুযায়ী, এই প্ররোচক াগুলোকে বিশ্বাস করার কোন ভিত্তি খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কমরেড টিটো ং কার্দেল্জ প্রায়শই এ. ইউ.সি.পি. (বি) কেন্দ্রীয় কমিটিকে নানান প্রতিশ্রুতি য়েছেন, এবং সেইসব প্রতিশ্রুতি তাঁরা কখনোই রক্ষা করতে পারেন নি।

তাঁদের চিঠিপত্রগুলি, বিশেষ করে শেষ চিঠিটি, আমাদের ধারনাটিকেই আরো বেশী প্রবল করে দিয়েছে। সি. পি. জে. কেন্দ্রীয় কমিটি পলিটব্যুরোর, বিশেষ করে কমরেড টিটোর জানা উচিত, যে পন্থাটি অবলম্বন করে তাঁরা হাঁটা দিয়েছেন সেই সোভিয়েত বিরোধী ও রাশিয়া বিরোধী পন্থাটি দিয়ে তাঁরা সর্বপ্রকারে ইউ. এস. এস. আর সরকার ও কমিউনিষ্ট পার্টির বিশ্বাসের জায়গাটিকে ক্ষয় করে যাচ্ছেন।

(৪) কমরেড টিটো এবং কার্দেল্জ অভিযোগ করেছেন যে তাঁরা একটা ভীষণ জটিল অবস্থার মধ্যে পড়েছেন এবং এর ফলাফলটি যুগোশ্লাভের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা ঠিকই, অবশ্যই। কিন্তু এর জন্য প্রধান দায়ী কমরেড টিটো এবং কার্দেল্জ, এবং সেইসঙ্গে দায়ী সি. পি. জে. কেন্দ্রীয় কমিটি পলিটব্যুরোর অন্য সব সদস্যরা। তাঁরা যুগোশ্লাভ জনগণের স্বার্থের থেকেও নিজেদের যশ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে বেশী মূল্য দিয়েছেন। জনগণের স্বার্থে নিজেদের সমস্ত ভুলগুলিকে মেনে নিয়ে শুধরোবার বদলে তাঁরা অবাধ্য একগুঁয়ের মতো অস্বীকার করে চলেছেন, অথচ ভুলগুলি যুগোশ্লাভ জনগণের পক্ষে কতবেশী বিপজ্জনক।

(৫) কমরেড টিটো এবং কার্দেল্জ বলেছেন যে ইনফর্ম ব্যুরোর অধিবেশনে রিপোর্ট পেশ করতে অস্বীকার করেছে সি. পি. জে. কেন্দ্রীয় কমিটি। এমনকি ইনফর্ম ব্যুরোর সঙ্গে যুগোশ্লাভ কমিউনিষ্ট পার্টির কার্যাবলী সংক্রান্ত নানান জিজ্ঞাসা আলোচনা করতেও অস্বীকার করেছে। এটা যদি তাঁদের শেষ সিদ্ধান্ত হয়, তার মানে ইনফর্ম ব্যুরোর সামনে তাঁদের আর কিছুই বলার নেই এবং এর দ্বারা তাঁরা পরোক্ষভাবে নিজেদের অপরাধী হিসেবেই চিহ্নিত করলেন এবং সেজন্যই তাঁরা তাঁদের মুখগুলো ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিষ্ট পার্টিগুলিকে দেখাতে ভয় পাচ্ছেন। আরও আছে। তাঁদের ইনফর্ম ব্যুরোর সামনে উপস্থিত হতে অস্বীকার করার মানে হচ্ছে যে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পিপলস ডেমোক্রাসির ইউনাইটেড সোস্যালিস্ট ফ্রন্ট থেকে সি. পি. জে. কেন্দ্রীয় কমিটি সরে আসতে চাইছে। বস্তুত এখন তাঁরা প্রস্তুত হয়েছেন ইউ. এস. এস. আর. এবং পিপলস ডেমোক্রাসির ইউনাইটেড ফ্রন্টকে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য। যেহেতু ইনফর্মব্যুরো হচ্ছে ইউনাইটেড ফ্রন্টের একটা প্রধান ভিত্তি, সুতরাং তাঁদের ঐ জঘন্য পন্থাটি শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক ঐক্যের মূলেই কুঠারাঘাত করছে। জাতীয়তাবাদের এমন একটা জায়গায় তাঁরা যাচ্ছেন যা শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে অবদ্ধুত্বপূর্ণ।

ইনফর্ম ব্যুরোর অধিবেশনে সি. পি. জে. কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকুন বা না থাকুন, এ. ইউ. সি. পি. (বি) ঘোষণা করছে যে এই কমিটি যুগোশ্লাভ কমিউনিস্ট পার্টির ঘটনাবলী সম্পর্কিত প্রশ্নটি নিয়ে একটি আলোচনা অবশ্যই করবে ইনফর্ম ব্যুরোর পরবর্তী অধিবেশনে।

চেকোশ্লোভাক ও হাঙ্গেরিয়ান কমরেডরা অনুরোধ করেছেন ইনফর্ম ব্যুরোর সম্মেলনটি জুনের দ্বিতীয় অর্ধ না আসা পর্যন্ত স্থগিত রাখতে। এ. ইউ. সি. পি. (বি) কেন্দ্রীয় কমিটি এই প্রস্তাবে একমত।

২২শে মে, ১৯৪৮ এ. ইউ. সি. পি. (বি) কেন্দ্রীয় কমিটি
মস্কো

ভি. মলোটভ ● জে. স্ট্যালিন

অনুবাদক ● নাসের হোসেন

স্তালিনের মৃত্যুর আগে ও পরে ক্রুশ্চভের ভূমিকা

[এই প্রবন্ধটির লেখক নিজের পরিচয় গোপন করে "একজন সাধারণ কমিউনিস্ট কর্মী" বলে পরিচয় দিয়েছেন। আজ তিনি নেই, কিন্তু তাঁর লেখা আজও মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের কাছে আদৃত, অমূল্য সম্পদ। তাই, এই লেখকের প্রকৃত নাম আজ তাঁর পাঠকদের জানা প্রয়োজন। লেখকের নাম ছিল ভূপেন পালিত। বিংশৎ কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই তিনি ক্রুশ্চভীয় এবং অন্যান্য আধুনিক সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে এই বই লেখেন এবং সংকলন প্রকাশ করেন। "স্তালিন প্রসঙ্গে" লেখকের একখানা উল্লেখযোগ্য বই।

এই প্রবন্ধটিতে লেখক বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে ক্রুশ্চভের স্তালিনের মৃত্যুর আগে এবং পরের বক্তব্যগুলির অসঙ্গতি তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে লেনিনের সাংগঠনিক নীতি পদদলিত করে স্তালিন 'স্বৈরাচারী' হয়ে উঠেছিলেন বলে যে অভিযোগ ক্রুশ্চভ করেছেন সে অভিযোগের অসঙ্গতিগুলি লেখক এমন মুনসিআনায় দেখিয়েছেন যার ফলে ক্রুশ্চভের পায়ের তলার মাটি একেবারেই ধ্বসে গিয়েছে।

এই সুযোগে রৌরব এই প্রয়াত কমরেড-এর স্মৃতিকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে।]

CPSU এর ২০তম পার্টি কংগ্রেসে পেশ করা বিখ্যাত 'রিপোর্ট ও বক্তৃতায়' এন. এস. ক্রুশ্চভ ও এ. আই. মিকোয়েন "একজন বিশেষ নেতাকে বীর ও অলৌকিক কর্মী বানানো" কে বলিষ্ঠতার সাথে বাতিল করলেন—"যেহেতু মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অন্তর্নিহিত নীতি বিরোধী" এবং যৌথ নেতৃত্বের লেনিনবাদী নীতির যে কোন উপায়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও শক্তিশালী করার উপর সর্ব্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করলেন—যে নীতি "একজন নেতার দ্বারা যত্রতত্র লঙ্ঘিত হয়েছিল" বলে বিবৃত করলেন এবং উন্মুক্ত কংগ্রেসে ঘোষণা করলেন—"বিগত প্রায় কুড়ি বছর ধরে আমাদের কোনো যৌথ নেতৃত্ব ছিল না" যেহেতু "লেনিনবাদী গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার স্থলে আমলা তান্ত্রিক কেন্দ্রীয়করণ প্রয়োগ করা হয়েছিল।"

"একজন বিশেষ নেতা" বলতে ক্রুশ্চভ-মিকোয়েন স্তালিন-কে এবং ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত সময়কালকে উল্লেখ করলেন—যে সময়কাল প্রায় সিকিশতাব্দী সময়কাল। তার মানে দাঁড়ায় এই যে, উপরোক্ত সময়কালের মধ্যে CPSU (B) এর কেন্দ্রীয় কমিটি যৌথনেতৃত্বের লেনিনীয় নীতি থেকে বারবার বিচ্যুত হয়েছে। যদি ক্রুশ্চভ-মিকোয়েনের বিবৃতি সত্য হয় তাহলে বলতে হয় CPSU (B) এবং কেন্দ্রিয় কমিটি প্রায় সিকি-শতাব্দী সময়কাল ধরে ভুলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল।

পার্টির ত্রুটি সম্পর্কে লেনিন বলেছেন—"একটি গুরুত্বপূর্ণ দলের বৈশিষ্ট্য হল—ভুলের সরল স্বীকৃতি, এর কারণগুলি নিরূপন, যে পরিস্থিতিতে ভুলগুলি ঘটেছে তার বিশ্লেষণ এবং ভুল সংশোধনের উপায়গুলির সম্যক আলোচনা।" (Lenin See. works. vol-X P-24—Foundation of Leninism P-25)

CPSU এর ২০তম পার্টি কংগ্রেসের নেতৃবর্গ শুধুমাত্র ত্রুটিগুলি স্বীকার করলেন (অবশ্যই সহজে নয়) কিন্তু এর কারণগুলি নিরূপন করলেন না, যে পরিস্থিতিতে এই ত্রুটিগুলি ঘটেছিল সেই পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করলেন এমনকি ত্রুটিগুলি সংশোধনের উপায়গুলিরও সম্যক আলোচনা করলেন না। এতে দেখা যাচ্ছে যে তাঁরা আবার লেনিনের শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হলেন।

লেনিন আরও বলেছেন—'যা ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা রাজনীতি ও দলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যিনি ভুল করেন না তিনি জ্ঞানী নন। এরকম কেউ নেই ও থাকতেও পারেন না। তিনিই জ্ঞানী যিনি সাংঘাতিক ভুল করেন না এবং তিনি জানেন কিভাবে ভুলগুলোকে সহজে ও দ্রুত সংশোধন করতে হয়।''

এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাথমিক বিষয়ের ত্রুটি যথা—"যৌথ নেতৃত্বে লেনিনীয় নীতি থেকে বিচ্যুতি" উপলব্ধি করতে ২০তম পার্টি কংগ্রেসের নেতৃত্বে প্রায় সিকি-শতাব্দী সময় লেগে গেল।

লেনিনের কথা অনুসারে এই সমস্ত নেতাগণকে কি বিজ্ঞ নেতা বলা যাবে ?

কিন্তু কেন CPSU এর ২০ তম পার্টি কংগ্রেসের নেতৃবর্গ সমালোচনা আত্মসমালোচনা এবং যে পরিস্থিতিতে এই বিচ্যুতি ঘটেছিল তা বিশ্লেষণ করলেন না।

হয়ত একারণে যে "লেনিনের কীর্তির বড় ধারাবাহক ও কমিউনিজমের মহা স্থপতি"—জোসেফ স্তালিনের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত যৌথ নেতৃত্বের লেনিনীয় নীতি কখনও লঙ্ঘিত হয় নি। (Khrushchev, Mikoyan's Report Submitted at the 19th Party congress held in 1952).

অথবা : লেনিনীয় গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার স্থলে আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রিয়করণের মতো 'অশুভশক্তি'—যা সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং প্রায় সিকি-শতাব্দী সময়কাল ব্যাপী লালিত হয়েছিল—সেই 'অশুভশক্তি'র সাথে আপোষ কামিতা ?

অথবা, আমাদের কি বিশ্বাস করা উচিৎ যে, CPSU এর বর্তমান 'নেতাগণ' রাজনৈতিকভাবে এত অপরিণত যে তাদের এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাথমিক বিষয়ে ত্রুটি উপলব্ধি করতে প্রায় সিকি-শতাব্দী সময় লাগল ?

আরও, একজন ব্যক্তি-নেতার দ্বারা যখন "যৌথ নেতৃত্বের নীতি লঙ্ঘিত হয়েছিল এবং লেনিনীয় গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার স্থলে আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রীয়করণ প্রয়োগ করা হয়েছিল তখন ২০ তম পার্টি কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতৃবর্গ কি তার বিরোধিতা করেছিলেন ? না। কেন করলেন না ? কারণ CPSU এর বর্তমান নেতৃবর্গ আজকে যতটা 'বিশ্বস্ত' লেনিনবাদী ঠিক ততটাই সেদিন 'বিশ্বস্ত' স্তালিনবাদী ছিলেন। ক্রমশঃ ক্রুশ্চভ তার একই রিপোর্টে পরের উক্তিতেই স্ববিরোধিতা করেছেন—যেমন, "পার্টিতে লেনিনের শিক্ষা কেন্দ্রীয় কমিটিকে সর্বদা অবিচ্যুতভাবে পরিচালনা করেছে ও বহু বছর ও দশক ধরে পার্টির ঐক্য গড়ে তুলেছে এবং অসংখ্য শত্রুর সাথে লড়াই করে আরও শক্তিশালী হয়েছে"। যেহেতু লেনিনের শিক্ষা কেন্দ্রীয় কমিটিকে বহুবছর ও দশক ধরে সর্বদা অবিচ্যুতভাবে পরিচালনা করেছে তাহলে ওই একই সময়ে যৌথ নেতৃত্বের লেনিনীয় তত্ত্বের থেকে বিচ্যুতি হয় কি ভাবে ?

একইরকম স্ববিরোধিতা প্রতিফলিত হয়েছে 'Editorial of For a lasting peace— For peoples Democracy' (vol-3-381 at 24.2-56) এর সম্পাদকীয়তে যেখানে এই বলে শুরু করা হয়েছে "১৯তম কংগ্রেসের পূর্বে পার্টি লাইনকে লেনিনীয় বিধানগুলি যত্রতত্র লঙ্ঘিত হয়েছে" এবং শেষ করা হয়েছে এই বলে "CPSU এর লেনিনীয় ঐক্য, বরাবর এর শক্তি ও ক্ষমতার প্রধান উপাদান হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে। সোভিয়েত জনগণের শত্রুরা পার্টির ঐক্যে

বরাবর ফাটল ধরাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কমিউনিজমের শত্রুদের এই সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। পার্টির লেনিনায় ইস্পাত দৃঢ় ঐক্য থেকে তাদের হাত গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে।"

উপরোক্ত উক্তিগুলির কোনটিকে সঠিক বলা যাবে যখন আগেরটি পরেরটির শুধু বিরোধিতাই করছে না সেই সাথে পরেরটিকে বাদও দিচ্ছে, ক্রুশ্চভ কিন্তু তার বিখ্যাত 'রিপোর্ট' ও 'দীর্ঘ শান্তির' সম্পাদকীয়তে পাঠককে এ সম্পর্কে কিছুই বললেন না।

আরও, বেরী গ্রুপের দেওলিয়াপনাকে ক্রুশ্চভ দাম্ভিকতার সাথে ঘোষণা করলেন— "ভয়ঙ্কর শত্রু ও তার সহচরদের অপরাধ ষড়যন্ত্রের বিষয়টি কেন্দ্রীয় কমিটি দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা শেষ করেছে। যৌথ নেতৃত্বের পক্ষে এটি একটি বড় জয়।" যদি ক্রুশ্চভের কথা অনুসারে লেনিনের মৃত্যুর পরে প্রকৃতপক্ষে কোন যৌথ নেতৃত্ব নাই-ই ছিল তাহলে "ট্রটস্কি, বুখারিয়েটস, জাতীয় বুর্জোয়াও জনগণের অন্যান্য শত্রুদের উৎখাত কার কৃতিত্ব ? 'আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রীয়করণ' এর স্রষ্টা ব্যক্তি নেতৃত্বের ? ক্রুশ্চভ এখানে 'ব্যক্তি ভূমিকা'র প্রতি অধিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। যেহেতু আমরা সকলেই জানি সমাজতন্ত্রের ঘোর শত্রুরা যথা – ট্রটস্কি, বুখারিয়েট ও জাতীয় বুর্জোয়া—যাদের ব্যক্তি অনুরক্তির সময়েই সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করা গিয়েছিল।

ক্রমশঃ বিস্ময়করভাবে লক্ষণীয়, যখন, ২০ তম কংগ্রেসের নেতৃবর্গ প্রাভদা'র এক 'নিবন্ধে' বলছেন রাষ্ট্র ও পার্টি প্রশাসনের উভয় ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র বিদ্বেষী শত্রুরা যথা বেরিয়া গ্রুপ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করতে পেরেছে – বিগত ২০ বছরের একক ব্যক্তি ভূমিকার জন্য। যেহেতু 'ব্যক্তি ভূমিকা' ও 'বীর-পূজা'র স্থান লেনিনের সময়ে ছিল না তখন কিভাবে জনগণ ও সমাজতন্ত্রের শত্রু যথা—ট্রটস্কি, বুখারিন প্রভৃতিরা রাষ্ট্র ও পার্টি প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো দখল করতে পেরেছিল ? ২০ তম পার্টি কংগ্রেসের নেতৃগণের দীর্ঘ 'রিপোর্ট' ও বক্তৃতা থেকে কেউই এর উত্তর খুঁজে পাবেন না।

'বীরপূজা' ও 'ব্যক্তি অনুরাগ, যে মার্কসবাদ – লেনিনবাদ বিরোধী ব্যাপার এবং কম্যুনিস্ট দলের মূলনীতি হিসেবে সকলেই জানেন ক্রুশ্চভ ও মিকোয়েনদের তা পুনর্বার বলার প্রয়োজন ছিল না।

লেনিনের মৃত্যুর পরে, স্তালিন ছাড়া আর কেউ নন যিনি বারবার বীর পূজার ধারণাকে বর্জন করে চলতেন। স্তালিন এক পত্রে ১৯৩০ সালেরও পূর্বে (এই সময়েই বীরপূজা ও ব্যক্তিপূজা শুরু হয়েছিল বলে অভিযোগ তোলা হয়) কমরেড স্টাচুনোভস্কিকে লিখেছিলেন: "...আমার প্রতি তোমার ভক্তির কথা তুমি বলেছ। হয়তো এটা ঘটনাচক্রে বলা। হয়তো...কিন্তু বিশিষ্টার্থক শব্দটি যদি ঘটনাচক্রে বলা না হয়ে থাকে তাহলে আমি তোমাকে ব্যক্তির প্রতি ভক্তির 'নীতি' বর্জন করার উপদেশ দেব। এটা বলশেভিকদের পথ নয় শ্রমজীবী শ্রেণী তার দল, তার রাষ্ট্র—তার প্রতি অনুরক্ত হও। এটা হচ্ছে চমৎকার এবং কার্যকরী বিষয়। কিন্তু এর সাথে দুর্বলচিত্ত বুদ্ধিজীবীদের বৃথা ও অকেজো চাকচিক্যময় ব্যক্তির প্রতি ভক্তির সাথে গুলিয়ে ফেল না।" (Stalin work : Vol | I3 P-20)

এবং আবার, প্রখ্যাত রাশিয়ান কবি কমরেড ডেমিয়েন বেদনিকে এক পত্রের উত্তরে স্তালিন লিখেছেন; "...এবং এটা দেখা যাচ্ছে যে আমার জন্য তোমার 'জৈবিক কোমলতা'—এই যুক্তিতে আমি নিশ্চুপ থাকি তা তুমি চাইছ। তুমি কতটা কি সাদাসিধে আর বলশেভিকদেরই বা কতটুকু জান।

(ঐ একই: পৃ: ২৭)

'বীরপূজার নীতি' ও 'ব্যক্তির প্রতি আসক্তি' কে এভাবেই স্তালিন বর্জন করেছেন। তিনি বরাবর ব্যক্তি সিদ্ধান্ত—যা যৌথ চিন্তা দ্বারা প্রতিরুদ্ধ নয়, তার বিপদ সম্পর্কে তার সনাতনী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যখন এমিল লুড্‌ভিক্ ও পরে রয় হাওয়ার্ড। মহৎ ব্যক্তিদের নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি কোন ছিল' তা শেখাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, স্তালিন অধৈর্য্য হয়ে উত্তরে বলেছিলেন— "আমরা একক ব্যক্তির সিদ্ধান্ত নেইনা। অভিজ্ঞতা আমাদের দেখিয়েছে—অন্যের দ্বারা অসংশোধিত ব্যক্তি সিদ্ধান্তগুলির অধিকাংশই ত্রুটিপূর্ণ।" তিনি আরও বলেছেন "সোভিয়েত রাশিয়ার সাফল্যের মূলে আছে বিজ্ঞান, শিক্ষা, কৃষি, বিশ্ব ঘটনা প্রবাহ-সমস্ত ক্ষেত্রের সেরা প্রতিভাগুলির কেন্দ্রীয় কমিটিতে সমন্বয় ও তার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

এটা আরও অভিযোগ করা হয় যে তাঁর 'কংগ্রেসের নিকট পত্রে, ১৯২২—২৩) যা তাঁর প্রকাশের অভিপ্রায় ছিল না, ১৩ তম কংগ্রেসকে লেনিন পরামর্শ দিয়েছিলেন, কমরেড স্তালিনের 'রূঢ়তা'র প্রশ্নে সাধারণ সম্পাদক পদে স্তালিনের স্থলে অন্য কোন কমরেডের নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত। এই 'কংগ্রেসের প্রতি পত্রগুলি' সম্প্রতি বর্তমান CPSU এর 'লেনিনবাদী' নেতাগণ প্রকাশ করেছেন—যা লেনিন চান নি।

লেনিনের মৃত্যুর পরে, ১৯২৭ সালে ট্রটস্কি জিনোভিয়েভ কামেনেভ গ্রুপ স্তালিন ও CPSU (B) এর কেন্দ্রীয় কমিটিকে লেনিনের 'উইল'কে গোপন করার দায়ে অভিযুক্ত করার চেষ্টা করেছিল। CPSU (B) এর কেন্দ্রীয় কমিটি ও সেন্ট্রাল কন্ট্রোল কমিশনের যুগ্ম প্লেনামের সভায় (২৩শে অক্টোবর ১৯২৭ সাল) বিরোধী গ্রুপের (ট্রটস্কি— জিনোভিয়েভ কামেনেভ) আনা এক প্রশ্নের উত্তরে স্তালিন মন্তব্য করেছিলেন—হ্যাঁ, কমরেড এটা সত্য। যারা সামগ্রিকভাবে ও বিশ্বাসঘাতকতার সাথে পার্টিতে চিড় ধরাচ্ছেন ও দলকে ভাঙছেন তাদের প্রতি আমি তা কখনও গোপন করিনি এখনও তা করছি না। হয়তো বিচ্ছেদকারীদের কিছুটা নরমভাবে মোকাবিলা করার প্রয়োজন আছে কিন্তু আমি নিরুপায়। ১৩তম কংগ্রেস ও পরে কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামের একেবারে প্রথম সভায় আমি কেন্দ্র কমিটির প্লেনামকে সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে আমাকে অব্যাহতি দিতে বলেছিলাম (কংগ্রেসের প্রতিপত্রে লেনিনের পরামর্শ)। কংগ্রেস নিজেই এই প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করেছিল। এবং ট্রটস্কি—জিনোভিয়েভ কামেনভ সমেত সমস্ত প্রতিনিধিগণ স্তালিনকে একবাক্যে তার পদে বহাল থাকার জন্য বলেছিলেন···যেহেতু 'উইল' (কংগ্রেসের প্রতিপত্র) প্রকাশিত না হোক কংগ্রেস এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল—যেহেতু কংগ্রেসকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছিল এবং যেহেতু এর লেখক স্বয়ং লেনিনই চাননি এটি প্রকাশিত হোক এটা বিশেষ লক্ষনীয় যে এমন কোন শব্দ বা ইঙ্গিত নেই যাতে বলা হয়েছে স্তালিন ভুল করছেন। এখানে শুধুমাত্র স্তালিনের রূঢ়তার কথাই বলা ছিল। কিন্তু একমাত্র রূঢ়তাই স্তালিনের রাজনৈতিক লাইন বা অবস্থানের ত্রুটি নয় বা ত্রুটি বলে বিবেচ্য হতে পারে না।" (Stalin work. Vol. 10 P-180-81)

এখানে আরও বিশেষভাবে লক্ষনীয় যে, ১৯২২ সালের ২৩শে এপ্রিল কেন্দ্রীয়

কমিটির প্লেনাম লেনিনের আনা প্রস্তাবে স্তালিনকে CPSU (B) এর কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে এবং সেই বছরই (এটা অভিযোগ করা হয়) যে লেনিন স্তালিনকে সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে সরাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

যদিও CPSU (B) এর বর্তমান 'লেনিনবাদী' নেতাগণ তিরিশ বছর আগে মেসার্স ট্রটস্কি জিনোভিয়েভ কামেনভ যে রকম চাতুরি করতে চেষ্টা করেছিলেন সেই রকম চাতুরি করে যাচ্ছেন।

এতদসত্বেও ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে স্তালিনেরও 'কিঞ্চিৎ' বিনয় ছিল। জার্মান লেখক এমিল লুডভিক যখন স্তালিনের সাক্ষাৎকার নেন (১৯৩০), রাশিয়ার পরিবর্তনে লেনিনের প্রতিভাকে স্তালিন প্রশংসাপূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করেন কিন্তু নিজের সম্পর্কে তিনি সরলতার সাথে বলেন—আমার নিজের সম্পর্কে, আমি কেবলমাত্র লেনিনের একজন ছাত্র এবং আমার জীবনের লক্ষ্য হল তাঁর একজন যোগ্য ছাত্র হয়ে ওঠা। এবং আবার, ১৯৩৩ সালে কর্ণেল রবিন যখন তাকে বললেন-"আমার কাছে যা সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক তা হল রাশিয়ার সর্বত্র আমি লেনিন—স্তালিন, লেনিন-স্তালিন, লেনিন-স্তালিন—নামগুলি একত্র যুক্ত অবস্থায় দেখেছি" স্তালিন বিনয়ের সাথে উত্তরে বলেছিলেন—"ওটা একটা অতিরঞ্জন—আমি কিভাবে লেনিনের সাথে তুলনীয় হতে পারি।" (Stalin Work. Vol—13. P-107 and 267)। তাঁর জীবনের পরবর্তী অংশে (যখন এমনকি ক্রুশ্চভ-মিকোয়েন তাকে প্রায়ই এই বলে উধৃত করতেন "লেনিনের একজন বড় ধারাবাহক—কমিউনিজমের একজন বড় স্থপতি—আমাদের প্রিয়-নেতা এবং শিক্ষক—সারা দুনিয়ার মেহনতী জনতার নেতা ও শিক্ষক—আমাদের সমস্ত জয়ের প্রেরণাদাতা ও সংগঠক কমরেড স্তালিন") ১৯৪৭ সালে হেরল্ড স্টাশেন এর সাথে আলোচনা কালে স্তালিন বললেন, "দুটি ব্যবস্থার সাথে সহযোগিতার ধারণাটি সর্বপ্রথম লেনিন প্রকাশ করেন। লেনিন আমাদের গুরু এবং আমরা সোভিয়েত জনসাধারণ লেনিনের শিষ্য।" (Why Soviet Union fights for Peace : Tass Publication : P-23, 1954)। ক্রুশ্চভ মিকোয়েন আজ স্তালিনের মধ্যে 'বিনয়' দেখতে ব্যর্থ হচ্ছেন,—স্তালিনের ৭০ তম জন্মদিনে সেই 'বিশুদ্ধ-লেনিনবাদী' নেতাগণ বলেছিলেন "কমরেড স্তালিনের জ্ঞানী সুচিন্তিত পর্যালোচনা ও ধীর মনস্কতা, অননুকরণীয় ধৈর্য্য—ইতিহাসের অসামান্য ও দ্রুততম ঘটনা সংঘটন কালে, ব্যতিক্রমী কঠিন সময়কে সাহসিকতার সাথে মোকাবিলা—এসব দেখে কেউ আশ্চর্য্য না হয়ে পারেন না।

তথাপি, ক্রুশ্চভ মিকোয়েনের কথা অনুসারে সত্যি সত্যি সারা দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের মধ্যে "নির্দিষ্ট একজন নেতাকে হিরো ও অলৌকিক কর্মী" বানানোর প্রবণতা যদি থেকেও থাকে তবে ইনি স্তালিন নন বরং কমিউনিষ্টদের ও সমস্ত দেশগুলির ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির নেতৃবৃন্দ—কোনরকম ব্যতিক্রম ছাড়াই এমনকি CPSU এর বর্তমান 'লেনিনবাদী' নেতাগণ সমেত—সকলেই এরজন্য দায়ী। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত, সারা পৃথিবীতে এমন একজন কম্যুনিষ্ট নেতা ছিলেন না যিনি নিম্নোক্ত উচ্ছসিত প্রশংসা ছাড়া স্তালিনের নাম স্মরণ করেছেন :—

"বিপ্লবী দুনিয়ার নেতা হলেন স্তালিন। এটা অসীম গুরুত্বপূর্ণ। এটা একটা বিরাট ঘটনা যে মানবজাতি স্তালিনের আশীর্বাদ ধন্য। যেহেতু আমরা তাকে পেয়েছি তাই সব ঠিকমতো চলছে। আপনারা সবাই জানেন মার্কস, মৃত, এঙ্গেলস ও লেনিনও তাই। স্তালিন যদি না থাকতেন তাহলে আমাদের নির্দেশ দেওয়ার জন্য কে থাকত? কিন্তু তাঁকে পাওয়া—সত্যিই আশীর্বাদ। এখন দুনিয়ায় এক সোভিয়েত ইউনিয়ন আছে এবং স্তালিন ও আছেন। আমরা অবশ্যই তাঁকে অভিবাদন করব এবং আমরা অবশ্যই তাঁর কাছে শিক্ষা নেব। তাঁর তত্ব ও কর্ম—দুই-ই তাঁর নিকট থেকে শিক্ষা নেব," মাও সে তুঙ—"স্তালিনের সত্তরতম জন্মদিন উপলক্ষে"—(Mao-Tse-Tung—On Stalin's 70th birthday—'Stalin and the Chinese Revolution : Chen Pata P—1)

"মার্কস—এঙ্গেলস-লেনিন-স্তালিন এর ভাবনার জয়ের যুগ—স্তালিনের যুগ—আমাদের যুগ। আমাদের জনগণের ও সমস্ত মানবজাতির ত্রাণকর্তা—মহান ও প্রিয় নেতা—স্তালিন ততদিন বেঁচে থাকবেন যতদিন বেঁচে থাকবে আমাদের দেশের উচ্চতম পর্বতশ্রেণী।" (Enver Hoxha : Greetings to the 19 th Party Congress of the CPSU : On behalf of the Albanian party of Labour)।

"চিনের বিপ্লব সম্পর্কিত প্রশ্নগুলি সম্পর্কে কমরেড স্তালিনে চমৎকার পথনির্দেশ এক কথায় দুর্দান্ত। যুদ্ধজয়ের পক্ষে এগুলি অমূল্য বৈশিষ্টপূর্ণ ছিল যা চিনের কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে চিনের জনগণ বিপ্লবের সময়ে লাভ করেছিল। (Liu Shao-Chi : Ibid, on behalf of the CP of China)।

"সারা দুনিয়ার কম্যুনিষ্টদের মহান নেতা ও শিক্ষক, কম্যুনিষ্ট সমাজের স্থপতি, বিশ্বশান্তি মানুষের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বীর নেতা, এবং সারা দুনিয়ার খেটে খাওয়া মানুষের বন্ধু ও ভাই—আমাদের প্রিয় মহান নেতা—স্তালিন।" (Maurice Thorez : Ibid : On behalf of the French Communist Party)।

"গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ও শান্তির জন্য মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্তালিন পতাকাতলে সাহসী ও অপরাজেয় যোদ্ধা কমরেড স্তালিন—আমাদের সকলের শিক্ষক ও নেতা। স্তালিনের কর্ম আমাদের অমূল্য সম্পদ।" (Togliatti and Luigi Longo : Ibid : on behalf of CP of Italy.)

"আমাদের পিতা ও শিক্ষক—মহান স্তালিন আমাদের গর্ব।" (Klement Gottwald : Ibid : on behalf of CP of Czechoslovakia.)

"শান্তি, প্রগতি ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে প্রগতিশীল জনতার নেতা—কমরেড স্তালিন। লেনিন-স্তালিন এর গৌরবময়যুগ—আমাদের যুগ।" (Boleslaw Bierut : Ibid : on behalf of the CP of Poland.)

"আমাদের সমস্ত সাফল্যের প্রেরণাদাতা, হাঙ্গেরিয়ান জনগণের সত্যিকারের বন্ধু, নির্যাতিত মানবজাতির অবিসংবাদী নেতা—মহান স্তালিনের দীর্ঘজীবন ও সুস্বাস্থ্য কামনা করি।" (Matyas Rakosi : Ibid : on behalf of CP of Hungary.)

"কমরেড স্তালিন—সারা দুনিয়ার মেহনতী জনতার শিক্ষক, পরিচালক ও বন্ধু। জগত মানবতার ইতিহাসে স্তালিন যুগ—পূর্ণ, মুক্ত, সুখী ও শান্তিপূর্ণ জীবন; সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির, সোভিয়েত জনগণের, সারা দুনিয়ার মেহনতী জনতার মহান নেতা—কমরেড যোসেফ স্তালিন।" (Harry

Pollit : Ibid : On behalf of CP of Britain.)

"রুমানিয়ান পিপলস্ রিপাবলিকের মেহনতী জনতার হৃদয়—সীমাহীন ভালোবাসায় পূর্ণ তাদের মুক্তিদাতার জন্য—কমরেড স্তালিনের জন্য। সারা দুনিয়ায় মেহনতী জনতার শিক্ষক ও নেতা, রুমানিয়ার জনগণের মহান বন্ধু—কমরেড স্তালিন।" (Cheorghegheorg hiui-Dej : Ibid : on behalf the Rumanian Worker's Party.)

"বিশ্ব শান্তির পথিকৃত, কমিউনিজমের শ্রেষ্ঠ স্থপতি—আমাদের প্রিয় নেতা স্তালিনের সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন কামনা করি।" (Wilhelm pieck : Ibid : on behalf of the Socialist Unity Party of Germany.)

"আমাদের মায়েরা যারা আমাদের দেশের সাধারণ মহিলাগণ যাদের সন্তানদের প্রতি কমরেড স্তালিন সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তারা বলেন" ঈশ্বর আমাদের আয়ু বছরে সংক্ষিপ্ত করুন আর স্তালিনের আয়ুতে তা মিনিটে যোগ করুন, আমরা সংখ্যায় এত যে তাতেই স্তালিন চিরকাল বেঁচে থাকবেন।" (Nikos Zachariadis : Ibid : on behalf of the CP. of Greece)

"জার্মান জনগণের পক্ষে শান্তি চুক্তির জন্য নিরলস প্রচেষ্টা এবং আমাদের জাতীয় ঐক্যের পুনরুদ্ধারের জন্য কমরেড স্তালিনকে আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। জার্মান জনগণের বড় বন্ধু, গোটা পৃথিবীর মেহনতী জনতার মহান শিক্ষক ও নেতা—আমাদের স্তালিন দীর্ঘজীবী হোন।" (Max Reimnn : Ibid : On behalf of the CP of Germany West.)

"কমরেডগণ, আমাকে অনুমতি দিন, যুগোশ্লাভ ইউনিয়নের দেশপ্রেমিকগণ যারা ফ্যাসীবাদী নিপীড়ক টিটো-র‍্যাঙ্কোভিক চক্র ও সাম্রাজ্যবাদী দাসত্বের থেকে যুগোশ্লাভিয়ার জনগণকে মুক্ত করার জন্য লড়াই করেছেন—আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের শিক্ষক ও নেতা জাতিসমূহের যুক্তকারী ও শান্তির অগ্রদূত—মহান স্তালিনকে আমাদের ভ্রাতৃত্বের অভিনন্দন, অসীম ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপন করতে—মহান স্তালিন-লেনিনের ভাই; তাঁর কর্ম, তাঁর গৌরব ও তাঁর নাম যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকবে।" (Pero Popivoda : Ibid : On behalf of the Union of Yugoslav Patriots)

"আমাদের মহান নেতা ও শিক্ষক, সোভিয়েত জনগণ ও সমগ্র বিশ্বের মানবজাতির অর্জিত জয় সমূহের সংগঠক ও প্রেরণাদাতা—আমাদের প্রিয় কমরেড স্তালিন।" (Dolores Ibarrui : Ibid : On behalf of the CP of Spain)

"এখানে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই যে ভারতবর্ষ সমেত সারা বিশ্বের নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষকে তাদের নেতা মহান কমরেড স্তালিন যে পথের সন্ধান দিয়েছেন সেই-ই একমাত্র শান্তি, মুক্তি, গণতন্ত্র ও সমাজ-তন্ত্রের পথ যার জন্য আমরা সেই সেই সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতাদের, সর্বোপরি মানবজাতির মহান বন্ধু ও নেতা কমরেড স্তালিনকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। তিনি আমাদের মহান শিক্ষক ছিলেন এবং এখনও আছেন। আমরা আরও কঠোরভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অনুশীলনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি এবং সেই পথ অনুসরণ করছি যে পথ কমরেড স্তালিনের দ্বারা সুতীব্র আলোয় দীপ্যমান যাতে আরও ভালোভাবে আমরা আমাদের জনগণকে দ্রুত গণতান্ত্রিক শিবিরে সমবেত করতে পারি-যে গণতান্ত্রিক শিবিরের নেতৃত্বে আছে গৌরবময় সোভিয়েত ইউনিয়ন দীর্ঘজীবী হোন কমরেড স্তালিন।" (A. Gopalan : Ibid : On behalf of CP of India)

এ রকম আরও বহু বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলনের বিভিন্ন নেতাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা উল্লেখ করা যেতে পারে।

কিন্তু স্তালিন ও তার শিক্ষা সম্পর্কে ২০ তম পার্টি কংগ্রেসের 'লেনিনবাদী' নেতাদের অতীত ও বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য ও তুলনা করলে অবাক হতে হয়। স্তালিনের ৭০ তম জন্মদিনে এবং ১৯৫২ সালের CPSU (B) এর ১৯ তম পার্টি কংগ্রেসে তার 'বক্তৃতায়' মিকোয়েন বলেছেন—"লেনিনের কীর্তির শ্রেষ্ঠ উত্তর সূরী ও ধারাবাহক হলেন স্তালিন। —মার্কসবাদ-লেনিনবাদ দর্শন যা পৃথিবীকে পরিবর্তন করছে, স্তালিনের কাজে তা চূড়ান্ত জায়গায় উন্নীত হয়েছে। কমরেড স্তালিন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তত্ত্বের উৎকর্ষ সাধন করেছেন এবং এর দ্বারা বলশেভিক পার্টিকে সমৃদ্ধ করেছেন—কমিউনিষ্ট সমাজের মহান স্থপতি কমরেড স্তালিন। আমাদের শক্তিশালী দল এখানে ১৯ তম পার্টি কংগ্রেসে সমবেত হয়েছেন তাকে গভীর সম্মান জানাতে—যিনি আমাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন; আমাদের সংগঠিত করেছেন, সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা ও পরীক্ষার সময়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং যিনি কমিউনিজমের জয়কে সম্পূর্ণ করতে দৃঢ়তার সাথে এখনও নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন—সমস্ত প্রশংসাই বিরল স্তালিনকে—সেই কমিউনিজমের মহান স্থপতিকে। পৃথিবীর ইতিহাসের বর্তমান অবস্থায় ও আমাদের দেশের ইতিহাসে, বাঁচা, সৃষ্টি ও সংগ্রাম আমাদের পক্ষে অসম্ভব যদি না আমরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিজ্ঞানের সমাজ উন্নয়নের পথের স্তালিন সূচিত নবতর দিক নির্দেশগুলিকে সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন না করি......কমরেড স্তালিন বিজ্ঞানের তীব্র আলোয় আমাদের জীবন উদ্ভাসিত করেছেন; তিনি আমাদের একটি কর্মসূচী দিয়েছেন, এবং কমিউনিজমের দিকে আমাদের ঐতিহাসিক অগ্রগতির পরিচালনা করছেন।

CPSU (B) এর ১৯ তম পার্টি কংগ্রেসের তার সেই 'বিখ্যাত' রিপোর্ট পেশ করাকালীন 'পার্টির আইনগুলি'তে ক্রুশ্চভ বলেছেন (যা মনে হয় পার্টির আইনগুলির কিছুই করার ছিল না)।

"আমাদের সমস্ত জয় ও সাফল্য কমিউনিষ্ট পার্টির সঠিক নীতির, এর লেনিনবাদী স্তালিনবাদী কেন্দ্রীয় কমিটির সঠিক নীতির—আমাদের প্রিয় নেতা ও শিক্ষক কমরেড স্তালিনের সুদক্ষ পরিচালনার ফল। আমাদের দেশ দ্বারা স্বীকৃত আমাদের সাফল্যগুলি এজন্য যে ঘটনা হল স্তালিনের প্রতিভা দ্বারা স্থিরকৃত লক্ষ্যে পৌছতে জনগণের মধ্যে প্রচণ্ড ও নিরলসভাবে সাংগঠনিক কাজ চালিয়ে গেছে। 'অন দি গ্রেট প্যাট্রিয়টিকওয়ার অব দি সোভিয়েত ইউনিয়ন' ও মার্কসিজম অ্যাণ্ড প্রব্লেমস্ অফ লিংগুইসটিকস্' বইয়ে কমরেড স্তালিনের বিবৃতিগুলি ও আদর্শগত প্রশ্নে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তগুলি আমাদের দেশে আদর্শ শিক্ষার ক্ষেত্রে অসীম মূল্যবান। কমরেড স্তালিনের 'ইকনমিক প্রবলেমস্ অফ সোসালিজম ইন দি USSR' মার্কসবাদ লেনিনবাদ তত্ত্বে নব ও অপরিমেয় অবদান। এই বইয়ে, তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিজ্ঞানকে সৃজনশীলভাবে উন্নত করে দল ও সোভিয়েত জনগণকে আধুনিক পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের অর্থনৈতিক সূত্রের বৈশিষ্ট্যের তত্ত্ব এবং সমাজতন্ত্র থেকে কমিউনিজমে উত্তোরণের প্রাথমিক সর্তগুলির তত্ত্বধারা সমৃদ্ধ করেছেন। অন্যান্য

রচনাগুলির মতোই 'অর্থনৈতিক সমস্যা'র উপর কমরেড স্তালিনের গবেষণা কমিউনিষ্ট সমাজ গঠন সংক্রান্ত সমস্যাবলী সমাধানে এবং পার্টিকর্মী ও শ্রমজীবী মানুষকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এর চিরস্থায়ী ধারণা সমূহে শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে অসীম মূল্যবান। কমঃ স্তালিন আমাদের এই শিক্ষা দেন যে আত্ম-সমালোচনা আমাদের দলের প্রাথমিক ভিত্তির একটি অংশ। এই ১৯ তম পার্টি কংগ্রেস দলকেও সোভিয়েত জনগণকে কমিউনিষ্ট সমাজগঠনের একটি মহতী কর্মসূচীর দ্বারা সমৃদ্ধ করছে। মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদ এর দিগ্বিজয়ী তত্ব দ্বারা শক্তিশালী করে, কমিউনিষ্ট পার্টি আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মেহনতী জনতাকে লেনিন ও স্তালিনের বিরাট পতাকাতলে আরও ঘনিষ্টভাবে সামিল করছে। দীর্ঘজীবী হোন আমাদের দলের ও জনগণের জ্ঞানী নেতা, আমাদের সমস্ত জয়ের প্রেরণাদাতা ও সংগঠক—কমরেড স্তালিন।"

১৯৫৪ সালের (স্তালিনের মৃত্যুর প্রায় এক বছর পরে) এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত USSR এর সুপ্রীম সোভিয়েতের প্রথম অধিবেশনে ক্রুশ্চভ একই সুরে তার 'বক্তৃতা'য় বললেন—"মার্কস্‌-এঙ্গেল্‌স-লেনিন-স্তালিন এর চিরজীবী, জীবন-ধৃত শিক্ষাগুলি কমিউনিজ্‌মের পথকে উদ্ভাসিত করেছে' এবং আরও "দল ও কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা—কমঃ জে. ভি. স্তালিন—লেনিনের কর্মের শ্রেষ্ঠ ধারাবাহক।"

স্তালিনের মৃত্যুর পরে (৫ই মার্চ, ১৯৫৩) বড় জোর দু-বছর পরে, 'বিশ্বস্ত লেনিনবাদী' নেতৃবর্গ ক্রুশ্চভ-মিকোয়েন অ্যাণ্ড কোং হঠাৎ উপলব্ধি করলেন যে "জে. ভি. স্তালিন লেনিনের কর্মের শ্রেষ্ঠ ধারাবাহক" "বারবার লেনিনের যৌথ নেতৃত্বের নীতি লঙ্ঘন করেছিলেন" এবং "লেনিনের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রবাদ'কে "স্তালিনের আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রীয়করণ" দ্বারা অপসারিত করেছিলেন এবং ক্রুশ্চভ মিকোয়েন লজ্জাহীনভাবে 'লেনিন-স্তালিনবাদী কেন্দ্রীয় কমিটি' কে উল্লেখ করেছেন "লেনিনবাদী সি সি" এবং "আমাদের প্রিয় নেতা ও শিক্ষক, কমিউ-নিজমের মহান স্থপতি, আমাদের দলের ও সমগ্রবিশ্বের আমজনতার বিজ্ঞ নেতা, শিক্ষক আমাদের সমস্ত সাফল্যের প্রেরণাদাতা ও সংগঠক—কমঃ স্তালিন"কে সাধারণ জে, ভি. স্তালিন বলে।

'দি গ্রেট প্যাট্রিয়টিক ওয়র মার্ক্সিজম অ্যাণ্ড প্রবলেমস অফ লিংগুইসটিকস্‌ ইকনমিক প্রবলেমস্‌ অফ দি USSR' এর উপর লেখা বইগুলি—যা ক্রুশ্চভ মিকোয়েনের কথায় 'কমরেড স্তালিনের অন্যান্য লেখাগুলির মতোই আমাদের দেশের আদর্শ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ এবং 'যা সমাজতন্ত্র থেকে কমিউনিজমে উত্তোরণের তত্ব দ্বারা দল ও জনগণকে শক্তিশালী করে' এবং 'যা মার্কসবাদ লেনিনবাদের চিরস্থায়ী ধারণাতে কমিউনিষ্ট সমাজগঠন সংক্রান্ত সমস্যাবলীর সমাধানে কমঃ স্তালিনের অন্যান্য কাজের মতই অসীম মূল্যবান এবং স্তালিনের প্রতিভায় আলোকিত—সেই মহান ঐতিহাসিক পথ আমরা অতিক্রম করে এসেছি আর যে পথ আরও বেশী সুস্পষ্ট কমিউনিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যায়।"—এখন এগুলি তাদের নিকট তাৎপর্যহীন (রেফারেন্স দেওয়ারও প্রয়োজন মনে করেন নি) এমন কি 'মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের নিরিখে স্তালিনের তত্ব সূক্ষ্মভাবে পুর্ণপরীক্ষার প্রয়োজন রাখে—যদি এটা থেকে আমরা সাহায্য নিই, বলে সংশয় প্রকাশ করলেন।"

CPSU এর ২০ তম পার্টি কংগ্রেসের 'বিশ্বস্ত লেনিনবাদী' নেতাদের পক্ষেই এরকম 'বিপ্লবী' পরিবর্তন সম্ভব।

২০ তম কংগ্রেসের পাঁচবছর অতিক্রান্ত। কিন্তু ২০ তম কংগ্রেসের 'মার্কসবাদী-লেনিনবাদী' নেতাগণ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনার আজও সূক্ষ্ম পুর্ণমূল্যায়ন করলেন না। কেন? কারণ এই বিশ্বাসঘাতক নেতারা নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে, লেনিনের মুকুটচ্যুত করতে, আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলনকে সাহায্য না করে বরং সাম্রাজ্যবাদী শিবিরকে সাহায্যে উদ্দেশ্যে স্তালিনের বিরুদ্ধে কুৎসার পর কুৎসা রটালেন।" (এনভার হোজা)

ক্রমশঃ ১৯তম পার্টি কংগ্রেসে পেশ করা 'রিপোর্টে' 'পার্টি মেম্বারদের অধিকা প্রসঙ্গে ক্রুশ্চভ বললেন—"আমাদের দল সর্বদা আভ্যন্তরীণ দলীয় গণতন্ত্রে উপর গুরুত্ব দিয়ে এসেছে" এবং "পার্টি বডির যে কোনও স্তরে এমন কি CPSU এর কেন্দ্রীয় কমিটি পর্যন্ত প্রত্যেক পার্টি সদস্যের প্রশ্ন তোলার বিবৃতি দেওয়ার অধিকার আছে।" যখন "প্রত্যেক পার্টি সদস্যেরই CPSU কেন্দ্রীয় কমিটি সমেত যে পার্টি বডির যে কোনও স্তরে প্রশ্ন তোলার অধিকা ছিল এবং যখন স্তালিন 'লেনিনের যৌথ নেতৃত্বের নীতি' লঙ্ঘন করে 'ব্য নেতৃত্বের পদ্ধতি' প্রতিষ্ঠা করছিলেন তখন স্তালিন কে চ্যালেঞ্জ জান 'লেনিনবাদী' ক্রুশ্চভকে কে বাধা দিয়েছিল।

২০ তম পার্টি কংগ্রেসের দীর্ঘ 'রিপোর্ট' ও 'বক্তৃতা' থেকে যে কেউ এর পেতে ব্যর্থ হবেন এবং এই স্বাভাবিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে—হয় ক্রুশ মিকোয়েন অ্যাণ্ড কোং ১৯ তম পার্টি কংগ্রেসে (১৯৫২) মিথ্যাচারণ ক নয় তারা এই ২০ তম পার্টি কংগ্রেসে (১৯৫৬) মিথ্যাচারণা করছেন।

১৯তম পার্টি কংগ্রেসে ক্রুশ্চভ তার রিপোর্টে এ প্রতারকদের দোষারো এই বাগধারা উদ্ধৃত করলেন। 'যে মিথ্যা বলে সে কারও বন্ধু হতে পারে যে উদ্ধৃতি ক্রুশ্চভ দিয়েছিলেন ১৯তম পার্টি কংগ্রেসে সেই তার 'কথ ক্রুশ্চভকে কতটা কি ঠিক বলা যাবে।

আবার CPSU এর বর্তমান 'লেনিবাদী' নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি দেখেশুনে হতবু হতে হয়। তারা স্তালিনের বিরাট কাজ 'History of the Communi Party of the Sviet Union (Bolshevik), short Course' এ বিরোধিতা করলেন প্রাভদায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধের মাধ্যমে এই যুক্তিতে যে 'History of the Communist Party of the Soviet Unio Short Course এ ব্যক্তি অনুরাগ প্রকটভাবে প্রকাশিত এবং পরামর্শ দিলেন যে এর প্রচার বন্ধ হওয়া উচিত। সেই একই 'বই' এর উপর মাও-সে-তুঙ তাঁর বিখ্যাত নিবন্ধ 'Reform Our study' তে মার্কসবাদ—লেনিনবাদ, শিক্ষায় স্তালিনের 'History of the communist Party of the Soviet Union (Bolshevik) Short Course প্রধান পাঠ্য বই হিসেবে ব্যবহার করা উচিৎ বলে গুরুত্ব আরোপ করলেন। মাও আরও বললেন, বিগত একশ বছর ধরে বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ সংশ্লেষণ ও সমাহরণ ঘটেছে এতে' এবং যা তত্ব ও প্রয়োগের ঐক্যের প্রতিরূপ এবং সমগ্র বিশ্বে একমাত্র আদর্শ প্রতিরূপ। এই পুস্তকে সোভিয়েত বিপ্লবের সঠিক প্রয়োগ দ্বারা মার্কসবাদ লেনিনবাদের ধ্রুব সত্যের সংযোগ লেনিন ও স্তালিন কিভাবে করলেন এবং মার্কসবাদকে এই পথে কিভাবে উন্নত করলেন তা দেখে মাও-সে-তুঙ জোর দিয়ে বললেন—আমরা বুঝতে পারি চিনের কিভাবে কাজ করা উচিৎ।

এটা দেখা যাচ্ছে যে—'বইটি' সম্বন্ধে CPSU এর বর্তমান নেতাদের সাথে চিনের কমিউনিষ্ট দল ও জনগণের বিরাট মত পার্থক্য রয়েছে—মাও-সে-তুঙ যিনি শুধু সমস্ত কষ্ট ও পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে চিনের কমিউনিষ্ট দল ও জনগণের নেতৃত্বই দেননি, কমিউনিজমের লক্ষ্যে দৃঢ়তার সাথে তাদের নেতৃত্ব এখনও দিয়ে যাচ্ছেন এবং উপরন্তু তার তাত্ত্বিক অবদানের দ্বারা মার্কসবাদ—লেনিনবাদের অসাধারণ জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন।

CPSU এর ২০ তম পার্টি কংগ্রেসের নেতৃবর্গের নিকট থেকে 'প্রাভদা' নিবন্ধের মাধ্যমে 'উপদেশ' পাওয়ার পর কি মাও-সে-তুঙ নিজেকে 'সংশোধন' করে বাধিত হবেন ?

এখন অপেক্ষা আর দেখা।

ক্রমশঃ সমগ্র পৃথিবীর মেহনতী জনতার 'বিচ্ছিন্ন' নেতা ও শিক্ষকের উপর ভিত্তিহীন ও কুরুচিপূর্ণ আক্রমণের পরে ক্রুশ্চভ-মিকোয়েন মার্কসবাদ—লেনিনবাদের সাধারণ জ্ঞানভাণ্ডারে কিছু তাত্ত্বিক 'অবদান' রাখার চেষ্টা করেছিলেন। যথা—বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বরং পৃথক পৃথক দেশে পুঁজিবাদ থেকে সমাজবাদে শান্তিপূর্ণ উত্তোরণের সম্ভাবনার অনুকূলে।" যারা বুর্জোয়াদের অতিকঠিন আইনের নিষ্পেষিত হতে হতে তাদের মুক্তির জন্য বিশ্বব্যাপী লড়ে যাচ্ছেন, শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন লব্ধ অভিজ্ঞতা সমূহ ও ভবিষ্যত ঘটনাবলী নিশ্চিতভাবে প্রত্যাখ্যান ও খণ্ডন করে যে বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদ থেকে সমাজবাদে উত্তোরণ অবাস্তব ব্যাপার। কিন্তু যে বিশেষ বিষয়টি পৃথকভাবে আলোচনার প্রয়োজন তা এখানে আলোচনা হোক তা চাই না। কিন্তু প্রশ্ন হল ২০ তম কংগ্রেসের লেনিনবাদী নেতৃবর্গ কি এই প্রথম এই 'তত্ত্ব'টি ব্যাখ্যা করলেন ? অবশ্যই না। ১৯২৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত কে জানতেন না যে স্তালিন (এবং স্তালিন ছাড়া আর কেউই নন) তাঁর বিখ্যাত রচনা (Foundation of Leninism)-এ বিশেষভাবে বলেছেন …

"দুর ভবিষ্যতে, যদি প্রলেতারিয়েতরা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পুঁজিবাদী দেশগুলিতে জয়ী হয় এবং যদি বর্তমান পুঁজিবাদী চক্র সমাজবাদের দ্বারা অপসারিত হয়, কোন কোন পুঁজিবাদী দেশে 'শান্তিপূর্ণ' উন্নতির পথ সম্পূর্ণ সম্ভব, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির 'অন অনুকূল' তার নিরিখে সেই সমস্ত পুঁজিপতির প্রলেতারিয়েতদের পক্ষে পর্য্যন্ত ছাড় দিতে 'স্বেচ্ছায়' দ্রুত বিবেচনা করবে। কিন্তু এই অনুমান শুধুমাত্র দুর ও সম্ভাব্য ভবিষ্যতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। নিকট ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে, যাই হোক না কেন এই অনুমানের কোন ভিত্তি নেই।" (Foundation of Leninism : 1924 P. 45)

২০ তম কংগ্রেসের 'লেনিনবাদী' নেতাদের কাছে এই সমস্ত ঘটনার স্বীকৃতিতে সাধারণ বিনয় আশা করা কি খুব বেশী ?

ক্রমশঃ ২০ তম পার্টি কংগ্রেসের নেতৃবর্গ স্তালিনকে দোষারোপ করলেন টিটোর প্রতি ভুল করার জন্য—সেই টিটো যিনি যুগোশ্লাভ শোধনবাদীদের নেতা, যিনি প্রলেতারিয়েতদের শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কিত মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তত্ত্বের, ও প্রলেতারিয়েত বিপ্লব ও একনায়কত্বের সাথে শুধু বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন তাই নয় প্রলেতারিয়েত পার্টি থেকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে পুরোপুরি বর্জন করেছিলেন। উপরন্ত বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ শক্তির দালাল হিসাবে কাজ করেছেন এবং এখন ও করে যাচ্ছেন। এবং এখনও, টিটো বিশ্ব সমাজবাদী পরিবারের এক অকৃত্রিম সদস্য হিসাবে গণ্য হচ্ছেন ক্রুশ্চভ-মিকোয়েন অ্যাণ্ড কোং'র তৎপরতায়, যাদের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অপেক্ষা টিটোবাদ-ট্রটস্কিবাদের সাথে অধিকতর সদৃশ।

'২০ তম কংগ্রেসের' দেড় বছর যেতে না যেতেই বিশ্ব কমিউনিষ্ট দলগুলির প্রতিনিধিগণ মস্কোয় মিলিত হলেন এবং বিশ্ব সমাজবাদের শিবির থেকে টিটোকে বাধিত করলেন বহিষ্কার করে কারণ তারা দেখলেন 'বিশ্বাসঘাতক' বিশ্বাসঘাতকই থেকে গেছে, আগে যা করতেন এখনও তা করছেন—বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীলদের অগ্রদূত হিসাবে কমিউনিষ্ট বিরোধিতা।

যারা এই বিশ্বাসঘাতকদের সাথে এই রকম মার্কসবাদ বিরোধী অপবিত্র জোট বাঁধার প্রচেষ্টা নিয়েছিল তাদের প্রকাশ্য ভৎসনা করার দিন অবশ্যই আসবে।

ক্রমশঃ CPSU এর ১৯ তম পার্টি কংগ্রেসে (১৯৫২) দেওয়া বিখ্যাত বক্তৃতায় স্তালিন, সোভিয়েত ইউনিয়নের, গোড়া থেকেই, বিশ্বের ভ্রাতৃসম দল ও জনগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত 'ঋণ' (আস্থা, সহানুভূতি ও সমর্থন রূপ) স্বীকার করে ঘোষণা করলেন—"স্বাভাবিক কারণেই আমাদের দল ভ্রাতৃসম দলগুলির নিকট অঋণী থাকতে পারে না এবং সময় মত তাদের ও তাদের জনগণকে সাহায্য করবে তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে এবং তাদের শান্তি রক্ষার সংগ্রামকে ……এটা খুবই কঠিন ছিল, অবশ্যই, এই মহান উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে যতদিন না আমাদের একক ও নিসঙ্গ 'শক ব্রিগেড' ছিল, যতদিন না আমাদের একেবারে একাকী অগ্রদূতের দিশা সম্পাদন করার ছিল……এখন আমাদের দলের পক্ষে এই মহান উদ্দেশ্য সম্পাদন করা অনেক সহজতর হয়েছে যেহেতু আজ চীন এবং কোরিয়া থেকে চেকোশ্লোভাকিয়া ও হাঙ্গেরীতে নতুন 'শক ব্রিগেডগুলি' জনতার গণতন্ত্ররূপে দেখা দিয়েছে……/……সেই সমস্ত কমিউনিষ্ট, ডেমোক্রাটিক ও ওয়ার্কাস এবং কৃষকদলগুলি যারা এ পর্যন্ত ক্ষমতায় আসেনি এবং যারা বুর্জোয়াদের দানবীয় আইনের তলায় থেকে এখনও কাজ করে যাচ্ছে—তারাই আমাদের বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট করছে।"

২০ তম পার্টি কংগ্রেসের 'লেনিনবাদী' নেতৃবর্গ চাতুর্য্যের সাথে শুধুমাত্র 'ঋণ' অর্থাৎ সংযুক্ত দেশগুলির শ্রমজীবি মানুষের সংগ্রামকে সক্রিয় সমর্থনকরা, যে দেশের জনগণ তাদের শোষক শ্রেণীর জ্যাকবুটের তলায় ত্রাহি ত্রাহি করছে—যাদের ১৯ তম পার্টি কংগ্রেসে স্তালিন, স্বীকৃতি ও আশ্বাস দিয়েছিলেন, অস্বীকার করলেন তাই নয়, উপরন্ত সেই সমস্ত দেশের শাসক শ্রেণীর সাথে নির্লজ্জভাবে অপবিত্র জোট বাঁধলেন এবং এভাবেই সর্বহারা-আন্তর্জাতিকতাবাদ (Proleterian-Internationalism) রূপান্তরিত হল জাতীয় স্বাদেশীকতাবাদে (National-Chouvanism)। ইতিমধ্যে, তাদের কাজের ধারায়, মেসার্স ক্রুশ্চভ অ্যাণ্ড কোং এত নীচে নামলেন যে এমনকি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির প্রতিনিধিদের রক্তাক্ত হাত চুমু খেলেন, যারা জাতিকে 'মুক্ত করার বদলে ধর্ষণ করতে সমর্থ' (লেনিন) যেমন মেসার্স ট্রটস্কি অ্যাণ্ড কোং ২য় ইণ্টার ন্যাশনালকে প্রতারণার সময়ে করেছিলেন। প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার, "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিনিধি, যিনি বিগত দশ বছরের ও বেশী সময় কোন সন্দেহ ছাড়াই পূর্বের চেয়ে শতগুণ অধিক বর্বর নিগ্রহের উপায়গুলি গ্রহণ করে দেশের শ্রমজীবি মানুষের অসাধারণ সন্তানদের, নিগ্রো জনগণের, ও প্রগতিশীলদের উপর নির্যাতন চালালেন। এবং আরও, বলগাহীন ঘোষণা

করলেন যে এসমস্ত মানুষেরা সমগ্র বিশ্বজুড়ে হিংসার রাজত্ব কায়েম করতে চায়।" (Long live Leninism : P—23-24)। সেই আইজেনহাওয়ার ক্রুশ্চভএর কথায় আজ 'শান্তির দূত'। কমিউনিজমের কট্টর শত্রুদের একজন, প্রেসিডেন্ট নাসের ক্রুশ্চভ এর জগীবীদোস্ত, যার কয়েদখানায় ২০০০ এর ও বেশী কমিউনিষ্ট ও প্রগতিবাদী আজ নির্যাতিত হচ্ছেন যেমন হত নাৎসী ক্যাম্পে।

নেহেরুর মধ্যে প্রশ্নবোধক কোমলতা ও দৃঢ়তা তুলেছেন ক্রুশ্চভ। নেহেরু কখনই পুনর্বার বলার চেষ্টা করেন নি যে 'মার্কসবাদ ইতিমধ্যেই পুরোনো হয়ে গেছে' এবং যিনি মনে করতেন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তার যথার্থতা হারিয়ে ফেলেছে। ঐ একই নেহেরু যিনি আবিষ্কার করেছিলেন একটি নূতন ধরনের 'সমাজবাদ' যা 'উদার বুর্জোয়াদের' কাছে গ্রহণযোগ্য। এই নেহেরু মার্কা সমাজবাদ, সমাজবাদের ধারণার সাধারণ স্বীকৃতি এবং পুঁজিবাদের নবক্রম কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করে এই উদ্দেশ্যে যে জনগণকে বোকা বানানো ও সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের বিপ্লবী ধারাকে দূরে সরিয়ে রাখা, লেনিনের কথায় 'মার্কসবাদের জীবিত আত্মা'।

মাও-সে-তুঙ তার বিখ্যাত প্রবন্ধ 'On people's Democratic Dictatorship' এ বলেছেন—"সান-ইয়েৎ-সেন এর চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতা ও চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির আঠাশ বছরের অভিজ্ঞতা আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছিল যে ব্যতিক্রমহীন ভাবে চীনা জনগণকে আবশ্যিকভাবে হয় সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষ অথবা সমাজবাদীদের পক্ষ নিতে হবে। বেড়ার উপর বসে থেকে কিছুই হবে না, কারণ সেখানে কোন তৃতীয় রাস্তা নেই। (Sitting on the fence will not do, nor there is a third road) চিয়াংকাইশেকের প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত যা সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষভুক্তি করে, তা আমরা বাধা দিই। এবং আমরা আরও তৃতীয় রাস্তার ভ্রমকেই বাধা দিই। শুধু চীনই নয়, সারা বিশ্বব্যাপী সমস্ত জনতাকেই হয় সাম্রাজ্যবাদ নয় সমাজবাদের পক্ষে যেতে হবে। নিরপেক্ষতা মানেই ছদ্মবেশে থাকা; কারণ তৃতীয় রাস্তা অলীক।

চীনের বিরুদ্ধে তিব্বতের প্রতিবিপ্লবের পরে লাসায় টিপটিপ করছে এবং পরাজিত প্রতিবিপ্লবীরা ভারতে পালিয়ে গেল এবং সামান্তের ঘটনার পরে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি দোষারোপ করলেন নেহেরুকে—"যিনি সর্বদাই দ্বিমুখী কৌশল অবলম্বন করতেন" এবং নেহেরুর 'মধ্যপন্থা' কে উল্লেখ করে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি তাদের বিবৃতিতে বললেন-"খোলাখুলি বললে ঘটনা হল এই যে ভারত সরকার সর্বদাই দ্বিমুখী কৌশল ব্যবহার করেছে। এই ধরনের কৌশল গ্রহণ বস্তুত বন্ধুদেশের প্রতি অস্বাভাবিক।"

যদিও, ক্রুশ্চেভ নেহেরুর বিদেশ নীতিতে "তৃতীয় রাস্তা" ও তার নেতৃত্বে 'নিরপেক্ষ ভারত' দেখছেন, যা সমাজবাদের জন্য আকাংখিত। তিনি নেহেরুকে তার কাজের দ্বারা বিচার না করে তার বদান্য বক্তৃতার দ্বারা বিচার করেন যদিও তার (নেহেরু) কথাগুলি তার কাজের দ্বারা প্রতিপদে বাতিল হয়েছে।

ক্রুশ্চভ অত্যন্ত বেশী কথা বলেন এবং উদার ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের নিকট গ্রহণযোগ্য সবকিছুই বলেন যা বুর্জোয়াদের ধারণাতীত জগতে যায় না। কিন্তু তিনি মূল বিষয়ে কিছুই বলেন না, যেমন—ধনীত্বের প্রতিরোধ না ভেঙ্গে, এর শত্রুদের বলপূর্বক দমন না করে মেহনতী শ্রেণী জয় অর্জন করতে পারেনা—(লেনিন) ও যেমন-বুর্জোয়াদের শাসনযন্ত্রকে জোর করে ধংস না করে প্রলেতারিয়েত বিপ্লব অসম্ভব—(মার্কস)।

ক্রমশ: ১৯ তম পার্টি কংগ্রেসে (১৯৫২) পেশ করা তত্ব স্তালিন ব্যাখ্যা করলেন —"পূর্বে বুর্জোয়ারা উদারপন্থীদের কাজ করতে দিত বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার জন্য এবং এ ভাবেই তারা জনগণের নিকট জনপ্রিয়তা লাভ করে। এখন সেই উদারতাবাদের চিহ্নমাত্রও নেই। সেই তথাকথিত 'ব্যক্তি স্বাধীনতা' আর অবশিষ্ট নেই। ব্যক্তি অধিকারগুলি এখন তাদের দিকেই প্রসারিত যাদের পুঁজি আছে এবং যখন অন্যান্য নাগরিকগণ মানব কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে একমাত্র শোষিত হবার উপযুক্তরূপে। মানুষ এবং জাতির প্রতি সমঅধিকারের নীতি নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে; পরিবর্তে স্থান দখল করেছে সংখ্যালঘু শোষক সম্প্রদায়ের একচেটিয়া অধিকারের নীতি এবং শোষিত সংখ্যাগুরুদের অধিকারহীনতা। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার পতাকা দূরে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। আমি মনে করি একমাত্র আপনারা, কম্যুনিষ্ট ও ডেমোক্র্যাটিক দলগুলির প্রতিনিধি যারা আছেন তাদেরই এই পতাকা তুলে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে, যদি আপনারা জনগণের বৃহত্তম অংশকে আপনাদের সাথে সামিল করতে চান। এটা তোলার আর কেউই নেই।"—এটা CPSU এর ২০ তম পার্টি কংগ্রেসের নেতৃবর্গ দ্বারা অস্বীকৃত হয়েছে। স্তালিনের উপরোক্ত ভাবনা বিগত কয়েক বছরের ইতিহাস প্রমাণ করেছে এবং চলতি আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী প্রতিদিন ঐ ভাবনার নির্ভুল সত্যতা প্রমাণ করছে যেহেতু 'বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার পতাকা ইতিমধ্যেই দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে' এবং গোটা দুনিয়া জুড়ে সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী দেশগুলিতে প্রতিনিয়ত নিক্ষিপ্ত হচ্ছে।

'পুঁজিবাদী দেশের মধ্যে যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবিতী'র প্রশ্নে ক্রুশ্চভ ও CPSU এর বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটি স্তালিনের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। আরও ভিন্নমত পোষণ করেন বিশ্বশান্তি সংরক্ষণের উপায়গুলি সম্পর্কে। স্তালিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে তিনি আর একটি বিশ্বযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবীতায় বিশ্বাস করতেন (যে যুদ্ধ হল, সমাজবাদী শিবির বনাম যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী শিবির এর সামগ্রিক যুদ্ধ)। এটা হল ডাহা মিথ্যা। স্তালিন কখনও বলেননি যে আর একটি বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। তিনি যা বলেছিলেন তা হল ঠিক এর বিপরীত। ১৯৫১ সালে 'প্রাভদা'র প্রতিনিধির নেওয়া সাক্ষাৎকারের সময় যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল: 'আপনি কি মনে করেন আর একটি বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী?' স্তালিন সুনির্দিষ্টভাবে উত্তরে বললেন—'না, বর্তমানে, অবস্থা যা তাতে কোন দিক থেকেই বলা যাবে না যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।' (Interview with Pravda Correspondent—Foreign publishing House—Moscow 1951, P—12)। অবশ্য সেই একই সময়ে তিনি লেনিনের সর্বজনবিদিত তত্ব 'সাম্রাজ্যবাদ নিশ্চিতভাবে যুদ্ধ উৎপাদন করে' ও 'পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবীতা'র কথা মনে করিয়ে দিতে ভুলে যান নি। যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবীতা এবং বিশ্বশান্তি সংরক্ষণ প্রশ্ন আলোচনাকালে স্তালিন তার বিখ্যাত 'ইকনমিক প্রবলেমস্ অফ সোসালিজম ইন দি USSR' রচনায় বলেছেন……সাধারণভাবে পুঁজিবাদী দেশগুলির নিজেদের মধ্যে যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবীতা নষ্ট করতে আজকের শান্তি আন্দোলনই যথেষ্ট নয়। এটা এই জন্য যথেষ্ট হবে না যে, কারণ শান্তি আন্দোলনের সমস্ত সাফল্য সত্বেও

সাম্রাজ্যবাদ টিঁকে থাকবে। এবং তাই যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবীতাও টিঁকে থাকবে তিনি আরও পরামর্শ দিলেন—"যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবীতাকে নির্মূল করতে সাম্রাজ্যবাদের অবসান প্রয়োজন।" শান্তিরক্ষা প্রসঙ্গে প্রাভদার প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে স্তালিন বললেন—"শান্তি সংরক্ষণ ও শক্তিশালী করা যাবে যদি জনগণ শান্তি রক্ষার কাজটি নিজেদের হাতে তুলে নেয় এবং একে শেষ পর্যন্ত প্রতিহত করে।" কিন্তু ঐ একই সময়ে তিনি আমাদের সতর্ক করে দিতে ভুললেন না যে—"যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হবে যদি যুদ্ধবাজরা জনপ্রিয় জনতাকে মিথ্যার জালে জড়িয়ে ফেলতে সফলকাম হয়, তাদের প্রতারণা করতে পারে ও আর একটি বিশ্বযুদ্ধে তাদের প্ররোচিত করতে পারে।" (Interview with Pravda Correspondent P—14)

ক্রুশ্চভ শান্তির জন্য 'উকিল' হওয়ার ভান করছেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন যে শুধুমাত্র চা-চক্রের সম্মেলনগুলিতে যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীলদের সাথে 'কাগুজে চুক্তি' করেই শান্তিরক্ষা করা যাবে। এবং 'বৃহৎ জাতিগুলির প্রতিনিধিদের উপর নির্ভর করে শান্তির ভবিষ্যত। বিগত কয়েক বৎসরের ইতিহাস সন্দেহাতীত ভাবে ক্রুশ্চভ'এর শান্তি নীতির চূড়ান্ত ব্যর্থতা প্রমাণ করে যেহেতু তার সমস্ত 'শান্তিমিশন'গুলি বিশ্বশান্তির ক্ষেত্রে কোনরূপ ইতিবাচক ফল উৎপাদন না করেই শেষ হয়েছে। বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় তার সমস্ত শান্তির অগ্রগতির জন্য প্রচেষ্টাগুলিকে অন্তর্ঘাতের দ্বারা ব্যর্থ করেছে সেই সমস্ত 'শান্তিপ্রেমিক' যারা সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের লোক এবং ক্রুশ্চভ আয়োজিত শান্তি সম্মেলনগুলিতে যারা 'অংশগ্রহণকারী' ছিলেন। এই প্রসঙ্গে অসংখ্য ঘটনার মধ্যে একটি হ'ল প্যারিসে চুক্তি সম্মেলনের ঠিক প্রাক্কালে U-2 প্লেন দিয়ে সোভিয়েতের এলাকা লঙ্ঘন।

এই প্রসঙ্গে, 'In Refutation of Modern Revisionism' পুস্তিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধে চিনের কমিউনিষ্ট পার্টির তরফে ওয়াঙ-চিয়া-শিয়াং স্তালিনের 'থিসিস' কে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বললেন—"আমরা সর্বদা এই মত পোষণ করে আসছি যে দৃঢ়তার সাথে শান্তিরক্ষা করতেই হবে এবং এভাবেই একে রক্ষা করা যাবে। কিন্তু এই লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে শান্তিরক্ষাকারী সমস্ত শক্তিগুলিকে একত্রিত হতে হবে এবং যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধেনিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। এখানে যুদ্ধ প্রতিহত করাই একমাত্র বিষয় নয়। এখানে আরও পরিষ্কার করে দেওয়া উচিৎ যে যুদ্ধের ভীতিকে কাটিয়ে ওঠার মতো ক্ষমতা জনগণের অবশ্যই আছে।"

যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কে 'বাগ্মী' ক্রুশ্চভের দৃষ্টিভঙ্গির অসংগতি লক্ষ্য করে দেখলে অবাক হতে হয়। ১৯৬০ সালের ২১শে জুন অনুষ্ঠিত রুমানিয়ার ওয়ার্কস পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে পেশ করা বক্তৃতায় ক্রুশ্চভ শুরু করেছেন—"আমাদের পার্টির ২০ ও ২১ তম কংগ্রেসের ঘোষিত তত্ব হল শান্তিপূর্ণ সহবস্থানের নীতি সরাসরি যুক্ত যে আমাদের সময়ে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী নয়...এই প্রশ্নে আজ যান্ত্রিক ভাবে বারবার বলা উচিত নয় যা কয়েক দশক আগে ভলাদিমির ইলিচ লেনিন সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে বলেছিলেন (সাম্রাজ্যবাদ অপরিহার্যভাবে যুদ্ধ উৎপন্ন করে) এবং যতদিন না সমাজবাদ সমগ্রবিশ্বে জয় লাভ করছে ততদিন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবিতা বজায় থেকেই যাবে। এবং এই ঘটনা স্বীকার করে শেষে বললেন যে 'আজকের দিনে যুদ্ধ যে শুধুমাত্র সম্ভব তাই-ই নয় সেই সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধকালীন অবস্থা চলতেই থাকবে যে যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজরা শুরু করেছে'। তিনি যখন বললেন "এবং যদি সাম্রাজ্যবাদীরা ভয়াবহ যুদ্ধ করে আমাদের সমাজবাদী শিবির কি সেই যুদ্ধ বন্ধ করার মতো অবস্থায় থাকবে? উত্তরে বলব-হ্যাঁ। ১৯৫৬ সালে, যখন ফ্রান্স, ব্রিটেন ও ইজরায়েল মিশরকে আক্রমণ করেছিল, মিশরকে তার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করার জন্য আগ্রাসী শক্তিগুলি যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ করার প্রচেষ্টা শুরু করেছিল—আমাদের হস্তক্ষেপ সেই যুদ্ধ বন্ধ করেছিল..১৯৫৭ সালে আমরা সিরিয়ার উপর তুর্কীদের আক্রমণ-যে আক্রমণ ছিল US সাম্রাজ্যবাদের ফসল তাও আমরা প্রতিহত করেছিলাম...১৯৫৮ সালে, ইরাকে বিপ্লবের পরে আমেরিকা ও ব্রিটিশরা ইরাক আক্রমণের উদ্দেশ্যে সেখানে সমরশক্তি সমাবেশ করেছিল ...আমেরিকা গভর্ণমেন্ট এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র যুদ্ধের বীজ বপন করেই চলেছে। ২০ এবং ২১ তম কংগ্রেস ঘোষিত উপরোক্ত তত্ব 'যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী নয়।' এর বিরোধিতা করে চীনের 'Honga' এর সম্পাদকীয় বিভাগ 'Long live Leninism' নামে বিখ্যাত নিবন্ধে বললেন—যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নটি কি এখন আর কোন ইস্যু নয়? সাম্রাজ্যবাদ যদি না থাকে, শোষণ পদ্ধতি যদি না থাকে তাহলে যুদ্ধের প্রশ্ন কি আর থাকবে? অথবা এমনকি যদি সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণ পদ্ধতিকে চিরদিনের জন্য বেঁচে থাকতে দেওয়া হয় তাহলে কি যুদ্ধের প্রশ্ন থাকবে না? ঘটনা হল এই যে, দ্বিতীয় যুদ্ধের পর থেকে যুদ্ধকালীন অবস্থা ধারাবাহিক ভাবে আছে। জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমন করতে সাম্রাজ্যবাদীকে যুদ্ধ ও বিভিন্নদেশে বিপ্লবের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধের সশস্ত্র হস্তক্ষেপকে কি যুদ্ধ হিসাবে গণ্য করা হবে না? এমনকি যদিও এই সমস্ত স্থানীয় যুদ্ধগুলি বিশ্বযুদ্ধ সৃষ্টি করে না তাহলেও কি এগুলি যুদ্ধ নয়? যদিও এ সমস্ত যুদ্ধে নিউক্লীয়র অস্ত্র ব্যবহৃত না হয়ে চলতি অস্ত্র সমূহ ব্যবহৃত হয় তবুই কি এগুলোকে যুদ্ধ বলা যাবে না? আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদীদের তাদের ১৯৬০ সালের বাজেটের প্রায় ৬০% ব্যয় সমর সম্ভার বৃদ্ধি ও যুদ্ধ প্রস্তুতি বরাদ্দ কি আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদের কি আগ্রাসী নীতি হিসাবে গণ্য নয়? পশ্চিম জার্মানী ও জাপানী মিলিটারিজম এর পুনরুত্থান কি মানব জাতিকে আরও একটি বিশ্বযুদ্ধের সামনে দাঁড় করাবে না? (Long live Leninism P.—12)

ইতিমধ্যে ১৯৬১ সালের অক্টোবর মাসে CPSU এর আরও একটি কংগ্রেস (২২তম কংগ্রেস) অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ক্রুশ্চভ "সেই শয়তান আবার তার শিং দেখিয়েছে; যে তার সমালোচকদের মুখবন্ধ করতে চায় এবং যারা তার বিরোধিতা করার স্পর্ধা দেখায় তাদের নিঃশেষ করে দিতে চায়—Enver Hoxha—Leader of the Albanian party of Labour)'

এই ২২ তম কংগ্রেসে মেসার্স ক্রুশ্চভ অ্যান্ড কোং শুধুমাত্র স্তালিনের বিরুদ্ধেই তাদের ভিত্তিহীন ও কুরুচিপূর্ণ কুৎসা রটনা করেননি; সেই সঙ্গে সবার বিরুদ্ধেই রটিয়েছেন যারা তাদের সংশোধনবাদী ও মার্ক্সবাদ বিরোধী নীতির সাথে সহমত পোষণ করেননি—যে নীতি ব্যাপকভাবে ধ্বংস করা হয়েছে এবং যা গোটা বিশ্বের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দলগুলির আন্তর্জাতিক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বকে প্রতিনিয়ত ধ্বংস করছে।

তামাম দুনিয়ার জনসাধারণ রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে, একটি 'মৃতদেহ'

এর উপর ক্রুশ্চভের পাশবিক নিগ্রহ দেখে ভয়ানক ভীত। এই অমানবিক কাজ কোনরূপ নীতিগত যৌক্তিকতা দাবী করা দূরে থাক, রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধাও দাবী করতে পারে না। 'ব্যক্তি অনুরাগকে' রুখতে এক 'মৃতদেহ' কে নিগ্রহ করে তিনি যে পদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন দূর অতীতের কিছু ব্যতিক্রমী ঘটনা বাদ দিলে বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে এর তুলনা মেলা ভার।

আলবেনিয়ান পার্টি অফ লেবার ও তার পরীক্ষিত নেতাদের উপর তার (ক্রুশ্চভ) জঘন্য আক্রমণগুলি শুধুমাত্র শ্রমজীবী মানুষের অগ্রদূত-দের মধ্যেই নয়, সামগ্রিক ভাবে শ্রমজীবী জনসাধারণের মধ্যেও বিরাট হতাশার সৃষ্টি করেছে। ক্রুশ্চভ আলবেনিয়ান পার্টি অফ লেবার এবং এর নেতাদের (Enver Hoxha ও Mehmet Shehu) মার্কস বিরোধী বলে দোষারোপ করলেন। তিনি আরও বললেন এদের কাজগুলি "আলবেনিয়ান জনগণের স্বার্থবিরোধী ও সামগ্রিকভাবে সোশ্যালিস্ট কমনওয়েল্থএর ঐক্য বিরোধী। তিনি এই কথাগুলি বললেন প্রকাশ্য কংগ্রেসে এবং এমন সালিশী রাস্তায় যে তিনি নিজেই জঘন্যভাবে ৮১ পার্টি দলিলের মতৈক্যের ঘোষণাকে লঙ্ঘন করে, যে দলিল সারা দুনিয়ার কম্যুনিষ্ট দল ও ওয়ার্কস পার্টিগুলির মধ্যের বিবাদগুলির আপোষে মীমাংসা দাবী করে, ৮১ পার্টি দলিল বলছে : "যখনই একটি দল আর একটি ভ্রাতৃসম দলের কাজকর্ম সম্পর্কিত প্রশ্ন পরিষ্কার করতে চাইবে, এর নেতৃত্ব সংশ্লিষ্ট দলের নেতৃত্বের নিকট প্রস্তাব পেশ করবেন, প্রয়োজনবোধে সভা ও পরামর্শ করবেন। শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের স্বার্থগুলি প্রত্যেক কমিউনিষ্ট দলের শ্রেণীর ঐক্যে ও সমস্ত দেশের কম্যুনিষ্টএর মহান সৈনিকদের আরও ঘনিষ্ট করে তুলবে। তারা তাদের ইচ্ছা ও কাজের মধ্যে ঐক্য দাবী করে। প্রত্যেক মার্কসবাদী লেনিনবাদী দলগুলির সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিকতা-বাদী কর্তব্য হল বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে বৃহত্তর ঐক্যের জন্য নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাওয়া।" (Documents of the meeting of Representatires of the Lomnunist and worker's Parties : Moscow, Nouember-December 1960)

এই প্রসঙ্গে, আলবেনিয়ায় থাকাকালীন (May 25 June 4, 1959) ক্রুশ্চভের বক্তৃতা গুলি লক্ষ্য করলে অবাক হতে হয়। তিনি সর্বদা তখন আলবেনিয়ার পার্টি ও তার নেতাদের খুব সুনাম করতেন। বিশেষত যখন Enver Hoxha ও Mehmet Shehu সম্পর্কে উল্লেখ করতেন এই বলে—"বিরাট মার্কসবাদী—লেনিনবাদী যারা দৃঢ় ও ঋজুভাবে মার্কসবাদ—লেনিনবাদের দিকে অগ্রসরমান।" ১৯৫৯ সালের ২৮শে মে Korce এর এক সভায় বক্তৃতায় ক্রুশ্চভ বললেন—"প্রিয় কমরেডগণ আপনাদের ঐতিহাসিক শহর দেখে আমরা অভিভূত এই কারণে যে এই শহর আলবেনিয়ার লেবার পার্টির জন্মস্থান। এই লেবার পার্টি এমনই একটা দল যে দল মার্কসবাদ—লেনিনবাদের তত্ত্ব ও প্রয়োগের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এটা দেখে আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্টরা আনন্দিত। আমরা আরও আনন্দিত এখানে এসে, আপনাদের মধ্যে আপনাদের দেশের এবং দলের নেতাদের সাথে, আমাদের প্রিয় বন্ধু কমরেড এনভার হোক্সা যিনি আপনাদের শহরে বীর আলবেনিয়া পার্টি অফ লেবার এর গোড়াপত্তন করেছেন। (N. S. Krushchov—world without Arms without work—vol-1 P-355)

দেড় বছর যেতে না যেতেই, সেই একই ক্রুশ্চভ আলবেনিয়ান পার্টি অফ লেবার ও তার পরীক্ষিত নেতাদের এই বলে দোষারোপ করছেন যে তারা মার্কসবাদ বিরোধী দীর্ঘদিন ধরে অপ্রকৃতিস্থ এবং অনিবার্যকর। এই নেতারা বলপ্রয়োগ ও খামখেয়ালি আইন প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতার ব্যবহার করেন"..."আলবেনিয়ার পার্টি নেতৃবর্গ স্তালিনের ব্যক্তিত্বের অনুরাগকে উচ্চে স্থান দিয়েছেন ও ২০ তম পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলির বিরুদ্ধে তিক্ত লড়াই শুরু করেছেন সমাজবাদী দেশগুলিকে তাদের প্রকৃত লক্ষ থেকে বিপক্ষগামী করার চেষ্টায়। (concluding Speech by N. S. Khrushchov at the 22nd Congress of the C. P. S. U)

যেহেতু আলবেনিয়ায় দল ও তার নেতৃবর্গ 'দীর্ঘদিন ধরে অপ্রকৃতিস্থ ও অনিষ্ঠকর ...এবং স্তালিনের ব্যক্তিত্বের অনুরাগকে উচ্চে স্থাপন করেছেন এবং C. P. S. U (1956) 'এর ২০ তম পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলির বিরুদ্ধে তিক্ত লড়াই শুরু করেছেন সমাজবাদী দেশগুলিকে তাদের প্রকৃত লক্ষ্য থেকে বিপথগামী করার চেষ্টায় তাহলে কিভাবে ক্রুশ্চভ ১৯৫৯ সালে যথাযথভাবে আলবেনিয়ার পার্টি ও তার সেই একই নেতৃবর্গকে সার্টিফিকেট দেন একথা উল্লেখ করে—"এই সেই দল যে দল শক্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে মার্কসবাদ লেনিনবাদ এর তত্ত্ব ও প্রয়োগের উপর, যা দৃঢ় ও ঋজুভাবে মার্কসবাদ—লেনিনবাদের দিকে অগ্রসরমান আলবেনিয়ার পার্টি অফ লেবার এর নেতা কমরেড Hoxh সমাজবাদ গঠণের রাস্তায় জনগণকে দৃঢ়তার সাথে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কস পার্টিকে এখন অবধি মহান ঐক্যের লক্ষে দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে লড়ে যাচ্ছেন, লড়ে যাচ্ছেন সমাজবাদী শিবিরভুক্ত দেশগুলির সমাজের। আর মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এর বিশুদ্ধতার জন্য? N. S. Khrushchov—world without Arms world without wars; Vol—1 P. P. 340/55/63)

ক্রুশ্চভ এর দীর্ঘ 'রিপোর্ট ও বক্তৃতা' তার পরস্পর বিরোধী ও দ্বৈত ভূমিকা থেকে আবারও যে কেউ এর যথার্ততা সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে সেই 'মিথ্যাবাদী' একমাত্র মিথ্যার প্রতিই বিশ্বস্ত।

CPSU এর ২০, ২১ ও ২২ তম কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলি শুধুমাত্র জনগণের বৃহত্তম অংশকেই বিশ্বাসী করতে ব্যর্থ হয় নি সেইসাথে এমনকি শ্রমজীবী শ্রেণীর অগ্রদূতদেরও ব্যর্থ হয়েছে, তাদের লেনিনবাদী অবস্থান, যা শুধুমাত্র স্তালিনের শিক্ষা থেকে বিদায়ই নয় তার সাথে প্রকৃতঅর্থে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে বিচ্যুতি। ২০, ২১ ও ২২ তম কংগ্রেসের নেতৃবর্গ তাদের 'রিপোর্ট ও বক্তৃতা'র দ্বারা একমাত্র শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলনের সৈনিক বর্গের মধ্যে বিরাট বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন—যা অগ্রদূত (কমিউনিষ্ট) ও জনগণের বৃহদাংশের মধ্যের সুসম্পর্কের অবনতি ঘটায়।

এতে কার লাভ হবে? লাভ হবে শ্রমজীবী শ্রেণী ও সমাজবাদের শত্রুদের।

উপরোক্ত ঘটনাসমূহ স্পষ্টতঃই প্রমাণ করে যে CPSU এর ২০, ২১ ও ২২ তম কংগ্রেসের নেতৃবর্গ ডাহা মিথ্যুক, সচেতন বিশ্বাসঘাতক মহান কর্মের পক্ষে, যে কীর্তি মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্তালিন বিশ্বে শ্রমজীবী মানুষের নেতৃবর্গের করার কথা বলা হয়েছিল।

ক্রমশ : সকল প্রকার সর্ত ও পরিস্থিতির মধ্যে দলকে, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত গ্রহণ করতেই হবে, ও তা কার্য্যকরী করতে হবে—এটা বলা হয় এবং একজন লেনিনবাদীর কখনও সংখ্যাগরিষ্ঠের বিপক্ষে যাওয়া উচিত নয়।

দল ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাবাদের সম্পর্কে এটি হল লেনিনের শিক্ষা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা। কারণ CPSU (B) এর ভিত্তিস্থাপক ও তৃতীয় আন্তর্জাতিকের স্রষ্টা লেনিন কখনও সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়েন নি যে ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের কোন নীতিগত ভিত্তি নেই। CPSU (B) ও দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশানালের অবস্থানের ইতিহাসে এমন একটি সময় ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত বা দলের তাৎক্ষণিক স্বার্থ সর্বহারাদের মৌলিক স্বার্থের সাথে সংঘাত সৃষ্টি করেছে। এই সব ঘটনায় লেনিন কখনও ইতস্ততঃ করেন নি এবং নীতির সমর্থনে দলের সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরুদ্ধে তিনি দৃঢ়তার সাথে সিদ্ধান্ত নিতেন। উপরন্তু, এই সমস্ত ক্ষেত্রে তিনি ভীত হয়ে পড়তেন না এবং দ্বিধাও করতেন না। আক্ষরিক অর্থে সবার বিরুদ্ধে একা লড়তেন এই কথা ভেবে যা তিনি প্রায়শঃ বলতেন —"সেই হচ্ছে একমাত্র সঠিক পথ বা নীতির উপর দাঁড়িয়ে আছে।"

এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত ঘটনা দুটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ১ম ঘটনা—১৯০৮-১১ সালে যখন দল প্রতিবিপ্লবের কলে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল তখন দল পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। দলের মধ্যে এই সময়টি অবিশ্বাসের সময় ছিল, দল-ছাড়ার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল—শুধুমাত্র বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই নয় আংশিক ভাবে শ্রমিকদের মধ্যেও দেউলিয়াপনা ও অচলাবস্থার সময়। শুধুমাত্র মেনশেভিকরাই নয় এমনকি বলশেভিকরাও বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে এ রকম প্রবণতাও ছিল, শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলন থেকে অধিকাংশই বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ঠিক সেই সময়ে অবৈধ সংগঠনগুলিকে পুরোপুরি বিলুপ্ত করে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং শ্রমিকদের নিয়ে "একটি বৈধ, Stolypin party" গঠনের কথা হয়েছিল। সেই সময়ে লেনিনই একমাত্র লোক যিনি বহুবিস্তৃত মহামারীর কবলে মাথা না পড়ে পার্টিনীতির পতাকাকে উচ্চে তুলে ধরে, আশ্চর্য্য ধৈর্য্য সহকারে ও অসাধারণ অধ্যাবসায়ের সাথে ইতস্ততঃ ছড়ান ও বিচ্ছিন্ন অংশগুলোকে একত্র করে, শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলনের মধ্যে প্রত্যেক পার্টি বিরোধী প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই করে অসম সাহস ও অতুলনীয় অধ্যবসায়ের সাথে পার্টির নীতিকে রক্ষা করলেন।

দ্বিতীয় ঘটনা—১৯১৪-১৭ সালে, যখন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ তুঙ্গে চলছে এবং যখন সমস্ত বা প্রায় সমস্ত সোসাল ডেমোক্রাটিক ও সোস্যালিষ্ট দলগুলি সাধারণ দেশপ্রেমের উন্মাদনার বশবর্তী এবং তাদের সংযুক্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সেবায় নিয়োজিত। এটা এমন একটা সময় ছিল যখন দ্বিতীয় ইন্টার ন্যাশনাল তার ভাবমূর্ত্তি পুঁজিবাদের কাছে বিবর্ণ করে ফেলেছিল, যখন প্লেখনভ, কাউটস্কি, গুসেদের মতো এবং বাকীরাও উগ্র স্বাদেশিকতার ভাঁটা প্রতিরোধ করে টিঁকে থাকতে পারেন নি। সেই সময়ে লেনিনই একমাত্র ব্যক্তি, সকলের মধ্যে একমাত্র ঐক্য, সামাজিক উগ্র স্বাদেশিকতা ও সামাজিক শান্তিকরণবাদের বিরুদ্ধে স্থির লক্ষ্যে সংগ্রাম চালিয়ে ছিলেন গুসেদে ও কাউটস্কিদের প্রতারণাকে রুখতে ও বিপ্লবী'দের দ্বৈতমতের দোদুল্যমানতাকে বিচ্ছিন্ন করতে। লেনিন জানতেন যে তিনি শুধুমাত্র গুরুত্বহীন, সংখ্যালঘুদের একটি অংশের সমর্থন পাচ্ছিলেন কিন্তু তার কাছে এটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তির সময় ছিল না, যার জন্য তিনি জানতেন যে এটাই একমাত্র সঠিক নীতি যার সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যত। এই নীতিই হল আন্তর্জাতিকতাবাদের অবিচলিত কৌশল যে কৌশল সঠিক নীতির উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। (উপরোক্ত ঘটনা দুইটিই স্তালিন ওয়ার্কস; Vol—6, pp – 60/61 থেকে উদ্ধৃত)।

এখন এটা পরিষ্কার যে, একজন অনুগত লেনিনবাদীর শুধুমাত্র অধিকারই নয় তার আবশ্যিক কর্তব্য হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রাথমিক নীতির পতাকাকে তুলে ধরা; এবং প্রয়োজনবোধে একা লড়ে যাওয়া সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের বিরুদ্ধে যদি সেই মত প্রলেতারিয়েতদের প্রাথমিক স্বার্থের পরিপন্থী হয়।

CPSU এর ২০, ২১ ও ২২ তম কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলি এবং পরবর্তী থিসিস ও থিয়োরী, যা এর নেতৃবর্গ দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল, সেগুলি বিচার করা উচিত এই নিরিখে যে সেগুলি প্রলেতারিয়েতদের প্রাথমিক স্বার্থের ও প্রলেতারিয়েত আন্তর্জাতিকতাবাদের পরিপন্থী কি না। এবং যদি এই নীতি নির্ধারণ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রাথমিক নীতিগুলির বিরুদ্ধে যায় তাহলে লেনিন তাঁর সময়ে যেভাবে উপরিউল্লিখিত কায়দায় ঘটনার মোকাবিলা করেছিলেন সেই ভাবে মোকাবিলা করা উচিত।

যদি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির উত্তর এখন ও পাওয়া যায় নি, অর্থাৎ 'দলত্যাগী ও সংশোধনবাদী'দের বস্তুগত ভাবনা ও বিষয়গত প্রস্তুতি- যা সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট দলের মতো দলেরও বিচ্যুতিকে বৃদ্ধি করেছিল—"যে দল লেনিনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও জে. ভি. স্তালিনের দ্বারা লালিত হয়েছিল" (মাও-সে-তুঙ), সে দল বিগত কয়েক দশককে বহু যুদ্ধে ইস্পাত দৃঢ়তা লাভ করেছিল, সেগুলো কি কি? দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশানালের বিশ্বাসঘাতকতার কারণগুলি বিশ্লেষণ করে লেনিন বললেন "সুবিধাবাদ একটি আকস্মিক ঘটনা নয়, পাপ নয়, পদস্খলন নয়, ব্যক্তিবিশেষের প্রতারণাও নয়—এটি হল সমগ্র ইতিহাসিক যুগের সামাজিক ফসল।"

অনুবাদ ● খোসমদ্দিন শেখ

প্রয়াত সত্যজিৎ ভট্টাচার্যের
কবিতা সংকলন প্রকাশের পথে

স্তালিনের সপক্ষে

একজন ব্রিটিশ কর্মীর আলোচনা ও মন্তব্য

[সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির বিংশৎ কংগ্রেসের অধিবেশনে স্তালিন হনন এক্ নিস্তালিনীকরণ অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে শান্তিনীতির নামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে এক ধরনের কনসেশন বা ছাড়-য়র ক্রুশ্চভীয় পলিসিও কার্যকরী হতে থাকে। ক্রুশ্চভ এবং তৎকালীন সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ তৎকালীন যুগকে "আণবিক যুগ" বলে বর্ণনা করেন এবং "আণবিক যুগ"-এ মার্কসীয়-লেনিনীয় ব্যাখ্যার বিশেষ করে, যুদ্ধ ও যুদ্ধের মোকাবেলার ব্যাখ্যার অনেক কিছুই পরিবর্তিত হয়ে গেছে বলে বলতে থাকেন। এই প্রবন্ধের লেখক এই ক্রুশ্চভীয় অপপ্রচারের জবাবে অত্যন্ত নির্ভুল এবং বলিষ্ঠভাবে যুদ্ধ এবং সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে লেনিনীয় নীতি ব্যাখ্যা করেছেন এবং উর্ধে তুলে ধরেছেন।

এই প্রবন্ধটিতে এই লেখকই প্রথমে স্তালিনকে হত্যা করা হয়েছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং স্তালিনের "মৃত্যুর" আগে ও পরের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করে ও প্রকাশ্য নানান বিবৃতি ঘিরে বিজ্ঞানসম্মত যুক্তির অবতারণায় তাঁর সন্দেহর কারণ বিশ্লেষণ করেন। তাছাড়া ১৯৫৭ সালে টিটো মস্কো থেকে ফেরার পথে বলেছিলেন 'স্তালিনকে হত্যা করা হয়েছে' তারও উদাহরণ লেখক দেন এবং ব্যাখ্যাও।

এই প্রবন্ধটির লেখকের নাম অনেক অনুসন্ধান করেও জানা যায়নি। প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশ করে লণ্ডনস্থ ব্রিটিশ অ্যাণ্ড আইরিশ কমিউনিষ্ট অর্গানাইজেশন (বি অ্যাণ্ড আই, সি, ও) নামে একটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সংগঠন—যারা গ্রেট ব্রিটেন এবং আয়ারল্যাণ্ড-এর সংশোধনবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে এই সংগঠনটি গড়েছেন।

"রৌরব" প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রণ কালে এই নাম-না-জানা কমিউনিষ্টকে বিপ্লবী অভিনন্দন জানায়]

লেখক কর্তৃক ভূমিকা

এই যুক্তিগুলি লিখিত হয়েছে শুধুমাত্র মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকেই অর্থাৎ, এর উদ্দেশ্য একটিই, মেহনতি শ্রেণীর স্বার্থ। আলোচনা, সিদ্ধান্ত বা মন্তব্য—যাই এখানে আনা হয়েছে শুধুমাত্রই সেগুলি সংশোধনবাদ-বিরোধীদের জন্য নির্দিষ্ট এবং ব্রিটেনে মার্কসবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য একটি পদক্ষেপ।

প্রধান দলিলটি "২০তম কংগ্রেসের বৈশিষ্ট্য এবং উদ্দেশ্য" হচ্ছে ক্রুশ্চভের দ্বারা নিস্তালিনীকরণ ঘোষণার দিনগুলির রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং ব্রিটিশ পুঁজিবাদী ছাপাখানা থেকে যা মুদ্রিত ও প্রচার করা হয়েছিল সেগুলির একটি তাৎপর্য ব্যাখ্যা। "স্তালিন ও আধুনিক সংশোধনবাদ"—নিবন্ধটি লেখা হয়েছিল এ বছরের প্রথম দিকে এবং দুটি দলিল-ই প্রচার করা হয়েছিল গোপনে। প্রচারের অনতিপূর্বেই পরিস্থিতির উপযোগী ও চাহিদা বিবেচনায় লেখা হয়েছিল ক্রুশ্চভের পদচ্যুতি বিষয়ক নিবন্ধ।

প্রথম আন্তর্জাতিকের জন্য খসড়া-কর্মসূচীতে মার্কস-এর উল্লেখে এঙ্গেলস বলেন যে মার্কস "মেহনতি শ্রেণীর বিচার বুদ্ধি-বৃত্তির উন্নয়নের উপর সম্পূর্ণই বিশ্বাস রেখেছিলেন, যা মীমাংসা, আলোচনা ও সংযুক্ত উদ্যোগের নিশ্চিত ফল বা স্বাভাবিক পরিণতি।"

ব্রিটিশ কম্যুনিষ্ট পার্টির সংশোধনবাদী নেতৃত্বের দ্বারা অনেককাল মার্কসবাদ পরিত্যক্ত হবার পর আবারও সেই পরিস্থিতি এখন ঘুটেনে। অধুনা সংশোধনবাদ বিরোধী কাজকর্ম এবং আলোচনাই মার্কসবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাওয়া এবং এই দলিলগুলি প্রকাশের অর্থ শুধুমাত্র এই সমস্ত আলোচনার জন্য অংশ নেওয়া ও মার্কসবাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে আসা।

একই উদ্দেশ্যে আমরা চেষ্টা করব সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যেই এবং পত্র পত্রিকায় যাতে এগুলি সহজ-প্রাপ্য হয় এবং এই ভূমিকার শেষে এই বিষয়ে আমরা এক প্রস্তাব-ও রাখছি। সমস্ত গোষ্ঠীর কাছে এও প্রস্তাব রাখছি যে সকলে এই দলিলটি মুদ্রণের ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করুন।

সর্বশেষে, লেখক সেই সমস্ত কমরেডদের প্রতি কৃতজ্ঞ যাঁরা এই দলিলের মুদ্রণ সংক্রান্ত যাবতীয় দায়দায়িত্ব নিয়ে এর প্রচারের ব্যবস্থা করছেন। তাঁরা কেউই ক্রুশ্চভের "মেটিরিয়াল ইনসেনটিভ" নন বরং আমি তাঁদের নাম না করলেও তাঁরাই প্রথম ব্যাপারটা বুঝেছেন এবং তাঁদের ছাড়া এই লেখার প্রকাশ সম্ভব হত না।

প্রস্তাব : এই দলিলের যাবতীয় বক্তব্য উৎসাহী গোষ্ঠী বা পত্রপত্রিকা পুনর্মুদ্রণ করতে পারেন কোন রকম অনুরোধ বা অনুমতি ছাড়াই এবং পারিশ্রমিক ব্যতিরেকে-ই।

বিশতম কংগ্রেসের অর্থ—

"এক মহান মার্কসিষ্ট-লেনিনিষ্ট"—মস্কোয় চৌ-এন-লাই দ্বারা আনীত স্তালিনের জন্য শ্রদ্ধার্ঘ-মাল্যটির উপরে লেখা ছিল।

১॥ বছর নয় আগে সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির ২০ তম অধিবেশনে ক্রুশ্চভের কুখ্যাত গোপন দলিল প্রাথমিকভাবে স্তালিন হত্যার ঘটনা চেপে রাখার জগদ্দল পাথর হয়েছিল এবং পার্টি নেতৃত্ব উৎখাতের আরো অন্যান্য অপরাধগুলি চাপা দেবার ব্যাপারেও বীমাস্বরূপ প্রতিনিধিত্ব করেছিল।

২॥ এই ব্যাপারটিকে বুঝে উঠতে আমরা নিশ্চয়ই সংক্ষেপে ঘুরে দেখবো বিশ্ব রাজনীতির সেই সব ঘটনাগুলিকে, যার সঙ্গে এই বিশেষ ব্যাপারটির প্রত্যক্ষ যোগ আছে। শুধুমাত্র সঠিক সিদ্ধান্তগুলি নেওয়ার জন্যই আমরা সততার সঙ্গে এবং বস্তুনিষ্ঠ মূল্য নিরূপণ করব না এইসব ঘটনাগুলির উপরন্তু, এর প্রয়োজন আরও বেশী কারণ সংশোধনবাদীরা এই সমস্ত ঘটনাগুলির গুরুত্ব চাপা দিতে, একে নস্যাৎ করতে এবং নিজেদের সন্দেহজনক উদ্দেশ্যগুলিকে নির্মল ছদ্মবেশে সাজিয়ে তুলতে সমস্ত রকমের চেষ্টা চালাচ্ছে। সংশোধনবাদী এই প্রচারের ধোঁয়াশা-জাল ছিন্ন করে নিজেদের দায়িত্ব পূরণ করতে আমরা অবশ্যই আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরব স্তালিনকে, আরও বেশি গুরুত্ব সংকারে অনুধাবন করব তাঁর শেষ দিকের রচনার মধ্যে রাজনীতির পরিস্থিতি প্রসঙ্গ যা এসেছে এবং গভীর ও প্রকটভাবে তিনি যা আলোচনা করেছেন আপাত প্রচ্ছন্ন শক্তিগুলির বিষয়ে, যা প্রচ্ছন্ন হওয়া সত্বেও ঘটনাগুলির নিয়ামক।

৩॥ এই বিশ্লেষণ খসড়ায় শুধুমাত্র প্রকাশিত দলিল ব্যবহার করা হয়েছে যার

সমস্তগুলিই কৌতূহলী কমরেডরা পরীক্ষা করে নিতে পারেন। মোটামুটি দু-ধরনের বক্তব্য সম্বলিত দলিল আমরা ব্যবহার করেছি। প্রথমত, স্তালিনের প্রকাশিত বক্তব্যগুলি এবং তত্ত্বগত বিশ্লেষণ বিশেষ করে তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস আগে যা সম্পূর্ণ করা হয়েছিল মাত্র—"USSR-য়ে সমাজতন্ত্রীয় অর্থনৈতিক সমস্যাবলী"তে। দ্বিতীয়ত, প্রেস রিপোর্টগুলি, যা সংবাদপত্র ও অন্যান্য নানান সূত্র থেকে পরীক্ষা করা যায়। বেশির ভাগ পাঠক মাত্রেই উল্লিখিত ঘটনাগুলিকে স্মরণে আনতে পারবেন। অনেকে আবার নানান সময়ে স্তালিনের বক্তব্যগুলি সরাসরি রিপোর্ট থেকে বা কোন উদ্ধৃতি থেকে জেনে থাকবেন। বক্তব্যগুলি যেমন অস্বীকার করা যাবে না তেমনই ঘটনাগুলিকেও অস্বীকার করা চলে না। আমি শুধুমাত্র এই সমস্ত প্রকাশিত দলিলগুলি পরীক্ষা করতেই পরামর্শ দেব না বরং আবেদন রাখছি যে তাঁরা এটা করুন। আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ও নিষ্পত্তিমূলক বিষয়গুলিতে আমাদের সুচিন্তিত মতামত দেবার জন্য এটা খুবই প্রয়োজনীয়।

৪ ॥ আমাদের এই দলিলটির জন্য যতটুকু দরকার, শ্রেণী বাস্তবতার সেই বিষয় প্রসঙ্গ আমরা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে চাই। এই বিশ্লেষণে আমাদের একটি কার্যকর অস্ত্র হচ্ছে মার্কসবাদ। অনেক প্রাজ্ঞ ও নিষ্ঠাবান কমরেড-ও দেখা যাচ্ছে মার্কসীয় তত্ত্বকে অবহেলা করছেন অথবা এই তত্ত্বের ভূমিকাকে পুরোপুরি বোঝেন না। কিন্তু এই মুহূর্তে যা অনেক বেশি আমাদের বিষয়ানুগ তা হচ্ছে—যাঁরা তত্ত্বটির কথা মুখে বলেন, যাঁরা আগ্রহ সহকারে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রশ্নে এ তত্ত্বের দীর্ঘপ্রসারী প্রয়োগের আলোচনা করেন কিন্তু রাজনীতিক সমস্যায় জর্জরিত হয়েও কোন সমাধানের প্রশ্নেই এ তত্ত্বের প্রয়োগ বিষয়ে অনুশীলন করেন না, এমন কি আন্তঃপার্টি বিষয় সমূহে-ও নয়। অথচ, কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে শ্রেণীসংগ্রাম এবং সর্বোপরি শ্রেণীসংঘাত প্রশ্নে মার্কসবাদের যে রকম সরাসরি প্রয়োগ তেমন আর কোথায় ?

৫ ॥ এরই ব্যাখ্যায় এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির উত্তরে কিভাবে সংশোধনবাদ শুধুমাত্র একটি ভ্রান্ত ও ভোঁতা বক্তব্য ফেনায় সেটা দেখাতে আমরা আমাদের বিশ্লেষণ শুরু করতে চাই বন্ধ্যাত্ব (Stagnation) প্রশ্ন নিয়ে এবং দেখা যাক এর পিছনে ঠিক কি আছে। একটি অন্যতম সংশোধনবাদী ভিত্তি-চিন্তা হচ্ছে এই যে স্তালিনের জীবদ্দশার শেষ বছরগুলিতে সোভিয়েত সমাজ ছিল 'বন্ধ্যাত্ব'-র শিকার, আর এই অবস্থার জন্য প্রাথমিকভাবে তিনিই ছিলেন দায়ী এবং এই বন্ধাবস্থা থেকে পরিবর্তন আসে উদ্দাম ও প্রাণবন্ত ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বেই। সংশোধনবাদীদের রূপকথা এ পর্যন্ত-ই থাক।

৬ ॥ প্রশ্নটির বিশ্লেষন এবং সমস্ত আনুষ্ঠানিক মহিমার উত্তর দিতে গিয়ে আমরা সুনির্দিষ্ট জিজ্ঞাসা রাখছি : মার্কসবাদের মৌলিক ও অন্যতম নীতি কি ? —এটা একটা আন্তর্বিরোধের ধারণা, অভ্যন্তরীণ অসঙ্গতির তত্ত্ব। পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ে, প্রকৃতিতে, চিন্তায় এবং সমাজে অগ্রগতির মূলে রয়েছে বৈপরীত্যের দ্ব—এই নিয়ম-এর ধারণা। এই ধারণাটিই হবে আমাদের প্রধান হাতিয়ার স্তালিন প্রশ্নের বিশ্লেষণে। কারণ, বাস্তবিক এটাই প্রতিফলিত করবে মূল অসঙ্গতিগুলিকে যা আমাদের বিবেচনাধীন ঘটনাগুলির নির্ণায়ক। পরিষ্কারভাবে এই আন্তর্বিরোধের ধারণাকে যদি প্রয়োগ করা যায় সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রশ্নে, নেতৃস্থানীয় সভ্যদের কাজকর্মে এবং বিবেচনাধীন সময়কালে ঐ কমিটির সিদ্ধান্তগুলির উপর, দেখা যাবে ঐ কমিটির ভিতরে বিপরীত সংঘাতগুলির প্রধানতম সংঘাতটি-ই হচ্ছে মার্কসবাদ ও সংশোধনবাদের মধ্যে, যার বৈশিষ্ট্য আজ খুবই পরিষ্কার। সংঘাতটি ছিল প্রলেতারিয়ান ও বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরোধজনিত। এইটিই পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের অভ্যন্তরে মার্কসবাদ ও সংশোধনবাদ ধারার মধ্যেকার সংঘাতে ভূমিকা গ্রহণ করে। আধুনিক সমাজের মূল বিভাজন থেকে উৎপন্ন হয়ে চূড়ান্ত হয়ে উঠলো যে বিরোধ : দুটি প্রধান শ্রেণীর মধ্যেকার সংঘাত—মার্কসবাদের প্রথম কর্মসূচীর দলিল "কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেস্টো" এটিকে গ্রহণ করেছিল "স্টার্টিং পয়েন্ট" হিসাবে। যেমনই 'দ্বান্দ্বিক' ধারণার কমরেড হোন না কেন বা যত বেশিই তারা দ্বন্দ্ব বিষয়ে কথা বলুন না অথবা, বৈপরীত্যের একত্ব বিষয়ে, যদি এই নিয়মের ব্যবহারিক বিষয়ে তারা সপক্ষও অবলম্বন করেন তবু প্রয়োগ ক্ষেত্রে তারা জানাবেন পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ে আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি বা দ্বন্দ্ব রয়েছে শুধুমাত্র সোভিয়েত কেন্দ্রীয় কমিটি ছাড়া। পার্টির ভিতরে দ্বন্দ্ব-কে অস্বীকার করে মার্কসীয় বিশ্লেষণী পদ্ধতির মূল হাতিয়ারটিকেই তারা বাতিল করেছেন সেই বিষয়ের বিশ্লেষণে মার্কসবাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানই রয়েছে যেখানে।

৭ ॥ তবে এই 'বন্ধ্যাত্ব' তত্ত্বের পিছনে কোন সত্য রয়েছে ? এটা ঘটনা যে সোভিয়েত নেতৃত্বের মধ্যে দুটি বিপরীত শক্তির অবস্থান ছিলই। স্তালিনের নেতৃত্বে একটি মার্কসবাদী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধতা করত দক্ষিণপন্থা, জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলি সোভিয়েত সংশোধনবাদীদের নেতৃত্বে। যুদ্ধ-পরবর্তী কিছুকাল স্তালিন ছিলেন জাজ্বল্যমান, কিন্তু ১৯৫০-য়ের সময় থেকে সংশোধনবাদী শক্তিগুলি দ্রুত বাড়তে থাকে এবং ১৯৫২ সালে স্তালিন নেতৃত্বের মধ্যে স্পষ্টতই সংখ্যালঘু হয়ে যান। তথাকথিত ১৯৫০-য়ের এই 'বন্ধ্যাত্ব' তত্ত্বের বস্তুগত উপাদান ছিলই না বিপরীতভাবে বলা যায় একটি ভয়ংকর লড়াই চলেছিল তলে তলে যে লড়াইতে দুই বিপরীত শক্তির কোনটিই চূড়ান্ত বিজয় লাভ করতে পারেনি।

৮ ॥ নিঃসন্দেহে যুদ্ধ-পরবর্তী কিছুকাল সোভিয়েত ইউনিয়নে তথাকথিত এই 'বন্ধ্যাত্ব' তত্ত্বর কোন চিহ্ন-ই ছিল না। দ্রুত পুনর্গঠন প্রক্রিয়া, যার নির্দিষ্ট একটি রূপরেখা দেখা গেছে ১৯৪৬ ফেব্রুয়ারীতে স্তালিনের বক্তৃতায় : জিনিসপত্রের মূল্য হ্রাস, মুদ্রাসংস্কার, ব্রিটেনের বন্টন ব্যবস্থা (রেশনিং) উঠে যাবার আগেই এখানকার বন্টন ব্যবস্থা তুলে নেওয়া, মৃত্যুদণ্ড প্রথা বাতিলকরণ (যা কিনা ক্রুশ্চভ ব্যাপক হারে প্রবর্তন করেছিলেন নিজস্ব পশ্চাদপসরণের ফলস্বরূপ অতিরিক্ত মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে উন্মত্ত পদক্ষেপ হিসাবে)। সবচেয়ে উল্লেখ যোগ্য হচ্ছে যুদ্ধ এবং এর পরিণতি গুলি তুচ্ছ করে পারমাণবিক পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্রুত অগ্রগতি ঘটানো যতদিন পর্যন্ত না ঘোষণা করা যেতে পারে যে সাম্রাজ্যবাদী পারমাণবিক একচেটিয়া ক্ষমতা ভেঙে দেওয়া হল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কম্যুনিষ্ট ইনফরমেশন ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করা হল যখন কিনা ফ্রান্স এবং ইতালীয়ান পার্টিগুলি বুর্জোয়া সরকারে অংশ নিয়েছে, ব্রিটিশপার্টি বুর্জোয়া সরকারকে সমর্থন জানিয়েছে, টিটোবাদ প্রকাশ্য হয়ে পড়ে নি এবং পূর্ব ইউরোপে শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতা চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়নি (উদাহরণস্বরূপ রুমানিয়ায় তখনও পর্যন্ত ছিল রাজতন্ত্র)। সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা ও ধ্বংসের, উদ্দেশ্যে এর

পরই উপস্থিত হয় আন্তর্জাতিক শান্তি আন্দোলনের কীর্তন।

৯॥ তবে কি করে বলা যেতে পারে যে ১৯৫২ সালে স্তালিন নিশ্চিতভাবে সংখ্যালঘু ছিলেন? এ ব্যাপারে সবচেয়ে নিষ্পত্তিমূলক দলিলটি হচ্ছে সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির ওই বছরে অনুষ্ঠিত ১৯ তম কংগ্রেস লেনিনের মৃত্যুর পর সেইই প্রথমবার স্তালিন রাজনৈতিক বিবরণী দিলেন না। ১৯ তম কংগ্রেসে তাঁর সরাসরি প্রকাশ্য অংশগ্রহণ বলতে শুধুমাত্র দেখা গেল বিদেশী প্রতিনিধিদের প্রতি স্বাগত-ভাষণ। আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েত এমনই একটি বিবরণীর অপেক্ষায় অধীর ছিল এবং আশায় ছিল যে স্তালিন, যিনি একমাত্র বিচার্য ছিলেন, তিনি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রটিকে ওই বিশেষ পরিস্থিতিতে তত্ত্বগত ব্যাখ্যার সাহায্যে কিভাবে শ্রেণী বিশ্লেষণ স্বচ্ছ করবেন সম্যকভাবে। এমন একটা বিবরণ রাখতে কি তবে হয়েছিল? এটার কারণ কি স্তালিনের বয়স অথবা স্বাস্থ্য অথবা ভবিষ্যত দলনেতা হিসেবে ম্যালেনকভ-কে উপস্থিত করার ইচ্ছাপ্রকাশ? না, এর কোন অর্থেই নয়। পরবর্তী সময়ে স্তালিন নিজেই অর্থনৈতিক শিক্ষাপুস্তক প্রকাশ করে দেখালেন তত্ত্বগত বিশ্লেষণ বা বিচারে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম। স্তালিনের স্বাস্থ্য বিষয়ক গালগল্পের অজুহাত-ও আমরা অবশ্যই বাদ দেব যে, পরবর্তী বছরেই তাঁর মৃত্যুর কারণ এরই (স্বাস্থ্যের) অবনতিস্বরূপ এবং অসুস্থতা মারাত্মক বেড়ে যাওয়ায়। মেনে নিতে হয় অনতিপূর্ব যুদ্ধের দায়দায়িত্বগুলি সফলতা সত্বে-ও তাকে বয়সী করে দিয়েছিল। পাশাপাশি তাঁর নিজের বয়স-ও বিচার্য। এতদ্‌সত্বেও স্তালিনের মৃত্যুর মাত্র কিছুকাল আগে-ও যেসব বিদেশী তাঁর সঙ্গে আলোচনা বা সাক্ষাৎকার সেরেছিলেন সকলেই জানিয়েছিলেন যে তিনি শারীরিক এবং মানসিক উভয় দিক থেকেই সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন।

১০॥ ম্যালেনকভ বিষয়ে যদি আমরা ১৯-তম কংগ্রেসের রিপোর্ট এবং ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬ সালে নির্বাচকদের উদ্দেশ্যে স্তালিনের বক্তব্য তুলনামূলক বিচার করি তবে একটা পরিষ্কার চিত্র পেয়ে যাব। এখানে আমাদের তুলনামূলক বিশ্লেষণটি সংক্ষেপে করা যেতে পারেঃ স্তালিনের যুদ্ধ পরবর্তী বক্তব্য ছিল ভারী শিল্পগুলির জন্য দীর্ঘ-মেয়াদী প্রকল্প সুপারিশ নিয়ে, যা ছিল 'দুর্ঘটনা'-র মোকাবিলা অর্থাৎ সে সময়কার বিশ্ব পরিস্থিতির নতুন বৈশিষ্ট্যের উপযোগী একটি অন্যতম পন্থা। 'দুর্ঘটনা'টি হল : সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্রের অধিকারী হয়ে পড়েছিল। এর কয়েক বছর পরেই মাত্র ম্যালেনকভের কংগ্রেস রিপোর্ট সুপারিশ করছে হাল্কা-শিল্প প্রকল্প। আমাদের সিদ্ধান্ত এইই শুধুমাত্র হতে পারে যে পূর্ববর্তী স্তালিন সুপারিশের বিপরীত এমন রিপোর্ট তৈরী হয়েছিল সংশোধনবাদী সংখ্যাগরিষ্ঠের সরাসরি বিরুদ্ধাচারণ দ্বারা এবং স্তালিন নিজের ক্ষমতা অনুসারে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ রেখেছিলেন বা এমন রিপোর্টের পক্ষে নিজের নাম জড়াতে অস্বীকার করেছিলেন। পশ্চিমী 'বিশেষজ্ঞ'-দের দ্বারা প্রায়শঃই ম্যালেনকভ স্তালিনপন্থী হিসেবে চিহ্নিত এবং ১৯-তম কংগ্রেসের পরবর্তী সময়ে বহু কমরেডদের দ্বারাও বিষয়টি গৃহীত এবং প্রচারিত। বাস্তবে, আমার ধারণায়, সোভিয়েত নেতৃত্বের মধ্যেকার চূড়ান্ত সংশোধনবাদী শক্তিগুলির তিনি প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, পরবর্তীকালে যিনি কিনা সাম্রাজ্যবাদীদের অনুমোদন পাবার উদ্যোগ নিয়েছিলেন প্রায় সন্ধিশর্তে আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে। আমাদের বক্তব্যে এটুকুই আপাতত যথেষ্ট হবে যে সেই সময়ে দেখা গেল ম্যালেনকভ এবং ক্রুশ্চভ উভয়েই এই ১৯ তম সম্মেলনে নেতৃত্বকারী শক্তি হিসেবে উপস্থিত হচ্ছেন। এদের মধ্যেকার যে বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশিত সেগুলির বিশ্লেষণ পরে করা যাবে ম্যালেনকভের হাল্কা শিল্প প্রকল্প সুপারিশের বৈশিষ্ট্য আলোচনার সময়ে। আমাদের বিচারে সমস্ত ঘটনাগুলিতেই ১৯-তম কংগ্রেসে স্তালিনের ভূমিকা ছিল একটি জাজ্বল্য স্বাক্ষর পৃথিবীর প্রলেতারিয়েত-দের কাছে এই মর্মে যে এ সময়ে সোভিয়েত নেতৃত্বের মধ্যে তার অবস্থান ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠের অবস্থান।

১১॥ তবে, ১৯৪৯-য়ের পরেপরেই কি করে সোভিয়েত সংশোধনবাদীরা দ্রুত বেড়ে উঠল? এ আলোচনায় আমরা উল্লেখ করতে পারি যে যুদ্ধ পরবর্তী স্তালিন-রচনা সংগ্রহ প্রকাশন প্রকৃতপক্ষে ১৬টি ভলুমের ঘোষণা সত্বে-ও দেখা গেল ১৯৪৯ সালে ১৩ সংখ্যক ভলুমটির পরেই বন্ধ করে দেওয়া হল এর মুদ্রণ। ১৩নং সংখ্যাটি আবার দেখা গেল শেষ হচ্ছে জানুয়ারী ১৯৩৪ সালে এবং লক্ষ্যণীয় বিশেষ এই ১৯৩৪ এবং এর পরবর্তী সময়গুলিই ক্রুশ্চভ বেছে নিয়েছেন স্তালিনের উপর তার নিজস্ব আক্রমণ প্রসঙ্গে। ১৯৪৯-য়ে কি ঘটেছিল যা সোভিয়েত নেতৃত্বের মধ্যে সংশোধনবাদকে শক্তিশালী করার কাজ শুরু করতে পেরেছিল এবং দু বছরের মধ্যেই সংখ্যাগরিষ্ঠের দৃষ্টিভঙ্গী হয়ে উঠেছিল? এ প্রশ্নের উত্তর-ও স্বচ্ছ থেকে স্বচ্ছতর হয়ে ওঠে পরবর্তী বছরগুলিতে সোভিয়েত সংশোধনবাদের অগ্রগতিতে এবং ক্রুশ্চভের উদ্দীপ্ত ও নীতিহীন প্রচারের উৎস দৃষ্টিভঙ্গীতে। যখন আমরা উপযোগী এই দিক থেকে বিচার করব চীনের প্রসঙ্গে ক্রুশ্চভের ভূমিকা এবং চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতি তার বিরোধিতা এবং যে পথে এই পদক্ষেপ গোপন আঁতাত তৈরী করেছিল U. S. সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তাতে কি পরিষ্কার হয়ে যায়নি যে, ১৯৪৯ সালের শেষ দিকে চীনের মুক্তি এক নতুন এবং বিপজ্জনক মাত্রা পেয়েছিল সোভিয়েত নেতৃত্বের মধ্যেকার সংশোধনবাদী পরিপ্রেক্ষণে? পরবর্তী বছরগুলিতে এই শত্রুভাবাপন্ন ভঙ্গী প্রকট হয়ে ওঠে এবং ২০ তম কংগ্রেসের পর আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে সংশোধনবাদীদের ক্ষমতা কমে যাবার ভয়ে একে শক্তিশালী দৃঢ় করে তোলা হয়। কোনভাবেই এটা এজন্যেই কোন দুর্ঘটনা নয় যে ১৯৪৯ সালের পরে সোভিয়েত সংশোধনবাদ শক্তিশালী হয়েছিল। সোভিয়েত সংশোধনবাদীরা স্বাধীন চীনকে নির্দিষ্ট করেছিল নতুন এবং সোভিয়েতের জাতীয় স্বার্থের বিপক্ষে শেষ ভয়ানক বিপদ হিসেবে আর এই বিষয়টাই ক্রুশ্চভ আরও পরে স্ফটিকস্বচ্ছ করে দিয়েছিলেন।

১২॥ সোভিয়েত নেতৃত্বের মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গী অনেক আগেই স্তালিন চিনে উঠেছিলেন শুধু নয় উপরন্তু, চীন স্বাধীনতার বহু বছর আগেই তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন এর মৌলিক বিরোধিতা। ১৯২৫ সালে স্ভারলভ (Sverdlov) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বিশ্লেষণ করেছিলেন প্রলেতারিয়ান বিদেশ নীতির বিষয়ে সোভিয়েত কূটনীতিকদের নির্দিষ্ট কিছু বিরোধিতা। কূটনীতিকদের সেই দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর কথায় "চীনের স্বাধীনতা আন্দোলনে সমর্থন কি জন্যে? সেটা কি বিপদ হয়ে উঠবে না? অন্য দেশগুলির সঙ্গে বাদবিতণ্ডায় সেটা কি আমাদের জড়িয়ে নেবে না? ...আরও ভালো হবে না কি কিছু বড় শক্তির সঙ্গে সহযোগিতায় 'প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্র' পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা? —এমনই হল নতুন ধরনের জাতীয়তাবাদী

আদর্শ ভাবনা; যা অক্টোবর বিপ্লবের বিদেশ নীতি সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে যেতে চাইছে।" প্রলেতারিয়ান আন্তর্জাতিকতার দিক থেকে পশ্চাদপসরণের গতি যা ক্রুশ্চভের নীতির সঙ্গে বৃত্ত পরিমাপে সম্পূর্ণ মিলে যায় সেই গতির পূর্বাভাষই শুধু স্তালিনের বক্তব্যে প্রকাশ্য হল না পাশাপাশি, এই একই প্রসঙ্গে প্রণিধান-যোগ্য তাঁর নিজের প্রকাশ্য বিরোধিতা সেই আলোচনাতেই, "এইটিই হবে জাতীয়তাবাদের পথ এবং অধঃ পতনেরও—প্রলেতারিয়েতদের আন্তর্জাতিক নীতির সম্পূর্ণ বিলোপ সাধনের পথ। এই নীতির ধারক মানুষজন আমাদের দেশকে সম্পূর্ণের একটা অংশ হিসেবে দেখে না, যাকে কিনা বলা যায় বিশ্ব বিপ্লবের আন্দোলন, বরং সেই আন্দোলনের শুরু এবং শেষ হিসেবে দেখে এবং ভাবে সমস্ত বাকী দেশগুলির স্বার্থগুলিকে উৎসর্গ করা উচিত আমাদের দেশের স্বার্থরক্ষায়।" (সংগ্রহ, ভলুম—৭, পৃ ১৬৭-১৬৯)

১৩॥ পরবর্তী এক বক্তব্যে স্তালিন পরিষ্কারভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য বিদেশ নীতি প্রণয়নে দুটি বিপরীত পথের বৈষম্য দেখান। একটি পথ ছিল "নিরবিচ্ছিন্নভাবে আমরা বিপ্লবী নীতির অনুসারী হব। USSR-য়ের শ্রমিক শ্রেণী ঘিরে সমস্ত দেশগুলির শোষিত ও প্রলেতারিয়ানদের মিছিলে সামিল করে তুলব।" অপর পথটি ছিল "আমরা আমাদের বিপ্লবী নীতি সরিয়ে রেখে একমত হয়ে আন্তর্জাতিক পুঁজি বিষয়ে প্রাথমিক অনুমোদনগুলি রূপায়িত করব।" স্তালিন উদাহরণ দিয়েছিলেন "আমেরিকার চাহিদা এই যে আমরা নীতি হিসেবে অন্যান্য দেশগুলিতে শ্রমজীবী শ্রেণীর মুক্তি আন্দোলনে সমর্থনের কথা পরিত্যাগ করি এবং তারা বলে যে যদি আমরা তাদের এই অনুরোধ অনুমোদন করি তবে সমস্ত কিছু স্বাভাবিকভাবেই চলবে...আমরা এই দাবী বা এই ধরনের যে কোন দাবী কিছুতেই মেনে নিতে পারি না নিজেদেরই বিরুদ্ধাচারণ না করে বা নিজেদের সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা না করে।" (সংগ্রহ, ভলুম—১১, পৃ ৫৮-৬০)। উল্লিখিত এই বিষয় এবং উপরে বর্ণিত উদাহরণ উভয়ই পরিষ্কার করে দেয় যে স্তালিন বিমূর্ত কোন বিষয়ে তর্ক করছেন না বরং লেনিনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে একাই লড়াই করে যাচ্ছিলেন সোভিয়েত নেতৃত্বের একটি ঝোঁকের বিরুদ্ধে এবং এই সমস্ত উদ্ধৃতি পিছনের সেই লড়াইয়েরই সাক্ষ্য। আরও লক্ষ্যণীয় যে প্রথম উদাহরণে দেখা যাচ্ছে বিরুদ্ধতা আসছে সরাসরি কূটনীতিকদের পক্ষ থেকে অর্থাৎ সোভিয়েত সমাজের প্রলেতারিয়ান-বিরোধী উপাদানগুলি থেকে।

১৪॥ আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি সোভিয়েত কর্তব্যের প্রশ্নে আরো দেখান সম্ভব স্তালিন এবং ক্রুশ্চভের মধ্যেকার সরাসরি এবং উল্লেখযোগ্য সংঘর্ষ। ১৯৩১ সালে সমাজতান্ত্রিক শিল্প পরিচালকদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণে স্তালিন বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন কেন শিল্প অগ্রগতির গতি একেবারেই কমানো সম্ভব নয়। তিনি ঘোষণা করেছিলেন "আমরা ৫০ বা ১০০ বছর পিছিয়ে আছি উন্নত দেশগুলির থেকে। ১০ বছরের মধ্যে আমরা অবশ্যই তৈরী করে নেবো একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ দূরত্ব। হয় এটা আমরা করব, নতুবা ওরা আমাদের ধ্বংস করবে। USSR শ্রমিক ও কৃষকদের দ্বারা যে দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পিত এটাই তার দায়ভাগ এবং আমাদের কর্তব্য।" এর পরই তিনি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরবর্তী বাক্যটি যোগ করেছিলেন "কিন্তু অন্য কর্তব্য-ও আমাদের আছে। আরও গুরুতর এবং অধিক গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক দায়িত্বগুলি। সেগুলি হচ্ছে বিশ্বের প্রলেতারিয়েতদের প্রতি আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। USSR-য়ের শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতি আমাদের দায়িত্বের সঙ্গে এগুলি অভিন্ন, কিন্তু আমরা সেগুলিকে উঁচুতে স্থান দেব।" অধুনা বছরগুলিতে ক্রুশ্চভের যে নোংরা দৃষ্টিভঙ্গী সেগুলি ঘেঁটে কোন পাঠক-ই কি কল্পনা করতে পারবেন যে ক্রুশ্চভ এমন বলেছেন এবং ব্যবসা পরিচালকদের সমাবেশে এতদ্ভিন্ন কিছু এমনটা বলছেন? বিভিন্ন ঘটনায় সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষে চূড়ান্ত বৈষম্য-মূলক পথেই কি ক্রুশ্চভ প্রকাশ্যে এবং নির্দয়ভাবে আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে অগ্রবর্তীর ভূমিকা অস্বীকার করছেন না? ১৯৬০ সালে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতায় ক্রুশ্চভ ঘোষণা রাখেন, "শীর্ষস্থান বস্তুগতভাবে আমাদের কি দেবে? এটা আমাদের দুধ দেবে না, ঘি দেবে না। আলু অথবা তরিতরকারী কিংবা জমি—কিছু না। এটা হয়ত নৈতিক কিছু দিতে পারে? আসলে কিছুই না!" আবারও জুন ২৪, ১৯৬০ ভ্রাতৃপ্রতিম প্রতিনিধিবর্গের উদ্দেশ্যে একটি বক্তব্যে ঘোষণা করলেন—'শীর্ষস্থান' আমাদের কোন প্রয়োজনে লাগবে? জাহান্নামে নিপাত যাক!' মেহনতী শ্রেণীর সমব্যথী সমস্ত সহৃদয় পাঠক স্তালিন এবং ক্রুশ্চভের প্রকাশ্য দৃষ্টিভঙ্গীর এই বিষয়গুলি বিবেচনা করুন এবং বেছে নিন আপনার প্রিয়জন।

১৫॥ এটা পরিষ্কার যে স্তালিন ১৯তম কংগ্রেসের পূর্বে ও পরে মার্কসবাদ থেকে এই পশ্চাদপসরণ প্রতিরোধ করেছিলেন। আরও পরিষ্কার যে যৌথ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে স্তালিনের প্রতিরোধ বিষয়ক ক্রুশ্চভীয় সমালোচনার আঁতুড় এই বিশেষ সময়কাল। স্তালিন সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে নিজের শেষ দিনগুলি পর্যন্ত লড়াই চালিয়েছিলেন, বিশেষ করে একটি নতুন অর্থনৈতিক পাঠ্যপুস্তককে পার্টি আলোচনা ঘিরে নানান বক্তব্য এবং প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের স্বচ্ছ উত্তরের মাধ্যমে মার্কসবাদ থেকে পশ্চাদপসরণের বিরোধিতা প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যে সরাসরি সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে ব্যর্থ হয়ে স্তালিন এ সময় পরোক্ষ উপায় খুঁজে শুরু করেছিলেন পরিস্থিতির সঠিক দিশারী। স্তালিনের "সমাজতান্ত্রিক USSR-য়ের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী" শুধুমাত্র যুদ্ধ পরবর্তী মার্কসীয় বিশ্লেষণের একটি মূল্যবান কাজ-ই নয়, উপরন্তু, এটা একটা স্বচ্ছ এবং অনস্বীকার্য দলিল সোভিয়েত নেতৃত্বের মধ্যকার দুটি বিপরীত গোষ্ঠীর অস্তিত্ব বিষয়ে এবং স্তালিন বিরোধিতায় তাদের মার্কসবাদ-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর একটি সাক্ষ্য। এই বিচার থেকে প্রতিটি কমরেডকে সুপারিশ করা হচ্ছে বইটি খুঁটিয়ে আবারও পড়বার জন্য। এইখানেই শুধুমাত্র সংক্ষিপ্ত সম্বন্ধ গড়া যেতে পারে স্তালিনের তাত্বিক যুক্তির অন্তর্নিহিত বিতর্কের।

১৬॥ স্তালিনের লেখায় আনা মূল প্রশ্নগুলি স্মরণে আনলে এই ধরনের বহু লক্ষণ ব্যক্ত হয়ঃ নেতৃত্বে বহু কমরেড আছেন যাঁরা মনে করেন সোভিয়েত সরকার এখন সমাজ উন্নতির ক্ষেত্রে মার্কসীয় নীতিকে পরিহার করতে পারেন। বিশ্বাস করেন যে কম্যুনিজমে রূপান্তরণ হবে অপেক্ষাকৃত সাধারণ ব্যাপার এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে মার্কসীয় অর্থনৈতিক নীতিগুলির প্রয়োগ বিষয়ে যাদের আছে খুবই দরিদ্র-ধারণা ফলে ভেবে থাকেন সমবেত খামারগুলিতে উৎপাদনের উপাদানগুলি বিক্রি করে দেবার কথা এবং বোঝেনও না যে পণ্য বন্টনের বৃদ্ধি কম্যুনিজমের দিকে যাবার অগ্রবর্তিতায় বাধাস্বরূপ হয়ে যাবে। নিজের পূর্বসূত্রের উল্লেখে

গৌরব॥ একাম

একটি দৃঢ় বি়ার্বের দিকে স্তালিন সুযোগ নিয়েছিলেন এবং যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নগুলিতে বিভিন্ন ভুলধারণার প্রসঙ্গ আনেন। সোভিয়েত সংশোধনবাদীদের দ্বারা মার্কসবাদের বিকৃতি বিষয়ক প্রশ্নগুলির আসল রূপ যেদিন আমাদের চীনা কমরেডরা পরিষ্কার প্রকাশ্য করে ফেললেন, সর্বোপরি "কমরেড তোগলিয়াত্তি এবং আমাদের মধ্যেকার আরো গরমিলগুলি"—কাজটির মধ্যে। সব শেষে সোভিয়েত নেতৃত্বের মূল একটি অংশের মার্কসবাদ থেকে অপসরণ প্রকাশ্য করার পর স্তালিন স্বচ্ছতম সম্ভাব্য পূর্বসূত্র তৈরী করেছেন আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের মধ্যে সংশোধনবাদ প্রসারের পরিস্থিতিতে কারণ "বাইরের কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠেরই মার্কসীয় ক্রমবিকাশের স্তর যথেষ্ট নয়।" তাত্বিক বিষয়ের ন্যূনতম দাবী যিনি করবেন নিশ্চয়ই শুনুন যে এইটিই মার্কসবাদ ও লেলিনবাদ যে স্তালিন এখানে সোভিয়েত সংশোধনবাদীদের চাপান উতোরের বিরুদ্ধে রক্ষণাত্মক ছিলেন। এটি নয় যৌথ-নেতৃত্বের একটি প্রশ্ন, ব্যক্তিপূজা বা ব্যক্তিচর্চার অনুশীলন অথবা সমস্ত মানুষের পক্ষে সংশোধনবাদীদের 'লেনিনের দিকে ফিরে যাওয়া' অথবা অবশিষ্ট কানুনী বুলির কিছু সাজানো মোড়ক যার দ্বারা সমস্ত দেশগুলির সংশোধনবাদীরা (শুধুমাত্র বৃটেন নয়) আড়াল করে রাখেন তাঁদের মার্কসবাদ থেকে অপসরণ এবং মেহনতী শ্রেণীর প্রতি তাঁদের বিশ্বাসঘাতকতাকে। বিশেষ করেই এই কাজগুলির মধ্যে স্তালিন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতিগুলির পক্ষে লড়েছিলেন সোভিয়েত সংশোধনবাদীদের আঁকড়ে ধরা দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে, যাঁরা প্রচার করছেন "সাম্রাজ্যবাদের বিশ্লেষণে লেনিনের বক্তব্য 'অপ্রাসঙ্গিক'।"

১৭॥ সবশেষে সোভিয়েত নেতৃত্বের মধ্যেকার অভ্যন্তরীণ বিরোধের প্রশ্নে, যেখানে রয়েছে ক্রুশ্চভের গোপন রিপোর্ট সেক্ষেত্রে আর বেশি কি প্রমাণ প্রয়োজনীয় হবে বিরোধী গোষ্ঠীর অবস্থান বুঝতে? এটা নিজেই উপস্থিত প্রতিটি গালগল্পের নোংরা আকর্ষণ নিয়ে, প্রতিটি ব্যাপার বা ঘটনার আগাপাস্তলা বিকৃতি এবং পা্গাছার মত ব্যক্তি ঘৃণার নির্লজ্জ প্রচার উৎকট করে। আরো স্মরণযোগ্য যে ক্রুশ্চভের আক্রমণ শুধু মাত্র স্তালিনের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয় নি উপরন্তু, ঝানভ, ভিসিনিস্কি এবং বেরিয়ার দিকেও গিয়েছে এবং সমস্তই প্রকটিত হয়েছে বক্তৃতায় ও পরবর্তী নানান সময়ে ক্রমপর্যায়ে। আমরা পরে এ বিষয়ের অবতারণা করার সুযোগ পাব।

১৮॥ একটি নির্দিষ্ট জায়গায় নেতৃত্বকারী সোভিয়েত সংশোধনবাদীরা স্তালিনের চূড়ান্ত অবরোধের মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং তাঁর দিকের অবশিষ্ট সরাসরি সমর্থকেরা নিজেদের পক্ষে পার্টি নেতৃত্বের ক্ষমতা পুনঃ অর্জন করেছিলেন এবং সোভিয়েত নীতির গতিমুখ একবার সম্পূর্ণভাবেই সংশোধনবাদী পথ থেকে মুক্ত হয়েছিল। এটা পরিষ্কার যে, স্তালিন নিজের পদমর্যাদা ও ক্ষমতা ব্যবহার করতেন তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের প্রতিরোধকল্পে। এটাও বোধগম্য যে কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্তালিন-বিরোধীরা আমরণ সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন যে এই বাধাটিকে তাঁরা তাঁদের পথ থেকে সরাবেন এবং স্তালিনকৃত তাঁদের তত্বগত ভুলগুলি বিশ্লেষণের সেটাই হবে তাঁদের দেয় চূড়ান্ত উত্তর তাঁদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। জরুরী কোন বিবেচনাগুলি সংশোধনবাদী নেতৃত্বকে তৎপর করেছিল সরাসরি এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ দ্বারা ঘটনাগুলি তাড়াতাড়ি ঘটাতে?

১৯॥ দুটি এমনই বিবেচনা নির্দেশিত হয় প্রমাণাদির দ্বারা। প্রথমত, নিশ্চয়ই সেখানে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠেছিল "অর্থনৈতিক সমস্যাবলি বই-য়ে যা প্রকাশ্য প্রচারের স্তরে ছিল না। ব্যাপারটা ছিল, পারমাণবিক অস্ত্রগুলির সাম্রাজ্যবাদী অধিকার অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের কুক্ষিগত হয়েছিল পারমাণবিক অস্ত্র। স্মরণ করা যেতে পারে ১৯৫২ সালের স্তালিনকৃত কাজগুলির বৈশিষ্টাই ছিল সোভিয়েতে নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির মোকাবিলায় মার্কসবাদ থেকে পশ্চাদপসরণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করা। এই বিষয়ের উপর বিবাদ ক্রমে প্রকাশ্য হয়ে আসে এবং ক্রুশ্চভের পরবর্তী কার্যক্রমে ধীরে ধীরে প্রকট হয়ে দেখা দেয়।

২০॥ প্রত্যেক সৎ মার্কসবাদী মাত্রেই জানেন এবং সর্বোপরি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির উপর প্রকাশ্য আলোচনার জন্য চীনা কমরেডদের ধন্যবাদ, যাঁরা পারমাণবিক অস্ত্রাদির জন্য নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে আধুনিক সংশোধনবাদীদের উল্লেখযোগ্য পদকধারীদের একজন। সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের এই ধ্বংসাত্মক শক্তি আরাধ্য করে তুলতে, পারমাণবিক অস্ত্রাদির আবির্ভাবে মার্কসবাদ বাতিল ভেবে নিয়ে যে কোন মৌলিক নীতি "পুরোন ও বাতিলযোগ্য" করে বহু নেতৃত্বকারী সংশোধনবাদীগণ এবং তাঁদের সমর্থকেরা সন্ধিশর্তে নতুন করে শুরু করেছেন আপোষভিত্তিক শ্রেণী সংযোজন এবং নিজেদের মতাদর্শগত আত্মসমর্পণ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ক্রুশ্চভের ভূমিকার বৈশিষ্টা বহু আগেই প্রকাশ্যে চিহ্নিত হয়েছিল একজন পুঁজিবাদী রাজনৈতিক দলনেতার দ্বারা। হ্যারোল্ড ম্যাকমিলান ক্রুশ্চভকে অনুমোদন করে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন "প্রথম সোভিয়েত রাষ্ট্রনেতা, যিনি চিহ্নিত করলেন যে কার্লমার্কস ছিলেন একজন পারমাণবিক-পূর্বযুগের মানুষ।" এই যথাযথ বক্তব্য আরো পরিষ্কার করে রাখা অসম্ভব-ই। তবে কেন ব্রিটিশ শ্রমিকরা ব্রিটিশ শাসক শ্রেণীর তল্পিবাহক হবে ক্রুশ্চভের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পরিমাপ নির্ণয় করতে?

২১॥ যেমন বলা হয়েছে, এই প্রশ্নে বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর স্থান অন্যদের থেকে আলাদা অবশ্যই "অর্থনৈতিক সমস্যাবলী" পর্যালোচনায় শুধুমাত্র নয়, বরং এগুলি স্বচ্ছ হয়ে ওঠে যদি 'ঘটনাগুলি'র ছক আমরা পুনঃবিবেচনা করি। যুদ্ধ পরবর্তী কিছুকালের মধ্যেই অস্থায়ী সাম্রাজ্যবাদী-পারমাণবিক-একচেটিয়া বিরাজমান থাকা সত্বেও স্তালিন কোনরকম আপোষ ছাড়াই একটি সংগত নীতি চালু করেন অথবা বলা যায় কোনরকম মতাদর্শগত আত্মসমর্পণ না করেই পদক্ষেপ স্থির করেন। কারণ, তিনি জানতেন বর্ষব্যাপী সাম্রাজ্যবাদীদের হুমকি-র উত্তর থাকে স্থিরসংকল্প সাম্রাজ্যবাদী বিরোধীতার মধ্যে এবং এর শেষ হয় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিগুলির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সমাবেশকরণে। এই নীতি তিনি অবিচলিত হয়ে উল্লেখযোগ্য তাত্বিক পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে কুড়ি বছরের ও আগে বুঝেছিলেন। লেনিনের মৃত্যুর পর থেকে ফ্যাসিজমের উপর বিজয়ে স্তালিন সমাজতান্ত্রিক শ্রেণীশত্রুর দৃষ্টান্তমূলক সোভিয়েত-বিরোধিতা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। পূর্বে-ও যে কোন পশ্চাদপসরণের বিরুদ্ধে, এমন কি পুঁজিবাদী চৌহদ্দীর মধ্যে নানান পরিস্থিতিতেও তাঁর প্রতিরোধ সংক্ষেপে আগেও সূচিত হয়েছে।

২২॥ এই দলিলের প্রথমদিকে যেমন দেখানো হয়েছে স্তালিন সাম্রাজ্যবাদের সম্পূর্ণ বিরোধিতায় নানান প্রশ্নোত্তরে এমন সেই নীতির বারবার উল্লেখ করেছেন, যা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগত ও দৃঢ় এবং সাম্রাজ্যবাদী চাপের একমাত্র নীতিগত উত্তর ছিল যে এর শেষ বা ধ্বংস সমস্ত শ্রেণীশক্তিগুলির

সমাবেশ করণেই। এই প্রশ্নের উপর মার্কসীয় বিচার-বিশ্লেষণ-ও সরাসরি আঘাত হয়েছে 'অর্থনৈতিক সমস্যাবলী'-তে। যেখানে লেনিন-য়ের মৌলিক ও প্রাথমিক বক্তব্যকে স্তালিন প্রতিষ্ঠিত করছেন যে সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে যুদ্ধের উৎস মুখ। স্তালিনের সময়ে আন্তর্জাতিক শান্তি আন্দোলনের শুরু হয়েছিল এই নীতিকেই লক্ষ্য করে এবং একেবারে সামনে এই নীতিকেই এগিয়ে এনে আবারও সেই মৌলিক ও বাস্তবসম্মত উত্তর সাম্রাজ্যবাদী চাপের মুখে উপস্থিত করা হয়।

২৩॥ বৈষম্যমূলক ভাবেই সাম্রাজ্যবাদ প্রসঙ্গে সংশোধনবাদীদের চেহারা পুরোপুরি প্রকাশ্য হয়ে পড়েছে কম্যুনিষ্ট পার্টি অফ চায়না দ্বারা প্রকাশিত দলিল গুলিতে। ক্রুশ্চভের নেতৃত্বে সংশোধনবাদীরা মার্কসবাদ থেকে নীতিগত ভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য ব্যবহার করেছিলেন পারমাণবিক অস্ত্রাদির অস্তিত্বকে। সঙ্গে সঙ্গে লেনিনকৃত সাম্রাজ্যবাদের বিশ্লেষণ থেকে নৈতিক পশ্চাদপসরণের ভিত্তিস্বরূপ সংশোধনবাদীরা অস্বীকার করেন যে সাম্রাজ্যবাদই হচ্ছে আধুনিক ও সভ্য পৃথিবীতে যুদ্ধের কারণ। বিপরীতে তাঁরা মৌলিক সংশোধনবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে দাবি করেন যে যুদ্ধের উৎস হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ এবং সমাজতন্ত্রের, দুই শিবিরের মধ্যেকার বিবাদ। এই বিবাদ কমানো হয় সোভিয়েত সংশোধনবাদী-দের দ্বারা—সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটিশ এবং আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেকার সরাসরি এই বিবাদ। এখানেই সোভিয়েত সংশোধনবাদী মূল কৌশল নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে ফেলে। যদি সভ্য পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধের উৎস না হয়, যদি সাম্রাজ্যবাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই যুদ্ধ স্বভাবজ নয়, যদি এঁদের কথা অনুযায়ী প্রশ্নটি ছোট করে নিয়ে আসা হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং এক বা একাধিক নেতৃত্বকারী সাম্রাজ্যবাদীদের সম্পর্কের মধ্যে তবে এই প্রশ্নের 'উত্তর' এবং সাম্রাজ্যবাদী চাপের জন্য সৃষ্ট সমস্যাগুলির প্রশ্ন অপেক্ষাকৃত সরল ও সাধারণ হয়ে যায় সংশোধনবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে। সোভিয়েত সংশোধনবাদী নেতৃত্বের এবং সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যেকার একটা চুক্তি এটাই।

২৪॥ সাম্রাজ্যবাদী উজানে সংশোধনবাদী ক্রিয়াকর্মের মূল পরিপ্রেক্ষিতের নেতৃত্বকারী প্রবক্তা ছিলেন ক্রুশ্চভ। এমনই এক পরিপ্রেক্ষিত শ্রেণী শক্তিগুলিকে দমন করার মত অসম্ভব এক প্রচেষ্টায় সক্রিয় হয়ে সরাসরি যোগ দিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে প্রতিরোধ গড়তে। সোভিয়েত সংশোধনবাদীদের পক্ষে এই অংশগ্রহণ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে এক আঁতাতের দিকে, সম্ভাব্য যে কোন চুক্তির পূর্বশর্ত হিসাবে উপস্থিত করা হল শান্তির পক্ষে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপের নামে। এমন ধরনের নীতি পরিষ্কার ভাবেই লেনিন ও স্তালিনের নীতির মৌলিক বিরোধিতা যাঁদের পরিপ্রেক্ষিত-ই ছিল সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করার বিপ্লবী উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ আলাদা উপায়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী শক্তিগুলিকে সাহায্য। পাশাপাশি, এই শক্তির মধ্যেকার অসঙ্গতিগুলিকে ব্যবহার করে এবং সমস্ত শ্রেণী শক্তিগুলির উদ্দীপনা ও আদর্শের সংহতি ঘটিয়ে এবং এর বিরুদ্ধে একত্রিত করে।

২৫॥ এমনই এক পরিপ্রেক্ষিত সোভিয়েত সংশোধনবাদীদের ও এঁদের সমর্থকদের সক্রিয় করেছে সাম্রাজ্যবাদের মুখোমুখি মেহনতী শ্রেণীর নীতি কার্যকর করার সমস্ত রকম মৌলিক বিরোধিতায় এবং মেহনতী শ্রেণীকে শত্রুভাবাপন্ন আক্রমণে। বিশেষ করে, সংশোধনবাদীদের কাছে চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের সমস্ত সম্ভাব্য স্তরে নিজেদের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা। এটা দরকার শুধুমাত্র এই নীতির অপ্রতিরোধ্য বিরোধিতা করে এই নীতি নস্যাৎ করার জন্যই নয় উপরন্তু, আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী এই নীতির সম্পূর্ণ বিপর্যয় ঘটিয়ে দেবার জন্য। সংশোধনবাদী শাখার দ্বারা সাম্রাজ্যবাদের উপর এই মনোভাব-ই আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে চিড় ধরায় এবং অধুনা সংশোধনবাদ ও মার্কসবাদের মধ্যেকার মতাদর্শ ভিত্তিক বিতর্কের জন্ম দেয়। এমনই পরিপ্রেক্ষিত আধুনিক সংশোধনবাদের পরিচালক শক্তি ক্রুশ্চভ থেকে পামে ডাট পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ প্রতিরোধকারী সংগ্রামের আহ্বান বক্তব্যে এবং সোস্যাল ডেমোক্রাট ও বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে গৃহীত ভূমিকার পিছনে।

২৬॥ লক্ষ্যণীয় যে কিভাবে সংশোধনবাদী নীতি সাম্রাজ্যবাদী নীতির সমর্থন করে এবং পরিপুরক-ও। পুঁজিবাদ থেকে সমাজবাদের দিকে বিশ্ব অগ্রগতির এ পর্যন্ত দৃশ্যমান বিষয়গুলির প্রসঙ্গে এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী শক্তির বেড়ে ওঠায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি বিশ্বাস করে যে তাদের আয়ত্তে থাকা পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্রগুলি, বিশেষ করে তাদের অস্থায়ী একচেটিয়া ক্ষমতার সময়কালে অন্ততঃ-পক্ষে নজীরহীন যুদ্ধশক্তি ছিল যার দ্বারা তারা সমস্ত কিছুকেই বন্দী বানাতে পারে এবং সম্ভব হলে ইতিহাসের চাকাটিকে-ও ঘুরিয়ে দিতে পারে। অন্য কথায়, সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের মধ্যেকার সমস্ত শ্রেণী-শক্তি ব্যবহার করেছিল নিজেদের শ্রেণী অবস্থান বজায় রাখার চেষ্টায় সাম্রাজ্যবাদী পূর্বাবস্থা সংরক্ষিত করে। সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্রগুলির ভূমিকা এমনই। সংশোধনবাদী-দের পক্ষে পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্রগুলির অস্তিত্ব ব্যবহৃত হয়েছিল এই অজুহাতের সমর্থনে যে সাম্রাজ্যবাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন সামাজিক শক্তিগুলির উচিত নয় সশস্ত্র যুদ্ধের পথ তৈরী করা যা কিনা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের মাধ্যমে তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া চলছে। 'স্থানীয় বিবাদ'—হ্যাঁ এভাবেই সংশোধনবাদীরা সংজ্ঞা দিচ্ছে যে এই বিবাদগুলির যেন এমন পরিণতি না ঘটানো হয় যাতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্রগুলি ব্যবহার করে ফেলে। তাদের মতে এটা কিছুতেই উচিত হবে না। 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান'-এর লেনিনীয় নীতির একটি ধ্বংসাত্মক ব্যাখ্যা হাজির করা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের সম্যক প্রতিবাদী লেনিনের শিক্ষা ও পথ থেকে অনৈতিক পশ্চাদপসরণ ঢাকা দিতে। শান্তির পক্ষে একটি পদক্ষেপ হিসেবে এমন এক নীতি উপস্থিত করা হচ্ছে যার ফলে সাম্রাজ্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার ফলস্বরূপ যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ছে, সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার জন্য নয়। সমাজতান্ত্রিক শিবির টুকরো ভাগ করে সাম্রাজ্যবাদের প্রতি সংশোধনবাদী নীতির প্রয়োগ যুদ্ধের দিকে ধাবমান সাম্রাজ্যবাদের প্রধান বিরুদ্ধ প্রতিরোধী শক্তিকে দুর্বল করছে। এই সংশোধনবাদী নীতিই ক্রুশ্চভকে এগিয়ে দিয়েছে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের একটি সদস্য দেশের সঙ্গে বিবাদে জড়িত একটি পুঁজিবাদী শক্তি (ভারতবর্ষ)-কে সরাসরি যুদ্ধাস্ত্র যোগানে। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্তির ক্ষেত্রে এটি চরম সীমায় উঠেছে পারমাণবিক একচেটিয়ায় একটি আপোষী স্বার্থের উপর দাঁড়িয়ে পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধ করণের চুক্তি সম্পূর্ণ করতে। বিপরীতক্রমে, পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণের চুক্তি থেকে পিছনে তাকিয়ে নতুন সোভিয়েত সংশোধনবাদী কৌশলের মধ্যে এর উৎস নির্দিষ্ট এবং দৃঢ়ভাবে

প্রতিষ্ঠিত করে যে এমন এক বিশ্লেষণ মূলগতভাবে সঠিক-ই।

২৭॥ আরো নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমাদের মনে রাখা উচিত হবে যে, স্তালিনের পরেই উত্তরসূরী হিসেবে ছিলেন ম্যালেনকভ, ক্রুশ্চভ নন। এই নির্দিষ্ট প্রশ্নে ম্যালেনকভ প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্রগুলির ব্যবহারের অর্থ সভ্যতার ধ্বংস। এটি-ও একটি দৃষ্টিভঙ্গী পরে যা প্রকাশ্যেই সংশোধনের বিষয় হয়েছিল। ম্যালেনকভের বক্তব্য যাই হোক আপাতত সে প্রতিনিধিত্ব করেছিল নেতৃত্বের মধ্যকার এমন কিছু গোষ্ঠীর যাঁদের চিন্তাচেতনার প্রকাশ্য প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে—যাঁরা একমত হয়েছিলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিশ্চয়ই সমস্ত রকম চেষ্টায় পারমানবিক ভয়প্রদর্শন ব্যর্থ করবে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি অনুমোদনের দ্বারা। যুদ্ধ পরবর্তী নতুন পরিস্থিতিতে এইই ছিল যুদ্ধপূর্ব ট্রটস্কীপন্থীদের অনুমোদন যোগ্য অবস্থানের দিকে পশ্চাদপসরণের মূল সুর। অর্থাৎ এ সময়ে সাম্রাজ্যবাদী পারমাণবিক ভয়প্রদর্শন (ব্ল্যাকমেল) নতুন করে উৎসাহপ্রদ হয়েছিল মাত্র। সোভিয়েত নেতৃত্বের মধ্য থেকে স্তালিন অপসারণের বিষয় যেদিন থেকে সরাসরি ম্যালেনকভের রমরমা বিষয়ে রূপ পাচ্ছে অর্থাৎ একটা ছদ্মবেশ নিচ্ছে সেটি বিচারে আনলে মনে করা সঙ্গত হবে যে বিশেষ এই প্রশ্নে ম্যালেনকভের কঠোরতর অবস্থান একটি মৌলিক গুরুত্ব পেয়েছিল সেই সময়ে।

২৮॥ সোভিয়েতে এইই ছিল স্তালিনের মৃত্যুর পূর্বেকার পরিস্থিতি। কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যেই সংশোধনবাদী সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতারা সোভিয়েত নীতি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলিতে মার্কসবাদকে অস্বীকার এবং বাতিল করার সাহসে পৌঁছে গিয়েছিলেন। বিশেষ করে, তখন তাঁদের কাছে মার্কসবাদ পুরোন ও বাতিলযোগ্য হয়েছিলো শুধুমাত্র পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্রগুলির অস্তিত্বের ফলেই। বিশেষ এই প্রশ্নে স্তালিনের মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী তাঁদের কাছে বিবেচিত হয়েছিল একটি সাধারণ ধরনের অসার একগুঁয়েমি মাত্র—একটি সঠিক নীতিগত অবস্থানের প্রতি সেই পরিস্থিতিতে এইই ছিল সুবিধাবাদীদের সাধারণ বিবেচনা। আমরা আগেই দেখিয়েছি "জাতীয়তাবাদী চেতনার কাঠামো"-র উপর স্তালিনের সময়োপযোগী বিশ্লেষণ। সোভিয়েত সমাজে নির্দিষ্ট কিছু চিন্তার মূল লক্ষ্য ছিল আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণী স্বার্থের ভিত্তিতে গৃহীত বিদেশ নীতি লোপ করা। যুদ্ধ পরবর্তী বছরগুলিতে এই দৃষ্টিভঙ্গীই নতুন পরিস্থিতির চাপে জোরদার ও আকর্ষণীয় হয়, ফলে নেতৃত্বের একাংশ বিশ্বাস করতে শুরু করে যে একমাত্র তাঁরাই সোভিয়েত স্বার্থগুলি রক্ষার চাবিকাঠি এবং দায়িত্বের অধিকারী। বিশেষ করে পারমাণবিক ধ্বংসযুদ্ধের ভয় দেখানো হুমকী-র মুখোমুখি এই মহান দায়িত্ব রক্ষার স্বার্থেই আন্তর্জাতিক শ্রমিক-শ্রেণীর প্রতি তাঁদের যে দায়ভাগ বা অবশ্য কর্তব্য সেখান থেকে চুক্তিভঙ্গের চেষ্টা চলল। স্বচ্ছ অর্থে এই কৌশল মাথায় নিয়েই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়াইতে মুক্ত-চীনকে তারা একটি স্বাগত মিত্র হিসাবে অভিনন্দিত না করে নিজেদের পরিকল্পনার চূড়ান্ত ভয়ানক একটি নতুন বিপদ হিসেবে বিচার করেছে। সোভিয়েত নতুন জাতীয়তাবাদীদের কাছে একটি স্বাধীন-চীন ছিল তাদের স্বার্থগুলির একটি সম্ভাব্য বিরোধী এবং যখন অতুলনীয় বিরুদ্ধ পরিস্থিতি ও নানান বিরুদ্ধ আক্রমণে মার্কসীয় নীতি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে যে দল পৌঁছে গিয়েছিল চূড়ান্ত বিজয়ের শক্তিতে তার সুনাম ও প্রতিপত্তি নিশ্চয়ই ফলপ্রসূ ছিল আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের মধ্যে সংশোধনবাদীদের গৌরব। চুয়াম্ন অবস্থানে।

২৯॥ নির্দিষ্ট একটি জায়গায় সোভিয়েত কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠের সাধারণ সমর্থন সংশোধনবাদীরা নিজেদের নীতির দিকে চালিত করতে সক্ষম ছিলেন। এই পরিস্থিতিরই প্রেক্ষাপটে এবং স্তালিনকৃত নীতির দৃঢ় প্রতিরোধের বিরুদ্ধে, প্রতিবাদে তাঁরা স্তালিনের উপরই ভালরকম ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। ক্রমশঃ বেশি নৈরাশ্যজনক অবস্থান থেকে তারা দেখতে থাকলেন বেড়ে ওঠা সমস্যার মোকাবিলায় তাঁদের হাতে সংশোধনবাদীদের তৈরী সমাধান উপস্থিত। তাঁরা বিশ্বাস করতে থাকলেন যে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতায় স্তালিনের আগাগোড়া বক্তব্য সোভিয়েত স্বার্থের পক্ষে ক্রমশঃ বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠছে যার একমাত্র উপায় আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে আপন বাঁচা নীতি এবং তাঁরা এই নীতি নিলেই দেশকে বাঁচাতে পারবে। সংশোধনবাদীদের পক্ষে এই পরিস্থিতিতে খুবই প্রয়োজনীয় হয়েছিল নিজেদের পক্ষে একটি চূড়ান্ত প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেওয়ার এবং খুবই জলদি। তেমনই এ প্রয়োজন যা বিকল্পহীন নির্দিষ্ট পথে নিয়ে যায় দলবাজির ষড়যন্ত্রে এবং গোপন আলোচনায় এবং পার্টি নেতৃত্বের মধ্যে স্বপক্ষীয়দের ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে অবশ্য পালনীয় পথগুলি নিতে, বিপক্ষীয় সমস্ত রকম বাধা অপসরণের চেষ্টায় ও নিজেদের সংগঠিত পরিকল্পনা রূপ দেবার ফিসফিসানি বোঝাপড়ায়। তাদের সামনে এইই ছিল একমাত্র সত্যিকারের নিজস্ব বিবেচনা—নিজেদের জাতীয়তাবাদী নীতির প্রয়োগ। এমন টানটান পরিস্থিতিতে বিষয়টা ছিল যে নেতৃত্বকারী সোভিয়েত সংশোধনবাদীরা নিজেদের পরিকল্পনাগুলি চটজলদি রূপায়িত করতে বেশি রকমই তৎপর হয়ে উঠেছিল এবং হঠাৎই সেটা উপস্থিত করেছিল।

৩০॥ জানুয়ারী ১৯৫৩, স্তালিনের মৃত্যুর দু মাসের কিছু আগে ঘোষিত হয়েছিল বিশ্বাসঘাতক ও বিরোধীদের একটি ষড়যন্ত্রের উপর তদন্ত শুরু হয়েছে। এই ষড়যন্ত্রকারীরা ব্রিটেন ও আমেরিকার গুপ্তচর বাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং এ ব্যাপারে কিছু গ্রেপ্তারও হয়েছে। স্তালিনের সেক্রেটারিয়েত দ্বারা সরাসরি তদন্তের কাজ চলছে এবং একটি সিদ্ধান্ত এ তাবৎ ঘোষিত হচ্ছে বিরোধী ও বিশ্বাস ঘাতকেরা ১৯৪৮ সালে ঝানভের মৃত্যুর জন্য দায়ী। স্তালিনের পরেই ঝানভ ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্কসবাদী তাত্ত্বিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং যুদ্ধের পরবর্তী বছরগুলিতে দুজনে একসাথে প্রলেতারিয়ান মতাদর্শ থেকে উত্থিত বহু সঠিক পদক্ষেপের ব্যাখ্যাকার যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কিত মূল প্রশ্নে। যুদ্ধকালীন মিত্রতা পুঁজিবাদের সঙ্গে এবং যুদ্ধের কারণে ক্ষয়ক্ষতি যা কিনা পার্টির বিভিন্ন স্তরের ও স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যেকার বহু শ্রেষ্ঠকর্মীদের নিশ্চিহ্ন করণ ঘটিয়ে পাশাপাশি তলানি হিসেবে রেখে দিয়েছিল কিছু সংগঠক বুদ্ধিজীবী এবং তুলনামূলক অন্যান্য অ-প্রলেতারিয়ান উপাদান এবং এগুলি রাখাও হয়েছে বেশ বহাল তবিয়তেই, ছত্র ছায়ায় বেড়ে ওঠার অপেক্ষায়। কম্যুনিষ্ট ইনফরমেশন ব্যুরো-র উদ্বোধনী সভাগুলিতে ঝানভ-ও সোভিয়েত প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব দিতেন। তাঁর কাজকর্মের জন্য-ও স্বভাবতই তিনি সোভিয়েত ও ইউরোপীয় সংশোধনবাদীদের উভয়ের কাছেই হয়ে উঠেছিলেন একটি সঙ্গত লক্ষ্যবস্তু। সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে কি ছিলেন সেটা না বললে-ও চলে।

৩১॥ নেতৃত্বের মধ্যেকার পরিস্থিতি এই সময়ে ছিল একেবারে বাঁকের মুখে। ঘোষণাটির অর্থ ছিল স্তালিন জলদি খুঁজেন দৃষ্টি দিচ্ছেন বিরোধী ষড়যন্ত্রের বিষয়-

গুলিতে। অর্থাৎ হয় পরিস্থিতি সংশোধনবাদীদের পক্ষে অনুকূল হয়েছিল এবং তারা এবার নতুন কৌশল নিল যার দ্বারা গোপনে সফলে ব্যক্তি-চুক্তির জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল অথবা একটি নতুন অবস্থা প্রকাশ্য হয়ে পড়েছিল যা সংখ্যাগরিষ্ঠ সংশোধনবাদীদের পায়ের তলায় মাটি সরিয়ে দেবে এবং মার্কসবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিকে এগোনো শুরু হবে। তদন্ত যতই এগিয়ে চলল নেতৃত্বকারী সংশোধনবাদীরা ভালভাবেই চেষ্টা চালিয়েছিলেন যাতে ব্যাপারটাকে অন্যদিকে ঘোরান যায় কিন্তু শোন-দৃষ্টি নিশ্চয়ই বড় বেশি কাছে এসে পড়েছিল, যা অস্বস্তিকর এবং দ্রুত ও চূড়ান্ত মীমাংসাকারী পদক্ষেপ নেওয়া জরুরী হয়ে পড়েছিল সংশোধনবাদী ষড়যন্ত্রগুলির সমস্ত কিছুই প্রকাশ্য না হতে দেওয়ার জন্য।

৩২॥ এজন্য যেটা ঘটল সেটা হচ্ছে ১৯৫৩, মার্চের প্রথম বুধবার-এর রাত্রি। আজ পর্যন্ত অব্যাখ্যাত তিন দিন স্থগিত রাখার পর মস্কো রেডিও ঘোষণা করেছিল যে, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ জনিত স্তালিন গত রবিবার রাত থেকে অসুস্থ এবং এখন অবস্থা খুবই সংকটপূর্ণ। পরবর্তী বিস্তারিত মেডিকেল বুলেটিনগুলি প্রচার করা হয়েছিল দুদিন পরেই স্তালিনের মৃত্যু ঘোষণার আগে পর্যন্ত। প্রকাশ্য সেই সরকারী ঘোষণাগুলির বিশ্লেষণ আমাদের দুটি বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট করে। প্রথমত, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ বিষয়ে প্রথম সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছাড়া স্তালিনের মৃত্যুর কারণ বিষয়ে বিস্তারিত কোন রিপোর্ট এ পর্যন্ত নেই। দ্বিতীয়ত, এই যে একেবারে প্রথম বুলেটিনেই সোভিয়েত নেতারা হুড়োহুড়ি করে বুঝিয়ে-দিয়েছিলেন যে স্তালিন যদি বা সুস্থ হয়ে ওঠেন তবু তিনি কোনদিনই আর আগের মতন দায়িত্বপূর্ণ নেতৃত্ব দিতে পারবেন না অর্থাৎ, শারীরিক এবং মানসিকভাবে-ও তিনি পঙ্গু হয়ে গেলেন যা কোনদিনই আর ভাল করা যাবে না। নিশ্চিতভাবেই তাদের কাছে এই ঘোষণাটি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ একটা বিষয় প্রথম থেকেই পরিষ্কার করে নিতে যে সোভিয়েত নীতি প্রণয়ন ও নির্দেশকারী ভূমিকা এবার থেকে চলে গেল অন্যের হাতে। এই পরিবর্তন ব্যাপারে সম্যকভাবে সোভিয়েত মানুষজনকে অবহিত করার সুযোগ নেওয়া হল এই ঘোষণার অনুষ্ঠানকেই ব্যবহার করে, বড় চমকের মাধ্যমে।

৩৩॥ ইতিহাসে, এই যথাযথ বিষয়ে এ পর্যন্ত কোন মানুষই জানেন না স্তালিনের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ কি ছিল শুধুমাত্র তাঁরা ছাড়া যাঁরা ব্যাপারটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। প্রাপ্ত প্রমাণাদির মধ্য দিয়ে যে সিদ্ধান্তেই আমরা পৌঁছই না কেন সোভিয়েত নেতৃত্বের মধ্যে দুটি বিরোধী গোষ্ঠীর অনস্বীকার্য অস্তিত্বের ঘটনাকে পাশ কাটানো যায় না, তেমনই নস্যাৎ করা যায় না তাদের মূল মতাদর্শ এবং নীতির অবিসংবাদী বিরোধের বিষয়টি। কিন্তু এটা নিশ্চিত বলা যায় যে যদি স্তালিনের মৃত্যু সোভিয়েত নেতৃত্বের মধ্যেকার লড়াইয়ের এই বিশেষ সংকটপূর্ণ বাঁকে স্বাভাবিক কারণেই ঘটে থাকে তবু সোভিয়েত সংশোধনবাদীদের দ্বারা ক্ষমতা দখলের জন্য নানান ঘটনাগুলির মধ্যে এটি ছিল না একটি চূড়ান্ত শুধুমাত্র দৈবাধীন আকস্মিকতা। অথবা, পৃথিবীর ইতিহাসে এই বিশেষ ঘটনাটি বুঝি সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্তাকর্ষক 'সমাপতন'! স্তালিন মৃত্যুর রহস্য এই ধরনের ঘটনাপ্রবাহে বেষ্টিত, আরও বেশি অন্যান্য ঘটনা এবং আকস্মিকতার পরিমণ্ডলে।

৩৪॥ প্রলেতারিয়ান বিপ্লবীদের মৃত্যুগুলি সবসময়েই শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের দ্বারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা অবলম্বনকে প্রয়োজনীয় করে, বিশেষ করে যখন এই বিপ্লবীরা বিচ্ছিন্ন হন বা যোগাযোগহীন হবার উপক্রম হাজির হয়। যখন এঁদের একা হয়ে যেতে হয় যেমন কিনা কারাগারে, বিশেষ চিকিৎসার অধীনে অথবা জাহাজের খোলা ডেকে ইত্যাদি। স্তালিনের মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের জন্য এ পর্যন্ত কোন তদন্তই হয়নি এবং এই বিষয়ে সরকারী কোন বিবরণী-ও নেই। নানান হালকা মন্তব্য করেছেন ক্রুশ্চভ এবং যথাযথ এই বিষয়ে নিশ্চিতভাবেই আশ্চর্যজনক পাঠ লিপিবদ্ধ করা আছে ইলিয়া ইরেনবুর্গ দ্বারা, যার মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় যে নেতৃত্বকারী ভূমিকার জন্য বেরিয়া তৈরী ছিল। নিশ্চয়ই ইরেনবুর্গ ঘটনা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান পান নি এবং নেতৃত্বকারী সোভিয়েত সংশোধনবাদীরা তাকে ব্যবহার করেছিলেন একটি পরোক্ষ উপাদান হিসেবেই যা সবসময়েই সরকারীভাবে অস্বীকার করা যেতে পারে। এটাও বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে ইরেনবুর্গের অতি-সাধারণ প্রচার যা যুদ্ধের শেষ সময়ে সংগঠিত এগিয়ে আসা রেড-আর্মির পক্ষে অতীব অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল পূর্ব-জার্মান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার বিষয়গত সমস্যাগুলির উপর কিছু বলতে এবং প্রকৃত অর্থে কিছু না বলতেই—যার উপর কিনা স্তালিন প্রকাশ্যেই কিছু সংশোধন পূর্বে এনেছিলেন।

৩৫॥ স্তালিনের মৃত্যু ঘিরে সমস্ত ঘটনাবলীর যাবতীয় প্রকাশ্য বিবরণগুলি খুঁটিয়ে পরীক্ষার পর একটি উপসংহার নির্দিষ্টভাবেই যুক্তিসঙ্গত যে ১লা মার্চ রাত্রে সোভিয়েত নেতৃত্বের একটি বিশেষ গোষ্ঠী স্তালিনের পদক্ষেপ সংক্রান্ত ব্যাপারে নিরস্ত করতে গিয়েছিল এবং সেই গোপন সভার ফলাফলই স্তালিনের মৃত্যু। এটাও মনে হয় নিশ্চিত ক্রুশ্চভ এবং নিকোয়ান উভয়েই সেই গোষ্ঠী সদস্যদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সম্ভবত, আরও বলা যায় যে তাঁদের জন্য রাস্তা তৈরীই ছিল এবং যে কোন ধরনের বাধাদান ছিল অসম্ভব যেমন, বাছাই করা মোতায়েন সেনাদের দ্বারা, সম্ভবপর যারা ঝুকভের আজ্ঞাবহ ছিল। অন্যভাবে বলা চলে, স্তালিন সত্যিই হয়ত মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ জনিত কারণে মারা গিয়েছিলেন এবং সেক্ষেত্রে সেটাও তবে অবশ্যই ছিল শারীরিক আক্রমণজনিত ফল। এই নির্দিষ্ট বিষয়টিতে আমরা অবশ্যই বিচারে আনছি স্তালিনের মৃত্যুর দু'সপ্তাহ আগে মস্কো থেকে যেসব পশ্চিমী বার্তাপ্রেরক দ্বারা প্রেরিত বিবরণী এ পর্যন্ত প্রকাশ্য। জেনারেল কোসিনকিনের আকস্মিক-মৃত্যু-র একটি ঘোষণা প্রকাশিত হয়েছিল ইজভেস্তিয়া, ফেব্রুয়ারী সতের তারিখে। জেনারেল কোসিনকিন ছিলেন ক্রেমলিনের প্রশাসনিক নিরাপত্তা পরিষদের বিভাগীয় প্রধান। অল্পমাত্র সময়ের জন্য এই সুতীক্ষ্ম বিষয়টি লিপিবদ্ধ করা হল এখানে কিন্তু, স্তালিনের মৃত্যু যদি অভাবিত এবং সাধারণ কিছু কারণ থেকেও ঘটে থাকে তবে এই পরিস্থিতিতে ক্রেমলিন নিরাপত্তা পরিষদের বিভাগীয় প্রধানের আকস্মিক মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব ঘটনাটি নিঃসন্দেহে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সমাপতন অথবা দেব।

৩৬॥ পাঠকগণ নিশ্চয়ই স্মরণ করতে পারেন যে ক্রুশ্চভের গোপন রিপোর্ট অন্যান্য বক্তব্যের পাশাপাশি একই সঙ্গে তৈরী করা হল বিশতম কংগ্রেসের আগে এবং পরে। এগুলি শুধুমাত্র স্তালিনকে প্রকাশ্যনিন্দা ছিল না উপরন্তু, আরও দোষারোপ করা হল ঝানভ, বেরিয়া এবং ভিসিনস্কি ইত্যাদিকে। রহস্যপূর্ণ ঘটনার বাতাবরণে স্তালিন-ই শুধুমাত্র মারা যাননি, দেখা যাচ্ছে তাঁর মৃত্যুর কিছু

আগে তাঁর সেক্রেটারিয়েত দ্বারা যে তদন্তকার্য শুরু হয়েছিল তাতে জনসমক্ষেই ঘোষণা করা হয়েছিল যে ঝানভের মৃত্যু সংঘটিত হয়েছিল বিরোধীশক্তির প্রত্যক্ষ মদতেই। বিচার-বিশ্লেষণ উপস্থিত করলে এটা স্পষ্টই প্রতিভাত হয় এই প্রকাশ্য বিবৃতিটিই স্তালিনের শেষ মুহূর্তকে এগিয়ে আনে। আমরা আরও স্মরণ করছি যে স্তালিনের মৃত্যুর পরে পরেই কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যে বেরিয়া অভিযুক্ত হন এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু গোপন বিচারের পর তাঁর প্রাণদণ্ড ছ'মাস পর্যন্ত ঘোষিত হয়নি। সংশোধনবাদীদের বিশেষ প্রচলিত রীতিতেই বেরিয়ার গোপন সামরিক বিচারের পরিচালনা ঢেকে রাখা হল জনশ্রুতিতে এবং বেরিয়া নিজে-ও সে গালগল্প শুনলে টের পেতেন সেগুলি কতটা ব্যঙ্গপূর্ণ। আরো মনে করা যায় ম্যালেনকভের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার পর ফ্রেঞ্চ সমাজতান্ত্রিক প্রতিনিধিদের কাছে ক্রুশ্চভের সাক্ষাৎকারটি যেখানে তিনি ব্যাখ্যা দিচ্ছেন যে বেরিয়া একটি কমিটি সভায় ফাঁদে পড়েছিলেন এবং গুলিবিদ্ধ হন। ব্যাপারটিতে মিকোয়ান উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় ছিলেন। সাক্ষাৎকারটির প্রসঙ্গে কিছু সময় পরেই কি প্রতিরক্ষা বাহিনীর একটি তরুণ দয়াপরবশ হয়ে আবিষ্কার করেন যে বেরিয়া স্তালিনের অজান্তেই ১৯১৯ সাল থেকেই ছিলেন একজন সাম্রাজ্যবাদী গুপ্তচর? এই 'ঘটনা' সম্পূর্ণভাবে ঘোষিত ও প্রচারিত হয়েছিল সোভিয়েত ও ব্রিটিশ সংশোধনবাদী উভয়ের পক্ষ থেকেই। সবশেষে, ১৯৫৪ সালের নভেম্বরে নিউ ইয়র্কের সোভিয়েত মিশন হেড-কোয়ার্টার থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল হার্টফেল জনিত ভিসিনিস্কি-র হঠাৎ-মৃত্যুর খবরটি। পরের দিনই রাষ্ট্রীয় সম্মানের সঙ্গে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে সোভিয়েত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের দ্বারা ভিসিনিস্কি-র মরদেহ মস্কোয় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অন্যভাবে বলা যায় ২০-তম কংগ্রেসের আগে আগেই ক্রুশ্চভের দ্বারা সমালোচিত ও কলঙ্কিত সমস্ত ব্যক্তিই হয় মারা গেছেন রহস্যপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে অথবা এমনই সব ঘটনায় বা প্রচারিত ব্যাখ্যায় যে ব্যাপারে মৃত্যুর কারণ জনিত কোন তদন্ত করা যেতে পারে না।

৩৭॥ আরও আরও উল্লেখযোগ্য ঘটনা পরম্পরার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই ২০-তম কংগ্রেস-য়ের উৎসবটি। যেমন বেইরুতের মৃত্যু। পোলিশ ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক। মস্কো থাকালীন সময়ে মারা গেলেন। এমন কি তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে-ও বক্তব্য রাখতে গিয়ে পোলিশ কম্যুনিষ্ট ওচাব বেইরুতের অভাবনীয় মৃত্যুর প্রসঙ্গ পর্যন্ত আনেন। এই দুর্ঘটনার পরবর্তী বিষয় হচ্ছে ক্রুশ্চভের পোল্যাণ্ডে ছুটে আসা গোমালকার পুনর্বহালের তদারকিতে, যিনি পোলিশ পার্টি নেতৃত্বের মধ্যে ডানপন্থী জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর এক মুখপত্র হিসাবে অনেক আগেই সঠিকভাবে চিহ্নিত হয়েছিলেন। ক্রুশ্চভ এবং গোমালকা রাজনৈতিক রক্ত সম্পর্কের ভাই ছিলেন যেমন আজ-ও আছেন। বেইরুতের এই হঠাৎ মৃত্যুর পরে পরে এমনই সুযোগসন্ধানী সহযোগিতার দ্বারা ক্রুশ্চভের কাছে কতটা সহজ হয়েছিল পোলিশ পার্টি নেতৃত্বকে নিজের সংশোধনবাদী ভাবমূর্তির ছাঁচে ঢেলে নিতে।

৩৮॥ আরো একটি ঘটনা : ২০-তম কংগ্রেসের পরে সোভিয়েত ইউনিয়নে টিটো গিয়েছিলেন এবং দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কগুলি এই সময়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দৃঢ়বদ্ধ হয়। নতুন এই যোগাযোগ বন্ধনের রাস্তা আগেই তৈরী করা হয়েছিল ক্রুশ্চভের নেতৃত্বে একটি উচ্চ সোভিয়েত প্রতিনিধিবর্গের যুগোশ্লাভিয়া ভ্রমণের মধ্য দিয়ে এবং আগেই জনসমক্ষে মৃত বেরিয়াকে দায়ী করা হয় দু'দেশের অবনতির জন্য। সোভিয়েত নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা সেরে দেশে ফিরবার পর ১৯৫৬ সালের জুলাইতে টিটোকে নাটো (NATO) দেশগুলির উচ্চ পর্যায়ের এক কর্মাধ্যক্ষ-এর কাছে বলতে শোনা গিয়েছিল অর্থাৎ, তাঁর সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণের সময় থেকে তাঁকে জ্ঞাত করা হয়েছিল সোভিয়েত দলের নেতৃসদস্যদের দ্বারা স্তালিন হত্যা সংঘটিত হয়—এমন একটি ধারণার বিষয়ে। খুব কষ্ট হয় না বুঝে উঠতে বুর্জোয়া কূটনীতিক এমন প্রকাশ্য চাল নির্জলা সত্যকে পরোক্ষ উপাদান দ্বারা খুঁচিয়ে তোলপাড় করার, যা কিনা সব সময়েই অস্বীকার করা যেতে পারে। যেমন ক্রুশ্চভের গোপন রিপোর্ট ব্যাপারটি কিছু সময়ের জন্য নিজেই পারে সরকারী ভাবে অস্বীকারের সম্ভাবনাকে বাস্তব সম্মত করতে যদি সে প্রচার সোভিয়েত সংশোধনবাদীদের বিপক্ষে যাওয়ার মতন কিছু অঘটন সত্যিই ঘটে যায়। অন্যভাবে মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুত এক বিশ্বাসঘাতক প্রচার করলেন এক বিরল প্রলেতারিয়ান বিপ্লবীকে হত্যা করছে কিছু মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুত বিশ্বাসঘাতকের দল। এই বিবরণ তাদের সপক্ষে সমস্ত সম্ভাব্য পথ দিয়ে সমস্ত পৃথিবীর কাছে প্রকাশ করা হল গোপন তথ্য পাচারের ছদ্মবেশে বা প্রকাশ্য গোপনতার অংশ হিসেবে আকর্ষিত করে। এই বিবরণ ব্রিটিশ প্রেসে মুদ্রিত ডেইলী টেলিগ্রাফে ছাপা আকারে বেরিয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ একটি শিরোনামা-ও ছিল "টিটো বললেন স্তালিন খুন হয়েছেন।" তবুও ব্রিটিশ কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ বিভিন্ন স্তরের কর্মীরা পর্যন্ত গত পাঁচ বছর ধরে শ্রেণী শান্তি বিষয়ে মোহময়তার শিকার হয়েছেন সংশোধনবাদী নেতৃত্বের অধীনে এবং এতটাই নিজেদের বিপ্লবী পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা হারিয়ে বসেছেন যে এই প্রকাশ্য বিবরণ জনসমক্ষে ছড়িয়ে পড়তে দেওয়া হল কোনরকম বিরোধিতা ছাড়াই এবং জনগণের সামনে পার্টির পক্ষ থেকে কোনরকম বক্তব্য ব্যতিরেকে-ই।

৩৯॥ 'স্তালিন' প্রশ্ন প্রসঙ্গে সবশেষে আমরা পেলাম ২২-তম কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তটি : স্তালিনের মৃতদেহ লেনিন সমাধিক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নেওয়া হল ক্রেমলিনের একটি কবরে। আপনি কি ভাবতে পারেন যে কাজটা মূলত প্রতিশোধ-আচরণ, ক্রুশ্চভের পক্ষে রাজনৈতিক অসম্মান প্রদর্শনের একটা কাজ শুধুমাত্র, নক্কারজনক বিপক্ষ প্রচারের একটি চরম দৃষ্টান্ত শুধু? এই কংগ্রেসে আরও তিনি কি কুঁদলেন? চৌ-এন-লাই প্রদত্ত একটি সাংসী বক্তব্য-কে তিনি ক্রোধের সঙ্গে প্রতিনিধিবর্গের কাছে জানালেন করতালি দ্বারা প্রশংসিত না করতে। শক্তিশালী চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টি দ্বারা প্রকাশ্য সমর্থন তুলে নেবার মত ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়েছিল ক্রুশ্চভকে এবং আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে সংশোধবাদীদের স্থান দমনযোগ্য বিষয়ে খোলাখুলি তর্কের সম্ভাবনা বেড়ে ওঠার সামনা হতে হয়েছিল। রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর ক্রুশ্চভের নিয়ন্ত্রণ শক্তি দ্বারা এই বিরোধিতার জবাব দেওয়া বা বিষয়টিকে চাপা দেওয়া সম্ভব ছিল না। ক্রুশ্চভের জন্য এটি ছিল নতুন এবং অস্বস্তিকর সম্ভাবনা। এটাও পরিষ্কার যে মরদেহ সরিয়ে নেওয়ার এই সিদ্ধান্ত সোভিয়েত সংশোধন-বাদী নেতৃত্বের কাছে ছিল একটি চটজলদি বাস্তব প্রয়োজন। গুজবে প্রকাশ সমাধি দেবার আগেই স্তালিনের দেহাবশিষ্ট সম্পূর্ণভাবে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছিল। ঘটনার যে কোন সম্ভাব্য অপ্রীতিকর বাঁক নেবার আগেই ক্রুশ্চভ স্তালিনের মৃত্যুর কারণ বিষয়ে পরবর্তী যে কোন স্বাধীন তদন্ত সম্পর্কে

অনিচ্ছাও প্রকাশ করেছেন এবং আত্মপক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন।

৪০ ॥ সোভিয়েত সংশোধনবাদীরা পার্টি নেতৃত্বের মধ্যে বলপূর্বক ক্ষমতা অধিগ্রহণের দ্বারা নিজেদের অবস্থান পাকাপোক্ত করে নেবার পর একটি অসুবিধাজনক প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিলেন ঃ কিভাবে তাঁদের নতুন কৌশল-নীতি এবং মার্কসবাদ থেকে পশ্চাদপসরণের মূল অবস্থান উপস্থিত করবেন। কিছু সময়ের জন্য তাঁরা তৈরী হলেন স্তালিনের নামেই নিজেদের অবস্থানকে ছদ্মবেশী করতে, শুরু করলেন একটি পদ্ধতি, যা আগেই বলা হয়েছে ; স্তালিনের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেই প্রথম যে বুলেটিন ঘোষণা করা হয়েছিল সেটি থেকেই। এমন কি ১৯৫৫-র পরও ফেব্রুয়ারীতে বুলগানিনকে সুপ্রীম সোভিয়েতের নতুন প্রিমিয়ার হিসাবে প্রস্তাব-বক্তব্যে ক্রুশ্চভ তাঁকে চিহ্নিত করেছিলেন স্তালিনের ঘনিষ্ঠ একজন কমরেডস্-ইন-আর্মস হিসাবে। এটা পরিষ্কারই যে সংশোধনবাদীরা এই ষ্টাইলের মধ্যে নতুন কোন সত্যিকারের উন্নতিও ঘটাতে পারেন নি। কিন্তু সত্যিই মার্কসবাদের পাইকারী বিকৃতি সম্পাদন যদি উদ্দেশ্য হয় আকস্মিকভাবে বা রাতারাতি সেটা করা সম্ভবই নয় উপরন্তু, এভাবেই সেটা সম্ভব অর্থাৎ বিভিন্ন স্তরে ধীরে ধীরে বিকৃতি-র দ্বারাই। স্তালিনের মৃত্যুর পরে তিন বছর লেগেছিল ক্রুশ্চভের পক্ষে নিজের প্রকাশিতব্য বক্তব্য তৈরী করতে এবং সেই বক্তব্য শোনাবার পরিবেশ গড়ে তুলতে এমন কি তখনো পর্যন্ত সেটা সোভিয়েত ইউনিয়নের কোথাও প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। এই ঘটনা পরম্পরা প্রমাণ করে সোভিয়েত সংশোধনবাদীদের সতর্কতামূলক ভূমিকার বিষয়টিকে এমন কি, বলা যায়. কংগ্রেসের পরে পরেই এই বক্তব্যের ধরণে যে কোন গুজব-ও যথেষ্ট ছিল গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনায় বিক্ষোভ প্রদর্শনে বা যে কোন ধরণের শিল্প অস্থিরতার প্রবর্তনে। এও বলা যায়, এ জিনিস সম্ভবও ছিল না সোভিয়েত সংশোধনবাদীদের পক্ষে ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা না করে যতদিন পর্যন্ত না তাঁরা তৈরী হয়ে উঠেছেন তাঁদের পক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে ফেলা যায়। কাজটা হচ্ছে ঃ লেনিনের মৃত্যুর পর থেকে স্তালিনের যাবতীয় তাত্ত্বিক কাজগুলির কার্যত গণ-অস্বীকার।

৪১ ॥ বিশতম কংগ্রেসে মুখ্য প্রচার পর্বটি আসে সোভিয়েত সংশোধনবাদীদের চ্যাম্পিয়ন হিসাবে ক্রুশ্চভের কাছ থেকেই। মার্কসবাদ থেকে পশ্চাদপসরণ আড়াল করতে, স্তালিনের দৃঢ় লেনিনীয় অবস্থান থেকে পশ্চাদপসরণ করতে অসম্ভবই মনে হয়েছিল নিশ্চয়। এটা করা হয়েছিল নীতির বিরোধিতা হিসাবেই নীতির গণপ্রচারের চাকচিক্যে, একটি মার্কসবাদী তত্ত্ব ভিত্তিক নীতি হিসাবে, যখন কিনা মার্কসবাদে বাস্তব প্রতিজ্ঞাভঙ্গ সংশোধনবাদীদের দিকে অনেকের যোগাযোগকে প্রকাশ্য করে দিয়েছে আর এ জিনিস গড়ে তোলা হল স্তালিনের প্রতি ব্যক্তি আক্রমণের দ্বারা। আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনকে ভুল পথে নিয়ে যাবার জন্য নেতৃত্বকারী সোভিয়েত সংশোধনবাদীদের দরকার হয়েছিল এই প্রশ্ন এইভাবেই উপস্থিত করার যাতে মনে হবে লেনিনবাদকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করারই কাজ এটা, পশ্চাদপসরণের নয়। সাম্রাজ্যবাদকে দমিয়ে রাখারই একটি উপাদান যেন এটা, সাম্রাজ্যবাদের প্রতি নতুন সোভিয়েত নীতির প্রতিষ্ঠা যেন নয়। যেন শান্তির অনুসরণকারী সমাজতান্ত্রিক শিবির বিভাজন করে ফেলা নয়, যে শিবির আসলে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের প্রধান প্রতিরোধ।

৪২ ॥ কিছু সময়ের জন্য এই নীতি সমস্ত ক্ষেত্রে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। সোভিয়েত পার্টির কর্তৃপক্ষ, মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন এবং স্তালিনের থেকে উৎপন্ন এক কর্তৃপক্ষ ব্যবহৃত হয়েছিলেন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে পশ্চাদপসরণ ঢাকা দেওয়ার উপাদান হিসাবে। এই কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ এই সোভিয়েত পার্টি ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল এর ভিত্তিভূমি সোভিয়েত ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল শ্রমিকশ্রেণী থেকে এবং ব্যবহৃত হয়েছিল সুদৃঢ় প্রলেতারিয়ান মতাদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার উপাদান হিসাবে। সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টি ছাড়া অন্য কোন উৎস থেকে কম্যুনিষ্টরা মেনে নিতে পারতেন স্তালিনের নিন্দা এবং অস্বীকৃতি? বৃটেনে আগে থেকেই তৈরী সংশোধনবাদী পার্টি নেতৃত্ব ঝটপট ছিনিয়ে নিল বিশতম কংগ্রেসকে এবং বৃটিশ শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে স্তালিনের নিন্দা এবং বাতিলকরণের প্রস্তাব ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে অগ্রণী ভূমিকায় নেমে পড়ল। অন্য কোন উৎস থেকে ব্রিটিশ খেটে খাওয়া মানুষেরা, শ্রমিকেরা এই নিন্দা এবং অস্বীকৃতি সহ্য করতেন বা মেনে নেওয়ার শর্তসাপেক্ষ হতেন সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে ব্রিটিশ কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং ডেইলী ওয়ার্কার-এর সম্মিলিত এমন উদ্যোগ ব্যতীত? এমন কি আজ-ও শ্রমিকদের মধ্যে বেশ উদ্দীপনার সঙ্গেই স্তালিনের সমর্থন মেলে সাধারণত যাঁরা সরাসরি পার্টির নজরদারির চাপে জর্জরিত নন, বেশি করে তাঁদের মধ্যেই।

৪৩ ॥ ক্রুশ্চভের বক্তব্যে আরো এক কাজ হয়েছিল ঃ ঘটনা আড়াল রাখার একটি বীমাকরণ-এর মত। সোভিয়েত সংশোধনবাদীদের দ্বারা কি অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল পার্টির নেতৃত্বে এদের উত্থানে, যা দিবালোকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ২০-তম কংগ্রেসের আগেই এবং যখন এঁরা নিশ্চয়ই বিপদজনক এক অবস্থানে ছিলেন। এই কংগ্রেসের পরে যেভাবেই হোক ক্রুশ্চভ এবং তাঁর আন্তর্জাতিক সমর্থকদের কি একেবারেই জবাবদিহি করতে হয়নি যে কাজটি যুক্তিযুক্ত ছিল? ক্রুশ্চভের বক্তব্য নিজের মধ্যেই কি এমন ধরণের কোন দ্ব্যর্থ অর্থে ইশারাব্যঞ্জক যুক্তি উপস্থিত করেনি—যখন তিনি তাঁর শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলছেন "এটা বাদ দেওয়া যায় না যে স্তালিন যদি আরো কিছু মাস হাল ধরে বসে থাকতেন তবে কমরেড মলোটভ এবং কমরেড মিকোয়ান অবশ্যই কোন ধরণের বক্তব্যই পেশ করতে পারতেন না এই কংগ্রেসে।" এখন এমন ধরণেরই কি যুক্তি ব্যবহৃত হবে না? সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরে এটাই কি চূড়ান্ত যুক্তি হবে না যে জাতীয় স্বার্থরক্ষা করতেই স্তালিনকে "সরিয়ে দেওয়া" বিকল্পহীন। তাছাড়া স্তালিনের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা রাশিয়াকে এগিয়ে দেবে পরমাণু যুদ্ধের দিকে অর্থাৎ সরিয়ে দেওয়ার এই প্রয়োজন অনেক বেশি জরুরী করে তৈরী করা হল পরমাণু যুদ্ধাস্ত্রের জুজু দেখিয়ে যা সমস্ত বোঝাবুঝির সম্ভাবনাগুলিকে পর্যন্ত বাতিল করে দেবে। উদাহরণস্বরূপ ইউরোপীয়ান সংশোধনবাদীদের মধ্যে যখন কাদার (Kadar) একটি সাদামাটা কৃষককে বলা বক্তব্য উদ্ধৃতি দেন যে স্তালিন যদি এখনও পর্যন্ত বেঁচে থাকতেন তবে একটা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লেগে যেতোই—এটাই কি তবে সেই বহু পুরোন "যুক্তিসম্মত" নয়? কথার মারপ্যাঁচ ছেড়ে সংক্ষেপে এমন ধরণেরই যুক্তি কি ব্যবহার করছেন না সোভিয়েত এবং বৃটিশ সংশোধনবাদীরা উভয়েই বর্তমান চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্পূর্ণভাবে সংশোধিত এবং সংগত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার বিরুদ্ধে? এই বিবেচনাই কি যুক্তিসম্মত হচ্ছে না সমস্ত সংশোধনবাদী নীতির উৎসমুখে

পরমাণ জুজু নির্দেশকারী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ?

৪৪ ॥ এবার আমরা পরীক্ষা করে দেখব সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সম্পর্কে এই নীতির ভবিতব্য কি এবং ২০-তম কংগ্রেসের আগে ও পরে উভয়ক্ষেত্রেই এই নীতির ফলদায়ক কৌশল ব্যবস্থা-ই বা কি ? যতদিন পর্যন্ত ম্যালেনকভ ছিলেন সোভিয়েত সরকারের প্রধান নেতা তৎকালীন বৃটিশ প্রিমিয়ার চার্চিল অনেকগুলি প্রকাশ্য বক্তব্য রেখেছিলেন, যা কিনা নতুন সোভিয়েত নেতৃত্বের প্রতি প্রস্তাবাকারে বহুল ব্যাখ্যাত এবং ম্যালেনকভ-ও প্রকাশ্যেই সেগুলির প্রতি সাড়া দেন। বৃটিশ কম্যুনিষ্ট পার্টির দক্ষিণ-পন্থীরা এবং সন্দেহহীনভাবে সোভিয়েত নেতৃত্বের মধ্যেও এঁদের নকলনবীশরা-ও একটি শাসক শ্রেণীর কূটনীতিকের কাছ থেকে পাঠ নিয়েছেন বহু বহু দ্ব্যর্থ অর্থবোধক ভঙ্গীর যেন ১৯৪৬-য়ের ফুলটন-বক্তা ফিরে এসেছিলেন একটি অ্যাংলো-সোভিয়েত জোট-যুক্তির নিজ জীবদ্দশাকালীন কৌশল সহযোগে। বাস্তবে নিজ শ্রেণীর স্বার্থ চরিতার্থতার একটি ঝকঝকে ধারণা ছিলই চার্চিলের চেতনায়। বৃটিশ শাসক শ্রেণীর সাথে পূর্ব টালবাহনার সঙ্গে সুয়েজ-প্রস্তাবের পরিকল্পনা নিয়ে চার্চিল নিজের ফাঁপা প্রকাশ্য হামবড়া অভিপ্রায়ই দেখিয়েছিলেন নতুন সোভিয়েত নেতৃত্বের প্রসঙ্গে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদকে সতর্ক করতে এবং এই সমস্ত এলাকায় নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী অবস্থানকে চালু রাখার জন্য ব্রিটিশ পরিকল্পনাগুলির উপর কোন রকম নাক গলানোর ব্যাপার থেকে বিরত রাখার চোখ ঠারানি বোঝাতেই। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ এতে ভবী ভোলে নি অথবা বড় রকম ভাবে বিচলিত-ও হয়নি।

৪৫ ॥ এ প্রসঙ্গে আমরা অবশ্যই মনে করতে পারি শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে নতুন ম্যালেনকভ নেতৃত্বের সাক্ষাৎকারটি। প্রয়োজন ব্যতিরেকে দপ্তরের বাইরে বৃটিশ শাসক গোষ্ঠীর পক্ষে নেতৃত্বকারী শ্রমিক কূটনীতিকরা প্রায়শই অনেকটা একই ধরণে অব্যবসায়িক ভূমিকা বা বেসরকারী কাজ করেন। বৃটিশ সংবাদপত্র উল্লেখ করেছিল যে ওই সময়ে শ্রমিক প্রতিনিধিরা চার্চিলের পক্ষ থেকে ম্যালেনকভের নিকটে একটি গোপন ব্যক্তিগত সংবাদ বহন করে নিয়ে যান। শুধু তাই নয়, এই উদ্দেশ্যে বৃটিশ শ্রমিক প্রতিনিধিদের পক্ষে ওই সময়ে একটি বক্তব্য-ও রাখা হয়েছিল মর্গান ফিলিপস দ্বারা, যিনি বৃটিশ লেবার পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক। বক্তব্যটি রাখা হয়েছিল প্রতিনিধিদের সেখানে যাবার আগে আগেই একটি সাংবাদিক সম্মেলনে। বক্তব্যটি মুদ্রিত হয়েছিল শুধুমাত্র "সানডে পিকটোরিয়াল" (অধুনা 'সানডে মিরর') পত্রিকায় যা কিনা দেশ পাঠককুলের কাছে সরাসরিযুক্ত রাজনৈতিক পত্রপত্রিকার থেকে বরং চাঞ্চল্যকারী। এই কারণেই সাংবাদিক সম্মেলনের বিষয়টি কম যত্নবান সাজে প্রতিফলিত হল তথাকথিত অনেক বেশী গম্ভীর ও গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকায় মুদ্রিত বিষয়ের তুলনায় এবং অবশ্যই খবরটি প্রকাশের স্বার্থে অর্থাৎ কারো দৃষ্টি আকর্ষণের স্বার্থে বক্তব্যটিকে সংবাদ হিসেবে গণ্য করা হল। প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্য বিষয়ে একটি প্রশ্নের উত্তরে মর্গ্যান ফিলিপস বললেন যে তাঁরা দেখতে যাচ্ছেন যে যুগোশ্লাভিয়ায় যা করা হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের তেমন কিছু করা যাবে কি না।

৪৬ ॥ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৫-তে ক্রুশ্চভ এবং বুলগানিন ম্যালেনকভের জায়গা নেন এবং ঘোষণা করা হল যে হাল্কা শিল্পের উপরু পূর্ব সিদ্ধান্ত বা অতিরিক্ত ঝোঁক যা কিনা ১৯-তম কংগ্রেসে ম্যালেনকভের রিপোর্টের মূল সুর ও প্রধান বিষয় হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছিল এখন বিবেচিত হচ্ছে যে মারাত্মক রকমের ভুল ছিল সেটা। পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্রের উপরও ম্যালেনকভের বক্তব্য প্রকাশ্যে শুধরিয়ে নেওয়ার প্রসঙ্গ-ও গুরুত্ব পেল। এই নির্দিষ্ট প্রসঙ্গে আমরা অবশ্যই জিজ্ঞাসা রাখছি যে হাল্কা শিল্পের জন্য ম্যালেনকভের ওকালতি এবং সাম্রাজ্যবাদী পারমাণবিক জুজুর ভয়ে তাঁর সন্ধিশর্তে আত্মসমর্পনের পূর্ব অবস্থান—উভয়ের মধ্যকার যোগসূত্র কি ছিল এবং সেই পূর্ব ঝোঁক ও তাঁর জায়গায় ক্রুশ্চভ ও বুলগানিনের অবস্থান কি বিষয়ে বৈশিষ্ট্যসূচক। পাশাপাশি এও জিজ্ঞাস্য যে সোভিয়েত নেতৃত্বের মধ্যে যে দুই গোষ্ঠীর এঁরা প্রতিনিধিত্ব করছেন সেই দুই গোষ্ঠীর মতাদর্শগত অমিল-ই বা কি ? এটা কি খুবই পরিষ্কার নয় যে ম্যালেনকভ এবং তাঁর সমর্থকেরা অনেক বেশি বলিষ্ঠভাবে আঁকড়ে ধরেছিলেন একটি মোহকে যে তাঁদের অনুমোদন-নীতি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যকার সম্পর্কে যে সমস্যা, সেটাকে সমাধান করবে ! আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরেছিলেন এই বিশ্বাস যে, এমন ধরণের দরকষাকষি চিরকালের জন্য নিশ্চয়ই সত্যিকারের সামরিক বিরোধ সম্ভাবনাকে দূর-অস্ত্ করবে। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে সেখানে কম প্রয়োজনীয় ব্যাপার হচ্ছে সোভিয়েত অর্থনীতিকে ভারী শিল্পের প্রয়োজনানুযায়ী পরিকল্পনা অনুসারে পরিচালিত করে নিয়ে যাওয়া এবং সর্বোচ্চ সামরিক ক্ষমতায় সোভিয়েতকে শক্তিশালী করার কাজ এগিয়ে নেওয়া।

৪৭ ॥ স্তালিন বারবারই বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন যে ভারী শিল্পের অগ্রাধিকার কতটা প্রয়োজনীয় এবং সোভিয়েত তৎকালীন অর্থনীতির ভিত্তি হিসাবে প্রথমেই থাকা বাঞ্ছনীয় এবং পরেও পুনরুৎপাদন নিশ্চিত করতে ওই একই অর্থনীতিতে। বিশেষ করে, যা আমরা উল্লেখ করেছি আগেই, ১৯-তম কংগ্রেসে ম্যালেনকভ প্রদত্ত রিপোর্টের মাত্র ৬ বছর পূর্বে স্তালিন প্রকাশ্যে লোহা, ইস্পাত, কয়লা এবং তেল উৎপাদনের নতুন লক্ষ্য মাত্রা ঠিক করেছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন যে "বেশি না হলে-ও সম্ভবত তিনটি নতুন পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা" লাগবেই এই লক্ষ্য মাত্রায় পৌছতে। ১৯-তম কংগ্রেসের সময়ে এই ধরনের মাত্র একটিই পরিকল্পনা শেষ করা হয়েছিল। স্তালিন আরো জানিয়েছিলেন "শুধুমাত্র এমন কিছু শর্তের উপরই আমরা আমাদের দেশকে 'নিশ্চয়' করতে পারবো যে কোন দুর্ঘটনার মুখোমুখি" (ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬-য়ে নির্বাচকদের প্রতি বক্তব্য)। ম্যালেনকভ এবং তাঁর সমর্থকদের কাছে যেভাবেই হোক শুধুমাত্র এই নীতি পর্যাপ্ত ছিল না যে কোন 'দুর্ঘটনা'-র মুখোমুখি নিশ্চিত হবার জন্য উপরন্তু, যে কোন বড় ধরনের সামরিক সংঘাত নিশ্চয়ই পরিত্যাজ্য নবজাতক পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্রগুলির সঙ্গে—এই ভাবনাই নীতি রূপায়ণে এ সময় চূড়ান্ত মাপকাঠি হয়ে উঠল। স্তালিনের মৌলিক ও প্রাথমিক বিকল্প বক্তব্য ছিল সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার নয় এমন সমস্ত সম্ভাব্য শ্রেণী শক্তিগুলিকে সংঘবদ্ধ করা এবং গোপন আঁতাতে তলে তলে পরিকল্পনানুসারে এর সমূল উৎপাটন করা আর এই কাজে সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ বাকী সমস্ত সমাজতান্ত্রিক শিবিরগুলির জন্য একটি নেতৃত্বকারী ভূমিকা নেওয়া। এই যুক্তি বা প্রস্তাব যাইহোক, নতুন সোভিয়েত নেতারা বিবেচনা করলেন নিজেদের জাতীয় স্বার্থগুলির পক্ষে খুবই বিপদস্বরূপ, যে স্বার্থ এখন তাঁদের একমাত্র বাস্তব প্রাসঙ্গিক।

৪৮॥ আরো দেখা যাচ্ছে নেতৃত্বকারী সোভিয়েত সংশোধনবাদীরা প্রথম থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরে-ও নিজেদের নীতির প্রতিক্রিয়া বিষয়ে ভয় পেতেনই। কিন্তু এখানেও আবার নিজেদের নীতির পক্ষে সম্ভাব্য আলোড়ন আয়ত্তে রাখতে পরিকল্পিত মীমাংসার পথ তৈরী। যদি ভারী শিল্পকে আর অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রয়োজন না থাকে, যদি প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে বরাদ্দ সম্পদ ব্যয় কমানো যায় তবে পাশাপাশি নিশ্চয়ই অনেক বেশি মনোযোগ দেওয়া যেতে পারে ভোগ্যপণ্যগুলি উৎপাদনের ব্যাপারে। এই ঘটনাই পরবর্তীকালে নতুন নেতৃত্বের কাছে সাহায্য স্বরূপ হবে সোভিয়েত জনগণের মধ্যে এঁদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং এঁদের দিতে পারে এ পর্যন্ত যেটাকে বলা হয় 'বস্তুগত প্রেরণা' এবং এই নীতি সমর্থনের জনপ্রিয়তা যোগাবে।

৪৯॥ ক্রুশ্চভ ও বুলগানিন দ্বারা ম্যালেনকভের অপসারণ থেকে এটা ভাবা যায় যে সোভিয়েত কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বকারী উপাদানগুলির মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠের চিন্তাভাবনায় একটি পরিবর্তন উপস্থিত হয় এবং ম্যালেনকভ যে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিনিধিত্ব করতেন সেটা এখন বিবেচিত হল অনেক গভীর বিষয় হিসাবে: সংক্ষেপে জাতীয় স্বার্থগুলির রক্ষা—এই দৃষ্টিভঙ্গীর দিকই এখন হল প্রধান বিবেচনার বিষয়। প্রাথমিকভাবে এই ভঙ্গী ক্রুশ্চভের দ্বারাই পরিবেশিত হল আরও শক্ত আকারে—ব্যাপারটা এই যে যদিও মূল কৌশল তখনও পর্যন্ত ছিল সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্কে আসা এবং এই ধরনের অনুমোদন সম্পর্ক রাখতে ধীরে দরকষাকষির মধ্যে ছাড় দিতেও হবে তবু এমন ধরনেরই সম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে ক্রুশ্চভ ও তাঁর সঙ্গীরা আশা করতেন তাঁদের জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই কিছু সুযোগ সুবিধা তাঁরা লাভ করবেন এবং দুর্বল কোন অবস্থান থেকে দরকষাকষি করা মানেই একটি মন্দ দরকষাকষির জন্য আপোষ তৈরী করা। ক্রুশ্চভ নিজের প্রকাশ্য অংশ গ্রহণের সময় থেকে সবসময়েই দ্বিমুখী নীতি বা উপায় নিতেন। তাঁর এক হাত সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরে সব সময়েই বস্তুগত প্রেরণা-র চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এবং অপরপক্ষে অন্যহাত বিরামহীন পশ্চিমী কূটনীতিকদের মনে করিয়েছে সোভিয়েতের পারমাণবিক ক্ষমতার কথা যাতে করে তিনি তাঁদের ও জুজুর ভয় দেখিয়ে বাধ্য করাতে পারেন তাঁর সঙ্গে দরকষাকষির বাজারে আসতে।

৫০॥ ক্রুশ্চভ ও বুলগানিন কর্তৃক অপসরণের পরে পরেই ম্যালেনকভ চট্‌জলদি সমর্থন আদায়ের চেষ্টায় বৃটেনে প্রেরিত হন এঁদের সরকারী সাক্ষাতের ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলতে। ক্রুশ্চভ এবং বুলগানিনের কৌশল ছিল খুবই পরিষ্কার। তাঁরা স্থির করেছিলেন যে বৃটিশের সঙ্গে একটি তেমন চুক্তি ফাটল ধরিয়ে দেবে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরগুলিতে এবং এভাবেই তাঁরা আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বাকী শক্তিগুলির অবস্থান তুলাদণ্ডে চাপিয়ে নিজেদের সমস্যার সমাধান করবেন। এই নীতি ও কৌশল স্থির করা হয়েছিল তাঁদের স্বপ্ন ও বাসনা দিয়ে। ঘটনা ও কার্যকারণ সম্বন্ধীয় বাস্তব এক মার্কসীয় বিশ্লেষণের দ্বারা নয়। যদিও স্তালিন পূর্বেই সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেকার বিরোধগুলি থেকে তৈরী করেছিলেন সেগুলির দক্ষতাপূর্ণ ব্যবহার কিন্তু পশ্চিমী কূটনীতিকরা ছিলেন খুবই শিয়াল চতুর আবারও একই ধরনের পরিকল্পনা ছকে উঠতে বিশেষ করে তাঁদের নীতির জন্য এমন এক পরিস্থিতিতে বিপদের চূড়ায় দাঁড়িয়ে। ১৯৪৮ সাল থেকে বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদীরা স্পষ্ট আকারেই একটি সাধারণ মোর্চা গঠন করে আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণী এবং শোষিত জনগণের বিরুদ্ধে। অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীরা সময়ের স্বার্থেই এ পরিস্থিতিতে আমেরিকার নেতৃত্ব মেনে নেয়। এতদ্ সত্বে-ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেকার বিরোধগুলি প্রতিভাত ছিল এবং সেগুলি স্পষ্টভাবে জানা ও বোঝা যেতে পারত এবং সেগুলিকে বিবেচনাধীন করে ফলানো যেত যে কোন অকৃত্রিম মার্কসীয় নীতি ও কৌশল। কিন্তু সংশোধনবাদীরা মার্কসবাদী নন এবং এঁদের সমস্ত নীতি ও কৌশল এক কথায় তৈরী হয় সামাজিক ব্যবস্থাগুলির যে মৌলিক নিয়ম, সেগুলিকে অস্বীকার ও অবহেলা করার ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে।

৫১॥ এবার আমরা অবশ্যই জানাতে চাই ঘটনাগুলির পরিপ্রেক্ষিত ও সময়। ম্যালেনকভ বৃটেনে যান এবং সরকারীভাবে সোভিয়েত নেতাদের সফরসূচী তৈরী হয় ২০-তম কংগ্রেসে ক্রুশ্চভকৃত স্তালিনের নিন্দা ও সমালোচনার নামে অস্বীকৃতি পশ্চিমী পুঁজিবাদী ছাপাখানায় অন্ধকথা পথ ধরে প্রকাশ্য হয়ে পড়ার পরে পরেই। ক্রুশ্চভের বক্তব্য তেপান্তর পেরিয়ে যেটা মুদ্রিত ও প্রচারিত হল কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরে কখনোই নয় বরং দেখা গেল বৃটেনে এবং সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই দাঁড় করানো হয়েছে বুর্জোয়া উদার নীতিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। এখানেই, যাই হোক এই কাজটির বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত বিবেচনাগুলি। সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরে এর প্রতিক্রিয়াজনিত ভয়ের আদত কারণগুলিই শুধু সোভিয়েত সংশোধনবাদীদের মস্তিষ্কগুলিতে ছিল না যেগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আগেই বলা হয়েছে বরং বিদেশে বক্তব্যটির পুরোপুরি প্রকাশ কার্যত একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা পালনের জন্যই করা হয়েছিল। ক্রুশ্চভ ও তাঁর সঙ্গীদের সমস্ত কর্মসূচীতেই ছিল আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করার মতলব এবং সর্বোপরি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গোপন গাঁটছড়া বেঁধে ফেলা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একই ধরনের চরিত্রে এমনই প্রসঙ্গক্রমে দেখা গিয়েছিল বার্গেস এবং ম্যাকলীন-য়ের হঠাৎই প্রকাশ্য বিবৃতি, মস্কোয় ২০-তম কংগ্রেস শুরুর সন্ধ্যায় একটি সাংবাদিক প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে।

৫২॥ এটা কিছু সময়ের জন্য অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে। সোভিয়েত পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, ২০-তম কংগ্রেসের আগেই পশ্চিমী রাজনীতিকদের সঙ্গে ক্রুশ্চভ ও বুলগানিনের প্রাথমিক এক আলোচনা চলাকালীন তাঁরা এনেছিলেন 'স্তালিন-প্রশ্ন' সাম্রাজ্যবাদের প্রসঙ্গেই এবং 'পরামর্শ' পেয়েছিলেন যে এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল কাজটি হবে খোলাখুলি একটি প্রকাশ্য বাতবরণ। প্রথম ধাক্কাতেই এটা আশ্চর্যজনক মনে হয় যে প্রথম সফল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপরিচালক দলের দায়িত্বশীল মাথাগুলি খুঁজে বেড়াবে কিনা আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের একটি নিষ্পত্তিকরণ গুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ের উপর কোন পুঁজিবাদী রাজনীতিজ্ঞদের কোন পরামর্শ! এটা কি পরিষ্কার নয় যে এটা আদতে একটা 'কূটনৈতিক' ছদ্মবেশ—একটি আড়াল, আসলে কি ঘটছে সেটা চাপা দেবার? এটাও কি পরিষ্কার নয় যে বেরিয়ে আসা স্তালিনের প্রকাশ্য নিন্দা পুঁজিবাদী পক্ষ থেকে বুঝে নেওয়া হবে ক্রুশ্চভের কাজকর্মের মধ্যে 'বিশ্বস্ততা'র একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন? পুঁজিবাদী পক্ষ থেকে এটাকে কি ভাবা ভাবা হবে না স্তালিনের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লৌহকঠিন পদক্ষেপের প্রকাশ্য বাতিলকরণ এবং তাঁর (ক্রুশ্চভ) পক্ষে একটি পূর্বশর্ত যে কোন সম্ভাব্য

সুবিধা দানের ?

৫৩॥ পরিষ্কার করে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে পাশাপাশি এ ব্যাপারে আরও উন্নতি দেখা গেল, তা হল, এই নির্দিষ্ট বিষয়ে সোভিয়েত নেতারা যথেষ্ট ভাবেই প্রতারিত হলেন ব্রিটিশ শাসক শ্রেণী দ্বারা। এঁরা বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছিলেন যে প্রতিশ্রুত কর্মসূচী প্রতিষ্ঠিত হলে নির্দিষ্ট কিছু আশা ব্যঞ্জক ফল অবশ্যই ফলবে। এঁরা এটা বিশ্বাস করতে এগিয়ে এলেন কেবলমাত্র চার্চিলের প্রকাশ্য প্রস্তাবগুলির জন্যই নয় উপরন্ত ম্যালেনকভের নিকট তাঁর ব্যক্তিগত বার্তা পৌঁছে দেওয়া হল শ্রমিক নেতাদের মাধ্যমে এবং সরাসরি কূটনৈতিক সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে যার অস্তিত্বই ছিল এমন বিশেষ উদ্দেশ্যে। এছাড়াও ব্রিটিশ বৈদেশিক দপ্তরের দালালদের মাধ্যমে যাদের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের ভিতরেই সংশোধনবাদীদের সঙ্গে।

৫৪॥ ক্রুশ্চভ এবং বুলগানিন তাঁদের ব্রিটেন সফর থেকে যাই আশা করে থাকুন, ম্যালেনকভ নিজের পূর্ব যোগাযোগ থেকে যাই তাঁদের ভাবিয়ে থাকুন তাঁরা অতি শীঘ্রই মোহমুক্ত হয়েছিলেন। যখন তাঁরা লণ্ডনে পৌঁছে প্রাথমিক সাক্ষাৎকারে অংশ নিয়েছিলেন ডাউনিং ষ্ট্রীটে এডেন-য়ের সঙ্গে, প্রিমিয়ার হিসাবে যিনি চার্চিলের জায়গা নিয়েছিলেন, ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলির রিপোর্ট এটা পরিষ্কার করে দেয় যে এই আলোচনার মধ্য দিয়ে তাঁরা সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতিকদের একটি সংঘবদ্ধ শক্তির দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, এমন কি চার্চিল ও এ্যাটলীর সঙ্গে ও কিছু কড়া কথাবার্তা সেখানে এসে পড়েছিল। এই বহুতান কোরাস অভিজ্ঞতার কিছু পরেই ক্রুশ্চভ ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর রাজনৈতিক, সামরিক ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের জলটায় নানান বক্তব্যমালা উপহার দিতে গিয়ে একটি অত্যন্ত কৌতূলোদ্দীপক প্রকাশ্য মন্তব্য করে ফেলেন, বলে ফেলেন যে নতুন সোভিয়েত নেতৃত্ব ইতিমধ্যেই অনেক কাজ করে বসেছে এবং এখন তাদেরকে উচিত হবে না অসম্ভব কিছু করার নির্দেশ দিতে। এই মন্তব্য শুধুমাত্রই আলোচনা চলাকালীন বিষয়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি অঙ্গুলি নির্দেশ নয় বরং দর কষাকষিতে পরোক্ষ অংশ নেওয়ানোর উদ্দেশ্যে জনমত গঠনের এবং সেটা ব্যবহারের একটা চেষ্টা মাত্র।

৫৫॥ সমস্ত ঘটনাগুলিতেই দেখা গেল ক্রুশ্চভ এবং বুলগানিনকে সোভিয়েত ইউনিয়নে ফিরে যেতে হল কোনরকম উল্লেখযোগ্য সম্পর্কে না পৌঁছেই। তাঁদের পরিকল্পনাগুলির একটি বিপর্যয় এবং কৌশলের প্রথম ব্যর্থতাই শুধুমাত্র এটি ছিল না উপরন্ত, ২০-তম কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে এত তাড়াতাড়ি পশ্চাদপসরণে তাঁরা নিঃসন্দেহে ছকে ফেলেছিলেন সোভিয়েত মানুষের সামনে এই কংগ্রেসের পরে-পরেই উপস্থিত করবেন যে স্তালিনীয় অবস্থান থেকে সরে এসে এবং নতুন নীতি গ্রহণের ফলস্বরূপ প্রথমেই একটি 'বিজয়' তাঁরা অর্জন করেছেন আর এটিই সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরে তাঁরা আশা করেছিলেন যে তাঁদের কাজ-কে ভালরকমভাবেই সহজ করে তুলবে। এরপর তাঁরা খোলাখুলিই প্রকাশ্য বক্তব্যের মধ্য দিয়ে একটি নতুন সংশোধনবাদী নীতি প্রচার করবেন। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে যেদিন পর্যন্ত বড় ধরণের পারমাণবিক জুজুর ভয় আসছে এই জটিলতাগুলি অপুরস্কৃত প্রবোজনা হেন বিশেষ ক্রুশ্চভীয় রীতিতে শিকেয় তুলে রাখা হল এবং নতুন নীতি চালু রাখা হল যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কের ক্ষেত্রে। এই সময় থেকেই দিনে দিনে আইসেনহাওয়ার, কেনেডি এবং জনসনের প্রকাশ্য প্রশস্তি "ক্যাম্প ডেভিড"-এর উদ্দীপনা এবং আমেরিকান খামার ও কৃষি ব্যবস্থার গুণাগুণ বারবারই কীর্তন করা হল। আগ বাড়ানো এই প্রশস্তিই কি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় না আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে একটি এমনই সম্পর্কে এঁদের বাসনার বেড়ে ওঠাকে এবং বিশ্ব বৈপরীত্যগুলির জটিলতায় সোভিয়েত স্বার্থগুলির রক্ষাকবচ এবং 'সমাধান' হিসাবে এঁদের নিজস্ব ভাবনাকে? প্রকৃত অর্থে, বিশ্ব অসঙ্গতিগুলির কোনরকম সমাধান হবার থেকে বহুদূরে আদতে এটা দাঁড়ায় এগুলির সঙ্গে বিরোধের তীক্ষ্ণতায় কারণ এটার মূল ভিত্তি গড়া হল আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে মেহনতী শ্রেণী শক্তির মধ্যেকার সুদূরপ্রসারী শ্রেণী সমঝোতা ও শান্তির আলেয়া বা মরিচীকার উপর এবং শুধুমাত্র বিশাল এক একতরফা বিবেচনা অনুসারে।

৫৬॥ এই সময় সীমার মধ্যে আবার ১৯৫৮ সালের পর থেকে ক্রুশ্চভ দৃঢ় করে নেন নিজের ব্যক্তি অবস্থান। তথাকথিত যৌথ নেতৃত্ব বিষয়ে নিজের অসৎ কথাবার্তা সত্ত্বেও প্রিমিয়ারের ভূমিকা কুক্ষিগত করেন যেমন দলের নেতার ভূমিকা-ও। একটি এমনতর ভূমিকা ১৯৪১-য়ের মে মাসে প্রথমবারের জন্য শুধুমাত্র স্তালিন যা অধিকারে রেখেছিলেন বিশ্ব পরিস্থিতিতে একটা সুতীক্ষ্ণ মোড় দেবার জন্য আপাতদৃষ্ট উদ্যোগের মধ্য দিয়ে এবং যা ঘটানো হয়েছিল কিছু সপ্তাহের মধ্যেই জরুরী ভিত্তিক। তবু যা হোক বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে ক্রুশ্চভ বলার মত একটিমাত্র সাফল্য লাভ করেছিলেন। তাঁর বিশাল গর্বের পরীক্ষা-নিষিদ্ধ চুক্তি। বাস্তবে সেই চুক্তির আদত অর্থ কি ছিল? পারমাণবিক একচেটিয়ার ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে একটি আপোষী স্বার্থ! চীনের ক্ষেত্রে পারমাণবিক ব্লাকমেল-য়ের একটি আপোষী স্বার্থ! এই চুক্তির গতিপথটি পরিষ্কার দেখানো হয়েছে উল্লেখযোগ্য এক স্বাক্ষরকারীর নামেঃ আর কেউ নয় তিনি হচ্ছেন চিয়াং-কাই-শেক। এই বিষয়টিতে আমরা আবারও অবশ্যই লক্ষ্য করব যে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্কের কৌশলটি কিন্তু সোভিয়েত সংশোধন-বাদীদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্য থেকে চলে যায়নি এবং একটি দরকষাকষির বাজারে আমেরিকার সঙ্গে এবং অবশ্যই সামরিক অন্তর্নিহিত তাৎপর্যে রকেট ও মহাকাশ বিষয়ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করিয়ে দেয়। ১৯৫৭-তে স্পুটনিক প্রসঙ্গে ক্রুশ্চভের প্রথম মন্তব্যই কি ছিল না যে আমেরিকানদের এটা দেখিয়ে দেবে 'যে কন্টিনেন্টাল-য়ের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নই ব্যালিষ্টিক মিসাইল-য়ের অধিকারী? সোভিয়েত সংশোধনবাদী নীতির ফল কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত না হলে পারমাণবিক ব্লাকমেল ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে সমাজ-তান্ত্রিক শিবিরের শক্তিকেই টুকরো টুকরো করে তুলবে।

৫৭। ক্রুশ্চভ-নীতির ব্যর্থতার মূল কারণগুলি খসড়া আকারে পরবর্তী 'স্তালিন ও আধুনিক সংশোধনবাদ' নিবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই ব্যর্থতার লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্যগুলি বেড়ে ওঠার পাশাপাশি আমরা লক্ষ্য করেছি এর দুটি প্রভাব। প্রথমত, যত বেশি এই নীতি ব্যর্থ হয়েছে তত বেশি ক্রুশ্চভ নিজেকে স্ব-নিযুক্ত প্রচারে শান্তির ত্রাণ কর্তা হিসাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় দেখানো সত্ত্বেও বাধ্য হয়েছেন পারমাণবিক অস্ত্রাদি সাম্রাজ্যবাদীদের দিকে ঘুরিয়ে দেখিয়ে অর্দ্ধপথে নিজের দিকে তাদের আপোষ আঁতাতে বাধ্য করার চেষ্টা নিতে।

কিন্তু কিউবার উপর তাঁর নীতির ব্যর্থতা যখন থেকে ক্রুশ্চভের এই মিথ্যাচারণকে সন্দেহযুক্ত করে দিল এবং কেনেডির কাছে পরিস্থিতির মীমাংসা চেয়ে বাধ্য হলেন গিয়ে দাঁড়াতে, তারপর থেকে সাম্রাজ্যবাদীরা আর তাঁর দেখানো জুজুর ভয়ে গা করল না। চক্রটি এখানেই বৃত্ত সম্পূর্ণ করল এবং পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্রগুলির প্রতি বলা যেতে পারে একই ধরণের গন্ধযুক্ত হিংস্র দৃষ্টিভঙ্গী চাপিয়ে দিয়ে ক্রুশ্চভ এরপর যোগ দিলেন সাম্রাজ্যবাদীদের জটলায়। ক্রুশ্চভ এবং তাঁর সমর্থকদের জন্য পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্রগুলি নিজেদের সামরিক শক্তিতেই অর্থনৈতিক নিয়মগুলির বাইরে, সামাজিক ব্যবস্থার বাইরে, মার্কসবাদী তত্ত্বের বাইরে যার নাকি ভয় দেখানো ব্যবহার, আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে এক ধরণের প্রতিসরণ হিসাবে কাজ করতে পারে অর্থাৎ সমস্ত বাস্তব সামাজিক শক্তিগুলিকে জোর করে মনে করাতে পারে বা মেনে নেওয়াতে পারে যে এগুলি ধাঁধা এবং মৌলিক ভাবে বিশ্বের প্রতিক্রিয়াশীল বা ধ্বংসাত্মক শক্তি ছাড়া কিছু নয়।

৫৮। এ প্রসঙ্গে আমাদের নিশ্চয়ই নজর করতে হবে যে পামে ডাট (Palme Dutt) যখন বর্তমান বিতর্কে সংশোধনবাদীদের পক্ষে তাঁর নিজের বেছে নেওয়া অবস্থান থেকে প্রকাশ্যে বক্তব্য রাখেন মাও-ৎ সেতুন ও 'শক্তি'—যখন কিনা মাও লিখছেন শুধু বন্দুকের কথা, তখন যে কারণেই হোক তিনি ভুলে গিয়েছিলেন ক্রুশ্চভের শাসানিতে নজীরহীন 'শক্তি'র ব্যবহার রয়েছে ব্যাপক মানুষের আতঙ্ক স্বরূপ যুদ্ধাস্ত্রগুলির উল্লেখে। এখানেই উদাহরণের জন্য ক্রুশ্চভ জার্মান সোশ্যালিষ্ট ইউনিটি পার্টির শেষ কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে প্রকাশ্যে একটি একশ মিলিয়ন টন পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্রের সম্ভাব্য লক্ষ্য চিন্তা করেন: "আমি আপনাদের নিয়ে যেতে চাই একটি গোপন সংবাদে। আমাদের বিজ্ঞানীরা উন্নতি ঘটিয়েছেন একটি একশ মেগাটন বম্বের। কিন্তু আমাদের সামরিক লোকের হাতে একটি একশ মেগাটন বম্ থাকা সত্ত্বেও ইউরোপের উপর এটি ফেলা যেতে পারে না যদি বা আমাদের সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীরা যুদ্ধ শুরু করেন। তবে এখানে কোথায় আমরা এটি ফেলতে পারি? পশ্চিম জার্মানীর উপর? অথবা ফ্রান্সের উপর? কিন্তু এই এলাকার উপর এমন ধরণের একটি বোমা বিস্ফোরণ অবশ্যই অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে সঙ্গে আপনাদেরও নিঃশেষ করবে। এর জন্যেই এই যুদ্ধাস্ত্র আমাদের দ্বারা বাস্তবত ব্যবহৃত হতে পারে শুধুমাত্রই পশ্চিম ইউরোপের বাইরে। আমি এটি বললাম শুধুমাত্র আপনাদের একটি স্বচ্ছতর ধারণা দিতে এই সমস্ত আতঙ্কজনক উপাদানগুলির ধ্বংসাত্মক শক্তি বিষয়ে, যা কিনা এখন উপস্থিত। একটি একশ মেগাটন বম্-ই এখনও পর্যন্ত শেষ সীমা নয়। যদি আমি বলতে পারি, বলি যে এটি হচ্ছে সম্ভাব্য সামরিক অভিযানের প্রস্তুতির দিক থেকে একটি সীমা কারণ আরো শক্তিশালী ধ্বংসাত্মক উপাদানগুলি নিশ্চয়ই একটি অসম্ভব সদৃশ শাসানি স্থাপন করবে তাদের কাছেও যারা সেগুলিকে ব্যবহার করার সাহস দেখাবে।" (সরকারী ভাবে স্বীকৃত ও প্রকাশিত)।

৫৯। দ্বিতীয়ত, এটি এমন এক নীতি যা ব্যর্থ হলেই প্রয়োজন হয় অন্যের দোষের ফলভোগীকে অর্থাৎ scapegoat-কে, যদি না সেই ব্যর্থতার মূল কারণগুলি বোঝা যায় অথবা মেনে নিতে পারা যায় এবং এই আচরণ, যেভাবে কিনা সোভিয়েত সংশোধনবাদীরা স্তালিনকে ব্যবহার করলেন এমন একই উদ্দেশ্যে আজকের দিনেও বলা যায় মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। যখন ক্রুশ্চভের নিজস্ব কৃষি-নীতির ব্যর্থতার জন্য সেই স্তালিনকে দায়ী করা হল, যখন আবারও স্তালিনের মৃত্যুর এগার বছর পরেও এই ক্ষেত্রগুলিতে পুনর্বার তাঁকে আক্রমণ করা হল আমরা অবশ্যই দেখিয়ে দিতে চাই যে ঘটনাটি চাপা দিচ্ছে দুটি পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনারও অধিক একটি সময় কালকে এবং পাশাপাশি পাঠককে মনে করতে বলছি স্তালিনের সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে এমন একটি সময় সীমায় কি কি অর্জিত হয়েছিল। ২০-তম কংগ্রেসের সেই অপপ্রচার উদ্দেশ্যেরই সংযোজিত পরিচ্ছেদ হিসাবে আজকের দিনেও যখন এমনতর আক্রমণ করা হয় আমাদের নিশ্চয়ই স্মরণ করতে হবে এ বিষয়ে মার্কসের বক্তব্য। ভিক্টর হুগো যখন লিখলেন লুইস বোনাপার্টের বিরুদ্ধে এক অনিষ্টকর তর্কবাগীশ মার্কস মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি তাঁর এই কাজের মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্রের স্থানে বৃহৎকে মনে হয় সাহিত্য বিষয়ক বলির পাঠা করলেন "ব্যতিক্রমহীন ব্যক্তি উদ্যোগের একটি বিস্ময়কর ক্ষমতা তার উপর চাপিয়ে দিয়ে।"

৬০। এই প্রশ্নে আমরা ঔচিত্যবোধে বিবেচনা করব অনিষ্ট থেলম্যান-য়ের প্রসঙ্গটি-ও। ইনি ছিলেন এক জার্মান প্রলেতারিয়ান বিপ্লবী, বীরের মৃত্যু বরণ করেন এক জার্মান কনসেনট্রেশন শিবিরে। ইনিও এক সময়ে জার্মান পার্টি নেতৃত্ব থেকে সরে আসতে বাধ্য হন এবং প্রকাশ্যে দক্ষিণ-পন্থীদের দ্বারা এই মর্মে অপদস্থ হন যে পার্টি তহবিল তছরূপের সঙ্গে তিনি সরাসরিভাবে যুক্ত ছিলেন। স্তালিন এবং কমিনটার্নের হস্তক্ষেপই কি সেই জঘন্য প্রচারকে নস্যাৎ করে নি? এই পরিস্থিতি কি বুখারিনের হেপাজতে একটি অস্ত্র হিসাবে পড়ে ছিল না এবং জার্মান পার্টি নেতৃত্বের চালিকাশক্তি হিসাবে দক্ষিণ-পন্থীরাই কি তবু রয়ে গিয়েছিলেন না? এমন কি এই অপসরণ এবং প্রকাশ্য নিন্দা আজও পর্যন্ত আর্নষ্ট থেলম্যান প্রসঙ্গে মেনে নেওয়া হয় "ঐতিহাসিক সত্য" হিসাবে। পাঠকদের এ বিষয়ে বিশদ জেনে নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে স্তালিন কৃত "লেনিনিজম্" ২৪৯-২৫২ পৃষ্ঠায় প্রাসঙ্গিক পাঠে।

৬১। 'বামপন্থী কম্যুনিজম'-য়ে লেনিন প্রলেতারিয়ান বিপ্লবীদের প্রতি কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, পুঁজিবাদকে ছুঁড়ে ফেলতে হলে প্রলেতারিয়েতরা অবশ্যই নিজস্ব শ্রেণী রাজনীতিজ্ঞদের শিক্ষিত করে তুলবে পুঁজিবাদী রাজনীতিজ্ঞদের মতই সমান দক্ষতায়। স্তালিন লেনিনের এই উপদেশ সম্পূর্ণভাবেই কাজে লাগিয়েছিলেন এবং পুঁজিবাদী রাজনীতিজ্ঞদের-ও তুলনায় দৃষ্টান্তস্বরূপ নেতৃত্ব উপস্থিত করেছিলেন। তিনি কি সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর সম্মিলিত সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকে প্রতিহত করেন নি নিজের সাম্রাজ্যবাদী অসঙ্গতিগুলি সম্পর্কে জ্ঞান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে টুকরো টুকরো করার ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়ে? রুজভেল্ট এবং চার্চিলের মতন এমন ধরণের আরো সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতিকদের সঙ্গে যুদ্ধ-কালীন আলোচনা সভায় তিনি কি সম্ভাব্য সমস্ত ক্ষেত্রগুলিতেই সুবিধালাভ করেন নি? যুদ্ধ কালীন এই চিন্তার যোগ ছাড়াও ১৯৪৬-য়ে চার্চিলের ফুলটন বক্তব্যটির বৈশিষ্ট্য চটজলদি চিহ্নিত করেন নি এবং চমৎকার যুক্তিবিচারে দেখিয়ে প্রচার করেননি যে সেটা ছিল আন্তর্জাতিক মেহনতি শ্রেণীর স্বার্থগুলির পক্ষেই? বিষয়টি তুলনীয় ক্রুশ্চভের সঙ্গে, যিনি প্রকাশ্যেই আইসেনহাওয়ার, কেনিডি এবং জনসনে-য়ের মতন সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিজ্ঞদের বন্দনা করলেন পাশাপাশি যখন স্তালিন এবং মাও-ৎসে-তুঙ-য়ের মতন বিশ্বস্ত বিপ্লবীদের জন্য জঘন্যতম গালি দিচ্ছেন।

গৌরব ॥ একুশটি

আমরা নিশ্চয়ই আরও তুলনা করব সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতায় কোনরকম ছাড় (কনসেসন) ব্যতিরেকেই স্তালিনের স্থির সংকল্প নীতির, এমন কি, সাম্রাজ্যবাদী আণবিক একচেটিয়ার সময়কালেও যা টলে নি। পাশাপাশি ক্রুশ্চভের অসাবধান কাজ এবং ফলস্বরূপ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের তুলনামূলক শক্তিহীনতা সেই সময়ের কিছুকাল পরেই যখন কিনা তথাকথিত এই একচেটিয়া অধিকার সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বারা আগেই ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল স্তালিনের নেতৃত্বে-ই।

৬২॥ এছাড়া, যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে স্তালিন আপাতদৃষ্টে বিপথে নিয়ে গিয়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদীদের, নিজের দক্ষ পরিচালনা দ্বারা তাদের নজর ইউরোপের উপর গেঁথে দিয়েছিলেন যখন কিনা বিপ্লবী অগ্রগতিগুলি এশিয়ার মধ্যে স্থান করে নিচ্ছিল। ক্রুশ্চভের উত্থানের পরে যাই হোক সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেরাই এই কৌশল ব্যবহার করল সফল ভাবেই সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপক্ষে। ২০-তম কংগ্রেসের পরে হাঙ্গেরীতে সংঘঠিত ঘটনাগুলির সময়ের সঙ্গে কি ব্রিটিশ গোয়েন্দা দপ্তরের কাজের কোন যোগ-ই ছিল না? এটাই কি সোভিয়েত সরকারকে নিজস্ব জালে জর্জরিত সমস্যা থেকে সরিয়ে রাখেনি যখন কিনা সুয়েজ অভিযান চালানো হল সাড়ম্বরে। একইভাবে চীনের সঙ্গে চুক্তিগুলি ক্রমান্বয়ে ক্রুশ্চভ যখন ভেঙে দিলেন তারপরে এবং নেহেরুর ওয়াশিংটন সফরের পরেই কি ভারতবর্ষের সীমান্ত প্রশ্নে আপোষ বিরোধিতা তন্ন তন্ন করে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের এই দুর্বল বিষয়টির অবতারণা করে নি বা কিউবার উপর আমেরিকান ভূমিকায়? যখন সোভিয়েত প্রেস গুরুত্ব সহকারে অনুযোগ করে বলল যে চীনের কাজকর্ম সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্ক নষ্ট করে দিয়েছে এবং ভারতের মধ্যে তাদের সবচাইতে ভাল বন্ধু প্রতিরক্ষামন্ত্রী কৃষ্ণমেনন-কে এর ফলে সোভিয়েত হারিয়ে বসেছে। আমরা নিশ্চয়ই প্রশ্ন রাখতে পারি যে এক্ষেত্রে ক্রুশ্চভ কার হয়ে খেলছেন? বিপরীতভাবে, চীনা নেতৃত্ব নিজেরাও সাম্রাজ্যবাদী পূর্ব-বৃত্তি ব্যবহার করল সত্বর সামরিক পদক্ষেপ সেরে ফেলতে পশ্চিমী কূটনৈতিক কোনরকম হস্তক্ষেপের আগেই।

৬৩॥ আবার আমরা নির্দিষ্ট তুলনা করতে পারি স্তালিন এবং ক্রুশ্চভের বিষয়ে শুধুমাত্র ২০-তম কংগ্রেসে স্তালিনের সমালোচনাগুলি করার সঙ্গে সঙ্গে ক্রুশ্চভের নিজস্ব কর্মসূচীগুলির বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে। আজ এটা বিশ্বাস করা খুবই কঠিন যে, ক্রুশ্চভ নিজের বক্তব্যে নানান উপাখ্যান-য়ের মধ্যে একটি দুর্ঘটনার-ও উল্লেখ করেন কূটনীতিকদের সমাবেশে, স্তালিন নাকি তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন একবার বিদেশী পর্যটকদের সামনে একটি লোকনৃত্য নেচে দেখাতে। ক্রুশ্চভের শ্রোতারা ভাবা যেতে পারে কেমন বিবশ হয়ে পড়েছিলেন এমন ধরনের একটি মানুষকে এমনঅবমাননাকর কোন ইঙ্গিতের উল্লেখমাত্র। এও বাহু, ক্রুশ্চভের তুলনায় অন্য কার প্রকাশ্য ব্যবহার আরও বেশি অপমানকর। ভাঁড়ের তড়পানির মতই এগুলি পংক্তিবদ্ধ এবং ১৯৬০-য়ে সংযুক্ত জাতিসংঘের সভায় তাঁর গুণ্ডামীর প্রসঙ্গে নতুন করে কিছু বলতে হবে কি? তবুও তখন তিনি ছিলেন সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান, যেমন ছিলেন ১৯৫৮ থেকেই। অপরপক্ষে, স্তালিনের ব্যবহার কি মহানতম বিবেচক হেন ছিল না, এমন কি, পশ্চিমী রাজনীতিজ্ঞদের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ নির্দেশ প্রদানকালে-ও। এছাড়া, স্তালিনের প্রতি তাঁর নিজস্বনিন্দায় অন্যান্য সোভিয়েত নেতাদের সমর্থন পেতে একটি সুপরিকল্পিত চেষ্টায় ক্রুশ্চভ দৃঢ় কথনে ডালা ভ'রে পরিবেশন করেছিলেন নিজের শ্রোতাদের: বুলগানিন স্তালিনের সঙ্গে দেখা করতেই ভয় পেতেন, স্তালিন একদা মলোটভকে গৃহবন্দী করে রেখেছিলেন, ভরোশিলভ-কে সন্দেহের চোখে দেখতেন…ইত্যাদি বাক্যে। অথচ, স্তালিনের মৃত্যুর দিন পর্যন্ত এই সমস্ত নেতারা নিজেদের নেতৃপদে নিশ্চিত ভাবেই ক্ষমতাসীন ছিলেন। ক্রুশ্চভ ছাড়া অন্যকে এঁদের সকলকে "পার্টি-বিরোধী" গোষ্ঠী হিসাবে গাল দিয়েছিলেন ১৯৫৯ সালে ২১-তম কংগ্রেসে এবং এঁদের নেতৃপদ থেকে কেই বা অপসারিত করছে। প্রকাশ্যেই বিদেশী সমস্ত শ্রমিক প্রতিনিধিদের সামনে গাল দিয়েছিলেন কে, "লোম ওঠা ভেড়া" বলে আর ভিয়েনা থেকে ডেকে এনে মলোটভ-কে নজরবন্দীই বা রেখেছিলেন কে? রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে জনসমক্ষেই ভরোশিলভকে কোনজন অপমান করেছিল? যখন আমরা স্তালিনের বিরুদ্ধে ক্রুশ্চভের আনীত ভয়ংকর অভিযোগগুলির একটাকে এর সঙ্গে যুক্ত করব যেটা হচ্ছে স্তালিনের নীতি নাকি চীনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার পথে সোভিয়েতকে এগিয়ে দিত —আশাকরি এ প্রসঙ্গে কোন ধরনেরই মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। বরং আমরা উদ্ধৃতি দিতে পারি চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টির একটি বিবৃতি ১৯৬৪ সালের ২৯-শে ফেব্রুয়ারীতে—অনেক উদাহরণের মধ্যে একটি বলা যায়: "আমরা সবসময়ের জন্যই একটি সুনির্দিষ্ট বন্ধুত্বপূর্ণ সোভিয়েত সাহায্যে বাধিত হয়েছি যা কিনা শুরু হয়েছিল স্তালিনের নেতৃত্বাধীনে।" এই একই বিবৃতি আরও জানাচ্ছে যে এই সাহায্য ও সহযোগিতা এবং সোভিয়েত বিশেষজ্ঞদের হঠাৎই তুলে নেওয়ার ঘটনা এবং চুক্তি ভঙ্গের বিষয়গুলি যা কিনা ঘটছে ক্রুশ্চভের নেতৃত্বে-ই। সত্যই এঙ্গেলস যা বলেছেন, "বিশ্ব ইতিহাসের অসঙ্গতি বা স্বার্থ প্রকাশ সব কিছুতেই ম্লান করে দেয় একই প্রসঙ্গে।"

৬৪॥ ক্রুশ্চভের অসৎ স্তালিন সমালোচনা 'যৌথ' নেতৃত্বয়ের কর্ষিত ক্ষেত্রে এতটাই গোপন বিবৃতির মরিচীকা দেখায় যেখানে একটি মানুষের চিত্র উপস্থিত হয়, যিনি জীবনের শেষ কটা বছরে বাতিক গ্রস্ততার শিকার বলা চলে। অন্য কোন মন্তব্য না করেই আমরা পাঠককে বলছি ক্রুশ্চভের উপহার ছবিটি সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে স্তালিনের 'অর্থনৈতিক সমস্যাবলী'র এই পরিচ্ছদটি, যা লেখা হয়েছে স্তালিনের মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস আগে আলোচনা চলা কালে কিছু কমরেড অত্যন্ত অধ্যবসায়ী হয়ে খসড়া পাঠ্যপুস্তকটির রূঢ় সমালোচনা করলেন, ভুল এবং অমনোযোগের জন্য লেখককে ভৎর্সিত করলেন এবং দাবী করলেন যে খসড়াটি পুরোপুরিই ব্যর্থ। এটা অপরিচ্ছন্ন বা দুর্বোধ্য। হতে পারে, হয়ত পাঠ্যপুস্তকটিতে কিছু ভুল এবং অমনোযোগীতার ফল রয়েছে এবং এরকম কিছু পাওয়া যাবেই বাস্তবত প্রত্যেক বড় উদ্যোগে। যা হতে পারে তাই হও— আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অভিভূত সংখ্যাগরিষ্ট জন-ই যা হোক ধরে নিয়েছিলেন যে খসড়াটি অবশ্যই ভবিষ্যত পাঠ্যের একটি ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে এবং অবশ্যই কিছু কিছু সংশোধন ও সংযোজন প্রয়োজন। এ সকে-ও একজন ইতিমধ্যেই প্রচারিত রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির উপর পাঠ্যগুলির পাশাপাশি খসড়াটির তুলনা করবেন শুধুমাত্র এই দেখে নিতে যে খসড়াটি তাঁদের মাথার উপর, কাঁধের উপর রয়েছে যা হোক। এখানেই খসড়াটির লেখক সফল এবং বিশাল বাহবা পাবার অধিকারী। আমি মনে করি, খসড়া পাঠ্যটির উন্নতি করতে হলে ভাল হয় একটি ছোট কমিটি নিয়োগ করা, যার

গৌরব॥ বাষট্টি

মধ্যে শুধুমাত্র খসড়া পুস্তকটির লেখক এবং কিছু সমর্থক-ই থাকবেন না বরং আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যেকার সংখ্যাগরিষ্ঠ বিরোধীরা থাকবেন, খসড়া পাঠ্যটির সম্পূর্ণ সমালোচনা···। এই কমিটির সভ্যদের সাময়িকভাবে অন্য সমস্ত কাজ থেকে ভারমুক্ত করা উচিত হবে এবং শুধুমাত্র এ বিষয়ে মনোযোগ দেবার জন্য বিশেষ করে নিয়োগ করা দরকার যাতে করে এঁরা সকলে সম্পূর্ণরূপেই নিজেদের নিয়োজিত রাখেন পাঠ্যপুস্তটির ব্যাপারে।'

৬৫॥ মেহনতি শ্রেণীর একজন কমরেড মাত্র কিছুদিন হল আমাকে বললেন যে স্তালিন যখন জীবীত ছিলেন তখন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির যে কোন বাঁক বা জটিলতা উপস্থিত হওয়া মাত্র তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারতে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন অবশ্যই মেহনতী শ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। আজ এ কথা কে বলতে পারবে ক্রুশ্চভ গোষ্ঠীর সপক্ষে? প্রসঙ্গক্রমে ইতিমধ্যেই আমরা দেখিয়েছি সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিকদের প্রতি ক্রুশ্চভের বন্দনা এবং পাশাপাশি স্তালিন কুৎসার পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে নতুন মাত্রা যোগে মাও-ৎসে-তুঙ-কে গালি বিষয়ক তুলনামূলক ঘটনাগুলিকে। ক্রুশ্চভের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন পুঁজিবাদী ভারতবর্ষকে সশস্ত্র করেছিল জনগণের চীন-য়ে বিপক্ষে তাঁর নিজের চীন বিদ্বেষী ভূমিকার পূর্বশর্তে এবং আমেরিকার সঙ্গে মৌন মিত্র সম্পর্কের আহ্বান পাঠাতে। কতজন সৎ সংকল্পধারী কমরেড অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন কিউবায় সোভিয়েত মিসাইল-য়ের বিষয়টিতে এবং ভুলক্রমে এই ভেবে যে ক্রুশ্চভ এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপাবে এমন একটা কাঁচা কাজ করতেই পারেন না? ব্রিটিশ সংশোধনবাদীরা ক্রুশ্চভের অনিশ্চিত ও অসঙ্গতিপূর্ণ নীতি মেনে নেবে এই বলে যে, তিনি একদিন থেকে অন্যদিনে গ্রহণ করবেন বিপরীত কিছু—এমনই, যেন মানুষটির মধ্যে কোথাও না কোথাও আছেই শ্রদ্ধাযোগ্য উপাদান এবং সেটাই খুঁজে বার করা হোক। মনে হয়, এঁরা ঘটনার বিচারযোগ্য দিকটি দেখছেন না যে আমরা কোন কূটনৈতিক ভাঁড় অথবা বহুরূপী নিয়ে আলোচনা করছি না বরং সোভিয়েত রাষ্ট্র এবং পার্টির নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধি নিয়ে এই আলোচনা, যিনি নিজের কাজগুলির জন্য বহন করছেন এক গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী দায়িত্ব।

৬৬॥ ক্রুশ্চভের গোপন রিপোর্ট আসলে একটি উপাখ্যানের ঠাকুমার ঝুলি—জল্পনা এবং উৎকট ব্যক্তিদ্বেষ যা লেনিনবাদের উল্লেখের দ্বারা বিশিষ্ট সংশোধন-বাদী স্টাইলে চোখ ধাঁধায়। অথচ কত আলাদাভাবে স্তালিন আন্তঃপার্টি সংগ্রামে তিক্ত অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করতেন। এ প্রসঙ্গে দুটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাক। প্রথমটি; ১৯২৮-য়ে 'ডান-বিপদ'-য়ের উপর স্তালিনের বক্তব্য আরম্ভ হচ্ছে: কমরেডগন, আমি মনে করি যে অকিঞ্চিৎকর ব্যক্তি বিষয়গুলি ও পছন্দ অপছন্দগুলি থেকে প্রথমেই আমাদের মন অবশ্যই সরিয়ে আনব ডান-ঘেঁষা বা দক্ষিণ পন্থী সমস্যাগুলির মীমাংসায় যা আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় (লেনিনবাদ, পৃ. ২২৮)। দ্বিতীয়টি, পরবর্তী বছরেই আবারও একটি দক্ষিণ-পন্থার উপর বক্তব্যের ভূমিকায় একটি পরিচ্ছদ কিছু কমরেড মনে করেন যে আমাদের পার্টির অনৈক্যগুলি হচ্ছে এক আকস্মিক বৈশিষ্ট। কমরেডগন, এটা কিন্তু ভুল। এটা সর্বতোভাবেই ভুল। আমাদের পার্টির অনৈক্যগুলি শ্রেণী পরিবর্তনের মধ্যে থেকেই উঠে আসছে, এর মূল প্রোথিত শ্রেণী সংগ্রামের তীব্রতার মধ্যে যা কিনা পরে পরেই জায়গা করে নিয়েছে এবং অগ্রগতির এক রৌরব॥ তেষট্টি একটি মোড় বা বাঁককে চিহ্নিত করে চলেছে।" (লেনিনবাদ, পৃ: ৩৪০)।

৬৭॥ স্তালিনের উদাহরণ আমরা অবশ্যই অনুসরণ করব এই বিষয়ে এবং আমাদের নিজেদের জন্যই খুঁজে বার করব স্তালিন এবং ক্রুশ্চভের মধ্যেকার গরমিলগুলির শ্রেণী উৎসগুলিকে। আমরা জেনেছি যে সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের মধ্যে সংশোধনবাদের বহিঃকারন-হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও মেহনতি শ্রেণীশক্তির মধ্যেকার অপরিহার্য বিরোধ। কিন্তু সোভিয়েত সংশোধনবাদের শ্রেণী ভিত্তি কি? স্তালিন এবং ক্রুশ্চভের বিপরীত নীতিগুলির শ্রেণী ভিত্তি কি? আমাদের উত্তরগুলি নিশ্চয়ই সোভিয়েত সমাজের আন্তঃ অসঙ্গতির মধ্যেই অবস্থান করছে ওই সমাজের প্রলেতারিয়ান এবং অ-প্রলেতারিয়ান উপাদানগুলির মধ্যেকার শ্রেণী বিরোধের মধ্যে। এটা কি উজ্জল নয় যে স্তালিন প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন প্রলেতারিয়েতদের। স্বার্থগুলির এবং তিনি ছিলেন এই শ্রেণীরই মতাদর্শবাদী? বিপরীতভাবে, ক্রুশ্চভ কি সোভিয়েত সমাজের অ-প্রলেতারিয়ান উপাদানগুলির রাজনৈতিক প্রতিনিধিস্বরূপ নন এবং তাঁর ২০ তম কংগ্রেস বিবৃতি কি প্রতিনিধিত্ব করেনি ওই সমস্ত উপাদানগুলির এবং আক্রমন করেনি প্রলেতারিয়ান মতাদর্শ ও এই মতাদর্শেরই প্রধান নায়ক হিসাবে স্তালিনকে এবং প্রলেতারিয়ান নিয়মনীতির প্রতি অবিশ্বস্ত সব উপাদানগুলির স্তালিনীয় প্রতিরোধ কে?

৬৮॥ ২০-তম কংগ্রেসের পরে ম্যানচেস্টার তত্বাবধায়ক যিনি অবশ্যই স্তালিনের কোন বন্ধু নন, সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরীন পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মন্তব্য করেন যে এই ব্যাপারটিতে ক্রুশ্চভ বাধ্য হয়েছিলেন অতি সাবধানী পদক্ষেপ নিতে কারণ সোভিয়েত শিল্প শ্রমজীবী শ্রেণী জানে যে স্তালিন ছিলেন তাদের আপনজন। ব্যাপারটির বুর্জোয়া বিশ্লেষনের পিছনে লেজুড় হয়ে থাকবে কেন ব্রিটিশ মেহনতি মানুষেরা নিজেদের সীমায়িত জ্ঞান ও বিবেচনা সত্বেও যদি সে জ্ঞান আসে মেহনতি শ্রেণীর সংগ্রাম-প্রিয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে? এমন কি তুলনামূলক কয়েক বছরের মধ্যেই মাত্র ক্রুশ্চভ যদি বা হয়ে পড়েন সোভিয়েত বিষয়ের চূড়ান্ত তবু এটা কি পরিষ্কার দেখা সম্ভব নয় যে ক্রুশ্চভ কোন শ্রেণীর ভূমিকায়? যখন সোভিয়েত শিল্প শ্রমিকদের মূল মজুরী তিনি কেটে নেন মাংস এবং অন্যান্য কৃষিজ উৎপাদনের মূল্য সরাসরি বাড়িয়ে দিয়ে শুধুমাত্র বস্তুগত প্রেরণা কৃষকদের দেবার অভিপ্রায়ে তখন এটা কি স্বচ্ছ হয়ে যায় নি কোন শ্রেণী স্বার্থের পক্ষে তিনি এবং কোন শ্রেণা স্বার্থের তিান প্রতিনিধিত্ব করছেন? এই বিষয়টিও আগে বলা হয়েছে যে ক্রুশ্চভ এবং গোমালকা হচ্ছেন রাজনৈতিক রক্তসম্পর্কের ভাই। গোমালকার কিছু বক্তব্য (১৯৬৪ সালের ১৫-ই জুন) উদ্ধৃতি দেওয়া যাক যখন তিনি পোলিশ কম্যুনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেসে বলছেন যে ছোট ব্যক্তি কৃষকেরা আজ "কৃষিজমির মোট পরিমানের শতকরা ৮৬ ভাগ দখল করে আছেন।" পরিষ্কার যে এটা সমাজতন্ত্র নয়, সমবায় মালিকানা নয় বরং পশ্চাদপসরণ। সোভিয়েত ইউনিয়নের মেশিন এবং ট্রাকটার স্টেশনগুলি শ্রেণী রাজনীতির কোন বৈশিষ্ট দেখায় বা প্রলেতারিয়ান নেতৃত্বের অবশ্য প্রয়োজনীয় অংশগ্রহণ এবং কৃষিক্ষেত্রে পরিচালনা? ক্রুশ্চভ যখন সেগুলিকে কৃষকদের হাতে সহজে এসে দিতে দিলেন সেটা কি, যদি প্রলেতারিয়ান নীতির খানিকটা আত্মসমর্পন না হয়? ক্রুশ্চভ ছাড়া আর কে সোভিয়েত পার্টি এবং রাষ্ট্রের প্রলেতারিয়ান বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দেওয়ার কাজে

উঠে পড়ে লেগেছেন কিছু ভণ্ড শ্লোগানের আড়াল দিয়ে যে পার্টি সমস্ত জনগণের পার্টি এবং রাষ্ট্র সমস্ত জনগণের রাষ্ট্র? যখন সোভিয়েত অর্থনীতিবিদরা আলোচনা করেন সোভিয়েত অর্থনীতিতে মুনাফার ভূমিকা নিয়ে, সেটা কি প্রলেতারিয়েত দ্বারা উদ্বৃত্ত উৎপাদনের উপর অ-প্রলেতারিয়ান উপাদানের অস্তিত্ব পযোগী দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া অন্য কিছু?

৯।। মার্কসবাদ হচ্ছে একটিমাত্র শ্রেণীর মতাদর্শ, প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর। স্তালিন এবং ক্রুশ্চভের মধ্যেকার শ্রেণীবিরোধটি হচ্ছে মার্কসবাদ ও সংশোধনবাদ শ্রেণীর বিরোধ। স্তালিন এবং ক্রুশ্চভের পথ যথাক্রমে একদিকে মার্কসবাদের পথ, অন্যদিকে রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রবঞ্চনার পথ। এজন্যেই আমরা অবশ্যই দেখব নেতৃত্বকারী সোভিয়েত সংশোধনবাদীদের দ্বারা স্তালিনের তত্ব সম্বন্ধীয় কাজগুলিকে ঘেঁটিয়ে নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টাগুলি এবং এর বৈশিষ্ট্যকে। বিশেষ করে, ঘোষিত অথচ অপ্রকাশিত সেই অংশগুলি যেখানে মার্কসবাদ এবং সংশোধনবাদ-য়ের মধ্যেকার বর্তমান বিরোধ এবং এর প্রকৃতি ও উৎসগুলিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দেখানো হয়েছে সোভিয়েত পার্টির অভ্যন্তরে ডান-বিচ্যুতির লক্ষণসমূহ এবং বর্তমান সোভিয়েত নেতৃত্বের মার্কসবাদ থেকে পশ্চাদপসরণ। যখন সুপ্রীম সোভিয়েত সভাধ্যক্ষ মঞ্চ আনুষ্ঠানিকভাবে ক্রুশ্চভ বন্দনা করেন মার্কসবাদের উপর তাঁর অবদানের জন্য তখন আমরা নিশ্চয় জিজ্ঞাসা রাখি; ক্রুশ্চেভের মুখ নিঃসৃত শত হাজার বাক্যগুলির বা শব্দগুলির মধ্যে কোনটি মেহনতি শ্রেণীর কাছে এতটুকু মূল্যবান? আসলে সেগুলি কি বিশালতম আন্তর্জাতিক হট্টগোলের একটি অন্যতম উৎসমুখ নয়? অপরপক্ষে, স্তালিনের বিশ্লেষণী কাজগুলি আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েত-য়ের একটি স্থায়ী হাতিয়ার বিশেষ। তত্ব বা বিশ্লেষণ ছাড়া অনুশীলন মাত্রই অন্ধ—স্তালিন বলেছিলেন। যে কোন অকৃত্রিম তত্ব অবদানের ক্ষেত্রে ক্রুশ্চভ নাঙ্গা ফকির। একটি মানুষ যিনি সমবায় কৃষিখামারের উপর একটি ভাঙ্গা জানালা দেখতে পান কিন্তু দেখতে পান না যে সমবায় খামারগুলিতে উৎপাদনের উপাদানগুলি বিক্রী করাটা হচ্ছে কম্যুনিজমের দিকে এগিয়ে যাওয়াটাকেই রুখে দেওয়া। একটি মানুষ, যাঁর ক্ষীণ ব্যবহারিক জ্ঞান হচ্ছে একটি স্বাধীন চলার চিন্তা এবং তত্ব বা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রগুলিতে নীতিহীন সুবিধাবাদিতা।

১০॥ কমরেডগণ, যাঁরা ২০-তম কংগ্রেসের অর্থ অবহিত আছেন অথবা, স্তালিন প্রশ্ন হিসাবে যা আজ প্রতিষ্ঠিত তার বৈশিষ্ট্যগুলি জানেন, প্রায়শই খুঁজে পাবেন একটি উদাসীন বা ছিদ্রান্বেষী মনোভাব এই প্রশ্নের উপর এমন কি, বৃটেনের কম্যুনিষ্ট পার্টি অনেককালই মার্কসবাদকে পরিত্যাগ করেছে—এমত ভাবনাও যাঁরা আজ বুঝতে আরম্ভ করেছেন তাঁদের মধ্যেও অথবা এই কিছু বছরের মধ্যে যাঁরা সংশোধনবাদ-বিরোধী সংগ্রামে যোগ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যেও। অন্যেরাও একটি প্রাথমিক অবস্থানকে এড়িয়ে যান এই অজুহাতের সঙ্গে যে স্তালিন-প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা আসলে "ট্রটস্কীপন্থীরা যা চেয়েছিলেন, তারই রকমফের শুধুমাত্র।" এটি সত্য নয়। ট্রটস্কীপন্থীরা যা চান তা হচ্ছে শাসক শ্রেণী যা চায় অর্থাৎ 'স্তালিন-প্রশ্ন'-টিকে যেভাবে প্রচারিত করা হয়েছে সেভাবেই ফেলে রাখতে, যেমন ক্রুশ্চভ বাতিল করলেন একভাবে। স্তালিন-প্রশ্নে আমরা কিছুতেই উদাসীনতা দেখাতে পারি না, কারণ, আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে নিষ্পত্তিমূলক গুরুত্ব আছে বিষয়টির এবং এটা একটা নীতিগত প্রশ্ন। স্তালিনের উপর আক্রমণ আসলে মার্কসের উপর বন্ধু বেশে একটি আক্রমণের ভূমিকা। ২০-তম কংগ্রেসের প্রচার বর্ষণে সৃষ্ট স্তূপ মূলত কি ভারী গোলার বিস্ফোরণ নয় যা অনেকের মাথায় আণবিক রিম-ঝিম পূর্বশর্ত তৈরী করে চোখ মেলিয়েছে সংশোধনবাদের দিকে?

১১॥ আমরা শেষ করছি যেমন আরম্ভ করেছিলাম আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি বিষয়ে, মার্কসবাদ ও সংশোধনবাদ-য়ের মধ্যেকার সংগ্রাম অর্থাৎ প্রলেতারিয়ান মতাদর্শ এবং এর শ্রেণী শত্রুদের মতাদর্শের মধ্যেকার শ্রেণী বিরোধ আলোচনায়। এই আলোয় বা দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বিচার করতে পারি ব্রিটিশ সংশোধনবাদী নেতৃত্বের কাছ থেকে প্রায়শই যে দাবীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। হ্যাঁ, এটা সত্যিই যে "সমাজতন্ত্রের ব্রিটিশীয় পথ'-এর মোহময় পরিপ্রেক্ষিত অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ, আইনসংগত, সাংবিধানিক, সংসদীয়—এককথায় নির্বাচনে জয়ের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসার চোখ ধাঁধানো স্বপ্ন প্রকাশিত হয়েছিল ২০-তম কংগ্রেসের বছর পাঁচ আগে এবং এই কংগ্রেসে সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টি মেহনতি শ্রেণীর জন্য সরকারীভাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল সংসদীয় পরিপ্রেক্ষিতকে, যে স্বীকৃতি স্তালিনের জীবদ্দশায় কখনোই কাউকে দেওয়া হয়নি। হ্যাঁ, ব্রিটিশ কম্যুনিষ্ট পার্টিতে চূড়ান্ত রাজত্ব চালিয়েছে সংশোধনবাদ পুরো পাঁচ পাঁচটা বছর পার্টি কংগ্রেসে সোভিয়েত সংশোধনবাদ সম্পূর্ণরূপে বিজয়ী হয়ে উঠবার আগেই। কিন্তু কি কারণের জন্য এই গৌরবজনক দাবী নিজেকে শীর্ষে তুলে নেয়নি? এটা কি পরিষ্কার নয় যে ক্রুশ্চভ এবং তাঁর সঙ্গীরা কিছুতেই তাঁদের সংশোধনবাদী কাজকর্মকে সংগঠিত করতে সক্ষম হতেন না যদি আগেই ব্রিটিশ কম্যুনিষ্ট পার্টিসহ বেশ কিছু কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলিতে সংশোধনবাদ বিজয়ী হয়ে তাঁদের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত না হয়ে থাকত? "সমাজতন্ত্রের ব্রিটিশীয় পথ"-য়ের প্রকাশ এবং আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের মধ্যে এর প্রচার এবং অন্যান্য সমস্ত ইংরেজী পড়িয়ে দেশগুলির মধ্যে এমন ধরণের কিছু কর্মকাণ্ডের উপস্থিতি—এগুলি সবই ছিল ২০-তম কংগ্রেসে সংশোধনবাদের বিজয় লাভের একটি প্রয়োজনীয় পূর্ব-শর্ত। তবে প্রদর্শক হিসাবে ব্রিটিশ সংশোধনবাদীদের এ দাবীর আদত অর্থ কি? এটা হচ্ছে তাই যে, "সমাজতন্ত্রের ব্রিটিশীয় পথ"-য়ের আবিষ্কার ও প্রচার ছিল সংশোধনবাদীদের পক্ষে সমরপ্রাঙ্গণে একটি যথার্থ প্রেরণাবিশেষ যা ফলস্বরূপ এ শতাব্দীর মহান একজন অসাধারণ প্রলেতারিয়ান বিপ্লবীর কুৎসা ও অস্বীকারকে সম্ভব করবে তুলেছিল। ইতিহাস এ বিষয়কে গৌরবের একটি বিষয় হিসাবে লিপিবদ্ধ করবে না। আমি আস্থাবান যে ব্রিটিশ মেহনতি শ্রেণীর মধ্যেকার শ্রেষ্ঠ নিদের্শগুলি তাঁদের নিজস্ব পথেই এবং তাঁদের নিজস্ব সময়েই ব্রিটিশ সংশোধনবাদীদের এই অগ্রবর্তী ভূমিকার দাবীর উপর তাঁদের নিজস্ব মন্তব্য তৈরী করবেন। যেমন মাও-ৎসে-তুঙ একবার প্রকৃত অর্থেই বলেছিলেন, মেহনতি শ্রেণী হচ্ছে শুধুমাত্র এবং শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী এবং সবচেয়ে সংগঠিত শ্রেণী। এই সেই শ্রেণী যারা একমাত্র যথার্থ।

সেপ্টেম্বর ১৯৬৪

স্তালিন এবং আধুনিক সংশোধনবাদ

"সামাজিক উৎপাদনের মধ্য দিয়ে উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী মানুষ ঢুকে পড়েন নির্দিষ্ট কিছু সম্পর্কে যা অপরিহার্য এবং তাদের ইচ্ছা বা বাসনার মুখাপেক্ষী নয় বরং স্বাধীন।"—মার্কস।

স্তালিন একজন মহান মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ছিলেন। মার্কসবাদী হিসাবে তাঁর দৃঢ়তা ও আনুগত্য তাঁকে তৈরী করেছে আধুনিক সংশোধনবাদের বিরুদ্ধ সংগ্রামে একজন পথপ্রদর্শক হিসাবে।

স্তালিন দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় আধুনিক সংশোধনবাদের সমস্ত রূপেরই বিরোধিতা করেন, যা সোভিয়েত নেতৃত্বের মধ্যেকার একটা অংশের মতাদর্শগত ভুলের ফলস্বরূপ ছিল এবং যার চূড়ান্ত রূপ ক্রুশ্চভ নীতি। পাশাপাশি, ব্রিটিশ কম্যুনিষ্ট পার্টি সহ কিছু কিছু কম্যুনিষ্ট পার্টির নীতি এবং কর্মসূচীতেও সংশোধনবাদী বৈশিষ্ট্যগুলির তিনি বিরোধিতা করেন।

আধুনিক সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে তাঁর উল্লেখযোগ্য ও বড় কাজ তাঁর "সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সমস্যাবলী" লিখিত হয় ১৯৫২ সালে।

কাজটিতে স্তালিনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েত নেতৃত্বের মধ্যে প্রচলিত নানান ভুল মতাদর্শগুলির বিচার বিশ্লেষণ ও বিরোধিতা করা মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে।

এটাও বিচারে রাখা প্রয়োজন যে ব্রিটিশ এবং অন্যান্য কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির দ্বারা প্রকাশ্যে সংশোধনবাদী নীতি এবং কর্মসূচী গৃহীত হবার পরেই বইটি লেখা হয়।

গভীর অভিনিবেশ সহকারে বইটির পাঠ স্ফটিক স্বচ্ছ করে দেয় আধুনিক সংশোধনবাদের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র বৈশিষ্ট্য-র স্তালিন কৃত বিচার বিবেচনা এবং এগুলির প্রতিবাদস্বরূপ বা বিরোধিতায় স্তালিনের সংকল্প।

প্রথম পাঠ মাত্রই যদি খুব পরিষ্কারভাবে এটা ধরা না যায় তবে তার কারণ শুধুমাত্র এই যে বইটি লেখা হয়েছে রাষ্ট্র অর্থনীতির উপর পাঠ্যপুস্তকে আলোচনার অংশ হিসাবে।

সমস্ত প্রাপ্ত দলিলই জানাচ্ছে যে এই সময়ে স্তালিন এই বিষয়গুলিতে এর অধিক সরাসরি কোন বক্তব্যই রাখার মত অবস্থায় ছিলেন না এবং পরিস্থিতি দ্বারা বাধ্য হয়েছিলেন নিজের বিচার বিশ্লেষণ ও সমালোচনা এই আঙ্গিকেই উপস্থাপিত করতে।

কিন্তু মার্কসবাদী মাত্রই, যাঁরা এই নামের যোগ্য হবেন, অবশ্যই এই ধরনের নিষ্পত্তিমূলক প্রশ্নের গভীরে দৃষ্টি দিতে শিখবেন বিষয়ের সার ভাগ আবিষ্কার করতে।

(২)

"U. S. S. R-য়ে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সমস্যাগুলি" বইটির আরম্ভ বিষয় কি ? বইটির প্রথম মুখ্য বিভাগের সম্পূর্ণ অর্থই বা কি ?

এটা হচ্ছে অপূর্ব পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে সেই বিষয় যেখানে স্তালিন সমস্ত আধুনিক সংশোধনবাদের শিকড়ে যে মতাদর্শগত ভুলগুলি সক্রিয় এবং সুপ্ত সেগুলির উন্মোচন : **সেই প্রতারণামূলক বিশ্বাস যে অর্থনীতির নিয়মগুলি মানুষের ইচ্ছার অধীন।**

মানুষ অর্থনৈতিক নিয়মগুলির পরিবর্তন ঘটাতে পারে বা অস্বীকার করতে পারে— এই ভুল তত্ত্ব কিভাবে আধুনিক সংশোধনবাদের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ্য করে দেয় ?

প্রথমত, বিতর্কের দিকগুলি স্তালিনের দ্বারা উত্থাপিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। সোভিয়েত সংশোধনবাদীদের মধ্যে বিভ্রান্তজনিত বিশ্বাস ছিল যে সোভিয়েত সরকার সোভিয়েত সমাজ-অগ্রগতির নিয়মগুলিকে বাতিল বা অস্বীকার করতে পারে।

স্তালিন চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন যে সেটা একেবারেই অসম্ভব, আর তারা সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারে শুধুমাত্র এই নিয়মগুলিকে হিসাবে নিয়েই। এই ই অনস্বীকার্য পথ মার্কসবাদের শিক্ষায়।

ক্রুশ্চভ তাঁর মার্কসবাদ অস্বীকারের একটি অংশ হিসাবেই স্তালিনের এই সাবধানবাণী লক্ষ্য করেননি। এরই ফলশ্রুতি ক্রুশ্চভকে সোভিয়েত অর্থনীতির বিষয়ে অদূরদর্শী 'ব্যবহারিক' দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েছে এবং বিশেষ করেই কৃষির ক্ষেত্রে তাঁর নীতি ও কৌশলের ব্যর্থতা এনে দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, একইভাবে ভ্রান্ত ব্রিটিশ সংশোধনবাদী মোহময়তা যা ব্রিটেনের পুঁজিবাদী অবক্ষয়-ই অথবা পুঁজিবাদের শেষ—এমনই বলা চলে। নিষ্পত্তিমূলক ব্যাপার বলতে—যা বুর্জোয়া পার্লামেন্টই এবং যা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে যেন তৈরী করতে পারে 'নিয়মের' অথবা 'আইনের'।

সোভিয়েত সংশোধনবাদীদের উপর স্তালিনের মন্তব্য সম্পূর্ণভাবেই সমস্ত পার্লামেন্টারী মোহময়তাগুলিকেও নস্যাৎ করে।

'এই সমস্ত কমরেডরা গভীর ভাবে ভুল করছেন। এটা সুস্পষ্ট যে এঁরা যুক্তিভ্রষ্ট বিজ্ঞান সম্মত নিয়মগুলির ব্যাপারে, যা সমাজ অথবা প্রকৃতির বস্তুগত বা বিষয়ীগত কার্য-কারণগুলি প্রতিফলিত করে অর্থাৎ কার্য-কারণগুলি বা নিয়মগুলি মানুষের ইচ্ছা ব্যতিরেকে স্বাধীনভাবেই বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত। বিশেষ করে সরকার কর্তৃক গৃহীত নিয়ম বা আইন, যা মানুষের ইচ্ছার দ্বারাই গড়ে ওঠে এবং যার আছে শুধুমাত্র আইন সংগত বৈধতা সেগুলির পাশাপাশি। কিন্তু এঁদের অবশ্যই উচিত হবে না হতবুদ্ধি হওয়া "

তৃতীয়ত, একটি ভুল ধারণা যার উপর দাঁড়িয়ে ক্রুশ্চভ এবং সমস্ত আধুনিক সংশোধনবাদীরা গড়ে তুলছেন সাম্রাজ্যবাদের প্রতি এঁদের নিজস্ব ভুল দৃষ্টিভঙ্গী। যখন ক্রুশ্চভ এবং তাঁর সমর্থকেরা কেনেডি ও জনসনের মত সাম্রাজ্যবাদী কুটনীতিকদের বন্দনা করছেন তাঁদের 'শান্তিপূর্ণ' অভিপ্রায়ের জন্য, আসলে সেটা কি বরং একটি আলেয়া ছাড়া, যেখানে দেখা হচ্ছে যে সাম্রাজ্যবাদী কুটনীতিকরা সাম্রাজ্যবাদের মূল বৈশিষ্ট্যকেই বদলে দিতে পারেন এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারেন সাম্রাজ্যবাদের অবশ্যম্ভাবী গতিপথ যুদ্ধের দিক থেকে সরিয়ে অন্যদিকে চালনা করার ? অন্য কথায়, যে অর্থনৈতিক নিয়ম বা বৈশিষ্ট্যসূচক কার্যকারণ সম্পর্ক সাম্রাজ্যবাদের চালিকাশক্তি সে সবগুলিই সংযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের (U. S.) শুধুমাত্র প্রেসিডেন্ট-য়ের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল।

(৩)

মোহময়তা রয়েছে যে সোভিয়েত সরকারও আপন ইচ্ছাতে কাজ করতে পারে, যেন পিছনে মৌলিক কোন অর্থনৈতিক নিয়ম বা বৈশিষ্ট্যসূচক কার্যকারণ সম্পর্ক উপস্থিত নেই।

ব্রিটেনে মোহময়তা রয়েছে যে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক নিয়ম বা বৈশিষ্ট্যসূচক কার্যকারণগুলি বিলুপ্ত করা যেতে পারে পুঁজিবাদী সংসদীয় আইন সভার দ্বারাই।

মোহময়তা রয়েছে যে সংযুক্ত যুক্তরাষ্ট্র (U.S.) সরকার-য়ের প্রধান স্থির করতে পারেন সাম্রাজ্যবাদের মূল বৈশিষ্ট্য-য়ের পরিবর্তন ঘটাতে, যদি তিনি এমন ইচ্ছা করেন।

সংশোধনবাদী মোহময়তার এই চিত্তাকর্ষক সাদৃশ্য কি খুবই স্পষ্ট নয় ?

এটা কি পরিষ্কার নয় যে এই ভ্রান্ত ধারণাগুলির সাদৃশ্য আসলে একটি মৌলিক ভুলের মধ্যে এদের সাধারণ ভিত্তির ফলশ্রুতি ?

এটাও কি পরিষ্কার নয় যে এই মৌলিক বা প্রাথমিক ভুলই হচ্ছে সংশোধনবাদী মোহময়তার ভিত্তি যে অর্থনৈতিক নিয়ম বা বৈশিষ্ট্যসূচক কার্যকারণগুলি পরিবর্তন করা যেতে পারে অথবা মানুষ এগুলিকে অস্বীকার করতে পারে ?

স্তালিন কি সম্পূর্ণ রূপেই নিপুণ এবং সঠিক ছিলেন না ? এ জন্যেই কি তাঁর শেষ প্রকাশিতব্য মুদ্রিত বক্তব্যে সামনে নিয়ে আসেন নি এই প্রাথমিক ও মৌলিক ভুলের বিশ্লেষণে তাঁর নিজের শিক্ষাকে ?

এই কাজের মধ্য দিয়েই তিনি কি পথিকৃৎ ছিলেন না আধুনিক সংশোধনবাদের মুখোমুখি সংগ্রামে ?

এখানেই তিনি কি এগিয়ে দেননি আজকের মার্কসবাদীদের এবং আধুনিক সংশোধনবাদের বিরুদ্ধ সংগ্রামে যুগিয়ে দেননি একটি তীক্ষ্ণ হাতিয়ার ?

এটা কি পরিষ্কার নয় যে ক্রুশ্চভের সংশোধনবাদী নীতি শ্রেণী সমাজের মূল নিয়মগুলিকে আঘাত হানার ও অস্বীকারের জন্যই ছুটে আসছে ?

এই কারণের জন্যই ক্রুশ্চভের অবশ্যম্ভাবী ভবিতব্য হবে বলশেভিক পার্টির সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে স্তালিন বর্ণিত এবং বিশ্লেষিত সিদ্ধান্তের ঘনিষ্ঠ ধরণ :

"প্রকট ব্যক্তিত্ব ফাঁপা অন্তঃসারশূন্য হয়ে যেতে পারে যদি এঁদের ভাবনাগুলি এবং বাসনাগুলি সমাজের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রতিকূলে ধাবিত হয়। এগিয়ে থাকা শ্রেণীর প্রয়োজনের দিকে...অসাধারণ ব্যক্তিত্ব হাস্যকর এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে যদি এঁরা সমাজ অগ্রগতির শর্তগুলি সঠিকভাবে না বোঝেন এবং সমাজের ঐতিহাসিক প্রয়োজনগুলির বিরুদ্ধে বান আত্মাভিমানী বা দাম্ভিক বিশ্বাসে যে এঁরাই হচ্ছেন ইতিহাসের 'নিদর্শন'।"

এখনই কি সমস্ত সৎ মার্কসবাদীদের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত নয় স্তালিন যে হাতিয়ারে তাঁদের উত্তরসূরী করে গেলেন তার দখল নিয়ে যথাযথ ব্যবহার করা এবং সেই হাতিয়ারের সাহায্যে আধুনিক সংশোধনবাদীদের মুখোশ ছিন্নভিন্ন করে প্রকাশ্য করে দেওয়া আসল চেহারা ?

জুলাই, ১৯৬৪

ক্রুশ্চভের পতন

ক্রুশ্চভের পতন বিষয়ক ঘোষণা হচ্ছে সংশোধনবাদ-বিরোধী অবস্থানের সঠিকতার স্বচ্ছতম সম্ভাব্য সত্যতা প্রতিপাদন করা এবং ১৯৫২ সালে ক্রুশ্চভ ও তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে স্তালিনের প্রকাশ্য বিরোধিতার দিক থেকে আজকের কম্যুনিষ্ট পার্টি অফ চায়না, আলবেনিয়ান কম্যুনিষ্ট এবং সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত সাচ্চা মার্কসবাদীদের দিকে মূলনীতিও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি একনিষ্ঠতার গৌরব।। ছেষট্টি পরাকাষ্ঠা।

সোভিয়েত পার্টি এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে ক্রুশ্চভের আতিশয্য-মূলক লক্ষ্য নিশ্চিত করে এবং এগিয়ে আনে যে বিষয় তারই বিশ্লেষণ এই ছোট পুস্তিকায় মুদ্রিত আকারে রাখা হল। বিশেষ করে, আমরা পাঠকদের মনোযোগ টেনে নিয়ে যেতে চাই অনেক দিন আগেই ১৯৩৮ সালে ক্রুশ্চভের ব্যক্তি অবনতির মূল কারণগুলি বিশ্লেষিত হয়েছিল স্তালিনের দ্বারা এবং আগের বক্তব্যেই যা শেষে উদ্ধৃতি আকারে দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও, সাধারণভাবে সোভিয়েত সংশোধনবাদীদের এবং বিশেষ করে ক্রুশ্চভের অর্থাৎ ক্রুশ্চভের প্রাসঙ্গিকতায় সোভিয়েত সংশোধনবাদের বিশ্লেষণটি, যা তৈরী করা হয়েছে ২০-তম কংগ্রেসের উপর মূল দলিলটিতে, দেখায় যে ক্রুশ্চভায় অবস্থানের মূল বিষয় হচ্ছে মার্কসবাদ থেকে একটি দক্ষিণ-পন্থী জাতীয়তাবাদী ঝোঁকে অপসরণ যা নীতি রূপায়নে একমাত্র সোভিয়েত স্বার্থগুলির রক্ষনকেই মাপকাটি ধরে। এটা পরিষ্কার যে ক্রুশ্চভের ব্যর্থতা হচ্ছে এই শর্ত ও মাপকাঠিকে বিচার্য করার ব্যর্থতা। সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে এটি একটি অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতা সোভিয়েত অর্থনীতির অসংগঠিত করণের, একটি ব্যর্থতা বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতার মতলবে যে কোন ধরনের নিষ্পত্তিমূলক ফলের আকাংখায় এবং পূর্ব ইউরোপ ও সর্বোপরি চীনের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বাভাবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। এই প্রসঙ্গেই বলা যায় যে প্রথম চীনা এ্যাটম বোম-য়ের বিস্ফোরণ যুগপৎ ক্রুশ্চভ পতনের সঙ্গে একটি বিশাল আশ্চর্যজনক চিহ্নের মত যুক্ত করেছে সোভিয়েত নেতাদের পদচ্যুতির লক্ষ্যে।

আরো বলা যায়, ক্রুশ্চভের পদত্যাগ কি তুলনামূলক এমন ছোট্ট একটি সময়-সীমার পরে স্বচ্ছতম সম্ভাব্য একটি প্রকাশ নয় তাঁর ভূমিকার প্রাসঙ্গিকতায় সংশোধনবাদী উপকথার ? যাকে বলা চলে মূর্তির দড়ি খড় বেরিয়ে পড়া। যদি তিনি সোভিয়েত সমাজের কিছু গভীর জনপ্রিয় উৎস বা কর্তৃপক্ষের উপর নিজের ভিত্তি রেখেছিলেন, যদি তিনি সত্যিই সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টিকে শক্তিশালী করেছিলেন এর প্রলেতারিয়ান বৈশিষ্ট্য কলুষিত করার পরিবর্তে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরে করিতকর্মা ব্যবহারিক নেতৃত্বের দ্বারা তথাকথিত 'বন্ধ্যাত্ব'র অবসান ঘটিয়েছিলেন, যদি স্তালিনের তথাকথিত 'কঠোরতা' অপসারিত করে ছিলেন শান্তির উদ্দেশ্যে আদর্শস্বরূপ কূটনৈতিক নীতির দ্বারা, যদি বাস্তবিক সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতিকদের অভূতপূর্ব কায়দায় পরিচালিতকরে এবং আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনে তাঁর বিরোধিতা কমিয়ে দিয়েছিলেন মার্কসবাদ বিকৃতির মধ্য দিয়ে একটি বৈশিষ্টসূচক সংখ্যালঘিষ্ট অবস্থানে এনে বিরোধীদের তবে তাঁর অবস্থান ও প্রতিপত্তি অবশ্যই অটল, দুর্ভেদ্য হত এবং সমস্ত দেশগুলির সংশোধনবাদীরা আজ অবশ্যই বাধ্য হয়ে উঠত না তাঁর অপসারণ মেনে নেওয়ার বাস্তবতায়।

এছাড়া আজ উচ্চস্থানীয় সোভিয়েত নেতৃত্ব-ও পরিষ্কার দেখছেন ক্রুশ্চভের ব্যর্থতা, এমনকি, শুধুমাত্র ও সরাসরি সোভিয়েত স্বার্থরক্ষার অর্বাচীন দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই, যা এখনও প্রকট ঝোঁক হিসাবে সেখানে বর্তমান।

বৃটেনে সংশোধনবাদ বিরোধীরা অভিনন্দন জানাবে প্রাভদায় প্রকাশিত ক্রুশ্চভের ব্যক্তি ভুলগুলির কিছু নির্দিষ্ট সমালোচনা। কারণ, এটা সংক্ষেপে এমনতর

ভুলগুলির চিহ্নিতকরণ যা বৃটেনের কম্যুনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে দক্ষিণ-পন্থীদের দ্বারা এযাবৎকাল সমর্থন পেয়ে এসেছে।

এছাড়াও এগুলি এবার সুযোগ নিতে পারবে নেতৃত্বকারী ব্রিটিশ সংশোধনবাদীদের প্রসঙ্গে নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্নের জবাব চাইবার।

কেন এঁরা শুধু সহ্যই করেন নি উপরন্তু এমন ধরনের এক অবশ্যই সুবিধাবাদী ও নীতিহীন রাজনীতিজ্ঞ-কে শ্রদ্ধা করতেন? কেন এঁরা সামর্থ্য অনুযায়ী সমস্ত কিছু করেছিলেন তাঁর সমর্থনে এবং সহযোগিতা করেছিলেন তাঁর কাজে মেহনতি শ্রেণীকে ধোঁকা দিতে?

কেন এঁরা লক্ষ্য করেন নি তাঁর প্রকাশ্য বক্তব্যে নির্দিষ্ট অসঙ্গতি, স্ববিরোধিতা এবং নিজস্ব শঠতার বিষয়ে কিছু না বলা? কেন এঁরা তাঁর প্রত্যেকটি খেয়ালি শব্দকে মনে করেছিলেন পঞ্চম সুসমাচার হেন প্রেরিত বাণী—সংশোধনবাদী প্রত্যাদেশ? কেন এঁরা চোখ বুজে ছিলেন তাঁর আচরণে, যা থরে থরে ভাঁড়ের ধমক এবং তর্জনগর্জন ছাড়া আর কিছু নয়?

কেন সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতিকদের প্রতি ক্রুশ্চভের বন্দনা আর স্তালিন ও মাও-ৎ সে-তুঙ-এর প্রতি গালি শুধুমাত্র এঁদের আনুগত্যকে বাড়িয়েছিল? কেন কিউবার উপর তাঁর অকৃতকার্যতা এঁদের জিজ্ঞাসুকে নাড়া দেয় না?

এ সমস্ত কিছুর একমাত্র উত্তর এই যে ক্রুশ্চভের সুবিধাবাদ ছিল এঁদের সুবিধাবাদ, তাঁর নীতি ভ্রষ্টতা ছিল এঁদের নীতিভ্রষ্টতা, তাঁর মার্কসবাদ থেকে পশ্চাদপসরণ ছিল এঁদের মার্কসবাদ থেকে পশ্চাদপসরণ।

এঁরা সকলেই সংশোধনবাদী, শেষ পর্যন্ত অনুগত যেমন আজ গোমালকা এবং কাদার এমন কি, ক্রুশ্চভের পদচ্যুতির পরেও।

যাই হোক, আমরা অবশ্যই যুক্তি করব যে, ক্রুশ্চভ নীতির ব্যর্থতা এমনভাবে পরিবেশিত হয়েছে যেন মনে হবে ব্যাপারটা আসলে ছিল ক্রুশ্চভের ব্যক্তি ভুলের বিষয়। প্রাভদা এবং সোভিয়েত নেতৃত্ব এক্ষেত্রেও আড়াল করে চলেছে এই ব্যর্থতার পিছনের মূল কারণগুলি।

ক্রুশ্চভের সংশোধনবাদী নীতি, যা স্পষ্টভাবেই ব্যর্থ প্রতিভাত হল, কখনোই প্রাথমিকভাবে বা শুধুমাত্র তাঁর ব্যক্তিত্বের একটি প্রকাশ ছিল না বরং উল্টোমতে বলা যায় এটা ছিল সেই নীতি যা তাঁর ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রকাশিত।

একটি সুবিধাবাদী, আদর্শচ্যুত, অর্থ নৈতিক মতলব আন্তর্জাতিক মেহনতি শ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত শ্রমিক স্বার্থগুলির বিরুদ্ধে মুখোমুখি এল একটি নীতিহীন সুবিধাবাদী কূটনীতিক-কে পুরোভাগে রেখে। একটি কূটনীতিক যিনি প্রকাশ্যেই এবং নৃশংসভাবে অস্বীকার করেছেন নীতির নির্ধারক বা মাপকাঠি হিসাবে আন্তর্জাতিক মেহনতি শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার প্রশ্নটিকে। এক কূটনীতিক যিনি সোভিয়েত সমাজের অ-প্রলেতারিয়ান গোষ্ঠীর এবং অ-প্রলেতারিয়ান উপাদানগুলির স্বার্থরক্ষার প্রতিনিধিস্বরূপ সরাসরি শ্রমশিল্প নির্ভর মেহনতি মানুষের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন।

মার্কসের কথায় শ্রেণী সংগ্রাম "জন্ম দেয় এমন পরিস্থিতির এবং সেই সম্পর্ক-গুলির যা একটি অদ্ভুত মধ্যবিত্তকে নায়কের ভূত তাড়িত হয়ে গটগট মেজাজে চলতে ফিরতে দিতে সক্ষম।"

সোভিয়েত নেতৃত্ব ইতিমধ্যেই জানিয়েছে যে ২০ তম কংগ্রেসের সংশোধনবাদী সিদ্ধান্তগুলির উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী সোভিয়েত নীতি নির্ধারিত হবে এবং সেগুলিকেই অনুসরণ করা হবে—একটি তেমনই বক্তব্য যা সমস্ত সংশোধন-বাদীদের দ্বারা হার্দিক আশ্বাসের সঙ্গে শুভেচ্ছা লাভ করল, অবশ্যই বৃটেনেও বিশেষ হেরফের হল না।

এটা হয়ত ভাল হবে যে এবারে চীনের সঙ্গে বিরোধে তালি দেওয়ার উদ্দেশ্যে সেখানে দেখা যাবে একটি ভাসা ভাসা ইশারা এবং বিতর্ক ইত্যাদির একটা মোলায়েম রূপ দেওয়া হবে। আমাদের চীনা কমরেডদের উপর এটা কিছু কম ভারস্বরূপ হবে মনে করেই ব্যাপারটাকে আমরা অভিনন্দিত করতে পারি যদিও বাস্তব এই যে সোভিয়েত পক্ষে উদ্দেশ্য আগের মতই রয়ে যাবে অর্থাৎ সোভিয়েত স্বার্থগুলি রক্ষার একটি সেই ক্ষুদ্র দৃষ্টিভঙ্গী, যা রয়ে যাচ্ছে চালিকাশক্তিতে মূল ঝোঁক হিসাবেই।

● গোপাল ভট্টাচার্য

● রুশোর বক্তব্যের বিচারে সংশোধনবাদ

১৯৫৩ সালের ৫-ই মার্চের পরে যা আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের সম্মিলিত নেতৃবৃন্দের পক্ষে-ও উল্লেখযোগ্যভাবে সম্ভব হল না তার একটি কারণ কি প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যেকার নেতৃবৃন্দের স্ববিরোধিতা নয়? ইতিহাসে আরো একবার উল্লেখযোগ্যভাবে প্রমাণিত হল ঘরের শত্রু অনেক বেশি ধ্বংসাত্মক। কিন্তু এদের চেনা যাবে কি করে? মনীষী রুশো এ জাতীয় চরিত্রের মানুষদের লক্ষ্য করে অনেকদিন আগেই বলেছিলেন: "আদর্শচ্যুত এবং নীতিভ্রষ্ট তত্ত্ববিদদের স্ববিরোধিতা এবং অসংগতি অনিবার্য।"

১৯৪৪ সালে অক্টোবর বিপ্লবের বার্ষিক উৎসবের দিবসে স্তালিনের নিকট প্রেরিত বাণীতে মার্শাল টিটো বললেন: সাতাশ বৎসর পূর্বে মহান কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে আপনার দেশের জনগণ অবর্ণনীয় স্বার্থত্যাগের দ্বারা সোভিয়েত ইউনিয়ন সৃষ্টি করেন। আপনাদের সে বিপ্লবের পরিচালক ছিলেন মহান লেনিন। আপনার নেতৃত্বে সোভিয়েত জনগণ ও কীর্তিমান লালফৌজ আজ তাদের অপূর্ব আত্মত্যাগের দ্বারা ইউরোপের জনগণকে জার্মান ফ্যাসিস্ত দাসত্বশৃঙ্খল হ'তে মুক্তি দিচ্ছে।" "বৎসর তিন অতীত হ'তে না হ'তেই টিটো 'আবিষ্কার' করলেন": নিরঙ্কুশ ব্যক্তিগত ক্ষমতায় এবং সুসংবদ্ধ ব্যবস্থায় স্তালিন হচ্ছেন একজন স্বৈরাচারী—ডিক্টেটর। ক্রুশ্চভ, মিকোয়ান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ৩০ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে যে স্তালিনের মধ্যে 'আমাদের যুগের লেনিন'-কে আবিষ্কার করেছিলেন, যিনি ছিলেন 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শ্রেষ্ঠ উদ্‌গাতা'

এবং যার রচনায় 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে' ২১-তম এবং ২২-তম কংগ্রেসে সেই 'আমাদের প্রিয় নেতা এবং শিক্ষক', 'বিশ্ববিপ্লবের মহান ঋত্বিক', 'সাম্যবাদী জগতের শ্রেষ্ঠ স্থপতি', 'আমাদের সমস্ত বিজয়ের প্রেরণাদাতা ও সংগঠক,' 'আমাদের মহান পিতা', স্তালিনের পরিচিতি দিচ্ছেন "ক্রূরকর্মা হীনমতি, বর্বর, সন্দেহবাতিকগ্রস্ত, খামখেয়ালি, স্বৈরাচারী, খুনী, এবং রক্তপিপাসু" ইত্যাদি বিশেষণে। যে স্তালিন রচনাবলী এ যাবৎকাল এঁদের ধ্যান-ধারণায় 'মার্কসবাদ লেনিনবাদ জ্ঞানভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ ও সংযোজন' বলে স্বীকৃত ছিল তা সম্পূর্ণরূপে মূল্যহীন হয়ে পড়ল। কারণ এঁরা 'সৃজনশীল'। তাই তৃতীয় দশক থেকে স্তালিন যখন হাজার হাজারে পার্টি সদস্য, সৎ 'নাগরিক এবং বহুসংখ্যক পার্টি প্রতিনিধিদের বিনা বিচারে কারারুদ্ধ, নির্বাসন ও হত্যা করে পৈশাচিক উল্লাস বোধ করতেন তখন এঁরা কেন্দ্রীয় কমিটির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আসনগুলি 'অলংকৃত' করেও চুপ করে ছিলেন বোধহয় সুযোগের অপেক্ষাতেই এবং আজ এই সমস্ত অভিযোগ উত্থাপনের পাশাপাশি কোনরূপ প্রমাণ দাখিলের প্রয়োজন নেই এবং বালাই নেই নিজেদের স্ববিরোধিতা ও অসংগত আচরণের লেনিনবাদী বিশ্লেষণের। অথচ এঁরা লেনিনের যোগ্য উত্তরসূরী, এঁরা 'সৃজনশীল'। প্রাণের ভয়েই নাকি নির্বিচারে যখন "সৎ নাগরিকদের উপর বীভৎস অত্যাচারের তাণ্ডব" চলছিল তখন স্তালিনের "স্বৈরাচারের" কোনরূপ বিরোধিতা করা দূরের কথা, বিশ্বের জনসাধারণের কাছে "মহান" স্তালিনের গুণাবলীর পরিচয় দিতে পরস্পরের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন, সৃজনশীল মার্কসবাদীদের আদর্শ নমুনায়।

সৃজনশীল ক্রুশ্চভ ও তাঁর পূর্বসূরী

অন্যতম 'সৃজনশীল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ' নেতা ক্রুশ্চভ যেভাবে 'ব্যক্তিপূজা'-বিরোধী জেহাদের আবরণে স্তালিনের বিরুদ্ধে ক্রমাগত কুৎসা প্রচার করে স্তালিনের 'অপকর্ম'-য়ের জন্য টিটোর নিকট ক্ষমাভিক্ষা করে আসেন সংশোধনবাদ ঐতিহ্যে তা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য তবে নতুন নয়।

প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিকের যুগে এবং পরবর্তীকালে বাকুনিন, কাউৎস্কি এবং টিটো বলা চলে ক্রুশ্চভের পূর্বসূরী। বাকুনিন মার্কসের একনিষ্ঠ শিষ্য ছিলেন এবং এজন্য গর্ববোধ করতেন। প্রথম আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে তাঁর চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যাবার পর তিনি মার্কসের বিরুদ্ধে প্রচার করেন : "জাতিতে জার্মান, তাতে আবার ইহুদি ; তাই আগাগোড়া মার্কস হচ্ছেন একজন স্বৈরাচারী—ডিকটেটর।" দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের যুগে মার্কসবাদের নীতিগত প্রশ্নে পর্যুদস্ত হয়ে লেনিনের বিরুদ্ধে কাউৎস্কি কৌশল নিয়েছিলেন। "লেনিন হচ্ছেন একেশ্বরবাদীদের ঈশ্বর···তিনি মার্কসবাদকে কেবল রাষ্ট্রীয় ধর্মে পর্যবসিত করেই ক্ষান্ত হন নি—তাকে টেনে নামিয়েছেন মধ্যযুগীয় এবং প্রাচ্য-অন্ধবিশ্বাসে।" তৃতীয় আন্তর্জাতিকের যুগেও কাউৎস্কি স্তালিনের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান : স্তালিন হচ্ছেন একজন স্বেচ্ছাতন্ত্রী আমলাতান্ত্রিক···হীন নেতৃত্ববাদ প্রচার করে, নেতার (লেনিনের) উপর পবিত্রতা আরোপ করছেন।" ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই মার্কসবাদ বিভিন্ন ধরনের বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিকাশের দিকে এগিয়ে চলেছে।

মার্কস ও এঙ্গেলস প্রথমত হেগেলের ভাববাদী দর্শন ও প্রুঁধোর দর্শনের অন্তঃসারত্ব প্রমাণ করেন তীব্র শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। মার্কসবাদীদের অভ্যন্তরে থেকে একে সংশোধন করবার ব্যর্থ চেষ্টাও চলে পাশাপাশি। সংশোধনবাদের বিকাশ জাতীয় ক্ষেত্রেই শুধু সীমাবদ্ধ নয়, এর ব্যাপকতা আন্তর্জাতিক। শ্রমিক শ্রেণীর উপর বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রভাব এবং সাম্রাজ্যবাদী চাপের নিকট আত্মসমর্পণ হল সংশোধনবাদের উৎপত্তির অন্যতম কারণ। স্তালিন বলেছেন "বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সঙ্গে দক্ষিণ-পন্থী এবং বাম-পন্থী বিচ্যুতি কমিউনিষ্ট পার্টিগুলিতে দেখা দিতে বাধ্য। দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি পুরোন সমাজ সম্বন্ধের সঙ্গে বিচ্ছেদে অনিচ্ছুক আর বামপন্থী ঝোঁক বর্তমান বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করে কাজ করতে চায় না। এইরূপ বিচ্যুতি ছাড়া কোন বিপ্লবই সংগঠিত হয় না।"

সংশোধনবাদের জন্মদাতা বলা চলে এককালের গোঁড়া মার্কসবাদী—বার্ণস্টাইন। সংশোধনবাদের সংঘবদ্ধ আত্মপ্রকাশ প্রথম ঘটে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের চরম বিশ্বাসঘাতকতার যুগে—প্রথম সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের জন্মের পূর্ব অধ্যায়ে। লেনিনের নেতৃত্বে অনধিক পনের বছরের তীব্র সংগ্রামের পর কাউৎস্কি, বার্ণস্টাইন প্রভৃতি সংশোধনবাদীরা অপসারিত হন। দ্বিতীয় পর্বে সংশোধনবাদ ও বামপন্থী বিচ্যুতির ব্যাপক আত্মপ্রকাশ ঘটে লেনিনের মৃত্যুর পর প্রথম সমাজতন্ত্রী সমাজ গঠনের পূর্বাহ্নে। এবারের প্রধান নায়ক ছিলেন ট্রটস্কী, বুখারিন, কামেনেভ, জিনোভিয়েভ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ। স্তালিনের দৃঢ় এবং সার্থক নেতৃত্বে এবারের সংগ্রামেও প্রথম সমাজতান্ত্রিক সমাজের সগৌরব প্রতিষ্ঠা সম্ভব হল। মানব সভ্যতার চরমতম শত্রু ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয়, ইউরোপ এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আবির্ভাব এবং দুনিয়ার এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা নিয়ে সংগঠিত হল সমাজতান্ত্রিক জগৎ। দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায়ে টিটো গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আবারও সংগ্রাম সংগঠিত হল এক যুগসন্ধিক্ষণে। সমাজতন্ত্রের পূর্ণ বিজয়ের যুগ-এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলির গণমুক্তিসংগ্রামের প্রবল জোয়ারের উদ্বেলিত হওয়ার যুগ, ইউরোপের সংগ্রামী শ্রমিক শ্রেণী দ্বারা ধনতন্ত্রের বাতিল দুর্গে শেষ আঘাত হানবার জন্য প্রস্তুত হওয়ার যুগ কিন্তু…

আজ এই কিন্তুর পরবর্তী পরিচ্ছেদ লেখার যুগ।

আরম্ভে লেখা যাক শোষণহীন সমাজ গঠনে সচেতন সংগ্রামের অপর নাম মার্কসবাদ।

● গোপাল ভট্টাচার্য ●

প্রসঙ্গ: জাতীয় ও আন্তর্জাতিক

১৯৪৭ সালে বারোটি দেশ নিয়ে স্তালিন নেতৃত্বে কমিউনিষ্ট ইনফরমেশন ব্যুরো বা কমিনফর্ম প্রতিষ্ঠাকালীন যে উদ্বোধন ভাষণটি আঁদ্রে ঝানভ দেন, সেটিই "আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি" নামে খ্যাত। এটি একটি সুদীর্ঘ ভাষণ, ভাষণটির সংক্ষেপিত বাংলা অনুবাদ এখানে দেওয়া হলো। ভাষণটির মর্মবস্তু হচ্ছে : অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ মিত্রশক্তির বন্ধনে যে ধরণের শক্তি সমাবেশ দুনিয়ায় ঘটেছিলো এবং তার ভারসাম্যের ফলে যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিলো, যুদ্ধাবসানের অক্ষশক্তির চূড়ান্ত সামরিক পরাজয়ের পরে সেই শক্তি সমাবেশ ও ভারসাম্যের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলন কি করে মোকাবিলা করবে তারই পথ নির্দেশ রয়েছে ঝানভ-এর এই ভাষণে। এছাড়াও মুদ্রিত হলো জার্মান-সোভিয়েত অনাক্রমণ চুক্তিটি।

জার্মান-সোভিয়েত অনাক্রমণ চুক্তি

মুখবন্ধ

স্তালিন সম্পর্কে প্রচারিত বহু গল্পের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে—যখন সোভিয়েত সরকার জার্মান আগ্রাসনের বিস্তারের বিরুদ্ধে ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের সঙ্গে যৌথ নিরাপত্তা চুক্তি করবার জন্য আলোচনা করছিল তখন তিনি (স্তালিন) জার্মানির সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করবার প্রয়াস নিয়েছিলেন যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে অধিকতর ত্বরান্বিত করেছিল।

স্বভাবতই সেই সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে যা কিছু ঘটত তার প্রতিটিই স্তালিনের অনুমোদন সাপেক্ষে করা হত না। যাইহোক ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের সোভিয়েত জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির ব্যাপারে স্তালিনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগী ভিচেশলভ মলোটভের প্রশংসা পত্র আমরা পেয়েছি। বলা হয়েছে "কমরেড স্তালিন জার্মানি এবং সংযুক্ত সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার (USSR) মধ্যে এক ভিন্ন প্রকৃতির অবৈরী ও সুন্দর প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কের সম্ভাবনার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমন চুক্তির উপসংহারে দ্রষ্টব্য যে কমরেড স্তালিনের সেই ঐতিহাসিক দূরদর্শিতা দৃঢ়ভাবে সমর্থিত হয়েছে।"

(দ্রঃ—সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের চতুর্থ বিশেষ অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ ৩১শে আগস্ট ১৯৩৯ সংখ্যা; সোভিয়েত শান্তিনীতি; লণ্ডন ১৯৪১ পৃঃ ১৬)

এতএব এটা স্তালিনের পক্ষে মারাত্মক ভুল হয়েছিল এই অভিযোগ অবশ্যই গুরুত্বসহকারে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

সোভিয়েত বৈদেশিক নীতির পুণর্বিন্যাস

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে লিখিত তাঁর কুখ্যাত 'আমার সংগ্রাম' নামক বইতে নাৎসী নেতা এডলফ্ হিটলার নাৎসী অভিপ্রেত বৈদেশিক নীতির সুস্পষ্ট বর্ণনা করেছেন :

'আমরা জাতীয় সমাজবাদী নেতৃত্ব আমাদের যুদ্ধ পূর্ব সময়ের বৈদেশিক নীতির প্রবণতার নিচে আত্মসচেতনভাবে একটা দাগ টেনেছিলাম।.........

আমরা দক্ষিণ এবং পশ্চিমে লাগাতার জার্মান আন্দোলন বন্ধ করে দিয়ে পূর্ব দিকের ভূখণ্ডে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলাম।.........

যদি আজ আমরা ইউরোপের মাটির কথা বলি তাহলে মূলত রাশিয়ার কথা মনে রাখতে হয়"।

(দ্রঃ—এ হিটলার—'আমি শিবিরে' (Mein Kamf) লণ্ডন ১৯৮৪ পৃঃ—৫৯৮, ৬০৪)

এইভাবে জার্মানিতে ১৯৩৩এর জানুয়ারী মাসে নাৎসী সরকারের ক্ষমতায় আসীন হওয়ার সুবাদে ইউরোপে একটি নতুন পরিস্থিতির সূচনা হয়েছিল যা পরিষ্কারভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে হয়ে উঠেছিল ভয়ঙ্কর বিপদ এবং স্বাভাবিকভাবেই তা সোভিয়েত ইউনিয়নের একার নয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বের মধ্যে মার্কসবাদী লেনিনবাদী নেতারা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটিকে রক্ষা করবার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন; ব্যক্ত করেছিলেন প্রতিক্রিয়া। এহেন অধুনা এবং অধিকতর বিপদ সঙ্কুল পরিস্থিতিতে সোভিয়েত বৈদেশিক নীতির পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে এবং পরিকল্পিতভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে ইচ্ছুক অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার জোর প্রচেষ্টা চালাবার নীতি গ্রহণ করে।

যৌথ নিরাপত্তার বাস্তব ভিত্তি

যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার সোভিয়েত পরিকল্পনার বাস্তব ভিত্তি ছিল—দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দুই দলে বিভক্ত রয়েছে। এক পক্ষে জার্মানি, ইটালি ও জাপান। এদের অপেক্ষাকৃত উচ্চ উৎপাদিকা শক্তি এবং তুলনামূলকভাবে সীমিত বাজার এবং প্রভাবের পরিধি ছিল ফলে দুনিয়াকে তাদের সুবিধা মত পরিবর্তন করে নেবার জরুরী প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল। তুলনামূলকভাবে এরা ছিল আগ্রাসী শক্তি। অপর পক্ষে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং যুক্তরাষ্ট্র তাদেরও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ বাজার এবং প্রভাবের বিস্তার ছিল এবং এই জন্য পরিবর্তিত দুনিয়ার চাইতে যেমন ছিল তেমন অবস্থায় দুনিয়াকে রেখে দেওয়ার বাস্তব প্রয়োজন তাদের হয়েছিল। তারা ছিল তুলনামূলকভাবে অনাগ্রাসী শক্তি।

স্তালিন যুক্তি তর্ক দিয়ে বলেছিলেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইতিপূর্বেই শুরু হয়ে গিয়েছে। তিনি ১৯৩৯ এর মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের কম্যুনিস্ট পার্টির (CPSU) ১৮তম অধিবেশনে সেই প্রেক্ষিতের সংক্ষিপ্ত বিবরণে বলেছিলেন—

"যুদ্ধ বাধিয়ে দিচ্ছে সেই আগ্রাসী রাষ্ট্রগুলি যারা প্রধানত ইংল্যাণ্ড, ফরাসি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত অনাগ্রাসী রাষ্ট্রের স্বার্থের প্রতিটি ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে।

এইভাবে আমরা অনাগ্রাসী রাষ্ট্র সমূহের মূল্যে তামাম বিশ্বের এবং প্রভাব প্রতিপত্তির উন্মুক্ত পুনর্বিভাজন লক্ষ করছি।"

(দ্রঃ—জে. ভি. স্তালিন, op. cit. পৃঃ ১৪)

একটা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিশেবে, শ্রমজীবী মানুষের রাষ্ট্র হিশেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের চূড়ান্ত স্বার্থ ছিল যে কোনও রাষ্ট্রের শান্তি সংরক্ষণ করবার ব্যাপারে তৎপর হওয়া।

সুতরাং ১৯৩০ দশকে সোভিয়েত সরকারের পরিকল্পনা ছিল ইউরোপীয় অনাগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে একটি যৌথ নিরাপত্তা জোট গঠিনের জন্য চেষ্টা করা। ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের এই ধরনের একটি যৌথ নিরাপত্তা জোট আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের যুদ্ধ বাধাবার ক্ষমতাকে হয় প্রতিরোধ করবার অথবা তাদের দ্রুত পরাজয়কে নিশ্চিত করবার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল।

সোভিয়েত সরকার ১৯২৮ থেকে ১৯৩৩ পরবর্তী বৈদেশিক নীতির সংক্ষিপ্ত বিবরণে উল্লেখ করেছিলেন :

"যুদ্ধপূর্ব সমস্ত কাল যাবৎ সোভিয়েত প্রতিনিধি লীগ অব নেশনস-এ যৌথ নিরাপত্তার মূল তত্ত্ব তুলে ধরেছে"।

(দ্রঃ ইতিহাসের প্রতারকরা : ঐতিহাসিক তথ্য (Falsifiers of History) লণ্ডন ১৯৪৮, পৃঃ ১৫)

তোষণ

যদিও স্তালিন, আমরা যেমন দেখেছি, দৃঢ়ভাবে মনে করতেন যে এই ধরনের একটি যৌথ নিরাপত্তা জোট সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পেছনে ব্রিটিশ এবং ফরাসি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের বিষয়গত স্বার্থ ছিল তবু যথাক্রমে নেভিল চেম্বারলিন এবং এডওয়ার্ড ডালাডিয়ার নেতৃত্বাধীন ব্রিটেন এবং ফরাসী সরকার এই বাস্তব সত্যকে স্বীকৃতি দেয়নি কেননা সমাজতন্ত্র এবং

সোভিয়েত ইউনিয়ন তাঁদের নিকট ছিল অত্যন্ত ঘৃণা এবং তাঁরা এর ধ্বংস দেখতে চেয়েছিলো।

স্তালিন যেমন ১৯৩৯ এর মার্চ মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন কমুনিষ্ট পার্টির ১৮তম অধিবেশনে বলেছিলেন:

"ইংল্যাণ্ড, ফরাসি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আগ্রাসী শক্তিগুলিকে একটার পর একটা ছাড় দিতে দিতে পিছু হঠছে এবং পালাচ্ছে।

এইভাবে আমরা পৃথিবী এবং প্রভাব পরিধির উন্মুক্ত বিভাজন দেখছি অনাগ্রাসী রাষ্ট্রের বিনিময়ে সামান্য প্রতিরোধের চেষ্টা ছাড়াই, এমনকি যথেষ্ট চাতুর্য পূর্ণ উপেক্ষা সহ্য করে নিয়েও.........।

"কেমন করে অনাগ্রাসী দেশগুলি এত সহজে এবং বিনা প্রতিরোধে আগ্রাসী শক্তিগুলিকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে তাদের অবস্থান এবং বাধ্য-বাধকতা ত্যাগ করছে? অনাগ্রাসী রাষ্ট্রের দুর্বলতাই কি এর কারণ? নিশ্চয় না। জোটবদ্ধ অনাগ্রাসী গণতান্ত্রিক রাষ্ট প্রশ্নাতীতভাবে ফ্যাসিবাদী (fascist) রাষ্ট্রের চেয়ে অধিকতর মজবুত......অর্থ এবং সমর সম্ভার উভয় ক্ষেত্রেই।

"প্রধান কারণ হচ্ছে অধিকাংশ অনাগ্রাসী দেশ বিশেষ করে ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্স প্রত্যাখ্যান করেছে যৌথ নিরাপত্তা নীতি ও আগ্রাসী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং হস্তক্ষেপ না করবার মনোভাব দেখিয়েছে।

"হস্তক্ষেপ না করবার এই কৌশল জার্মানিকে বাধা না দেবার একটা ইচ্ছা বা আগ্রহকেই প্রকাশ করে। মনে করুন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে একটা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখবার জন্য।

কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে চেকশ্লোভাকিয়ার জেলাগুলি জার্মানিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর যুদ্ধ শুরু করবার একটা অঙ্গীকারের মূল্য স্বরূপ"

(দ্রঃ—জে, ভি, স্তালিন, অপ সিট্; পৃঃ ১৪-১৫, ১৬)

নথি মোতাবেক ব্রিটিশ বিদেশ সচিব লর্ড হালিফাক্স যেমন ১৯৩৭ এর নভেম্বরে হিটলারকে বলেছিলেন—

"তিনি (Halifax) এবং ব্রিটিশ সরকারের অন্যান্য সদস্যগণ ভালভাবেই ওয়াকিবহাল যে ফুয়েরার (Hitler) ইতিপূর্বেই প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছেন। তাঁর দেশের সাম্যবাদকে ধ্বংস করে পশ্চিম ইউরোপে সাম্যবাদের প্রবেশ পথকে তিনি রুদ্ধ করে দিয়েছেন এবং এইভাবেই জার্মানি বলশেভিক মতবাদের বিরুদ্ধে একটি দুর্গ হিশেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে।......

"ইঙ্গ জার্মান পূর্ণ বন্ধুত্ব হওয়ার জমি যখন প্রস্তুত হয়েছে তখন বৃহৎ চার পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তিকে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধভাবে ইউরোপে স্থায়ী শান্তির ভিত্তি স্থাপন করতে হবে।"

(দ্রঃ—জার্মান বিদেশ নীতির দলিল—১৯১৮-৪৫, সংখ্যা (ঘ) গ্রন্থ-১, লণ্ডন ১৯৫৪, পৃ: ৫৫)

এতৎসত্ত্বেও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সোভিয়েত নেতৃত্ব মনে করেছিলেন যে এই তোষণনীতি বস্তুগতভাবে চলছে, ব্রিটিশ এবং ফরাসি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করতে এবং ব্রিটিশ শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের পরিপন্থিরূপে। তাঁরা সেই মোতাবেক হিশেব নিকেশ করেছিলেন যে যদি সোভিয়েত সরকার ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের সঙ্গে যৌথ নিরাপত্তা জোট গঠনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে তাহলে আজ হোক আর কালই হোক ব্রিটেনের তোষকগণ, যারা ফ্রান্সেও আধিপত্য করে, ব্রিটিশ শ্রমজীবী মানুষের সহযোগিতায় অধিক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী প্রতিনিধি (যেমন উইনস্টন চার্চিল এবং এন্টনি ইডেন) কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হবে।

(এটা স্বাভাবিকভাবেই প্রকৃত অর্থে ঘটেছিল ১৯৪০ এ, কিন্তু ইউরোপে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে।)

ইং-ফরাসি-সোভিয়েত বৈঠক ☐

৩১শে মার্চ ১৯৩৯ সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই একতরফাভাবে ব্রিটিশ সরকার আক্রমণের বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ডের প্রতিরক্ষার জিম্মা (guarantee) নিয়েছিল।

উদারচেতা দলনেতা (Liberal Party leader) ডেভিড লয়েড জর্জ ইংল্যাণ্ডের আইনসভায় বলেছিলেন—

'আমি বুঝতে পারছি না কেন, এই ভয়ঙ্কর শক্ত কাজের প্রতিজ্ঞা করবার পূর্বে আমরা রাশিয়ার সঙ্গে ইতিপূর্বেই আমাদের সংযুক্তি নিশ্চিত করি নি। পোল জনগোষ্ঠি রুশ জনসাধারণকে এর মধ্যে চায় না—যদি এই সংবেদনশীলতার কারণেই রাশিয়াকে এই ব্যাপারে অন্তর্ভুক্ত করা না হয়ে থাকে, যে শর্তে আমরা সাহায্য করতে পারি তা যদি না পোল্যাণ্ডবাসী গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে তাহলে তার সমস্ত দায়-দায়িত্ব অবশ্যই তাদের (পোলদের)"

(দ্রঃ—সংসদ বিতর্ক, পঞ্চম খণ্ড, ব্রিটিশ আইনসভা, গ্রন্থ-৩৫ লণ্ডন ১৯৩৯, ছত্র-২৫১০)

ইং-ফরাসি জিম্মা তোষণকারী সরকারের উপর জনসাধারণের চাপকে বৃদ্ধি করে দিয়েছিল অন্তত পক্ষে যৌথ নিরাপত্তার লক্ষ্যে স্পষ্ট পদক্ষেপ নেবার জন্য।

সুতরাং ১৫ই এপ্রিল ১৯৩৯ ব্রিটিশ সরকার সোভিয়েত সরকারের নিকট একটা আর্জিতে পরামর্শ রাখলেন যে তাঁরা সোভিয়েত সীমান্তবর্তী আক্রমণের আওতাভুক্ত যে কোনও রাষ্ট্রকে সামরিক সাহায্য দিতে চেয়ে প্রকাশ্য ঘোষণা করতে পারেন যদি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলি সেই রকম ইচ্ছা পোষণ করে।

দু'দিন পর ১৭ই এপ্রিল সোভিয়েত সরকার উত্তর দিলেন, তাঁরা একটা একতরফা আশ্বাস বিবেচনা করবে না কেননা এতে সোভিয়েত ইউনিয়নকে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শক্তিগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থার মধ্যে ঠেলে দেবে এবং প্রস্তাব করলেন—

প্রথমত, আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্রিটেন, ফরাসি এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক একটা ত্রিপাক্ষিক সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদন।

দ্বিতীয়ত, বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহের (ইস্তোনিয়া, ফিনল্যাণ্ড, লাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়া) নিরাপত্তার অঙ্গীকার বর্তিকরণ এই ভিত্তিতে যে তা পালন করতে ব্যর্থ হওয়ার অর্থই হল এই রাষ্ট্রগুলিকে আক্রমণ করে পূর্বাভিমুখে বিস্তারের জন্য জার্মানিকে অকপট আহ্বান করা।

তৃতীয়ত, সন্ধি পত্রটি অবশ্যই অস্পষ্ট হবে না কিন্তু স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহের সামরিক সাহায্যের ব্যাপ্তি ও পরিমাণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এতে অবশ্যই থাকবে।

২৭শে মে ব্রিটিশ এবং ফরাসি সরকার প্রস্তাবিত ত্রিপাক্ষিক চুক্তির একটি খসড়া সহ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রস্তাবের উত্তর পাঠিয়েছিল। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভেলি চেম্বারলিন সেই সময়ে তাঁর ভগিনীকে প্রেরিত একটি পত্রে ব্রিটিশ খসড়ার উপর মন্তব্য করে লিখেছিলেন:

'প্রকৃতপক্ষে রুশ জনগণ যা চায় এতে তাই রয়েছে কিন্তু গঠনে এবং উপস্থাপনায় এটা মৈত্রীর ধারণাকে করেছে উপেক্ষা এবং পরিকল্পনার বিকল্প

ঘোষণা। বাস্তবে এটা একটা সুচতুর কৌশল।

(দ্রঃ— নেভেলি চেম্বারলিন, আর্চিভস, বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় ১১/৯/১৯০৯)

ভিয়াচেসলাভ মলোটভ যিনি মাত্র কিছু দিন আগে বিদেশ বিষয়ক জনসংযোগ রক্ষা অধিকর্তার পদ (Post of People's Commission for Foreign Affairs) গ্রহণ করেছিলেন তিনি ঐ খসড়া প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছিলেন কেননা যুদ্ধ বিগ্রহের ঘটনায় এতে তৎক্ষণাৎ পারস্পরিক সহযোগিতার প্রস্তাব ছিল না, কেবলমাত্র জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে আলোচনা করবার কথা বলা ছিল। ২রা জুন সোভিয়েত সরকার ঐ সমস্ত বিষয়গুলি উল্লেখ করে একটি পাল্টা খসড়া ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের নিকট দাখিল করেছিল।

ব্রিটিশ এবং ফরাসি সরকার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন এই কথা বলে যে ফিনল্যাণ্ড, ইস্তোনিয়া এবং লাটভিয়ার জিম্মা নাকচ করা হ'ল।

রাজনৈতিক সন্ধি হিশেবে একই সঙ্গে একটি সামরিক চুক্তি সম্পাদন করবার জন্য সোভিয়েত সরকার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকলেন যেন শেষোক্ত বিষয়ের প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনও প্রতিবন্ধকতার সম্ভাবনা না থাকে। ১৭ই জুলাই মলোটভ একটি বিবৃতি দিয়ে ব্যক্ত করলেন, রাজনৈতিক সন্ধির উপর আলোচনা চালাবার কোনও ব্যাপার নাই যতক্ষণ না পূর্বেই সামরিক চুক্তির নিষ্পত্তি হচ্ছে।

অবশেষে ২৩শে জুলাই রাজনৈতিক সন্ধি চুক্তি (Political treaty of alliance) চূড়ান্ত করবার পূর্বে ব্রিটিশ এবং ফরাসি সরকার সামরিক আলোচনা শুরু করতে সম্মত হয়ে ছিলেন এবং চতুর্পদী নাম বিশিষ্ট নৌ আধিকারিক এ্যাডমিরাল রেজিন্যাল্ড প্লাংকেট্ এরনি্ এরলি্ ড্র্যাক্স্ (Admiral Reginald Plunkett-Ernie-Erle-Drax) ব্রিটিশ প্রতিনিধি দলের প্রধান নিযুক্ত হয়েছিলেন। কেউ স্পষ্টত ব্রিটিশ সরকারকে অবহিত করেছিল না যে উড়োজাহাজ আবিষ্কৃত হয়েছে সুতরাং প্রতিনিধি দলটি একটি ধীরগতি জলযানে লেনিনগ্রাদ অভিমুখে টিলবেরি (Tilbury) ত্যাগ করেছিল এবং সেখান থেকে রেল যোগে তাঁরা মস্কো পাড়ি দিয়েছিলেন। যখন শেষ পর্যন্ত প্রতিনিধি দলটি ১১ই আগস্ট মস্কো এসে পৌঁছাল তখন সোভিয়েত পক্ষ আবিষ্কার করলেন যে ঐ দলটির চুক্তি আলোচনা করবার মত কোন ক্ষমতা নাই কেবল মাত্র কথাবার্তা চালানো ছাড়া। এছাড়া ব্রিটিশ প্রতিনিধি দলটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল—

"······কথাবার্তায় অতি ধীরে চল।"

(দ্রঃ—ব্রিটিশ বিদেশ নীতির দলিল, তৃতীয় সংখ্যা, গ্রন্থ-৬, লণ্ডন ১৯৫৩, পরিশিষ্ট —৫, পৃঃ ৭৬৩)

এতৎসত্বেও ১২ই আগস্ট মস্কোতে সামরিক আলোচনা শুরু হয়েছিল। ১৫ই আগস্ট সোভিয়েত প্রতিনিধি দলনেতা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মার্শাল ক্লিমেন্ট ভরোশিলভ্ প্রতিনিধিবর্গকে বলেছিলেন যদি না সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীকে পোল্যাণ্ডের ভূমিতে প্রবেশ করবার অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে কার্যত পোল্যাণ্ডকে সাহায্য করা সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে অসম্ভব হবে এবং আলোচনা চালিয়ে যাওয়া নিরর্থক হবে।

২১শে আগস্ট ইং-ফরাসি—সোভিয়েত আলোচনা অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবি হয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই প্রশ্নের মীমাংসা কখনও হয় নি। পরে সোভিয়েত সরকার জার্মানির সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।

সাবধানী খেলা মস্কো থেকে □

উগ্র স্বাদেশিক জিগির তোলার ঝুঁকির ক্ষেত্রে আমি মনে করি, একথা পরিস্কার করে বলা ভাল যে কপট দ্বৈত ভূমিকার ব্রিটিশদের মত কোনও কূটনৈতিবিদ অধিক সিদ্ধ হস্ত নয়।

এতৎসত্বেও সোভিয়েত নেতৃত্ব বোকা ছিল না। ইং-ফরাসি সোভিয়েত পারস্পরিক নিরাপত্তা চুক্তির আলাপ আলোচনা যেমন মাসের পর মাস গড়িমসি করে চলছিল তেমনই মস্কো থেকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল অসংখ্য হুঁসিয়ারি।

১১ই মার্চ ১৯৩৯ মস্কোতে নিযুক্ত পূর্বতন যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রদূত, বর্তমানে বেলজিয়ামে কর্মরত মি. জোসেফ ডেভিস কিছুদিন পূর্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন কম্যুনিষ্ট পার্টির ১৮তম অধিবেশনে প্রদত্ত স্তালিনের ভাষণ সম্পর্কে তাঁর দিনপঞ্জিতে (diary) লিখেছিলেন :

"এটা একটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিবরণ। ব্রিটিশ এবং ফরাসি সরকারের উদ্দেশ্যে ধৈর্যের সীমা সম্বলিত একটি নির্দিষ্ট সতর্কবার্তা যে আক্রমণকারিদের প্রতি কৃত্রিম বিরোধিতায় সোভিয়েত জনগণ ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে পড়ছে·········।

নিশ্চয় এটা অতীব তাৎপর্যপূর্ণ বিপদ সঙ্কেত যা আমি দেখতে চলেছি।"

(দ্রঃ—জে, ই, ডেভিস্, কূটনীতিক মস্কোতে, লণ্ডন ১৯৪২, পৃ.-২৭৯-৮০)

অতঃপর ৩রা মে ১৯৩৯ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বিদেশ বিষয়ক অধিকর্তা ম্যাকসিম্ লিট্ভিনভের পদত্যাগ ঘোষিত হয়েছিল। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন স্তালিনের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ভিয়াচেসলাভ মলোটভ। যদিও সোভিয়েত সরকার অস্বীকার করেছিলেন যে সোভিয়েত বৈদেশিক নীতির পরিবর্তনের এটা একটা অর্থবহ ব্যাপার। তবু এটা উল্লেখযোগ্য যে লিট্ভিনভের নাম বিশেষভাবে যৌথ নিরাপত্তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে পাশ্চাত্যের প্রতি দয়া পরবশ হিশেবে পরিচিত ছিলেন।

২৯শে জুন ক্ষমতাসীন সোভিয়েত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নেতা আনদ্রেই ঝাডনভ 'প্রাভদায়' প্রকাশিত একটি নিবন্ধে অত্যন্ত অদ্ভুতভাবে মন্তব্য করলেন যে পারস্পরিক খাঁটি মৈত্রী চুক্তি করবার ইচ্ছা প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ এবং ফরাসি সরকার কতব্যনিষ্ঠ কি না এই ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়ন কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃবৃন্দের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে।

"ইং-ফরাসি—সোভিয়েত বৈঠকের উপসংহারে এসে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পারস্পরিক সহযোগিতার একটি কার্যকরী চুক্তি সম্পাদন অচল অবস্থায় পৌঁচেছে······।

এ ব্যাপারে আমি আমার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করবার পক্ষপাতি যদিও আমার বন্ধুরা তাতে রাজী নন। তাঁরা এখন মনে করেন, সমাজতান্ত্রিক সংযুক্ত সোভিয়েত রাশিয়ার (USSR) সঙ্গে বৈঠক যখন শুরু হয়েছে তখন ইংরেজ এবং ফরাসি সরকার ইউরোপে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে যথেষ্ট উদ্যোগী হবে। আমি বিশ্বাস করি এবং ঘটনা দিয়ে এটা প্রমাণ করবার চেষ্টা করব যে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন কোনও রাষ্ট্র সম্মত হতে পারে এরকম কোনও চুক্তি সম্পাদন করবার ইচ্ছা ইংরেজ এবং ফরাসি সরকারের ছিল না।······

সোভিয়েত সরকার বিভিন্ন ধরণের ইংরেজ পরিকল্পনা ও প্রস্তাবের উত্তর দিতে ১৬ দিন সময় নিয়েছিলেন অপর দিকে ইংরেজ এবং ফরাসি পক্ষ দেরী করে এবং দীর্ঘসূত্রতার মাধ্যমে বাকী ৫৯ দিন কাটিয়ে দিয়েছিল।

অনতিবিলম্বে পোল্যাণ্ডের বিদেশ মন্ত্রী মিঃ বেক সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন যে কোনও ধরণের জিম্মাদারীর মঞ্জুরীর উদ্দেশ্যে পোল্যাণ্ড রাশিয়ার নিকট কোনও দাবী রাখে নি কিংবা অনুরোধ করে নি।

যাইহোক এই সমস্ত ব্যাপার সোভিয়েত ইউনিয়নের নিকট পোল্যাণ্ডের জিম্মার দাবী থেকে ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সকে নিরস্ত করে নি।

এতে আমার মনে হয়েছিল যে ইংরেজ এবং ফরাসি নেতৃত্ব সোভিয়েত ইউনিয়নের গ্রহণযোগ্য কোনও বাস্তব চুক্তি করবার ইচ্ছা পোষণ করে নি কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের একগুঁয়ে ভাবভঙ্গীর অজুহাত দেখিয়ে নিজেদের দেশের জনগোষ্ঠীর মতামত গঠনের উদ্দেশ্যে সন্ধির কথাবার্তা চালিয়ে গেছে এবং এইভাবে আগ্রাসী শক্তির সঙ্গে নিজেদের বোঝাপড়ার রাস্তা সহজতর করে নিয়েছে।

"পরবর্তী কয়েকটি দিন অবশ্যই দেখাবে এটা সঠিক কি না।"

(দ্রঃ—এ, ঝানভ 'প্রাভদায়' প্রকাশিত নিবন্ধ তাং ২৯শে জুন ১৯৩৯, জে. ডেগ্রাসের (ইডি) বৈদেশিক নীতির উপর সোভিয়েত দলিল, লণ্ডন ১৯৫৩, পৃঃ ৩৫২—৫৪)

২২শে জুলাই একটি চরম সাবধানী গোলা বর্ষিত হয়েছিল যখন সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল যে সোভিয়েত-জার্মান বাণিজ্যিক বৈঠক বার্লিনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সোভিয়েত-জার্মান বৈঠক

১৯৩৯ এর মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির (CPSU) ১৮তম অধিবেশনে (congress) স্তালিন সোভিয়েত বৈদেশিক নীতির নিম্নোক্ত বর্ণনা দিয়েছিলেন:

"আমরা শান্তি এবং সমস্ত দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক শক্তিশালী করবার জন্য অনড় থাকব। এটাই আমাদের প্রতিজ্ঞা এবং আমরা এই অবস্থায় অটল থাকব যতদিন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে অন্যান্য দেশগুলি অনুরূপ সম্পর্ক বজায় রাখবে এবং যত দিন তারা আমাদের দেশের স্বার্থের ব্যাপারে নাক গলাবার চেষ্টা করবে না।"

(দ্রঃ—জে, ভি, স্তালিন: সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির (খ) ১৮তম অধিবেশনে পেশকৃত কেন্দ্রীয় কমিটির ক্রিয়াকলাপের প্রতিবেদন সম্বলিত দলিল, সমাজতন্ত্রের ভূমির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, মস্কো ১৯৩৯, পৃঃ ১৮)

১৭ই এপ্রিল ১৯৩৯ বার্লিনে নিযুক্ত সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত আলেক্সি মারকালভের কথাবার্তা হয়েছিল জার্মান বিদেশ সচিব ব্যারণ আর্নষ্ট ভন্ ইজাকের সঙ্গে, তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, জার্মানি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক হবার কোনও আশা আছে কি না। রাষ্ট্রদূত সোভিয়েত বিদেশ নীতি মোতাবেক উত্তর দিয়েছিলেন:

"রাশিয়ার পক্ষে কোনও যুক্তি বর্তমান ছিল না কেন একটা স্বাভাবিক পদক্ষেপে আমাদের সঙ্গে সে চলতে পারবে না এবং স্বাভাবিক থেকে সম্পর্কটি আরও ভাল আরও উত্তম হতে পারবে না।"

(দ্রঃ—নাৎসী-সোভিয়েত সম্পর্ক, ১৯৩৯—৪১, দলিল-২ ওয়াশিংটন ১৯৪৮, পৃঃ—২)

২৯শে জুলাই জার্মান বিদেশ মন্ত্রক সোভিয়েত ইউনিয়নে নিযুক্ত জার্মান রাষ্ট্রদূত কাউন্টফ্রিট্জ ভন্ ডার শুলেনবার্গকে একটা নির্দেশে মলোটভকে বলতে বললেন—

"আমরা সোভিয়েতের সমস্ত স্বার্থ সংরক্ষণ করবার জন্য এবং মস্কোতে সরকারের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসবার জন্য প্রস্তুত থাকব। বাল্টিক সমুদ্র বরাবর জার্মানির সোভিয়েত স্বার্থকে মর্যাদা দেওয়ার ব্যাপারে বাল্টিক রাজ্যগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয় সাধন করে এই পরিকল্পনাটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারা যাবে।

(দ্রঃ জার্মান বিদেশনীতির দলিল ১৯১৮—৪৫, সংখ্যা-ঘ গ্রন্থ-৬, লণ্ডন ১৯৫৬, পৃঃ ১০২২)

১৪ই আগষ্ট জার্মান বিদেশ মন্ত্রী জোয়াচিম্ ভন্ রিবেনট্রপ একটি তার পাঠিয়েছিলেন শুলেনবার্গকে—সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বিদেশ বিষয়ক অধিকর্তা ভিচেশলাভ মলোটভ এর সঙ্গে দেখা করে একটি বার্তা পড়ে শোনাবার জন্য:

"কোনও প্রশ্ন রাখা হচ্ছে না বাল্টিক সমুদ্র এবং কৃষ্ণ সমুদ্রের মধ্যে যার মীমাংসা করা যাবে না উভয় দেশের সম্পূর্ণ আকাঙ্খা মোতাবেক......।

"সুতরাং উভয় দেশের নেতৃবৃন্দের উচিত ক্রিয়া-কলাপ শুরু করা......।"

যেমন আমাদেরকে অবহিত করা হয়েছে তেমনই সোভিয়েত সরকারও জার্মান-রুশ সম্পর্কের বিশ্লেষণের প্রয়োজন বোধ করেছেন।......আমি ফুয়েরারের (Fuehrer) নামে ফুয়েরারের অভিপ্রায় এম. স্তালিনের নিকট পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে একটি সংক্ষিপ্ত মস্কো সফরের জন্য তৈরী রয়েছি। আমার মতে কেবলমাত্র এই ধরণের একটি সরাসরি কথাবার্তার মাধ্যমে পরিবর্তন ঘটান যেতে পারে এবং এইভাবেই জার্মান-রুশ সম্পর্কের চূড়ান্ত সমাধানের ভিত্তি স্থাপন করাটা অসম্ভব হবে না।"

(দ্রঃ জার্মান বিদেশ নীতির দলিল, ১৯১৮-৪৫, সংখ্যা-ঘ গ্রন্থ-৭, লণ্ডন ১৯৫৬, পৃঃ ৬৩)

শুলেনবার্গ ১৫ই আগষ্ট মলোটভের সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং নির্দেশমত রিবেনট্রপ এর বার্তা তাঁকে পড়ে শুনিয়েছিলেন। ঐ রাত্রেই তিনি বার্লিন খবর পাঠিয়েছিলেন যে মলোটভ সুবিদিত হয়েছেন।

"......অত্যন্ত যত্ন সহকারে সংবাদটি জ্ঞাপন করবার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।...

তিনি মনোনিবেশ করেছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করবার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে জার্মান সরকার কতটুকু আগ্রহী—এই প্রশ্নে।"

(দ্রঃ জার্মান বিদেশ নীতির দলিল, অপ, সিট গ্রন্থ-৭, পৃঃ ৭৭)

রিবেনট্রপ ঐ দিনই উত্তর দিয়েছিলেন এবং শুলেনবার্গকে নির্দেশ দিয়েছিলেন পুনরায় মলোটভের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সংবাদ দিতে যে—

"......রাশিয়ার সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তিবদ্ধ হতে জার্মানি প্রস্তুত।......এছাড়া জার্মানি রাশিয়ার সঙ্গে যুগ্মভাবে বাল্টিক রাজ্যসমূহের জিম্মা নিতেও তৈরী রয়েছে।......

শুক্রবার ১৮ই আগষ্টের পর যে কোন সময় আকাশ পথে আমি মস্কো রওনা দেবার জন্য তৈরী হয়ে রয়েছি, ফুয়েরার প্রদত্ত সম্পূর্ণ ক্ষমতার ভিত্তিতে জার্মান-রুশ সম্পর্কের সমগ্র প্রকল্প খতিয়ে দেখে যদি পরিস্থিতি অনুকূল হয় তাহলে যথাযথ সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষর করতে।"

(দ্রঃ জার্মান বিদেশ নীতির দলিল, অপ, সিট গ্রন্থ-৭, পৃঃ ৮৪)

১৭ই আগষ্ট মলোটভ সোভিয়েত সরকারের লিখিত জবাব শুলেনবার্গের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। জবাবী প্রতিবেদনটি শুরু হয়েছিল অতীতে জার্মানির সোভিয়েত ইউনিয়ন বিরোধী নীতির পুনরুল্লেখ করে এবং জার্মান

সোভিয়েত সম্পর্কের উন্নতির প্রত্যাশাকে স্বাগত জানিয়ে। সেই লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপের প্রস্তাব করা হয়েছিল—একটি বাণিজ্যিক চুক্তি দিয়ে আরম্ভ এবং তার অনতিবিলম্বে একটি অনাক্রমণ চুক্তির নিষ্পত্তির প্রস্তাব।

১৮ই আগষ্ট রিবেনট্রপপ্ পুনরায় একটি জরুরী তারবার্তা শুলেনবার্গকে পাঠিয়ে বললেন যে কূটনৈতিক প্রক্রিয়ার (বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষর) প্রথম ধাপ ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং অনুরোধ করলেন যেন তাঁকে অতি সত্বর মস্কো সফরের অনুমতি দেওয়া হয় ; যেখানে তিনি—

"………একটা পদমর্যাদায় থাকবেন………রুশ অভিপ্রায়কে বিবেচনা করতে দৃষ্টান্ত হিশেবে বাল্টিক অঞ্চলে স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দিকের মীমাংসা উল্লেখযোগ্য।"

(দ্রঃ— জার্মান বিদেশ নীতির দলিল, অপ, সিট্, গ্রন্থ-৭, পৃঃ—১২৩)

১৯শে আগষ্ট শুলেনবার্গ উত্তরে জানিয়েছিলেন যে মলোটভ সম্মতি দিয়েছেন—

"………রেইখ বিদেশ মন্ত্রী (Reich Foreign Minister) ২৬ কিংবা ২৭শে আগষ্ট মস্কোতে উপস্থিত হতে পারেন।

মলোটভ আমার হাতে একটি অনাক্রমণ চুক্তির খসড়াপত্র দিয়েছিলেন।"

(দ্রঃ— জার্মান বিদেশনীতির দলিল, অপ, সিট, গ্রন্থ ৭, পৃঃ—১৩৪)

২০শে আগষ্ট হিটলার স্বয়ং হস্তক্ষেপ করলেন এবং স্তালিনকে একটি ব্যক্তিগত চিঠি দিয়ে বললেন যে তিনি অনাক্রমণ চুক্তির খসড়াপত্রটি গ্রহণ করেছেন কিন্তু বোঝাতে চাইলেন যেন রিবেনট্রপপ্‌কে মস্কোতে অভ্যর্থনা জানান হয় ………২৭শে আগষ্ট বুধবারের অন্তিম লগ্নে।"

(দ্রঃ - জার্মান বিদেশ নীতির দলিল, অপ, সিট, গ্রন্থ- ৭, পৃঃ—১৫৭)

স্তালিন ২১শে আগষ্ট হিটলারকে তাঁর চিঠির জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে একটি প্রত্যুত্তর পাঠিয়ে বলেছিলেন—

"অনাক্রমণ চুক্তির ফয়সালায় জার্মান সরকারের সম্মতি প্রদান রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রশমনের ভিত্তি স্থাপনের ও আমাদের উভয় দেশের মধ্যে শান্তি ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেছে।

"সোভিয়েত সরকার আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন আপনাকে জানাতে যে ২৩শে আগষ্ট মস্কোতে হার ভন্ রিবেনট্রপপ্ (Herr Von Ribbentropp) এর আগমনে তাঁরা সম্মত রয়েছেন।"

(দ্রঃ - জার্মান বিদেশ নীতির দলিল, অপ, সিট, পৃঃ- ১৬৮)

রিবেনট্রপপ এবং তাঁর প্রতিনিধি দল ২৩শে আগষ্ট মস্কোতে এসে পৌঁছেছিলেন এবং উক্ত অনাক্রমণ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল সেই দিনই। এর মূল বচন অবিকল ১৯শে আগষ্ট জার্মানিকে প্রদত্ত সোভিয়েত খসড়ার মত ছিল। কোনও পক্ষ অপরকে আক্রমণ করবে না এবং যদি এক পক্ষ যুযুধান তৃতীয় পক্ষের আক্রমণের শিকার হয় তাহলে অন্য পক্ষ উক্ত তৃতীয় পক্ষকে কোনও সমর্থন দেবে না।

অধিকতর কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছিল একটি সন্ধি চুক্তির 'গোপন অতিরিক্ত মুসাবিদা' হিশেবে পর্যবসিত হওয়ার চেয়ে যে চুক্তিটি তা ইউরোপে জার্মান এবং সোভিয়েত 'সুবিধা বলয়' নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল।

কিন্তু 'সুবিধা বলয়' সভার অপরিহার্য ফলস্বরূপ কোন ভাবার্থ সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসনের ছিল না। যে ক্ষেত্রে দুটি রাষ্ট্র যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে কিন্তু পারস্পরিক সংঘাতে নিজেরা জড়িয়ে পড়তে চায় না সে ক্ষেত্রে সুবিধা বলয়ের সীমারেখা নির্দ্ধারণ একটা আইনানুগ এবং অভীষ্ঠ কর্ম।

চুক্তির গোপন, অতিরিক্ত মুসাবিদায় ঘোষণা করা হয়েছিল :

"১। বাল্টিক রাজ্য সমূহের (ফিনল্যাণ্ড, এসতোনিয়া, লাতভিয়া, লিথুয়ানিয়া) অধীনস্থ অঞ্চলের রাষ্ট্রীয় এবং রাজনৈতিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে লিথুয়ানিয়ার উত্তর সীমান্ত প্রতিনিধিত্ব করবে সীমান্ত সংলগ্ন জার্মান এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সুবিধা বলয়ে।

২। পোল্যাণ্ডের অধীনস্থ অঞ্চলের রাষ্ট্রীয় এবং রাজনৈতিক রূপান্তরের ঘটনায় জার্মান এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সুবিধা বলয়কে মোটামুটিভাবে নারিউ, ভিসতুলা ও সান নদী বরাবর ঘিরে রাখা হবে।

(দ্রঃ জার্মান বিদেশ নীতির দলিল, সংখ্যা—ঘ, গ্রন্থ-৭, পৃঃ—২৬৬— ৬৭)

সোজা কথায় এর অর্থ হ'ল জার্মান সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে যখন জার্মান সৈন্য বাহিনী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করবে তখন তারা 'কার্জন সীমা রেখার' বাইরে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করবে না। ব্রিটিশ বিদেশ সচিব লর্ড কার্জন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউক্রেন এবং বাইলোরুশ অধিবাসী বৃন্দকে পোল্যাণ্ড থেকে পৃথক করে রাখবার জন্য জাতিগত (ethnic) সীমানার প্রবর্তন করেছিলেন। ঐ সীমানার পূর্বাঞ্চল ছিল সোভিয়েতের ভূখণ্ড যা বিপ্লবকে কেন্দ্র করে বেদখল হয়ে গেছিল। সুতরাং জার্মানি মতামত দিয়েছিল যে পূর্বাঞ্চলীয় সীমারেখায় সোভিয়েত ইউনিয়ন তার পছন্দ মত যে ব্যবস্থাই গ্রহণ করুক না কেন তাতে জার্মান কোনও আপত্তি করবে না।

অনাক্রমণ চুক্তির ফলাফল ☐

৩১শে আগষ্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতে (Supreme Soviet) মলোটভ সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তিটিকে ব্যাখ্যা করেছিলেন এই বলে যে—

"………ইউরোপের ইতিহাসে এটি একটি মোড় পরিবর্তনের ঘটনা এবং তা কেবলমাত্র ইউরোপের প্রকার নয়।"

(দ্রঃ - ভি, এম, মলোটভ, সর্বোচ্চ সোভিয়েতে প্রদত্ত ভাষণ তাং ৩১শে আগষ্ট ১৯৩৯, 'সোভিয়েত শান্তি পরিকল্পনা' গ্রন্থে সঙ্কলিত, লণ্ডন, ১৯৪১, পৃঃ—১৮)

মলোটভ একমত হয়েছিলেন ঝানভ এর সিদ্ধান্তের সঙ্গে যে আলোচনা বৈঠকে ব্রিটিশ এবং ফরাসি দৃষ্টিভঙ্গী কখনই আন্তরিক ছিল না।

"তাঁরা নিজেরা অত্যন্ত দীর্ঘসূত্রতা প্রকাশ করেছিলেন এবং আলোচনা বৈঠকে তাঁদের আচরণ ছিল আন্তরিকতা বর্জিত, তাঁরা ছিলেন দ্বিতীয় স্তরের দায়িত্ব-প্রাপ্ত ব্যক্তি এবং পর্যাপ্ত ক্ষমতাবান ছিলেন না।………

"ব্রিটিশ এবং ফরাসি সামরিক দূত কোনও নির্দিষ্ট ক্ষমতা ছাড়াই এবং কোনও-রূপ সামরিক চুক্তি সম্পাদন করবার বিনা অধিকারে মস্কোতে এসেছিলেন। অধিকন্তু কোনও রকমের হুকুম নামা ব্যতিরেকেই ব্রিটিশ সামরিক দল মস্কোতে হাজির হয়েছিলেন।"

(দ্রঃ— ভি, এম, মলোটভ, ঐ পৃঃ—১৩)

মলোটভ ঘোষণা করেছিলেন যে ইঙ্গ-ফরাসি সোভিয়েত বৈঠক ভেস্তে যাওয়ার কারণ হ'ল প্রচ্ছন্নভাবে পোল্যাণ্ড কর্তৃক সোভিয়েত সহযোগিতা প্রত্যাখ্যান, যেহেতু :

"………আলোচনা বৈঠকে দেখা গেছিল যে গ্রেট ব্রিটেন পোল্যাণ্ডের আপত্তি-গুলির মোকাবিলা করবার জন্য উদ্বিগ্ন ছিল না পরন্তু তাদেরকে উৎসাহ যুগিয়েছিল।……

পোল্যাণ্ড………গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নির্দেশ মত কাজ করেছিল।……
(দ্রঃ—ভি, এম, মলোটভ, ঐ, পৃঃ - ১২, ১৪)

তিনি দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন, চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে সোভিয়েত সরকারের ক্রিয়াকলাপ ইঙ্গ-ফরাসি-সোভিয়েত বৈঠক বানচাল করে নি। পক্ষান্তরে সোভিয়েত সরকার চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করেছিলেন ব্রিটিশ এবং ফরাসি সরকার কর্তৃক ইঙ্গ-ফরাসি-সোভিয়েত বৈঠকের অপূরণীয় অন্তর্ঘাত সংঘটিত হওয়ার অব্যবহিত পরে।

"প্রচেষ্টা চালান হচ্ছে কল্প কাহিনী ছড়িয়ে দিতে যেন সোভিয়েত-জার্মান চুক্তি সম্পাদন ব্রিটিশ এবং ফরাসির সঙ্গে পারস্পরিক মৈত্রী চুক্তির আলোচনাকে ব্যাহত করেছে।……প্রকৃতপক্ষে আপনারা জানেন, এর উল্টোটাই সত্য। ………সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানির সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল কেননা, বহুবিধ বিষয়ের মধ্যে তার অন্যতম কারণ হল, ব্রিটেন এবং ফরাসির শাসক চক্রের ষড়যন্ত্রে ফরাসি এবং গ্রেটব্রিটেনের সঙ্গে বৈঠকের নিষ্ফল সমাপ্তি।"
(দ্রঃ—ভি এম, মলোটভ, ঐ, পৃঃ - ২০)

ঐ একই ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মার্শাল ক্লিমেন্ট ভোরোশিলভ একটি সাংবাদিক সম্মেলনে ২৭শে আগস্ট ১৯৩৯।

"ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের সঙ্গে সামরিক বৈঠক সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানির সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করেছিল বলে ভেঙে যায় নি। পক্ষান্তরে অন্যান্য বহু কারণের মধ্যে ফ্রান্স এবং ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে সামরিক বৈঠক অচল অবস্থায় পৌঁছে যাবার ঘটনার ফলস্বরূপ সোভিয়েত রাশিয়া জার্মানির সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তিবদ্ধ হতে বাধ্য হয়েছিল।
(দ্রঃ—কে, ওয়াই, ভোরোশিলভ, সাংবাদিক বৈঠক, ২৭শে আগস্ট ১৯৩৯, জে, ডেগ্রাস (ed), বিদেশ নীতির সোভিয়েত দলিল, লণ্ডন ১৯৫৩, পৃঃ - ৩৬১)

তাছাড়াও মলোটভ জোরালো উক্তি করেছিলেন যে জার্মানির সঙ্গে সোভিয়েত বৈঠকটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন স্তরের, ব্রিটেন এবং ফরাসির সঙ্গে সোভিয়েত বৈঠকের তুলনায়।

"আমরা পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তি নিয়ে পর্যালোচনা করছি না যেমনটি করা হয়েছে ইঙ্গ-ফরাসি-সোভিয়েত সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিন্তু একটি অনাক্রমণ চুক্তির বিষয় দেখা হচ্ছে মাত্র।"
(দ্রঃ ভি, এম, মলোটভ, ঐ পৃঃ—১৮)

যেন জার্মান-সোভিয়েত চুক্তি স্বাক্ষরের ফলস্বরূপ—
"………সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজেই বাধ্য না হয় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে, হয় গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষে জার্মানির বিরুদ্ধে কিংবা জার্মানির পক্ষে গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে।"
(দ্রঃ—ভি, এম. মলোটভ, ঐ পৃঃ ২১)

এমন কি এডওয়ার্ড কারের (Edword Carr) মত সোভিয়েত বিদ্বেষী লেখকও স্বীকার করেছেন যে জার্মানির সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তিতে স্বাক্ষর প্রদানের সোভিয়েত সিদ্ধান্ত ছিল বাধ্যতামূলক দ্বিতীয় পছন্দ যা গৃহীত হয়েছিল অতিশয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

"সোভিয়েত-জার্মান বৈঠকগুলির সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে…… চরম সতর্কীকরণ যদ্বারা বৈঠকগুলি পরিচালিত হয়েছিল সোভিয়েত পক্ষ থেকে এবং সুদীর্ঘ সোভিয়েত প্রতিরোধ পাশ্চাত্য আলোচনা বৈঠকের দরজাগুলি বন্ধ করে দেবার জন্য।"
(দ্রঃ ই, এইচ, কার, 'মুনিখ থেকে মস্কো-২২' সোভিয়েত গবেষণা, গ্রন্থ - ১ নং ১২ (অক্টোবর ১৯৪৯) পৃঃ - ১০৪)

বস্তুত প্রাক্তন বিদেশ মন্ত্রী ম্যাকসিম লিটভিনভ প্রমুখ কিছু সোভিয়েত নেতা আবেদন করেছিলেন যে ব্রিটিশ এবং ফরাসি সরকারকে আরও সময় দেওয়া উচিত যাতে তাঁদের উপর দেশের জনমতের চাপ পড়ে পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের অনুকূলে।

সম্পর্কের উন্নতি বিধানের জন্য চাপসৃষ্ট জার্মান প্রস্তাব গ্রহণ ত্বরান্বিত করেছিল যা তা হল সোভিয়েত গোয়েন্দা বিভাগ কর্তৃক আবিষ্কার যে চেম্বারলিন সরকার গোপনে জার্মানের সঙ্গে সামরিক আঁতাত করবার জন্য আলোচনা চালাচ্ছিলেন। সুতরাং চতুরঙ্গ শক্তি—বার্লিন, ফ্রান্স, জার্মানি ও ইটালির তরফ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের হুমকি একত্রিত হয়ে গেছিল।

বার্লিনে কর্মরত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার নেভেলি হেণ্ডারসন্ ১৯৩৯ এর ২৯শে আগস্ট বিদেশ সচিব লর্ড হ্যালিফ্যাক্সকে লিখিত একটি সরকারী প্রতিবেদনে হিটলার এবং রিবেনট্রপ এর সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের বর্ণনা করেছেন :

"হার ভন্ রিবেনট্রপ আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, জার্মানির সঙ্গে বন্ধুত্বের বাতাবরণ তৈরী করবার জন্য প্রধানমন্ত্রী দেশকে তাঁর সামিল করতে পারবেন—এই জিম্মা আমি নিতে পারি কি না। আমি বলেছিলাম, কোনও প্রকার সন্দেহের অবকাশ নাই, তিনি সব কিছু করতে পারেন এবং করবেন যদি জার্মানি তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করে। হার হিটলার জানতে চেয়েছিলেন ইংল্যাণ্ড জার্মানির সঙ্গে আঁতাতে রাজি আছে কি না। ব্যক্তিগতভাবে কথাবার্তার পর আমি বলেছিলাম—সেই সম্ভাবনা আমি বাতিল করছি না।"
(দ্রঃ- জার্মান পোল সম্পর্ক সংক্রান্ত এবং ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ গ্রেট ব্রিটেন এবং জার্মানির মধ্যে সংঘর্ষ সংঘটিত হওয়ার দলিল, (cmd 6106) লণ্ডন, ১৯৩৯, পৃঃ ১৩০)

এটা ঘটনা যে জার্মান এবং সোভিয়েত উভয় সৈন্যবাহিনীর পোল্যাণ্ড প্রবেশকে ব্যবহার করা হয়েছে ফ্যাসিবাদী (Fascist) জার্মানির সঙ্গে সমাজবাদী সোভিয়েত ইউনিয়নকে সম পর্যায়ে গণ্য করবার জন্য। কিন্তু স্বভাবতই একটা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে একটি আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের সম পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। প্রসঙ্গত এটা উল্লেখযোগ্য যে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনী প্রবেশ করেছিল পোল্যাণ্ডের ভূখণ্ড হিশেবে পরিগণিত স্থানে ১৭ই সেপ্টেম্বর—
জার্মানির পোল্যাণ্ড আক্রমণের ১৬ দিন পর যখন পোল সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল। তাই মলোটভ দৃঢ়ভাবে ৩১শে অক্টোবর ১৯৩৯ সর্বোচ্চ সোভিয়েতকে বলেছিলেন—

"আমাদের সৈন্য বাহিনী পোল্যাণ্ডে প্রবেশ করেছিল ঠিক পোল সাম্রাজ্যের পতনের পর যখন প্রকৃতপক্ষে এর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। সোভিয়েত সরকারের পশ্চিম ইউক্রেন এবং পশ্চিম বাইলোরাশিয়ার বসবাসকারী আমাদের ভ্রাতৃবৃন্দের ক্ষেত্রে সৃষ্ট ব্যতিক্রমধর্মী পরিস্থিতির হিশেব-নিকেশ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তাদেরকে তাদের ভাগ্যের উপর ত্যাগ করা হয়েছিল পোল্যাণ্ডের পতনের ফলে।"
(দ্রঃ ভি, এম, মলোটভ, ৩১শে অক্টোবর ১৯৩৯ সোভিয়েত রাশিয়ার

সর্বোচ্চ সোভিয়েত প্রদত্ত ভাষণ: সোভিয়েত বিদেশ নীতি সম্পর্কে লণ্ডন, ১৯৪১, পৃঃ—৩২)

এবং পুঁজিবাদী সংবাদ সংস্থার সংবাদদাতাগণ সমসাময়িক সোভিয়েত উৎসের সঙ্গে একমত হয়েছিলেন যে সংশ্লিষ্ট ইউক্রেন এবং বাইলোরুশের অধিবাসীবৃন্দ লালফৌজকে মুক্তিযোদ্ধা হিশেবে স্বাগত জানিয়েছিল। মলোটভ উল্লেখ করেছিলেন :

"লাল ফৌজকে·····সহৃদয় সংবর্ধনা দিয়েছিল ইউক্রেন এবং বাইলোরাশিয়ার জনগণ, তাঁরা আমাদের সৈন্যবাহিনীকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এবং পোল জমিদার ও পুঁজিপতি গোষ্ঠীর দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তিদাতা হিশেবে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিল।

(দ্রঃ—ভি এম, মলোটভ, ঐ পৃঃ—৩৩)

ব্রিটিশ আইন সভার (House of commons) অভ্যন্তরে ২০শে সেপ্টেম্বর রক্ষণশীল দলের সংসদ সদস্য রবার্ট বুথবাই ঘোষণা করেছিলেন—

"আমি মনে করি, এটা অনুমান করা সঠিক যে সোভিয়েত সরকারের পক্ষ থেকে এই তৎপরতা গ্রহণ করা হয়েছিল স্বীয় সংরক্ষণ ও আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে·········।

"·······রুশ সৈন্যবাহিনীর গৃহীত ক্রিয়াকলাপ জার্মানের অগ্রগামী সেনাবাহিনীকে ঠেলে দিয়েছিল অনেকখানি পশ্চিমে।

"আমি কৃতজ্ঞ যে এখন রুশ সেনাবাহিনী পোল্যাণ্ড রোমানিয়া সীমান্ত বরাবর অবস্থান করছে। আমি বরং সেখানে জার্মান সেনাবাহিনীর চেয়ে রুশ বাহিনীকেই চাইব।"

(দ্রঃ—সংসদ বিতর্ক, পঞ্চম পরিক্রমা, গ্রন্থ—৩৫১: আইন সভা, লণ্ডন ১৯৩৯, col.—৯৯৬)

আজকের আলোচনা চক্রে অতীব উদ্ভট স্তালিন-বিরোধী অন্যতম প্রশ্নগুলি যুক্তি তর্ক দিয়ে বিচার বিবেচনা করবার সুযোগ বর্জিত বিষয় যেমন স্তালিন বিশ্বাস করেছিলেন যে নাৎসী নেতৃত্ব চুক্তিতে অটল অনুগত থাকবে এবং তিনি সম্পূর্ণরূপে হতভম্ব হয়েছিলেন যখন ১৯৪১ এর জার্মান সেনা সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করেছিল।

কে ভুলতে পারে ১৯৩১ এর স্তালিনের বক্তব্য

"আমরা উন্নত দেশের পঞ্চাশ অথবা একশ বছর পিছনে রয়েছি। আমরা অবশ্যই দশ বছরের মধ্যে এই দূরত্ব পূরণ করব। হয় এটা আমরা করব নতুবা তলিয়ে যাব।

(দ্রঃ—জে, ভি, স্তালিন, শাসন কর্তার কর্তব্য 'কর্মে', গ্রন্থ—১৩, মস্কো—১৯৫৫, পৃঃ—৪১)

ঠিক দশ বছর পর ১৯৪১ এর জার্মান আক্রমণ নেমে এসেছিল।

স্তালিনের নীতি সঠিক অথবা বেঠিক তার বিচার বিশ্লেষণের বিষয় হ'ল ভবিষ্যৎ আক্রমণ থেকে নিজেকে সুরক্ষা রাখতে তা সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষমতাকে শক্তিশালী অথবা দুর্বল করেছিল কি না। যে আক্রমণ ছিল অপরিহার্য, নেতারা জানতেন।

এমনকি কট্টর সোভিয়েত বিরোধী লেখক মিঃ এডওয়ার্ড কার স্বীকার করেছেন যে জার্মান সোভিয়েত অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর সোভিয়েত ইউনিয়নকে তুলনাহীন দৃঢ়তর আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে থেকে জার্মান আক্রমণ মোকাবিলা করবার ক্ষমতা প্রদান করেছিল।

"চেম্বারলিন সরকার·····পুঁজিবাদের রক্ষক হিশেবে········অস্বীকার····· করেছিলেন জার্মানির বিরুদ্ধে রাশিয়ার সঙ্গে জোটের শামিল হতে।······ ২৩শে আগস্টের ১৯৩৯ এর চুক্তিতে তারা (সোভিয়েত সরকার—ইতি) লাভ করেছিলেন ১ ক) আক্রমণ থেকে মুক্তির একটি অবকাশ খ) সুদূর প্রাচ্যে জাপানী চাপ হ্রাসে জার্মান সহযোগিতা গ) প্রাক্তন ইউরোপে অবস্থিত সোভিয়েত সীমান্তরক্ষীবাহিনী ছাড়া একটি উন্নত প্রতিরক্ষাব্যূহ প্রতিষ্ঠায় জার্মান অঙ্গীকার। এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে এই ব্যূহই ছিল এবং হতে পেরেছিল কেবলমাত্র একটি প্রতিরক্ষা সীমানা সম্ভাব্য জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে। ঘটনা প্রসূত ঐ আক্রমণের আশঙ্কা কখনও সোভিয়েত হিশেবে অনুপস্থিত ছিল না। কিন্তু এই চুক্তির ফলে সবাপেক্ষা সাফল্য হ'ল প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত যে যদি সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঘটনাচক্রে হিটলারের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয় তাহলে পশ্চিমি শক্তিগুলি জড়িয়ে যাবে।"

(দ্রঃ—ই, এইচ, কার, মুনিখ থেকে মস্কো, সোভিয়েত গবেষণা, গ্রন্থ ১, নং—২ (অক্টোবর ১৯৪৯) পৃঃ—১০৩)

প্রশ্নাবলী

১। উক্তি করা হয়েছে যে লিটভিনভ পদচ্যুত হয়েছিলেন কেবলমাত্র একজন ইহুদি হবার কারণে এবং এই জন্যই তিনি জার্মান কর্তৃক আলোচনা চালাবার (negotiator) অযোগ্য হিশেবে বিবেচিত হয়েছিলেন। এর মধ্যে কোনও সত্যতা আছে কি ?

আমার মতে না। আমরা জানি, স্তালিন লিটভিনভ এর অপসারণ সমর্থন করেছিলেন এবং তিনি সুবিদিত ছিলেন কেবলমাত্র জাতিতত্ত্ব বিরোধী হিশেবে নয় জাতি ভিত্তিক (racism) কোনও সুযোগ সুবিধার বিরুদ্ধবাদী হিশেবেও। লিটভিনভ ব্যক্তিগত পর্যায়ে খুব ঘনিষ্ঠভাবে যৌথ নিরাপত্তা নীতির (Policy of collective security) সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং বিশ্বস্ত সূত্রগুলি তাঁর (স্তালিনের) দৃঢ় বিশ্বাসের প্রতি প্রবলভাবে সমর্থন দিয়েছিল যে সময় সাপেক্ষে ব্রিটিশ এবং ফরাসি সরকার আজই হোক আর কালই হোক সেই নীতিকে অনুমোদন করত। যত দ্রুত সোভিয়েত নেতৃত্ব জার্মানির সঙ্গে বন্ধুত্বের নবায়নের সম্ভাবনা বিবেচনা করে দেখতে শুরু করেছিলেন সঙ্গে সঙ্গেই সোভিয়েত বৈদেশিক নীতির একজন বিশ্বস্ত প্রবক্তা হিশেবে লিটভিনভ এর ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছিল।

২। সত্যিই কি লিটভিনভ অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরের বিরোধিতা করেছিলেন ?

আমার কাছে কোনও পাকা খবর নাই তিনি নীতিগতভাবে এর বিরোধিতা করেছিলেন কি না সে বিষয়ে। কিন্তু জানা গেছিল যে তিনি এই মত পোষণ করেছিলেন যে ইঙ্গ-ফরাসি প্রতিনিধি দলটিকে 'ভেবে দেখবার' (to see sense) জন্য আরও সময় দেওয়া উচিত। কিন্তু পরবর্তী সময়ে নথিপত্রে তাঁকে দেখা যাচ্ছে ঘোষণা করছেন যে এটা 'একটা ভুল হয়ে গেছে' পশ্চিমি গণতন্ত্রের কর্ম পদ্ধতি সম্পর্কে মলোটভের ধারণার অভাব হেতু।'

৩। পূর্ব পোল্যাণ্ড দখল সম্পর্কে মলোটভের বক্তৃতাগুলির মধ্যে একটিতে তিনি পোল্যাণ্ড রাষ্ট্রকে ভার্সাইলির (versailles) জারজ সন্তান হিশেবে উল্লেখ করেছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন যে সুখের বিষয় তা দূরীভূত হয়েছে। এর অনুবাদ করা হয়েছিল যেন প্রমাণিত হচ্ছে যে সর্বদা সোভিয়েত ইউনিয়নের লোলুপ দৃষ্টি ছিল পোল্যাণ্ডের ভূমির উপর। সোভিয়েত অবস্থান কি পোল সাম্রাজ্যের ধ্বংস সমর্থন করেছিল ?

৪। এর অর্থ কি এই যে পোল অধিবাসীবৃন্দের নিজস্ব রাষ্ট্রের আশা-

আক্রমণকে সোভিয়েত ইউনিয়ন অস্বীকার করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল ? নিঃসন্দেহে পোল-জনগণ একটি জাতি গঠন করেছিল এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নেতৃত্ব সর্বদা স্বীকৃতি দিয়েছে যে কোনও জাতিকে, তার নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের অধিকারকে। যাইহোক ১৯৩৯ এর জাত (existed) পোল রাষ্ট্রের জাতিগত নিজস্ব কোন সীমানা ছিল না। এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল, দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, লক্ষ লক্ষ ইউক্রেন এবং বাইলোরুশ জনগোষ্ঠী এবং আমি নিশ্চিত যে এটা সেই ঘটনা যা বিদ্যমান মলোটভ এর উক্তির ভিত্তিতে। সোজা কথায় এটা কোনও পোল রাষ্ট্র ছিল না কিন্তু ১৯৩৯ এর অস্তিত্ব বজায় ছিল যেটাকে মলোটভ একটা অদ্ভুত বস্তু নাম দিয়েছিলেন। যাইহোক সেই পোল রাষ্ট্র লাল ফৌজ কর্তৃক ধ্বংস হয় নি। ধ্বংস হয়েছিল জার্মান সেনাবাহিনী কর্তৃক। লাল ফৌজের ইউক্রেন এবং বাইলোরুশের পশ্চিমাঞ্চল দখল শুরু হয়েছিল পোল রাষ্ট্রের পতনের পর যখন এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছিল। পোল অধিবাসীবৃন্দের রাষ্ট্র পুনর্জীবিত হয়েছিল ১৯৪৫ এর জার্মানির উপর জাতিপুঞ্জের বিজয়ের পর।

৫ একটি চুক্তিপত্র কি স্বাক্ষরিত হয়েছিল অনাক্রমণ চুক্তির একটি অংশ হিশেবে যা নির্ধারণ করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং নাৎসী জার্মানির সুবিধা বলয়কে বিভক্ত করে আড়াআড়িভাবে টানা পোল্যাণ্ডের উপর একটি রেখাকে ? এটাই কি পাশ্চাত্যে উল্লিখিত সেই গোপন চুক্তি ? এই ধরণের কোন চুক্তির অস্তিত্ব কি প্রকৃতই ছিল ? বিভক্তকারী রেখাটিই কি কার্জন সীমারেখা ?

ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী নেতৃত্ব "গোপন চুক্তির মুসাবিদাটি" প্রকাশ করেছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এবং দাবী করেছিলেন যে এটা আবিষ্কৃত হয়েছিল অবিকৃত জার্মান বিদেশ দপ্তরের সেরেস্তা থেকে। আমি জানি, প্রয়াত সোভিয়েত রাষ্ট্রপতি আন্দ্রেই গ্রোমিকো গোপন চুক্তির অতিরিক্ত মুসাবিদাটির নিন্দা করে এটাকে তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় একটি ধাপ্পা বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন কুখ্যাত সংশোধনবাদী এবং কোন সূত্রেই আমি তাঁর উপর বিশ্বাস রাখি না। আমি যতদূর স্মরণ করতে পারি সোভিয়েত সরকার সেই সময়ে এর সত্যতা অনুমোদনও করেন নি, অস্বীকারও করেন নি। যাই হোক ১৯৪৮ এর সোভিয়েত সংবাদ সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত 'ইতিহাসের প্রতারক' (Falsifiers of History) নামক বইতে দলিলটিকে নকল বলে কোনও অভিযোগ করা হয় নি এবং সেই সরকারী পুস্তিকা বর্ণনা করেছে :

"সোভিয়েত ইউনিয়ন সফল হয়েছিল তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে মজবুত করবার জন্য সোভিয়েত-জার্মান চুক্তির সদ্ব্যবহার করতে……তার সীমান্ত বাহিনীকে সুদূর পশ্চিমে পরিচালনার ক্ষেত্রে এবং জার্মান আগ্রাসনের দুর্দমনীয় পূর্বাভিমুখী অগ্রগতির রাস্তা রুখে দেবার ব্যাপারে।"

(দ্রঃ—ইতিহাসের প্রতারক, অফসিট, পৃঃ ৪৫)

মনে হতে পারে যে, এটা নিজে থেকে চুক্তি সম্বন্ধে সম্ভবত কোন উল্লেখ করতে পারবে না (যা সুবিধা বলয় অথবা সীমান্ত বাহিনী সম্পর্কে কোন উল্লেখ করে নি) কেবলমাত্র গোপন চুক্তির অতিরিক্ত মুশাবিদা ছাড়া। ইতিপূর্বে আমি যা বলেছিলাম, আমি এই মতামত মানতে রাজি নই যে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সুবিধা বলয় অপরিহার্যরূপে একটা সাম্রাজ্যবাদী অদ্ভুত বস্তু এবং নিন্দনীয়। একটা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নিজস্ব সুবিধা বলয় থাকতে পারে যা এর প্রতিরক্ষার জন্য অপরিহার্য মনে হয় এবং যেখানে অন্য রাষ্ট্রের সুবিধা বলয়ের সঙ্গে অপরগুলির সংঘর্ষ বাধতে পারে সে ক্ষেত্রে আমার মনে হয় সেই সব রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবার উদ্দেশ্যে তাদের নিকট স্পষ্ট বক্তব্য রাখা সঠিক। বর্তমানে আমার নিকট মজুত সাক্ষ্য প্রমাণাদি মোতাবেক আমি বিশ্বাস করি প্রকাশিত গোপন চুক্তিটি খাঁটি। হ্যাঁ, পৃথকীকরণ রেখাটি পুরাতন কার্জন সীমারেখা বরাবর বিস্তৃত।

অনুবাদ ☐ মন্টু সরকার

[উপরোক্ত দলিলটি বিল ব্যাণ্ড কর্তৃক পঠিত হয়েছিল লণ্ডনে স্তালিন সোসাইটি সংগঠিত একটি আলোচনা চক্রে ১৯৯০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে। স্তালিন সোসাইটি, ২৬ কেমব্রিজ রোড, ইলফোর্ড এসেক্স, আই জি ৩, ৮ এল ইউ কর্তৃক প্রকাশিত।]

SARKHEL ENTERPRISE

General Order Suppliers & Commission Agent and Distributor.

CITY OFFICE
150, Bidhannagar Rd.
Cal.-67

10/8, BONBEHARI SEN ROAD,
P. O. Berhampore (W. B.)
Dist. Murshidabad.

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

আঁদ্রে ঝানভ

এক ॥ যুদ্ধোত্তর বিশ্বপরিস্থিতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি বিশ্বপরিস্থিতিতে বিরাট পরিবর্তন আনল। ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রসমূহের সামরিক পরাজয়, যুদ্ধের চরিত্র ফ্যাসিবাদের হাত থেকে মুক্তি-সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য পাওয়া, ফ্যাসিস্ত আগ্রাসনবাদীদের নিশ্চিহ্ন করার ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের নির্ধারক ভূমিকা এদেরই সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী এই দুই শিবিরের মধ্যে শক্তি সমাবেশের সুস্পষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজতন্ত্রের পক্ষে অধিকতর শক্তি সমাবেশ ঘটাল।

এই পরিবর্তনগুলির মূল তাৎপর্য কি?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান পরিণতি হল সর্বাপেক্ষা বেশী সমরবাদী ও আগ্রাসী দুই পুঁজিবাদী দেশ জার্মানী ও জাপানের সামরিক পরাজয়। সারা বিশ্বের প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ, বিশেষত বৃটেন, আমেরিকা এবং ফ্রান্স, জার্মানী ও জাপানের উপর তথা প্রধানত হিটলারের জার্মানীর উপর অনেক আশা-ভরসা করেছিল। কারণ প্রথমত এই জার্মানীই সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর একটা জোরালো আঘাত হানার ক্ষেত্রে শক্তি বিচারে সবচেয়ে যোগ্যতম ছিল। তারা যদি সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে নাও পারে অন্তত সোভিয়েতকে দুর্বল করে দিতে পারবে এবং সোভিয়েতের প্রভাবকে খর্ব করতে পারবে। দ্বিতীয়ত জার্মানীর নিজের দেশের ভিতরে ও নাৎসী আক্রমণের জন্য চিহ্নিত সমস্ত দেশগুলির মধ্যে গড়ে ওঠা বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলিকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার এবং তার দ্বারা সঠিকভাবে পুঁজিবাদের শক্তি বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে শক্তি হিশেবে জার্মানীর যোগ্যতা ও ক্ষমতা ছিল। যুদ্ধ-পূর্ব অবস্থায় ফ্যাসীবাদী আগ্রাসনকে উৎসাহ দান ও তোষামোদী নীতি, এবং বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী শাসক গোষ্ঠীর ধারাবাহিকভাবে অনুসৃত তথাকথিত 'মিউনিখ নীতি'র এই হল প্রধান কারণ।

কিন্তু বৃটিশ, ফ্রান্স ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীরা হিটলার পন্থীদের উপর যে আশা-ভরসা করেছিল তা বাস্তবায়িত হয় নি। প্রমাণিত হল হিটলার পন্থীরা অপেক্ষাকৃত দুর্বল। এবং মিউনিখ পন্থীদের যেরকম অনুমান করা হয়েছিল তার তুলনায় সোভিয়েত ইউনিয়নও স্বাধীনতা প্রেমী জাতিসমূহ বেশী শক্তিশালী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলশ্রুতিতে আন্তর্জাতিক ফ্যাসীবাদী প্রতিক্রিয়ার প্রধান প্রধান বিবাদ প্রিয় শক্তিসমূহ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং আগামী অনেক দিন পর্যন্ত অপরাধ অনুষ্ঠানের ক্ষমতা তারা হারিয়েছিল।

বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সাধারণভাবে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষয়ক্ষতিরও সম্মুখীন হয়েছে। যেরকমভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রধান ফলশ্রুতি হিশেবে ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে ভাঙন ধরেছিল ও রাশিয়া বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে মুক্ত হয়েছিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিজয় অভিযানের ফলে পুঁজিবাদ একক ঐক্যবদ্ধ বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিশেবে যেমন থাকতে পারলো না, তেমনই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ফ্যাসীবাদের পরাজয়, বিশ্ব পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদের দুর্বলতর হয়ে যাওয়া, ফ্যাসীবিরোধী আন্দোলনের বর্ধিত শক্তি মধ্য ও দক্ষিণপূর্ব (central and southeastern) ইউরোপে অনেকগুলি দেশে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার পতন ঘটলো। এই সমস্ত দেশগুলিতে নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের (new, popular, democratic regimes) অভ্যুত্থান ঘটল।

পুঁজিবাদী দুনিয়াতেও অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। ছয়টি তথাকথিত বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে (জার্মানী, জাপান, গ্রেটবৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স ও ইটালী) তিনটি সামরিক পরাজয়ের দ্বারা বাতিল (eliminated) হয়ে গিয়েছে (জার্মানী, ইটালী, জাপান)। ফ্রান্সও অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়ে গিয়েছে এবং বৃহৎ শক্তি হিশেবে তার তাৎপর্য হারিয়ে ফেলেছে। এই কারণে, কেবলমাত্র দুটি "বৃহৎ" সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বশক্তি থাকছে আমেরিকা ও বৃটেন। কিন্তু তাদের মধ্যে একটি গ্রেটবৃটেনের অবস্থান শোচনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে (undermined)। যুদ্ধ উদ্ঘাটিত করেছে যে, সামরিক ও রাজনৈতিকভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের যে শক্তি সামর্থ্য পূর্বে ছিল তা আর নেই। সে ইউরোপে, জার্মান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অসহায় হয়ে পড়েছিল। এশিয়াতে, বৃহত্তম সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের অন্যতম, বৃটেন বহিঃশক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে তার উপনিবেশগুলির উপর দখল কায়েম রাখতে অক্ষম হয়ে পড়েছিল। যে উপনিবেশগুলি বৃটেনকে খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামাল সরবরাহ করতো এবং বৃটেনের উৎপাদিত শিল্পপণ্যের বিরাট একটা অংশ নিজেরা কিনতো সেই সব উপনিবেশগুলি থেকে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ফলে সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৃটেন খাদ্য ও শিল্প-পণ্যের সরবরাহের ব্যাপারে আমেরিকার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। যুদ্ধের পরে, বৃটেন বাণিজ্যিক ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক দিক থেকেই (financially & economically) আমেরিকার উপর ক্রমবর্দ্ধমানহারে নির্ভরশীল হয়ে পড়তে থাকল। যদিও যুদ্ধের পরে সে তার উপনিবেশগুলিকে পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হলেও, বৃটেনকে সেইসব এলাকায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বর্ধিত প্রভাবের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে হল। যেসব এলাকা যুদ্ধের পূর্বে ব্রিটিশ পুঁজির একচ্ছত্র প্রভাবাধীন এলাকা বলে মনে করা হতো। (আরব প্রাচ্য, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া) সেইসব এলাকাতে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার অভিযান চালিয়েছিল। ব্রিটিশ ডোমিনিয়ানগুলিতে ও দক্ষিণ আমেরিকায় যেখানে এক সময় বৃটেনের ভূমিকাই ছিল প্রধান ও ব্যাপক (key largely) সেইসব এলাকায় আমেরিকা বর্তমানে তার প্রভাব বাড়িয়ে ফেলেছে এবং এগুলি দ্রুতহারে আমেরিকার প্রভাবে চলে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সংকটকে তীব্রতর করে তুলেছে। উপনিবেশগুলিতে ও নির্ভরশীল দেশগুলিতে (dependencies) শক্তিশালী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অভ্যুত্থান এই সংকটের প্রকাশ। এটাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পশ্চাৎভাগকে (rear) বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে। উপনিবেশগুলির জনগণ আর কিছুতেই পুরোনো খাঁচায় বাঁচতে চায় না। প্রধান সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শাসকশ্রেণী পুরোনো কায়দায় আর উপনিবেশগুলিকে শাসন করতে পারছে না। সামরিক শক্তি দ্বারা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলিকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ক্রমবর্দ্ধমানভাবে ঔপনিবেশিক জনগণের পক্ষ থেকে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে উঠছে যা উপনিবেশগুলিতে দীর্ঘস্থায়ী ঔপনিবেশিক যুদ্ধের রূপ নিচ্ছে (হল্যাণ্ড ইন্দোনেশিয়া, ফ্রান্স ভিয়েৎনাম)।

যুদ্ধ নিজেই হল বিভিন্ন দেশে পুঁজিবাদের অসম বিকাশের এক ফলশ্রুতি। আবার এই যুদ্ধই অসম বিকাশকে আরও তীব্রতর করে তোলে। সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের মধ্যে একমাত্র একটি দেশ—আমেরিকা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে দুর্বল তো হলই না, বরং সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আরও বেশী শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হল।······

যেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অপেক্ষাকৃত বেশী প্রভাবশালী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র অপর দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকার (isolationist) নীতি নিয়ে চলছিল এবং ইউরোপ ও এশিয়ার ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে নাক গলানো থেকে নিজেকে নিরস্ত রাখতো, বর্তমানে নতুন যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে সেখানে ওয়ালস্ট্রীট পাণ্ডারা (wall street bosses) একটি নতুন নীতি গ্রহণ করল। বিদেশে যুদ্ধকালীন সময়ে তাদের অর্জিত অবস্থানকে রক্ষা করা ও সংহত করাই শুধু নয় বরং তার প্রভাব আরও চরম পর্যায়ে বিস্তৃত করে। এবং জার্মান, জাপান, ইটালীকে বিশ্বের বাজার থেকে অপসারিত করতে তারা আমেরিকার সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে একগুচ্ছ কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে এল। অন্যান্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক ক্ষমতার চূড়ান্ত অবনমনের ফলে যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক বাধাবিপত্তিগুলিকে উপলক্ষ করে আমেরিকার খবরদারী করার (speculate) সুযোগ করে দিল। এবং বিশেষত গ্রেট বৃটেনের যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক বাধাবিপত্তিগুলিকে উপলক্ষ করে এই দেশগুলিকে আমেরিকার নিয়ন্ত্রণে আনা সহজতর হল। আমেরিকা নতুন এক হিংস্র ও সম্প্রসারণবাদী পথ খোলাখুলিভাবে প্রকাশ্যে ঘোষণা করল।

এই নতুন খোলাখুলি সম্প্রসারণবাদী পথের উদ্দেশ্য হলো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা। জার্মানী ও জাপান—তার এই দুই বৃহত্তম প্রতিযোগীর অপসারণ এবং তার পুঁজিবাদী অংশীদার - গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্সের অপেক্ষাকৃত দুর্বলতর হয়ে পড়ার ফলে অধিকৃত বাজারগুলিতে আমেরিকার একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণকে সংহত করতে আমেরিকা সামরিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক ব্যাপক নীতি ও কর্মসূচী গ্রহণ করলো। এই নীতি ও কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হলো আমেরিকার আধিপত্য বিস্তারের জন্য স্থিরীকৃত দেশসমূহের উপর আমেরিকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভুত্ব কায়েম করা। এই সমস্ত দেশকে আমেরিকার তাঁবেদার রাষ্ট্রে অবনমিত করা। এই সমস্ত দেশে এমন রাজত্ব কায়েম করা যা মার্কিন পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা সমস্ত শ্রমিক আন্দোলন ও গণ আন্দোলনের বাধাকে উচ্ছেদ করবে। বর্তমানে আমেরিকা এই নতুন নীতি তার যুদ্ধকালীন শত্রু দেশগুলিতে অথবা নিরপেক্ষ দেশগুলিতেই যে চালিয়ে যাচ্ছে—তা নয়, পরন্তু সে তার যুদ্ধকালীন মিত্র দেশগুলিতেও ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু হারে এই নীতি প্রয়োগ করছে।

বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে গ্রেট বৃটেনের অর্থনৈতিক বাধাবিপত্তিগুলিকে উপলক্ষ করে ফায়দা তোলার (আমেরিকার—অনুবাদক) ব্যাপারটিতে। গ্রেট বৃটেন আমেরিকার যে শুধু দোসর ছিল—তা নয়, উপরন্ত সে ছিল আমেরিকার বহু দিনের পুঁজিবাদী প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিযোগী। আমেরিকার সম্প্রসারণবাদী নীতির নক্সাটা এরকমই যে আমেরিকার ওপর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার চাপে যুদ্ধের সময়ে বৃটেন যেভাবে ঝুক্কিগত হয়ে পড়েছিল—তা থেকে তার বেরিয়ে আসার পথ রুদ্ধ তো করেই বরং বিপরীতক্রমে এই নীতি ধীরে ধীরে চাপ পড়ায় বৃটেনকে তার উপনিবেশগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ থেকে বঞ্চিত করার জন্য তার প্রভাবাধীন এলাকা থেকে তাকে দূর করে দেওয়ার জন্য গ্রেট বৃটেনকেই তার আজ্ঞাবহ রাষ্ট্রে পর্যবসিত করার জন্য। এইভাবেই আমেরিকার এই নতুননীতি রচিত হয়েছে তার নিজের একচেটিয়া অবস্থানকে সুদৃঢ় করার জন্য, এবং তার পুঁজিবাদী বন্ধুদের আমেরিকার উপর নির্ভরশীল ও অনুগত রাষ্ট্রে পর্যবসিত করার উদ্দেশ্যে।

কিন্তু আমেরিকার বিশ্ব শ্রেষ্ঠত্বের উচ্চাকাঙ্খা সোভিয়েত রাশিয়ার কাছে বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে। কারণ সোভিয়েত রাশিয়া সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও ফ্যাসী বিরোধী নীতির সুরক্ষিত দুর্গ। যার আন্তর্জাতিক প্রভাব ক্রমশ বেড়েই চলেছে। আরও বাধা হচ্ছে নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি (New democratics)। যারা ব্রিটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে নিজেদের মুক্ত করেছে। আরও বাধা হচ্ছে সমস্ত দেশের এমন কি আমেরিকারও শ্রমজীবী জনগণ যারা তাদের উৎপীড়কদের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য আরও একটি নতুন যুদ্ধ চায় না। এইভাবে আমেরিকা তার নতুন সম্প্রসারণবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল নীতি নিয়ে সংগ্রাম পরিচালনা করে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে ও আমেরিকা সহ সমস্ত দেশের শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে। এবং সমস্ত দেশের মুক্তিকামী, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে।

সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের অর্জিত সাফল্যে, নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের অর্জিত সাফল্যে এবং সমস্ত দেশে যুদ্ধ পরবর্তী অধ্যায়ে শ্রমিক আন্দোলন ও গণ আন্দোলনের বিকাশের ফলে, সতর্ক হয়ে গিয়ে মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীলরা কম্যুনিজমের হাত থেকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার "ত্রাণকর্তার" পবিত্র দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে।

সুতরাং আমেরিকার খোলাখুলি সম্প্রসারণবাদী কর্মসূচী ফ্যাসীবাদী আগ্রাসনকারীদের উন্মত্ত প্রয়াসকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। যারা একদিন বিশ্ব শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিল। এবং যে প্রচেষ্টা অত্যন্ত ঘৃণ্য এক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।············

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদেরকে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে, নয়াগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে, সমস্ত দেশের শ্রমজীবী মানুষের ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রধান শক্তি হিশেবে বিবেচনা করে। সারা দুনিয়ার গণতন্ত্র বিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের ভিত্তিভূমি হিশেবে তারা নিজেদেরকে মনে করে। সেই মত, আক্ষরিক অর্থেই, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির অব্যবহিত পরে পরেই তারা সোভিয়েত রাশিয়া ও বিশ্বগণতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটা ফ্রন্ট (Front) গড়ে তোলার জন্য কাজ শুরু করে। যে ফ্রন্ট নাৎসী জোয়াল থেকে মুক্তি প্রাপ্ত ইউরোপীয় দেশগুলিতে যেখানে তারা নিজেদের ব্যাপারগুলি নিজেদের পছন্দমতই ঠিক করে নেওয়ার প্রয়াস শুরু করেছে—সেখানে জনবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে, তাদের (ফ্যাসিস্তদের) সহযোগীদের ও পুরনো পুঁজিবাদী অনুচরদের উৎসাহ যোগাবে।

দুই ॥

নতুন যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক শক্তি সমূহের জোট এবং দুই শিবিরের জন্ম : সাম্রাজ্যবাদী ও গণতন্ত্রবিরোধী শিবির এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও গণতান্ত্রিক শিবির।

যুদ্ধের ফলে আন্তর্জাতিক পটভূমির মৌলিক পরিবর্তন ও আলাদা আলাদা ভাবে বিভিন্ন দেশের নতুন অবস্থান বিশ্বের রাজনৈতিক মানচিত্রের আমূল

পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে। রাজনৈতিক শক্তি সমূহের নতুন এক মৈত্রী বন্ধনের অভ্যুত্থান ঘটেছে। যুদ্ধ যত বেশী অতীতকালের গর্ভে ছুটে চলেছে, ততই যুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক নীতির ক্ষেত্রে দুটি প্রধান ধারা সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে ক্রিয়াশীল রাজনৈতিক শক্তি সমূহের দুই প্রধান শিবিরে বিভাজনের সঙ্গে এই দুই প্রধান ধারা সঙ্গতিপূর্ণ। একদিকে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী ও গণতন্ত্র বিরোধী শিবির। অপর দিকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও গণতান্ত্রিক শিবির। সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মুখ্য চালিকা শক্তি হল আমেরিকা। এর সঙ্গে রয়েছে গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স। বৃটেনে এটলী বেভিন শ্রমিক সরকার এর (Attlee Bevin Labor Goverment) অস্তিত্ব এবং ফ্রান্সে রামদিয়ার সমাজতান্ত্রিক সরকার এর (Ramadier socialist Government) অবস্থান উল্লিখিত দেশগুলির আমেরিকার তাঁবেদারী করার ভুমিকার বিরুদ্ধে কোনো বাধাই দেয় না। এবং এসব দেশের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী নীতিরই অনুসরণ করার ব্যাপারেও ঐ সরকারগুলি কোনো বাধা দেয় না। এই সাম্রাজ্যবাদী শিবির সমর্থন পায় বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের মত উপনিবেশের মালিক দেশগুলির। সমর্থন পায় তুর্কী (Turkey) ও গ্রীস দেশের মত প্রতিক্রিয়াশীল ও গণতন্ত্র বিরোধী রাজত্বের। নিকটপ্রাচ্য দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহ এবং চীন দেশের মত যারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে আমেরিকার উপর নির্ভরশীল সেইসব দেশের সমর্থনও সাম্রাজ্যবাদী শিবির পেয়ে থাকে।

সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো সাম্রাজ্যবাদকে আরও শক্তিশালী করা, আর একটি নতুন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আয়োজন করা (hatch), গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করা, এবং প্রতিক্রিয়াশীল, গণতন্ত্র বিরোধী, ফ্যাসীবাদ মুখী (Pro-Fascist) রাজত্বের ও ফ্যাসীবাদী আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানানো।

এই লক্ষ্যে পরিচালিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদী শিবির প্রস্তুত থাকে সব দেশের প্রতিক্রিয়াশীল ও গণতন্ত্র বিরোধী শক্তিগুলির উপর নির্ভর করতে। প্রস্তুত থাকে যুদ্ধের সময়ে তার নিজের পুরনো প্রতিকূল শক্তি সমূহকেও মদত দিতে যুদ্ধকালীন মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে।

ফ্যাসীবিরোধী শক্তিসমূহ দ্বিতীয় শিবির গঠন করে। সোভিয়েত রাষ্ট্র ও নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমূহের ভিত্তির উপর এই শিবির গড়ে ওঠে। এই শিবিরে আছে সেই দেশগুলি যারা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে ও গণতান্ত্রিক বিকাশের পথে সুদৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছে। যেমন রোমানিয়া, হাঙ্গেরী, ফিনল্যাণ্ড। ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনাম এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ভারতবর্ষ, মিশর, সিরিয়ার এই শিবিরের সম্পর্কে সহানুভূতি আছে। এই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শিবির সমর্থন পাচ্ছে সমস্ত শ্রমিক আন্দোলন ও গণ আন্দোলনগুলির, সমর্থন পাচ্ছে সমস্ত দেশের ভ্রাতৃপ্রতিম কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির। সমর্থন পাচ্ছে উপনিবেশ সমূহে ও নির্ভরশীল দেশগুলিতে গড়ে ওঠা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামগুলি থেকে। সমর্থন পাচ্ছে প্রতিটি দেশের সমস্ত প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির কাছ থেকে। এই শিবিরের লক্ষ্য হল নতুন যুদ্ধের হুমকীকে ও সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণকে প্রতিহত করা এবং গণতন্ত্রকে ক্রমাগত শক্তিশালী করা এবং ফ্যাসীবাদের ধ্বংসাবশেষ (vestiges) কে নির্মূল করা।

ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও গণতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করার মুখ্য দায়িত্বের মুখোমুখি দাঁড়াল সমস্ত স্বাধীনতা প্রেমী জাতিসমূহ—দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের শেষে। এই মৌলিক কর্তব্য পালন করার ব্যাপারে, যুদ্ধোত্তর কালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার বৈদেশিক নীতি একটি নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করছে। এটা উদ্ভূত হয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিশেষ প্রকৃতি থেকে। আগ্রাসনের মনোভাব ও শোষণ যার প্রকৃতিবিরুদ্ধ (alien)। এবং যে রাষ্ট্র কম্যুনিষ্ট সমাজ গড়ে তোলার সবচেয়ে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে আগ্রহী। অনুকূল পরিবেশের একটি শর্ত হল বাইরে শান্তি রক্ষা করা। নতুন ও উন্নততর সামাজিক ব্যবস্থার বাস্তব রূপ হিশেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার বৈদেশিক নীতিতে প্রগতিশীল মানবজাতির চিরস্থায়ী শান্তির আশা আকাঙ্খাকে প্রতিফলিত করে। পুঁজিবাদের দ্বারা সৃষ্ট আর একটি নতুন যুদ্ধ থেকে যে মানবজাতির কিছুই পাওয়ার নেই এই সত্যকেও ব্যক্ত করে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন হল জাতি-সমূহের স্বাধীনতা ও মুক্তির শক্তিশালী রক্ষক······[শব্দ লুপ্ত]। এবং যে কোন রূপেই হোক না কেন জাতি ও বর্ণের শোষণ এবং ঔপনিবেশিক শোষণের শত্রু। পুঁজিবাদী বিশ্ব ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের মধ্যে শক্তি সমাবেশের যে পরিবর্তন যুদ্ধের ফলে সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য সোভিয়েত রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির তাৎপর্য আরও বিকশিত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে তার ক্রিয়াশীলতার সুযোগ আরও বিস্তৃত হয়েছে······।

গণতান্ত্রিক শিবিরের সাফল্য ও ক্রমবর্দ্ধমান আন্তর্জাতিক মর্যাদা সাম্রাজ্যবাদীদের পছন্দ-ই হয়নি। এমন কি, যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল, গ্রেট বৃটেন ও আমেরিকার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ক্রমশ বেশী বেশী সক্রিয় হয়ে উঠেছিল, মিত্রশক্তিকে সম্মিলিত ক্রিয়া থেকে সরিয়ে রাখতে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। প্রচেষ্টা চালিয়েছিল যুদ্ধকে আরও দীর্ঘস্থায়ী করতে, সোভিয়েত রাশিয়ার আরও রক্ত ঝরাতে এবং চূড়ান্ত পরাজয়ের হাত থেকে ফ্যাসিস্ত আগ্রাসনকারীদের রক্ষা করতে। অ্যাংলো-সেকসন (Anglo-Saxon) সাম্রাজ্যবাদীদের চার্চিলের নেতৃত্বে "দ্বিতীয় ফ্রন্ট" খোলার ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা এই প্রবণতারই সুস্পষ্ট প্রতিফলন। নতুন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যা ছিল মিউনিখ নীতিরই ধারাবাহিকতা। কিন্তু যখন যুদ্ধ তবুও এগিয়ে যেতে থাকল, ব্রিটিশ ও আমেরিকার প্রতিক্রিয়াশীল চক্র খোলাখুলিভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে নামতে সাহস করেনি এটা বুঝে যে তারা (সোভিয়েতসহ গণতান্ত্রিক দেশ — অনুবাদক) সারা বিশ্বের জনগণের অবিভাজ্য সমর্থন অর্জন করেছে। কিন্তু শেষ দিকের মাসগুলিতে যুদ্ধ পরিস্থিতি পরিবর্তিত হতে আরম্ভ করে। ইতিমধ্যেই ১৯৪৫ জুলাই মাসে, (পটসডাম) ত্রিপাক্ষিক সম্মেলনে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক দেশগুলির ন্যায়সংগত অধিকারের প্রতি মর্যাদা দেখানোর ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের অনিচ্ছা প্রতিফলিত হয়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক দেশগুলির যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে চুক্তিমত (Post-war Settlement) বৈদেশিক নীতি গত দু'বছর যাবৎ ধারাবাহিকভাবে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে পরিচালিত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী শিবিরের দেশগুলি আনুগত্য সহকারে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে এক বিন্দুও বিচ্যুত না হয়ে এই নীতি সমূহ বাস্তবায়িত করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অনুরূপভাবে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির যুদ্ধোত্তর বৈদেশিক নীতির প্রধান উদ্দেশ্য হল গণতান্ত্রিক শান্তি, ফ্যাসিবাদের

ধ্বংসাবশেষের অবলুপ্তি ঘটানো, ও ফ্যাসীবাদী সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের পুনরুত্থানকে প্রতিরোধ করা। জাতিসমূহের সমানাধিকারের স্বীকৃতি ও তাদের পরস্পরের সার্বভৌমত্বের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন, অস্ত্রীকরণকে সার্বিকভাবে সীমিত করা, এবং ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রশস্ত্রকে যা গণহত্যার জন্য ও শান্তিপ্রিয় সাধারণ নাগরিকদের খুন করার উদ্দেশ্যে তৈরী হয়েছে—সেগুলিকে বর্জন করা। এই উদ্দেশ্যের সাফল্য অর্জন করার প্রচেষ্টায় সোভিয়েত কূটনীতি ও গণতান্ত্রিক দেশগুলির কূটনীতি ইঙ্গ-মার্কিন কূটনীতির প্রতিরোধের সম্মুখীন হল। এদের কূটনীতি—যুদ্ধকালীন মিত্র শক্তিগুলির মধ্যে যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে যে চুক্তি ঘোষণা করা হয়েছিল তার সাধারণ নীতিগুলিকে বাতিল করার উদ্দেশ্যে অবিচল ও দৃঢ়ভাবে (unswervingly) পরিচালিত হচ্ছিল। শান্তি ও গণতন্ত্রকে সংহত করার নীতিকে অপসারিত করে তার পরিবর্তে শান্তিভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে ফ্যাসিস্ত শক্তিগুলিকে রক্ষা করা ও সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশগুলির উপর উৎপীড়ন করার নীতি প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল ঐ কূটনীতির উদ্দেশ্য।………

সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ এই দুই ব্যবস্থার সুদীর্ঘকালব্যাপী সহাবস্থানের বাস্তব সত্যতার উপর ভিত্তি করে সোভিয়েত বৈদেশিক নীতি পরিচালিত হয়। তা থেকে এটাই বোঝায় যে সোভিয়েত রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য ধরণের রাষ্ট্র ব্যবস্থাসম্পন্ন (other systems) দেশগুলির পারস্পরিক সহযোগিতা সম্ভব যদি পারস্পরিক মর্যাদার ভিত্তিতে আদান প্রদানের নীতি মানা হয়। এবং দায়বদ্ধতা একবার স্বীকার করলে তাকে যদি সম্মান জানানো হয়। সকলেই জানেন যে সোভিয়েত রাশিয়া একবার যে দায়বদ্ধতা মেনে নিয়েছে তা বরাবরই মর্যাদার চোখে দেখে এসেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন পারস্পরিক সহযোগিতার আশা ও আকাঙ্খাকে ঘোষণা করেছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে (United Nations) আমেরিকা ও বৃটেন ঠিক এর বিপরীত নীতিই গ্রহণ করানোর চেষ্টা চালিয়ে আসছে। তাদের প্রতিশ্রুতিগুলিকে বাতিল (renege) করার জন্য এবং দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত হয় একটি নতুন নীতি পরিচালিত করতে চাইছে—যে নীতি জাতি সমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার কথা বলে না বরং একজনের বিরুদ্ধে আর একজনকে প্ররোচিত করে, গণতান্ত্রিক জাতি সমূহের স্বার্থ ও অধিকারগুলিকে লঙ্ঘন করার কথা বলে, সোভিয়েত রাশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার কথা বলে। এই নীতি পরিচালিত হচ্ছে একটি নতুন পরিস্থিতিতে, যখন আমেরিকা রুজভেল্টের পুরনো পথকে পরিত্যাগ করেছে। এবং একটি নতুন নীতিতে উত্তরণ করছে, যে নীতির উদ্দেশ্য হল নতুন নতুন সামরিক অভিযান (New millitary adventures) চালানো।

তিন ॥

ইউরোপকে দাসত্ব করার জন্য আমেরিকার পরিকল্পনা ☐

ইউরোপকে দাসত্ব করানোর পরিকল্পনার বিভিন্ন কৌশলের পাশাপাশি একটি আদর্শগত "প্রচার অভিযানের" ধারা পরিচালিত হচ্ছে যা জাতীয় সার্বভৌমত্বের নীতির উপর একটা আক্রমণ। এই প্রচার অভিযান জাতিগুলির সার্বভৌম স্বাধীনতার অধিকারগুলিকে বর্জন করার জন্য আবেদন জানায়। জাতীয় সার্বভৌমত্ব, জাতিগুলির স্বাধীন অধিকার একটি "বিশ্ব সরকার" (World Government)-এর ধারণার বিরুদ্ধে। এই ধরণের প্রচার অভিযানের উদ্দেশ্য হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অপ্রতিহত আগ্রাসনকে আড়াল করা। যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নির্মমভাবে জাতিগুলির সার্বভৌম স্বাধীন অধিকারগুলিকে ধ্বংস করছে, সেই আমেরিকা নিজেকে বিশ্বজনীন আইনী শাসনের (Universal laws) মুখ্য প্রবক্তার ভূমিকা এবং যারা আমেরিকার অন্য-দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করছে তাদের অকার্যকরী স্বার্থপর সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী বলে অভিহিত করছে। একটি বিশ্ব সরকার-এর ধারণা বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের বিকৃত অংশ (Cranks) ও শান্তিবাদীদের (Pacifists) দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অগ্রাসনের হাত থেকে স্বাধীনতা রক্ষা করার ব্যাপারে জাতিগুলিকে আদর্শগতভাবে নিরস্ত্র করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ও তাদের ওপর চাপ বাড়ানোর উপায় হিসেবে এই ধারনাকে কাজে লাগানো হচ্ছে। এই উদ্দেশ্য ছাড়াও এই প্রচার তোলা হচ্ছে বিশেষত সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে কারণ সোভিয়েত রাশিয়া অপ্রতিহতভাবে ও ধারাবাহিকভাবে প্রকৃত সমানাধিকারের নীতিকে উচ্চে তুলে ধরে। ছোট বড় সমস্ত জাতির স্বাধীন সার্বভৌম অধিকার সুরক্ষিত করার নীতিকে উচ্চে তুলে ধরে। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমেরিকা, গ্রেট বৃটেন ও তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির মত সাম্রাজ্যবাদীরা হল জাতি সমূহের আত্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকার ও জাতীয় স্বাধীনতার চরম শত্রু। অথচ পাশাপাশি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি (New democracies) হল সমানাধিকার ও জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারএর উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে নির্ভরযোগ্য রক্ষাকবচ (bulwark)।

এটা লক্ষ্য করার মত যে আমেরিকার সামরিক রাজনৈতিক বুলিট ব্রীড (millitary-political intelligence agents of the Bullit breed) গোয়েন্দারা ইয়েলো সবুজ পট্টিধারী ও দালালি ট্রেডইউনিয়ন নেতারা (Yellow trade Union leaders of the green band) পুঁজিবাদের নীতিমূলক গল্পকার (inveterate Apologian of capitalism)—ব্লাম পরিচালিত ফরাসী সমাজতন্ত্রীরা, জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রাট সুম্যাচের (Schumacher) এবং বেভিনদের মত (Bevin type) শ্রমিক নেতারা—এরা সকলেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আদর্শগত পরিকল্পনা রূপ দেওয়ার ব্যাপারে ঘনিষ্ঠ মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ।

বর্তমান মুহূর্তে আমেরিকার সম্প্রসারণবাদী আশাআকাঙ্খার সুনির্দিষ্ট বাস্তব অভিব্যপ্তি ঘটে। ট্রুম্যান দলিল (Truman Doctrine) ও মার্শাল প্ল্যান (Marshall Plan) এর মধ্য দিয়ে। যদিও ঐ দুটির মধ্যে উপস্থাপনার ধরণের পার্থক্য আছে। কিন্তু ঐ দুটিই একই নীতির দুই ভিন্ন প্রকাশভঙ্গী। উভয়েই ইউরোপকে আমেরিকার দাসত্ব করানোর বাস্তব রূপরেখা (embodiment)

যেসব প্রতিক্রিয়াশীল শাসনতন্ত্র (regimes) সক্রিয়ভাবে গণতান্ত্রিক জনসাধারণের বিরুদ্ধাচারণ করে খোলাখুলিভাবে আগ্রাসী চরিত্র নিয়ে চলে, তাদেরকে আমেরিকার মদত দেওয়ার সুযোগ বাৎলে দেয় এই "ট্রুম্যান দলিল" খানি (Truman Doctrine)। এমনকি যারা কোন কুকাজ করতেই পিছপা হয় না (that are accustomed to anything) তেমন কিছু মার্কিন পুঁজিপতিদের মধ্যেও এই দলিলের ঘোষণা ভীতি সৃষ্টি করে। আমেরিকার প্রগতিশীল জনগণ এবং অন্যান্য দেশগুলি তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছিল ট্রুম্যানের এই প্ররোচনামূলক ও সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র সম্পন্ন ঘোষণাটির বিরুদ্ধে।

"ট্রুম্যান দলিল" খানি যেরকম অপ্রীতিকর সমালোচনার (unfavorable

reception) মুখে পড়ে তাতে "মার্শাল পরিকল্পনা" (Marshall Plan) উপস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি হয়। ট্রুম্যান দলিলের অনুরূপ সম্প্রসারণবাদী নীতি চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আরও সতর্কভাবে মোড়ক লাগানো প্রয়াস হল এই "মার্শাল পরিকল্পনা"।

"মার্শাল পরিকল্পনার" জঘন্য ও উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সুরক্ষিত নিয়মাবলীর (formulations) মোদ্দা কথা হল আমেরিকার প্রতি আনুগত্যের দ্বারা আবদ্ধ কতকগুলি রাষ্ট্রের একটি জোট জন্ম দেওয়া এবং ইউরোপীয় দেশগুলিতে আমেরিকার ঋণ মঞ্জুর করা—প্রথমে তাদের অর্থনৈতিক, তারপর তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিনিময় মূল্যে (renunciation of their economic then of Political Undependence) অধিকন্তু, 'মার্শাল পরিকল্পনার' মুখ্য উদ্দেশ্য হলো আমেরিকার একচেটিয়া পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রিত পশ্চিম জার্মানীর শিল্প এলাকাগুলিকে পুনরুদ্ধার করা। আমেরিকার নেতৃবৃন্দের সাম্প্রতিক কথাবার্তা ও বিবৃতি থেকে "মার্শাল পরিকল্পনার" এই নকসাটাই প্রতিভাত হচ্ছে যে এর উদ্দেশ্য হলো প্রথমত সাহায্যদান করা জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমেরিকার মিত্র দেশগুলিকে নয়, বিজয়ী দরিদ্র দেশগুলিকেও নয় বরং জার্মানী পুঁজিপতিদের সাহায্য দান করা। এর মতলব হল ইউরোপ ও জার্মানীর প্রয়োজনীয় কয়লা ও লোহার প্রধান উৎসগুলিকে আমেরিকার কব্জায় নিয়ে এসে যে সব দেশের লোহা ও কয়লার প্রয়োজন তাদেরকে জার্মানীর পুনরুজ্জীবীত অর্থনৈতিক ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল করে তোলা।

'মার্শাল পরিকল্পনার' উদ্দেশ্য হল বৃটেন ও ফ্রান্সকে চূড়াগুভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর রাষ্ট্রশক্তিতে অবনমিত করা। তা সত্ত্বেও বৃটেনের অ্যাটলী শ্রমিক সরকার (Atlee labor Government) এবং ফ্রান্সের রামাদিয়ের সমাজতান্ত্রিক সরকার (Ramadier Socialist Government) এই "মার্শাল পরিকল্পনাকেই" পরিত্রাণের উপায় হিশেবে আঁকড়ে ধরল। আমরা জানি, বৃটেন ইতিমধ্যেই ৩,৭৫০,০০০,০০০ ডলার আমেরিকার দ্বারা ১৯৪৬ সালে মঞ্জুরীকৃত ঋণ বাস্তবে সম্পূর্ণভাবে খরচ করে ফেলেছে। আমরা এও জানি যে এই ঋণের শর্তাবলী এতই দুর্বহ (onerous) ছিল যে তা বৃটেনকে আপাদমস্তক বেঁধে ফেলবে। এমন কি যখন ইতিমধ্যেই আমেরিকার ওপর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার জালে সে জড়িয়ে পড়েছে, তখনও ব্রিটিশ লেবার গভর্মেন্ট নতুন ঋণ গ্রহণ করা ছাড়া অন্য বিকল্প খুঁজে পাচ্ছে না। এই কারণে এই সরকার "মার্শাল পরিকল্পনাকে" অর্থনৈতিক সংকট (impasse) থেকে পরিত্রাণের উপায় হিশেবে নতুন ঋণ পাওয়ার সুযোগ হিশেবে অভিনন্দন জানাচ্ছে। ব্রিটিশ রাজনৈতিক নেতারা আরও আশা করছেন আমেরিকার নিকট পশ্চিম ইউরোপীয় ঋণী দেশগুলির একটি জোট গড়ে তুলে তা থেকে ফয়দা তুলবে। এই জোটের মধ্যে সে আমেরিকার মুখ্য দালালের ভূমিকা নেবে এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশগুলির বঞ্চনার বিনিময়ে হয়ত বেশী ফয়দা লুটতে পারবে। ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা আশা করলো যে "মার্শাল পরিকল্পনাকে" কাজে লাগিয়ে, আমেরিকার একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সেবা করে ও তাদের নিয়ন্ত্রণে আত্মসমর্পণ করে সে বিভিন্ন দেশে তার হারানো অবস্থান পুনরুদ্ধার করতে পারবে; বিশেষত বলকান দানিয়ুব-এলাকার দেশগুলিতে।

আমেরিকার প্রস্তাবগুলিতে "নিরপেক্ষতার" মূল্যবান চাকচিক্য সৃষ্টি করতে মার্শাল প্লানের সক্রিয় রূপায়নকারী হিশেবে ফ্রান্সকে স্বীকৃতি দেওয়া হল ১৯৪৭ এর মে মাসে। অনুরূপভাবে ফ্রান্স ও এই কৃতিত্ব জাহির করতে ফরাসী সরকার থেকে কম্যুনিস্টদের অপসারিত করবে বলেছে। অবশ্য, ইতিমধ্যেই ফ্রান্স তার সার্বভৌমত্বের অর্ধেকই আমেরিকার কাছে বিসর্জন দিয়ে বসেছিল।

ওয়াশিংটনের নির্দেশে সক্রিয় হয়ে, ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নকে "মার্শাল পরিকল্পনার" প্রস্তাবগুচ্ছ সম্পর্কে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। এই পদক্ষেপ নেওয়ার মতলব ছিল ঐ প্রস্তাবগুলির সোভিয়েত রাশিয়া বিরোধী চরিত্রকে আড়াল করা। হিশেবটা ছিল এরকম: যে হেতু মার্শাল প্রস্তাবিত শর্তাবলীর ভিত্তিতে আমেরিকার সাহায্য সোভিয়েত রাশিয়া আবশ্যিকভাবেই প্রত্যাখ্যান করবে একথা ইতিপূর্বেই সর্বজনবিদিত সুতরাং "ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের" ব্যাপারে সাহায্য করতে সোভিয়েত ইউনিয়ন অনিচ্ছুক বলে অভিযোগ করে তাকে দায়ী করা যাবে। এবং এইভাবে ইউরোপের দেশগুলিকে প্রকৃতই সাহায্য প্রয়োজন, তাদেরকে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা যাবে, আর যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন আলাপ আলোচনায় অংশ নিতে রাজী হয়, পূর্বইউরোপ ও দক্ষিণপূর্ব ইউরোপকে "আমেরিকার সাহায্যে ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের" ফাঁদে আটকে ফেলা সম্ভব হবে। যেখানে ট্রুম্যান পরিকল্পনার ধাঁচা ছিল সন্ত্রাস সৃষ্টি করা, এই দেশগুলিকে ভয় দেখানো (intimidate), তার পরিবর্তে মার্শাল পরিকল্পনার নকসাটা হলো ঐ দেশগুলির অর্থনৈতিক দৃঢ়তাকে বাজিয়ে (test) নেওয়া, তাদেরকে ফাঁদে জড়িয়ে ফেলা, এবং তারপর ডলার "সাহায্য দানের" নিগড়ে তাদের শৃঙ্খলিত করা।

এইভাবে মার্শাল পরিকল্পনা আমেরিকার সার্বিক কর্মসূচীর মুখ্য লক্ষ্যগুলির অন্যতম প্রধান লক্ষ্যকে পূরণ করবে। নির্দিষ্ট করে বলতে হয়, নয়াগণতান্ত্রিক দেশগুলিতে (Countries of new democracy) সাম্রাজ্যবাদের শক্তিকে সংহত করতে সাহায্য করবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ট অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতার সম্পর্ক পরিত্যাগ করতে বাধ্য করবে।

সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিনিধিরা প্যারিসে—বৃটেন ও ফরাসী সরকারের সঙ্গে মার্শাল প্রস্তাবগুচ্ছের উপর আলোচনায় অংশ গ্রহণের সম্মতি জানিয়ে ও প্যারিসে আলোচনার দ্বারা সারা ইউরোপের জন্য একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রূপায়নের প্রচেষ্টার শূন্যগর্ভতা অনাবৃত করে দিয়েছিল। এবং দেখিয়ে দিয়েছিল যে বৃটেন ও ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণে (aegis) একটি নতুন ইউরোপীয় সংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্য হল ইউরোপীয় দেশগুলির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের ও তাদের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করার একটা চক্রান্ত।

তারা (সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা অনুবাদক) দেখালেন "মার্শাল পরিকল্পনা" আন্তর্জাতিক সহযোগিতার স্বাভাবিক নীতির বিরুদ্ধে। দেখালেন ইউরোপকে বিচ্ছিন্ন করার বিপদ এর মধ্যে নিহিত। দেখালেন একাধিক ইউরোপীয় দেশকে আমেরিকার পুঁজিপতিদের স্বার্থে পদানত করার আশঙ্কা এর মধ্যে রয়েছে। প্রতিনিধিবৃন্দ দেখালেন এই পরিকল্পনা রচিত হয়েছে মিত্রশক্তিদের সাহায্য করার চেয়ে জার্মানীর একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করতে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য এবং "মার্শাল পরিকল্পনায়" এই প্রতিষ্ঠানগুলির পুনরুজ্জীবন ঘটানোর উদ্দেশ্য হলো তাদের দিয়ে

ইউরোপে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করানো।

সোভিয়েত ইউনিয়নের এই পরিচ্ছন্ন অবস্থান আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী ও তার দোসর ব্রিটিশ ও ফরাসীদের পরিকল্পনার মুখোশ খুলে দিল। সারা ইউরোপীয় সম্মেলন চূড়ান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল।......

এইভাবেই আমরা দেখতে পাই যে আমেরিকা একটি পশ্চিমী জোট (Western Block) গড়ে তোলার দিকে এগিয়ে চলেছে। এই জোট চার্চিলের একটি ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনার ধাঁচার সঙ্গে মেলে না। এটা ব্রিটিশ নীতির হাতিয়ার হিশেবে জন্ম নিয়েছিল। বরং এই "পশ্চিমী জোট" (Western Block) আমেরিকার চাল। এই জোটে সমস্ত সার্বভৌম ইউরোপীয় রাষ্ট্র সমূহকে এমন একটি ভূমিকা পালন করতে হবে যেটাকে "আমেরিকার ৪৯তম রাষ্ট্র" 'র চেয়ে বেশী কিছু বলা চলে না। বৃটেন নিজেও তা থেকে বাদ পড়ে না। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ক্রমশই বেপরোয়া হয়ে উঠছে এবং বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সৌজন্যের ধারও ধারে না। পশ্চিম জার্মানীতে শিল্প উৎপাদনের মাত্রা নির্দ্ধারণের ব্যাপারে দ্বিপাক্ষিক ও ত্রি-পাক্ষিক (গ্রেট বৃটেন-আমেরিকা, আমেরিকা-ফ্রান্স) আলাপ আলোচনায় (পটাসডাম) গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ খোলাখুলিভাবে পদদলিত করা ছাড়াও আলোচনার অংশীদারদের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থগুলি আলোচনার সময়ে আমেরিকার দ্বারা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হওয়া এর নজির হিশেবে রয়েছে। বৃটেন ও বিশেষত ফ্রান্স আমেরিকার হুকুম শুনতে ও তা নিঃশব্দে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। লণ্ডনে ও প্যারিসে মার্কিন কূটনৈতিক ব্যক্তিদের আচার ব্যবহার গ্রীসদেশে তাদের ভূমিকাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যে গ্রীস দেশের ইতিমধ্যেই মার্কিন প্রতিনিধিরা মৌখিক শিষ্টাচারটুকুও অপ্রয়োজনীয় মনে করে। গ্রীস মন্ত্রীদের নিয়োগ ও খারিজ করে মর্জি-মাফিক। এবং বিজেতাদের মতই তাদেরকে পরিচালনা করে। এইভাবে Dawesisation of Europe মূলগতভাবে ইউরোপের জনগণের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থে আঘাত করে এবং আমেরিকার দ্বারা ইউরোপকে দাসত্ব করানোর পরিকল্পনাকে উপস্থিত করে।

ইউরোপের গণতান্ত্রিক দেশগুলি শিল্পায়নের স্বার্থকে "মার্শাল পরিকল্পনা" আঘাত করে। এবং সে কারণেই তাদের ঐক্যবদ্ধতার ও স্বাধীনতাকে ভিত্তিমূলে আঘাত করে। যদি ইউরোপের Dawesization সময় মত ব্যর্থ করে দেওয়া সম্ভব হয়ে থাকে এমন একটা যুগে যখন Dawes Plan বিরোধী শক্তি আজকের তুলনায় ছিল অনেক দুর্বল, তবে যুদ্ধোত্তর ইউরোপে আজ যখন যথেষ্ট শক্তি রয়েছে, এমন কি সোভিয়েত রাশিয়ার কথা বাদ দিলেও, যদি তারা ইচ্ছা করে, শপথ নেয় তবে তারাই পদানত করার বর্তমান পরিকল্পনাকে বানচাল করে দিতে পারে। যা দরকার তা হচ্ছে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মনোভাব এবং প্রতিরোধের জন্য ইউরোপের জনগণের তৎপরতা। আর সোভিয়েত রাশিয়ার ব্যাপার হল যে সে এই পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য সমস্ত রকম প্রচেষ্টা চালাবে।......

অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত (expediting) করার ক্ষেত্রে সোভিয়েত সরকার কোনদিনই বিদেশী ঋণ, বিশেষত আমেরিকার দেওয়া ঋণের কার্যকারিতাকে আপত্তি করে নি। যাইহোক সোভিয়েত ইউনিয়ন বরাবরই এই নীতি নিয়ে বলেছে যে ঋণের শর্তাবলী কখনই পীড়নাত্মক হওয়া চলবে না এবং অবশ্যই শর্তাবলীর পরিণতিতে ঋণী দেশটি ঋণ দানকারী দেশের কাছে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে অধীনস্থ হয়ে পড়া চলবে না। এই রাজনৈতিক অবস্থান থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন বরাবরই বলে আসছে যে বিদেশী ঋণ কখনই একটা দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে প্রধান অবলম্বন হতে পারে না। একটি দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে প্রধান ও চূড়ান্ত শর্ত হল আবশ্যকভাবে অভ্যন্তরীণ শক্তি সমূহের ও অভ্যন্তরীণ উৎসগুলির যথাযথ ব্যবহার এবং তার নিজস্ব শিল্পের জন্ম দেওয়া।

এই পথেই কেবলমাত্র একটি দেশের স্বাধীনতা সুরক্ষিত হওয়ার নিশ্চয়তা পাওয়া যায় বিদেশী পুঁজির আগ্রাসনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। এই বিদেশী পুঁজির প্রবণতা হল প্রতিনিয়ত ঋণকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে দাসত্ব করানোর হাতিয়ার হিশেবে ব্যবহার করা। "মার্শাল পরিকল্পনার' মূল কথাটি এই। পরিকল্পনা ইউরোপের দেশগুলির শিল্পায়নকে আঘাত করবে এবং তাদের স্বাধীনতাকে ভেতর থেকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্যই এটি রচিত।......

চার ॥

যুদ্ধ এবং আগ্রাসনের নতুন চক্রান্ত প্রতিরোধ করাতে গণতান্ত্রিক, ফ্যাসীবিরোধী, শান্তিপ্রিয় শক্তিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির কর্তব্য ☐

নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশের প্রয়োজনের সঙ্গে কমিনটার্ন সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। এই কমিনটার্নকে ভেঙে দেওয়া একটি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল। মস্কো অন্যান্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে। দেশে দেশে কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলি নিজেদের জাতীয় স্বার্থে কাজ করছে না, বরং বাইরের নির্দেশের ভিত্তিতে কাজ করছে।—কম্যুনিজমের ও শ্রমিক আন্দোলনের শত্রুদের এই সব কুৎসিত অভিযোগের নিষ্পত্তি ঘটাল কমিনটার্ন ভেঙে দেওয়া। কমিনটার্নের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পরে। যখন কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলি ছিল দুর্বল। যখন বিভিন্ন দেশের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে কোনো বাস্তব সম্পর্ক ছিল না এবং কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলি তখনও শ্রমিক আন্দোলনের সর্বজনগ্রাহ্য স্বীকৃতও সুপ্রতিষ্ঠিত নেতৃবৃন্দের জন্ম দিতে পারে নি।

কমিনটার্ন সেসময় যে ভূমিকা পালন করেছিল তা হল, এটা বিভিন্ন দেশের শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে সম্পর্ককে উজ্জীবীত ও সুসংহত করাল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পর্যায়ে নতুন বিকাশের স্তরে শ্রমিক আন্দোলনের অতিবিতর্কিত (oretical) সমস্যাগুলিকে বিশ্লেষণ করল। এবং কম্যুনিজমের আদর্শ প্রচারের সাধারণ মানদণ্ড স্থাপনা করল। এটা (কমিনটার্ন—অনুবাদক) শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের জন্ম দেওয়ার রাস্তা উন্মুক্ত করেছিল। (Preparation of leaders)। এটাই তরুণ কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলিকে (young communist parties) গণভিত্তি সম্পন্ন শ্রমিক পার্টিতে রূপান্তরিত হওয়ার বাস্তব পরিস্থিতি সৃষ্টি করল। কিন্তু যে মুহূর্তে এই তরুণ কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলি (young communist parties) গণভিত্তি সম্পন্ন শ্রমিক পার্টিতে রূপান্তরিত হল, একটি কেন্দ্র থেকে এই পার্টিগুলিকে পরিচালনা করা (direction) অসম্ভব ও অপ্রয়োজনীয় (inexpedient) হয়ে পড়ল। এর ফলে, কমিনটার্ন কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলিকে বিকশিত করার সত্তা থেকে তাদের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করার সত্তায় পর্যবসিত হল। কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির বিকাশের নতুন পর্যায় দাবী করল পার্টিগুলির পার-

স্পরিক সম্পর্কের নতুন (new form) রূপের। এগুলিই ছিল সেই বিচার বিবেচনা যা কমিনটার্নকে বাতিল করে দেওয়া প্রয়োজনীয় করে তুলল। এবং পার্টিগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের নতুন রূপের প্রবর্তনকে প্রয়োজনীয় করে তুলল।

কমিনটার্ন বাতিল করার পর যে চার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, সেই সময়ে ইউরোপ ও এশিয়ার প্রায় সব দেশেই কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলি যথেষ্ট শক্তি এবং প্রভাব বাড়িয়ে তুলেছে। কেবলমাত্র পূর্ব ইউরোপেই কম্যুনিস্ট পার্টিগুলি প্রভাব বাড়িয়ে তোলে নি, প্রকৃতপক্ষে ইউরোপের সমস্ত দেশে যেখানে ফ্যাসীবাদ শাসন চালিয়েছে এবং সেইসব দেশেও যেগুলি জার্মান ফ্যাসিস্ত দ্বারা অধিকৃত হয়েছিল যেমন ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, নরওয়ে, ডেনমার্ক, ফিন্ল্যাণ্ড প্রভৃতি। কম্যুনিষ্টদের প্রভাব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে (in new democracies) যেখানে রাষ্ট্রে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাবশালী পার্টিগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কম্যুনিষ্ট পার্টি।

কিন্তু কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির বর্তমান অবস্থার নিজস্ব কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। অনেক কমরেড মনে করতেন, কমিনটার্ন বাতিল করার উদ্দেশ্য হল ভ্রাতৃত্বমূলক কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির মধ্যে সমস্ত বন্ধন, সমস্ত সম্পর্ক অবলুপ্ত করা। কিন্তু অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে কম্যুনিস্ট পার্টিগুলির এরূপ পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা হল ভুল, ক্ষতিকারক এবং বাস্তব দিক থেকে (in point of fact) অস্বাভাবিক। জাতীয় সীমারেখার মধ্যে কম্যুনিস্ট আন্দোলন বিকাশ লাভ করে। কিন্তু বিভিন্ন দেশের কম্যুনিস্ট পার্টিগুলির সাধারণ স্বার্থ ও কর্তব্য আছে। কিন্তু আমরা কতকগুলি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনাবলী দেখতে পাচ্ছি। সমাজতন্ত্রীরা যারা দেশে দেশে কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলিকে কমিনটার্ন মস্কো থেকে নির্দেশ জারী করত—এটা প্রমাণ না করে থামত না, তারা তাদের আন্তর্জাতিককে পুনরুজ্জীবিত করেছে। অথচ পরস্পরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা থেকেও কম্যুনিস্টরা নিজেদের নিবৃত্ত করেছে। পরস্পরের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি নিয়ে আলাপ আলোচনা পর্যন্ত (করছে না)। পাছে শত্রুপক্ষ মস্কোর হাত আছে বলে কুৎসামূলক প্রচার চালায় এই ভয়ে। বিবিধ ক্ষেত্রের প্রতিনিধিবৃন্দ বিজ্ঞানীরা, Co-operators ট্রেডইউনিয়ন বিশেষজ্ঞরা, যুব ছাত্রবৃন্দ মনে করেন আন্তর্জাতিক যোগাযোগ রক্ষা করে বলা, তাদের কর্মকে কেন্দ্র করে পরস্পরের সঙ্গে মত বিনিময় করা, অভিজ্ঞতার বিনিময় করা সম্ভব। তারা মনে করেন আন্তর্জাতিক কংগ্রেস ও সম্মেলনের ব্যবস্থা করা সম্ভব। তথাপি কম্যুনিষ্টরা, এমনকি যারা মিত্রতা বন্ধনে নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ—তারাও মৈত্রীবন্ধন স্থাপনে ইতস্তত করছে। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, যদি এই পরিস্থিতিটা চলতে দেওয়া হয়, তবে ভ্রাতৃত্বমূলক পার্টিগুলির কর্মধারা বিকাশের ক্ষেত্রে কতকগুলি গুরুতর ক্ষতি সাধন করবে (would be fraught with most serious consequences)। যখন ধারাবাহিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার পরিণামে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিকে দুর্বল করে দিতে পারে, এবং আগামী দিনে গুরুতর ভুলের জন্ম দিতে পারে, বর্তমানে সেরকম এক মুহূর্তে বিভিন্ন পার্টিগুলির কার্যধারার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সমন্বয় (coodination) এবং তাদের নিজেদের মধ্যে মত বিনিময়ের প্রয়োজন একান্ত জরুরী।

সোস্যালিষ্ট পার্টির অধিকাংশ নেতারা (বিশেষত ব্রিটিশ লেবার পার্টির অনুগামীরা এবং ফরাসী সোস্যালিস্টরা) আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী চক্রের এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে। এই বিষয়টাকে লক্ষ্য করে কম্যুনিষ্টদের উপর ইউরোপকে দাসত্ব করানোর চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করার এবং তাদের নিজ নিজ দেশের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দোসরদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলার (denouncing) ঐতিহাসিক কর্তব্য ন্যস্ত হয়েছে। পাশাপাশি, কম্যুনিষ্টদের প্রকৃত দেশপ্রেমী জনগণকে যারা চায় না তাদের দেশ পরের হুকুমে চলুক। যারা নিজেদের দেশকে বিদেশী পুঁজির দাসত্ব করানোকে প্রতিহত করতে চায়, যারা নিজেদের জাতীয় সার্বভৌমত্বকে উচ্চে তুলে ধরতে চায় তাদেরকে অবশ্যই সমর্থন জানাতে হবে। ইউরোপকে দাসত্ব করানোর জন্য আমেরিকার নতুন সম্প্রসারণবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে সমস্ত ফ্যাসীবিরোধী ও স্বাধীনতা প্রেমী শক্তিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করে সংগ্রামে কম্যুনিষ্টদের অবশ্যই নেতৃত্ব দিতে হবে।

এটা অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে যে, একটি নতুন যুদ্ধ শুরু করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের আশা আকাঙ্খার সঙ্গে বাস্তবে যুদ্ধকে রূপায়ণের মধ্যে বিস্তর ফারাক আছে। বিশ্বের জনগণ যুদ্ধ চায় না। যেসব শক্তিগুলি শান্তির পক্ষে আছে, তাদের শক্তি এত বিপুল, তাদের প্রভাব এতই ব্যাপক, যে তারা যদি কঠোরভাবেও স্থির প্রতিজ্ঞ হয়ে শান্তির পক্ষে রুখে দাঁড়ায়, যদি তারা ধৈর্য নিয়ে অবিচলিত ভূমিকা পালন করে, তবে আগ্রাসনকারীদের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যাবে। এটা ভুলে যাওয়া উচিৎ নয় যে, সাম্রাজ্যবাদীদের দালালদের যুদ্ধের আশঙ্কা সম্পর্কে যে সোরগোল তার মতলব হল অস্থির চিত্ত ও দুর্বল-স্নায়ু যাদের—তাদেরকে আতঙ্কিত করে তোলা এবং চাপ সৃষ্টি করে আগ্রাসনকারীদেরকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়া।

বর্তমান সময়ে শ্রমিকশ্রেণীর প্রধান বিপদ নিহিত আছে তার নিজের ক্ষমতাকে লঘু করে দেখার মধ্যে এবং শত্রুর ক্ষমতাকে বাড়িয়ে ভাবার মধ্যে। যেমনভাবে অতীতে, ''মিউনিখ নীতি' (Munich Policy) নাৎসী আগ্রাসনকারীদের ঐক্যবদ্ধ করে দিয়েছিল, সেরকম আজ, আমেরিকা ও সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের নতুন নতুন কর্ণধারদের সঙ্গে আপোষ করলে তাদের মদতদাতারা আরও উদ্ধত ও আগ্রাসী হয়ে উঠবে। সুতরাং কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলিকে রাষ্ট্র, অর্থনীতি, মতাদর্শগত—প্রতিটি ক্ষেত্রে আগ্রাসনের চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে 'নেতৃত্ব দিতে হবে। একটি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও গণতান্ত্রিক মহল-এর ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে তাদেরকে (কম্যুনিষ্টদের—অনুবাদক) সমস্ত কর্মী সমর্থকদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। এবং জনগণের সমস্ত গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক অংশকে তাদের চারপাশে সমবেত করতে হবে।

ফ্রান্স, ইটালী, গ্রেটবৃটেন এবং অন্যান্য দেশের ভ্রাতৃসুলভ কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির উপর একটি বিশেষ দায়িত্ব বর্তায়। তাদেরকে নিজের নিজের দেশের জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে অবশ্যই অবস্থান নিতে হবে। যদি কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলি দৃঢ়ভাবে তাদের অবস্থানকে ধরে রাখে, যদি তারা নিজেদেরকে ভীত হতে (Intimidated) এবং ব্লাকমেলড হতে দিতে না চায়, যদি জনগণের গণতন্ত্র ও শান্তি রক্ষার জন্য, নিজ নিজ দেশের জাতীয় সার্বভৌমত্ব, মুক্তি ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সাহসী সৈনিকের মত (sentinels) কাজ করে যায়—যদি তারা তাদের নিজেদের দেশকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে পদানত করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমস্ত শক্তিকে যারা জাতীয় মর্যাদা ও স্বাধীনতাকে উচ্চে তুলে ধরতে প্রস্তুত তাদের

সকলকেই নেতৃত্ব নিতে সক্ষম হয়, তবে ইউরোপকে দাসত্ব করানোর উদ্দেশ্যে কোনো পরিকল্পনাই সফল হতে পারে না।

কমিনফর্মের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে ঘোষণা

[নিম্নলিখিত বিষয়টি "কমিনফর্মের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে ঘোষণার" পূর্ণ বয়ান : দীর্ঘস্থায়ী শান্তির জন্য, জনগণতন্ত্রের জন্য ১০ই নভেম্বর, ১৯৪৭-এর সংখ্যা থেকে এটি পুনর্মুদ্রিত।]

যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড, সোভিয়েত রাশিয়া, ফ্রান্স, চেকোশ্লোভাকিয়া ও ইটালীর কম্যুনিষ্টপার্টিগুলির সম্মেলনে কমিনফর্ম প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ঘোষণা। কম্যুনিস্ট পার্টি অব যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়ান ওয়ার্কার্স পার্টি (কম্যুনিস্ট), কম্যুনিষ্ট পার্টি অব রুমানিয়া, হাঙ্গেরিয়ান কম্যুনিষ্ট পার্টি, পোলিশ ওয়ার্কার্স পার্টি, কম্যুনিস্ট পার্টি অব দি সোভিয়েত ইউনিয়ন (বলশেভিক), কম্যুনিষ্ট-পার্টি অব ফ্রান্স, কম্যুনিষ্ট পার্টি অব চেকোশ্লোভাকিয়া, কম্যুনিস্ট পার্টি অব ইটালী আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী আদান প্রদান করার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ঘোষণায় সম্মত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে এবং যুদ্ধোত্তর কালে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে মৌলিক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন ও তাদের নতুনভাবে জোটবদ্ধ হওয়ার দ্বারা এবং বিশ্ব মঞ্চে ক্রিয়াশীল প্রধান প্রধান রাজনৈতিক শক্তি সমূহের পুনর্বিন্যস্ত হওয়ার দ্বারা পরিবর্তনগুলি বিশিষ্ট রূপ পেয়েছে (Characterized)।

যখন যুদ্ধ চলছিল, জার্মানী ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে "মিত্ররাষ্ট্রগুলি" একসাথে চলত এবং একই শিবিরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যাইহোক, যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মিত্ররাষ্ট্রের শিবিরে যুদ্ধের উদ্দেশ্য নির্দ্ধারণ ও যুদ্ধোত্তর শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব কর্তব্যকে কেন্দ্র করে মতপার্থক্য ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশগুলি ইউরোপে গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা পুনঃসংস্থাপন ও সংহত করাকে তাদের যুদ্ধের প্রধান লক্ষ্য বলে মনে করত। ফ্যাসীবাদের উচ্ছেদ, জার্মানীর পক্ষ থেকে নতুন আগ্রাসনের সম্ভাবনাকে প্রতিরোধ করা, এবং ইউরোপের জাতিগুলির পরস্পরের মধ্যে এক সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করাকে বিবেচনা করত যুদ্ধের প্রধান লক্ষ্য। আমেরিকা ও তার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে বৃটেন, যুদ্ধে ভিন্ন আর একটি উদ্দেশ্যে নিজেদের লিপ্ত করেছিল তা হল : বাজারে নিজেদের প্রতিযোগীদের (জার্মানী ও জাপানী) হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া এবং তাদের প্রাধান্য কায়েম করা। যুদ্ধের লক্ষ্যের ও যুদ্ধোত্তর দায়িত্ব কর্তব্যের এই পার্থক্য যুদ্ধের পরে আরও গভীর হয়ে ওঠে। দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী রাজনৈতিক লাইন রূপ পেল : একদিকে সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করা ও গণতন্ত্রকে সুসংহত করার লক্ষ্যে পরিচালিত সোভিয়েত রাশিয়া সহ অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশগুলির নীতি অপর দিকে সাম্রাজ্যবাদকে শক্তিশালী করতে ও গণতন্ত্রকে বিপন্ন করার লক্ষ্যে পরিচালিত আমেরিকা ও গ্রেট বৃটেনের নীতি। বিশ্ব প্রভুত্ব অর্জনের জন্য ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলিকে ধ্বংস করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার সংগ্রামের পথে যেহেতু সোভিয়েত রাশিয়া ও নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি (Countries of new democracy) বাধা হয়ে উঠল, সোভিয়েত রাশিয়া ও নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে এক ধর্মযুদ্ধ ঘোষিত হল। এবং আমেরিকা ও বৃটেনের অত্যুৎসাহী সাম্রাজ্যবাদী রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের পক্ষ থেকে নতুন যুদ্ধের হুমকী দিয়েও সেই জেহাদকে সমর্থন করা হল।

এইভাবেই দুটি শিবির গঠিত হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী ও গণতন্ত্র বিরোধী শিবির — যার মূল লক্ষ্য হল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিশ্ব প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করা ও গণতন্ত্রকে ধ্বংস করা। আর একটি হল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও গণতান্ত্রিক শিবির যার মূল লক্ষ্য হল সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করা, গণতন্ত্রকে সংহত করা, এবং ফ্যাসীবাদের ধ্বংসাবশেষকে সমূলে উচ্ছেদ করা।

সাম্রাজ্যবাদী শিবির ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শিবির—এই দু'ই সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী শিবিরের মধ্যে সংগ্রাম চলছে এমন একটি সময়ে যা পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের তীব্রতর হওয়ার মধ্য দিয়ে, পুঁজিবাদী শক্তিগুলির দুর্বলতর হওয়ার মধ্য দিয়ে এবং সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের শক্তিগুলির আরও ক্ষমতাশালী হওয়ার মধ্য দিয়ে চিহ্নিত হচ্ছে।

সুতরাং সাম্রাজ্যবাদী শিবির ও তার নেতৃত্বকারী শক্তি আমেরিকা বিশেষভাবে আগ্রাসী ভূমিকা নিয়ে চলছে। এই ভূমিকা সর্বক্ষেত্রে বিস্তার লাভ করেছে—সামরিক রণনীতিগত, অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে আদর্শগত সংগ্রামের মঞ্চে। বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণের নীতির যে সার্বিক পরিকল্পনা আমেরিকা সারা দুনিয়ার দেশে দেশে অনুসরণ করে চলেছে, ট্রুম্যান মার্শাল প্লান হল সেই পরিকল্পনার অংশ মাত্র ও একটি ইউরোপীয় ক্ষুদ্র সংস্করণ দ্বারা আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীদের ইউরোপকে দাসত্ব করানোর জন্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিকল্পনার পরিপূরক হচ্ছে চীন ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে দাসত্ব করানোর পরিকল্পনা। বিগত দিনের আগ্রাসনকারীরা—জার্মানী ও জাপানে পুঁজিপতি চূড়ামণিরা (Capitalists magnets) বর্তমানে আমেরিকার দ্বারা লালিতপালিত হচ্ছে একটি নূতন ভূমিকা পালন করার উদ্দেশ্যে যে ভূমিকা হল ইউরোপে ও এশিয়ায় আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী নীতি রূপায়নের হাতিয়ার হিশেবে।

সাম্রাজ্যবাদী শিবিরএর ভাঁড়ারে বহুবিধ কৌশলগত হাতিয়ার মজুত থাকে। এগুলির উদ্দেশ্যও বহুমুখী। (The arsenal of tactical weapons used by the imperialist camp is highly diversified) ব্ল্যাকমেল, বলপূর্বক কেড়ে নেওয়া। রয়েছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্ত প্রকার চাপ সৃষ্টির উপায়। রয়েছে ঘুষ দেওয়া, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও বিভেদগুলিকে কাজে লাগানো—নিজের অবস্থানকে জোরদার করার জন্য। অবশ্য এসব কিছু উদারনৈতিক শান্তিবাদী মুখোশের আড়ালে গোপন করা হয়। ধাপ্পা দেওয়ার জন্য। রাজনীতিগতভাবে অনভিজ্ঞদের ফাঁদে ফেলার মতলবে।

সাম্রাজ্যবাদীদের বিভিন্ন কৌশলগত অস্ত্রের ভাণ্ডারে ফ্রান্সে ব্লামের (like Blum) মত, জার্মানীতে সুম্যাচের মত (like Schumacher) বৃটেনে অ্যাটলী ও বেভিনের মত (like Atlee and Bevin) অস্ট্রীয়ার রেনে ও সার্ফ এর মত (like Renner and Scherf) ইতালীতে সারাগত ও ফ্রান্সে ব্লাম প্রভৃতির (like Saragat in Italy) মত দক্ষিণপন্থী সোস্যালিস্টদের বিশ্বাসঘাতকতামূলক নীতিকে সাম্রাজ্যবাদীদের কাজে লাগানোর কৌশলের একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এই সব দক্ষিণপন্থী সোস্যালিস্টরাই সাম্রাজ্যবাদী নীতির প্রকৃত

স্বার্থ মর্মবস্তুকে ঢেকে রাখতে চেষ্টা করে গণতন্ত্রের মুখোশ ও সমাজতন্ত্রের বুকনীর আড়ালে। অথচ প্রকৃতপক্ষে সর্ব দিক থেকে এরা একান্ত বিশ্বাস ভাজন দালাল রূপে সাম্রাজ্যবাদীদের সেবা করে—শ্রমিকশ্রেণীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে নিজেদের বীজ বুনে তাদের মন বিষাক্ত করে দিয়ে। এটা আকস্মিক কিছু নয় যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার বিদেশনীতির সবচেয়ে ধারাবাহিক উৎসাহী রূপকার খুঁজে পেয়েছিল বেভিনদের মধ্যে (in Bevin)।

এমন একটা পরিস্থিতিতে এটা প্রয়োজন যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক শিবিরের (তার নিজস্ব) কর্মী সমর্থকদের ঘনিষ্ঠ ও সংহত করে তুলবে। কাজ কর্মের একটা সর্বসম্মত কর্মসূচী গ্রহণ করবে। নিজস্ব কৌশল বাস্তবায়িত করবে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার সহযোগী ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে, মুখ্যত বৃটেনে ও ফ্রান্সে দক্ষিণপন্থী সোস্যালিস্টদের বিরুদ্ধে।

সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিতে সারা ইউরোপে সমস্ত গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তির প্রচেষ্টা প্রয়োজনীয়। দক্ষিণপন্থী সোস্যালিস্টরা এই উদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতক। ব্যতিক্রম হল সেই সমস্ত নয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলি যেখানে কম্যুনিস্টদের সঙ্গে সোস্যালিস্ট ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল পার্টিগুলির মিলিত মোর্চা সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ভিত্তি রচনা করে। অধিকাংশ দেশে সোস্যালিস্টরা মুলত ফরাসী সোস্যালিস্টরা ও ব্রিটিশ লেবার পার্টি অনুগামীরা (British laborites)—রামাদিয়ের, ব্লাম, অ্যাটলী ও বেভিন—তাদের গোলামীসুলভ আচরণ ও চাটুকারবৃত্তি দ্বারা আমেরিকার পুঁজিকে লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করছে। এর দ্বারা জবর দস্তি কেড়ে নিতে উত্তেজিত করছে ও নিজেদের দেশকে আমেরিকার উপর জায়গীর ভোগী প্রজার মত নির্ভরশীলতার পথে ঠেলে দিচ্ছে।

এটা কম্যুনিস্ট পার্টিগুলির উপর বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করে। তাদেরকে অবশ্যই নিজ নিজ দেশের জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সুরক্ষার পতাকাকে নিজেদের হাতে তুলে নিতে হবে। যদি কম্যুনিস্ট পার্টিগুলি অবিচলিতভাবে তাদের অবস্থানে লেগে থাকে, তারা যদি নিজেদেরকে প্ররোচিত করতে (intimadated) ও ঠকাতে সুযোগ করে না দিতে চায়, যদি সাহসের সাথে নিজেদের দেশে গণতন্ত্র ও জাতীয় সার্বভৌমত্ব মুক্তি ও স্বাধীনতা রক্ষা করে-নিজেদের দেশকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে দাসত্ব করানোর প্রচেষ্টায় বিরুদ্ধে সংগ্রামে জাতীয় স্বাধীনতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য লড়তে যদি প্রস্তুত এমন সমস্ত শক্তিগুলিকে নেতৃত্ব বলে সক্ষম হয়, তবে ইউরোপ ও এশিয়ার দেশগুলিকে পদানত করার কোন পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ পাবে না।

কম্যুনিস্ট পার্টিগুলির বর্তমানে এটা অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

এটা মনে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন যে সাম্রাজ্যবাদীদের একটি নতুন যুদ্ধ বাধানোর আকাঙ্খার সংগে বাস্তবে এরকম একটা যুদ্ধ সংগঠিত করতে পাঁচটি সম্ভাবনার বিশাল ব্যবধান আছে। বিশ্বের জাতিগুলি যুদ্ধ চায় না। শান্তির পক্ষে শক্তি এত বিরাট এত ক্ষমতাশালী যে যদি সেই শক্তি শান্তি রক্ষায় অবিচল ও দৃঢ় থাকে, যদি তেজস্বীতা ও কৃত সংকল্প ভূমিকা নেয় তাহলে আগ্রাসনকারীদের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতে বাধ্য। এটা ভুলে যাওয়া কিছুতেই উচিত নয় যে, সাম্রাজ্যবাদীদের দালালরা যে যুদ্ধের বিপদ সম্পর্কে সোরগোল তুলছে তা দুর্বল স্নায়ু ও দোদুল্যমান শক্তিগুলিকে আতঙ্কিত করে তোলার মতলবে। এবং তাদেরকে ব্ল্যাকমেল করে আগ্রাসনকারীদের জন্য কিছু সুবিধা আদায় করে দিতে।

বর্তমানে শ্রমিকশ্রেণীর প্রধান বিপদ নিহিত রয়েছে তার নিজের শক্তি সম্পর্কে অবমূল্যায়নের মধ্যে ও সাম্রাজ্যবাদীদের শক্তিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ভাবার মধ্যে। ঠিক যেভাবে মিউনিখনীতি অতীতে হিটলারপন্থী আগ্রাসনবাদীদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল, ঠিক একইভাবে আমেরিকা ও সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের নতুনীতি তাদের মদতদারদের আরও বেশী উগ্র ও আগ্রাসী করে তুলতে বাধ্য। সুতরাং কম্যুনিস্ট পার্টিগুলিকে সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণ ও আগ্রাসনের পরিকল্পনাকে প্রতিরোধ করতে নেতৃত্ব দিতে হবে সর্বক্ষেত্রে—রাষ্ট্র, রাজনীতি অর্থনীতি ও আদর্শগত ক্ষেত্রে। তাদেরকে অবশ্যই তাদের সমস্ত কর্মী সমর্থক স্তরকে সংহত করতে হবে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও গণতান্ত্রিক সাধারণ মঞ্চের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে তাদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। তাদের নিজেদের চারপাশে সামিল করতে হবে জাতিগুলির সমস্ত গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক শক্তিগুলিকে।

অভিজ্ঞতার বিনিময় ও কার্যধারার সমন্বয় সাধন সম্পর্কে সম্মেলনে প্রতিনিধিত্বকারী পার্টিগুলির প্রস্তাব।

এই সম্মেলন ঘোষণা করছে যে এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারী কম্যুনিস্ট পার্টিগুলির পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগের অভাব বর্তমান পরিস্থিতিতে একটি গুরুতর সীমাবদ্ধতা। অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে কম্যুনিস্ট পার্টিগুলির নিজেদের মধ্যে এই ধরনের যোগাযোগের অভাব হল ভুল এবং ক্ষতিকারক। বিভিন্ন কম্যুনিস্ট পার্টিগুলির পরস্পরের মধ্যে অভিজ্ঞতার বিনিময় ও কাজকর্মের স্বেচ্ছা প্রণোদিত সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন বর্তমানে তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ক্রমবর্দ্ধমান জটিলতার প্রেক্ষপটে। এমন একটা প্রেক্ষপট যেখানে কম্যুনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে যোগাযোগের ঘাটতি শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে ক্ষতিকারক বলে প্রমাণিত হতে পারে।

এই সমস্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে ঐক্যমত হয়েছে :

১. কম্যুনিস্ট পার্টি অব যুগোশ্লাভিয়া, বুলগারিয়ান ওয়ার্কার্স পার্টি (কম্যুনিস্ট পার্টি), কম্যুনিস্ট পার্টি অব রুমানিয়া, হাঙ্গেরিয়ান কম্যুনিস্ট পার্টি, পোলিশ ওয়ার্কার্স পার্টি, কম্যুনিস্ট পার্টি অব সোভিয়েত ইউনিয়ন (বলশেভিক), কম্যুনিস্ট পার্টি অব ফ্রান্স, কম্যুনিস্ট পার্টি অব চেকোশ্লোভাকিয়া, এবং কম্যুনিস্ট পার্টি অব ইটালীর প্রতিনিধিবৃন্দ নিয়ে একটি ইনফরমেশন ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করা হবে।

২ অভিজ্ঞতার বিনিময়ের উদ্দেশ্য সংক্রান্ত সংগঠনের দায়িত্বভার অর্পন করা হল ইনফরমেশন ব্যুরোর উপর। এবং যদি প্রয়োজন হয় পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে কম্যুনিস্ট পার্টিগুলির কার্যাবলীকে সুসমন্বিত করার দায়িত্বও তার উপর বর্তাবে।

৩. প্রতিটি কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে দুজন করে প্রতিনিধি নিয়ে ইনফরমেশন ব্যুরো গঠিত হবে। কেন্দ্রীয় কমিটিগুলিই এই প্রতিনিধি বৃন্দকে নিয়োগ অথবা বাতিল করতে পারবে।

৪. ইনফরমেশন ব্যুরোর একটি মুদ্রিত মুখপত্র প্রকাশ করতে হবে—প্রথমে একটি পাক্ষিক, পরে সাপ্তাহিক। এই মুখপত্র ফরাসী, রুশ এবং যখন সম্ভব হবে তখন অন্যান্য ভাষাতেও।

৫· ইনফরমেশন ব্যুরো স্থাপিত হবে বেলগ্রেডে।

১৯৪৯ এর নভেম্বরে অনুষ্ঠিত কমিনফর্মের মিটিং এর সিদ্ধান্তগুলি থেকে

[কমিনফর্মের তৃতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৯-এর নভেম্বরে। ১৯৫৬ পর্যন্ত কমিনফর্ম টিঁকে থাকলেও ১৯৪৯-এর সভাটিই ছিলো শেষ সাধারণ সভা। নিচে আমরা এই সভার দুটি পূর্ণ সিদ্ধান্ত পুনর্মুদ্রিত করলাম: ১ শান্তি রক্ষা ও যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। ২· শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য এবং কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির কর্তব্য।]

এক ॥

শান্তি রক্ষা ও যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

কম্যুনিস্ট পার্টি অব বুলগারিয়া, রুমানিয়ান ওয়ার্কার্স পার্টি, হাঙ্গারিয়ান ওয়ার্কিং পিপলস পার্টি, পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টি, কম্যুনিস্ট পার্টি অব দি সোভিয়েত ইউনিয়ন (বলশেভিক) ফ্রেন্চ কম্যুনিস্ট পার্টি ইটালিয়ান কম্যুনিস্ট পার্টি এবং কম্যুনিস্ট পার্টি অব দি চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ শান্তিকে সুরক্ষিত করা ও যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সম্পর্কিত প্রশ্নগুলি আলাপ আলোচনা করে নিম্নলিখিত সর্বসম্মত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করে।

১৯৪৭ সালে সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত কম্যুনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির ইনফরমেশন ব্যুরোর প্রথম সম্মেলন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে যে বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছিল, গত দু'বছরের ঘটনাবলীতে তার সম্পূর্ণ সঠিকতা প্রমাণিত হয়েছে।

এই পর্যায়ে বিশ্ব রাজনীতির দু'টি ধারা আরও তীক্ষ্ণ ও স্পষ্টভাবে উন্মোচিত হয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বে পরিচালিত গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শিবিরের একটি ধারা। এই শিবির অবিচলভাবে নিরবচ্ছিন্নভাবে জনগণের শান্তির জন্য, গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করে। এবং আর একটি ধারা হল সাম্রাজ্যবাদী গণতন্ত্র বিরোধী শিবিরের—যার নেতৃত্বে রয়েছে আমেরিকার শাসকশ্রেণী। এই শিবিরের মুখ্য উদ্দেশ্য হল জবরদস্তিমূলকভাবে সারা বিশ্বে ইঙ্গ-মার্কিন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করা, গণতন্ত্রকে ধ্বংস করা এবং আর একটি নতুন যুদ্ধ বাধানো।

শান্তির শক্তি ক্রমশ জোরদার হচ্ছে

অধিকন্তু, সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের আগ্রাসী মনোভাব ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বৃটেন ও আমেরিকার শাসকচক্র খোলাখুলিভাবে আগ্রাসনের নীতি ও একটি নতুন যুদ্ধের প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধের শিবিরের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথে শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের পক্ষে বিকাশপ্রাপ্ত হয়েছে ও বৃদ্ধি পেয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষমতার আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্তি জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে আরও বলশালী হওয়া ও সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার পথে তাদের অগ্রগতি, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে চীনের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের ঐতিহাসিক সাফল্য, জার্মান ডেমোক্রাটিক রিপাবলিকের সৃষ্টি, কম্যুনিস্ট পার্টিগুলির শক্তিশালী হওয়া ও পুঁজিবাদী দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশ, শান্তির পক্ষে আন্দোলনের বিরাট সম্ভাবনা—এ সমস্ত কিছুই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও গণতান্ত্রিক শিবিরের বিশাল ব্যাপকতা ও শক্তি বৃদ্ধিকে সূচীত করেছে।

এর পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদী ও গণতন্ত্রবিরোধী শিবির ক্রমাগত দুর্বলতর হয়ে পড়ছে। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের শক্তিগুলির একের পর এক বিজয়, অর্থনৈতিক সংকটের তীব্রতা বৃদ্ধি (maturing), পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের তীব্রতাবৃদ্ধি, পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ ও বহির্দ্বন্দ্ব তীব্র হওয়া, এ সমস্ত কিছুই সাম্রাজ্যবাদের ক্রমাগত দুর্বলতর হয়ে পড়ার প্রমাণ।

বিভিন্ন শক্তির সমন্বয়ের পরিবর্তন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও গণতন্ত্রের শিবিরের অনুকূলে চলে যাওয়া, ফলে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্রোধ ও প্রতিহিংসার জন্ম নিয়েছে। ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ইতিহাসের বিকাশের ধারাকে যুদ্ধের দ্বারা পরিবর্তন করার উপর নির্ভর করে—তাদের অভ্যন্তরীণ ও বহির্দ্বন্দ্ব ও সমস্যাগুলি সমাধান করার উদ্দেশ্যে ও একচেটিয়া পুঁজির অবস্থানকে সংহত করা এবং বিশ্ব প্রভুত্ব অর্জন করার উদ্দেশ্যে।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ প্রস্তুতি

সময়টা তাদের খারাপ যাচ্ছে, এটা অনুভব করে সাম্রাজ্যবাদীরা উত্তেজনাময় দ্রুততার সঙ্গে বিভিন্ন ধরণের মোর্চা ও মৈত্রীবন্ধনে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে জমায়েত করছে তাদের আগ্রাসনের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য। ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী জোট (bloc) । এর সমগ্র নীতিটি একটি নতুন যুদ্ধের প্রস্তুতিকে সাহায্য করে। এর অভিব্যক্তি দেখা যায় জার্মানী ও জাপানের সঙ্গে শান্তি প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার মধ্যে জার্মানীকে হতমান (dismemberment) করার কাজ সম্পূর্ণ করার মধ্যে, আমেরিকার সেনাবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত জার্মানী ও জাপানের পশ্চিমাঞ্চলকে ফ্যাসীবাদ ও উগ্রজাতিদম্ভের (revanchism) উর্বর ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করা এবং এই জোটের আগ্রাসনের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার লীলাভূমিতে (Jumping-off grounds) পরিণত করার মধ্য দিয়ে। পদানত করার উদ্দেশ্যে রচিত মার্শাল প্ল্যান—Western union এবং North Atlantic (উত্তর আটলান্টিক) সামরিক জোটের মধ্যে দিয়ে এরই প্রত্যক্ষ বিস্তার—যা সমস্ত শান্তিপ্রিয় জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত, এছাড়া আমেরিকার ও পশ্চিম ইউরোপের দেশে দেশে লাগাম ছাড়া অস্ত্র প্রতিযোগিতা, স্ফীত কলেবর সামরিক বাজেট এবং আমেরিকার সামরিক ঘাঁটি এলাকাগুলির কাজকর্মের (Net work) বিস্তার—এসবই ঐ নীতির উদ্দেশ্য সাধন করে। পরমাণু অস্ত্রের উপর আমেরিকার একচেটিয়া অধিকারের বর্ম (legend) নস্যাৎ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ইঙ্গ-মার্কিন জোটের পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করতে রাজী না হওয়া এবং যুদ্ধাতঙ্ক (war-hysteria) সম্ভাব্য সর্ব উপায়ে ফেনিয়ে তোলার (fomenting) মধ্য দিয়ে এই নীতিই প্রকট হয়ে উঠছে।

সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ (U. N. O.) কে ভেতর থেকে পচিয়ে দিতে (undermining) এবং এটিকে মার্কিন একচেটিয়া গোষ্ঠীর ক্রীড়নকে পরিণত করার উদ্দেশ্যে U. N. O'র মধ্যে ইঙ্গ-মার্কিন জোটের অনুসৃত কৌশল উক্ত নীতির দ্বারাই নির্ধারিত হয়।

এছাড়াও, একটি নতুন যুদ্ধ বাধানোর উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদীদের নীতির প্রকাশ ঘটেছে Rajk এবং Brankov এর বুদাপেস্ট ট্রায়াল (Budapest trial) এর মাধ্যমে উদঘাটিত চক্রান্তের মধ্যে (plot)। যে চক্রান্ত

সংগঠিত করা হয়েছিল জনগণতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে ও সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন চক্রের দ্বারা জাতীয়তাবাদী ফ্যাসিস্ট টিটো-চক্রের (Tito clique) সহযোগিতায়। সে টিটোচক্র আন্তর্জাতিক প্রতি-ক্রিয়ার এক দঙ্গল (band) দালালে পর্যবসিত হয়েছে। একটি নতুন যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য নীতির অর্থ হল, পুঁজিবাদী দেশের ব্যাপক জনগণের উপর ট্যাক্সের অসহনীয় বোঝা বেড়ে চলা, শ্রমজীবী জনগণের দারিদ্র্য বেড়ে যাওয়া এবং এরই পাশে একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলির সুপার প্রফিট (সর্বোচ্চ মুনাফার) অভূতপূর্ব স্ফীতি। একচেটিয়াগোষ্ঠীগুলি অস্ত্র প্রতি-যোগিতা থেকে নিজেদের ক্রমাগত সম্পদশালী করে তোলে।

অর্থনৈতিক সংকটের তীব্রতা বৃদ্ধি (Maturing) ক্রমশ পুঁজিবাদী দেশ-গুলিতে আরও বেশী দারিদ্র্য, বেকারীত্ব ও অনাহারের জন্ম দেয় এবং ভবিষ্যতের দুঃখকষ্টের আতঙ্ক জাগিয়ে তোলে শ্রমজীবী জনগণের মনে একই সঙ্গে যুদ্ধ প্রস্তুতির নীতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সাম্রাজ্যবাদী চক্রের দ্বারা ব্যাপক জনগণের মৌলিক প্রধান অধিকার সমূহ ও গণতান্ত্রিক স্বাধী-নতার উপর লাগাতার আক্রমণ। সামাজিক, রাজনৈতিক, আদর্শগত — জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা বৃদ্ধি, জনগণের মধ্যে প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক অংশের বিরুদ্ধে ফ্যাসীবাদী পদ্ধতিতে বর্বর আইন প্রয়োগ করা — এ সবই হচ্ছে এমন পদক্ষেপ যার দ্বারা সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা একটা লুণ্ঠনকারী যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাচ্ছে।

এই রূপে ফ্যাসিস্ট আগ্রাসনকারীদের মতই, ইঙ্গ-মার্কিন জোট একটি নতুন যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সমস্ত ক্ষেত্রে—সামরিক রণনীতিগত কর্মসূচী গ্রহণ করা, রাজনৈতিক চাপসৃষ্টি ও ব্ল্যাকমেল করা, অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ও জনগণকে পদানত করা, জনগণের মধ্যে মতাদর্শগত ক্ষেত্রে অসচেতনতার (stupefaction) জন্ম দেওয়া এবং প্রতিক্রিয়াকে জোর-দার করা : এ সবই তারা করছে।

সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের শক্তিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখছে

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা বিশ্ব প্রভুত্ব অর্জন করার উদ্দেশ্য নিয়ে আর একটি নতুন যুদ্ধ বাধানোর পরিকল্পনা করছে। সাম্রাজ্যবাদী শিবির ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের শক্তির বাস্তব অবস্থাটা (actual relation of forces) অগ্রাহ্য করে।

হিটলার পন্থী ও জাপ সাম্রাজ্যবাদীদের পরিকল্পনার তুলনায় এদের বিশ্ব প্রভুত্ব অর্জন করার জন্য পরিকল্পনার বাস্তব ভিত্তি অনেক কম এবং তা অনেক বেশী অ্যাডভেঞ্চার ধর্মী। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা খুব পরিষ্কারভাবেই নিজেদের শক্তিকে বাড়িয়ে দেখে আর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শিবিরের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি ও সংগঠনকে কমিয়ে দেখে। যে সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটান হয়েছিল (Prepared) তখনকার চেয়ে বর্তমান ঐতিহাসিক পরি-স্থিতি সম্পূর্ণভাবে আলাদা। বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে যুদ্ধবাজ-দের পক্ষে তাদের রক্তশোষণকারী পরিকল্পনা বাস্তব রূপদানের কাজ অতুলনীয়ভাবে কঠিনতর। "সাম্প্রতিক যুদ্ধের বিভীষিকা এখনও জনগণের মনের মধ্যে জীবন্ত হয়ে আছে। শান্তির পক্ষে সামাজিক শক্তিগুলির সমাবেশ অনেক বেশী। আগ্রাসন করে এই শক্তিকে পরাস্ত করা এবং তাদেরকে নতুন এক যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেওয়া চার্চিলের অনুগামীদের পক্ষে সম্ভব নয়।" —স্তালিন

জনগণ যুদ্ধ চায় না। বরং যুদ্ধকে ঘৃণা করে। তারা ক্রমাগত বেশী বেশী করে সচেতন হয়ে উঠছে যুদ্ধের ভয়াবহ আবর্ত সম্পর্কে (terrible abyss) যার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদেরকে ফাঁদিয়ে দিতে চাইছে। যুদ্ধবাজ-দের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ জনগণতান্ত্রিক দেশগুলিও আন্তর্জা-তিক শ্রমিকশ্রেণীর লাগাতার সংগ্রাম এবং শান্তির জন্য। জাতিগুলির স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনসমূহ পৃথিবীর দেশে দেশে জনগণের ব্যাপকতম অংশের কাছ থেকে প্রতিদিন নজীর বিহীন প্রচণ্ড সমর্থন লাভ করছে।

এই হল শান্তির সপক্ষে সমর্থকদের প্রবল আন্দোলনের অগ্রগতি। এই আন্দোলনে জড়িয়ে আছে চারশো মিলিয়ন লোক। ক্রমশ তা বিস্তার লাভ করছে—শক্তিশালী হচ্ছে বিশ্বের সমস্ত দেশকে পরিব্যাপ্ত করে। তার কর্মীবাহিনীতে সামিল করছে আরও আরও বেশী সংগ্রামীকে যুদ্ধের হুমকীর বিরুদ্ধে। শান্তির সপক্ষে সমর্থকদের আন্দোলন এই বাস্তব সত্যে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে যে জনগণের বিপুল অংশ শান্তিকে সুরক্ষিত করার দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিচ্ছে এবং শান্তি সুরক্ষিত করতে ও যুদ্ধকে প্রতিহত করতে তাদের অদম্য আকাঙ্খাকে সোচ্চার করছে।

যুদ্ধের বিপদকে কিছুতেই লঘু করে দেখা উচিৎ নয়

আমেরিকা ও বৃটেনের নেতৃত্বে পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির দ্বারা নতুন যুদ্ধের বিপদকে লঘু করে দেখলে শান্তির স্বার্থের পক্ষে তা হবে ভুল ও ক্ষতিকারক।

গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের শিবিরের শক্তির দুর্বার অগ্রগতি শান্তির জন্য প্রকৃত সংগ্রামীদের বাহিনীর স্তরে স্তরে যেন কোন প্রকার আত্মতুষ্টির মনোভাবের জন্ম না দেয়। এটা মারাত্মক ও ক্ষমাহীন ভুল হবে যদি মনে করা হয় যে যুদ্ধের আশঙ্কা কমে গিয়েছে।

ইতিহাসের অভিজ্ঞতা আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে সাম্রাজ্যবাদী প্রতি-ক্রিয়ার স্বার্থ যতই বিপন্ন হয়ে ওঠে, ততই তারা মারমুখী হয়ে ওঠে। ততই তাদের দ্বারা সামরিক অভিযানের (adventure) বিপদের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। কেবলমাত্র জনগণের প্রচণ্ডতম সতর্কতা, শান্তির পক্ষে সমস্ত ক্ষমতা নিয়ে ও সম্ভাব্য সমস্ত উপায়কে কাজে লাগিয়ে তাদের সক্রিয়-ভাবে সংগ্রাম করার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনোভাব নতুন যুদ্ধের প্ররোচকদের শয়-তানীকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে সক্ষম। নতুন যুদ্ধের আশঙ্কার তীব্রতা বৃদ্ধির মুহূর্তে সমস্ত কম্যুনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির উপর একটি মহান ও ঐতি-হাসিক দায়িত্ব বর্তাচ্ছে।

একটি দৃঢ়ভিত্তি (stable) স্থায়ী শান্তির জন্য যুদ্ধেরপক্ষে যারা তাদের বিরুদ্ধে শান্তির পক্ষে সমস্ত শক্তি সংগঠিত করা, সমবেত করার জন্য সং-গ্রাম পরিচালনা করা কম্যুনিস্ট পার্টিগুলি ও গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলির কাজের কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করেছে। একটি নতুন যুদ্ধের সম্ভাবনার হাত থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করার বিরাট ও সুমহান দায়িত্ব পালন করার উদ্দেশ্যে কম্যুনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির প্রতিনিধিবৃন্দ নিম্নলিখিত কর্তব্যগুলিকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে।

সর্বাপেক্ষা জরুরী কাজ

১ ঐ আন্দোলনে জনগণের নতুন নতুন অংশকে টেনে এনে তাকে একটা দেশ-ব্যাপী (Nationwide) আন্দোলনের রূপ দেওয়ার মাধ্যমে শান্তিকামীদের আন্দোলনের বিস্তৃতি ও সাংগঠনিক সংহতি গড়ে তোলার জন্য আরও কঠোরভাবে পরিশ্রম করা প্রয়োজন।

যারা শান্তির পক্ষে ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে সেইসব ট্রেড ইউনিয়ন, মহিলা, যুব, কো-অপারেটিভ, খেলাধুলা শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সহ অন্যান্য সংগঠনগুলিকে বিজ্ঞানীদের, লেখকদের, সাংবাদিকদের, সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মীদের, সংসদীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সহ অন্যান্য রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের নেতাদেরও (social leaders) শান্তিকামীদের আন্দোলনে সামিল করার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন।

মানব জাতির সামনে যে নতুন যুদ্ধের হুমকী রয়েছে, তার বিরুদ্ধে সমস্ত সৎ শান্তিকামীদের তাদের ধর্ম বিশ্বাস, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, পার্টি সদস্য-পদে—যাই হোক না কেন, সকলকেই শান্তির জন্য সংগ্রামের একটি ব্যাপকতম মঞ্চের চারপাশে সামিল করা বর্তমানে আবশ্যিক দায়িত্বে পর্যবসিত হয়েছে।

২. শান্তিকামীদের আন্দোলনের আরও বিকাশের প্রয়োজনে এই আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণীর আরও বেশী সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং তার সমস্ত স্তরে আরও বেশী ঐক্য ও সংহতি নিয়ামক গুরুত্বসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। এই কারণে, নিজ নিজ জাতীয় স্বাধীনতা ও শান্তির জন্য সংগ্রামের উদ্দেশ্যে সাধারণ মঞ্চ (common platform) গড়ে তুলে তার ভিত্তিতে শান্তির জন্য সংগ্রামীদের বাহিনীতে শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপকতম অংশকে সামিল করা, শ্রমিকশ্রেণীর দৃঢ় ঐক্যের জন্ম দেওয়া, শ্রমজীবী মানুষের বিভিন্ন অংশের যৌথ সংগ্রাম গড়ে তোলা—প্রতিটি কম্যুনিষ্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টির প্রধান (primary) কর্তব্য।

৩ শ্রমিকশ্রেণীর ঐক অর্জিত হতে পারে কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টিকারী দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী বিভেদ পন্থীদের বিরুদ্ধে স্থির প্রতিজ্ঞ একসংগ্রামের ভিতর দিয়ে (Right-wing socialist splitters & disorganisers)। বেভিন, এট্‌লী, ব্লাম, গাই মলেট (Guy Mollet), স্পাক, সুমাচের, রেনে (Renner) সারাগাত এর মত দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী এবং গ্রীণ, ক্যারী (Carey) ও দিয়াকিন (Deakin) এর মত প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেডইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ যারা বিভেদপন্থী জনবিরোধী (anti populer) নীতি পরিচালনা করে,—তারাই হল শ্রমিকশ্রেণীর চরম শত্রু, যুদ্ধবাজদের দালাল ও সাম্রাজ্যবাদের লেজুড়। এরাই মেকী সমাজতান্ত্রিক (pseudo socialist) ও তথাকথিত আন্তর্জাতিকতাবাদের (cosmopolitanism) বুকনীর আড়ালে তাদের বিশ্বাসঘাতকতা গোপন করে রাখে।

কম্যুনিষ্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলিকে, লাগাতারভাবে শান্তির জন্য সংগ্রামের ভিতর দিয়ে, ধীরে ধীরে দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী নেতাদের মুখোস খুলে দিয়ে তাদেরকে শান্তির চরম শত্রু হিশেবে প্রতিপন্ন করতে হবে। দক্ষিণপন্থী নেতাদের নীতির প্রতিক্রিয়াশীল ধ্বংসাত্মক চরিত্রকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরে এই সোস্যালিষ্ট পার্টিগুলির (Socialist parties) প্রকৃত সৎকর্মী সমর্থক দরদীদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে। এইভাবে এদের নীচু তলার সংগঠন সমূহ ও সাধারণ কর্মী সদস্যদের সঙ্গে যতটা বেশী সম্ভব কাজ কর্মের ঐক্য ও সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলা ও তাকে সুসংহত করা প্রয়োজন।

৪. দীপ্ত দৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তির সপক্ষে জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার অভিযান চালিয়ে কম্যুনিষ্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলিকে আগ্রাসনকারীদের মানববিদ্বেষী প্রচারের (misanthropic propaganda) বিরোধিতা করতে হবে। এই আগ্রাসনকারীরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ইউরোপ ও এশিয়ার দেশগুলিকে রক্তাক্ত রণক্ষেত্রে পরিণত করার জন্য। তাদেরকে প্রতিনিয়ত আগ্রাসী মোর্চাগুলির (aggreassive blocs) এবং সমস্ত সামরিক ও রাজনৈতিক জোটের (Military political alliances) প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দিতে হবে—সর্বপ্রথম ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন (western union) ও নর্থ আটলান্টিক ব্লকের। (North-Atlantic bloc)। তাদেরকে ব্যাপকভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে যে নতুন একটি যুদ্ধ জনগণের জীবনে বিরাট বিপর্যয় ও ব্যাপক ধ্বংস নামিয়ে আনবে। এছাড়াও বুঝিয়ে বলতে হবে যে শান্তির পক্ষে ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাও বিশ্বের সমস্ত জনগণের কর্তব্য। ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এজেন্টদের দ্বারা যুদ্ধের পক্ষে প্রচার কার্য ও জনগণের মধ্যে জাতি-ঘৃণা ও শত্রুতা সৃষ্টির প্রয়াস যাতে প্রতিটি দেশে সমগ্র গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন জনগণের পক্ষ থেকে তীব্র ধিক্কারের সামনে পড়ে—তা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। যুদ্ধের পক্ষে প্রচারকদের কোন একটি কাজও যাতে প্রকৃত শান্তিকামীদের প্রত্যাঘাত থেকে অব্যাহতি না পায়—তা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৫. নতুন কার্যকরী এবং পরীক্ষিত পথে শান্তির জন্য গণসংগ্রামের সব ধরণের উপায়কেই ব্যাপকভাবে কাজে লাগাতে হবে। যেমন: শহর ও গ্রামে শান্তি রক্ষার্থে কমিটি গঠন, গণদরখাস্ত ও প্রতিবন্ধ সংগঠিত করা, জনগণের ভোট গ্রহণ প্রভৃতি যেগুলি ফ্রান্স ও ইটালীতে ব্যাপকভাবে চর্চা করা হয়। এছাড়া যুদ্ধ চক্রান্তকে উদ্ঘাটিত করে পুস্তক পুস্তিকা ছাপানো ও ছড়িয়ে দেওয়া, শান্তির জন্য সংগ্রামের তহবিল সংগ্রহ করা, এবং যুদ্ধের পক্ষে প্রচার চালায় এমন ফিল্ম কোম্পানী, সংবাদপত্র, বইপত্র, সাময়িক পত্রপত্রিকা, ব্রড কাষ্টিং কোম্পানী ও প্রতিষ্ঠান সমূহ সহ নেতৃবৃন্দকে বয়কট করা। কম্যুনিষ্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির এইগুলিই হল গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

৬. পুঁজিবাদী দেশগুলিতে কম্যুনিষ্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলি মনে করে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামকে শান্তির জন্য সংগ্রামের সঙ্গে একটি ঐক্যবদ্ধ সত্তায় সমন্বিত করাটা তাদের নিজেদেরই কর্তব্য। বুর্জোয়া সরকারগুলি যারা আগ্রাসী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ এজেন্টে পর্যবসিত হয়েছে, তাদের নীতিসমূহের জাতীয়তা বিরোধী বিশ্বাসঘাতকতামূলক চরিত্রকে প্রতিনিয়ত উদ্ঘাটিত করে দেওয়া বা তারা (কম্যুনিষ্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলি—অনুবাদক) নিজেদের কর্তব্য বলে মনে করে। তারা মনে করে সারা দেশের গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ ও সংহত করে মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কাছে অসম্মানজনক (ignominious) আনুগত্যের অবসানের জন্য সোচ্চার হওয়া, জনগণের জাতীয় স্বার্থের পরিপূরক স্বাধীন বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ নীতি গ্রহণের পথে ফিরে আসার জন্য দাবী করাও—তাদের নিজেদেরই কাজ।

শান্তি সুরক্ষিত করার প্রশ্নটি শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ সুরক্ষিত করার প্রশ্নের সঙ্গে—তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলির সুরক্ষার প্রশ্নটি যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আছে তা জনগণের ব্যাপকতম অংশের মধ্যে বুঝিয়ে বলার মাধ্যমে পুঁজিবাদী দেশ-

গুলিতে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা সুরক্ষিত করার জন্য সামিল করা প্রয়োজন। ফ্রান্স, ইটালী, বৃটেন, পশ্চিম জার্মানী সহ অন্যান্য দেশগুলিতে যেখানে তাদের দেশের জনগণকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের আগ্রাসনের পরিকল্পনা রূপ দিতে কামানের খোরাক বানাতে চায়, সেইসব দেশে কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য আছে। তাদের কর্তব্য হল শান্তির জন্য সংগ্রামকে আরও বিকশিত করা এবং ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধবাজদের অপরাধ সংঘটনের ধাঁচাটিকে গুড়িয়ে দেওয়া।

৭ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জনগণতান্ত্রিক দেশগুলির কম্যুনিষ্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টি সমূহকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজদের ও তাদের দালালদের স্বরূপ উদঘাটন করার দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি, জাতিগুলির শান্তি ও নিরাপত্তা সুরক্ষিত করার জন্য শান্তি ও সমাজতন্ত্রের শিবিরকেও আরও শক্তিশালী করার দায়িত্ব নিতে হবে।

৮ ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের আগ্রাসনের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য, বিশেষত মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে (Central and South-East Europe), জাতীয়তাবাদী টিটো চক্রের (Tito clique) উপর দায়িত্ব অর্পণ করেছে। এই টিটো চক্র সাম্রাজ্যবাদীদের গুপ্তচর বৃত্তির কাজে (espionage Service) নিযুক্ত হয়েছে। শান্তি রক্ষা ও যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কর্তব্য হলো এই চক্রের মুখোশ আরও বেশী করে খুলে দেওয়া। এই টিটো চক্র যোগ দিয়েছে শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের চরম শত্রু শিবিরে—সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসীবাদের শিবিরে।

মানবজাতির ইতিহাসে এই প্রথম একটি সংগঠিত শান্তি মোর্চার (organized peace front) অভ্যুত্থান ঘটেছে—যার নেতৃত্বে রয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন—শান্তি রক্ষার দুর্গ এবং সারা বিশ্বে যে শান্তির আদর্শের পতাকা তুলে ধরবে। বিশ্বে সমাজতন্ত্রের প্রথম জন্মভূমির বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে জনগণ কোনদিনই যুদ্ধ করবে না—কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির এই মর্মে উদাত্ত আহ্বান পুঁজিবাদী দেশগুলিতে ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে ক্রমশ দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে। ফ্যাসীবিরোধী যুদ্ধের সময়ে, আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিরোধ সংগ্রামে পুরোভাগে ছিল নিজ নিজ দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলি। যুদ্ধোত্তর পর্যায়ে, নতুন যুদ্ধের বিরুদ্ধে নিজ নিজ দেশের জনগণের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ (vital interests) রক্ষা করার সংগ্রামে কম্যুনিষ্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলিই রয়েছে সামনের সারিতে।

আরও একটি নতুন যুদ্ধের বিরোধী শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে—শ্রমজীবী জনগণ, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি জগতের নারী ও পুরুষগণ, সাম্রাজ্যবাদীদের অপরাধ সংঘটনের ধাঁচাটিকে নস্যাৎ করে দিতে পারার মত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রচণ্ড শক্তিশালী একটি শান্তি মোর্চা (peace front) সংগঠিত করছে। শান্তির জন্য গড়ে ওঠা বিরাট ও মহতী (gigantic) সংগ্রামের পরিণতি কি হবে তা বহুলাংশে নির্ভর করছে কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির উৎসাহ ও উদ্যোগের উপর। অগ্রগামী বাহিনীর যোদ্ধা হিশেবে প্রধানত কম্যুনিষ্টদের উপরেই নির্ভর করে যুদ্ধবাজদের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেওয়ার সম্ভাবনাটা সত্য সত্যই বাস্তবে ঘটবে কিনা।

গণতন্ত্রের পক্ষে শক্তি, শান্তির পক্ষে শক্তি প্রতিক্রিয়ার অনুকূলে সমবেত শক্তির চেয়ে অনেক বেশী। জনগণের মৌলিক স্বার্থ রক্ষার জন্য, জীবন ও স্বাধীনতার জন্য, শান্তি রক্ষার জন্য জনগণের ব্যাপক অংশকে সংগঠিত করে সক্রিয় ভূমিকায় সামিল করতে হবে। যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে জনগণের সতর্কতা আরও বাড়িয়ে তুলতে হবে।

দুই ॥

শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য এবং কম্যুনিষ্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির কর্তব্য □

ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা যে এক নতুন যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে, শ্রমিকশ্রেণীর ও ব্যাপক জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াদের প্রচার অভিযান চলছে। এই পরিস্থিতির দাবী হল শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে শক্তিশালী করা। শান্তি রক্ষা করা ও সংহত করার জন্য। যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়ার অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রবল প্রত্যাঘাত হানার জন্য। এই সংগ্রামে সাফল্যের গ্যারান্টী হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর সর্বস্তরের ঐক্য।

যুদ্ধোত্তর অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দেয় যে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের মধ্যে ভাঙ্গন ধরানোর নীতি সাম্রাজ্যবাদীদের রণকৌশল ও পদ্ধতির মজুত ভাণ্ডারে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এগুলির সাহায্যেই সাম্রাজ্যবাদীরা আর একটি নতুন যুদ্ধ বাধানোর চেষ্টা চালায়। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের শক্তিগুলিকে দমন করার জন্য। জনগণের ব্যাপক অংশের জীবন যাত্রার মান তীব্র গতিতে নীচে নামিয়ে দেওয়ার জন্য।

আলাদা আলাদা ভাবে প্রতিটি দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এবং সমগ্র বিশ্ব পর্যায়ে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য বর্তমান সময়ে যেরকম নিয়ামক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান অর্জন করেছে, আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের সমগ্র ইতিহাসে ইতিপূর্বে কোন দিনই শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য এতখানি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। শ্রমিকশ্রেণীর স্তরে স্তরে ঐক্য প্রয়োজন। শান্তি রক্ষার জন্য। যুদ্ধবাজদের অপরাধ সংঘটনের পরিকল্পনাকে প্রতিরোধ করার জন্য (thwart) গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য। ঐক্য প্রয়োজন ফ্যাসীবাদী পদ্ধতিতে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে প্রতিহত করতে। ঐক্য প্রয়োজন শ্রমিকশ্রেণীর মৌলিক স্বার্থের বিরুদ্ধে একচেটিয়া পুঁজির অভিযানের উপর জোরালো পাল্টা আঘাত আনার জন্য এবং শ্রমজীবী জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার কিছু উন্নয়ন অর্জন করার জন্য। শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক অংশকে, তাদের পার্টির সদস্য পদ, ট্রেডইউনিয়ন, ধর্ম বিশ্বাস যাই হোক না কেন, সকলকে সামিল করে এই লক্ষ্য অর্জন করা যেতে পারে। শান্তি রক্ষার জন্য, নিজ নিজ দেশের জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শ্রমজীবী জনগণের অর্থনৈতিক স্বার্থ ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য সমস্ত শ্রমিককে সামিল করার সবচেয়ে কার্যকরী পথ হচ্ছে নীচু তলা থেকে ঐক্য গড়ে তোলা।

শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য পুরোপুরি অর্জনযোগ্য বিষয়। বিভেদপন্থী ও ঐক্যের শত্রুদের দ্বারা পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়নগুলির কেন্দ্রের এবং পার্টিগুলির বিরোধিতা সত্ত্বেও।

সাধারণভাবে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে জমায়েত করা, শ্রমিকশ্রেণীর বিভেদ (split) অপসারিত করার ব্যাপারে বড় বড় সাফল্যের দ্বারা যুদ্ধোত্তর কালটি চিহ্নিত হয়ে আছে। এরই প্রকাশ ঘটছে ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের মধ্য দিয়ে (World Federation of Trade Union) প্রকাশ ঘটছে উয়োমেন্স্ ইনটার ন্যাশানাল ডেমোক্রাটিক

ফেডারেশন' (W I D. F) এবং ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব ডেমোক্রাটিক ইয়ুথ (W. F. D. Y) গঠনের মধ্য দিয়ে। প্রকাশ ঘটছে ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অব পার্টিজানস্ অব পীস্ (world congress of partigans of peace) আহ্বান করার মধ্য দিয়ে। ঐক্যের সাফল্য প্রতিভাত হচ্ছে ফ্রান্সে জেনারেল কনফেডারেশন অব লেবার গঠনের মধ্য দিয়ে, ইটালীতে একটি ঐক্যবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন - জেনারেল কনফেডারেশন অব লেবার নাম নিয়ে প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে—এবং ইটালী ও ফরাসী প্রলেতারিয়েতের জংগী কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে।

জনগণতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য অর্জনের ক্ষেত্রে অনেক ঐতিহাসিক সফলতা অর্জিত হয়েছে। অনেকগুলি শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এরই পাশাপাশি অনেক ইউনাইটেড ট্রেডইউনিয়ন ইউনাইটেড কোপারেটিভ এবং যুব, ছাত্র ও মহিলাদের সংগঠন ছাড়াও অন্যান্য সংগঠনও তৈরী হয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর এই ঐক্য অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির সাফল্য অর্জন করতে জনগণতান্ত্রিক দেশগুলিতে একটি নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছিল। এই ঐক্য রাষ্ট্রে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব দানকারী ভূমিকাকে সুনিশ্চিত করেছিল এবং শ্রমজীবী জনগণের বাস্তব অবস্থার আমূল উন্নতি সাধনের নিশ্চয়তা দিতে পেরেছিল।

উক্ত প্রতিটি বিষয়ই, নিজস্ব কর্মী সমর্থক দরদীদের বাহিনীকে সুসংহত করার ব্যাপারে শ্রমিকশ্রেণীর প্রচণ্ড উদ্যমকেই চিহ্নিত করে। ঐক্যবদ্ধ প্রতিক্রিয়ার শক্তির বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ থেকে শুরু করে দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী সকলের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর একটি যুক্ত ফ্রন্ট (United Front) জন্ম দেওয়ার বাস্তব সম্ভাবনার অস্তিত্বকে (উক্ত প্রতিটি বিষয়) চিহ্নিত করছে। চিহ্নিত করেছে—ঐক্যবদ্ধ প্রতিক্রিয়ার শক্তির বিরুদ্ধে—মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ থেকে শুরু করে দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী পর্যন্ত -সকলের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর একটি যুক্তফ্রন্ট (United Front) জন্ম দেওয়ার বাস্তব সম্ভাবনার অস্তিত্ব সম্পর্কে।

দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রীদের উপর এবং প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেডইউনিয়ন নেতাদের উপর বিশেষ আশা ভরসা রেখে মার্কিন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তাদের তাঁবেদাররা সেসব দেশের প্রলেতারিয়েতের জনগণের শক্তির মধ্যে ভাঙন ও অনৈক্য সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মার্কিন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে সরাসরি নির্দেশের ভিত্তিতে দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী নেতারা এবং প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেডইউনিয়ন নেতারা একেবারে ওপরতলা থেকে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সমস্ত স্তরে ভাঙন ধরাচ্ছে। চেষ্টা করছে যুদ্ধোত্তর পর্যায়ে শ্রমিকশ্রেণীর যেসব ঐক্যবদ্ধ সংগঠনগুলি সৃষ্টি করা হয়েছে, সেগুলিকে ধ্বংস করে দিতে। তারা ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নসকে ভেতর থেকে শেষ করে দিতে চেয়েছে, তারা ঘোঁট পাকিয়ে দলছুট গোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছে (organised breakaway grouping)— ফ্রান্সের the force ouvriere, ইটালীতে তথাকথিত ফেডারেশন অব লেবার—এবং তারা একটা দলছুট আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

কোন কোন দেশে ক্যাথলিক প্রতিষ্ঠানগুলির পাণ্ডারা এই ধরণের ভাঙন ঘটানোর প্রচেষ্টা চালিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নকদের ও দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজকর্মকে যেভাবে কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির ইনফরমেশন ব্যুরো প্রথম সম্মেলনে শ্রমিকশ্রেণীর চরম শত্রু হিশেবে মূল্যায়ন করেছিল তা সম্পূর্ণ সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

বর্তমানে দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রীরা কেবলমাত্র নিজ নিজ দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর এজেন্ট হিশেবেই কাজ করে না, এর পাশাপাশি তারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট হিশেবেও কাজ করে—ইউরোপের দেশে দেশে সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলিকে আমেরিকান পার্টিতে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের হাতিয়ারে পর্যবসিত করার মাধ্যমে।

বৃটেন, ফ্রান্স, অষ্ট্রীয়া এবং স্ক্যানডিনাভিয়ান (scandinavian) দেশগুলিতে যেখানে দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রীরা সরকারী ক্ষমতায় রয়েছে - সেই সব দেশে তারা সরাসরি মার্শাল প্ল্যান, ওয়েসটার্ন ইউনিয়ন, নর্থ আটলান্টিক-ট্রিটীর এবং অনুরূপ চরিত্রের মার্কিন সম্প্রসারণবাদী সংগঠনের প্রত্যক্ষ কট্টর রক্ষা কর্তা হিশেবে কাজ করে। এই মেকী সমাজতন্ত্রীরা শ্রমিকশ্রেণীর উপরে ঘৃণ্য উৎপীড়নের ভূমিকায় দমন নামিয়ে আনে সেইসব গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলির উপর যেগুলি শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থ সুরক্ষিত করে। শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের প্রতি ক্রমাগত বিশ্বাসঘাতকতার পথ বেয়ে, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের প্রতি ক্রমাগত বিশ্বাসঘাতকতার পথ বেয়ে, মার্কসবাদের শিক্ষাগুলিকে সম্পূর্ণ বর্জন করার মধ্য দিয়ে, দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রীরা বর্তমান সময়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের দস্যুবৃত্তির রক্ষাকর্তা ও তার প্রচারক হিশেবে ভূমিকা পালন করছে।

তাদের (দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রীদের—অনুবাদ) গণতান্ত্রিক সমাজবাদের তত্ত্ব, তৃতীয় শক্তির তত্ত্ব, জাতীয় সার্বভৌমত্ব বর্জনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত তথাকথিত আন্তর্জাতিকতাবাদের (cosmopolitan ravings) বুকনী— এসবই মার্কিন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনের ছদ্মবেশধারী মতাদর্শ। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক-এর (যা জীবদ্দশাতেই পচে গিয়েছিল) বিশ্বস্ত উত্তরাধিকারী (off spring)—তথাকথিত কমিটি কর ইনটারন্যাশন্যাল সোস্যালিষ্ট কনফারেন্সেস (Committee For International Conferences) বর্তমানে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের ঘৃণ্য বিভেদকামী ও ধ্বংস সাধনকারীদের চারণ ক্ষেত্রে পর্যবসিত হয়েছে। এই সংগঠনটি ব্রিটিশ ও আমেরিকার গুপ্তচর বিভাগের নিযুক্ত গোয়েন্দা গিরির কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের বিভেদপন্থী ও অনৈক্য সৃষ্টিকারী দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে নিয়ামক সংগ্রাম পরিচালনা করার মধ্য দিয়েই কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য অর্জন করা সম্ভব। ইনফরমেশন ব্যুরো মনে করে কম্যুনিস্ট পার্টিগুলির কর্তব্য হল শ্রমিকশ্রেণীর বিভিন্ন অংশকে ঐক্যবদ্ধ করা ও সংগঠিত করার জন্য সংগ্রাম পরিচালনা করা। যাতে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের অন্যায় (insolent) দাবীর বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায় একটি নতুন বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে তাদের জুয়াখেলা বানচাল করে দেওয়ার জন্য, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও শান্তির স্বার্থকে রক্ষা করা ও সংহত করার জন্য, শ্রমজীবী জনগণের জীবন যাত্রার মানের বিরুদ্ধে একচেটিয়া পুঁজির আক্রমণকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য।

বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে, কম্যুনিস্ট পার্টিগুলির প্রত্যক্ষ কর্তব্য হল এটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলা যে, শ্রমিকশ্রেণী যদি তার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ঐক্য রক্ষা না করে তবে একটি নতুন যুদ্ধের ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু হুমকীর বিরুদ্ধে

শ্রমজীবী জনগণের জীবন যাত্রার মানের উপরে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে, সংগ্রামে নিজেদেরকে নিজেরাই গুরুত্বপূর্ণ শক্তিগুলো থেকে বঞ্চিত করবে।

দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী ও প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেডইউনিয়ন নেতাদের তত্ত্ব ও কর্মের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম পরিচালনা করতে করতে নির্মমভাবে তাদের মুখোশ খুলে দিয়ে তাদের জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে কম্যুনিস্টদের ধৈর্য ধরে লাগাতারভাবে সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটদের সাধারণকর্মী সমর্থক স্তরে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যের গুরুত্ব কতখানি। কম্যুনিস্টদের তাদেরকে টেনে আনতে হবে শান্তি, গণের গণতান্ত্রিক অধিকার-এর পক্ষে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে। এবং এই লক্ষ্যগুলি পূরণের জন্য যুক্ত সংগ্রামের একটি নীতিকে অনুসরণ করতে সক্ষম হতে হবে।

শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য অর্জনের একটি পরীক্ষিত প্রক্রিয়া হল শ্রমিকশ্রেণীর বিভিন্ন অংশের সর্বসম্মত যৌথ কর্মসূচীর ভিত্তিতে কাজ কর্মের ঐক্য সাধন করা। ব্যক্তিগত ব্যবসায়, প্রতিষ্ঠানে, শিল্পের সমস্ত শাখায়, শহরে, আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে—সর্বক্ষেত্রে। এইভাবে জরুরী যেসব প্রয়োজনগুলিকে তারা সবচেয়ে বেশী অনুভব করে সেগুলিকে উপলক্ষ করে ব্যাপক জনগণকে জমায়েত করতে হবে। এই প্রক্রিয়া প্রলেতারিয়েতদের সর্বস্তরে স্থায়ী ঐক্য জন্ম দিতে সাহায্য করে। শান্তি রক্ষার জন্য বিভিন্ন কারখানায় ও প্রতিষ্ঠানে কমিটি গঠন করার মধ্য দিয়ে নীচুতলা থেকে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ ক্রিয়ার সফলতা রূপায়িত হতে পারে। রূপায়িত হতে পারে যুদ্ধের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে। রূপায়িত হতে পারে গণতান্ত্রিক অধিকার সমূহ রক্ষা করা ও তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য শ্রমিকদের যৌথ ক্রিয়ার মাধ্যমে (joint action)।

শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য রক্ষার সংগ্রামে বিশেষ নজর দিতে হবে ক্যাথলিক শ্রমিকদের জনতার উপর, ক্যাথলিক শ্রমজীবী জনগণের ওপর ও তাদের সংগঠনগুলির ওপর। এটা মনে রাখতে হবে যে ধর্মীয় বিশ্বাস শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য রক্ষার পথে বাধা নয়। বিশেষত যখন শান্তির রক্ষার জন্য এই ঐক্যের প্রয়োজন হচ্ছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দাবী দাওয়া নিয়ে, নির্দিষ্ট যৌথক্রিয়া, শ্রেণীর সংগ্রামের সঙ্গে ক্যাথলিক ট্রেডইউনিয়নগুলির সমন্বয় সাধন করা প্রভৃতি ক্যাথলিক শ্রমিকদের শান্তি জন্য সংগ্রামের সাধারণ মঞ্চে টেনে আনার কার্যকরী উপায় (means) হতে পারে।

পুঁজিবাদী দেশগুলিতে কম্যুনিস্ট পার্টিগুলির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনে ঐক্য জন্ম দেওয়ার জন্য সম্ভাব্য সমস্ত কিছুই করা। বর্তমানে অসংগঠিত শ্রমিকদের ট্রেডইউনিয়নের মধ্যে টেনে আনা এবং তাদের সক্রিয় সংগ্রামে নামানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এই শ্রমিকরা সমগ্র প্রলেতারিয়েতের একটি বিরাট অংশ হয়ে আছে। যদি কম্যুনিস্ট পার্টিগুলি যথাযথভাবে অসংগঠিত শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠনের কাজ চালায় তবে তারা শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য রক্ষার কর্তব্য পালনে গুরুত্বপূর্ণ সফলতা অর্জন করবে।

শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে, ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য জনগণের ব্যাপক অংশকে সামিল করতে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির একটি জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা দরকার। ইনফরমেশন ব্যুরো একথা মনে করে। চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ হল শ্রমজীবী জনগণের বিভিন্ন গণসংগঠনের মধ্যে দৈনন্দিন কাজ চালানো। নারীদের, যুবদের, চাষীদের সংগঠনের, কো অপারেটিভে ও অন্যান্য সংগঠনেও।

শ্রমিকশ্রেণীর ও শ্রমজীবী জনগণের দৈনন্দিন সমস্যা ও আশু কর্তব্য সমাধান করার জন্যই শুধু শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে ঐক্য এবং তার পাশে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে সামিল করা প্রয়োজনীয় নয়। প্রলেতারিয়েতকে শ্রেণীগতভাবে যেসব মৌলিক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে তার সমাধানের জন্যও এটা প্রয়োজনীয়। কারণ এই প্রলেতারিয়েতরাই একটি শ্রেণী হিসেবে একচেটিয়া পুঁজির ক্ষমতার অবসান ঘটাতে চাইছে সমাজের সমাজতান্ত্রিক পুনর্বাসনের লক্ষ্য নিয়ে।

শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে ঐক্য অর্জনের ক্ষেত্রে ও তার চারিপাশে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে সামিল করার বিষয়ে যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে তার ওপরেই ভিত্তি করে সংগ্রামকে বিকশিত করে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এমন সরকার স্থাপন করা সম্ভব—যে সরকার নিজের নিজের দেশকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে দাসত্ব করানোর বিরুদ্ধে সমস্ত দেশপ্রেমিক শান্তিকে জমায়েত করবে। জনগণের মধ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নীতি গ্রহণ করবে। অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করবে এবং শ্রমজীবী জনগণের জীবন যাত্রার মানের উন্নতি ঘটাবে।

ইউনাইটেড ট্রেডইউনিয়ন, কো অপারেটিভ, নারী, ছাত্র, যুবদের সংগঠন সহ বিভিন্ন সংগঠনে ইতিপূর্বে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য অর্জিত হয়েছে—তাকে আরও সংহত করার দায়িত্বের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে কম্যুনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলি জনগণতন্ত্রের দেশগুলিতে।

ইনফরমেশন ব্যুরো মনে করে যে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য রক্ষার সংগ্রামে ও তার পাশে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে সামিল করার সংগ্রামে আরও বেশী সাফল্য অর্জন করাটা নির্ভর করে প্রধানত প্রতিটি দেশের কম্যুনিস্ট ও 'ওয়ার্কার্স' পার্টিগুলির সাংগঠনিক উন্নতি বিধানের ওপর। কম্যুনিস্ট ও ওয়ার্কার্স মতাদর্শগত কর্মের। পার্টিগুলির পক্ষ থেকে সুবিধাবাদ, সংকীর্ণতাবাদ বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদ তা যেরূপেই আসুক না কেন, আদর্শগতভাবে তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে দেওয়া এবং তার বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম পরিচালনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক ভূমিকা (of decisive importance)। তেমনই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক ভূমিকা হল পার্টির কর্মীবাহিনীতে শত্রুপক্ষের এজেন্টদের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানো।

'টিটো-রানকোভিক গোয়েন্দা চক্র'-এর স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করার মধ্য দিয়ে যে শিক্ষাগুলি উদ্ভূত হয় তা আবশ্যিকভাবে দাবী করে যে কম্যুনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির সতর্কতা চূড়ান্তভাবে বাড়িয়ে তোলা উচিৎ। টিটো চক্রের এজেন্টরা বর্তমানে শ্রমিকশ্রেণীর বিভিন্ন স্তরে ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলির মধ্যে চরম বিভেদকামী হিশেবে কাজ করে যাচ্ছে। এবং এই ভাবেই তারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আকাঙ্খাকে কার্যকরী করছে। সুতরাং একটি সংগ্রাম প্রয়োজন সাম্রাজ্যবাদীদের এইসব এজেন্টদের চক্রান্তের (intrigues) বিরুদ্ধে সর্বত্র। যেখানেই তারা শ্রমিকদের মধ্যে ও গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলির মধ্যে কাজ করবে—সেখানেই।

শ্রমিকশ্রেণীর বিভিন্ন স্তরে ঐক্যের জন্য, শান্তির জন্য, নিজ নিজ দেশে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য—সফল সংগ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সর্ত হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নীতির ভিত্তিতে কম্যুনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির সাংগঠনিক-রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত বিষয়ে শক্তিশালী হয়ে গড়ে ওঠা। □

অনুবাদ □ স্বপন ঘোষাল

মার্কসবাদ ও জাতি সমস্যা

বিজয় সিং

[দিল্লীস্থ "কনিষ্ক পাবলিশিং হাউস" প্রকাশিত 'মার্কসবাদ এবং জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্ন' বইখানায় দিল্লী সত্যবতী কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক বিজয় সিং একটি দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছেন। এখানে সেই ভূমিকাটির একটি অংশ "মার্কসবাদ ও জাতি সমস্যা" নাম দিয়ে প্রকাশিত হলো।]

"কিন্তু আমি অবশ্য সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করবো যে, যদি না আমরা রাশিয়ার জনগণকে স্বেচ্ছা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতি না দিই তবে আমরা গণতন্ত্রীও হবো না—(সমাজতন্ত্রী হওয়া তো দূরের কথা)।" জে. স্তালিন : রচনাবলী, খণ্ড ৩ পৃঃ ৩]।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জাতীয় এবং ঔপনিবেশিক প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে বলশেভিকদের মূল্যায়ন দ্রুত গতিতে দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তার প্রভাব থেকে কোনো ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য, বহুজাতিক রাষ্ট্র, ঔপনিবেশিক জনগণ অথবা জাতীয় সংখ্যালঘুরা পার পেতে পারে নি। জাতীয় এবং ঔপনিবেশিক প্রশ্নে বলশেভিক তত্ত্ব একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছিল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের একাংশের স্বার্থ বোধক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে মার্কস এবং এঙ্গেলস-এর বক্তব্য সমর্থনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, জার সাম্রাজ্যের অধীনস্থ নিপীড়িত জাতি সমূহের অবস্থার সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। বস্তুত, জাতীয় প্রশ্নে, যে সময়ে বলশেভিক তত্ত্বের বিকাশ ঘটেছিল তখনও মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতাদের এই প্রশ্নে বক্তব্যের সব কিছু জানা যায় নি। মার্কস-এর "জার্মান ইডিয়োলজি" বই-এ জাতি এবং উপজাতি সম্বন্ধে আলোচনা তখনও অজানা ছিল। উপজাতি সমাজগুলি ভেঙে যাওয়ার পরে উপজাতিগুলি একে অন্যের সঙ্গে মিলে মিশে যাওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে একটি আঞ্চলিক বন্ধনের মধ্যে সংযুক্ত হয়েছিল সে সম্বন্ধে এঙ্গেলস-এর লেখাটিও বলশেভিকদের কাছে অজানা ছিল। ঐ বিষয়ে এঙ্গেলস-এর আলোচনা তৎকালীন এশিয়া এবং প্রাচীন ও সামন্ত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কিভাবে জাতিগঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তা বুঝবার পক্ষে সুস্পষ্টভাবেই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। মার্কস এবং এই লেখাগুলি হচ্ছে বলশেভিক তত্ত্বের প্রয়োজনীয় পরিপূরক।

বলশেভিকরা ঊনবিংশ শতাব্দীর দুটি প্রধান ইউরোপীয় নিপীড়িত দেশের উপরে মার্কস এবং এঙ্গেলস-এর বিশ্লেষণ থেকে জাতীয় প্রশ্ন সমাধানের মর্মোদ্ধার করে। সে দেশ দুটি হলো পোলাণ্ড এবং আয়ারল্যাণ্ড। মার্কস এবং এঙ্গেলস তাঁদের পরিণত লেখায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন যে, যদি জাতীয় নিপীড়ন আচ্ছন্ন থাকে—তবে শ্রমিকশ্রেণীর সামাজিক মুক্তি পিছিয়ে যাবে। পোলাণ্ডকে ভাগ-বাটোয়ারা করার চক্রান্তে প্রুশীয়দের অংশীদারীর প্রসঙ্গে ১৮৪৮ সালে এঙ্গেলস তাঁর "ফ্রাঙ্কফুর্ট-এ পোল্যাণ্ড প্রসঙ্গে বিতর্ক" শীর্ষক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, একটি গণতান্ত্রিক জার্মানী গঠনের প্রধান শর্তটি হচ্ছে একটি গণতান্ত্রিক পোল্যাণ্ড। ১৮৭০ সালের ৯ই এপ্রিল সিগফ্রিড মেয়ার এবং অগাস্ট ভোগ্ত্-এর কাছে এক চিঠিতে মার্কস বিশেষ জোর দিয়ে লেখেন যে, আয়ারল্যাণ্ডে জাতীয় নিপীড়ন ব্রিটেন এবং আয়ারল্যাণ্ড-এর শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী চেতনার স্বাভাবিক বিকাশকে রুদ্ধ করে দিয়েছে এবং এর ফলে যে জাতীয় বৈরীতার সৃষ্টি হয়েছে তাতে ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণীকে শক্তিহীন করে দিয়েছে এবং পুঁজিপতিদের আধিপত্য বজায় রাখতে সাহায্য করছে। ১৮৮২ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী কাউট্সকির কাছে লিখিত এক চিঠিতে এঙ্গেলস পোল্যাণ্ড এবং আয়ারল্যাণ্ড-এর নিপীড়িত জাতি সমূহের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকতা বোধের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, 'এই দুই জাতির শুধুমাত্র জাতীয়তাবাদী হবার অধিকারই নেই, এমনকি কর্তব্যও রয়েছে। তারা যখন প্রকৃত অর্থেই জাতীয়তাবাদী তখন তারা সব চাইতে বেশী আন্তর্জাতিকতাবাদীও বটে।" তিনি আরও বলেছেন যে, আয়ারল্যাণ্ড-এর মুক্তির প্রশ্নটি নিপীড়িতদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হওয়ার মতো একটি নৈতিক প্রশ্ন নয়। ইংরেজ শ্রমিকশ্রেণীর জন্য তাদের মুক্তির প্রশ্নে এটা একটা পূর্বশর্তও বটে। ইংরেজ শাসকশ্রেণীর সমর্থনে আয়ারল্যাণ্ড এর জমিদার অলিগার্কিও রয়েছে। আইরিশ শ্রমজীবী মানুষেরও রাজনৈতিক স্বাধীনতার একটি শর্ত জাতীয় মুক্তি অর্জনের জন্য জমিদারীর অবসান ঘটানো। ১৮৬৯ সালে কুগেলম্যান-এর কাছে মার্কস এক চিঠিতে লিখেছিলেন যে, ইংল্যাণ্ড এবং আয়ারল্যাণ্ড-এর মধ্যে বলপূর্বক যে ইউনিয়ন গঠন করা হয়েছে—তার পরিবর্তে ফেডারেল সম্পর্ক স্থাপন করা হোক। কুগেলম্যান-এর সঙ্গে মার্কস-এর এই পত্রাবলী ১৯১৭ সালে রুশ ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশিত হওয়ার পরেই বলশেভিকরা একটি কেন্দ্রীভূত এবং ইউনিটারী বহু-জাতিক রাষ্ট্রের দাবী থেকে সরে এসে জাতি সমূহের স্বাধীন ফেডারেশনের দাবী তোলে।

মার্কস এঙ্গেলস-এর দৃষ্টিভঙ্গির সারসংকলনই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের মধ্যে "ইতিবাচক ঔপনিবেশিক পলিসি"-র প্রবক্তা ভ্যান কোল, বার্নষ্টিন এবং ডেভিড এর বিরুদ্ধে মার্কসবাদী কাউট্স্কি ও লেবেদোরকে স্বার্থকভাবে সংগ্রাম করতে সাহায্য করে। ১৯০৭ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের স্টাটগার্ট কংগ্রেসে জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণের পক্ষে কাউট্স্কি এবং লেবেদোর এক তীব্র সংগ্রাম করেন। ভ্যান কোল-এর সমালোচনায় আয়ারল্যাণ্ড প্রসঙ্গে এঙ্গেলস-এর সঙ্গে তাঁর পত্রালাপের বিষয়ও উল্লেখ করেন। (কার্ল কাউট্স্কি "সোস্যালিজ অ্যাণ্ড কলোনিয়েল পলিসি অ্যান অ্যানালিসিস", বেলফাস্ট, ১৯৭৫)।

জাতিসত্তা এবং জাতি গঠন প্রসঙ্গে মার্কস এবং এঙ্গেলস এর মোক্ষম লেখাগুলি তখন পর্যন্ত বলশেভিকদের কাছে অজানা ছিল। তারই ফলে তাঁরা এই প্রসঙ্গে শুধুমাত্র অষ্ট্রি সোস্যাল ডেমোক্রেটিক সাহিত্যের ব্যাপক বস্তুবাদী বিশ্লেষণে বাধ্য হয়েছিলেন। এ করতে গিয়ে অবশ্য তারা অত্যন্ত কার্যকরী ও সফলভাবে বয়ার, রেনার এবং স্প্রিংগার এর ভাববাদী এবং আত্মবাদী মতাদর্শকে সমালোচনা করেছেন আর তারই জন্য বলশেভিকদের লেখা আর মার্কসবাদী ধ্রুপদী লেখার ধারাবাহিকতায় একটা অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে। অষ্ট্রীয় সোস্যাল ডেমোক্রেটদের সাংস্কৃতিক এবং জাতীয় স্বায়ত্ত শাসনের অধিকারের তত্ত্বটি অবশ্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল জাতি সমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে প্রত্যাখ্যান করে এবং হ্যানসবার্গ সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক অখণ্ডতা রক্ষার উদ্দেশ্যে। আয়ারল্যাণ্ড-এর প্রসঙ্গে মার্কস-এর লেখার উপরে ভিত্তি করেই বলশেভিকরা অষ্ট্রিয় সোস্যাল ডেমোক্রেটদের সাংস্কৃতিক এবং জাতীয় স্বায়ত্ত শাসনের তত্ত্ব অতি চমৎকারভাবে খণ্ডন করেছে। বলশেভিকরা আলাদা হয়ে যাবার অধিকারসহ জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের

অধিকারকে সবিশেষ জোর দিয়ে তুলে ধরেছিল, আর তা তুলে ধরেছিল মার্কস এবং এঙ্গেলসকে বিমূর্তভাবে সমর্থনের জন্য নয়, বরঞ্চ তার সাম্রাজ্যের সীমানার মধ্যে জাতীয় এবং ঔপনিবেশিক প্রশ্নগুলির গণতান্ত্রিক সমাধানের উদ্দেশ্যেই। এই ক্ষেত্রে বলশেভিকদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনার ফিরিস্তি দেওয়ার অবকাশ এখানে নেই। তাছাড়া, এই বইখানাতেই তা বিধৃত রয়েছে এবং এ সম্বন্ধে আরও জানতে হলে এই প্রসঙ্গে সেই সময়কার সাহিত্যাদি এবং স্তালিনের রচনাবলী পড়লেই জানা যাবে। আমরা শুধু এটুকুই যোগ করতে পারি যে, রাশিয়ার নিপীড়িত জাতি সমূহের রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং জাতীয় সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা কেবলমাত্র বৈষয়িক উন্নতির দিক থেকেই প্রমাণিত করা যায়। স্তালিন নেতৃত্বে বলশেভিকদের অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্য ছিল পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির মাধ্যমে পূর্বতন নিপীড়িত জাতিগুলিকে জার সাম্রাজ্যের অধীনস্থ অগ্রসর জাতিগুলির চাইতে আরও বেশী উন্নত করে তোলা। যদি অগ্রসর ইউক্রেনের সঙ্গে পশ্চাদপদ জর্জিয়ার তুলনা করা যায়, তবেই এই ক্ষেত্রে সোভিয়েত সাফল্য উপলব্ধি করা যাবে। ১৯৩৬ সালে ইউক্রেনের শিল্পোৎপাদন ছিল ১৯১৩ সালের ছয়গুণ বেশী, কিন্তু জর্জিয়ার শিল্পোৎপাদন ছিল ১৯১৩ সালের শিল্পোৎপাদনের চাইতে সাড়ে আঠারোগুণ বেশী।

৬ ঐ ভাগ। "দ্যু সিটেটমন", জুলাই ১৯২২, পৃ. ২১৭–১৮।

জাতীয় এবং ঔপনিবেশিক প্রশ্নে দুনিয়াব্যাপী বলশেভিকদের দৃষ্টিকোণের কথা সকলেই জানে। তাঁর বইতে স্তালিন যুগোস্লাভিয়া এবং চীনের সমস্যার কথা বলেছেন। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয়, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ কংগ্রেসে শিল্পোন্নত স্বাধীন দেশগুলির ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলির জাতীয় প্রশ্নে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন পরিচালনায় লেনিন এবং স্তালিনের ভূমিকা স্বল্প পরিচিত। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক বড়ো বড়ো দেশগুলিতে – যেখানেই জাতীয় প্রশ্ন রয়েছে – সেখানেই জাতীয় প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণ করেছে এবং তদনুযায়ী প্রোগ্রামও গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রোগ্রামে স্বীকৃত হয়েছে প্রত্যেকটি জাতির আলাদা হয়ে যাওয়ার অধিকার এবং জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বীকৃত ভিত্তিতে স্বাধীন বহুজাতিক ফেডারেশনে স্বেচ্ছামূলক অন্তর্ভুক্তি। তৎকালীন কমিউনিস্ট সাহিত্যাদিতে দেখা যায় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, স্পেন, যুগোস্লাভিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড এবং চীন তাদের স্ব স্ব পার্টির প্রোগ্রামে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী জাতীয় প্রশ্নটির মোকাবেলা করেছে। ☐

☐ শিক্ষা পণ্য নয়

শিক্ষা আমাদের জন্মগত অধিকার।

☐ দেশ আমাদের গড়তে চাই

তার জন্য শিক্ষা চাই

☐ চোখ থাকতে অন্ধ কে ?

নিরক্ষর থাকে যে।

দলমত নির্বিশেষে মুর্শিদাবাদ জেলায় সাক্ষরতা অভিযান সফল করুন।

তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক

মুর্শিদাবাদ

মেমো নং—৬৫ তারিখ—৩-২-৯২

উৎক্ষিপ্ত

[নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'চক্র ও চক্রান্ত' রচনার অংশবিশেষ]

১৯৩৪ সালের জুলাই মাস নাগাদ সাজ্জি বেসোনভের সঙ্গে ট্রটস্কীর এ সম্পর্কে পাকা কথা হয়। তাকে বুঝিয়ে ট্রটস্কী বলেন, স্তালিনের ওপর এখন যদি কারোর বিশেষ কোন প্রভাব থাকে, তাহলে সে ব্যক্তি হোল একমাত্র গর্কী! আমেরিকার এবং রাশিয়ার বাইরে অন্য সব দেশে বর্তমান সোভিয়েত রাষ্ট্রের অনুকূল অবস্থা তৈরী করার ব্যাপারে, গর্কী-ই হলো স্তালিনের প্রধান সহায়! রাশিয়ার ভেতরেও, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মস্তিষ্কজীবীদের মধ্যে অনেকে, যারা আগে আমাদের দলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল, গর্কীর লেখা এবং সাহিত্যিক প্রতিপত্তির দরুণ···তারা এখন আমাদের বিরূপ হয়ে উঠেছে। অতএব আমাদের দলের অগ্রগতির পক্ষে এখন এই লোকটিই সব চেয়ে বড় বাধা সৃষ্টি করেছে।···গর্কীর তখন বয়স প্রায় সত্তর হয়ে এসেছে। বৃদ্ধ। সারা জীবন দুঃখ দৈন্য এবং অসাধারণ দুর্দৈবের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে তাঁর দেহ জীর্ণ হয়ে এসেছে। তা ছাড়া যৌবনের সেই অনাহারী অর্দ্ধাহারী দিনগুলির ছাপ স্থায়িভাবে তাঁর দেহাভ্যন্তরে রয়ে গিয়েছিল। ক্ষয়রোগে তাঁর শ্বাস-যন্ত্র আক্রান্ত হয় এবং সেই থেকে তাঁর হার্টের অবস্থা খুব খারাপ হয়েই ছিল। অতি সযত্নে সেই ক্লান্ত রোগ-জীর্ণ দেহকে লালন-পালন করে তাঁকে বেঁচে থাকতে হয়। ···লেনিন যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন গর্কীর সঙ্গে তিনি যোগসূত্র বজায় রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করতেন এবং বহু জটিল সমস্যায় লেনিন গর্কীর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। স্তালিনও গর্কীকে সেই মর্যাদা দান করেন এবং বে-সরকারীভাবে গর্কী ছিলেন, তদানীন্তন সোভিয়েত শাসকবর্গের সাহিত্যিক প্রতিনিধি।···অত পর গর্কীকেই সরিয়ে ফেলতে হবে। গর্কীর নামের সঙ্গে ইয়াগোডা তাঁর ছেলে পেশকভের নামও জুড়ে দেয়।···গর্কী ও পেশকভ্ দুজনেই ডাক্তার লেভিনের চিকিৎসাধীনে ছিলেন। পেশকভ দুর্বল হার্ট নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।···১৯৩৮ সালে ইয়াগোডার যখন বিচার হয়, তখন তাকে পেশকভের হত্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, কি উদ্দেশ্যে সে পেশকভকে হত্যা করতে চেয়েছিল? শেষ মুহূর্তে ইয়াগোডা তার আসল কারণ জানাতে রাজী হয় কিন্তু কোর্টের কাছে সে অনুরোধ জানায় যে, যদি গোপনে তাকে সে কথা প্রকাশ করতে দেওয়া হয়, তবেই সে বলতে পারে। এবং গোপনেই সে কোর্ট কে সে-কথা জানায়। আমেরিকার রাষ্ট্র-দূত ডেভিস্ তাঁর বিখ্যাত বই Mission to Moscowতে এই গোপন কথার রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন। পেশকভ্‌কে হত্যা করার আসল উদ্দেশ্য হলো, পেশকভের সুন্দরী তরুণী পত্নী, যার রূপে ইয়াগোডা মুগ্ধ হয়েছিল।···ম্যাক্সিম গর্কী এবং পেশকভ্‌কে সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত যখন ইয়াগোডা প্রথম ডাক্তার লেভিনকে জানায়, তখন ডাক্তার লেভিনের মত লোকও ভীত ও বিচলিত হয়ে উঠেছিল। রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের তিনি ছিলেন গৃহ-চিকিৎসক। মানবতার চির-উপাসক সেই চিররুগ্ন বৃদ্ধ শুধু তার ওষুধের ওপর ভরসা করেই জীবনের কর্তব্য তখনও নিষ্ঠা সহকারে পালন করে চলেছিলেন। ···লেভিনের সেই কুণ্ঠা দেখে ইয়াগোডা তাঁকে বুঝিয়ে বলেন যে গর্কীকে সরিয়ে ফেলা হত্যা, স্রেফ্ একটা ঐতিহাসিক প্রয়োজন।···আজ সোভিয়েত শাসকদের সব চেয়ে বড় বন্ধু হচ্ছে গর্কী। তাঁর পরামর্শের ওপর স্তালিন সব চেয়ে বেশী নির্ভর করে থাকে। তা ছাড়া রাশিয়ার বাইরে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গর্কীর প্রভাব অনন্যসাধারণ। সে ক্ষেত্রে গর্কীকে না সরিয়ে ফেললে, আমাদের দলের প্রতিপত্তি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। তাঁর একটা কথায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের মর্যাদা বিপন্ন হয়ে উঠতে পারে।···লেভিনকে ইয়াগোডার নির্দেশকে মেনে নিতেই হলো। এবং পিতার পূর্বে পুত্রকে সরিয়ে ফেলবার জন্যে তিনি যথারীতি গবেষণা শুরু করে দিলেন। লেভিনের পন্থা অনুসারে যাকে সরিয়ে ফেলতে হবে, আগে তার দেহ-যন্ত্রের সমস্ত ব্যাপারটা নিখুঁতভাবে অনুশীলন করে জেনে নিতে হবে! কোথায় দেহ-যন্ত্রের মধ্যে কি ত্রুটি আছে, এবং কিভাবে ওষুধের সাহায্যে সেই ত্রুটিকে মারাত্মক করে তোলা যায়। যে বিজ্ঞানকে মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করবার জন্যেই মানুষ সৃষ্টি করেছিল, সে দিন রাজনীতি-বিষ-দগ্ধ মানুষ তাকে মৃত্যুর কাজেই প্রয়োগ করলো।···পরবর্তী কালে ডাক্তার লেভিনের জবানবন্দী থেকে জানা যায় কি উপায়ে তিনি পেশকভ্ এবং গর্কীকে ওষুধ প্রয়োগের দ্বারা হত্যা করেছিলেন। তার জন্যে তিনি দুজনেরই দেহ-যন্ত্রের যে অংশ দুর্বল, তার সুযোগ গ্রহণ করেন। পেশকভের দেহ অনুশীলন করে, তিনি তিনটি দুর্বল ক্ষেত্র আবিষ্কার করেন।···একটি হলো, Cardiac vascular system; আর একটি হলো respiratory organs; এবং তৃতীয়টি হলো Vegetative nervous system তিনি অনুশীলন করে দেখেছিলেন যে, পেশকভের দেহগত এই তিনটি দুর্বল ক্ষেত্রের দরুণ, এক ফোঁটা মদও তার দেহে সহ্য হতো না কিন্তু পেশকভ তা সত্বেও নিয়মিত মদ খেতেন। ডাক্তার লেভিন তাকে সে-সম্বন্ধে সতর্ক হবার কোন উপদেশই দেননি, বরঞ্চ প্রত্যেক ওষুধের সঙ্গে ঘনীভূত তীব্র সুরা মেশাতে আরম্ভ করলেন। তার ফলে একদিন হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে মারাত্মক নিউমোনিয়া দেখা দিল। ডাক্তার লেভিন চিকিৎসা শুরু করলেন।···সযত্নে ওষুধ থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো বাদ দিয়ে, তার জায়গায় উত্তেজক মারাত্মক ওষুধগুলো পরিবেশন করতে লাগলেন। ফলে কয়েক দিনের মধ্যেই পেশকভ্ মারা গেল। লেভিন সার্টিফিকেট লিখলেন, নিউমোনিয়ায় মৃত্যু।···পুত্রকে সরিয়ে ফেলে এবার পিতার ওপর দৃষ্টি দিলেন। কিন্তু অসুবিধা হলো একটা ব্যাপারে। গর্কী প্রায়ই মস্কো ছেড়ে বাইরে চলে যেতেন। তখন আর ডাক্তার লেভিন কোন সুযোগ পেতেন না। যেটুকু কাজ ওষুধের মধ্য দিয়ে হতো, বাইরে স্বাস্থ্যাবাসে বাস করার দরুণ তা কেটে যেতো। এইভাবে পরের বৎসরের (১৯৩৬) গোড়ার দিকে হঠাৎ গর্কী মস্কোতেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। লেভিনের চিকিৎসার কৌশলে অচিরকালের মধ্যেই তা নিউমোনিয়াতে দাঁড়ালো। একেই তাঁর বুকের দোষ বরাবরই ছিল, তার ওপর নিউমোনিয়ার দরুণ তা সঙ্কটময় হয়ে উঠলো। এ-হেন ক্ষেত্রে যে সব ওষুধ প্রয়োগ করা উচিত, লেভিন সেই সব ওষুধই দিতে লাগলেন। কিন্তু তার মাত্রা এমনভাবে বাড়িয়ে দিলেন যে, তার ফল মারাত্মক হতে বাধ্য। ক্যাম্ফর আর ডিগালিন ইন্‌জেকসন তিনি দিচ্ছেন, তাতে সন্দেহ করবার কারোর কিছু থাকতে পারে না। কারণ সে ক্ষেত্রে তাই ওষুধ। কিন্তু তার মাত্রা যে তিনি মারাত্মকভাবে বাড়িয়ে দিয়েছেন, সেদিকে কারোরই নজর পড়লো না। শেষ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ডাক্তার লেভিন ক্যামফরের চল্লিশটা ইন্‌জেকসন দিয়েছিলেন···তার সঙ্গে দুটো ডিগালিন···তার ওপর চারটে ক্যাফিন··· তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে, আরো দুটো ষ্ট্রীক্‌নিন্ ইন্‌জেকসন্······

তার ফলে ১৮ জুন ১৯৩৬, জগৎ স্তব্ধ শোকে শুনলো রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক এবং জগতের মানবতা উপাসকদের অন্যতম অগ্রগণ্য লেখনী-নায়ক ম্যাকসিম গর্কী তাঁর বেদনাময় জীবনের হাত থেকে মুক্তি অর্জন করেছেন।☐

প্রসঙ্গ সংবিধান

সোভিয়েত সংবিধান—যা স্তালিন সংবিধান নামেও পরিচিত—যাকে সিড্‌নি ওয়েব সহ দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মনীষীগণ 'সর্বশ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক সংবিধান' বলে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করেছেন। অথচ, বুর্জোয়া মাধ্যমগুলি স্তালিনকে হিটলার এবং মুসোলিনির সঙ্গে একই বন্ধনীর মধ্যে রেখে 'ডিক্টেটর' বলে কালিমালিপ্ত করতে কসুর করেনি। সোভিয়েত সংবিধানের ধারাসমূহের সার সংকলন করে এই সংবিধানের ইংরেজী অনুবাদিকা অ্যানা লুই ষ্ট্রঙ যিনি পরিচিতির অপেক্ষা না রেখেই স্বমহিমায় উজ্জ্বল—এই সংবিধানের সমাজতান্ত্রিক মানবতার দিকগুলিকে তুলে ধরেছেন। তা সত্বেও পেরেস্ত্রোয়কা এবং গ্লাসনস্ত-এর কুখ্যাত নায়ক গরবাচভ্ এই সংবিধানের বিরুদ্ধে যখন সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির উনিশতম কনফারেনসে সোচ্চার হয়ে ওঠেন—তখন দুনিয়ার শিবাকুল তাঁকে ঐকতানে বাহবা জানায়।

সোভিয়েত সংবিধান

সংবিধানের ভূমিকা

"ঠিক যেরকমভাবে পুঁজিবাদী দেশগুলোর মানুষের কাছে সোভিয়েত সংবিধানের গুরুত্ব থাকবে কর্মসূচীর জন্য, সেরকমভাবেই সোভিয়েত জনগণ তাঁদের লড়াই এবং জয়গুলোর মর্মার্থ হিসেবে, মানব সমাজের বন্ধন মুক্তির লড়াইয়ের সূচনা হিসেবে একে গুরুত্ব দেয়।"

—জে. ভি. স্তালিন

সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিজয় দেশের মধ্যে শ্রেণীগুলির আন্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি ভিত্তিগত পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ফলে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের সংবিধানের (মৌলিক ধারা) সংশোধন করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সোভিয়েতগুলির সপ্তম কংগ্রেস জে. ভি. স্তালিনের নেতৃত্বে একটি বিশেষ সংবিধান সভা নিয়োগ করেছে নতুন সংবিধানের খসড়া রচনার জন্য। খসড়া সংবিধান খবরের কাগজগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে এবং গত সাড়ে পাঁচ মাস ধরে দেশজুড়ে বিভিন্ন সভা, সমিতি, পত্র পত্রিকায় এই নিয়ে আলোচনা চলছে। খসড়া সংবিধান, যা মানবসমাজের সুখের জন্য লড়াইয়ের বিজয়গুলোকে নবিবদ্ধ করেছে, সমগ্র সোভিয়েত জনগণের দ্বারা গভীর পরিতৃপ্তির সাথে তা অনুমোদন লাভ করেছে।

১৯৩৬-এর নভেম্বরে সোভিয়েতগুলির বিশেষ অষ্টম কংগ্রেসে প্রদত্ত প্রতিবেদনে জে. ভি. স্তালিন নতুন সংবিধানকে একটি ঐতিহাসিক দলিলরূপে বর্ণনা করেছেন। অত্যন্ত সরল এবং স্বল্প কথায় যা বিবৃত করেছে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিজয়কে, পুঁজিবাদী দাসত্ব থেকে জনগণের মুক্তিকে, সোভিয়েতে পূর্ণ এবং সঙ্গতিপূর্ণ গণতন্ত্রের বিজয়কে। নতুন সংবিধান সমগ্র পুঁজিবাদী সমাজভুক্ত জনগণের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছে এবং অন্যান্য দেশে বাস্তবায়িত হবার সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত করেছে—স্তালিন এভাবেই এটিকে চিহ্নিত করেছেন।

সোভিয়েতগুলির বিশেষ অষ্টম কংগ্রেসে সর্বসম্মতিক্রমে এই সংবিধান গৃহীত হয়েছে। নতুন সংবিধানকে জনগণ এর রচয়িতার নাম অনুসারে স্তালিন সংবিধান নাম দিয়েছেন যা এই সত্যকে অঙ্গীভূত করেছে যে সোভিয়েত উন্নতির এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। সমাজতন্ত্র গঠনের অন্তিম পর্যায়ে এবং সাম্যবাদে ধীরে ধীরে পৌঁছনোর পর্যায়ে।

সোভিয়েত সমাজে দুটি বন্ধু শ্রেণী রয়েছে—শ্রমিক এবং কৃষক। সমগ্র সোভিয়েত নাগরিকদের দ্বারা সর্বজনীন, সমান, সরাসরিভাবে নির্বাচিত শ্রমিক জনতার ডেপুটিদের সোভিয়েতগুলি হচ্ছে মূল রাষ্ট্রীক ভিত্তি। সোভিয়েতের অর্থনৈতিক ভিত্তি হচ্ছে উৎপাদনের উপকরণগুলির সামাজিক মালিকানা সমস্ত সোভিয়েত নাগরিকরা তাঁদের জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে একই অধিকার ভোগ করে। প্রত্যেক সোভিয়েত নাগরিকের কাজের, বিশ্রামের, আনন্দের, শিক্ষার, অসুস্থ বা বৃদ্ধ বয়সে রক্ষিত হবার অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে নাগরিকদের বক্তব্য রাখার, প্রকাশ করার, জমায়েত হবার, গণসংগঠনগুলিতে একত্রিত হবার এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, বাসস্থান, এবং চিঠি-পত্রাদির পবিত্রতা রক্ষা করার অধিকার নতুন সংবিধানে সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

সমাজতন্ত্রের বিজয় লাভের ফলেই ইতিহাসে নজিরবিহীন এই সব অধিকার ও স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। বস্তুগত এবং অর্থনৈতিকভাবে সমগ্র সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এগুলোকে সুনিশ্চিত করেছে, যে ব্যবস্থায় কোনো সঙ্কট, উৎপাদন এবং নিয়োগে কোনো নৈরাজ্য সম্ভব নয়।

এই সব অধিকার এবং স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সংবিধান নাগরিকদের ওপর কিছু গভীর দায় নির্দেশ আরোপ করেছে: আইন মেনে চলা, শ্রমশৃঙ্খলা রক্ষা, সামাজিক কর্তব্যগুলিকে সততার সঙ্গে পালন করা, সামাজিক সম্পত্তির রক্ষনাবেক্ষণ করা, এবং সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমিকে রক্ষা করা।

এক বছর পরে নতুন সংবিধান অনুযায়ী সুপ্রীম সোভিয়েতের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচন সারা দেশে দেশজোড়া ছুটির আমেজ সৃষ্টি করেছে। ৯৬.৮ শতাংশ ভোট দাতা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছে। কমিউনিস্ট পার্টি এবং অপার্টি গোষ্ঠীগুলির প্রার্থীদের প্রতি তাঁদের সর্বসম্মত মতদান সোভিয়েত জনগণের নৈতিক এবং রাজনৈতিক একতার পুনরায় প্রদর্শন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

১৯৩৬ সালের সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানে প্রদত্ত নাগরিকদের মৌলিক অধিকার এবং কর্তব্যসমূহ:

[ব্রিটিশ এবং আমেরিকান পাঠকদের কাছে সহজে বোধগম্য করার উদ্দেশ্যে আমরা রাশিয়ান শব্দাবলী ছাড়াই কিছু যোগ করতে চাই; সংবিধানের মূল পরম্পরা অনুসরণ না করে "নাগরিকদের অধিকারের নতুন ঘোষণা"-কে আমরা নতুনভাবে সাজিয়ে সামনে হাজির করছি।]

নাগরিক অধিকারের ১২টি ধারা:

১। কাজের অধিকার—প্রতিটি সক্ষম, প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ যাতে নিজেদের পছন্দমতো কাজ করে জীবন নির্বাহ করতে পারে তা অবশ্যই দেখতে হবে। অথবা তারা শিল্প, কৃষি, মৎস্য ইত্যাদি সম্পর্কিত সমবায় উৎপাদন সংস্থাগুলোতে যোগ দিতে পারে, বা নিজেরা কোন মজুর নিয়োগ না করে উৎপাদনে নিযুক্ত থাকতে পারে।

[১৯৫২ সালের শেষে অর্থনৈতিক উন্নতির পথে শ্রমিক ও চাকুরীজীবীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৪১,৭০০,০০০, ঐ সালেই ৯০০,০০০ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। বেকারত্ব একদমই অপরিচিত ছিলো সোভিয়েত ইউনিয়নে।]

২। বিশ্রামের অধিকার—কারখানা, খনি, অফিস ইত্যাদিতে কাজের নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ, সবেতন ছুটির ব্যবস্থা এবং কর্মীরা যাতে সমস্ত স্বীকৃত মাধ্যমগুলোর সাহায্যে অবসর যাপন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।

[কাজের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ৮, ৬ অথবা ৪ ঘণ্টা শ্রমদিন প্রচলনের দ্বারা এই অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। পাশাপাশি সবেতন ছুটি উপভোগের প্রতিষ্ঠান, শ্রমিকদের জন্য ক্লাব, বিশ্রাম ঘর, স্বাস্থ্যনিবাসের ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয়েছে।]

৩। মজুরী বা মাইনের বিনিময়ে যারা কায়িক বা মানসিক শ্রম করছেন তারা এবং তাদের উপর নির্ভরশীল অক্ষমেরা সারা সোভিয়েত ইউনিয়নে উৎপাদিত মোট উৎপন্নের অধিকারী।

৪। শরীর ও মনের স্বাস্থ্য রক্ষার অধিকার—বিভিন্ন প্রতিষেধক ও নিরাময়ী ঔষধ, অস্ত্রোপচার এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা করে, অসুস্থতা বা অক্ষমতার সময় কোনোরকম দেরী না করে, প্রতিটি শিশু-কিশোরদের জন্য উপযুক্ত পুষ্টি এবং শারীরিক ও মানসিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে উক্ত অধিকার রক্ষা।

৫। মহিলাদের মাতৃত্বের অধিকার অতিরিক্ত কোনো ব্যয় বা বোঝা ছাড়াই যাতে মহিলারা শারীরিক কষ্টকে বিদূরিত করে মাতৃত্বের কাজ কর্ম করতে পারে তা দেখা, যাবতীয় শিশু-কিশোরদের জন্য উপযুক্ত, সার্বজনীন, রাষ্ট্রীয় এবং সংগঠিত লালন-পালনের ব্যবস্থা।

৬। শিক্ষার অধিকার মেয়ে-পুরুষ, জাতি ধর্ম, বয়স নির্বিশেষে প্রত্যেকের বিনা বেতনে সীমাহীন শিক্ষার অধিকার। উপযুক্ত ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ছাত্রছাত্রীদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও নেবে। [সমস্ত শিশুরা ৭ বা ১০ বছরের শিক্ষাক্রম পাচ্ছে, প্রায় ১,৫০০,০০০ যুবক-যুবতী কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পাঠরত।]

৭। উপার্জনকারী বা পেনসনভোগীর মৃত্যুতে কোনো পরিবারের জন্য সার্বজনীন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং তাৎক্ষণিক ও উপযুক্ত সাহায্যের ব্যবস্থা।

৮। বার্ধক্যজনিত বা অন্যান্য কারণে বিপর্যয় ঘটলে কোনো ব্যক্তির রাষ্ট্র থেকে পর্যাপ্ত পেনসনের অধিকার।

৯। বক্তৃতা, সভা, মিছিল, বিক্ষোভ করা এবং মুদ্রণের অধিকার (পুঁজিবাদী বা প্রতিবিপ্লবীদের মালিকানা থেকে মুক্ত)। সংবিধানের ১২৫ তম ধারা অনুযায়ী নাগরিকদের এ সমস্ত অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে শ্রমজীবী মানুষদের বিভিন্ন সংগঠনকে (ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় সংস্থা, খেলাধুলার বা সাংস্কৃতিক সংগঠন ইত্যাদি) ছাপাখানা, কাগজ, বাড়ির এবং অন্যান্য জিনিসপত্র সরবরাহ করার ব্যবস্থা করে। একই সঙ্গে ব্যক্তিগত শোষণ এবং মুনাফাকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

১০। শ্রমিক সংগঠন, সমবায় সংস্থা বা সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলি বক্তৃতা বা লেখার মাধ্যমে সরকারী যে কোনো বিভাগীয় কাজ কর্মের সমালোচনা করার অধিকারী—যদিও সমালোচনা-সর্বস্ব রাজনৈতিক গোষ্ঠী বা ব্যক্তিবর্গ যারা সর্বোচ্চ সোভিয়েতে গৃহীত সিদ্ধান্তের কার্যকরী হবার পথে বাধা সৃষ্টি করে তারা ছাড়া।

১১। নির্বাচনের অধিকার-জাতি, বর্ণ, মেয়ে-পুরুষ, জাত নির্বিশেষে, সমানভাবে, খোলাখুলি, সার্বজনীনভাবে, গোপনভাবে, সোজাসুজি, ১৮ বছর বয়স থেকে, নিম্ন থেকে উচ্চতম পর্যন্ত যে কোনো সরকারী সভায়, কোনো রকম আর্থিক, আবাসিক বা অন্যান্য বিধিনিষেধ ছাড়াই; অন্যান্য গোষ্ঠিরাও কমিউনিষ্ট পার্টির মতো প্রার্থী দাঁড় করাতে পারবে। এরফলে সোভিয়েত জনসংখ্যার ৫৫% ভোটদাতা, যেখানে আমেরিকা বা ব্রিটেনে মাত্র ৪০%, কারণ আবাসিক ও অন্যান্য বিশেষ নথীকরণের ঝামেলা ঐসব দেশে রয়েছে।

১২। সোভিয়েত ইউনিয়নে (ধারা ১২৭) কোনো ব্যক্তিকে কোর্টের আদেশ বা রাষ্ট্রের অ্যাটর্নির বিভাগের অনুমতি ব্যতিরেকে গ্রেপ্তার করা যায় না। যথেচ্ছ গ্রেপ্তার থেকে মুক্ত হবার অধিকার, কোনো ব্যক্তির এবং তার চিঠিপত্রাদির পবিত্রতা রক্ষার অধিকার।

নাগরিকদের মৌলিক দায়িত্ব সমূহ :

ঐতিহাসিক ১৭৭৬ সালের মানুষের অধিকারের আমেরিকান ঘোষণা বা ১৭৯৩ সালের ফরাসী বিপ্লবী ঘোষণার মতো শুধু অধিকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ১৯৩৬ সালে সোভিয়েত সংবিধানে নাগরিকদের দায়িত্ব সমূহও নির্দিষ্ট করা হয়; নাগরিকেরা যে সমাজে বাস করে এবং বাঁচে তার প্রতি কর্তব্যগুলি। প্রথম এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ধারা ১২, "সোভিয়েত ইউনিয়নে কাজ করা একটি কর্তব্য, একটি সম্মানীয় ব্যাপার, প্রত্যেক সক্ষম মানুষের কাছে। যে কাজ করেনা সে খেতে পাবে না।" পরজীবী না হওয়ার কর্তব্য এটি, অন্য মানুষের কাজের উপর উপর বাঁচা যা লক্ষণীয়ভাবে অন্যান্য ধনতান্ত্রিক বা সামন্ততান্ত্রিক দেশে অনুপস্থিত, তা সেগুলি গণতন্ত্র বা স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির শাসন বা গোঁড়া বা উদার যাইহোক না কেন। স্বাভাবিক সময়ে, তথাকথিত "জবরদখলভোগী শ্রেণী"কে হিংসা এবং সম্মান করা হয় এবং তারা কোনো সময়েই শাস্তি পায়না।

এটাই সব নয়। ১৩০, ১৩২, ১৩৩ এবং ১৩৪ নং ধারায় প্রত্যেক নাগরিককে মেয়ে পুরুষ, বয়স নির্বিশেষে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, "জনগণের সম্পত্তি রক্ষা করতে হবে, এটাকে পিতৃভূমির সম্পদ এবং শক্তির উৎস হিশেবে দেখতে হবে, শ্রমজীবি জনতার স্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধি এবং সংস্কৃতির উৎস হিশেবেও দেখতে হবে। এটা যোগ করা অপ্রয়োজনীয় যে সামরিক পরিষেবায় যোগ দেওয়া প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।"

"দেশের উপর অত্যাচার, শপথ ভঙ্গ, শত্রুশিবিরে যোগদান, চক্রান্ত ইত্যাদিকে আইনানুযায়ী কঠোরভাবে দমন করা এবং শাস্তি দেওয়া হবে।" ফলত এখানে কোনো কুইসলিং-নেই, ডেনমার্ক, নরওয়ে এবং হল্যাণ্ডের মতো ফিফথ কলাম নেই, এমনকি প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্সের মতোও। এধরণের নাগরিকদের ৩০-এর দশকে বিখ্যাত "মস্কো বিচার" মামলায় কঠোরভাবে দমন করা হয়েছে।

মৌলিক অধিকারের পরিপূরক হিশেবে মৌলিক দায়িত্বগুলোর উপর জোর দেওয়াটাই সম্ভবত ১৯৩৬ এর সোভিয়েত সংবিধানে বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এটা ব্যাখ্যা করে কেন এবং কিভাবে ১৯৪১-৪২ সালে নাগরিকরা জার আমলের অনাহারক্লিষ্ট, অশিক্ষিত, বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে অপেক্ষাকৃত আরামদায়ক, সাংস্কৃতিক, স্বাস্থ্যবান, দক্ষ, সাহসী, এবং রোমাঞ্চকারী সোভিয়েত জনতায় পরিণত হয়েছে। যারা সারা ইউরোপের মধ্যে একা হিটলারের সামরিক জার্মান আক্রমণ প্রতিরোধ করতে এবং পরাজিত করতে পেরেছে, যে হিটলার সারা পৃথিবীকে জয় করে দাস বানাতে চেয়েছিলো।

সংবিধান

অধ্যায় ☐ এক

সমাজের গঠন

ধারা—১

সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির সোভিয়েত ইউনিয়ন শ্রমিক ও কৃষকদের একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

ধারা—২

U. S. S. R-য়ের রাজনৈতিক কাঠামো শ্রমজীবী জনগণের প্রতিনিধিবর্গের সোভিয়েতগুলির দ্বারা গঠিত, যা গড়ে উঠেছে এবং শক্তিশালী হয়েছে মালিক শ্রেণী ও পুঁজিবাদীদের ক্ষমতাচ্যুত করার ফলে এবং শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কতন্ত্রের বিজয় লাভ দ্বারা।

ধারা ৩

U S. S. R-য়ের সমস্ত ক্ষমতা শহর ও গ্রামের শ্রমজীবী জনগণের ক্ষমতা এবং শ্রমজীবী জনগণের প্রতিনিধিদের সোভিয়েত দ্বারা পরিচালিত।

ধারা—৪

U. S. S. R-য়ের অর্থনৈতিক কাঠামো সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার নীতিতে গঠিত এবং উৎপাদনের যাবতীয় উপাদানগুলির সামাজিকীকরণ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার বাতিল করণের দ্বারা, উৎপাদ-

[illegible] মালিকানা অবলুপ্ত করবার দ্বারা এবং মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ বিলুপ্তির দ্বারা।

ধারা — ৫

U. S. S. R-এর সমস্ত সামাজিক সম্পত্তি গণ্য হবে রাষ্ট্র সম্পদ রূপে (সমস্ত জনগণের সম্পদ) অথবা যৌথ সমবায় সম্পদ রূপে (বিভিন্ন যৌথ খামারের সম্পদ, সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পদ ।)

ধারা - ৬

দেশের জমিজমা, জলসম্পদ, বন, কলকারখানা, খনি, রেলওয়ে, জলপথ ও স্থলপথ পরিবহন, ব্যাঙ্ক, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বৃহৎ রাষ্ট্রীয় ও কৃষি প্রতিষ্ঠান (রাষ্ট্রীয় খামার প্রভৃতি, ট্রাক্টার, যন্ত্রগুলি ইত্যাদি) এবং শহর ও ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এলাকাগুলিতে সাধারণ গৃহ সংস্থানের সুযোগ মূলত রাষ্ট্রসম্পদ অর্থাৎ সমস্তই জনগণের সম্পদ।

ধারা—৭

যৌথখামার ও সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির যাবতীয় সরকারী উদ্যোগ নিজেদের সমস্ত পুঁজি ও সরঞ্জাম নিয়ে যৌথ খামার ও সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা সৃষ্ট উৎপাদন বা বর্ধিত উৎপাদন সম্পদ, এমন কি যেগুলির সরকারী গঠন, সরকারী নীতি সমস্তই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সম্পদ এবং সমাজতান্ত্রিক সম্পদ। সমাজতন্ত্রীয় যৌথ খামারের জমি চাষের মূল আয় ছাড়া প্রত্যেকটি যৌথ খামার প্রতিষ্ঠান সকলেই কিছু জমি পাবে নিজস্ব ব্যবহারের জন্য, নিজস্ব সম্পত্তি হিসেবেই এই জমির কৃষি আয়, বাড়ি, উৎপাদিত মজুত শস্য, পোলট্রি আর ক্ষুদ্র খামারের যন্ত্রপাতি - ফার্মের উপযোগী এবং অবস্থা অনুযায়ী থাকবে।

ধারা—৮

সমবায় খামারগুলির অধিকৃত জমি নিশ্চিতে করা হচ্ছে কোনরকম সময়সীমা ছাড়াই অর্থাৎ, এগুলি তাদেরই থাকবে।

ধারা—৯

U. S. S. R-এর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অর্থনৈতিক গঠন অর্থাৎ অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইন মেনে নিচ্ছে কৃষক ও কারিগরদের নিজস্ব ব্যক্তিশ্রম ভিত্তিক ক্ষুদ্র সমস্ত ব্যক্তি, উদ্যোগগুলিকে যেখানে অন্যের শ্রম ব্যবহার বা শোষণের ঘটনা নেই।

ধারা—১০

নাগরিকদের শ্রমজনিত আয় বা সঞ্চিত আয়ের অংশ থেকে আহৃত ব্যক্তি সম্পদের অধিকার, নিজ বাসস্থান ও উপযোগী কৃষি আয়ের অধিকার, গার্হস্থ্য সামগ্রী, আসবাব এবং ভালভাবে থাকার জন্য ব্যক্তিগত, ব্যবহারের যাবতীয় ব্যক্তি সম্পদের অধিকার আইন দ্বারা সুরক্ষিত। আইন মোতাবেক নাগরিকদের এমত সমস্ত ব্যক্তি সম্পত্তির উত্তরাধিকারের অধিকারও সুরক্ষিত।

ধারা—১১

U. S. S. R-এর অর্থনৈতিক জীবনধারা নির্দিষ্ট করণ এবং পরিচালনা নির্ভর করে জাতীয় সম্পদ উন্নতিকরণের স্বার্থে গৃহীত জাতীয় অর্থনীতির একটি রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার উপর যা মেহনতীর জনগণের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক মানসুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার এবং U. S. S. R-এর স্বাধীনতাকে শক্তিশালী করে তোলার স্বার্থে, এর প্রতিরোধ শক্তিকে বাড়িয়ে তোলার স্বার্থে নিয়োজিত।

ধারা—১২

U. S. S. R-এর শ্রম হচ্ছে প্রত্যেক সুস্থ সক্ষম নাগরিকের একটি কর্তব্য এবং একটি সম্মানের বিষয় এই ধারণার উপর যে, যিনি কাজ করেন না, তিনি খাবা পেবেন না।

অধ্যায় ☐ দুই

রাষ্ট্রের গঠন

ধারা ১৩

ইউনিয়ন অফ সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিকস একটি সংযুক্ত রাষ্ট্র, সংগঠিত হয়েছে নিম্নোক্ত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির স্বেচ্ছাকৃত সমানাধিকারের ভিত্তিতে :

রুশীয়ান সোভিয়েত ফেডারেটেড সোস্যালিস্ট রিপাবলিক
ইউক্রেনিয়ান সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিক
হোয়াইট রুশীয়ান সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিক
আজারবাইজান সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিক
জর্জিয়ান সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিক
আর্মেনিয়ান সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিক
তুর্কমেন সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিক
উজবেক সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিক
তাজিক সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিক
কাজাখ সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিক
কিরঘিজ সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিক

[সোস্যালিস্ট রিপাবলিককে আমরা সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বলব। অনুবাদক]

ধারা—১৪

U. S. S. R-এর আইনী এলাকা, যার প্রতিনিধিত্ব করা হয়, এর ক্ষমতার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানে এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

ক) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিগুলি বিবেচনা করা।

খ) যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে মীমাংসা।

গ) U. S. S. R-এর সঙ্গে সংযুক্তির প্রশ্নে নতুন প্রজাতন্ত্রগুলির অনুমোদন।

ঘ) U. S. S. R সংবিধানের উপর পর্যবেক্ষণের তত্ত্বাবধান এবং নির্বাচক প্রজাতন্ত্রগুলি সংবিধান ও U. S. S. R সংবিধানের মধ্যেকার সঙ্গতি সুনিশ্চিত করা।

ঙ) নির্বাচক (সাংবিধানিক) প্রজাতন্ত্রগুলির মধ্যেকার সীমারেখা পরিবর্তনের চূড়ান্ত অনুমোদন।

চ) নির্বাচক (সাংবিধানিক) প্রজাতন্ত্রগুলির মধ্যে নতুন রাজ্যক্ষেত্র বা প্রদেশ গঠন বা পাশাপাশি নতুন স্বশাসিত প্রজাতন্ত্র গঠনের চূড়ান্ত অনুমোদন।

ছ) U. S. S. R-এর প্রতিরক্ষা সংগঠন এবং সমস্ত স্তরের সমস্ত বাহিনীকে পরিচালনা।

জ) রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকারের ভিত্তিতে বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি।

ঝ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা।

ঞ) U. S. S, R-এর জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলি প্রতিষ্ঠিত করা।

ট, U S S R-এর সংযুক্ত রাষ্ট্রীয় বাজেট-এর চূড়ান্ত অনুমোদন এবং সমস্ত রকম কর ও রাজস্ব নির্দিষ্টকরণ যা প্রত্যেক ইউনিয়ন থেকে প্রতিটি প্রজাতন্ত্রে এবং সমস্ত আঞ্চলিক বাজেটগুলিতেও মেনে চলা হবে।

ঠ) সংযুক্ত ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ সব বাণিজ্য উদ্যোগ থেকে ব্যাঙ্ক, শ্রমশিল্প ও কৃষিশিল্প সম্বন্ধীয় সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোগগুলির পরিচালন।

ড) পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিচালন।

ঢ) অর্থ ও হিসাব সংক্রান্ত নীতি পদ্ধতি গ্রহণ।

ণ) রাষ্ট্রীয় বীমা প্রকল্প পরিচালন।

ত) ঋণ চুক্তি ও ঋণ দান।

থ) জমি ব্যবহার সংক্রান্ত প্রাথমিক নীতি নির্ধারণ। তেমনই খনি, বন ও জলসম্পদ ব্যবহারের মৌলিক নীতি গ্রহণ।

দ) শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মৌলিক নীতি প্রতিষ্ঠা।

ধ) জাতীয় অর্থনৈতিক হিসাব বিষয়ে একক পদ্ধতি সংগঠন।

ন) শ্রম আইন প্রণয়নে মূল নীতিগুলির প্রতিষ্ঠা।

প) অপরাধ ও দেওয়ানী আদালতের আইন সংকেত, কোর্ট ও বিচারালয় সম্বন্ধীয় যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালন সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন।

ফ) ইউনিয়নের নাগরিক সংক্রান্ত আইনগুলি এবং বিদেশীদের অধিকার সংক্রান্ত আইনগুলি।

ব) সংযুক্ত ইউনিয়নের রাজনৈতিক কাজ কর্ম বা রাজনৈতিক অধিকার বিধিবদ্ধ করণ।

ধারা—১৫

সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রগুলির সমস্ত ক্ষমতা U S S R-য়ের সংবিধানে ১৪ নং ধারায় বর্ণিত বিষয়গুলির মধ্যে সীমায়িত করা হয়েছে। বর্ণিত সীমানাগুলির বাইরে প্রত্যেকটি সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্র স্বাধীনভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতা পরিচালনা করবে। U S S R সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রগুলির স্বাধীন অধিকারগুলিকে রক্ষা করবে।

ধারা—১৬

প্রত্যেক নির্বাচক প্রজাতন্ত্র নিশ্চয়ই নিজস্ব সংবিধান রাখবে। যা নিশ্চয়ই প্রজাতন্ত্রগুলির নিজস্ব বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিবেচনার উপর সংগঠিত হবে এবং U S S R-য়ের সংবিধানের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করবে।

ধারা—১৭

প্রত্যেক নির্বাচক (সাংবিধানিক) প্রজাতন্ত্রেরই U S S R থেকে বিচ্ছিন্ন হবার স্বাধীন অধিকার ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত রাখা হল।

ধারা—১৮

সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রগুলির স্বীকৃত এলাকা কখনোই পরিবর্তন করা যাবে না সেখানকার সম্মতি ব্যাতিরেকে।

ধারা—১৯

সমস্ত সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রগুলির স্বীকৃত এলাকায় U S S R-য়ের আইন এবং নীতি অবশ্য প্রযোজিত।

ধারা ২০

ইউনিয়নের কোন আইন এবং সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রের কোন আইন সাযুজ্যহীন হ ল, বিবোধ দেখা দিলে সংযুক্ত ইউনিয়নের আইন বলবৎ হবে।

ধারা—২১

একটি মাত্র ইউনিয়নের নাগরিকত্বই সমগ্র U S S R-য়ের নাগরিকত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে। প্রত্যেক সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক নাগরিক U S S R-য়ের নাগরিক।

ধারা—২২

রুশীয়ান সোভিয়েত ফেডারেটেড সোস্যালিস্ট রিপাবলিক (প্রজাতন্ত্র) যথাক্রমে বর্ণিত এলাকাগুলি নিয়ে সংগঠিত; আজভ-ব্ল্যাক সী, ফার-ইষ্টার্ণ, ওয়েষ্ট সাইবেরিয়ান, ক্রাসনোয়ার্স্ক এণ্ড নর্থ ককেসাস। প্রদেশগুলি হচ্ছে ভরোনেঝ, ইষ্ট সাইবেরিয়া, গোর্কি, ওয়েষ্টার্ণ, ইভানোভো, কালিনিন, কিরভ, কুইবিশেভ, কুরস্ক, লেনিনগ্রাদ, মস্কো, ওমস্ক, ওরেনবুর্গ সারাতোভ, স্ভের্ডলভস্ক নর্দান, স্তালিনগ্রাদ, চেলাবিনিস্ক এবং য়রোস্লাভাল। স্ব-শাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির মধ্যে তাতার, বাশকির, ডাঘেস্তান, ব্যুরিয়েত, মঙ্গোলিয়ন, কাবার্ডিনো-বলকারিয়ান, কালামিক, কারেলিয়ান, কোমি, ক্রাইমিন, মারী মর্ডোভিয়ান, ভোলগা-জার্মান নর্থ ওসেটিয়ান, উডমার্তস্ক, চেচেন-ইন্দুশ, চাউবাশ এবং ইয়াকুত। এবং স্ব-শাসিত প্রদেশ যথাক্রমে: আদিজেই, জেউইশ কারাচাই ওইরাত, খাকাশ এবং চেরকেশ।

ধারা—২৩

ইউক্রেনিয়ান সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিক (প্রজাতন্ত্র) বর্ণিত প্রদেশগুলিতে সংগঠিত হবে, ভিনিৎসা, নিপ্রোপেট্রোভস্ক, ডোনেজ, কিয়েভ, ওডেসা, খারকভ এবং চের্নিগভ এবং মোল্ডাভিয়ান স্ব-শাসিত সোভিয়েত সোস্যালিস্ট প্রজাতন্ত্র।

ধারা—২৪

আজারবাইজান সোভিয়েত সোস্যালিষ্ট রিপাবলিক (প্রজাতন্ত্র) একত্রিত হয়ে গণ্য হবে নাকিচেভান স্ব-শাসিত সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিক এবং নাগোর্নো-কারাবাখ স্ব-শাসিত প্রদেশের সঙ্গে।

ধারা—২৫

জর্জিয়ান সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিক (প্রজাতন্ত্র) গণ্য হবে আজারবাইজান A S S R, আজার A S S R এবং সাউথ ওসেটিয়ান, স্ব-শাসিত প্রদেশ-য়ের অন্তর্গত হয়ে।

ধারা—২৬

উজবেক সোভিয়েত সোস্যালিষ্ট রিপাবলিক (প্রজাতন্ত্র)-য়ের অন্তর্গত হবে কারাকালপাক A S S R।

ধারা ২৭

তাজিক সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিক (প্রজাতন্ত্র)-য়ের অন্তর্গত হবে গর্নো-বাদাখসান স্ব-শাসিত প্রদেশ।

ধারা—২৮

কাজাখ সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিবাপলিক (প্রজাতন্ত্র) সংগঠিত হবে বর্ণিত প্রদেশগুলি নিয়ে: আকটুবিস্ক, আলমা-আটা, ইষ্টকাজাখস্তান, ওয়েস্টকাজাখস্তান, কারাগণ্ডা, কুস্তানাই, নর্থ কাজাখস্তান, সাউথ কাজাখস্তান।

ধারা - ২৯

আর্মেনিয়ান সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিক (প্রজাতন্ত্র), হোয়াইট রুশীয়ান সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিক (প্রজাতন্ত্র), তুর্কমেন সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিক (প্রজাতন্ত্র), এবং কিরঘিজ সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিক (প্রজাতন্ত্র)—এইগুলির কেউই কোন স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্র অথবা অঞ্চল বা প্রদেশ-য়ের সঙ্গে যুক্ত নয়।

অধ্যায় ⬚ তিন

ইউনিয়ন অফ সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকস-এর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বোচ্চ সংগঠনগুলি

ধারা—৩০

U. S. S. R-য়ের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বোচ্চ সংগঠন U. S. S. R-য়ের সুপ্রীম সোভিয়েত।

ধারা—৩১

U S S R সুপ্রীম সোভিয়েত ইউনিয়ন অফ সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিকস-য়ের অভ্যন্তরে কায়েমী সমস্ত অধিকারগুলিকে ব্যবহার করবে সংবিধানে বর্ণিত ১৪নং ধারা অনুসারে। সংবিধান মোতাবেক যদি U S S R সুপ্রীম সোভিয়েতের দায়িত্বে U S S R-য়ের প্রতিষ্ঠানগুলির দক্ষতার মধ্যে বিষয়টি পড়ে অর্থাৎ U S S R সুপ্রীম সোভিয়েতের সভাধ্যক্ষ, U S S R-য়ের জন প্রতিনিধিদের নির্দিষ্ট মন্ত্রণা সভা এবং U S S R-য়ের গণদপ্তর তবে এঁরা এটা না করতে পারেন।

ধারা—৩২

U S S R-য়ের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে কায়েম করা হল U S S R-য়ের সুপ্রীম সোভিয়েতের হাতে।

ধারা—৩৩

U S S R সুপ্রীম সোভিয়েত গঠিত হবে দুটি সমিতি দ্বারা। সোভিয়েত অফ দি ইউনিয়ন এবং সোভিয়েত অফ ন্যাশানালিটিজ।

ধারা—৩৪

সোভিয়েত অফ দি ইউনিয়ন নির্বাচিত হবে U S S R-য়ের নাগরিকদের দ্বারা। নির্বাচন ক্ষেত্রগুলি থেকে প্রত্যেক ৩০০,০০০ নাগরিকের পক্ষে একজন করে প্রতিনিধি থাকবে।

ধারা—৩৫

সোভিয়েত অফ ন্যাশানালিটিজ নির্বাচিত হবে U S S R-য়ের নাগরিকদের দ্বারা সাংবিধানিক ও স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্রগুলি থেকে, স্ব-শাসিত প্রদেশ ও জাতীয় স্তর থেকে। প্রত্যেক সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রের পক্ষে ২৫ জন প্রতিনিধি, স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্রের পক্ষে ১১ জন প্রতিনিধি, প্রত্যেক স্ব-শাসিত প্রদেশয়ের পক্ষে ৫ জন প্রতিনিধি এবং জাতীয় স্তর থেকে একজন করে প্রতিনিধি থাকবে।

ধারা—৩৬

U S S R সুপ্রীম সোভিয়েত নির্বাচিত হবে প্রতি চার বছরের ব্যবধানে।

ধারা—৩৭

U S S R সুপ্রীম সোভিয়েত-য়ের দুটি সমিতি, সোভিয়েত অফ দি ইউনিয়ন এবং সোভিয়েত অফ ন্যাশানালিটিজ সমানাধিকার ভুক্ত।

ধারা—৩৮

সোভিয়েত অফ দি ইউনিয়ন এবং সোভিয়েত অফ ন্যাশানালিটিজ-য়ের নীতি প্রণয়ন ক্ষমতা সমপর্যায়ে।

ধারা—৩৯

U S S R সুপ্রীম সোভিয়েত-য়ের উভয় সমিতি সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে অনুমোদন করলেই কোন আইন কার্যকর করার জন্য বিবেচিত হবে।

ধারা—৪০

U S S R সুপ্রীম সোভিয়েত-য়ের অনুমোদিত আইন অবশ্যই মুদ্রিত করতে হবে সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রগুলির সমস্ত ভাষায় U S S R সুপ্রীম সোভিয়েত-য়ের সভাধ্যক্ষের পক্ষ থেকে সম্পাদক সভাধিপতির স্বাক্ষরসহ।

ধারা—৪১

সোভিয়েত অফ দি ইউনিয়ন এবং সোভিয়েত অফ ন্যাশানালিটিজ-য়ের অধিবেশনগুলি যুগপৎ শুরু ও সম্পূর্ণ করতে হবে।

ধারা—৪২

সোভিয়েত অফ দি ইউনিয়ন নিজেদের জন্য নির্বাচিত করবে একজন সভাপতি এবং দুজন সহ-সভাপতিকে।

ধারা—৪৩

সোভিয়েত অফ দি ন্যাশানালিটিজ নিজেদের জন্য নির্বাচিত করবে একজন সভাধিপতি এবং দুজন সহ-সভাপতিকে।

ধারা—৪৪

সোভিয়েত অফ দি ইউনিয়ন এবং সোভিয়েত অফ দি ন্যাশানালিটিজ—উভয়ের সভাধিপতি নিজ নিজ সমিতির সভাগুলি পরিচালনা করবেন এবং নিজ নিজ সমিতির কাজকর্মগুলি নিয়ন্ত্রণ করবেন।

ধারা—৪৫

U S S R সুপ্রীম সোভিয়েতের উভয় সমিতির মিলিত অধিবেশন পরিচালনায় সোভিয়েত অফ দি ইউনিয়ন এবং সোভিয়েত অফ ন্যাশানালিটিজ-য়ের সভাধিপতিদ্বয় পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করবেন।

ধারা—৪৬

U S S R সুপ্রীম সোভিয়েতের অধিবেশনগুলি U S S R সুপ্রীম সোভিয়েতের সভাধ্যক্ষ সমিতি প্রতি দুই বছরের ব্যবধানে আহ্বান করবে। বিশেষ অধিবেশনগুলি U S S R সুপ্রীম সোভিয়েতের সভাধ্যক্ষ সমিতি আহ্বান করবে স্বেচ্ছা সিদ্ধান্তে অথবা সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রগুলির মধ্যেকার কারোর চাহিদা বা দাবী অনুসারে।

ধারা—৪৭

সোভিয়েত অফ দি ইউনিয়ন এবং সোভিয়েত ন্যাশানালিটিজ-য়ের মধ্যে মতপার্থক্য ঘটলে বিষয়টির সমাধান করার জন্য সাদৃশ্যতুল্য সম্মিলিত কমিশন গঠন করতে হবে। যদি এই সম্মিলিত কমিশন সুষ্ঠু একটি সমাধানের চুক্তিতে আসতে অপারগ হয় অথবা যদি এই সম্মিলিত কমিশনের রায় কোন একটি সোভিয়েত সমিতির মনঃপূত না হয় প্রশ্নটিকে আবারও দুই সোভিয়েত সমিতির মধ্যে মীমাংসার জন্য বিবেচনা করা হবে। কোনভাবেই যদি সোভিয়েত সমিতির দ্বারা নিষ্পত্তিমূলক সিদ্ধান্ত না নেওয়া যায় তবে U S S R সুপ্রীম সোভিয়েত সভাধ্যক্ষগণ U S S R সুপ্রীম সোভিয়েতকে বাতিল ঘোষণা করবেন এবং নতুন করে নির্বাচন ধার্য করবেন।

ধারা—৪৮

U S S R সুপ্রীম সোভিয়েতের উভয় সমিতিরএকত্রিত অধিবেশনে সভাধ্যক্ষ সমিতির উপস্থিতিতে U S S R সুপ্রীম সোভিয়েতের সভাধিপতির পরিচালনায় নির্বাচন করবেন ১১ জন সহ-সভাপতি,সভাধ্যক্ষ সমিতির পক্ষে একটি সেক্রেটারী এবং সভাধ্যক্ষের পক্ষে ২৪ জন সদস্যকে।

U S S R সুপ্রীম সোভিয়েতের সভাধ্যক্ষ সমিতি বিবেচিত হবে U S S R

সুপ্রীম সোভিয়েতের পক্ষে যাবতীয় কাজকর্মের মুখপত্র হিসেবে।

ধারা—৪৯

USSR সুপ্রীম সোভিয়েতের সভাধ্যক্ষ সমিতির দায়িত্ব অধিকারগুলি :

ক) USSR সুপ্রীম সোভিয়েতের অধিবেশনগুলির আহ্বায়ক।

খ) USSR-য়ের প্রতিষ্ঠিত আইন ব্যাখ্যাকার এবং রায় প্রদানের অধিকারী।

গ) USSR-য়ের সংবিধান ধারা ৪৭ অনুসারে USSR সুপ্রীম সোভিয়েত বাতিল ঘোষণার অধিকারী এবং নতুন নির্বাচন ধার্য করার অধিকারী।

ঘ) সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রগুলির মধ্যেকার যে কোন একটির দাবী বা চাহিদা অনুসারে অথবা জনগণের মধ্য থেকে উদ্বুদ্ধ বিষয়গুলির উপর আলোচনা এবং গণভোটের ব্যবস্থা করা।

ঙ) USSR কাউন্সিল অফ পিপলস্ কমিশারস এবং সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রগুলির কাউন্সিল অফ পিপলস্ কমিশারস (জন-প্রতিনিধিদের মন্ত্রণা সভা) দ্বারা আইনের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ সিদ্ধান্ত বা আদেশ রদ করা।

চ) USSR সুপ্রীম সোভিয়েতের অধিবেশনগুলির মধ্যেকার অবকাশে দপ্তর সরিয়ে নেওয়া এবং USSR জন প্রতিনিধিদের মন্ত্রণা সভার সভাধিপতির উদাহরণে USSR জন সংযোগ কর্তা নিয়োগ USSR সুপ্রীম সোভিয়েত দ্বারা উত্তরকালীন অনুমোদন প্রতিষ্ঠিত রাখতে।

ছ) USSR-য়ের পুরস্কার বিষয়ক যাবতীয় সিদ্ধান্তগুলি এবং সম্মানজনক উপাধি দানের ব্যবস্থা করা।

জ) যাবতীয় ক্ষমার অধিকার প্রয়োগ।

ঝ) USSS-য়ের সমগ্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিয়োগ ও অপসারণ।

ঞ) USSR সুপ্রীম সোভিয়েতের অধিবেশনগুলির মধ্যেকার অবকাশে USSR কোন সশস্ত্র আক্রমণের দ্বারা আক্রান্ত হলে অথবা আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা জনিত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক চুক্তির নৈতিক দায়িত্বের ফলে বাধ্যতামূলক প্রয়োজনে রাষ্ট্রে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি ঘোষণা করা।

ট) সাধারণ বা আংশিক সমাবেশের ঘোষণা।

ঠ) আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলির সমর্থন।

ড) বিদেশী রাষ্ট্রগুলিতে USSR-য়ের পূর্ণ ক্ষমতা বিশিষ্ট প্রতিনিধিদের (রাজদূত) নিয়োগ এবং অপসারণ।

ঢ) বিদেশী রাষ্ট্রগুলির কুটনৈতিক প্রতিনিধিদের সুপারিশ পত্র ও অপসারণ নির্দেশ গ্রহণ করা এবং ব্যবস্থা নেওয়া।

ধারা-৫০

সোভিয়েত অফ দি ইউনিয়ন এবং সোভিয়েত অফ ন্যাশানালিটিজ নির্বাচন করবে সুপারিশ কমিটিগুলিকে যারা নিজ নিজ সমিতির সদস্যদের বৈধতা পরীক্ষা করবে।

সুপারিশ কমিটির বিবৃতি অনুসারে সমিতি স্থির করবে বৈধতার স্বীকৃতি দেওয়া হবে কিনা অথবা প্রতিনিধি ব্যক্তিটির নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করা হবে।

ধারা ৫১

USSR সুপ্রীম সোভিয়েত প্রয়োজনানুসারে যে কোন ব্যাপারে নিয়োগ করবে তদন্ত কমিশন বা বিচার কমিশন।

সমস্ত ধরণের প্রতিষ্ঠানগুলি এবং দপ্তরগুলি বাধ্য থাকবে এই ধরণের কমিশনগুলির সহযোগীতায় এবং চাহিদা অনুযায়ী এদের কাছে যাবতীয় প্রয়োজনীয় দলিল উপাদান জমা করবে।

ধারা—৫২

সুপ্রীম সোভিয়েতের কোন প্রতিনিধিকে আদালতে অভিযুক্ত বা গ্রেপ্তার করা যাবে না USSR সুপ্রীম সোভিয়েতের অনুমোদন ব্যতিরেকে এবং সুপ্রীম সোভিয়েতের অধিবেশন না চলাকালীন সময়ে USSR সুপ্রীম সোভিয়েতের সভাধ্যক্ষ সমিতির অনুমোদন ছাড়া।

ধারা—৫৩

USSR সুপ্রীম সোভিয়েত দপ্তরের সময়সীমা শেষ হলে অথবা সময় সীমার আগেই সুপ্রীম সোভিয়েত বাতিল ঘোষিত হলে USSR সুপ্রীম সোভিয়েতের সভাধ্যক্ষ সমিতি আপন ক্ষমতাগুলির অধিকারী থাকবে যতদিন না USSR নব নির্বাচিত সুপ্রীম সোভিয়েতের দ্বারা USSR সুপ্রীম সোভিয়েতের নতুন সভাধ্যক্ষ সমিতি গঠিত হয়।

ধারা—৫৪

USSR সুপ্রীম সোভিয়েত দপ্তরের সময় সীমা শেষ হলে অথবা সময় সীমার আগেই সুপ্রীম সোভিয়েত বাতিল ঘোষিত হলে USSR সুপ্রীম সোভিয়েতের সভাধ্যক্ষ সমিতি নতুন নির্বাচনের দিন ধার্য করবে USSR সুপ্রীম সোভিয়েতের সময় সীমা বাতিল ঘোষণার দিন থেকে অনধিক দুই মাস সময় সীমার মধ্যে।

ধারা—৫৫

নব নির্বাচিত USSR সুপ্রীম সোভিয়েত আহ্বাহিত হবেন পূর্ববর্তী USSR সুপ্রীম সোভিয়েতের সভাধ্যক্ষ সমিতির দ্বারা নির্বাচনের এক মাস সময়সীমার মধ্যে।

ধারা—৫৬

USSR সুপ্রীম সোভিয়েত উভয় সমিতির একটি একত্রিত অধিবেশনে USSR-য়ের নির্বাহিক বর্গ গঠন করবে—USSR জন-প্রতিনিধিদের মন্ত্রণা দপ্তর (দি কাউন্সিল অফ পিপলস কমিশারস অফ দি USSR)

অধ্যায় □ চার

সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রগুলি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বোচ্চ সংগঠন

ধারা—৫৭

একটি সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বোচ্চ সংগঠন হবে নির্বাচক প্রজাতন্ত্রটির সুপ্রীম সোভিয়েত।

ধারা—৫৮

একটি সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রের সুপ্রীম সোভিয়েত নির্বাচিত হবে প্রজাতন্ত্রটির নাগরিকদের দ্বারা প্রতি চার বছরের ব্যবধানে।

প্রতিনিধিদের সংখ্যা স্থিরীকৃত হবে নির্বাচক প্রজাতন্ত্রগুলির সংবিধান দ্বারা।

ধারা - ৫৯

একটি সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রের সুপ্রীম সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রটির একমাত্র আইন প্রনয়ণকারী সংস্থা।

ধারা ৬০

একটি সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রের সুপ্রীম সোভিয়েত নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি দেখবে :

ক) নির্বাচক প্রজাতন্ত্রটির সংবিধান গঠন এবং USSR সংবিধানের ১৬ নং

ধারা অনুসারে সংবিধানটির সঙ্গতি রক্ষা।

খ) স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির সংবিধান অনুমোদন এবং প্রজাতন্ত্রগুলির চৌহদ্দী বা সীমানা এবং মধ্যেকার এলাকা উল্লেখ সহযোগে নথিভুক্ত করল।

গ) প্রজাতন্ত্রের বাজেট এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলির অনুমোদন।

ঘ) সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রের আইন প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা সাব্যস্ত নাগরিকদের ক্ষমার ক্ষমতা এবং রাজনৈতিক অপরাধীদের ক্ষমার ক্ষমতা।

ধারা—৬১

একটি সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রের সুপ্রীম সোভিয়েত নির্বাচন করবে নির্বাচক প্রজাতন্ত্রটির সুপ্রীম সোভিয়েতের সভাধ্যক্ষ সমিতি যা গঠিত হবে নির্বাচক প্রজাতন্ত্রটির সুপ্রীম সোভিয়েতের সভাধ্যক্ষ সমিতির পক্ষে সভাধিপতি সহ-সভাপতি, সভাধ্যক্ষ সমিতির পক্ষে একটি সেক্রেটারী এবং নির্বাচক প্রজাতন্ত্রটির সুপ্রীম সোভিয়েত সভাধ্যক্ষ সমিতির সদস্য নিয়ে।

একটি সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রের সুপ্রীম সোভিয়েত সভাধ্যক্ষ সমিতির ক্ষমতাগুলি নির্বাচক প্রজাতন্ত্রটির সংবিধান দ্বারা ব্যাখ্যা করা থাকবে।

ধারা—৬২

নিজ অধিবেশনগুলি পরিচালনা করার জন্য একটি নির্বাচক প্রজাতন্ত্রের সুপ্রীম সোভিয়েত নিজেদের সভাধিপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচিত করবে।

ধারা—৬৩

একটি সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রের সুপ্রীম সোভিয়েত নির্বাচক প্রজাতন্ত্রটির নির্বাহিকবর্গ (এক্সিকিউটিভ) গঠন করবে - নির্বাচক প্রজাতন্ত্রটির জন-প্রতিনিধিদের মন্ত্রণা সভা (দি কাউন্সিল অফ পিপলস কমিশারস অফ দি কনস্টিটিউয়েন্ট রিপাবলিক)।

অধ্যায় ☐ পাঁচ

U S S R-য়ের রাষ্ট্র পরিচালক সংস্থাগুলি

ধারা—৬৪

U S S R রাষ্ট্র ক্ষমতার পরিচালক সংস্থা এবং সর্বোচ্চ নির্বাহিকবর্গ (এক্সিকিউটিভ) হবে U S S R-য়ের কাউন্সিল অফ পিপলস কমিশারস (জনপ্রতিনিধিদের মন্ত্রণা-সভা)।

ধারা ৬৫

U S S R কাউন্সিল অফ পিপলস কমিশারস, U S S R সুপ্রীম সোভিয়েতের অধিবেশনগুলির মধ্যেকার অবকাশে U S S R সুপ্রীম সোভিয়েতের সভাধ্যক্ষ সমিতির কাছে দায়বদ্ধ থাকবে এবং সমপর্যায়ে গণ্য হবে।

ধারা—৬৬

U S S R কাউন্সিল অফ পিপলস কমিশারস বিধিবদ্ধ; আইন মোতাবেক প্রস্তাব এবং আদেশ নামা জারি করবে এবং আইন প্রয়োগের সময় প্রয়োগগত যাথার্থ বিচার করবে।

ধারা—৬৭

U S S R কাউন্সিল অফ পিপলস কমিশারস কৃত আদেশ নামাগুলি ও প্রস্তাবগুলি U S S R-য়ের সমস্ত অঞ্চলে অবশ্য প্রযোজ্য হবে।

ধারা—৬৮

U S S R কাউন্সিল অফ পিপলস কমিশারস (জন-প্রতিনিধিদের মন্ত্রণা সভা)-য়ের দায়িত্ব:

ক) U S S R সংযুক্ত ইউনিয়ন এবং ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রীয় জন-সংযোগ দপ্তরয়ের (অল-ইউনিয়ন এণ্ড ইউনিয়ন রিপাবলিক পিপলস কমিসেরিয়্যাটস অফ দি U S S R) সমন্বয় এবং কাজ পরিচালনা। অন্যান্য অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলিরও উপদেষ্টা হিশেবে কাজ করা।

খ) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও রাষ্ট্রীয় বাজেট রূপায়ণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং আর্থিক সঞ্চয় পদ্ধতিকে শক্তিশালী করে তোলা।

গ) গণদাবী পূরণের জামিনস্বরূপ, রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষায় সমর্থন স্বরূপ এবং নাগরিকদের অধিকারগুলির নিশ্চয়তায় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ।

ঘ) বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাধারণ উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ।

ঙ) সক্রিয় সামরিক কাজে ডেকে পাঠানোর জন্য নাগরিকদের বার্ষিক হিশেবে ধার্য করা এবং দেশের সশস্ত্র শক্তির সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনা করা।

চ) প্রয়োজনানুযায়ী U S S R কাউন্সিল অফ পিপলস কমিশারসয়ের পক্ষে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং প্রতিরক্ষা সংগঠনের বিশেষ কমিটি এবং কেন্দ্রীয় পরিচালন সংস্থা গঠন করা।

ধারা—৬৯

U S S R কাউন্সিল অফ পিপলস কমিশারস U S S R-য়ের যোগ্যতার মধ্যে পড়ে এমন অর্থনৈতিক ও পরিচালন শাখাগুলি সম্বন্ধে অধিকার বলে সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রগুলির কাউন্সিল অফ পিপলস কমিশারস কৃত প্রস্তাব বা আদেশনামা বাতিল করতে পারে এবং U S S R পিপলস কমিশারের বার্ষিক নির্দেশ বা আদেশ দিতে পারে।

ধারা—৭০

U S S R কাউন্সিল অফ পিপলস কমিশারস গঠিত হবে U S S R সুপ্রীম সোভিয়েত দ্বারা এবং এতে থাকবে:

U S S R কাউন্সিল অফ পিপলস কমিশারস-য়ের সভাধিপতি।

U S S R কাউন্সিল অফ পিপলস কমিশারসয়ের সহ-সভাপতি।

U S S R স্টেট প্ল্যানিং কমিশনের সভাধিপতি।

সোভিয়েত কন্ট্রোল কমিশনের সভাধিপতি।

U S S R পিপলস কমিশারস।

কমিটি অন এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টস-য়ের সভাধিপতি।

কমিটি অন আর্টস-য়ের সভাপতি।

কমিটি অন হায়ার এডুকেশন-য়ের সভাপতি।

ধারা—৭১

U S S R কার্যনির্বাহী (এক্সিকিউটিভ) অথবা U S S R পিপলস কমিশার উভয়েই U S S R সুপ্রীম সোভিয়েতের কোন সদস্যের কাছ থেকে আসা যে কোন প্রশ্নের মৌখিক অথবা লিখিত জবাব দিতে বাধ্য থাকবে নিজ নিজ সমিতির কাছে অনধিক তিন দিনের সময় সীমার মধ্যে।

ধারা—৭২

U S S R পিপলস কমিশারস U S S R-য়ের যোগ্যতার মধ্যে পড়ে এমন রাষ্ট্রীয় পরিচালনার সমস্ত শাখাগুলি পরিচালনা করবে।

ধারা—৭৩

U S S R পিপলস কমিশারস নিজ নিজ পিপলস কমিসেরিয়েটস-য়ের যোগ্যতার মধ্যে সীমায়িত নির্দেশগুলি বা আদেশগুলি প্রকাশ করবে বিধিবদ্ধ

আইনের ভিত্তিতে এবং আইনের প্রয়োগ ঘটাতে পাশাপাশি U S S R কাউন্সিল অফ পিপলস কমিশারস-য়ের নির্দেশ ও প্রস্তাব প্রযোজ্য করার ব্যাপারে নজর দেবে।

ধারা—৭৪

U S S R পিপলস কমিসেরিয়্যাটস (জন সংযোগ দপ্তর) হবে অল ইউনিয়ন অথবা ইউনিয়ন রিপাবলিক।

ধারা— ৭৫

অল ইউনিয়ন পিপলস কমিসেরিয়্যাটস (সংযুক্ত ইউনিয়ন জন সংযোগ দপ্তর) পরিচালন করবে U S S R অন্তর্ভুক্ত সমস্ত অঞ্চলে এদের কাছে দায়বদ্ধ রাষ্ট্রীয় পরিচালনার সমস্ত শাখাগুলিকেই, সরাসরি বা কোন সংস্থা নিয়োগ করে সেই সংস্থার মাধ্যমে।

ধারা—৭৬

ইউনিয়ন রিপাবলিক পিপলস কমিসেরিয়্যাটস (প্রজাতন্ত্রীয় ইউনিয়ন জন সংযোগ দপ্তর) পরিচালনা করবে রাষ্ট্রীয় পরিচালনার সেই সমস্ত শাখাগুলিকে আইন দ্বারা যেগুলি সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্র সমূহের পিপলস কমিসেরিয়্যাটস ধরণের নামকরণ দ্বারা এদের কাছে দায়বদ্ধ। একই সঙ্গে এরা সরাসরি পরিচালনা করবে U S S R সুপ্রীম সোভিয়েতের সভাধ্যক্ষ সমিতির দ্বারা নথিভুক্ত নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক উদ্যোগগুলিকেও।

ধারা ৭৭

নিম্নবর্ণিত পিপলস্ কমিসেরিয়্যাটসগুলি হবে সংযুক্ত ইউনিয়ন জন সংযোগ দপ্তর :

প্রতিরক্ষা	যোগাযোগ ব্যবস্থা
বিদেশ সম্পর্ক	জল পরিবহন
বিদেশী বাণিজ্য	ভারী শিল্প
রেলওয়ে	প্রতিরক্ষা শিল্প

ধারা—৭৮

নিম্নবর্ণিত পিপলস্ কমিসেরিয়্যাটসগুলি হবে প্রজাতন্ত্রীয় ইউনিয়ন জন সংযোগ দপ্তর :

খাদ্য শিল্প	অর্থ
হাল্কা শিল্প	অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য
বাঁশ (বনজ) শিল্প	আন্তর্সম্পর্ক
কৃষি	বিচার
রাষ্ট্রীয় শস্য ও মজুত ভাণ্ডার	স্বাস্থ্য

অধ্যায় ☐ ৎয়

সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রগুলির রাষ্ট্র পরিচালক সংস্থা

ধারা – ৭৯

সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র ক্ষমতার সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহী (এক্সিকিউটিভ) এবং পরিচালক সংস্থা হবে নির্বাচক প্রজাতন্ত্রটির কাউন্সিল অফ পিপলস কমিশারস (জন-প্রতিনিধিদের মন্ত্রণা সভা)

ধারা ৮০

সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রের কাউন্সিল অফ পিপলস কমিশারস নির্বাচক প্রজাতন্ত্রের সুপ্রীম সোভিয়েতের কাছে এবং নির্বাচক প্রজাতন্ত্রের সুপ্রীম সোভিয়েত অধিবেশনগুলির মধ্যেকার অবকাশে নির্বাচক প্রজাতন্ত্রটির সুপ্রীম সোভিয়েতের সভাধ্যক্ষ সমিতির কাছে দায়বদ্ধ হবে এবং সমপর্যায়ে গণ্য হবে।

ধারা ৮১

সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রের কাউন্সিল অফ পিপলস কমিশারস U S S R-য়ের বিধিবদ্ধ আইন এবং নির্বাচক প্রজাতন্ত্রটির বিধিবদ্ধ আইন মোতাবেক প্রস্তাব ও আদেশনামা প্রকাশ করবে এবং আইন প্রযোজ্য করবে এবং U S S R কাউন্সিল অফ পিপলস কমিশারস-য়ের নির্দেশ ও প্রস্তাবগুলি প্রযোজ্য হচ্ছে কিনা নজর রাখবে।

ধারা—৮২

সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রের কাউন্সিল অফ পিপলস কমিশারস অধিকার বলে স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির কাউন্সিল অফ পিপলস কমিশারস-য়ের প্রস্তাব বা আদেশ নামা বাতিল করতে পারে এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক, প্রাদেশিক ও স্ব-শাসিত প্রদেশের সোভিয়েতস অফ ওয়ার্কিং পিপলস ডেপুটিজগুলির কার্য-নির্বাহী কমিটিগুলি দ্বারা সিদ্ধান্ত বা আদেশ নামা রদ করতে পারে।

ধারা—৮৩

সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রের কাউন্সিল অফ পিপলস কমিশারস গঠিত হবে নির্বাচক প্রজাতন্ত্রটির সুপ্রীম সোভিয়েত দ্বারা এবং এতে থাকবে :

সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রের কাউন্সিল অফ পিপলস কমিশারস-য়ের সভাপতি, সহ-সভাপতি, স্টেট প্ল্যানিং কমিশন-য়ের সভাপতি।

নিম্নবর্ণিত পিপলস কমিশার সকল :

খাদ্য শিল্প	আন্তর্দেশীয় সম্পর্ক (আন্তঃস্পর্ক)
হাল্কা শিল্প	বিচার
বাঁশ (বনজ) শিল্প	স্বাস্থ্য
কৃষি	শিক্ষা
রাষ্ট্রীয় শস্য ও মজুত খামার	আঞ্চলিক শিল্প
অর্থ	পৌর অর্থনীতি
আন্তর্বাণিজ্য	সমাজ পরিকল্পনা

কমিটি অন এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টস-য়ের প্রতিনিধি

এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফর আর্টস-য়ের প্রধান

অল-ইউনিয়ন পিপলস কমিসেরিয়্যাটস-য়ের প্রতিনিধি

ধারা—৮৪

সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রের পিপলস কমিশারস নির্বাচক প্রজাতন্ত্রটির যোগ্যতার মধ্যে পড়ে এমন সমস্ত রাষ্ট্র পরিচালক সংস্থার শাখাগুলিকে নির্দেশ দেবে।

ধারা—৮৫

সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রের পিপলস কমিশারস যোগ্যতার দ্বারা সীমায়িত নিজ নিজ পিপলস কমিসেরিয়েটসগুলির আদেশ নামা ও নির্দেশ প্রকাশ করবে U S S R ও নির্বাচক প্রজাতন্ত্রটির বিধিবদ্ধ আইনের ভিত্তিতে এবং আইনের প্রয়োগ ঘটাতে। এছাড়া U S S R ও নির্বাচক প্রজাতন্ত্রের কাউন্সিল অফ পিপলস কমিশারস এবং U S S R ইউনিয়ন রিপাবলিক পিপলস কমিসেরিয়্যাটস-য়ের প্রস্তাব, নির্দেশ, আদেশগুলির যথাযথ প্রযোজ্য করবে।

ধারা—৮৬

সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রের পিপলস কমিসেরিয়্যাটস গঠিত হবে ইউনিয়ন রিপাবলিক অথবা রিপাবলিক হিশেবে।

ধারা – ৮৭

ইউনিয়ন রিপাবলিক পিপলস কমিসেরিয়্যাটস পরিচালনা করবে এদের কাছে

দায়বদ্ধ সেইসব রাষ্ট্র পরিচালক সংস্থার শাখাগুলিকে যেগুলি সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রের কাউন্সিল অফ পিপলস কমিশারস এবং অনুরূপ USSR ইউনিয়ন রিপাবলিক পিপলস কমিসেরিয়্যাটস উভয়েরই নিয়ন্ত্রণস্থ।

ধারা—৮৮

রিপাবলিক পিপলস কমিসেরিয়্যাটস পরিচালিত করবে এদের কাছে দায়বদ্ধ সেইসব রাষ্ট্র পরিচালক সংস্থার শাখাগুলিকে যেগুলি সরাসরি নির্বাচক প্রজাতন্ত্রটির কাউন্সিল অফ পিপলস কমিশারস-এর নিয়ন্ত্রণস্থ।

অধ্যায় ☐ সাত

স্ব-শাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বোচ্চ সংস্থা

ধারা - ৮৯

ASSR (অটোনমাস সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক) সুপ্রীম সোভিয়েত হচ্ছে স্ব শাসিত প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বোচ্চ সংস্থা।

ধারা—৯০

একটি স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্রের সুপ্রীম সোভিয়েত নির্বাচিত হবে প্রজাতন্ত্রটির নাগরিকদের দ্বারা প্রতি চার বছরের সময় সীমার ব্যবধানে স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্রটির সংবিধান দ্বারা নির্দিষ্ট হারে আনুপাতিক প্রতিনিধি নিয়ে।

ধারা—৯১

একটি স্বশাসিত প্রজাতন্ত্রের সুপ্রীম সোভিয়েত হবে ASSR আইন প্রণয়নকারী একমাত্র সংস্থা।

ধারা—৯২

প্রত্যেক স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্রের নিজস্ব সংবিধান থাকবে, যা স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্রটির বিশেষ বৈশিষ্ট্যের বিষয় বিবেচনাসহ সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রটির সংবিধানের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করে বিধিবদ্ধ করা হবে।

ধারা—৯৩

একটি স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্রের সুপ্রীম সোভিয়েত নির্বাচিত করবে স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্রটির সুপ্রীম সোভিয়েত সভাধ্যক্ষ সমিতি এবং স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্রের কাউন্সিল অফ পিপলস কমিশারস গঠন করবে সংবিধানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে।

অধ্যায় ☐ আট

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আঞ্চলিক সংস্থা

ধারা—৯৪

সোভিয়েত অফ ওয়ার্কিং পিপলস ডেপুটিজ (মেহনতী জন প্রতিনিধিদের সোভিয়েত) রাষ্ট্র ক্ষমতার আঞ্চলিক প্রতিভূ হিশেবে গণ্য হবে রাজ্যগুলিতে, স্ব-শাসিত প্রদেশে, প্রান্তিক অঞ্চল, জেলা, শহর এবং গ্রামাঞ্চলগুলিতে (কসাক গ্রাম, সাধারণ গ্রাম, স্ব-নির্ভর ক্ষুদ্র খামার এলাকা [বিশেষ করে ইউক্রেনিয়ায়] মধ্য এশিয়ার গ্রাম, ককেশাস অঞ্চলের পার্বত্য বা মরু গ্রাম।

ধারা—৯৫

রাজ্যগুলির, প্রদেশগুলির, স্ব-শাসিত প্রদেশগুলির, প্রান্তিক অঞ্চলের, জেলার, শহরের এবং গ্রামাঞ্চলের [কসাক গ্রাম, সাধারণ গ্রাম, স্ব-নির্ভর ক্ষুদ্র খামার এলাকা (বিশেষ করে ইউক্রেনিয়ায়], মধ্য এশিয়ার গ্রাম, ককেশাস অঞ্চলের পার্বত্য বা মরু গ্রাম্য সোভিয়েতস অফ ওয়ার্কিং পিপলস ডেপুটিজ নির্বাচিত হবে নিজ নিজ রাজ্য, প্রদেশ, স্ব-শাসিত প্রদেশ, অঞ্চল, জেলা শহর ও গ্রামাঞ্চলের মেহনতী জনগণের দ্বারা প্রতি দুই বছরের সময় সীমার ব্যবধানে।

ধারা—৯৬

সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রের সংবিধান দ্বারা নির্ধারিত থাকবে সোভিয়েতস অফ ওয়ার্কিং পিপলস ডেপুটিজের জন্য নির্বাচক প্রতিনিধিদের অনুপাত হার।

ধারা—৯৭

সোভিয়েতস অফ ওয়ার্কিং পিপলস ডেপুটিজ এদের অধীনস্থ কার্য-নির্বাহী সংস্থাগুলির কাজকর্ম পরিচালনা করবে। নিশ্চিত করবে জনগণের চাহিদা বা দাবীদাবা পূরণ, আইন নিয়ন্ত্রণ এবং নাগরিকদের অধিকারগুলির নিশ্চয়তা প্রদানের পাশাপাশি দেখবে আঞ্চলিক অর্থ ও সাংস্কৃতিক দপ্তরগুলির কাজকর্ম এবং আঞ্চলিক বাজেট তৈরী করবে।

ধারা—৯৮

সোভিয়েত অফ ওয়ার্কিং পিপলস ডেপুটিজ USSR এবং নির্বাচক প্রজাতন্ত্রের আইন দ্বারা নির্দেশিত যোগ্যতা ও ক্ষমতার পরিসরে সিদ্ধান্তগুলি নেবে এবং আদেশনামা প্রকাশ করবে।

ধারা—৯৯

বিভিন্ন রাজ্যগুলির, প্রদেশগুলির, স্ব-শাসিত প্রদেশগুলির, আঞ্চলিক জেলা, শহর ও গ্রামাঞ্চলের সোভিয়েতস অফ ওয়ার্কিং পিপলস ডেপুটিজ কার্য নির্বাহী ও পরিচালক সংস্থাগুলি নির্বাচিত করবে নিজেদের কার্য নির্বাহী কমিটিগুলিকে একটি সভাপতি, সহ-সভাপতি, সেক্রেটারী ও সদস্যদের নিয়ে।

ধারা—১০০

গ্রাম্য ভূবাসন (সেটেলমেন্ট) ক্ষেত্রের সোভিয়েতস অফ ওয়ার্কিং পিপলস ডেপুটিজ কার্যনির্বাহী ও পরিচালক সংস্থাগুলি নির্বাচক প্রজাতন্ত্রগুলির সংবিধান মোতাবেক নির্বাচিত করবে নিজস্ব সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সেক্রেটারী।

ধারা—১০১

সোভিয়েতস অফ ওয়ার্কিং পিপলস ডেপুটিজ কার্য নির্বাহী সংস্থাগুলি সরাসরি সোভিয়েত অফ ওয়ার্কিং পিপলস ডেপুটিজ (যারা তাদের নির্বাচিত করল) এবং উচ্চতর সোভিয়েত ওয়ার্কিং পিপলস ডেপুটিজ কার্য নির্বাহী সংস্থা উভয়ের সঙ্গে সমপর্যায়ে গণ্য হবে।

অধ্যায় ☐ নয়

কোর্ট এবং এটর্নী জেনারেলের অফিস

ধারা—১০২

USSR-য়ের ন্যায় বিচার পরিচালিত ও নির্দেশিত হবে USSR সুপ্রীম সোভিয়েত দ্বারা এবং USSR সুপ্রীম সোভিয়েত প্রস্তাবিত ও নির্দেশিত USSR সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রগুলির সুপ্রীম কোর্ট ও প্রাদেশিক বিচারালয় দ্বারা, স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির এবং স্ব-শাসিত প্রদেশগুলির বিচারালয় দ্বারা, আঞ্চলিক বিচারালয়, বিশেষ বিচারালয় এবং গণ আদালত (পিপলস কোর্ট) দ্বারা।

ধারা—১০৩

আইন দ্বারা নির্দেশিত বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতিরেকে সমস্ত বিচারালয়ের মামলাগুলিই পরখ করা হবে জন সংযোগ রক্ষাকারী বিচারপতিদের অংশগ্রহণের সাহায্যে।

ধারা—১০৪

USSR সুপ্রীম কোর্ট হবে বিচারপতি বা বিচারালয় সম্বন্ধীয় সর্বোচ্চ

সংস্থা। USSR এবং সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রগুলির সমস্ত বিচার ব্যবস্থা, বিচারালয়ের কার্যাবলী এবং বিচারালয় সম্বন্ধীয় সমস্ত প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বধান-সহ USSR সুপ্রীম কোর্ট দায়বদ্ধ।

ধারা ১০৫

USSR সুপ্রীম কোর্ট এবং USSR বিশেষ বিচারালয়গুলি (স্পেশাল কোর্ট) USSR সুপ্রীম সোভিয়েতের দ্বারা নির্বাচিত ও সংগঠিত হবে প্রতি পাঁচ বছর সময় সীমার ব্যবধানে।

ধারা—১০৬

সমস্ত সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রের সুপ্রীম কোর্টগুলি নির্বাচিত ও সংগঠিত হবে নির্বাচক প্রজাতন্ত্রের সুপ্রীম সোভিয়েতগুলি দ্বারা প্রতি পাঁচ বছর সময় সীমার ব্যবধানে।

ধারা – ১০৭

সমস্ত স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্রের সুপ্রীম কোর্টগুলি নির্বাচিত ও সংগঠিত হবে স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্রের সুপ্রীম সোভিয়েতগুলি দ্বারা প্রতি পাঁচ বছর সময়-সীমার ব্যবধানে।

ধারা—১০৮

রাজ্য এবং প্রাদেশিক কোর্টগুলি স্ব-শাসিত প্রদেশের কোর্টগুলি এবং আঞ্চলিক কোর্টগুলি নির্বাচিত হবে রাজ্য, প্রদেশ, স্ব-শাসিত প্রদেশ ও অঞ্চলের সোভিয়েতস অফ ওয়ার্কিং পিপলস ডেপুটিজ দ্বারা প্রতি পাঁচ বছর সময় সীমার ব্যবধানে।

ধারা—১০৯

সার্বজনীন, সরাসরি অংশ গ্রহণ এবং সমান ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণ-আদালতগুলি (পিপলস কোর্ট) নির্বাচিত হবে প্রতি তিন বছরের সময় সীমার ব্যবধানে জেলার নাগরিকদের গোপন ভোটের মাধ্যমে।

ধারা—১১০

বিচারালয়ের কার্যাবলী সংবিধান নির্দিষ্ট অথবা স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্রের বা স্ব-শাসিত প্রদেশের ভাষায় পরিচালিত হবে এবং নিশ্চিত করা হবে সেই ভাষায় অনভিজ্ঞ মানুষও যেন দোভাষীর মাধ্যমে মামলার খুঁটিনাটি সম্পূর্ণ অবগত হতে পারে এবং প্রত্যেকেই নিজের মাতৃভাষায় বিচারালয়ে কথা বলার অধিকার পাবে।

ধারা—১১১

USSR-য়ের সমস্ত বিচারালয়েই শুনানি এবং বিচার প্রকাশ্য হবে আইন দ্বারা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলি ব্যতিরেকে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি মাত্রেই সপক্ষ সমর্থনের অধিকার আইন স্বীকৃত।

ধারা—১১২

বিচারপতিগণ সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং বিধিবদ্ধ আইনেরই অধীনস্থ শুধুমাত্র।

ধারা—১১৩

সমস্ত পিপলস কমিসেরিয়্যাটস এবং এর অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানগুলির পাশাপাশি ব্যক্তি সরকারী প্রতিনিধি ও USSR-য়ের সমস্ত নাগরিক দ্বারা দৃঢ়ভাবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়টির সর্বোচ্চ তত্ত্বাবধান কায়েমী করা হল USSR এটর্নী জেনারেলের উপর।

ধারা—১১৪

USSR সুপ্রীম সোভিয়েত প্রতি সাত বছরের সময়সীমার ব্যবধানে নিয়োগ করবে USSR এটর্নী জেনারেল।

ধারা ১১৫

USSR এটর্নী জেনারেল প্রতি পাঁচ বছরের সময় সীমার ব্যবধানে নিয়োগ করবে প্রজাতন্ত্রগুলির স্টেট এটর্নী, রাজ্য এবং প্রদেশের স্টেট এটর্নী এবং স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্র ও স্ব শাসিত প্রদেশগুলির স্টেট এটর্নী।

ধারা—১১৬

USSR এটর্নী জেনারেলের অনুমোদন নিয়ে সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রগুলির স্টেট এটর্নীগণ প্রতি পাঁচ বছরের সময় সীমার ব্যবধানে নিয়োগ করবে রাজ্যগুলির, জেলাগুলির এবং শহরগুলির ডিস্ট্রিক্ট এটর্নীদের।

ধারা ১১৭

স্টেট এবং ডিস্ট্রিক্ট এটর্নী অফিসগুলি স্বাধীনভাবে নিজেদের কাজ করবে নিজস্ব স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এবং সম্পূর্ণই USSR এটর্নী জেনারেলের অধীনস্থ হবে।

অধ্যায় ☐ দশ

নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও দায়িত্বসমূহ

ধারা—১১৮

USSR নাগরিক মাত্র আছে কাজের অধিকার, অর্থাৎ সুনিশ্চিত চাকরীর অধিকার এবং পরিমাণ ও গুণগত মান অনুসারে প্রত্যেকের শ্রম বাবদ প্রদত্ত অর্থ আয়ের অধিকার।

কাজের অধিকারকে নিশ্চিত করা হচ্ছে জাতীয় অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের দ্বারা, সোভিয়েত সমাজের উৎপাদক শক্তিগুলির দৃঢ় উন্নতির দ্বারা, অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সম্ভাবনা অবলুপ্তিকরণের পাশাপাশি বেকার সমস্যার দূরীকরণের দ্বারা।

ধারা – ১১৯

USSR নাগরিকদের আছে বিশ্রামের অধিকার।

বিশ্রামের অধিকার নিশ্চিত করা হচ্ছে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকদের শ্রম দিন- প্রতি কাজের ঘন্টা কমিয়ে সাত ঘন্টা করার মধ্য দিয়ে, শ্রমিক ও অন্যান্য চাকুরীজীবীর সবেতন বার্ষিক ছুটিগুলির জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠান সংগঠিত করে এবং বিপুল সংখ্যক স্বাস্থ্য নিবাস, বিশ্রাম গৃহ এবং সমিতির মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের প্রয়োজনানুযায়ী পরিষেবার জন্য ব্যবস্থাদি সংগঠিত করার দ্বারা।

ধারা—১২০

USSR নাগরিকদের আছে বৈষয়িক নিশ্চয়তা ভোগ করার অধিকার বৃদ্ধ বয়সে এবং অসুস্থ হলে বা কোন কারণে কর্ম ক্ষমতা হারালেও।

এই অধিকার নিশ্চিত করা হচ্ছে শ্রমিকদের এবং অন্যান্য চাকুরীজীবীদের রাষ্ট্রীয় খরচে সামাজিক বীমাকরণের ব্যাপক উন্নতি সাধন ঘটিয়ে। শ্রমজীবী জনগণের জন্য মুক্ত চিকিৎসা সেবার দ্বারা এবং শ্রমজীবী জনগণের আয়ত্বাধীন ব্যাপক স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী ব্যবস্থাপত্রের সুযোগ সৃষ্টির দ্বারা।

ধারা—১২১

USSR নাগরিকমাত্র আছে শিক্ষার অধিকার।

এই অধিকার নিশ্চিত করা হচ্ছে সর্বস্তরে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন করে, অবৈতনিক শিক্ষা এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ও অবৈতনিক ব্যবস্থা চালু করে, উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের ব্যাপক সংখ্যক অংশের জন্য রাষ্ট্রীয় বৃত্তির পদ্ধতি প্রচলন, মাতৃভাষায় প্রচলিত বিদ্যালয়গুলিতে নির্দেশের মাধ্যমে

এবং শ্রমজীবী জনগণের জন্য কারখানায়, রাষ্ট্রীয় কৃষি খামারে, মেশিন ট্রাকটর স্টেশনগুলিতে এবং যৌথ খামারগুলিতে অবৈতনিক প্রযুক্তি বিদ্যা, কৃষি বিদ্যা ও শ্রম শিল্প সম্বন্ধীয় প্রয়োগ বিদ্যা শিক্ষার যাবতীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠিত করে।

ধারা ১২২

USSR নারী পুরুষদের সঙ্গে সমানাধিকার ভোগী অর্থনৈতিক রাষ্ট্রীয় সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রগুলিতে।

নারীদের এই অধিকারগুলির বাস্তব পরিণতি নিশ্চিত করা হচ্ছে পুরুষের সমপর্যায়ে নারীকে কাজের অধিকার দিয়ে, কাজের জন্য মজুরী, বিশ্রাম, সামাজিক বীমা এবং শিক্ষা দিয়ে এবং মা ও সন্তানের স্বার্থগুলিকে রাষ্ট্রীয় হেফাজতের ব্যবস্থার দ্বারা, সবেতন গর্ভাবস্থাকালীন ছুটির দ্বারা এবং মাতৃসদন, নার্শারী ও কিণ্ডার গার্টেন ইত্যাদির ব্যাপক ব্যবস্থাদির সুযোগ সহজলভ্য করে।

ধারা — ১২৩

জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল USSR নাগরিকই সমান অধিকার ভোগী অর্থনৈতিক রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রগুলিতে এবং এটি চূড়ান্ত ও অ-প্রত্যাহার যোগ্য আইন।

এই অধিকারগুলির যে কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সীমা অথবা বিপরীতক্রমে, জাতি, ধর্ম বা সম্প্রদায় হিশেবে নাগরিকদের জন্য যে কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সুবিধা সুযোগের প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি যে কোন জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়ের দ্বারা সর্বস্ব প্রচার কাউকে অবমাননা বা ঘৃণা প্রদর্শন আইনত দণ্ডনীয়।

ধারা - ১২৪

ন্যায়পর নাগরিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য USSR-য়ের চার্চ রাষ্ট্রের থেকে আলাদা গণ্য হবে এবং বিদ্যালয় চার্চ থেকে আলাদা গণ্য হবে। ধর্মীয় উপাসনার স্বাধীনতা এবং নাস্তিকতা বা ঈশ্বর বিরোধী বা যে কোন ধর্মীয় উপাসনা বিরোধী প্রচারের স্বাধীনতা একই সঙ্গে স্বীকৃত সমস্ত নাগরিকদেরই জন্য।

ধারা—১২৫

শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থগুলি সঙ্গতিপূর্ণ করতে এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তুলতে USSR নাগরিকগণ আইন মোতাবেক নিশ্চয়তা পাচ্ছেন বর্ণিত অধিকারগুলির :

ক) বাক স্বাধীনতা।

খ) মুদ্রণ এবং প্রচারের স্বাধীনতা।

গ) সভা সমাবেশ এবং জমায়েতের স্বাধীনতা।

ঘ) পথসভা, প্রকাশ্য বক্তব্য এবং মিছিল করার স্বাধীনতা।

নাগরিকদের এই সমস্ত অধিকারগুলি নিশ্চিত করা হচ্ছে শ্রমজীবী জনগণের উপর এ সমস্ত কিছুর এবং মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ক্ষমতা দিয়ে। পাশাপাশি, প্রয়োজনীয় কাগজ, ব্যবহারের জন্য বাড়ি, পথ, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যা কিছু দরকার উল্লিখিত অধিকারগুলির অনুশীলনের স্বার্থে সমস্তই যোগানের ব্যবস্থা করে।

ধারা—১২৬

শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতে এবং জনগণের অ-সংগঠিত শক্তির রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও একত্রিত সংগঠিত শক্তির চেতনার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে USSR নাগরিকদের নিশ্চিত করা হচ্ছে গণ-সংগঠনগুলিতে একত্রিত হওয়ার অধিকার — ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় প্রতিষ্ঠান, যুব সংগঠন, খেলাধূলা ও প্রতিরক্ষা সংস্থা, সাংস্কৃতিক, প্রায়োগিক, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান সমিতিগুলি এবং শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেকার বা শ্রমজীবী জনগণের অন্যান্য উপযোগী ক্ষেত্রের বিভিন্ন স্তর থেকে সবচেয়ে সক্রিয় এবং রাজনৈতিকভাবে সচেতন নাগরিকদের রয়েছে অল-ইউনিয়ন কম্যুনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-তে সংগঠিত হবার অধিকার যা শ্রমজীবী জনগণের নিজস্ব সংগ্রামকে শক্তিশালী ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উন্নত করবার কাজে সবচেয়ে অগ্রবর্তী বাহিনী এবং যা শ্রমজীবী জনগণের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সংগঠনগুলির মূল চালক কেন্দ্রের প্রত্যঙ্গ স্বরূপ।

ধারা—১২৭

USSR নাগরিকদের নিশ্চিত করা হচ্ছে সম্পূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগের। বিচারালয়ের আদেশনামা অথবা স্টেট এটর্নীর অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিই গ্রেপ্তারের জন্য সাব্যস্ত হতে পারবে না।

ধারা—১২৮

নাগরিকদের ঘরোয়া স্বাধীনতা এবং যোগাযোগের গোপনীয়তা (চিঠিপত্র বা ব্যক্তিগত আলাপ ইত্যাদি) আইন মোতাবেক সুরক্ষিত করা হচ্ছে।

ধারা—১২৯

শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থগুলি রক্ষার জন্য কোন কাজের দায়ে অথবা বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের জন্য অথবা জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রামের ফলে অভিযুক্ত এবং নির্যাতিত বিদেশী নাগরিকদের আশ্রয় পাওয়ার অধিকার অনুমোদন করছে USSR।

ধারা—১৩০

USSR-য়ের প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য ইউনিয়ন অফ সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকদের সংবিধান সচেতন হওয়া, আইন মেনে চলা, শ্রম নিয়মানুবর্তিতার অনুশীলন, নিজস্ব গণদায়িত্ব সততার সঙ্গে সম্পাদন এবং সমাজতান্ত্রিক যৌথ অধিকারের নীতিগুলিকে সম্মান জানানো।

ধারা—১৩১

USSR-য়ের প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য সোভিয়েত ব্যবস্থার অলঙ্ঘনীয় ভিত্তি ও পবিত্রতা রক্ষায়, পিতৃভূমির সম্পদ ও শক্তির উৎস হিশেবে সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের সাংস্কৃতিক ও সমৃদ্ধশালী জীবনের শিকড় স্বরূপ জনগণের সমাজতান্ত্রিক সম্পদ রক্ষা এবং শক্তিশালী করে তোলা।

জনগণের সমাজতান্ত্রিক সম্পদের উপর আক্রমণকারী ব্যক্তি মাত্রই জনগণের শত্রু হিশেবে পরিগণিত হবে।

ধারা - ১৩২

সর্বস্তরে সৈনিক কর্তব্য এবং দায়িত্বই বিধিবদ্ধ আইন। শ্রমিক এবং কৃষকদের রেড আর্মি-তে সৈনিক পরিষেবা USSR নাগরিকদের একটি সম্মানজনক দায়িত্ব এবং কর্তব্য হিশেবে পরিগণিত।

ধারা—১৩৩

পিতৃভূমি প্রতিরক্ষা প্রতিটি USSR নাগরিকদের একটি পবিত্র কর্তব্য এবং দায়িত্ব। জন্মভূমির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, শপথ ভঙ্গ করা, শত্রু পক্ষে যোগদান, দেশের সামরিক ক্ষমতার ক্ষতি সাধন করা, গুপ্তচর বৃত্তি অমার্জনীয় জঘন্যতম অপরাধ হিশেবে সম্পূর্ণ আইনী কঠোরতার সঙ্গে শাস্তিযোগ্য।

অধ্যায় ☐ এগার
নির্বাচন পদ্ধতি

ধারা—১৩৪

সমস্ত সোভিয়েতস অফ ওয়ার্কিং পিপলস ডেপুটিজ, U S S R সুপ্রীম সোভিয়েত, সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রগুলির সুপ্রীম সোভিয়েত, রাজ্য এবং প্রদেশগুলির সোভিয়েতস অফ ওয়ার্কিং পিপলস ডেপুটিজ, স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির সুপ্রীম সোভিয়েত, স্ব-শাসিত প্রদেশগুলির সোভিয়েতস অফ ওয়ার্কিং পিপলস ডেপুটিজ, অঞ্চল, শহর ও গ্রামাঞ্চলের (কসাক গ্রাম, সাধারণ গ্রাম, খামার গ্রাম, মধ্য এশিয়ার গ্রাম, পার্বত্য ও মরু গ্রাম)— সমস্ত কিছুর জন্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে সর্বস্তরে সরাসরি সমান ভোটাধিকারী ভোটার কর্তৃক গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দ্বারা।

ধারা—১৩৫

প্রতিনিধি নির্বাচন হবে সার্বজনীন U S S R-য়ের সমস্ত নাগরিক, যারা ১৮ বৎসর বয়সের সীমা পার হয়েছে জাতি এবং সম্প্রদায় নির্বিশেষে, ধর্ম, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বাসস্থান, সামাজিক পরিচয়, সম্পত্তি, মান অথবা পূর্ব কার্যক্রম নির্বিশেষে ন্যায্য অধিকারী প্রতিনিধি নির্বাচনে সক্রিয় অংশ নিতে এবং প্রতিনিধি হিশেবে নির্বাচিত হতে পারে। ব্যতিক্রম শুধু পাগল ব্যক্তি এবং ভোটারের অধিকারগুলি যে নাগরিক হারিয়েছে, বিচারালয়ের বিবেচনায় অথবা যে ব্যক্তি কোর্টের দ্বারা এই অধিকার হারাতে সাব্যস্ত হয়েছে।

ধারা—১৩৬

প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে সমান অধিকারের ভিত্তিতে, প্রত্যেক নাগরিক একটিই ভোট দেবে। সমস্ত নাগরিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে সমান অধিকারের ভিত্তিতে।

ধারা ১৩৭

মহিলারাও একইভাবে পুরুষদের সমপর্যায়েই নির্বাচন করতে, অর্থাৎ ভোট দিতে এবং নির্বাচিত হবার অধিকারী।

ধারা—১৩৮

নাগরিকদের মধ্যে যারা রেড আর্মির নানান স্তরে আসীন সকলেই অন্যান্য নাগরিকদের সমপর্যায়েই নির্বাচনে ভোট দিতে এবং নির্বাচিত হবার অধিকারী।

ধারা – ১৩৯

প্রতিনিধিদের নির্বাচনগুলি হবে সরাসরি সমস্ত সোভিয়েতস অফ ওয়ার্কিং পিপলস, ডেপুটিজদের নির্বাচনগুলি, গ্রাম ও শহরের সোভিয়েতস অফ ওয়ার্কিং পিপলস ডেপুটিজ থেকে শুরু করে একবারে U S S R সুপ্রীম সোভিয়েতের নির্বাচন পর্যন্ত—সমস্তই নাগরিকদের সরাসরি নির্বাচনের দ্বারা সরাসরি কার্যকর হবে।

ধারা—১৪০

প্রতিনিধি নির্বাচনের ভোট হবে গোপন ভোট।

ধারা—১৪১

নির্বাচনী জেলাগুলির দ্বারা নির্বাচন প্রার্থীরা সকলে মনোনীত হবে।

প্রার্থী মনোনয়নের অধিকার নিশ্চিত করা হচ্ছে শ্রমজীবী জনগণের গণসংগঠন এবং সমাজে, কম্যুনিস্ট পার্টি সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় সংগঠস, যুব সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলিতে।

ধারা—১৪২

প্রত্যেক প্রতিনিধি বাধ্য থাকবে নির্বাচকদের কাছে নিজের কাজের এবং সোভিয়েত অফ ওয়ার্কিং পিপলস ডেপুটিজ-য়ের কাজের বিবরণ পেশ করতে এবং যে কোন সময়ে নির্বাচকদের মধ্যেকার সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইন মোতাবেক বিধিবদ্ধ উপায়ে প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা হারিয়ে প্রতিনিধি পদ ছেড়ে দিতে।

অধ্যায় ☐ বারো
প্রতীক, পতাকা, রাজধানী।

ধারা—১৪৩

U S S R-য়ের রাষ্ট্রীয় প্রতীক হবে পূর্য কিরণে চিত্রিত পৃথিবী গোলকের উপর কাস্তে এবং হাতুড়ি শস্যশীর্ষ দ্বারা বেষ্টিত এবং এর মধ্যে সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রগুলির ভাষায় লিপিবদ্ধ থাকবে "দুনিয়ার মজদুর এক হয়"। প্রতীকটি উপরে থাকবে একটি পাঁচকোণা নক্ষত্র চিহ্ন।

ধারা—১৪৪

U S S R-য়ের রাষ্ট্রীয় পতাকা হবে লাল কাপড়ে। পতাকা দণ্ডের দিকে উপর কোণায় সোনালি রঙে রঞ্জিত থাকবে কাস্তে এবং হাতুড়ি এবং তার উপর দিকে একটি লাল পাঁচ কোণা নক্ষত্র থাকবে সোনালি রেখাতে চিত্রিত। পতাকাটির দৈর্ঘ এবং প্রস্থের অনুপাত হবে ২ : ১।

ধারা—১৪৫

U S S R-য়ের রাজধানী বা সর্বপ্রধান রাষ্ট্রীয় শহর হবে মস্কো শহর।

অধ্যায় ☐ তের
সংবিধানে যে কোন ধরণের পরিবর্তনের পদ্ধতি

ধারা—১৪৬

U S S R সংবিধানের পরিমার্জন, পরিবর্জন ইত্যাদি যে কোন ধরনের পরিবর্তন সম্ভব শুধুমাত্র U S S R সুপ্রীম সোভিয়েতের সিদ্ধান্ত অনুসারে এবং এটা করা যাবে U S S R সুপ্রীম সোভিয়েতের উভয় সমিতিম ন্যূনতম দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট দ্বারা।

U S S R সোভিয়েতগুলির অষ্টম বিশেষ অধিবেশনের সভাধ্যক্ষ সমিতি :

এন আইটাকভ	পি লুবচেনকো
ভি আগুন বাবায়েভ	এ মিকোয়ান
আই আকুলভ	ভি মলোটভ
এ আন্দ্রেয়েভ	জি মুশাবেকভ
ভি ব্লুচার	জি অর্জনিকিধ
এস বুদিয়েন্নি	জি পেট্রোভস্কি
এ চারভ্যাকভ	পি পোশতিচেভ
ভি চুব্যার	এ রাখিমবায়েভ
আর এইথ	ওয়াই রুদুতক
এল কাগানোভিচ	এন সভারলিক
এম কালিনিন	জে স্তালিন
এন ক্রুশ্চভ	ডি সুলিমভ
এ কিসেলেভ	কে ভরোশিলভ
এস কোসিয়র	এন ইয়েজনভ
এম লিটভিনভ	এ ঝানভ

[ক্রেমলিন, মস্কো ডিসেম্বর ৫, ১৯৩৬।]

অনুবাদ ☐ গোপাল ভট্টাচার্য

প্রসঙ্গ : শিল্প ও সাহিত্য

স্তালিন ওয়েলস কথপোকথনের পরিপ্রেক্ষিতে আর্নষ্ট টলারের মন্তব্যটি আমরা শিল্প ও সাহিত্যে চিন্তার স্বাধীনতা শিরোনামে ছাপ-লাম। স্তালিন আমলে তথাকথিত সাহিত্যিক নিপিড়নের একটি ক্ষুদ্র ও বলিষ্ঠ উদাহরণ কনস্তান্তিন সিমোনভের রচনাটি। এছাড়া অসংখ্য তথ্য এবং যুক্তিনির্ভর তত্ত্বে বনবিহারী চক্রবর্তীর রচনাটি স্তালিন মূল্যায়নে এক নূতন দিক উন্মোচিত করেছে।

শিল্প সাহিত্যে চিন্তার স্বাধীনতা

আর্নস্ট টলার

মিঃ এইচ জি ওয়েল্‌সকে আমি একজন বড় লেখক বলে শ্রদ্ধা করি, আমি জানি তিনি অনেক কাল ধরে ন্যায়ের জন্য লড়াই করছেন। ওয়েল্‌স, একটা বড় সভায় বলেছেন সোভিয়েত রাশিয়ায় লেখকদের চিন্তার স্বাধীনতাকে একেবারে চেপে রাখা হয়েছে আর সেই জন্যই সেখানে বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের উপযোগী জীবনও নেই। মস্কো আর লেনিনগ্রাদ একবার পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা থেকেই মিঃ ওয়েলস এ কথা বলেছেন। আমি নিজে সম্প্রতি রাশিয়া থেকে ফিরেছি। সেখানে আমি দুমাস ছিলাম। আমি যে কেবল মস্কো আর লেনিনগ্রাদেই গিয়েছি তা নয়, মধ্য প্রাচ্যের স্বায়ত্ত-শাসিত সাধারণতন্ত্রও (Autonomous Republics) অনেকগুলো দেখে এসেছি। আমার মনে হয় মিঃ ওয়েল্‌সকে এই সব সাধারণতন্ত্রের বলিষ্ঠ মানসিক জীবনের সঙ্গে পরিচিত না করে রুশরা ভুল করেছে। তা হলে কখনও তিনি এমন রায় দিতেন না।

রাশিয়াতে আমার মনে সবচেয়ে যা দাগ কেটেছে তা হচ্ছে এই ফ্যাসিস্ট দেশগুলিতে চিন্তার স্বাধীনতাকে ক্রমেই বেশি সংকীর্ণ করে আনা হচ্ছে। যে সব লেখকেরা কর্তাদের হুকুম অন্ধের মতো মেনে না চলে তাদের নির্বাসনে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। এদিকে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে চিন্তার স্বাধীনতা দিন দিন প্রসার লাভ করছে। চিন্তার স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করা সোভিয়েত সরকার এতদিন প্রয়োজন মনে করেছিলেন। এখন ধীরে ধীরে সেই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আলগা করে আনা হচ্ছে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

লেখকদের সম্মেলনে গভর্নমেন্টের প্রতিনিধি এই ঘোষণাটি করেছিলেন—সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক লেখককে সে যা চায় তাই লেখবার অধিকার আছে, কিন্তু তা খারাপভাবে লেখবার স্বাধীনতা নেই।

(আসলে কিন্তু লেখকেরা খারাপ লেখাও লিখেছে। তা না হলে আধুনিক রাশিয়ার সাহিত্য সবগুলোই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বলে গণ্য হত।)

পাস্তারনেক, ব্যবেল, টিকনভ, ওলিশা, ইরেনবুর্গ—এই সব লেখকেরা কেউই কম্যুনিষ্ট পার্টির সভ্য নন অথবা মতবাদ প্রচারেও খুব উদ্যোগী নন। তবুও সোভিয়েত লেখক সম্মেলনে এঁরা প্রত্যেকেই বড় শিল্পী বলে সম্মান পান। সম্মেলনের আলোচনাগুলোও বুদ্ধির উৎকর্ষের দিক থেকে খুব উঁচু ধরনেরই হয়েছিল। আলোচনার সঙ্গে "বিদ্বেষমূলক প্রচারের" কোনই সম্বন্ধ ছিল না। লেখকেরা আলোচনা করেছিলেন লেখার রীতি ও গঠন সম্বন্ধে নানা সমস্যা। জয়েস আর ডস-পাসসের কথা নিয়েও আলোচনা চলেছিল। সোভিয়েতের প্রধান রাষ্ট্রবিদ্‌দের রিপোর্ট পড়লেও দেখা যায় যে তাঁরা সকলেই প্রাচীন সাহিত্য এবং আধুনিক সাহিত্য দুইয়ের সঙ্গেই পরিচিত। এটা ইউরোপের রাষ্ট্রবিদ্‌দের মধ্যে সুলভ নয়। তরুণ লেখকেরা সমালোচকদের ভয় করে বলে মনে হয় না। তাদের শিল্পীমনের স্বাধীনতা সঙ্কোচ করবার যে কোনো প্রস্তাবই তারা খুব জোরের সঙ্গে বাধা দিয়েছে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম কয়েক বৎসরে যেসব ভুল-ভ্রান্তি ছিল তা এখন শুধরেছে বলেই আমার মনে হয়। সব কিছুকে হয় সাদা নয় কালো এইভাবে একতরফা বিচার করবার রীতি বাতিল হয়েছে। যেমন থিয়েটারে প্রাণহীন পুতুল নাচ আর চলে না, এখন সবাই চায় মানুষ—ভালোয় মন্দয়, শক্তি ও অক্ষমতায় মেশানো মানুষ। গোঁড়া রক্ষণশীল যারা তারা মনে করে যে আর একটা জগত আছে—সে জগতে দেবতারা থাকেন অথবা শয়তানেরা। রাশিয়া কিন্তু জানে যে এসব দেবতা কিম্বা শয়তান আমাদের এই জগতে নেই—এমনকি তাদের দেশেও নেই। সেজন্যেই মস্কোর থিয়েটারে দেখা যাবে

প্রতিবিপ্লবী হোয়াইট আর্মির নায়ককেও চিত্রিত করা হয়েছে সহানুভূতির সঙ্গে, মানুষের মতো করে। গোর্কির শেষ নাটকে পুঁজিপতিকে কেবল শয়তান বলে আঁকা হয়নি—তার প্রবল ব্যক্তিত্বকেও দেখানো হয়েছে। বিপ্লবের বিরুদ্ধাচারকে কঠোরভাবে দমন করা হয়, কিন্তু তবুও এ-বিষয়ে লোকের বেশ পরিষ্কার ধারণা আছে যে প্রতিবিপ্লবীরাও অনেক আদর্শবাদী যারা তাদের আদর্শের জন্য প্রাণ দিতে পারে।

রাশিয়ায় লেখকেরা সমাজের নামগোত্রহীন পোষা নয়, বরঞ্চ আদুরে দুলাল। লেখকের কাছ থেকে তোষামোদ কেউ চায় না। আত্মসমালোচনারই কদর বেশী। লেখককে সময় ও সুযোগ দেওয়া হয়। ব্যাবেলের আগেকার লেখা পড়ে তাঁকে একজন বড় গদ্যলেখক মনে হয়েছিল, কিন্তু সাত বছরের মধ্যে তিনি কোন লেখা ছাপাননি। সভায় তিনি বললেন যে, এই সাত বছর ধরে সরকারী গ্রন্থ প্রকাশালয় তাঁকে আগাম টাকা দিয়ে যাচ্ছিল। এই সময়ের মধ্যে তাঁর কাছ থেকে কোন লেখা পাবার জন্যে কোনও চাপও দেওয়া হয়নি। পশ্চিম ইউরোপের কোন স্বাধীন প্রকাশক এতটা করতে পারতেন কোন লেখকের জন্যে ?

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাও আমি কিছু বলবো। বগর ও গাবার্ডিন উপজাতিদের দেশে আমি গিয়েছিলাম। তাদের প্রেসিডেন্ট কালমিকভ একজন দৃঢ় ব্যক্তিত্বশালী লোক। তিনি আমাকে তাঁর দেশে ছয় মাস কি এক বছর থাকবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি বললেন: "এখানে থাকুন, চারিদিকে দেখুন। তাহলে হয়ত আমাদের সম্বন্ধে লেখবার মত উৎসাহ ও উপকরণ পাবেন। আমি বেশ জানি, আপনি জোর করে কিছু লিখতে পারবেন না। যদি এক বছর পরেও আপনি মনে করেন যে আপনি লেখবার মতো কিছু পাননি, তবুও তো আপনার কিছু না কিছু শেখা হবে—সেই তো যথেষ্ট।"

পনের বছর আগে এদের শতকরা ৯৮ জন লোক ছিল নিরক্ষর, আজ কেবলমাত্র শতকরা ২ জন লোক লেখাপড়া জানে না। এদের লাইব্রেরিগুলোতে দেশী বিদেশী সব রকম বই রয়েছে। প্রথমত উল্লেখ করা যাক্ এইচ জি ওয়েল্‌স নিজেই এদের সবচেয়ে প্রিয় লেখকদের মধ্যে একজন। মনের দিক দিয়ে সোভিয়েত রাষ্ট্র যে কতখানি উৎকর্ষ লাভ করেছে এটা তারি প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

আরো পুরানো স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলিতে এই একই বিশেষত্ব দেখা যায়। জারের আমলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এদের দাবিয়ে রাখা হয়েছিল। এদের মাতৃভাষা ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছিল। এরাই পরিশ্রম করে নিজেদের জন্যে স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলছে, নিজেদের শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টি করছে। সংস্কৃতিমূলক জীবনকে কোন খানেই চেপে রাখা হয়নি—সর্বত্রই তাকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। মানসিক উৎকর্ষের মূল্য কোথাও নষ্ট করা হয়নি, সর্বত্রই জনগণের সম্পদে পরিণত হয়েছে।

বুর্জোয়া সমাজের চলতি সাংস্কৃতিক সম্পদগুলোর বেলাতেও একথা ঠিক। প্রাচীন সাহিত্যের নবজন্মের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কেবল যে পুশ্‌কিন, গোগোল, তলস্টয় আর লারমন্‌তভই হাজার হাজার লোক পড়ছে তা নয়, ডিকেন্স সুইফ্‌ট, বালজাক এবং ফ্লবেয়ারের বই পড়ার উৎসাহ কম নয়। অন্যান্য দেশে পাঠকের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়, কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ায় এই সব বই-এর বিরাট বিরাট সংস্করণগুলো দুই গুণ, তিন গুণ ছাপা হতে পায় না কেবল কাগজের ঘাটতি বলে।

মিঃ ওয়েলস যদি রুশ লেখকদের সম্মেলনে যোগ দিতেন তো ভালো হত। তা হলে তিনি দেখতে পেতেন রাশিয়ায় কেবল নতুন নতুন কলকারখানা, শহর ইত্যাদিই তৈরী হচ্ছে না—সেখানে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে এক নতুন মানুষের দল—যারা মূলত ফ্যাসিষ্টদেশের লোকদের থেকে একেবারে আলাদা ধরনের। ফ্যাসিষ্ট দেশগুলোতে বুদ্ধিবৃত্তিকে ঘৃণা করা হয়, দমন করা হয় আর সারা সোভিয়েত দেশের সমস্ত শ্রমজীবী জনসাধারণ তাদের জীবনের আধ্যাত্মিক ভিত্তির সন্ধান করছে—যাতে তারা অতীত ও বর্তমানের সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের জীবনকে সংযুক্ত করতে পারে।

আমাদের সমাজে লেখকের ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা সোভিয়েত সমাজে একেবারে মুছে ফেলা হয়েছে। লেখক ও জনসাধারণের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। এটা দেখা গিয়েছে লেখক সম্মেলনে মজুর, কিসান ও সৈন্যদের অসংখ্য প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে, অনেক কলকারখানায় আমি নিজে দেখেছি, মজুরেরা লেখক সম্মেলন সম্পর্কে খুব উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা করছে।

স্তালিন আমলে সাহিত্যিক নিপীড়নের একটি ঘটনা

১৯৭৯ সালে স্তালিন মৃত্যুর ছাব্বিশ বছর পরে এক সাহিত্যিকের স্মৃতি কথায়

[কনস্তান্তিন সিমোনভ এবং ফাদায়েভ স্তালিন আমলের সোভিয়েত ইউনিয়নের দুই বিখ্যাত লেখক, ঔপন্যাসিক, দেশ বিদেশের শিল্পী সাহিত্যিক মহলে রাজনীতি নির্বিশেষে তাঁরা উচ্চ প্রশংসিত। স্তালিন আমলে হুকুম-মাফিক ছাঁচে ঢালা সাহিত্যের বাইরে আর কোনো শিল্প সাহিত্যেরই কদর ছিল না এবং স্তালিন ছাঁচে ঢালা সাহিত্যের বাইরের প্রতিভাবান সাহিত্যিকদের কোতল করতেন এরূপ অভিযোগ আমাদের শুনতে হয়েছে এবং এখনও শুনতে হয়। স্তালিন কোন্ সাহিত্যিকদের কোতল করতেন এবং কোন্ সাহিত্যিকদের শ্রদ্ধার আসনে বসাতেন তারই একটি বিরল উদাহরণ এখানে দেওয়া হলো। কনস্তান্তিন সিমোনভ এর ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত স্মৃতি কথা "আমার প্রজন্মের চোখ দিয়ে" বই থেকে নিম্নোদ্ধৃত অংশ নেওয়া হয়েছে।]

সিমোনভ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন :

"১৯৩৮ সালে আমি লেখক সংঘের সভ্যপদ অর্জনকারী সাহিত্যিক মহলে তখন যে সব নাটকীয় ঘটনা চলছিল, কাছ থেকে দেখে তার অনেক কিছুই জানতে পাই। যে বিষয়ে আমাকে সব চাইতে বেশী আলোড়িত করে তোলে তা হলো মিখাইল কলৎসভ-এর গ্রেপ্তার ও অন্তর্ধান। ১৯৩৮ সালের শেষ দিকে লেখক সংঘের এক সভায় ভাষণ দানের পরে তিনি তাঁর কর্মস্থল 'প্রাভদা'-র দফতরে যান। সেখানেই তিনি গ্রেফতার হন। গুজব যদি সত্যি হয় তবে সম্পাদকের ঘর থেকেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

আমরা সকলেই কলৎসভ-এর 'স্পেনের দিনলিপি' পড়েছি। ইলিয়া এরেনবুর্গ-এর প্রতিবেদনও এই 'দিনলিপি'র কাছে ম্লান বলে মনে হতো। স্পেনের গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে যতো প্রতিবেদন বেরিয়েছে তার মধ্যে আমাদের কাছে সব চাইতে প্রিয় ছিল 'স্পেনের দিনলিপি'। ফাদায়েভ ও আলেক্সাই তলস্তয়ও দারুণ প্রশংসা করেন কলৎসভকে। 'স্পেনের দিনলিপির'র দ্বিতীয় ভাগ 'নভিমির' পত্রিকায় ধারাবাহিক বের হবার কথা। আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রয়েছি। আমরা অনেক পরে জেনেছি স্পেন যুদ্ধে যোগদানকারী বহু সেনা অফিসারকে গ্রেফতার করা হয়েছিল (অনেকে পরে ছাড়া পেয়েছেন, আবার অনেকে শ্রম শিবিরেই প্রাণ হারান।) কিন্তু কলৎসভ-এর গ্রেপ্তারের খবর তখনই জানা গিয়েছিল। আমি শুধু বলতে পারি কলৎসভ-এর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছিল তা বহু লোক বিশ্বাস করেন নি, আবার বেশ কিছু লোক 'সরকারী ভাষ্য' 'সর্বদা সত্য' বলে মনে করতেন।

"১৯৪৯ সালে সোভিয়েত সাংস্কৃতিক দল চীনে আমন্ত্রিত হন। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন ফাদায়েভ, আমি ছিলাম তার সহকারী। পেকিং এর এক হোটেল কক্ষে নিভৃতে আমাদের আলাপ চলছিল। আমি তাঁকে বললাম, আমি কলৎসভ-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বিশ্বাস করিনি। আর কলৎসভ-এর কি হলো তাও জানিনা। গ্রেফতার ও নিপীড়ন এই দুটি বিষয় ছিল ফাদায়েভের অত্যন্ত অপ্রিয়। তা সত্ত্বেও তিনি সেদিন মুখ খুললেন। ফাদায়েভ বললেন : কলৎসভের গ্রেফতারের অব্যবহিত পরেই আমি স্তালিনকে একখানা চিঠি লিখি। আমি লিখি যে, পার্টির ভেতরের এবং বাইরের বহু লেখক-শিল্পী কলৎসভের অপরাধ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন। আমি নিজেই তা বিশ্বাস করি না। আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতকারের সুযোগ দিন।

কয়েকদিন পরে স্তালিন ফাদায়েভকে ডেকে পাঠান।

"তাহলে আপনি বিশ্বাস করেন না কলৎসভ অপরাধী—স্তালিন বললেন ফাদায়েভকে।

ফাদায়েভ উত্তর দেন : "আমি বিশ্বাস করিনা, আর বিশ্বাস করতে চাইওনা।"

"আপনার কি ধারণা আমি বিশ্বাস করেছিলাম, অথবা বিশ্বাস করতে চেয়েছিলাম? আমি চাইনি, কিন্তু বিশ্বাস না করে উপায় নেই।"

স্তালিন যেন বেল বাজালেন, তাঁর ব্যক্তিগত সচিব পসক্রোবিশেভ্ এলেন। স্তালিন তাঁকে বললেন, যে সকল দলিল পত্র সংগ্রহ করা হয়েছে তা ফাদায়েভকে দেখান। আমাকে স্তালিন বললেন : পাশের ঘরে গিয়ে কলৎসভ্ মামলার নথি-পত্র পড়ে নিন। তারপরে আপনার মতামত আমাকে জানাবেন।

ফাদায়েভ পসক্রোবিশেভের সঙ্গে সংলগ্ন কক্ষে যান। সেখানে একটি টেবিলে কলৎসভ বিচারের দুটি ফাইল রাখা রয়েছে। তিনি সেই ফাইল দুটি পড়লেন।

ফাদায়েভের কথায়, কলৎসভের যে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছিল তা বাস্তবিকই ছিল ভয়ঙ্কর। ট্রটস্কি পন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতা ছিল তার অন্যতম প্রধান বিষয়। 'আর ভগবানই জানেন তা কি কি' তিক্ত স্বরে বলে উঠেছিলেন ফাদায়েভ্। বস্তুত সেই দিনের স্মৃতি আজও তাঁর কাছে ছিল বেদনাদায়ক "আমি আমার চোখ দুটোকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।"

নথি পত্র পড়া শেষ হলে ফাদায়েভ, স্তালিনের কাছে ফিরে আসেন।

'কি বিশ্বাস না করে উপায় নেই, না?' স্তালিন তাঁকে বললেন।

'না উপায় নেই' বললেন ফাদায়েভ।

'তা হলে যাঁরা প্রশ্ন করেন, তাদের সন্দেহ দূর করুন। আপনি স্বচক্ষে সব কিছু দেখেছেন'—স্তালিন আস্তে আস্তে বললেন। সাক্ষাৎকার শেষ হলো। স্তালিনের মৃত্যুর তিন বছর আগে ফাদায়েভ এসব কথা আমাকে বলেছিলেন। কোনো ব্যাখ্যা তিনি দেননি। শুধু এক নাগাড়ে বলে গেলেন স্তালিনের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন।' □

সমাজতান্ত্রিক শিল্প সংস্কৃতি : স্তালিন

বনবিহারী চক্রবর্তী

এক ☐

প্রতিটি যুগেই উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা যে শ্রেণীর দখলে থাকে সেই শ্রেণীর হাতেই থাকে শিল্প সংস্কৃতি—আদি মানসিক উৎপাদনেরও সব উপকরণ। তারা শুধু রাজনীতিগতভাবে শাসন করে না, চিন্তাবিদ এবং নতুন মতবাদের উদ্ভাবক হিশেবেও শাসন চালায়। প্রতিটি যুগেই শাসক শ্রেণীর কর্তৃত্ব প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যে—যে সমাজ ব্যবস্থাটা বর্তমান রয়েছে সেটাই শ্রেষ্ঠ এবং চিরস্থায়ী।

প্রাচীন গ্রীসের ক্রীতদাস ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার যুগে দার্শনিক এ্যারিস্টটল-এর মত বিদ্বান ব্যক্তির পক্ষেও ক্রীতদাস ভিত্তিক সমাজের থেকে উন্নততর কোন সমাজব্যবস্থার কল্পনা করা সম্ভব হয়নি। খৃষ্টের জন্মের আনুমানিক ৩৬০ বছর আগে তিনি লিখেছেন :

"নিম্নস্তরের মানুষেরা স্বভাবতই ক্রীতদাস মনোভাবাপন্ন। তাদের পক্ষে, যেমন নিম্নস্তরের সকল মানুষের পক্ষেই, কোন না কোন প্রভুর শাসনে থাকাই শ্রেয়। যেহেতু তারা স্বভাবতই দাস মনোভাবাপন্ন সেই হেতু তারা অন্যের সম্পত্তি হতে পারে এবং তাই হয়েও থাকে। বুঝবার মত বুদ্ধি তাদের থাকলেও যুক্তিবোধ তাদের থাকে না। আরও নীচুস্তরের প্রাণীদের অবশ্য বোধ বুদ্ধিও থাকে না, তারা শুধু তাদের সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়। বস্তুতপক্ষে কাজে ব্যবহারের দিক থেকে দেখলে ক্রীতদাস আর গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। উভয়েরই কায়িক শ্রম থেকে সমাজের প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপন্ন হয়।" (১)

অন্যত্র এ্যারিস্টটল সুপারিশ করেছিলেন যে যখনই সম্ভব হবে দাসমালিকরা তদারকির ঝামেলাটা পোয়াবার জন্য পরিচালক নিয়োগ করবে। পরিচালকরা যখন এই সম্মানজনক কাজটা হাতে নেবে মালিকরা তখন রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে মাথা ঘামাবে অথবা দর্শন চর্চা করবে।— "Whenever the masters are not compelled to plague themselves with supervision the manager assumes this honour, while masters attend to the affairs of state or study philosophy." (২)

শ্রেণীবিভক্ত সমাজ গড়ে ওঠার আগে শ্রমের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় কায়িক ও মানসিক শ্রম ছিল একই সূত্রে গাঁথা। দাসমালিক আর সামন্ত সমাজে গড়ে উঠেছিল অবসরভোগী এক পরোপজীবী শ্রেণী, উৎপাদনের প্রক্রিয়া থেকে যে শ্রেণী নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিল। এই অবসরভোগী শ্রেণীই জ্ঞান, বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা করায়ত্ত করে, বৌদ্ধিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছিল। পুঁজিবাদী সমাজে এই শ্রমবিভাজন পৌঁছেছিল চরম সীমায়।

ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতির জনক এ্যাডাম স্মিথ তাঁর "ওয়েলস অব নেশনস" গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলেছিলেন যে "মানুষের বোধশক্তি গড়ে ওঠে অবশ্যই তার কর্মক্ষেত্র থেকে। একজন ব্যক্তি যখন একই ধরনের কাজ সারা জীবন ধরে করে যায় তখন তার বোধশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। বৌদ্ধিক সামাজিক, ব্যক্তিগত সমস্ত বোধ বিসর্জন দিয়েই তাকে একটা একঘেয়ে কাজের দক্ষতা অর্জন করতে হয়।" কিন্তু কি করা যাবে, স্মিথ বলছেন—"প্রত্যেকটি উন্নত সভ্য সমাজেই, দরিদ্র শ্রমজীবী, অর্থাৎ ব্যাপক জনগণকে এই অবস্থায় পড়তে হয়। না পড়ে উপায় নেই।" (৩)

কিন্তু শ্রমবিভাজনের ফলে ব্যাপক শ্রমজীবী সমাজ এইভাবে মনুষ্যেতর জীবের পর্যায়ে অধঃপতিত হোক এটাও অ্যাডাম স্মিথ চাননি। তাই দরিদ্র শ্রমজীবীদের জন্য তিনি রাষ্ট্রের উদ্যোগে যৎসামান্য শিক্ষা ব্যবস্থারও সুপারিশ করে ছিলেন। তবে, যৎসামান্যই। মার্কস যাকে বিদ্রূপ করে লিখেছিলেন—in Homeopathic doses.

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই "সভ্যতার পিলসুজ," যারা মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে, যাদের গা দিয়ে শুধু তেল গড়িয়ে পড়ে, যারা নিজেরা অন্ধকারে থাকে কিন্তু উপরের সবাইকে আলো দেয়, তাদের কথা ভেবে ব্যথিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁরও মনে হয়েছে 'এর কোন উপায় নেই। একদল তলায় না থাকলে আর একদল উপরে থাকতেই পারে না, অথচ উপরে থাকার দরকার আছে।··· এক্যান্ত জীবিকাকে অতিক্রম করে তবেই তার সভ্যতা। সভ্যতার সমস্ত শ্রেষ্ঠ ফসল অবকাশের ক্ষেত্রে ফলেছে। মানুষের সভ্যতার এক অংশে অবকাশ রক্ষা করার দরকার আছে।" (৪)

অ্যাডাম স্মিথের মত রবীন্দ্রনাথও ভাবতেন—' যে সব মানুষ শুধু অবস্থার গতিকে নয়, শরীর মনের গতিকে নীচের তলায় কাজ করতে বাধ্য এবং সেই কাজেরই যোগ্য, যথাসম্ভব তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সুখ সুবিধার জন্য চেষ্টা করা উচিৎ।" (৫)

কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণীর কট্টর তাত্ত্বিক যাঁরা, তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য হল আরও উচ্চহারে মুনাফা অর্জন। তাই তাঁরা শ্রমজীবী মানুষকে সামান্য মাত্র শিক্ষাদানেরও বিরুদ্ধে, কারণ তাঁরা জেনেছেন যে কায়িক শ্রম ও মানসিক শ্রমের পার্থক্যের ফলেই পুঁজিপতি শ্রেণীর ধনবৃদ্ধি হয়, তাই দেখি অ্যাডাম স্মিথের ফরাসী অনুবাদক এবং টীকাকার G, Garnier, যিনি স্বাভাবিক কারণেই প্রথম ফরাসী সাম্রাজ্যের একজন সিনেটর মনোনীত হয়েছিলেন, শ্রমিকশ্রেণীকে শিক্ষাদানের জন্য স্মিথের সুপারিশটির বিরোধিতা করতে গিয়ে বলেছেন—"সব শ্রমবিভাজনের মধ্যে আনুপাতিকভাবে হাতের কাজ ও মাথার কাজের বিভাজন হচ্ছে সব থেকে জরুরী—কেননা এই বিভাজনটির দ্বারা সমাজে ধনীক আরও ধনী হয়। এই সমাজ বিভাজনটিই হচ্ছে অতীতকালের অগ্রগতির পরিণাম এবং ভবিষ্যতের অগ্রগতির উপায়।··· শ্রমে নিযুক্ত দুটি শ্রেণী, যে দুটি শ্রেণী বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে তাদের সরকারী ব্যয়ে আবার মিলিয়ে দেওয়া কি উচিৎ?" (৬)

সুতরাং বুর্জোয়া শ্রেণী তার শ্রেণী স্বার্থেই মাথার কাজ আর হাতের কাজের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের বিরোধিতা ত করবেই।

শারীরিক শক্তিতে বলীয়ান কিন্তু মানসিক শক্তিতে দুর্বল যারা তারাই গায়ে গতরে খাটবে আর অবসরভোগী পুঁজির মালিকেরা এবং তাদের বশংবদ বুদ্ধিজীবীরা রাজনীতি, দর্শন, শিল্পকলা চর্চায় মেতে থাকবে, মুষ্টিমেয় দার্শনিক, কবি, শিল্পীর পক্ষে এর থেকে আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা আর কি হতে পারে! কিন্তু এই সমাজের ক্ষুদ্র এক অংশের অবকাশ রক্ষার তাগিদে "অধিকাংশ মানুষকে তলিয়ে রেখে, অমানুষ করে রেখে তবেই সভ্যতা সমুচ্চ থাকবে, একথা অনিবার্য বলে মেনে নিতে" রবীন্দ্রনাথের মত মানুষের "মনে ধিক্কার আসে।" (৭)

ধিক্কার জাগে আরও একজন মহান শিল্পী কাউন্ট লিও তলস্তয়ের মনে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এসে এক অসমাপ্ত রচনায় তলস্তয় বললেন —'হাজার হাজার বছর ধরে উঁচুতলার মানুষেরা যে শিল্পসৃষ্টি করেছে বেশীর ভাগই জনগণের কাছে দুর্বোধ্য, আর এই দুর্বোধ্যতা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। সমস্ত শিল্পেই কলা কৌশলের জটিলতা বেড়ে চলেছে এবং নিত্য নতুন অভিনব শিল্পশৈলীর অনুসন্ধানের ফলে শিল্প তার সার্বজনীনতা হারাচ্ছে। শ্রমজীবী মানুষের চাহিদা মেটানোর জন্য সমকালীন শিল্পের কোন আগ্রহ নেই, যা কিছু সৃষ্টি করা হচ্ছে তা শুধু মহামানবদের জন্যে, অবসরভোগী পরিশীলিত মানুষদের জন্যে।" (৮)

এই অগ্রগতির বেদনায় তলস্তয় এতখানি ব্যথিত হয়েছিলেন যে পুশকিন, গোগোল, নেক্রাসভ, তুর্গেনেভের মত লেখকদের সমস্ত রচনাকে শুধু নয় তা তিনি নিজে সারাজীবন ধরে যে শিল্প সৌধ গড়ে তুলেছিলেন তাকেও সার্থক শিল্প সৃষ্টি বলতে অস্বীকার করলেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি সমস্ত শিল্পকেই ধ্বংস করার আহ্বান জানাতে গিয়ে বললেন—"যাঁরা ন্যায়-সঙ্গতভাবে জীবন যাপন করতে চান তাঁদের উচিৎ এই শিল্পকে—বিনাশ করার কাজে প্রচেষ্টা লাগানো। কারণ তা অত্যন্ত নিষ্ঠুর, অশুভ এবং মনুষ্যত্বের বিরোধী।...এখানকার ভ্রষ্ট শিল্প বা শিল্পের ভণ্ডামি চালিয়ে যাওয়ার চেয়ে আদৌ কোন শিল্প না থাকা বরং ভাল।" (৯)

এই সময়ে তলস্তয় যে দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিলেন তার মূল কথা ছিল, গ্রামের শ্রমজীবী মানুষই হচ্ছে সকল সম্পদের উৎস আর সুস্থ সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। তাই মুষ্টিমেয় অবসরভোগী শ্রেণীর শিল্প বিলাস ও সাধারণ মানুষের শিল্পবোধের মধ্যে যে অসংগতি তা দূর করবার জন্য তিনি যে ধ্বংসাত্মক সমাধান দিলেন তা নৈরাজ্যবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁর ভাবনায় অপরিণত সাম্যবাদী ন্যায় বিচার বোধের প্রকাশ সুস্পষ্ট। তিনি এটা বুঝতে পারেন নি যে সমাজ থেকে অবসরভোগী শ্রেণীর বিলোপ না হওয়া পর্য্যন্ত তার শিল্পেরও বিলোপ হতে পারে না।

মার্কস যেমন বলেছিলেন যে প্রতিটি যুগে শাসক শ্রেণীর মতাদর্শই হচ্ছে প্রভুত্বকারী মতাদর্শ, তেমনই একথাও বলেছিলেন যে "কোন একটি যুগে যখন বিপ্লবী মতাদর্শের আবির্ভাব হয় তখনই বুঝতে পারা যায় যে একটি বিপ্লবী শ্রেণীরও আবির্ভাব ঘটেছে।" (১০)

তলস্তয় এবং রবীন্দ্রনাথ এঁরা কেউই নতুন বিপ্লবী শ্রেণীর, যন্ত্রশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক শ্রেণীর, আবির্ভাবের পদধ্বনি শুনতে পান নি। তাই তলস্তয় গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষের পক্ষ অবলম্বন করে অবসরভোগী শ্রেণীর সমস্ত শিল্প সাহিত্যের বিনাশ চেয়েছিলেন আর রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছিলেন "শিক্ষা সংস্কার এবং পল্লীসঞ্জীবনই আমার জীবনের প্রধান কাজ।" (১১)

হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা কায়িক ও মানসিক শ্রমের প্রভেদ দূর করার সংগ্রাম প্রকৃত পক্ষে শুরু হয়েছিল শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। শুধুমাত্র কেরেনস্কি সরকারের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েই তো নভেম্বর বিপ্লবের কাজ শেষ হয়ে যায় না। যে সমাজব্যবস্থাটাকে উল্টে দেওয়া হল তার ছিল নিজস্ব শিল্প সংস্কৃতি সাহিত্য, তার সব কিছুই বর্জন না করেও যে স্থির লক্ষ্য সামনে রেখে স্তালিনের নেতৃত্বে বলসেভিক পার্টি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সংগ্রাম শুরু করেছিল তা হ'ল, স্তালিনেরই ভাষায় "উন্নততর যন্ত্রবিজ্ঞানের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের অব্যাহত বিস্তার ও পূর্ণতা সাধনের দ্বারা সমগ্র সমাজের ক্রমবর্দ্ধমান বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক চাহিদার সর্বোচ্চ পরিতৃপ্তি।" (১২)

কিন্তু বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক চাহিদার সর্বোচ্চ পরিতৃপ্তির জন্য কি প্রয়োজন? স্তালিন বলছেন—

"সমাজের সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা এমন সুনিশ্চিত করা দরকার যার ফলে সমস্ত লোকেরই দৈহিক আর মানসিক ক্ষমতার সর্বময় উন্নতি ঘটে, যার ফলে সমাজের সকলেই সমাজের উন্নতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণের উপযোগী শিক্ষালাভ করতে সক্ষম হন এবং স্বাধীনভাবে নিজেদের ইচ্ছামত কাজ বেছে নিতে পারেন—বর্তমানে প্রচলিত শ্রমবিভাগের দরুণ এখন সারা জীবন তাঁদের কোন একটা কাজের বন্ধনে বাঁধা পড়তে হয়, তখন যেন তা না ঘটে।" (১৩)

স্তালিন আরও স্পষ্ট করে বললেন—"একথা মনে করলে ভুল হবে যে শ্রমের বর্তমান স্থিতাবস্থায় প্রভূত পরিবর্তন সাধন না করেই সমাজের লোকেদের সাংস্কৃতিক মানের এই বিপুল উন্নতি সাধন সম্ভব। এর জন্য প্রথমেই প্রয়োজন, কাজের ঘন্টা কমিয়ে অন্তত ছয় ও পরে পাঁচ ঘন্টায় দাঁড় করানো। সমাজের মানুষেরা যাতে সর্বাঙ্গীন শিক্ষালাভের মত অবসর সময় পান—তার জন্যই এর প্রয়োজন।" (১৪)

উপরের উক্তিটি নেওয়া হয়েছে স্তালিনের জীবনের সর্বশেষ রচনা থেকে, যেটি তিনি লিখেছিলেন ১৯৫২ সালে, অর্থাৎ নভেম্বর বিপ্লবের ৩৫ বছর পরে।

এই উক্তিটি থেকেই দেখা যাচ্ছে যে স্তালিনের জীবদ্দশায় সোভিয়েত সমাজের সকল মানুষকে সর্বাঙ্গীন শিক্ষালাভের মত অবসর দেওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু শিক্ষাবিস্তার ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বিরাট অগ্রগতি হয়েছিল তা কেউই অস্বীকার করতে পারেন নি।

১৯১০ সালেই তলস্তয়ের মৃত্যু ঘটেছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জীবিত ছিলেন। যে পরিস্থিতি তাঁর মনে ধিক্কার জাগিয়েছিল কিন্তু সমস্যা সমাধানের কোন উপায় তিনি ভেবে পান নি। স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নে সেই সমস্যা সমাধানের কি বিপুল প্রচেষ্টা চলেছিল তা তিনি স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

তিনি দেখেছিলেন যে "রাশিয়ার একেবারে গোড়া ঘেঁষে এই সমস্যা সমাধান করবার চেষ্টা চলছে।... শিক্ষা কি আশ্চর্য্য উদ্যমে সমাজের

সর্বত্র ব্যাপ্ত হচ্ছে তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। শিক্ষার পরিমাণ শুধু সংখ্যায় নয়, তার সম্পূর্ণতায়, তার প্রবলতায়। কোনো মানুষই যাতে নিঃসহায় ও নিষ্কর্মা হয়ে না থাকে এর জন্যে কী প্রচুর আয়োজন ও কী বিপুল উদ্যম। শুধু শ্বেত রাশিয়ার জন্য নয়—মধ্য এশিয়ার অর্ধসভ্য জাতের মধ্যেও এরা বন্যার মতো বেগে শিক্ষা বিস্তার করে চলেছে, সায়েন্সের শেষ ফসল পর্যন্ত যাতে তারা পায় এই জন্য প্রয়াসের অন্ত নেই। এখানে থিয়েটারে অভিনয়ে ভীষণ ভিড়, কিন্তু যারা দেখছে তারা কৃষি ও কর্মি দলের। কোথাও এদের অপমান নেই"। (১৫)

স্তালিন আমলে সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতির জন্য সংগ্রামের কাহিনী হল, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, এই গোড়া ঘেঁষে সমস্যা সমাধানের চেষ্টার ইতিহাস।

সমাজ বিপ্লবটা কোন মহাপুরুষ নিজের ইচ্ছামত ঘটিয়ে দেন না, সেটা ঘটে একটা ঐতিহাসিক নিয়মে, এই কথাটা যাঁরা মানেন না তাঁরা ভাবেন ক্ষমতা দখল করতে পারলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। কিন্তু ক্ষমতা দখলের পরবর্তীকালই যে সব থেকে সমস্যা সঙ্কুল জটিলতার কাল সে কথা তাঁরা ভেবে দেখেন না। তাঁরা বুঝতে পারেন না যে, যে শ্রেণী পরাজিত হয়েছে কিন্তু নির্মূল হয়ে যায়নি, সেই শ্রেণী তাদের 'হৃত স্বর্গ' পুনরুদ্ধারের জন্য শতগুণ বর্দ্ধিত ঘৃণা নিয়ে 'ইতর জনতার' উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, আর যুগ যুগান্ত ধরে নির্যাতিত জনতা তখন পুঞ্জীভূত আক্রোশ নিয়ে উঁচু তলার মানুষদের সেই সুখের স্বর্গ ভেঙে চুরমার করে মাটিতে মিশিয়ে দিতে চায়, কোন যুক্তির আবেদনে সাড়া দিয়ে তারা থামতে চায় না। আর যে বুদ্ধিজীবীরা, কবি শিল্পী সাহিত্যিকরা অনেক অলীক আশা আর স্বপ্ন নিয়ে আবেগের সঙ্গে বিপ্লবের সমর্থনে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাঁরা পরবর্তী অধ্যায়ে পথের বন্ধুরতা দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়েন, আশা ভঙ্গের হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে বিলাপ করতে থাকেন, কেউ বা আত্মবিনাশের পথ বেছে নেন।

পুনর্গঠনের পর্বে, শিল্পী সাহিত্যিকদের সামনে পথ বেছে নেবার প্রশ্ন ওঠে। দোদুল্যমান যাঁরা তাঁরা তখন শিল্পীর স্বাধীনতার কথা বলেন, তার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্ন তোলেন, শিল্পের পবিত্রতা রক্ষা আর শিল্পীর স্বাধীনতার নামে তাঁরা প্রতিবিপ্লবীদের পক্ষে চলে যান। কিন্তু বিপ্লবী কবি শিল্পীরা পক্ষ বেছে নিতে ভুল করেন না, যেমন করেন নি শেলি। ফরাসী বিপ্লবের ২৬ বছর পর, ১৮১৫ সালে, ইউরোপের প্রতিক্রিয়াশীল রাজতন্ত্রীদের চক্রান্তে ফ্রান্সের সিংহাসনে যখন বুরবোঁ রাজবংশ পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হল, তখনও সেই চরম প্রতিক্রিয়ার যুগেও বিপ্লবোত্তর কালের আশা নিরাশার দ্বন্দ্বের সঠিক মূল্যায়ণ করে তিনি বিপ্লবের পক্ষই অবলম্বন করেছিলেন। স্তালিন যুগের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সমস্যাগুলি বুঝতে সুবিধা হবে বলেই, দীর্ঘ হলেও এখানে তাঁর বিশ্লেষণের একটা অংশ উদ্ধৃত করছি:

শেলি বলছেন: "বিপ্লব যদি সব দিক থেকেই সাফল্য লাভ করত তাহলে ত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যে স্বাভাবিক ঘৃণা তার অর্দ্ধেক মূল্যও থাকতো না, সেগুলো হত যেন এমনই বন্ধন যা সামান্য অঙ্গুলি হেলনেই খসে পড়ে, যেন তারা বিষাক্ত ছত্রাকের মত প্রাণশক্তিকে কুরে কুরে খায় না। এক একটি ঘটনাকে আংশিকভাবে দেখার ফলে অনেকেরই মনে অনুশোচনার উদয় হল, তার মধ্যে তারা দেখতে পেলো তাদের দীর্ঘ-দিনের আশার করুণ পরিসমাপ্তি। এইভাবে বহু অতিআগ্রহী কোমল হৃদয় জনকল্যাণের পূজারীর নৈতিক মৃত্যু ঘটলো। সুতরাং নৈরাশ্য আর মানব বিদ্বেষ আমাদের যুগের বৈশিষ্ট্য, এ যেন কেবলমাত্র নিজের নৈরাশ্যকে ইচ্ছাকৃতভাবে অতিরঞ্জিত করে অবচেতনভাবে হতাশার মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজে পাওয়া। এর প্রভাব এ যুগের সাহিত্যকেও সাহি-ত্যিকদের হতাশ মনের প্রতিফলনে কলঙ্কিত করেছে।… আমাদের কথা-কাহিনী এবং কবিতাগুলিও সেই সংক্রামক নৈরাশ্যে ছায়াবৃত।" (.৬)

বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে যে রাষ্ট্রতরীটি জন্ম নিল, বিপ্লবোত্তর কালের ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ জনসমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত ও দ্বন্দ্বের নৈরাজ্যে যাতে সেটি পথভ্রষ্ট হয়ে ধ্বংস হয়ে না যায় তার জন্য প্রয়োজন একজন অভিজ্ঞ কর্ণধারের যিনি সব বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে মায়া মোহের হাতছানিকে উপেক্ষা করে স্থির লক্ষ্যে এগিয়ে যাবেন। এমন তরঙ্গবিক্ষুব্ধ দিনে মহান রাজনৈতিক কর্ণধারের কাজটি কি হবে সে কথাও শেলি কল্পনার দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। ১৮২১ সালে লেখা তাঁর চতুর্দশপদী: Political Greatness কবিতাটি প্রাসঙ্গিকতার কারণে এখানে উদ্ধৃত হল। স্তালিন যুগ শুরু হবার ঠিক একশো বছর আগে শেলি এই সনেটটি লিখেছিলেন, যেন ভবিষ্যতের স্তালিনকে কল্পনা করেই:

সুখ নয়, খ্যাতি নয়, সিংহাসন—তাকেও ফেরাও
অলভ্য থাকুক শান্তি, শক্তি-স্বাদ, নৈপুণ্য শস্ত্রে, কলায়,
দাঁড়াও সারির আগে, চালাও ওদের—অত্যাচার শাসিত-স্মৃতি
হীনবীর্য মানুষের পাল। ওদের হৃদয়গুলো—হৃদয়ের একটি ব্যথাও
ধ্বনিত হয়নি আজও কবিতার দেহে, ওদেরই লজ্জার ছায়া:
রচিত ইতিহাস, সভ্যকালের মেধাবী শিল্পের কাচে
আজও দামি পর্দা পড়ে আছে। অথবা এ সভ্যতার
আলোকিত অর্থহীন শোভাযাত্রা থেকে একটি অন্ধ ধারা—
অবুত ওদের—গড়িয়েছে যেন চির বিস্মৃতির দিকে—কালো ক'রে
কাঙ্ক্ষিত স্বর্গের ছবি অশ্লীল অস্তিত্ব-চোঁয়া রঙের ছটায়।
বলে বা রীতিতে বাঁধা সংখ্যার সারে কই মানুষী মেধা? প্রকৃত মানুষ
আপন সাম্রাজ্যে হবে চক্রবর্তী রাজা, সার্বভৌম আত্মনীতিবশ,
বিরুদ্ধ আদর্শ যত ধ্বংস করে গড়ে নেবে আপন আসন,
অজস্র বেপথু ত্রাস
এবং আশার নৈরাজ্য আঁধারে রবে অবিচল শিখা, অদ্ভুত একা।

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর নতুন রাষ্ট্রের কর্ণধার ছিলেন লেনিন। কিন্তু পাঁচ বছর যেতে না যেতেই তিনি অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন। একদিকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার প্রচণ্ড চাপ, অন্যদিকে শারীরিক অসুস্থতার ফলে অধৈর্য হয়ে তিনি শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তড়িঘড়ি কতকগুলি সিদ্ধান্ত নেবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন যার ফলে জনগণের মধ্যের দ্বন্দ্বগুলি সমাধা হবার বদলে অবস্থাটা আরও ঘোরালো হয়ে উঠতে পারত। যেমন তিনি 'সামন্তবাদী সংস্কৃতির' স্তম্ভ বলে বলশয় অপেরাকে একেবারে

বন্ধ করে দেবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। মায়াকভস্কির মত কবিকে তিনি ফিউচারিস্ট গুণ্ডা দলের একজন বলে মনে করেছেন, তাঁর কবিতার বই '১৫ কোটি'কে তিনি বলেছিলেন চরম মুর্খামি আর ভণ্ডামি। এমন কবিতার বই যদি ছাপতেই হয় তাহলে 'ছাপা উচিত মাত্র ১৫০০ কপি গোটাকয়েক অ-পাগল আর লাইব্রেরীর জন্য'। লুনাচারস্কি ৫০০০ কপি ছাপাবার অনুমতি দেওয়ায় তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকেই যে চিঠি লেখেন তার শেষ বাক্য হল, 'As for Lunacharsky, he should be flogged for his futurism' "আর তার ফিউচারিজম এর জন্য লুনাচারস্কিকে চাবকান উচিত।" (১৭) ফিউচারিস্টদের প্রতি তাঁর সহানুভূতির জন্য লুনাচারস্কিকে লেনিন শিক্ষামন্ত্রক থেকে সরিয়েও দিতে চেয়েছিলেন। অবশ্য দুর্ভিক্ষ এবং প্রচণ্ড আর্থিক সমস্যা তাঁকে বিচলিত করেছিল বলেই তিনি এই সব প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু সমস্যা সমাধানের পথ এটা ছিল না। যাই হোক, 'কাউন্সিল অব পিপলস কমিসারস'এর সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে এই সব প্রস্তাব নাকচ হয়ে গিয়েছিল। ১৯২২ সালের ৩ এপ্রিল স্তালিন কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন, এবং লেনিনের আরব্ধ কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। বলা যায় তখন থেকেই শুরু হয়েছিল 'স্তালিন যুগ'। এই যুগে শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি কি ভূমিকা পালন করেছিলেন সে বিষয়ে আগে তাঁর সাংস্কৃতিক অধিকারের প্রশ্নটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব।

দুই □

ট্রটস্কি তাঁর আত্মজীবনীতে স্তালিনের মূল্যায়ণ করতে গিয়ে লিখেছেন যে "স্তালিন ছিলেন পার্টিতে এক মাঝারি মাপের ব্যক্তি, 'medocre,' লক্ষ পূরণ করার মত তাঁর দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও অধ্যবসায় ছিল ঠিকই কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির অভাব ছিল। মানসিক দিক থেকে তিনি ছিলেন একগুঁয়ে হাতুড়ে, সৃজনশীল কল্পনাশক্তির ভাঁড়ার ছিল তাঁর শূন্য।" (১৮)

স্তালিনের রাজনৈতিক জীবনীকার আইজ্যাক ডয়শার, অন্যান্য বলশেভিক নেতাদের তুলনায় তাঁকে খুব খাটো মাপের নেতা বলে চিত্রিত করেছেন। কারণ হিশেবে তিনি বলেছেন যে লেনিন ছিলেন সম্ভ্রান্ত শ্রেণীতে উঠে আসা এক বিদ্যালয়-পরিদর্শকের পুত্র, তিনি বুদ্ধিজাত তীব্র অনুসন্ধিৎসা থেকে কৃষকের জীবনকে দেখেছিলেন, ট্রটস্কি ছিলেন হঠাৎ বড়লোক হয়ে ওঠা এক ইহুদী জমিদারের পুত্র, তিনি দরিদ্র আর শোষণ কি বস্তু তা বাড়ীর জানালা থেকে দেখেছিলেন। জিনোভিয়েভ, কামেনভ, বুখারিন আদি নেতারা আরও অনেক দূর থেকে মানুষের দুর্ভাগ্যকে দেখেছিলেন। ভূমিদাস মাতা পিতার সন্তান হওয়ায়, ভূমিদাসের জীবনের কষ্ট কি তা জোসেফ যুগাসভিলি নিজের জীবন দিয়েই বুঝেছিলেন। লেখাপড়া শিখে বিশ বছর বয়সে তিনি বুদ্ধিজীবী হলেন বটে কিন্তু বুদ্ধিজীবীর নিশ্চিন্ত মর্যাদাসম্পন্ন স্তরে তিনি না উঠে ভবঘুরে বিপ্লবীই রয়ে গেলেন। অবশ্য সামাজিক পিরামিডের একেবারে নীচের তলায় যারা আছে তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ থাকার প্রায় দেহজ অনুভূতিটি থেকে কোন কিছুই তাকে দূরে সরিয়ে আনতে পারলো না। তাছাড়া "বর্ণবিভেদ-শাসিত রাজকর্মচারিদের রুশিয়ায় একজন জর্জিয়ান কৃষকের পুত্রের পক্ষে সামাজিক সিঁড়িতে বেশি উঁচুতে ওঠা সম্ভব ছিল না।" (১৯) সুতরাং ডয়শারের মতে অন্য শ্রেণী থেকে আসা নেতাদের শিক্ষায়, দীক্ষায়, আচার আচরণে বাচনভঙ্গীতে অভিজাত মার্জিত রুচির যে পরিচয় পাওয়া যেত স্তালিনের মধ্যে তার অভাব ছিল। যে ধরণের জীবন যাপনের ফলে এই মার্জিতভাব জন্মায় স্তালিন সে ধরণের জীবন যাপন করবার সুযোগ পাননি। তাই তরুণ যুগাসভিলির প্রখর বুদ্ধি এবং কাণ্ডজ্ঞান থাকলেও কল্পনা শক্তি এবং মৌলিকত্ব বলতে তাঁর কিছুই ছিল না। তিনি বাগ্মীও ছিলেন না ভাল লেখকও ছিলেন না (২০)

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, রাজনৈতিক বা সামরিক দক্ষতা যাই থাকুক না কেন, শিল্প সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে কথা বলার অধিকার কি তিনি অর্জন করেছিলেন?

ডয়শারের লেখা জীবনী থেকেই আমরা জানতে পারি যে জোসেফ যুগাসভিলি যখন তিফলিস সেমিনারির ছাত্র তখন থেকেই তিনি জর্জিয়ান কবিতা ছাড়াও রুশীয় এবং ইউরোপীয় সাহিত্যের আগ্রহী পাঠক ছিলেন। শেক্সপিয়ার, শিলার, তলস্তয় গোগোল, শাল্তিকভ, শেচড্রিন, চেখভ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের রচনা তিনি গভীর আগ্রহের সঙ্গে পড়েছিলেন। স্তালিনের পুরো পাঠ্য তালিকা কারোরই জানা নেই। সেকালে সেমিনারির ছাত্রদের পক্ষে শহরের পাবলিক লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে এসে পড়া ছিল অপরাধ। স্তালিন নিয়মিত সেই অপরাধটি করতেন। যখনই তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে ধরা পড়তেন, তখনই স্কুলের খাতায় রিপোর্ট লেখা হত তিনি কি বই পড়েছিলেন এবং সে জন্য তাঁকে কি শাস্তি দেওয়া হল। সব সময়েই যে তিনি ধরা পড়তেন তা নয়। এইভাবে স্কুলের রিপোর্ট থেকেই আংশিকভাবে যা জানা যায়, তিনি ভিক্টর হুগো, থ্যাকারের রচনা পড়তেন, ডারউইন এবং জীবতত্ত্ব সম্পর্কে, অর্থনীতি ও সমাজনীতি সম্পর্কে বই পড়তেন। তিনি সেমিনারির সেরা ছাত্র ছিলেন, খুব ভাল বিতার্কিকও ছিলেন, অন্য ছাত্রদের তুলনায় তাঁর অনেক বেশি সাধারণ জ্ঞান ছিল। ডয়শারের স্তালিন জীবনী থেকেই আমরা জানতে পারি যে যুগাসভিলির বয়েস যখন ১৬ বছর, তখন উদারনৈতিক জর্জিয় দেশপ্রেমিকদের পত্রিকা 'আইবেরিয়া'য় 'সোসেলো' ছদ্মনামে তাঁর কবিতা প্রকাশিত হত, যে কবিতা ছিল একাধারে দেশপ্রেমমূলক ও সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের দ্যোতক। অতীতে জর্জিয়া দেশটি ছিল এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত, তখন তার পরিচিতি ছিল আইবেরিয়া বলে। আইবেরীয় এশীয়দের ছিল নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি। পরবর্তীকালে জার শাসনের অধীনে এসে জর্জিয়া ইওরোপের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। জর্জিয়ান জাতিকে রুশীকরণের বিরুদ্ধে জর্জিয়ান ভাষা, জর্জিয়ান হরফ ও জর্জিয়ান স্কুলের দাবিতে যে নবজাগরণের আন্দোলন শুরু হয়, সেই আন্দোলনের মুখপত্র ছিল আইবেরিয়া'। এই আন্দোলনের মধ্যে প্রবেশ করে স্তালিন যে বিভিন্ন দেশের ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছিলেন তার পরিচয় আমরা পাই সেমিনারির রিপোর্ট থেকে। নিয়ম ভঙ্গ করে শহরের

লাইব্রেরী থেকে আনা যে বইটি পড়ার জন্য ১১ তম বার তাঁকে শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল সে বইটি ছিল লেতুর্ণোর "বিভিন্ন জাতির সাহিত্যিক ক্রমবিকাশ" (Letourneau's "Literary Evolution of Nations") পরবর্তীকালে তিনি যে জাতি সমস্যা সম্পর্কে একজন মার্কসবাদী বিশেষজ্ঞ হিশেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন সেটা হঠাৎ হয়নি।

যোশেফ যুগাসভিলি অল্পকাল পরেই সরাসরি মার্কসবাদী সংগঠনে যোগ দিয়েছিলেন এবং মার্কসবাদী সাহিত্য অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি যে শ্রেষ্ঠ লেখকদের কবিতা ও উপন্যাস আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন তা বোঝা যায়—তাঁর রচনা ও বক্তৃতায় শেচেড্রিন, চেখভ গোগোল, ওয়াল্ট হুইটম্যান ও অন্য আরও অনেক বিখ্যাত লেখকদের উদ্ধৃতিগুলি দেখলে। যুদ্ধ ও রাজনীতির সংকটময় দিনেও তিনি উপন্যাস পড়েছেন। কবি পাবলো নেরুদা তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন কিভাবে একদিন সকালে ইলিয়া এরেনবুর্গের টেলিফোন বেজে উঠল। অপ্রত্যাশিতভাবে স্তালিনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল ওদিক থেকে। স্তালিন নিজে জানালেন "সমস্ত রাত ধরে তোমার লেখা উপন্যাস 'প্যারীর পতন' পড়েছি। আমার টেলিফোন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রিয়বন্ধু গ্রীগরিভিচ, তুমি এই ধরণের লেখা আরও অনেক, অনেক যাতে লেখো সেজন্যে অনুরোধ জানানো।" (২১)

ট্রটস্কি, বুখারিন, জিনোভিয়েভের লে য় চমক ছিল, বক্তৃতায় বস্তু না থাক গমক ছিল। সেটাই তাঁদের সাহিত্যিক প্রতিভার নিদর্শন বলে চলে এসেছে। স্তালিন সহজ সরল বোধগম্য ভাষায় লিখতেন, নাটকীয় ভাষায় বক্তৃতা করতেন না। স্তালিন খুব কম কথা বলতেন। ট্রটস্কির ভাষায়, যেহেতু তিনি স্থূলবুদ্ধির লোক ছিলেন, তিনি বিদেশী ভাষা জানতেন না, প্যারিস, বার্লিন, নিউইয়র্কের সংস্কৃতিবান মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করেননি 'কালচার্ড' হয়ে উঠতে পারেননি, সেই হেতু তিনি নীরব থাকাই পছন্দ করতেন।

সবসময় প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে কিছু বলার জন্যে অধীর হয়ে ওঠা যাদের স্বভাব তারা অবশ্য নীরবতার অর্থ বুঝবেন না—এটা স্বাভাবিক। কিন্তু কার্লাইল বলেছেন—"নীরব থাকার প্রতিভা ("talent of silence") এমন এক প্রতিভা যার দাম দেওয়া যায় না।… আজকালকার উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে জানান দেওয়ার যুগে এই কথাটা আমাদের সারাক্ষণ স্মরণে রাখা দরকার। যে মানুষ কথাবলার এবং কাজে নামার ঠিক সময় হওয়া পর্যন্ত নিজেকে শান্ত রাখতে পারেনা সে ঠিক মানুষ নয়।" (২২)

স্তালিন ঠিক সময় ঠিক কথা বলার জন্য, ঠিক সময় ঠিক কাজ করার জন্য অপেক্ষা করতে জানতেন। জর্জ বার্ণার্ড শ' এর মত বিচক্ষণ লেখক তাঁর সম্পর্কে লিখেছিলেন— "I never met a man who could talk so well and yet was in less of a hurry to talk than Stalin." "আমি স্তালিনের মত এমন একজনকেও দেখিনি যিনি এতো ভাল কথা বলতে পারেন, অথচ বলার জন্য যাঁর কোনো তাড়াহুড়ো নেই।" (২৩)

স্তালিন ছিলেন একজন পরিশীলিত মার্কসবাদী। ধ্রুপদী সাহিত্যের অধ্যয়ন, বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তিনি মার্কসীয় বিশ্বদর্শন আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি একদিকে যেমন জন্মসূত্রে পাওয়া পরিবেশের পশ্চাদপদতা থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য অনুশীলন করেছিলেন তেমনি 'ইন্টেলেকচুয়াল এলিট'দের মাজাঘষা চকচকে অথচ ছলনাপূর্ণ আচার আচরণ অনুসরণ করে 'কালচার্ড গোসাইটি'র অন্তর্ভুক্ত হবার মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছিলেন।

সৃজনশীল কল্পনাশক্তি থাকা বলতে যাঁরা শুধু কাব্য রচনা করা বা গল্প-উপন্যাস লেখা বোঝেন তাঁদের প্রতি অনুকম্পা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না। সৃজনশীল কল্পনাশক্তি ছাড়া কি রুশিয়ার মত পিছিয়ে থাকা একটা সমাজকে বদলে ফেলে নতুন একটা সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার চ্যালেঞ্জ নেওয়া যায়, সারা মানব সভ্যতাকে ঢেলে সাজাবার স্বপ্ন দেখা যায়? ডয়শার তো নিজেই স্বীকার করেছেন—স্তালিন বিশ বছরে তিনটি প্রজন্মের অর্থাৎ বিশ বছরে ছশো বছরের কাজ সম্পন্ন করেছেন, সৃজনশীল কল্পনাশক্তি ছাড়া কি এটা সম্ভব হতে পারতো?

আবার কারলাইলের কথা আমাদের স্মরণ করতে হয়। তিনি বলেছিলেন একজন প্রকৃত হিরো—কবি, মহাপুরুষ, রাষ্ট্রনায়ক, ধর্মযাজক যা ইচ্ছা তাই হতে পারেন। কি হবেন তা নির্ভর করছে তিনি যে পৃথিবীতে জন্মাবেন তার প্রয়োজন কি তার উপর। আমি স্বীকারকরি, এমন একজন মহামানবের কথা আমি চিন্তাই করতে পারি না যিনি একাধারে সবই হতে পারতেন না। যে কবি শুধু চেয়ারে বসে পংক্তি রচনা করেন তিনি কোনোদিনই একটিও সার্থক পংক্তি রচনা করতে পারবেন না। (২৪)

সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিণতি আজ যাই হোক না কেন, স্তালিনের সৃজনশীল প্রতিভার ফলে স্তালিন যুগে সারা বিশ্বের রাজনৈতিক চিন্তায়, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়, মানব সভ্যতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনগুলি হয়ে গেছে ইতিহাসে কি তার কোন তুলনা আছে?

শুধু শুধুই কি পাবলো নেরুদার মত বিশ্ববরেণ্য কবি একথা বলতে পেরেছেন?

'আমি বিশ্বাস করে দেখেছি যে, স্তালিন বারবারই আমার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছেন, আমার অজানিত অন্ধকারকে ভেদ করে তাঁর আলোকময় উপস্থিতি অনুভব করেছি। ঋষির মতই ছিলো আদর্শের প্রতি তাঁর আনুগত্য, সহজ ও সরল ছিলো তাঁর হৃদয়। এই মানুষটিই রাশিয়ার বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর আদর্শকে রক্ষা করেছেন, মর্যাদা দান করেছেন।" (২৫)

তিন ☐

কার্লমার্কস বলেছিলেন—"মানুষ নিজের ইতিহাস নিজেরাই সৃষ্টি করে, কিন্তু যেমনভাবে ইচ্ছা তেমনভাবে করতে পারে না, কারণ যে পরিস্থিতিতে তারা ইতিহাস সৃষ্টি করে সে পরিস্থিতিটা তারা ইচ্ছা মত বেছে নিতে পারে না, যে পরিস্থিতিটার তারা মুখোমুখি হয়, সে পরিস্থিতিটা অতীতের জের হিশেবে আগে থেকেই বর্তমান থাকে। বিগত প্রজন্মগুলির

পরম্পরাগত ধ্যান ধারণা মানুষের মগজে বুকচাপা দুঃস্বপ্নের মত টিকে থাকে।" (২৬)

১৯১৭ সালের নভেম্বরে শ্রমিকশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করল বটে, কিন্তু যেমন ইচ্ছা তেমন ইতিহাস সৃষ্টি করা সম্ভব হল না। বিগত দিনের পরম্পরাগত ধ্যান ধারণাগুলি ভারি পাথরের মত বুকে চেপে রইল।

অনেকেই রাশিয়ার কৃষকের নিরক্ষরতা, কুসংস্কার ইত্যাদির কথা জানেন কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায় ও জনগণের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান গড়ে উঠেছিল এবং তা শিক্ষিত শ্রেণীর বিরুদ্ধে চরম ঘৃণায় পর্যবসিত হয়েছিল সেটা অনেকেই খেয়াল করেন না। অথচ সমস্ত কৃষক সমাজ যখন প্রচণ্ড দুর্দশার মধ্যেও ঘুমে অচেতন, তখন অভিজাত ও বুর্জোয়া শ্রেণী থেকেই একদল উজ্জ্বল শিক্ষিত যুবক সমাজ পরিবর্তনের বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তাদের উপর জনগণের কোন আস্থা ছিল না, তাদেরও জনগণের কাছে কোন আশা ছিল না। তাঁদের কাছে মার্কসবাদের অস্তিত্ব ছিল না। তাঁরা ব্লাংকি আর বাকুনিনের নৈরাজ্যবাদী বিপ্লবী রোমান্টিসিজমে মগ্ন ছিল। তাঁদের ধারণা ছিল তরুণদের ছোট্ট একটি দল বিপ্লবী চক্রান্ত ও দুঃসাহসী ঘটনা ঘটিয়ে গোটা সমাজকে বদলে দিতে পারবে। ১৮৮১ সালে জার দ্বিতীয় আলেকজান্দারকে হত্যার পর নৈরাজ্যবাদীদের উদ্যোগ চরমে উঠেছিল। অসংখ্য ছোট ছোট দল বিপ্লবী চক্রান্তের আয়োজনে লিপ্ত ছিল। প্রত্যেকটি দলই মনে করত তারাই বিপ্লবটা ঘটিয়ে দেবে। মার্কসবাদীদের সামনে তখন এই নৈরাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রামই ছিল একটা প্রধান কাজ। ১৮৯৪ সালে প্লেখানভ লিখেছিলেন—'Anarchism and Socialism' কিন্তু তাঁর রচনার প্রধান ত্রুটি এই যে তিনি 'সমাজবাদ' আর 'নৈরাজ্যবাদ'-এর পার্থক্যের যেটি মূল বিষয়—সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবী একনায়কত্বের সে সম্পর্কে কোন উল্লেখই করেন নি। ১৯০৬-৭ সালে স্তালিন Anarchism or Socialism পুস্তকটি লিখে মার্কসবাদীদের হাতে নৈরাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এক হাতিয়ার তুলে দিলেন। এই পুস্তকেই তিনি ইতিহাসের ধারায় বিবর্তন ও বিপ্লবী পরিবর্তনের আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে বললেন— "দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি অনুযায়ী গতির দুটি দিক বর্তমান: একটি বিবর্তনমূলক, অপরটি বৈপ্লবিক।

একটি আন্দোলনকে বিবর্তনমূলক বলা যায় যখন প্রগতিশীলরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের দৈনন্দিন কার্যপদ্ধতি জারি রাখে আর পুরোনো ব্যবস্থায় ছোট ছোট পরিমাণগত পরিবর্তন সাধন করে।

একটি আন্দোলন বৈপ্লবিক যখন এই অংশটিই একটি আদর্শে সম্পৃক্ত হয়ে একতাবদ্ধ হয় এবং দ্রুততার সঙ্গে শত্রুশিবিরে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুরনো ব্যবস্থাটিকে শেকড়শুদ্ধ উপড়ে আনতে চায়। উদ্দেশ্য থাকে জীবনে গুণগত পরিবর্তন আনা, একটি নতুন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা।

বিবর্তন বিপ্লবের জমি প্রস্তুত করে এবং বিপ্লব বিবর্তনকে মহিমান্বিত করে আরও এগিয়ে নিয়ে যায়।"

নৈরাজ্যবাদীরা পরিবর্তনের এই ধারাটিকে অস্বীকার করত, তারা মনে করত ছোট একটা গোষ্ঠী তাবারুদে আগুন লাগালেই একটা মহাপ্রলয়ের মধ্যে দিয়ে সারা সমাজটা এক ধাক্কায় বদলে যাবে। স্তালিন নৈরাজ্যবাদীদের এই ভ্রান্ত ধারণার সমালোচনা করতে গিয়ে তত্ত্ব অনুশীলনের সম্পর্কটি তুলে ধরলেন। "অ্যানার্কিজম অর সোশ্যালিজম" পুস্তকে তিনি দেখালেন, সমাজের বিপ্লবী পরিবর্তন আনাটা কোন একটা ক্ষুদ্র গোষ্ঠির কাজ নয়, লক্ষ কোটি মানুষের কাজ। কিন্তু কোটি কোটি বিচ্ছিন্ন মানুষ এ কাজ করতে পারে না। লক্ষ্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন সংগঠিত মানুষই এটা করতে পারে। জনগণের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী যেহেতু স্বাভাবিক কারণেই একটা সংগঠিত শক্তি তাই শ্রমিক শ্রেণীর সুসংগঠিত পার্টির নেতৃত্বে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে এই শ্রেণীরই একনায়কত্বের মাধ্যমে সমাজের আমূল পরিবর্তন সম্ভব। অন্য কোন পথ নেই।

কিন্তু এই পরিবর্তন আনাটা মোটেই সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়। মানুষের মনোভাব, চিরাচরিত অভ্যাস, মূল্যবোধ, সংস্কার এসবের পরিবর্তন করতে হলে আগে চাই অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে আমূল পরিবর্তন। স্তালিন এই পুস্তকেই লিখেছেন:

"যেহেতু মানুষের মনোভাব, তার অভ্যাস এবং রীতি রেওয়াজ সবই নির্ভর করে বাহ্যিক পরিস্থিতির উপর, বৈধানিক ও রাজনৈতিক নীতি নিয়ম গড়ে ওঠে অর্থনৈতিক বনিয়াদের উপর সেই হেতু এটা পরিষ্কার যে চিরাচরিত অভ্যাস এবং আচার আচরণের এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে হলে—আমাদের অর্থনৈতিক সম্পর্কে আমূল পরিবর্তন আনার জন্য লড়াই চালাতে হবে।"

এইখানে বনিয়াদ ও উপরি কাঠামোর সম্পর্কটি উত্থাপিত হল কিন্তু বনিয়াদের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই কি উপরিকাঠামোর পরিবর্তন হয়ে যাবে?

মার্কস বলেছিলেন—"অর্থনৈতিক বনিয়াদটি পরিবর্তিত হবার পর অল্প-বিস্তর দ্রুতগতিতেই উপরি কাঠামোটিও পরিবর্তিত হয়।" (২০)

শেষ বিচারে চেতনা নয় অর্থনৈতিক ভিত্তিই যে নির্ধারক শক্তি এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেবার জন্যই তিনি স্বতঃসিদ্ধ আকারে এই সূত্রটি রেখেছিলেন। কিন্তু কতরকমের টানাপোড়েন ও মধ্যস্থতার মধ্যে দিয়ে এই পরিবর্তন ঘটে তার ব্যাখ্যা এখানে তিনি করেন নি। সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদ ও উপরি কাঠামোর সম্পর্কটিকে যান্ত্রিকভাবে দেখার ফলে অনেকেরই ধারণা হয়েছিল বিপ্লবের ফলে ক্ষমতা দখলের পর অর্থনৈতিক বনিয়াদটি যখন বদলে গেল তখনই রাজনৈতিক, বৈধানিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক গোটা কাঠামোটাই তাড়াতাড়ি বদলে যাবে। তাই জনগণের মধ্যেকার অসংখ্য দ্বন্দ্বের সমাধান না করেই, অতীতের সমস্ত ঐতিহ্যকে ধ্বংস করার, বুর্জোয়ারা যা কিছু সৃষ্টি করেছে তার সব কিছু ভেঙে দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর নিজের মত করে গড়ে নেবার দাবী তোলা হল। এই মানসিকতা এমন বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পৌছোলো যে—বুর্জোয়াদের তৈরি রেললাইন উপড়ে ফেলে দিয়ে নতুন রেললাইন পাতার দাবী উঠল, বুর্জোয়াদের ভাষার বদলে শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব ভাষা প্রবর্তনের দাবি তোলা হল। সব বিপ্লবের পরই অবশ্য সব বিষয়ে একটা বাড়া-

বাড়ির ঝোঁক থাকেই। আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের পরও আমেরিকায় ইংরেজী ভাষা বর্জন করার দাবী উঠেছিল। এই নৈরাজ্যের পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্যই প্রয়োজন হয়—শ্রেণী সচেতন, সুসংগঠিত অগ্রগামী বাহিনীর এবং সেই বাহিনীকে পরিচালনা করার জন্য সুযোগ্য কর্ণধারের।

বিপ্লবের পাঁচ সাত বছর পরেই সোভিয়েত ইউনিয়নে ভাষাতত্ত্বের একদল বিশেষজ্ঞের তরফ থেকে নতুন জাতীয় ভাষা সৃষ্টিকরার চেষ্টা চলেছিল। তাঁদের ইচ্ছা ছিল একটা ভাষাতাত্ত্বিক বিপ্লব ঘটিয়ে দেওয়া। এঁদের মধ্যে N. Y. Marr ভাষাকে উপরি কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করে এবং 'ভাষার শ্রেণীচরিত্র' আবিষ্কার করে বনিয়াদ আর উপরিকাঠামোর সম্পর্ক সম্প বিষয়ে মার্কসবাদবিরোধী এক গোলমেলে তত্ত্ব হাজির করেছিলেন। স্তালিন এই তত্ত্বের সমালোচনা করতে গিয়ে—মার্কসবাদ অনুযায়ী বনিয়াদ ও উপরিকাঠামোর সম্পর্কটি স্পষ্ট করেছিলনে। তিনি বলেছিলেন—

"বিকাশের নির্দিষ্ট পর্য্যায়ে সমাজের বনিয়াদ হচ্ছে তার অর্থনৈতিক কাঠামো। আর সমাজের রাজনৈতিক, বৈধানিক, ধর্মীয়, শৈল্পিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক, বৈধানিক ও অন্যান্য সংগঠনগুলি হল সেই সমাজের উপরি কাঠামো।" (২৮)

কিন্তু উপরি কাঠামো কি নিছক বনিয়াদের প্রতিফলন মাত্র? না তা নয়। স্তালিন বললেন—"উপরি কাঠামো বনিয়াদেরই সৃষ্টি এর মানে এই নয় যে উপরিকাঠামো বনিয়াদের প্রতিফলন মাত্র অথবা, বনিয়াদের ভবিষ্যৎ, শ্রেণীগুলির ভবিষ্যৎ অথবা সমাজ ব্যবস্থার চরিত্র সম্বন্ধে উপরিকাঠামো নিষ্ক্রিয়, নিরপেক্ষ ও উদাসীন থাকবে। বিপরীত পক্ষে এটাই ঠিক যে জন্মলাভের পর হতেই উপরি কাঠামো একটা অত্যন্ত সক্রিয় শক্তিতে পরিণত হয়, বনিয়াদকে সুগঠিত ও সুসংহত হতে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে এবং পুরোনো ভিত তথা অর্থনৈতিক কাঠামো এবং পুরোনো শ্রেণীগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার প্রাণপণ চেষ্টা করে।" (২৯)

কিন্তু কতো রকমের টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে উপরি কাঠামোকে এই কাজগুলি করতে হয় অনেকেই বুঝতে পারেন না। অনেকে ভাবেন হঠাৎ একটা বিস্ফোরণের ফলেই সব পরিবর্তন সম্ভব হয়। স্তালিন তাদের উদ্দেশে বললেন : "যে সব কমরেড বিস্ফোরক পরিবর্তনের প্রতি আসক্তি প্রবল তাদের জ্ঞাতার্থে এ কথা বলা দরকার যে একটা পুরাতন গুণগত অবস্থা থেকে নতুন অবস্থায় পরিবর্তনের জন্য বিস্ফোরণের তত্ত্বটি শুধু ভাষার বিকাশের ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য তা নয়, বনিয়াদ এবং উপরি কাঠামোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ঘটনাবলীর ক্ষেত্রেও অপ্রযোজ্য। যে সমাজ পরস্পর বিরোধী বৈরীমূলক শ্রেণীতে দ্বিধাবিভক্ত সে সমাজের ক্ষেত্রে এই বিস্ফোরণের তত্ত্বটি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যে সমাজ বৈরীমূলক শ্রেণীতে বিভক্ত নয়, সে সমাজে এই তত্ত্ব প্রযোজ্য নয়।" (৩০) স্তালিন ব্যাখ্যা করে দেখালেন যে কৃষি ক্ষেত্রের যৌথকরণ ছিল একটা বিপ্লবী পরিবর্তন যা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু সেই বিপ্লব একটা বিস্ফোরণের মধ্যে দিয়ে ঘটেনি, অর্থাৎ একটি সরকারের পতন ঘটিয়ে অন্য একটি সরকার প্রতিষ্ঠার দ্বারা নয় "ক্রমে ক্রমে পুরাতন বুর্জোয়া ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে গ্রামাঞ্চলে এক নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছিল। এবং এটা সম্ভব হয়েছিল এই জন্য যে এই বিপ্লবটি ঘটান হয়েছিল উপর থেকে, উপস্থিত রাষ্ট্রশক্তির উদ্যোগে এবং ব্যাপক কৃষক সমাজের সমর্থনে।" (৩১)

স্তালিনের এই ব্যাখ্যার মধ্যেই নিহিত রয়েছে জনগণের ভিতরের দ্বন্দ্বগুলি সমাধানের প্রশ্নটি, যেটি কমরেড মাও সে তুঙ পরবর্তীকালে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। স্তালিন আমলে বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে যে বিরাট কর্মকাণ্ডগুলি ঘটেছিল তার মূল সুরটি ছিল—উৎসাহদান, অনুপ্রেরণা, সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার মাধ্যমে জনগণের ভিতরকার দ্বন্দ্বগুলি সমাধান করা।

নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর এবং বিশেষ করে স্তালিন আমলে শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জনগণের ভিতরের অন্তর্দ্বন্দ্বের একটা দিক দেখা যাক।

অবসরভোগীদের দ্বারা সৃষ্ট সমস্ত শিল্প সাহিত্যকে ধ্বংস করার জন্য তলস্তয়ের আহ্বানের কথা আগেই বলা হয়েছে। তলস্তয়ের প্রভাব এবং একই সঙ্গে ইউরোপের বিভিন্ন বিপ্লবী ধারার শিল্পচিন্তার প্রভাবে বিপ্লবের আগেই 'ফিউচারিস্ট,' 'ফরম্যালিস্ট,' 'প্রোলেটকাল্ট' ইত্যাদি কবি শিল্পী সাহিত্যিকদের বিপ্লবী সংগঠন গড়ে উঠেছিল। তারা সবাই একটা নতুন পথের সন্ধানে অদ্ভুত সব স্লোগান তুলতো। যেমন 'ফিউচারিষ্ট'দের প্রথম ইশতেহারের শিরোনাম ছিল— "জনগণের রুচির গালে এক থাপ্পড়।" বিপ্লবের পর তারা যেন এক নতুন পথের সন্ধান পেলো, এবং নিজের নিজের ভাবনা আর বাসনা নিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমর্থন জানালো। তারা দাবী জানালো অতীতের সমস্ত ঐতিহ্যকে ধ্বংস করার। এই যুগের শিল্পী সাহিত্যিকদের চাহিদার বর্ণনা দিতে গিয়ে বিশ্ববিশ্রুত চলচ্চিত্র পরিচালক সার্গেই আইজেনষ্টাইন, যিনি প্রথমে 'প্রোলেটকাল্ট' থিয়েটারের একজন ডিজাইনার ছিলেন, তিনি লিখেছেন—

"চতুর্দিকে আর্টকে ধ্বংস করার জন্য নাছোড়বান্দা দাবী উঠছিল, শিল্পের প্রাণ কল্পচিত্র, তার বদলে দাবী তোলা হল বস্তু চাই তথ্য চাই।... আষাঢ়ে গপপো আর কাহিনীর বদলে চাই জীবনের প্রকৃত পুনর্গঠন। ফিউচারিষ্টরা 'দি লেফ' নামে সংগঠন গড়লেন (১৯২৩—৩০)। সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে আসা, বিভিন্ন মানসিকতা, বিভিন্ন লক্ষ্যের শিল্পীরা এক মঞ্চে মিলিত হল—যার উদ্দেশ্য হল আর্টের প্রতি ঘৃণা জাগানো।" (৩২)

এই সময় মায়াকভস্কি, ভ্যাসিলি, কামেনস্কি এবং ডেভিড বারলিউক রাশিয়ান ফিউচারিষ্টদের ইশতেহার প্রকাশ করলেন যার শিরোনাম—"ডিক্রি নং ১ : আর্টের গণতন্ত্রীকরণ প্রসঙ্গে" তাঁদের ঘোষণা :

"আমরা রাশিয়ান ফিউচারিজম অর্থাৎ বিপ্লবী শিল্পী সাহিত্যের তরুণ নেতারা ঘোষণা করছি :

জারতন্ত্রের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে, এখন থেকে আর্ট আর রাজপ্রাসাদ, আর্ট গ্যালারি, প্রদর্শনী, পাঠাগার বা থিয়েটারের মত মানব প্রতিভার গুদামঘর বা আটচালায় বাস করবেনা। সংস্কৃতির সামনে সবাই সমান এই কথা

মনে রেখে, এখন থেকে সৃজনশীল ব্যক্তিরা যা বলবেন তা তুলির আঁচড়ে লেখা হবে রাস্তার মোড়ে বাড়ী এবং বাগানের দেয়ালে, ছাদে, শহরে এবং গ্রামে, মোটর গাড়ি, ট্রাম আর ট্রাকের গায়ে, নাগরিকদের জামা কাপড়ে।" চিত্রকরদের ডাক দেওয়া হল তোমরা তোমাদের রং আর তুলি নিয়ে ছুটে এসো, ঐ যে রেলের ওয়াগনগুলো দূরদূরান্তে চলে যায় ওদের গায়ে ছবি এঁকে দাও, সঙ্গীত শিল্পী তুমি পথে পথে গান গাও—"পথই হোক সকল শিল্পকর্মের ভোজসভা।" (৩৩)

এই আবেগপ্রবণ তরুণরা ছিলেন অন্য শ্রেণীর মানুষ, স্তালিন যাঁদের বলেছিলেন 'ফেলোট্রাভেলার'। এঁদের অনেক কাজই সমাজে, গোষ্ঠিতে বা পার্টির নেতাদের সমর্থন পায় নি। কারণ এঁরা ভেবেছিলেন ডিক্রি জারি করেই সমাজ পরিবর্তন ঘটানো যাবে। কেউ ছিলেন এঁদের চরম বিপ্লবীয়ানার মুগ্ধ কেউ ছিলেন এঁদের তীব্রতম সমালোচক। গর্কির কাছে লেখা একটি চিঠিতে স্তালিন বলছেন—"এই বিরাট উথাল পাথাল পরিবর্তনের যুগে যেসব সঙ্গী আমরা পাবো তাদের মধ্যে ক্লান্ত, উত্তেজিত, অবসন্ন, হতাশাগ্রস্ত—যারা দল ছেড়ে শত্রুর শিবিরে চলে যেতে পারে এমন ব্যক্তি তো থাকবেই। এটাকে এড়ানো যায় না, এটা হল বিপ্লবের আবশ্যিক ব্যয় (Overhead cost) এর থেকে অবশ্য এটা বোঝায় না যে সুসংগঠিত মতাদর্শগত প্রভাব বিস্তার করে এই সব অসন্তুষ্ট, ঘ্যানঘেনে, সন্দেহবাতিকগ্রস্ত— তরুণদের সংখ্যা কমিয়ে আনার চেষ্টা আমরা করব না। তার বিপরীতে আমাদের পার্টি এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলি, আমাদের পত্রপত্রিকাগুলি এই প্রভাব বিস্তার এবং তার সুফল পাবার চেষ্টায় ব্যাপৃত রয়েছে।" (৩৪)

এই তরুণ শিল্পী সাহিত্যিকদের যত ত্রুটিই থাক, বিপ্লবের আবহাওয়ায় এঁরা প্রধানত পরিবর্তনকামী জনগণের ভালোবাসা পেয়েছিলেন। এ যুগের যে দুজন কবিকে তরুণরা অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছিলেন তাঁদের দুজনেরই আত্মবিনাশ এক করুণ কাব্যগাথার মতই ছাপ রেখে গেছে মানুষের মনে। এঁদের একজন তরুণ কবি সার্গেই এসেনিন যিনি ১৯২৫ সালের ২১ ডিসেম্বর লেনিনগ্রাদের এক হোটেলে আত্মহত্যা করেছিলেন। আর একজন কবি যিনি প্রৌঢ়ত্বের কাছাকাছি এসেও ছিলেন তারুণ্যে ভরা সেই স্বয়ং মায়াকভস্কি, যিনি

"Dying is nothing new in our life
But then, living is nothing newer"
["এই জীবনে মরণ বরণ সত্যি তেমন নতুন নয়
কিন্তু বাঁচা জীবন ভরে, তাতেও বড় ক্লান্তি বোধ হয়"]

ক্লান্ত এসেনিনের হতাশার কাছে আত্মাহুতির এই পংক্তিগুলি পড়ে বেদনার্ত হয়েও লিখতে পেরেছিলেন—

সুখের জন্য এ পৃথিবীতে
সম্ভার বেশি নেই,
ভবিষ্যত থেকে মানুষ তবু সুখ ছিঁড়ে আনবেই।
এই জীবনে মরণ বরণ
কখনো তেমন কঠিন নয়,
নতুন জীবন গড়াই কঠিন,
সেখানে লড়াই জীবন ময়।"

তিনিও আত্মবিনাশের পথ বেছে নিলেন ১৯৩০ এর ১৪ এপ্রিল।

এসেনিনের কবিতা অনেক নেতাই পছন্দ করতেন না কারণ তাঁর কবিতায় রুশিয়ার গ্রামীণ পশ্চাদপদতাকে মহান করে দেখান হত। কিন্তু তরুণদের কাছে তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রিয়, কমসোমলের বহু সদস্যেরই ঝোলার ভিতর থাকতো এসেনিনের কবিতার বই।

এই দুইজন কবির আত্মহননে ব্যথিত সবাই। কিন্তু অপরিচ্ছন্ন রাজনীতির বেপারী যারা তারা কখনো আকারে ইঙ্গিতে কখনো সরাসরি স্তালিনের নির্মমতার উপরই সমস্ত অভিযোগটা এনে রাজনৈতিক ফয়দা ওঠাতে চেয়েছেন।

এঁদের দুজনের আত্মহনন এবং শিল্পী সাহিত্যিক সঙ্গীতকারদের কাউকে কাউকে অপসারণের জন্য ঢালাওভাবে স্তালিনের উপর দোষারোপ করাই একটা রেওয়াজ হয়ে গেছে। তাঁরা কেউই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ঘটনাগুলি বিচার করেন না। কিন্তু এ যুগের একজন মহান শিল্পী এবং দার্শনিক জাঁ পল সার্ত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নে শিল্পী কবি সাহিত্যিকদের উপর যেসব চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল সে সম্পর্কে লিখেছেন—

"সোভিয়েত ইউনিয়নের সাংস্কৃতিক নীতির অসুবিধাগুলি প্রমাণ করে যে এটা হল আমাদের সময়েরই এক ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব, শিল্পীর বিষয়ীগত (subjective) চিন্তা থেকে উদ্ভূত কোন বুর্জোয়া বজ্জাতি নয়। অবশ্য যদি আমরা ধরে নিই যে সোভিয়েত ইউনিয়ন হল শয়তান, তবে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই যে তার নেতারা এক বিকৃত আনন্দ পাবার জন্য শোধনক্রিয়া বা purge চালান যার ফলে শিল্পীকুল পদচ্যুত হয় এবং মৃত্যু বরণ করে। আর যদি ধরি ঈশ্বর একজন সোভিয়েত মানুষ, তাহলেও ব্যাপারটা খুব সহজ হয়ে পড়ে: ঈশ্বর যা করেন তাই সঠিক। ব্যস। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও যদি আমরা বিশ্বাস করি যে সোভিয়েত নেতারাও মানুষ, যাঁরা এক অসুবিধাজনক এমনকি অসম্ভব অবস্থায় থেকেও চেষ্টা করছেন নিজেদের বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করতে, যাঁরা মাঝে মাঝেই প্রকৃত ঘটনার থেকে পিছিয়ে পড়ছেন এবং যাঁরা মাঝে মধ্যে যা চাননা তাও করতে বাধ্য হচ্ছেন, এক কথায় যাঁরা আমাদের মতোই মানুষ, তাহলে সবকিছুই বদলে যায়।" (৩৫)

এসেনিন এবং মায়াকভস্কির দুজনের জীবনেই ছিল অস্বাভাবিক প্রেমের ইতিহাস। এটা সুবিদিত যে প্রেমে আঘাত পেয়েই তাঁরা আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিলেন। অবশ্যই সে যুগের রাজনৈতিক টানাপোড়েন, পশ্চাদপসরণ থেকে উদ্ভূত আশা ভঙ্গ তাঁদের হতাশায় ভেঙে পড়ার উপরি কারণ হতেই পারে। তাঁদের মত আবেগপ্রবণ কবিদের পক্ষে হতাশ হওয়া তো আশ্চর্যান্বিত হবার মত কিছু নয় যখন দেখি আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের পোড় খাওয়া নেতারাও কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন লেনিনের নতুন অর্থনীতির নিয়ম (এন ই পি) চালু হবার পর। তাছাড়া সে যুগে রাশিয়ার তরুণ বুদ্ধিজীবীদের একটি বিশেষ প্রবণতার কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। আমরা প্রখ্যাত রুশ কবি আলেকজান্দার ব্লক-এর একটি

মূল্যায়ণ স্মরণ করতে পারি :

"বুদ্ধিজীবীরা ভালোবাসে নন্দনতত্ত্ব, ব্যক্তিবাদ আর হতাশা। তার নিজের ব্যক্তিগত মানসিক যাতনাকে তারা যেমন ভালোবাসে তেমন আর কোন কিছুকে নয়, এই যন্ত্রণা যেন তাদের নিরন্তর ছায়ার মত অনুসরণ করে। উচ্চ কোন নীতির প্রতি আনুগত্য, যা তাদের জীবনকে অর্থবহ ও ছন্দোময় করতে পারতো, না থাকার ফলে বুদ্ধিজীবীরা সাধারণের বিদ্রোহ আর বিক্ষোভের রাস্তা বেছে নেয় নোংরা ক্ষয়িষ্ণু (ডিকাডেন্ট) দের ঈশ্বর বিরোধিতা থেকে শুরু করে সরাসরি আত্মবিনাশের পথে যতো রকমের লাম্পট্য, মাতলামি এবং আত্মহত্যায় লিপ্ত হয়।" (৩৬)

আমরা কৃষক সমাজের সঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের ঘৃণার সম্পর্কের কথা আগেই বলেছি। শ্রমিকশ্রেণী এবং বুদ্ধিজীবীর মধ্যে দ্বন্দ্বটি কি পর্যায়ে ছিলো, স্তালিনের নিম্নোদ্ধৃত বক্তৃতাটি থেকে বোঝা যাবে যেটি তিনি ১১ মে, ১৯২৮ তারিখে 'অল ইউনিয়ন লেনিনিস্ট ইয়ং কম্যুনিষ্ট লীগ' এর সভায় বলেছিলেন। স্তালিন বলছেন :

"আমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি রয়েছেন যাঁরা আমাদের অজ্ঞানতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তুমি যদি অশিক্ষিত হও এবং ব্যাকরণ অনুযায়ী লিখতে না পারো এবং সেই অজ্ঞতার জন্য গর্ববোধ করো, এবং তুমি যদি হও একজন সাধারণ মিস্ত্রী তাহলে তুমি সম্মান এবং মর্যাদা পাবার যোগ্য। কিন্তু তুমি যদি সেই অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে উঠে আসো, লেখাপড়া শিখে থাকো তাহলেই তুমি হয়ে গেলে বিজাতীয়, তুমি জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন, শ্রমিক হিশেবে তোমার আর কোন অস্তিত্ব থাকলো না।"

বিপ্লবের দশ বছর পরেও এই সামাজিক সমস্যা শিল্প বিকাশের পথে সামাজিক উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করছে। স্তালিন বলছেন—"আমি মনে করি যতদিন পর্যন্ত না এই গ্রাম্য বর্বরতার মনোভাব, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রতি এই বর্বর দৃষ্টিভঙ্গী সমূলে উৎপাটিত করতে পারছি ততদিন পর্যন্ত আমরা এক পাও অগ্রসর হতে পারবো না। শ্রমিকশ্রেণী দেশের প্রকৃত শাসক হয়ে উঠতে পারবে না, যদি না সে নিজস্ব একদল সংস্কৃতিবাণ বুদ্ধিজীবী সৃষ্টি করতে পারে।" (৩৭)

অবসাদগ্রস্ত কবি সাহিত্যিকদের স্তালিন কিভাবে উৎসাহ দিতেন তার বহু দৃষ্টান্ত আছে। আমরা এখানে জনগণের কবি দেমিয়ান বেদনিকে লেখা স্তালিনের একটি চিঠির অংশ উদ্ধৃত করব।

"প্রিয় দেমিয়ান বেদনি, একথা শুনে খুব ভালো লাগে যে তুমি এখন বেশ খোস 'মেজাজে' আছো। 'রোমান্টিক অসন্তোষ' এর দর্শন আমাদের দর্শন নয়। যারা বিদায় নিচ্ছে বা যারা মরণাপন্ন তারা বিলাপ করুক। আমদের দর্শনের কথাটা খুব সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছিল আমেরিকান হুইটম্যান এর কবিতায়—"We live! our scarlet blood seethes with the fire of unspent strenght" আমাদের জীবনটা ঠিক এই রকম দেমিয়ান।" এই চিঠিতেই কবি দেমিয়ানকে স্তালিন বাকু বেড়িয়ে আসতে উপদেশ দিয়েছিলেন—"বাকু তোমাকে এমন সব বস্তু সম্পদ দেবে যে তা দিয়ে তুমি 'রেলওয়ে ট্রাফিক'-এর মত আর একটি রত্ন সৃষ্টি করতে পারবে।" (৩৮)

শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে জনগণের ভিতরকার দ্বন্দ্বগুলি সমাধান করার জন্য স্তালিন যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন সেগুলি হল :

১। সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো,

২। প্রতিটি মানুষের মধ্যে যে শিল্পবোধ আছে তাকে জাগিয়ে তোলা—তার জন্য শহর ও দূর গ্রামাঞ্চলের মানুষকেও সিনেমা ও থিয়েটার দেখার সুযোগ করে দেওয়া,

৩। গ্রাম ও শহরের সাধারণ মানুষের শিল্প প্রতিভার বিকাশ ঘটানো,

৪। প্রতিভাবান বিশিষ্ট শিল্পী, যাঁরা সোভিয়েত সমাজ ব্যবস্থার শত্রু নয় এবং মিত্রও নয়, যাঁরা তাঁদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র বজায় রাখতে চান, মতাদর্শগতভাবে তাঁদের জয় করে আনা এবং 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার' ভিত্তিতে সৃষ্টির কাজে উৎসাহ দেওয়া,

৫। যে সব শিল্পী সাহিত্যিক সরাসরি সোভিয়েত সমাজ ব্যবস্থার শত্রুতা করবে, তাকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যেই শিল্প সাহিত্য সৃষ্টি করবে তাদের কঠোর হাতে দমন করা।

বলা হয়ে থাকে স্তালিন যুগ হচ্ছে শিল্প-সাহিত্যের দিক থেকে এক অন্ধকারময় যুগ। এটা একেবারেই অপপ্রচার। শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ে জনসাধারণকে এবং তরুণদের আগ্রহী করে তোলার জন্য স্তালিন আমলে কি বিরাট প্রচেষ্টা হয়েছিল তার অল্প কিছু বর্ণনা—ডয়শ্চার লিখিত স্তালিন জীবনী থেকেই উদ্ধৃত হল : "যদিও স্তালিন রাশিয়াকে সমসাময়িক কালের ইউরোপীয় প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলেন, তাহলেও এটা স্বীকার করতে হবে যে তিনি পশ্চিমের 'সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য'র প্রতি মানুষের আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছিলেন এবং সর্বপ্রযত্নে তার পরিপোষণ করেছিলেন। তরুণদের মনকে অন্য দেশের চিরায়ত সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান এবং আগ্রহী করে তুলতে রাশিয়ায় যা করা হয়েছে—বোধকরি অন্য আর কোন দেশে তা হয়নি।" এই মন্তব্যের পাদটীকায় ডয়শ্চার এও উল্লেখ করেছেন যে যুদ্ধ শুরু হবার সময় পর্যন্ত সোভিয়েত শাসনে বিদেশী চিরায়ত সাহিত্যের প্রকাশ ছিল নিম্নরূপ : কবি বায়রণের রচনাবলী—৫ লক্ষ কপি, বালজাক—২০ লক্ষ, ডিকেন্স—২০ লক্ষ, গ্যায়টে—৫ লক্ষ, হাইনে—১০ লক্ষ, ভিক্টর হুগো—৩০ লক্ষ মোপাসাঁ—৩০ লক্ষ, শেক্সপিয়ার—১২ লক্ষ, এমিল জোলা—২০ লক্ষ কপি, ইত্যাদি।

ডয়শ্চার আরো লিখেছিলেন যে 'জীবিত কবি, ঔপন্যাসিক, ঐতিহাসিক, চিত্রকর এমনকি সঙ্গীতকারদের উপর নির্মম হলেও স্তালিন মৃতদের প্রতি অদ্ভুত এক ধরণের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিলেন : পুশকিন, গোগোল, তলস্তয়, চেখভ, বেলিনস্কি, এবং আরও অনেকেরই রচনা, যে রচনাগুলি ছিল অতীতকালের অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে তীব্র শ্লেষাত্মক আক্রমণে ভরা, এবং সেগুলি বর্তমানকালে জবরদস্তির কথাও মনে করিয়ে দিত, সেইসব রচনারও লক্ষ লক্ষ কপি ঠিক আক্ষরিক অর্থেই তরুণদের হাতে গুঁজে দেওয়া হত।" (৩৯)

শিল্প-সাহিত্যের ভুবনকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রাখবার জন্য নিশ্চয়ই এই কাজটি করা হয়নি। রাষ্ট্রের কর্ণধার এবং পার্টির এটা জানা ছিল যে

সরকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অতীতের বহু কলঙ্ক জমে আছে। তাঁর সমালোচনার মধ্যে দিয়েই সেগুলির শোধন সম্ভব। তাই জনগণের হাতে সমালোচনার হাতিয়ার তুলে দিয়ে ছিল সর্বহারা একনায়কত্ব স্বেচ্ছায়। জর্জ অরওয়েল স্তালিন যুগের সোভিয়েত সমাজকে যে 'অ্যানিম্যাল ফার্ম' হিশেবে কল্পনা করেছিলেন তা যে নিছক কুৎসা গাওয়া ছাড়া আর কিছু হতে পারেনা, শুধু এই বিষয়টি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। বিশ্বসাহিত্যের প্রতি এবং স্বদেশের চিরায়ত সাহিত্যের প্রতি বিরাট আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্য 'অ্যানিম্যাল ফার্ম' গড়ে তোলা হতে পারেনা। উল্টো দিক থেকে বলা যায় বুর্জোয়া জগতে শিল্পীর স্বাধীনতার নামে দেশে দেশে যে 'অ্যানিম্যাল ফার্ম' গড়ে উঠেছে তার প্রভাব থেকে সোভিয়েত তরুণদের মুক্ত রাখবার প্রতিষেধক হিশেবেই এই কাজটি করা হয়েছে।

অবশ্যই সোভিয়েত শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা নীতি অনুসরণ করা হত। যে নীতির মূল কথাটি হল—স্বদেশের এবং সমগ্র বিশ্বের চিরায়ত সাহিত্যের উত্তরাধিকার স্বীকার করা। অতীত ঐতিহ্যকে যারা বর্জন করার দাবী করেছিল তাদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম করেই সোভিয়েত সাহিত্য বিকশিত হয়েছিল। অতীত ঐতিহ্যকে বিচারমূলক দৃষ্টিতে গ্রহণ করে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'র পদ্ধতিতে সাহিত্যের বিকাশ ঘটানোটাই ছিল কাজ। শুধু কয়েকজন বিশিষ্ট মহামানবই রসগ্রহণ করতে পারবেন এমন অতি উন্নত মানের শিল্পশৈলী সৃষ্টি করার পিছনে আপাতত সময় ও উদ্যম ব্যয় না করে ব্যাপক সাধারণের শিল্পবোধ জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যেই এই কাজটি করা হয়েছিল।

অবশ্য এটা ঘটনা নয় যে স্তালিন যুগে শুধু মাত্র বিশ্বসাহিত্যের অনুবাদ আর রুশীয় চিরায়ত সাহিত্যের পুনর্মুদ্রণ ছাড়া আর কিছু হয়নি। স্তালিন যুগেই রচিত হয়েছিল—আলেকজান্দার সেরাফিমভিচের 'দি আয়রণ ফ্লাড', আলেকজান্দার ফেদেয়েভের—'দি রাউট', 'ইয়ং গার্ড', দিমিত্রি ফুরমানভ-এর 'দি মিউটিনি' এবং 'চাপায়েভ', বরিস পলেভয়-এর স্টোরি অ্যাবাউট এ রিয়েল ম্যান'। ত্রিশের দশকে রচিত অস্ত্রোভস্কির—'হাউ দি ষ্টিল ওয়াজ টেম্পার্ড' পৃথিবীর সব দেশের তরুণের মনে নতুন মানুষ হয়ে ওঠার উৎসাহ জাগিয়েছিল।

লেনিন এবং স্তালিন গণশিক্ষার মাধ্যম হিশেবে সিনেমাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। পার্টি কংগ্রেসে স্তালিন যে সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ করতেন তার প্রতিটিতেই সিনেমার ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনা থাকতো। স্তালিন আমলেই রুশিয়ায় সিনেমা শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি হয়েছিল। সের্গেই আইজেনষ্টাইন এবং ভসেভলদ পুডভকিন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিত্রপরিচালকদের অন্যতম বলে শ্রদ্ধার পাত্র, আজও। আইজেনষ্টাইনের 'দি স্ট্রাইক', 'অক্টোবর' 'ব্যাটলশিপ পোটেমকিন', 'আলেকজান্দার নেভস্কি', 'আইভান দি টেরিবল'—এর প্রথম ভাগ, পুডভকিনের 'মাদার' 'সুভোরভ' 'দি এন্ড অফ সেন্ট পিটার্সবার্গ' এবং 'ষ্টর্ম ওভার এশিয়া', মত উল্লেখযোগ্য ছবিগুলি তো স্তালিন আমলেই প্রস্তুত করা হয়েছিল। ফেদায়েভ এর ইয়ংগার্ড পার্টিতে তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছিল তা সত্তেও সার্গেই গেরাসিমভ এর পক্ষে তাকে চলচ্চিত্রে রূপ দিতে কোন অসুবিধা হয়নি।

স্তালিন আমলে যে স্থির লক্ষ্যে সোভিয়েত শিল্প সাহিত্যকে বিকশিত করা হয়েছিল তা ছিল অনুভূমিক, উল্লম্ব নয়। সমগ্র সমাজের উন্নতি সব প্রথম। আর সেই কাজটি করার জন্য যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল—তাহল বিভিন্ন মানসিকতার কৃতি শিল্পী ও লেখকদের সাহায্য নেওয়া। এটা জানা ছিল যে কৃতি শিল্পীরা 'এলিট'। সুতরাং সর্বহারা শ্রেণীর মতাদর্শের প্রতি তাঁদের অনেকেরই আস্থা না থাকতে পারে। কিন্তু সহযাত্রী হিশেবে তারা যদি সোভিয়েত সমাজব্যবস্থাকে সাহায্য করতে চায় তাহলে তাঁরা মর্যাদার আসনে থেকেই সে সাহায্য করতে পারেন। বোরিস পাস্তারনেকের সঙ্গে নীতির প্রশ্নে পার্টি কোনদিনই একমত ছিল না। কিন্তু স্তালিন তাঁকে কবি হিশেবে মর্যাদা দিতেন। পাস্তারনেক সরাসরি সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরোধিতায় না নেমে ইতিহাসের নির্দেশকে মেনে নিয়েছেন এবং নীরবে শেক্সপিয়র অনুবাদকের কাজটি করে গেছেন।

পাস্তারনেক শেষ পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করছেন 'ডক্টর জিভাগো' লিখে, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। কিন্তু 'এলিট' সমাজ থেকে আসা অনেক সহযাত্রীই প্রথমে দ্বিধাগ্রস্ত থাকলেও পরে অভিজ্ঞতার ফলে সোভিয়েত ব্যবস্থাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। এমন একজন বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি হলেন মস্কো আর্ট থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা স্তানিস্লাভস্কি। যিনি বলেছিলেন ''একমাত্র পার্টি এবং সরকারই ফরম্যালিজম এর বিরুদ্ধে প্রকৃত শিল্পের দাবী তুলেছিল।" এমনি আর এক প্রতিভাবান শিল্পী যিনি বহু মতান্তর সত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়নের কম্যুনিষ্ট পার্টির উপর আস্থা রেখেছিলেন তিনি হলেন—সের্গেই আইজেনষ্টাইন। আমরা আগেই দেখেছি বিপ্লবের আগে থেকেই আইজেনষ্টাইন ছিলেন 'প্রোলেটকাল্ট'এর সদস্য। অতীতের জের হিশেবে শিল্প সাহিত্যের জগতে যে গোষ্ঠিদ্বন্দ্ব ছিল অনেক সময়ই তাঁকে তার শিকার হতে হয়েছে। কখনো তিনি তাঁর নিজের কিছু বদ্ধমূল ধারণা পরিবর্তন করতে না পারার জন্য সমালোচিত হয়েছেন। আইজেনষ্টাইন যখন বিদেশ থেকে ফিরে এসে আবার ফিল্ম ডিরেকশনে হাত লাগালেন, ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রির ডিরেক্টর ছিলেন বোরিস সুমিয়াটস্কি। তাঁর মত ছিল সোভিয়েত সিনেমায় প্রেম সম্পর্কিত বক্তব্য থাকা দরকার। আইজেনষ্টাইন এর বিরোধিতা করায় সমালোচিত হলেন। বলা হল, যদিও আইজেনষ্টাইন সক্রিয়ভাবে জনগণ এবং সর্বহারা বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিশীল, তবুও তিনি জীবনকে যেমন দেখা উচিত ঠিক তেমন দেখছেন না। তিনি Bezhin Meadow নামে একটি ফিল্ম তৈরীর কাজ শুরু করলেন, কিন্তু কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়ে সে কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হলেন। পরে আরও দুটি ছবি তৈরি করার পরিকল্পনাও তাঁকে ত্যাগ করতে হল। Leon Moussinac এ সম্পর্কে লিখছেন—''এই বিরাট জিনিয়াস তাঁর শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হলেও পার্টি তাঁকে সব সময়ই আলোচনার সুযোগ দিয়েছে।" 'We are from kronptadt' এর লেখক Vsevolod vishnavsky ১৯৩৯ সালে লিখেছেন—তাঁর শত্রুরা যখন তাঁকে সমস্যায় ফেলেছে তখন, "The party and the Government, Stalin in particular came to his rescue" "পার্টি এবং সরকার, বিশেষ করে স্তালিন তাঁকে রক্ষা করেছেন।" (৪০)

অতীতের চাপানো বোঝা হিশেবেই সর্বক্ষেত্রে গোষ্ঠি দ্বন্দ্ব ছিল। সাঁত্র যেমন বলেছেন—"এটা হল আমাদের সময়েরই এক ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব।" কোন একটি ব্যক্তির ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে এই দ্বন্দ্বের সমাধান করা যাবে না। যে মহান ব্যক্তিটির ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দেওয়া একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে, দেখা যাচ্ছে সেই ব্যক্তিটিই সব থেকে সহানুভূতিশীল। সঠিক মানুষকে সব সময়ই তিনি বেঠিক মানুষের আঘাত থেকে রক্ষা করছেন।

আইজেনষ্টাইনের 'আইভ্যান দি টেরিবল'—এর প্রথম ভাগ স্তালিন ও পার্টির কাছে সমাদৃত হয়েছিল, পুরস্কৃত হয়েছিল। কিন্তু তার দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ সোভিয়েত ইউনিয়নে, দেখাতে দেওয়া হয়নি। সোভিয়েত বিরোধী মনোভাব গড়ে তুলতে সেখানে শিল্পীর স্বাধীনতার অভাব বোঝাতে এই বিষয়টি বুর্জোয়া প্রচারকদের কলমের ডগায় ঘুরে ফিরে আসে। কিন্তু স্বয়ং আইজেনষ্টাইন এ বিষয়ে আত্মসমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন:

"আমরা শিল্পীরা ভুলে গিয়েছিলাম···সেই সব মহান আদর্শের কথা যার সেবা করাই আমাদের শিল্পের উদ্দেশ্য। আমরা ভুলে যাই যে শিল্পের প্রধান অঙ্গ হল তার আদর্শগত মর্মবস্তু। "আইভ্যান দি টেরিবলের" দ্বিতীয় অংশে আমরা ঐতিহাসিক তথ্যাবলী ভুলভাবে ব্যবহার করে ফেলেছি, যার ফলে ফিল্মটি হয়ে পড়েছে মূল্যহীন, এমনকি আদর্শগত অর্থে আক্রমণাত্মক" (৪১)

'এলিট' ক্লাসের বুদ্ধিজীবীদের দাবী হল—শিল্পের পিছনে কোন মতাদর্শের প্রেরণা থাকার—মানেই হল, শিল্পীর স্বাধীনতার অভাব। তাই তারা চায় একটা নৈরাজবাদী পরিস্থিতি। যাতে এই এলিটরা তাদের মনোমত নরক গুলজার করা শিল্প চর্চায় মাততে পারে।

জনগণের ভিতরকার দ্বন্দ্বের সমাধানের জন্য এবং তত্ত্বগতভাবে যা কিছু ভাল তাকে গ্রহণ করবার যে পদ্ধতি স্তালিন নিতেন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে—"মার্কসবাদ ও ভাষাতত্ত্বের সমস্যা" পুস্তিকাটিতে। খোলাখুলিভাবে প্রাভদায় ভাষাতত্ত্বের সমস্যা নিয়ে আলোচনা শুরু করাটা কি ঠিক কাজ হয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে স্তালিন দেখিয়েছেন, কেন্দ্রে এবং রিপাবলিকগুলিতে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক বিরোধী কয়েকটি চক্র গড়ে উঠেছে। ভাষাতত্ত্বের পরিস্থিতি নিয়ে বিন্দুমাত্র সমালোচনা হলেই তাদের খড়্গ নেমে আসে। এন. ওয়াই. মার এর শিক্ষাপদ্ধতির সমালোচনার জন্যও মূল্যবান কর্মী ও গবেষকদের বরখাস্ত করা হয়েছে। তিনি বলছেন—"এটা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে মতামতের লড়াই না থাকলে, সমালোচনার স্বাধীনতা না থাকলে, বিজ্ঞানের বিকাশ হতে পারে না। কিন্তু এই সাধারণ নিয়মটি উপেক্ষা করা হয়েছে, চরম অবহেলাভরে তাকে নস্যাৎ করা হয়েছে। যারা মনে করে তারা কখনোই ভুল করতে পারে না এমন নেতাদের এক ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠি তৈরি হয়েছে, সম্ভাব্য সমালোচনার বিরুদ্ধে প্রতিষেধক ব্যবস্থা নিয়ে, তারা নিজেরাই নিজেদের আইন তৈরি করছে এবং যা তাদের খুশী তাই করে যাচ্ছে।" (৪২)

এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে একালের ঐতিহাসিক কারণেই আমলাতন্ত্রের চক্রগুলি গড়ে ওঠে, এবং সচেতনভাবে সেগুলোর অবলুপ্তি ঘটাতে হয়। কিন্তু এই অবলুপ্তি ঘটানোর মানে এটা নয় যে এই চক্রগুলির মধ্যমণি N. Y. Marrকে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠান। স্তালিন Marr এর তীব্র সমালোচনা করে বললেন যে তিনি মার্কসবাদকে বিকৃত করছেন। কিন্তু যখন প্রশ্ন উঠল, তাহলে কি Marr এর সমস্ত অনুসন্ধান ও কাজকে বর্জন করা হবে? এর উত্তরে স্তালিন বললেন—না, কারণ—"মারি এর কয়েকটি ভাল সুলিখিত কাজ আছে, যে কাজগুলিতে, তিনি ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর নিজের দাবিটি ভুলে গিয়ে, নীতিনিষ্ঠভাবে, বলা যেতে পারে দক্ষতার সঙ্গে এক একটি ভাষার উপর অনুসন্ধান করেছেন। এই সব কাজে শিক্ষাপাবার মত মূল্যবান শিক্ষামূলক বস্তু খুব একটা কম নেই। তাই এটা পরিষ্কার যে এই মূল্যবান শিক্ষামূলক বস্তুগুলো মার এর কাছ থেকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে এবং কাজে লাগাতে হবে।" (৪৩)

শিল্পী সাহিত্যিকদের সঙ্গে রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব ও তার সমাধানে স্তালিনীয় পদ্ধতিটি বোঝাবার জন্য আর একটি ঘটনা উল্লেখ করা দরকার। ১৯৩৬ সালে D. Shostakovich এর অপেরা "Lady Macbeth of Mtsensk District" কিছুদিন চলার পর পার্টির সমালোচনার ফলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। (৪৪) সমালোচনায় বলা হয়েছিল যে এতে যে সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়েছিল তা শুধু নানান রকমের শব্দের চিৎকার মাত্র। ক্লাসিক্যাল অপেরার সঙ্গীতের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। শস্তাকোভিচ তখনই একজন প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতকার। তাই দুনিয়া জুড়ে হৈ চৈ হল স্তালিন সঙ্গীতেরও গলা চেপে ধরেছে। শস্তাকোভিচকে কিন্তু কোন শাস্তিই দেওয়া হয়নি, অপেরা বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া। মর্মাহত শস্তাকোভিচ আত্মহত্যাও করলেন না, বা সঙ্গীত চর্চা ত্যাগ করলেন না। বরং পূর্ণ উদ্যমে তিনি সঙ্গীত রচনা করে চললেন। ১৯৪২ সালের ৫ মার্চ কুইবিশেভ কেন্দ্রীয় রেডিও ষ্টেশন থেকে ঘোষণা করা হল, কিছুক্ষণের মধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত ষ্টেশন থেকে শস্তাকোভিচের সপ্তম সিম্ফনি শোনান হবে। শস্তাকোভিচের সিম্ফনি ৮০ মিনিট ধরে বাজান হল, অবরোধ করে থাকা নাজি ফৌজরা পর্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তা শুনল। সকাল থেকে চলেছিল বোমাবর্ষণ কিন্তু ৮০ মিনিটের মধ্যে লেনিনগ্রাদে একটা বোমাও পড়ল না। অনেকেই বললেন—শস্তাকোভিচের সিম্ফনিই লেনিনগ্রাদকে অবরোধ থেকে মুক্ত করল।

সুপ্রিম কমাণ্ডার স্তালিনের পরিকল্পনা ছাড়া যুদ্ধের চরম সংকটময় মুহূর্তে এটা ঘটান সম্ভব হত না।

এটাই হল স্তালিনের পদ্ধতি, প্রকৃত বলশেভিক পার্টির পদ্ধতি।

স্তালিন বলেছিলেন— "The writer is an engineer of the human soul", "লেখক হলেন মানবসত্তার কারিগর।" (৪৫)

এটা শুধু একটা সুন্দর উক্তি নয়, এর মধ্যে নিহিত রয়েছে সৃজনশীল শিল্প-সাহিত্যের একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ সংজ্ঞা, শিল্প কার জন্য, শিল্পীর দায়িত্ব কি? এ সব প্রশ্নের উত্তর।

অর্থনৈতিক পুনর্গঠন থেকে শুরু করে শিল্প সাহিত্যের উপরি কাঠামো গড়ে তোলার সমগ্র পরিকল্পনার গোড়ার কথা ছিল মানুষ: সুস্থ সবল সচেতন সংস্কৃতিবান মানুষ, কারণ সেই ধরনের মানুষই হচ্ছে প্রকৃত মানুষ—শক্তির

আধার। এযাবত মানুষের জয়গান অনেক হয়েছে, লেখা হয়েছে কাহিনী-কাব্য-গাথা। যে 'মানুষ'কে নিয়ে এই সব লেখা হয়েছে সে 'মানুষ' এর বাস অভিজাত শিল্পী সাহিত্যিকদের কল্পলোকে। বাস্তব জগতের মানুষ এসবের খবর জানে নি, তাদের জানানর প্রয়োজনও বোধ করেনি গজদন্তমিনার বাসী স্রষ্টারা। তাই 'মানুষ' এর জয়গান গেয়ে যুগ যুগ ধরে উপর তলার অভিজাত স্রষ্টারা আত্মপ্রসাদ লাভ করলেও, এ জগতের খেটে খাওয়া মানুষ অমানুষই রয়ে গেছে।

মার্কস বলেছিলেন—"বস্তুগত শক্তিকে বস্তুগত শক্তির দ্বারাই উল্টে ফেলা যায়, কিন্তু তত্ত্বও একটা বস্তুগত শক্তিতে পরিণত হয় যখন তা জনগণকে আঁকড়ে ধরে। তত্ত্ব তখনই জনগণকে আঁকড়ে ধরতে সক্ষম হয় যখন সে নিজেকে জনগণের বোধবুদ্ধির উপযুক্ত করে প্রকাশ করতে পারে, এবং তখনই সে নিজেকে জনগণের বোধবুদ্ধির পক্ষে উপযুক্ত করে প্রকাশ করতে পারে যখনই সে হয় মৌলিক। মৌলিক হতে গেলে একেবারে শেকড় ধরতে হয়। কিন্তু মানুষের শেকড় তো মানুষ নিজেই। ... সুতরাং শর্তহীন অবশ্য কর্তব্য হল: যে সামাজিক সম্পর্কগুলি মানুষকে অবনত, দাসত্বে শৃঙ্খলিত, পরিত্যক্ত, ঘৃণ্য করে রেখেছে সেই সম্পর্কগুলিকে সমূলে উৎপাটিত করা।" (৪৬)

যোশেফ স্তালিন, সাধারণ মানুষকে একটা শক্তিতে পরিণত করতে গিয়ে একেবারে শিকড় ধরেই টান দিয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে তত্ত্বকে মানুষের বোধগম্য করে প্রকাশ করতে পারে সংগীত কাব্য সাহিত্য। কিন্তু বিকাশের একটা বিশেষ স্তরে না পৌঁছোনো পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণী নিজস্ব সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারে না। তাই প্রকৃত মানুষ গড়ার কাজে অন্য শ্রেণী থেকে আসা শিল্পী সাহিত্যিকদের সহায়তা চেয়েছিলেন তিনি আন্তরিকভাবেই। সহায়তা পেয়েও ছিলেন।

স্তালিনের নেতৃত্বে তাঁরই প্রদর্শিত পথে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে আত্মশক্তিতে বলীয়ান এক নতুন মানুষ সৃষ্টি হয়েছিল, সেই মানুষের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল হিটলারী ফ্যাসিবাদকে ধ্বংস করে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করা।

'মার্কসবাদ ও ভাষাতত্ত্বের সমস্যা' পুস্তকটিতেই স্তালিন বলেছিলেন যে—"উপরিকাঠামো হল একটি বিশেষ যুগের উৎপত্তি, যে যুগে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক বুনিয়াদ বর্তমান ও কার্যকরী থাকে, সুতরাং উপরিকাঠামো অল্পকাল স্থায়ী, বিশেষ অর্থনৈতিক ভিত্তিটি বিলুপ্ত হলে উপরিকাঠামোটিও বিলুপ্ত হয়।"

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক বুনিয়াদটি খুব পাকাপোক্ত হয়ে ওঠার আগেই, সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হয়েছিল। ১৯৪১ এর জুন থেকে ১৯৪৫ এ যুদ্ধাবসান পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের যেসব এলাকা জার্মান ফ্যাসিস্টদের দখলে ছিল সেই সব এলাকায় তারা পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিল। অন্যান্য এলাকায়ও পুরাতন আমলের জমিদার ও ধনি কৃষকেরা যুদ্ধ পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে যৌথখামারী ব্যবস্থায় কার্যত পুঁজিবাদের পুনঃপ্রবেশ ঘটিয়েছিল। ফ্যাসিবাদ বিরোধী যুদ্ধে জয়লাভের পর, পুনরায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন সহজ হয়নি। অর্থনৈতিক বুনিয়াদ এর পাকাপাকি সমাজতন্ত্রীকরণ নিয়ে এক মতাদর্শগত সংঘর্ষের উদ্ভব হয়েছিল। অর্থনৈতিক বুনিয়াদের দুর্বলতা, শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি সহ সমগ্র উপরিকাঠামোয় প্রতিফলিত হয়েছিল। একই সঙ্গে শুরু হয়েছিল, বিশ্ব পুঁজিবাদের, বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ ও আক্রমণ। এই সময়েই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতায় পদ্ধতি বর্জন করে শিল্পে সাহিত্যে পশ্চিমী বুর্জোয়া শিল্পশৈলীর প্রভাব বিস্তৃত হতে থাকে। এসব পরিকল্পিত আক্রমণের একটাই উদ্দেশ্য ছিল, যা হল শ্রমিকশ্রেণীর আত্মবিশ্বাসে ভাঙন ধরানো। এইসব পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতিসহ উপরিকাঠামোর সবস্তরেই পার্টির নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই যে সংশোধনবাদীরা যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল তা ১৯৫১-৫২ সালের অর্থনৈতিক বিতর্কেই দেখা গেল। এই সময়েই তাদের প্রবক্তা অর্থনীতিবিদ ইয়ারোশেঙ্কো সরাসরি সাম্যবাদে উত্তরণের নামে পুঁজিবাদে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এই সময়েই মেশিন ট্রাকটর স্টেশনগুলিকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় না রেখে যৌথ খামারগুলিকে বিক্রি করে দেবার প্রস্তাব আনা হয়েছিল। স্তালিন তাঁর 'সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী' পুস্তকে এইসব মতকে খণ্ডন করায় সাময়িকভাবে সংশোধনবাদীরা পিছু হটে। কিন্তু এই বিতর্কের ছ'মাস পরেই স্তালিনের মৃত্যু ঘটে এবং ক্রুশ্চেভ-ব্রেজনেভ এর নেতৃত্বে পুঁজিবাদী পথের প্রবক্তারা ক্ষমতা দখল করে। তাঁরা সমগ্র জনগণের পার্টি' 'সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র' ইত্যাদি তত্ত্ব হাজির করে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বের বিলোপ ঘটিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে।

স্তালিনোত্তরকালে সোভিয়েত ইউনিয়নে অর্থনৈতিক ভিত্তিটির পরিবর্তন এবং তার সাথে সাথে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিসহ সমগ্র উপরিকাঠামোর পরিবর্তনের কাহিনী হল আর এক যুগের ইতিহাস। এবং সে ইতিহাস স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার অপেক্ষা রাখে। □

....

সূত্র নির্দেশিকা

(১) Aristotle : Politics Book—I
Republica : Aristotle

(২) De উদ্ধৃত : Capital—Marx, Vol—III, P—377

(৩) উদ্ধৃত : Capital—Marx, Vol—I, P—362

(৪) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, : রাশিয়ার চিঠি, সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ, মস্কো, পৃ—৭১

(৫) ঐ

(৬) উদ্ধৃত : Capital— Marx, Vol—I, P—363

(৭) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রাশিয়ার চিঠি, সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ, মস্কো, পৃ—৭২

(৮) উদ্ধৃত : The October Revolution and the Arts—Yuri Davydov, Moscow, 1967, P-12

(৯) তলস্তয় : শিল্প কি ? অনুবাদ : দীপক মজুমদার, পৃ—২৩৫

(১০) Marx-Engels—S. W., Vol—I, P—48

(১১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পল্লী প্রকৃতি ৫, ১৫-১১-১৯৩৪, রবীন্দ্রনাথ রচনাবলী, জন্মশত বার্ষিকী সংস্করণ ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ—৫৮২

(১২) স্তালিন : সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, পৃঃ—৩১

(১৩) ঐ; পৃ—৫৪

(১৪) ঐ; পৃ—৫৪

(১৫) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ, মস্কো, পৃ—৭২

(১৬) Shelley Preface to the Revolt of Islam.

(১৭) Lenin, C. W. Vol-45, P—138

(১৮) Leon Trotsky : My Life, Penguin Books, 1975, P-527-8

(১৯) Isac Deutscher : Joseph Stalin, Penguin

(২০) ঐ

(২১) পাবলো নেরুদা : অনুস্মৃতি, অনুবাদ : ভবানী প্রসাদ দত্ত, রূপা, ১৯৮৩, পৃ—২৩১

(২২) Thomas Carlyle : On Heroes and Hero worship, O. U. P., London, 1968, P—242

(২৩) Bernard Shaw's comment on Stalin—H. G. Wells Talk, Vora and Co, Bombay, 1945, P—33

(২৪) Thomas Carlyle : On Heroes and Hero Worship, O. U. P. London, 1968, P—103

(২৫) পাবলো নেরুদা : অনুস্মৃতি, অনুবাদ : ভবানী প্রসাদ দত্ত, রূপা, ১৯৮৩, পৃ—২৩২

(২৬) Marx—Eighteenth Brumaire of Louis Bona part, S. W.—Vol—1, P—389

(২৭) Marx : priface to the critique of political Economy, S, W,, P—504

(২৮) Stalin : Marxism and problems of Linguistics, p—7-9

(২৯) ঐ

(৩০) ঐ, পৃ—২৮

(৩১) ঐ

(৩২) Notes of a film Director, p—14

(৩৩) উদ্ধৃত : The October Revolution and the Arts : Yuri Davydov, Moscow, 1967, P—206.

(৩৪) Stalin : Works—Vol—XII, P—180-1

(৩৫) Jean-paul Sartre—The Artist and his Conscience : Marxism and Art : ed. Lang and Williams, P—216

(৩৬) The October Revolution and the Arts : Yuri Davydov, Moscow, 1967 P—135-6

(৩৭) Stalin : works, Vol—XI, P—80

(৩৮) Stalin : works, Vol—VI, P—285-7

(৩৯) Isac Deutscher : Stalin, P—553

(৪০) Sergei Eisenstein : An investigation into his films and philosophy.

(৪১) উদ্ধৃত : The Contemporay Cineme : penelope Houston, P—128

(৪২) Stalin : Marxism and problems of Linguistics, P—41-2

(৪৩) ঐ পৃ—৫৪

(৪৪) On the problem of the lag in Drama and Theatre, problem of philosophy. A Documentary History of communism, ed, Robert V. Daniels, P—329

(৪৫) Do, Zdhanov's Report to Union of Soviet Writers, Aug 21, 1946, P—299

(৪৬) Marx : C. W, Vol—III, P—187

প্রসঙ্গঃ চিঠিপত্র ও সাক্ষাৎকার

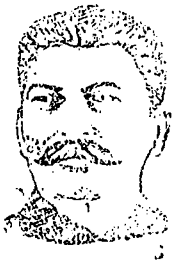

চিঠিপত্র বিভাগে যেসকল রচনাগুলি সন্নিবেশিত করা হয়েছে তার সবগুলিই দেখা যাবে একদিকে স্তালিন যেমন দুনিয়ার শান্তি রক্ষার জন্য আগ্রহী, অপর দিকে শান্তিভঙ্গকারী যুদ্ধোবাজদের যুদ্ধ-চক্রান্তের বিরুদ্ধে দুনিয়ার জনগণকে হুঁশিয়ার করে দিতেও তৎপর। উইনস্টন চার্চিলের ফুলটন বক্তৃতার জবাবে স্তালিন যা বলেন তাতেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যুদ্ধ-কালীন মিত্রশিবির ভাঙনের এবং বিকল্পশিবির অভ্যুদয়ের পথে।

১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫১ সালের ১২ মার্চ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে যে সমস্ত বিবৃতি পত্র-পত্রিকা এবং বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে স্তালিন সাক্ষাতকার দিয়েছেন, সেগুলি একত্র করে প্রকাশিত হ'লো। স্তালিনের এই সাক্ষাতকারগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এগুলি মূলত দুই সমাজব্যবস্থার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রসঙ্গে। কিভাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ক্রমশই পূর্বতন লীগ অব নেশনস্-র কদর্য চক্রান্তকারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কিভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কুক্ষিগত হচ্ছে। উদাহরণ দিয়ে স্তালিন তার অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণ করেন। এই প্রসঙ্গে স্তালিন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উপর ভরসা না রেখে বিশ্বের জনগণকেই যে শান্তিরক্ষার এবং স্ব স্ব দেশ পুনর্গঠনের দায়িত্বভার নিজ নিজ কাঁধে তুলে নিতে

হবে তার কথাও বলেন। স্তালিনের শেষ জীবনের এই আহ্বান সত্ত্বেও স্তালিনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই স্তালিনোত্তর নেতৃত্ব সোভিয়েত দুনিয়া ও জনগণকে বাদ দিয়ে বিশ্ব-জনগণকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগঠিত করার অপরিহার্যতা এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-চক্রান্তের মুখোশ খুলে দেওয়ার জন্য জনচেতনাকে এই পর্যায়ে উন্নীত করার প্রয়াস না নিয়ে টেবিলের চারপাশে বসে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্তিরক্ষার নামে আত্মসমর্পণের সংশোধনবাদী বিশ্বঘাতী পথ গ্রহণ করে।

এছাড়া, তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী এটলীর অভিযোগের জবাবে স্তালিনের বক্তব্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই চিঠিতে স্তালিন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের পুনর্গঠন এবং সোভিয়েত জনগণের জীবন ধারণের মানোন্নয়ন করতে হলে যে সামরিক খাতে ব্যয় হ্রাস অবশ্য প্রয়োজনীয় এই বোধ স্তালিন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের আছে এবং সেই ব্যবস্থাই স্তালিন গ্রহণ করেছেন। স্তালিনের জীবিতকালেই কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে ন্যাটো সামরিক জোট তৈরী হয়। কিন্তু স্তালিন তার মোকাবেলায় সমাজতান্ত্রিক শিবির নিয়ে কোন সামরিক জোট গঠন করেন নি, বরঞ্চ, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অর্থনৈতিক সংহতি গড়ে তুলেছেন। কিন্তু স্তালিনোত্তর নেতৃত্ব ন্যাটো জোটের বিরুদ্ধে ওয়ারস সামরিক জোট গঠন করে ন্যাটো জোটের সঙ্গে অস্ত্র প্রতিযোগিতার অবতীর্ণ হয় এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অর্থনৈতিক সংহতি বিনষ্ট করে এবং এভাবেই সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক সংকটের ভিত্তি তৈরী করে। এই প্রেক্ষিতেই এটলীর অভিযোগের জবাবে স্তালিনের চিঠিখানা পড়তে হবে।

চিঠিপত্র

এক ☐ লার্গো ক্যাবালেরোকে লেখা স্তালিনের চিঠি

[২১ ডিসেম্বর ১৯৩৬]

প্রিয় কমরেড,

আমাদের একমাত্র প্রতিনিধি কমরেড রোজেনবার্গ আপনার প্রসঙ্গে আমাদের কাছে ব্যক্ত করেছেন আপনার সৌভ্রাতৃত্বমূলক অনুভব। তিনি এও বলেছেন যে বিপ্লবের জয় বিষয়ে আপনার অপরিবর্তনীয় বিশ্বাস আপনাকে সবসময়েই উদ্দীপ্ত রাখে। আপনাকে আমাদের ভ্রাতৃত্বমূলক ধন্যবাদ জানাতে দিন সেই অনুভবগুলির জন্য যা আপনি প্রকাশ করেছেন এবং এও আমাদের জানাতে দিন যে আমরাও অংশীদার আপনার সঙ্গে স্পেনীয় জনগণের চূড়ান্ত বিজয়ের বিশ্বাসে।

আমরা বিশ্বাস করি আর সবসময়ের জন্যই বিশ্বাস করব, এটা আমাদের কর্তব্য। আমাদের সাধ্য এবং সুযোগের সীমাবদ্ধতা নিয়েই আমরা স্পেন সরকারের সাহায্যে এগিয়ে যাবো, যে সরকার সমস্ত খেটে খাওয়া মানুষের সংগ্রামকে পরিচালিত করছে সম্পূর্ণ স্পেনীয় গণতন্ত্রের জন্য সশস্ত্র সৈন্যদের মুখোমুখি এবং স্বৈরতন্ত্র বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলির বিরুদ্ধে, যারা পৃথিবী জোড়া ফ্যাসিস্ত শক্তিগুলির একটি উপাঙ্গ মাত্র।

স্পেন বিপ্লবের ক্ষেত্র এবং উদ্দেশ্য বহুদিক থেকেই ভিন্ন রাশিয়ার গৃহীত উদ্দেশ্যের থেকে, ক্ষেত্র থেকে। এটি নির্দিষ্টভাবে নির্দেশ করা যায় সামাজিক, ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক পরিস্থিতির আলাদা আলাদা শর্তগুলির বিচারে এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্ভূত প্রয়োজনগুলির দ্বারা সেগুলি কিনা রুশ বিপ্লবের গৃহীত উদ্দেশ্যগুলির থেকে ভিন্ন। এটা খুবই সম্ভব যে সংসদীয় পথ (পার্লামেন্টারী) নিজেই দেখাবে যে রাশিয়ার তুলনায় স্পেনে বৈপ্লবিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে এটাই অধিকতর দক্ষ উপায়।

কিন্তু, বলে রাখা যায় যে আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে আমাদের গৃহযুদ্ধের যে অভিজ্ঞতা স্পেনের বৈপ্লবিক সংগ্রামে বিশেষ পরিস্থিতি উপযোগী করে স্পেনের জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে সেটা নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট কিছু গুরুত্ব পেতে পারে। এই যুক্তি অনুসারেই আমরা মনোযোগী হয়েছি আমাদের কিছু সৈনিক কমরেডকে আপনার নির্দেশানুসারী করে পাঠানোর সাহায্য বিষয়ে আপনার বারংবার পাঠানো বার্তার প্রতি যা বিভিন্ন সময়েই কমরেড রোজেনবার্গ মারফত আমাদের কাছে এসেছে। এইসব কমরেডরা সেবার কাজে আমাদের কাছ থেকেই নির্দেশ পেয়েছে যক্ষেত্রে ওপরওলাদের মাধ্যমে আর আপনি এখন এদের পাঠাবেন স্প্যানিশ সেনাধ্যক্ষের কাছে সাহায্যের জন্য।

এইসব কমরেডদের বিশেষভাবে নির্দিষ্ট কিছু আদেশ দেওয়া হয়েছে যাতে ঘটনার উপর পর্যবেক্ষণ কিছুতেই আলগা করবে না—অবশ্যই আমাদের একাত্মবোধের চেতনাকে বাদ দিয়ে নয় যার দ্বারা আজকের স্পেনের জনগণ এবং U. S. S. R-এর জনগণ উদ্বুদ্ধ। একজন সোভিয়েত কমরেড স্পেনে বিদেশী হিসেবে শুধুমাত্র সত্যিকারের উপযোগী হতে পারে যদি শক্তভাবে সে নিজেকে সীমিত রাখে উপদেষ্টার নির্দেশের মধ্যে এবং শুধুমাত্র-ই উপদেষ্টার নির্দেশানুযায়ী কাজকর্মের মধ্যে।

আমরা মনে করি বিশেষভাবে এই আচরণের দ্বারাই শুধুমাত্র আমাদের সৈনিক কমরেডদের আপনি ব্যবহার করবেন।

আমরা আপনার কাছে প্রার্থনা রাখছি বন্ধুর মত আপনি আমাদের জানাবেন আমাদের সৈনিক কমরেডরা যতটা দূর পর্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে তাদের কর্তব্য সম্পাদন করছে সেই কাজে যা আপনারা ওদের কাছ থেকে আশা করছেন কারণ নিশ্চয় এটাই এখন শুধুমাত্র বিচার্যের বিষয় যে যদি তাদের কাজ আপনার উপযোগী হয় তবেই প্রয়োজন হবে স্পেনে তাদের কাজ চালিয়ে যাবার জন্য তাদের সেখানে রেখে দেওয়া।

এও আমরা প্রার্থনা করছি সোজাসুজি এবং খোলাখুলিভাবে আমাদের জানাতে কমরেড রোজেনবার্গ সম্পর্কে আপনার মত! স্পেন সরকার কি তাঁর ব্যাপারে সন্তুষ্ট অথবা তার জায়গায় অন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করা দরকার?

আমরা আমাদের চারটি বন্ধুত্বপূর্ণ উপদেশ এবার আপনার সামনে পেশ করছি :

১) কৃষকদের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন মনে করি। স্পেনের মতো একটি কৃষি প্রধান দেশে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কৃষকদের স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে কৃষি এবং অর্থনীতি সংক্রান্ত অধ্যাদেশ 'ডিক্রি' জারী করা খুবই কাজের হবে। কৃষকদের সেনাবাহিনীতে টেনে আনা অথবা ফ্যাসিস্ট বাহিনীর লাইনের পশ্চাদভূমিতে কৃষক-গেরিলা বাহিনী গঠন করা আরো ভালো কাজ হবে। কৃষকদের স্বার্থের অনুকূলে অধ্যাদেশ জারী এ কাজকে সহজতর করবে।

২) ক্ষুদে এবং মাঝারী শহুরে বুর্জোয়াদের গভর্নমেন্টের সমর্থক করে তুলবার প্রচেষ্টা চালানো উচিত অথবা, তাদের সম্পত্তিতাদি বাজেয়াপ্তিকরণের বিরুদ্ধে তাদের রক্ষা করবার এবং স্বাধীনভাবে যতদূর সম্ভব তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যাবার সুযোগ-সুবিধা দিয়ে প্রজাতন্ত্রের অনুকূলে নিরপেক্ষতার অবস্থানে (benevolent neutrality) নিয়ে আসা প্রয়োজন। এ না করতে পারলে দেশবাসীর এই অংশ ফ্যাসিস্টদের সমর্থন করার দিকে চলে যাবে।

৩) রিপাবলিকান পার্টির নেতৃবর্গকে দূরে সরিয়ে দেওয়া উচিত হবে না, বরঞ্চ তাদের জয় করে পক্ষে আনতে হবে, ঘনিষ্ঠ করতে হবে এবং একই গভর্নমেন্টে এক সঙ্গে চলায় উৎসাহিত করতে হবে।

৪) প্রেসের মাধ্যমে ঘোষণা করার সুযোগ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে যে স্পেনের সরকার সম্পত্তির অধিকার ও স্পেনে বসবাসকারী বিদেশীদের আইনগত স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেবে না নিশ্চয়ই যারা দেশের নাগরিক এবং শত্রুর সঙ্গে সহযোগিতার চক্রান্তে লিপ্ত নয়।

ভ্রাতৃত্বপূর্ণ শুভেচ্ছা—

[রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে একটি ব্যাপক যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে স্পেনে একটি প্রজাতান্ত্রিক গভর্নমেন্ট গঠিত হয় এবং সমাজতন্ত্রী নেতা লার্গো ক্যাবালেরোকে এই যুক্তফ্রন্ট প্রধান মন্ত্রী মনোনীত করে। এই যুক্তফ্রন্টে একদিকে যেমন বুর্জোয়া গণতন্ত্রী ও সোশ্যাল ডেমোক্রেটরা ছিল, অন্য দিকে তেমন কমিউনিস্ট, ট্রটস্কি পন্থী এবং নৈরাজ্যবাদীরাও ছিল। প্রজাতান্ত্রিক গভর্নমেন্ট গঠিত হওয়ার পরে স্পেনের রাজতন্ত্রী ও ফ্যাসিস্টরা গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দেয়। ইতালীর মুসোলিনি এবং জার্মানীর হিটলার এই রাজতন্ত্রী ও ফ্যাসিস্ট বাহিনীকে অস্ত্র-শস্ত্র, সেনাপতি ও সামরিক পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে থাকে। স্পেনের গৃহযুদ্ধে ইতালী ও জার্মানীর সশস্ত্র হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন 'লীগ অব নেশনস'এ প্রতিবাদ জানায়

এবং ইতালী ও জার্মানীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু সেই প্রস্তাব নাকচ করে ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ 'না-হস্তক্ষেপ' নীতি অনুসরণের নামে কার্যত ইতালী ও জার্মানীর সশস্ত্র হস্তক্ষেপকে সমর্থন করে। এই সময়েই স্তালিন ঘোষণা করেন "স্পেনের প্রজাতন্ত্রীদের যুদ্ধ সোভিয়েত ইউনিয়নেরও যুদ্ধ।" সোভিয়েত ইউনিয়নও তাই অস্ত্র-শস্ত্র, সেনাপতি ও সামরিক পরামর্শ দিয়ে প্রজাতন্ত্রী গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করতে থাকে। সোভিয়েত নেতৃত্বে তখনও স্পেনের সাহায্যে আন্তর্জাতিক বাহিনী পাঠানো হয় নি, তার তৎপরতা চলছিলো মাত্র।

এই পর্যায়েই, স্পেনের গৃহযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়। ট্রট্স্কি পন্থী এবং নৈরাজ্যবাদীরা তাদের স্ব স্ব প্রভাবান্বিত অঞ্চলে কৃষক নির্বিশেষে সকল কৃষকের জমি-জিরাত বাজেয়াপ্ত করে যৌথ খামার এবং সমাজতান্ত্রিক খামার গঠন শুরু করে দেয়। এর ফলে, একদিকে যুক্তফ্রণ্টে ভাঙ্গন শুরু হয়ে যায় এবং অপরদিকে সমস্ত কৃষক ও শহরবাসী মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ীরা প্রজাতন্ত্রী গভর্ণমেণ্টের প্রতি তাদের সমর্থন তুলে নিতে থাকে। ঠিক এই সময়েই স্তালিন মলোটভ প্রভৃতির লার্গো ক্যাবেলেরোর কাছে এই চিঠি।]

[১৯৩৬ সালের ২১শে ডিসেম্বর এই বন্ধুত্বমূলক পরামর্শের চিঠিখানা দেওয়া হয়।]

[সূত্র : দি নিউইয়র্ক টাইমস, জুন ৪, ১৯৩৯]

অনুবাদ ☐ মণিগুহ ॥ গোপাল ভট্টাচার্য

দুই ☐ ম্যাক্সিম গর্কিকে লেখা স্তালিনের চিঠি

[৭ জানুয়ারি, ১৯৩০]

প্রিয় আলেকসিস্ ম্যাক্সিমোভিচ্,

মাফ করবেন আপনার চিঠির জবাব দিতে দেরী (ভীষণ দেরী!) হয়ে গেল, অপরাধ নেবেন না। সাংঘাতিক বেশী কাজের চাপ পড়েছে। তার উপর খানিকটা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। অবশ্য তাতে আমার দোষ কিছু কমে না। তবু হয়তো খানিকটা কৈফিয়ত দেওয়া হয়, এই যা!

১। আত্মসমালোচনা ছাড়া আমাদের চলতে পারে না। কোন মতেই না, আলেকসিস্ ম্যাক্সিমোভিচ্! আত্মসমালোচনার অভাবে অনিবার্য পরিণতি হবে অচল অবস্থা, শাসনযন্ত্রে দুর্নীতি আমলাতান্ত্রিক প্রকোপ বৃদ্ধি এবং শ্রমিক শ্রেণীর সৃষ্টিশীল উদ্যমের শ্বাসরোধ। একথা ঠিকই যে, আত্ম-সমালোচনা শত্রু পক্ষের হাতে কিছু তথ্য যোগায়। কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে সে তথ্য (এবং প্রেরণা) সহায় হয় আমাদের অগ্রগামী আন্দোলনে, শ্রমিকদের গঠনমূলক উৎসাহের মুক্তিতে, প্রতিযোগিতা আন্দোলনের বিস্তারে, শক্ ব্রিগেডের কাজে, ইত্যাদি। লোকসানের দিকটা পুষিয়ে যায় লাভের দিক দিয়ে, বরং লাভের দিকটাই বড় হয়ে ওঠে। হয়তো আমাদের সংবাদপত্রে আমাদের দোষত্রুটি একটু বেশী করে তুলে ধরা হয় এবং কখনো কখনো (অনিচ্ছাকৃতভাবে) তা নিয়ে এমন কি ঢাক-ঢোল পেটানো হয়। এরকম হওয়া সম্ভব, এমন কি হয়ে থাকে। এ নিশ্চয়ই খারাপ। আপনার মতে তাই আমাদের দোষ ও আমাদের সাফল্য বর্ণনার মধ্যে ভারসাম্য রাখা উচিত (এমন কি আমি বলি, সে সাফল্যের কথা যেন দোষের দিকটা ছাপিয়ে যায়)। আপনার একথা দুরস্ত সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। এই অভাব আমরা অবিলম্বে নিশ্চিত কাটিয়ে উঠব। আপনি নিশ্চিত থাকুন।

২। আমাদের যুবকরা বিভিন্ন প্রকৃতির। কিছু আছে, যারা প্যানপেনে, ঝিমিয়ে পড়া, হতাশ (জেমিনের ধরণের)। আর কিছু আছে, যারা প্রাণবন্ত, বাঁচার আনন্দে ভরপুর, জয় লাভের জন্য প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও অনমনীয় দৃঢ়তা দিয়ে তৈরী। আজ যখন আমরা পুরাতনের প্রাণসূত্রগুলিকে ছিঁড়ে ফেলে তার স্থানে নতুন সৃষ্টি করছি, সনাতন পথ ও অলিগলি সব যখন নষ্ট হয়ে গেছে, আর তার জায়গায় আমরা বানাচ্ছি নতুন ও অন্যো রাস্তা, জনতার কোনো কোনো অংশ, এতদিন যারা আরামে ছিল, তারা যখন আজ কক্ষচ্যুত হয়ে পড়েছে, এবং তার জায়গায় এগিয়ে আসছে কোটি-কোটি মানুষ যারা এতকাল অত্যাচার ও রক্তচক্ষুর শাসানি সহ্য করে এসেছে, এই অবস্থায় যে যুব-সম্প্রদায় আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং সামাজিক স্তরের দিক থেকে অভিন্ন ও পার্থক্যহীন এক অখণ্ড জনসমষ্টিতে পরিণত হবে, তা কখনও সম্ভব নয়। প্রথমত, যুবকদের মধ্যে এমন অনেক আছে, যারা ধনীপরিবারের সন্তান। দ্বিতীয়ত, যদি সেই সব যুবক-যুবতীর কথাও ধরি, যারা (তাদের সামাজিক অবস্থার দিক দিয়ে) আমাদের স্বপক্ষে, তাদেরও সকলের এতখানি বুকের পাটা, ক্ষমতা, চরিত্র ও ধারণা শক্তি নেই, যাতে তারা বুঝতে পারে যে, পুরাতনের এই মহতী বিনাশ ও দ্রুত লয়ে নতুনকে গড়ে তোলার এই দৃশ্যের আবির্ভাব অনিবার্য, সুতরাং কাম্য, কারণ, 'সর্বসাধারণের লক্ষ্মী লাভের' যে কল্প-রাজ্যে 'হাত পা ছড়িয়ে বসার' 'সুখে লীলা করার' সম্ভাবনা ছিল, তার চেয়ে এই দৃশ্যে অনেক তফাৎ। একথা বোঝা যায় যে, এই 'সব ভাঙার তাড়াহুড়ার' মধ্যে এ দেশী কিছু নিস্তেজ, আত্মপীড়িত, হতবল, আশাহীন, উদাসীন এবং শেষ পর্যন্ত শত্রু শিবিরে স্মরণাগী দলত্যাগী লোক না থেকে পারে না। এই হলো বিপ্লবের অনিবার্য 'মাশুল'।

তবে সারকথা হচ্ছে এই যে, বর্তমানে আমাদের যুব সম্প্রদায় এই প্যানপেনে আদর্শে গড়ে উঠছে না, গড়ে উঠছে আমাদের কম্সোমল* কর্মীদের আদর্শে —যারা ধনতন্ত্রের সংহারক, সমাজতন্ত্রের নির্মাতা, সমস্ত নির্যাতিত ও পদানত মানুষের মুক্তিদাতা বলশেভিকদের এক নতুন ও বহুল পরিবারের বীজস্বরূপ। আমাদের শক্তির উৎস এখানেই। আমাদের জয়ের ধ্রুব প্রতিশ্রুতিও এতেই।

৩। তার অর্থ নিশ্চয়ই এই নয় যে, আদর্শগত (এবং তারই সঙ্গে) সংগঠিত সংগ্রামের দ্বারা এই সব প্যানপেনে ছিচ্‌কাঁদুনে, দো-মনাদের সমস্যা কমানোর দিকে চেষ্টা আমাদের থাকবে না। বরং উল্টো, আমাদের পার্টি, আমাদের সাংস্কৃতিক সংগঠন, আমাদের সংবাদপত্র, আমাদের সোভিয়েতগুলির অন্যতম অবশ্য কর্তব্যই হলো এই সংগ্রাম সংগঠিতভাবে চালানো এবং তাতে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করা। অতএব, আমরা (আমাদের বন্ধুরা) আপনার প্রস্তাবগুলি সর্বাংশে স্বীকার করি :

ক) "জা রুবিয়েজম্" ("বিদেশে") সাময়িক পত্রটি সংগঠিত করা।

খ) এ টলস্টয় ও অন্যান্য কথাসাহিত্যিকদের সহযোগিতায় 'গৃহযুদ্ধ' সম্পর্কে সর্বসাধারণের যোগ্য রচনা সংকলনের সিরিজ সম্পাদনের ব্যবস্থা করা।

এর সঙ্গে শুধু জোর দিয়ে বলার দরকার যে; এর কোন কাজটাই আমরা রাদেক** বা তাঁর কোন বন্ধুর পরিচালনায় ন্যস্ত করতে পারি না। রাদেকের সদিচ্ছা বা তার সততার কথা এখানে ওঠে না। এ হচ্ছে উপদলীয় সংগ্রামের যুক্তিযুক্ত পরিণামের কথা। রাদেক বা তাঁর বন্ধুরা কেউই এই সংগ্রাম একেবারে ছেড়ে দেননি, (যে কয়েটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতভেদ এখনও রয়ে গেছে,

তাই এই সংগ্রামের পথে আবার তাঁদের ঠেলে দেবে)। আমাদের পার্টির ইতিহাস (এবং শুধু আমাদেরই পার্টির ইতিহাস নয়) এই শিক্ষা দেয় যে, বাস্তবের যুক্তিযুক্ত পরিণামের ধারা মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার চেয়ে বেশী শক্তিশালী। সবচেয়ে নিশ্চিত সমাধানের উপায় হলো এই সব কাজ পরিচালনার দায়িত্ব এমন সব কমরেডদের হাতে দেওয়া, যাঁদের রাজনৈতিক দৃঢ়তা আছে, এবং রাদেক ও তার বন্ধুদের, অনুরোধ করা এই সব কাগজে লিখতে। সমাধানের এইটাই ভালো উপায়।

৪। 'ও ভঈনিত্রে' (যুদ্ধ প্রসঙ্গে) নামে একটি বিশেষ ধরণের সাময়িক পত্র প্রকাশের প্রশ্ন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার পরে আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, এরকম কোনও পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজন এখন নেই। যেসব রাজনৈতিক, সাময়িক পত্র বর্তমান আছে, আমাদের মতে, যুদ্ধ সংক্রান্ত (আমি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কথাই বলছি) সমস্যাগুলির আলোচনা তাতেই বেশী হওয়া যুক্তিসঙ্গত। এর কারণ আরও এই যে, যুদ্ধের সমস্যা থেকে রাজনৈতিক সমস্যাগুলি পৃথক করে দেখা অসম্ভব, কারণ রাজনীতিরই এক রকমের প্রকাশ যুদ্ধে।

যুদ্ধের গল্প সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, এগুলি প্রকাশ করার আগে বেশ ভালো করে ভেবে দেখা দরকার। বইয়ের বাজারে এমন এক গাদা গল্প সাহিত্য চলছে, যাতে যুদ্ধের 'বীভৎস কাণ্ডের' বর্ণনা করা হয় এবং তাতে সমস্ত যুদ্ধ সম্পর্কেই ঘৃণা জাগে (শুধু সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ সম্পর্কে নয়, অন্যান্য সব যুদ্ধ সম্পর্কেও)। এগুলি বুর্জোয়া শান্তিবাদী গল্প এর তেমন কিছু মূল্য নেই। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বীভৎসতা নিয়ে শুরু করে যে গল্প পাঠকদের টেনে আনে সেই পর্যন্ত যাতে এই সব যুদ্ধের সংগঠক সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলির শেষ দেখে নেবার প্রয়োজনীয়তা বোধ জাগে—সে রকমের গল্পই আমাদের চাই। তাছাড়া, আমরা সব রকম যুদ্ধের বিরুদ্ধে নই। আমরা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে, কারণ তা বিপ্লব-বিরোধী যুদ্ধ কিন্তু আমরা মুক্তিধর্মী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, বিপ্লবী যুদ্ধের স্বপক্ষে, যদিও সকলেই জানে যে, এই যুদ্ধ 'ভয়াবহ রক্তক্ষয়' ছাড়া হয় না, বরং তার প্রাচুর্যই দেখা যায়।

আমার মনে হয় যে, ভরনস্কি যে যুদ্ধের 'ভয়াবহতার' বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামবার জন্যে তৈরী হচ্ছেন, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে বুর্জোয়া শান্তিবাদীদের তফাৎ সামান্যই।

৫। আপনি ঠিকই বলেছেন যে, আমাদের দেশে, আমাদের সংবাদপত্রে ধর্মবিরোধী প্রচারের মধ্যে প্রচুর অস্পষ্টতা থেকে যাচ্ছে। অনেক সময় এমন সব অসাধারণ উদ্ভট কথাও বরদাস্ত করা হচ্ছে যে তা শত্রু পক্ষের হাতেই রসদ জোগায়। এই বিষয়ে বিস্তর কাজ এখনও বাকি আছে। কিন্তু ধর্মবিরোধী প্রচারকার্যের ভার নিয়ে যে কমরেডরা আছেন, তাঁদের সঙ্গে বসে আপনার প্রস্তাবগুলি আলোচনার সুযোগ আমার এখনো হয়নি। এ সম্পর্কে আমি আগামীবারে আপনাকে জানাবো।

৬। কামেগুলভের অনুরোধ রক্ষা করতে পারলাম না। আমার সময় নেই। তাছাড়া, আমিও যদি সমালোচক সাজি, তাহলেই চিত্তির!

আজ এই পর্যন্ত।

আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানবেন। আপনার আরোগ্য কামনা করি। আপনার শুভেচ্ছার জন্য ধন্যবাদ।

পুনঃ ☐ শুনলাম রাশিয়া থেকে আপনার একজন চিকিৎসক দরকার। কথাটা কি ঠিক? ঠিক কাকে আপনার চাই? লিখলেই তাঁকে আমরা পাঠিয়ে দেবো। ☐

....

• সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট নওজোয়ানদের সংগঠন।

** কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দলাদলি বরদাস্ত করা হয় না, এই কারণে ট্রট্স্কি ও জিনভিয়েভের নেতৃত্বে পরিচালিত পার্টি-বিরোধী উপদলের সক্রিয় সভ্য সাংবাদিক রাদেককে ১৯২৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ১৫শ কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বহিষ্কার করা হয়। পরে, সে নিজেই ভুল স্বীকার করেছে, এই বিশ্বাসে পার্টি তাকে পুনরায় সভ্যপদে ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই প্রমাণ পাওয়া গেল যে, ট্রট্স্কি-জিনভিয়েভ্ উপদলের অন্যান্য অনেকের মতো রাদেকও সোভিয়েত-বিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত। রাষ্ট্রের শত্রুতা করার অপরাধে রাদেকের দীর্ঘ মেয়াদী সাজা হয়।

[''অনীক'' এর স্তালিন সংখ্যা আগস্ট-অক্টোবর ১৯৭১ থেকে পুনর্মুদ্রিত। সৌজন্যে : সন্দীপ দত্ত, সম্পাদক লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী ও গবেষণা কেন্দ্র।]

তিন ☐ হেনরি ওয়েলেসের খোলা চিঠির উত্তরে স্তালিন

১৭ মে, ১৯৪৮

আমি বিশ্বাস করি যে, শান্তির নীতিকে সবল করা, আন্তর্জাতিক পারস্পরিক সহায়তাকে বিস্তৃত করা এবং তাদের লক্ষ্য হিশেবে গণতন্ত্রকে সুরক্ষা করা এই ধরণের ইদানীংকালের রাজনৈতিক দলিলগুলির মধ্যে আমেরিকার সভাপতির পদ-প্রার্থী 'থার্ডপার্টির' হেনরি ওয়েলসের খোলা চিঠিই হ'ল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

ওয়েলসের খোলা চিঠিকে, আন্তর্জাতিক অবস্থার উন্নতির ইচ্ছা, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকার মধ্যে মতের পার্থক্য দূরীকরণের জন্য শান্তিপূর্ণ চুক্তির পরিকল্পনা এবং এই ধরণের একটি চুক্তি তৈরীর পথ খোঁজার চেষ্টা ইত্যাদির মামুলি ব্যাখ্যা হিশেবে গণ্য করা যেতে পারে না। সুতরাং ৪ মে'র আমেরিকান সরকারের ঘোষণা এবং ৯ মে'র সোভিয়েত সরকারের উত্তর যথেষ্ট নয়, কেননা এগুলি এটা ঘোষণা করার মত যায়-গায় যেতে পারে না যে সোভিয়েত-আমেরিকান মতের পার্থক্যগুলির মীমাংসা চুক্তি প্রত্যাশিত।

এই খোলা চিঠির সবচেয়ে বড় গুরুত্ব এখানেই নিহিত যে এটা শুধুমাত্র একটা ঘোষণাপত্র প্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং এটা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের দিকে অগ্রসর হয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকার মধ্যে মতের পার্থক্যগুলির একটি শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য একটি নিবিড় বাস্তব কর্মসূচীর প্রস্তাব করে।

একজন বলতে পারেনা যে ওয়েলসের খোলা চিঠি নিশ্চিতরূপে সমস্ত পার্থক্যগুলিই আলোচনা করেছে। একজন এও বলতে পারে না যে খোলা চিঠির কোন সূত্র বা মতামত উন্নত করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল যে ওয়েলস তার

চিঠিতে একটি শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য একটি শান্তিপূর্ণ কর্মসূচী প্রণয়ন করতে খোলামেলাভাবে ও সততার সঙ্গে প্রচেষ্টা করেছেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকার মধ্যে পার্থক্যগুলির সমস্ত বিষয়ে জমাটবদ্ধ প্রস্তাব দিয়েছেন।

এই প্রস্তাবগুলি সাধারণভাবে জানা :

যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্রের সাধারণ সীমাবদ্ধতা এবং পারমানবিক অস্ত্রের নিষিদ্ধকরণ। জার্মান ও জাপান এর সঙ্গে শান্তিচুক্তি স্থাপন এবং এই দেশগুলি থেকে সৈন্যদল প্রত্যাহার।

চীন ও কোরিয়া থেকে সৈন্যদলের অপসারণ।

জাতিসমূহের অধিকারকে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে নেবার জন্য বিবেচনা এবং তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলিতে হস্তক্ষেপ না করা।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্তর্বর্তী দেশগুলিতে সৈন্যদলের ভিত্তিভূমি গঠন নিষিদ্ধ করা।

সমস্ত অসাম্য বাতিল করে প্রত্যেকটি অঞ্চলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করা।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কাঠামোর মধ্যে থেকে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলিতে পুনর্গঠনের কাজ করা এবং সহায়তা প্রদান করা।

গণতন্ত্রের সুরক্ষা এবং সমস্ত দেশগুলির অসামরিক অধিকারের নিরাপত্তা রক্ষা করা।

একজন এই প্রস্তাবগুলির পক্ষে বা বিপক্ষে থাকতে পারে। কিন্তু কোন রাজনীতি, যার জাতিসমূহের শান্তি ও পারস্পরিক সহায়তার বিষয়ে কিছু করার আছে, এই কর্মসূচীকে অবজ্ঞা করতে পারে না। এই কর্মসূচী মানুষের শান্তির স্বপক্ষে শক্তিবৃদ্ধির জন্য আশা আকাঙ্খাকে প্রতিফলিত করে এবং নিঃসন্দেহে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের সমর্থন পাবে।

আমি জানি না যে আমেরিকান সরকার আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে সমঝোতার জন্য ওয়েলসের এই কর্মসূচীকে ভিত্তি হিশেবে বিবেচনা করে কি না। সোভিয়েত সরকার এতে যতদূর সংশ্লিষ্ট তাতে আমরা বিশ্বাস করি যে এই ধরণের সমঝোতা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উন্নতিকল্পে ওয়েলসের কর্মসূচী একটি ভাল ও ফলদায়ক ভিত্তি হ'তে পারে কেননা সোভিয়েত সরকার এই মতাবলম্বী যে উভয়ের অর্থনৈতিক পদ্ধতি ও আদর্শের পার্থক্য থাকা সত্বেও এই পদ্ধতিগুলি পাশাপাশি বেঁচে থাকতে পারে এবং সোভিয়েত রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে পার্থক্যগুলির একটি শান্তিপূর্ণ মীমাংসা শুধু সম্ভবই নয় বরং সাধারণ শান্তির জন্য অবশ্যই প্রয়োজনীয়।

(প্রাভদা, ১৮ মে, ১৯৪৮)

চার ☐ কর্নেল প্রফেসর রাসিনের ৩০ জানুয়ারির চিঠির উত্তরে স্তালিন

(ক্লসউইজ এবং যুদ্ধ ও যুদ্ধের কৌশলের প্রশ্ন বিষয়ক। ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬)

প্রিয় কমরেড রাসিন,

আমি আপনার ৩০ জানুয়ারির ক্লসউইজ এবং যুদ্ধ ও যুদ্ধের কলা কৌশলের ওপর ছোট তত্ত্ব সম্বলিত পত্রখানা পেয়েছি।

২। আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন ক্লসউইজ এর বিচারের ওপর লেনিনের দৃষ্টিকোণ আজ আর কোন মূল্য বহন করে কি না ?

আমার মতে প্রশ্নটি ভুলভাবে করা হয়েছে। এইভাবে প্রশ্নটি রাখলে একজন বিশ্বাস করতে পারে যে লেনিন যুদ্ধের বিজ্ঞান এবং ক্লসউইজ এর কাজ ব্যাখ্যা করেছিলেন সামরিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এদের বিচার করেছিলেন এবং সামরিক প্রশ্নসমূহের ওপর একগুচ্ছ পথ নির্দেশনা রেখে গিয়েছিলেন। এইভাবে প্রশ্নটি রাখা ভুল এই কারণে যে যুদ্ধের কৌশল এবং ক্লসউইজ এর শিক্ষার ওপর লেনিনের এমন কোন 'তত্ত্ব' নেই।

এঙ্গেলসের মতো লেনিন নিজেকে সামরিক বিষয়সমূহের ওপর একজন বিশেষজ্ঞ হিশেবে বিশ্বাস করতেন না— অক্টোবর বিপ্লবের আগেও নয় আবার গৃহযুদ্ধ চলাকালীন সময় বা তার পরেও নয়।

গৃহযুদ্ধ চলাকালীন যুদ্ধের কৌশল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করতে লেনিন আমাদের যুবক কমরেডদের কেন্দ্রীয় কমিটিতে শপথ পূর্বক ত্যাগ করেছিলেন। তিনি বিনা দ্বিধায় ঘোষণা করেছিলেন যে তার পক্ষে সামরিক বিশেষজ্ঞ হওয়ার এটা বড় বিলম্বিত সময়। এটাই ব্যাখ্যা করে কেন লেনিন ক্লসউইজের ওপর তাঁর বিচারে বা ক্লসউইজের কাজের ওপর তাঁর মন্তব্যে শুধু সামরিক বিষয়ের ওপর, যেমন সামরিক কৌশল ও পন্থার প্রশ্নসকল এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্ক, আক্রমণ ও পশ্চাদগমনের মধ্যে সম্পর্ক, প্রতিরোধ ও বিপরীত আক্রমণ ইত্যাদিকে স্পর্শ করেন না।

ক্লসউইজকে নিয়ে লেনিনের কী স্বার্থ ছিল এবং কেন তিনি তার সততা স্বীকার করেছিলেন ?

লেনিন ক্লসউইজকে মেনে নিয়েছিলেন, যিনি কোন মার্কসবাদী ছিলেন না এবং যিনি সামরিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে একজন প্রাধিকার হিশেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন কারণ তার কাজে তিনি জানা মার্কসীয় তত্ত্বকে নিশ্চিত করেছিলেন যে যুদ্ধ ও রাজনীতির মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ সংযোগ রয়েছে, রাজনীতি উৎপন্ন করতে পারে যুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধ হল বলের দ্বারা রাজনীতির ধারাবাহিকতা। এখানে লেনিনের ক্লসউইজকে প্রয়োজন ছিল এটা প্রমাণ করতে যে প্লেখানভ, কাউটস্কি এবং অন্যান্যরা একাধিকবার অন্ধ দেশপ্রেম এবং সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছিলেন। তিনি ক্লসউইজকে আরো মেনে নিয়েছিলেন সেখানে, যেখানে ক্লসউইজ তার কাজে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীকে মিশ্রিত করে দিলেন যে কিছু নির্দিষ্ট প্রতিকূল পরিবেশে পশ্চাদপসরণ হল যেমন একটি সমর্থনীয় সামরিক ক্রিয়া তেমনই হল এক ধরনের আক্রমণও। 'বাম' কম্যুনিস্টদের যারা পশ্চাদপসরণ একটি সমর্থনীয় সামরিক ক্রিয়া এই তত্ত্বকে অস্বীকার করে, তাদের ভুল প্রমাণ করতে লেনিনের ক্লসউইজকে প্রয়োজন হয়েছিল।

এইভাবে একজন সামরিক বিশেষজ্ঞ হিশেবে নয়, একজন রাজনীতিবিদ হিশেবে লেনিন ক্লসউইজের কাজকে ব্যবহার করেছিলেন এবং তার কাজের সেই সমস্ত প্রশ্নসমূহের প্রতি বিশেষ সতর্ক ছিলেন যেখানে যুদ্ধ ও রাজনীতির মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হয়েছে।

সুতরাং লেনিনের উত্তরসূরী হিশেবে ক্লসউইজের সামরিক শিক্ষার বিষয়ে সমালোচনা করায় আমাদের ওপর কোন বিধিনিষেধ নেই কারণ সেখানে লেনিনের কোন মন্তব্য নেই যা আমাদের মুক্ত সমালোচনায় বাধা দিতে পারে।

সুতরাং কমরেড মেশারজাকভ (Meshtsherjakov) শীর্ষক নিবন্ধে আপ-

নার বিচার ভাবনা, যা ক্লসউইজ-এর সামরিক শিক্ষাকে এই বিশ্বাসে সমালোচনা করে যে এটা লেনিনের বিচারের 'সংশোধন', তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বা অন্যায়।

২। আমাদের কী আদৌ ক্লসউইজের সামরিক শিক্ষার সমালোচনা করার কারণ আছে? হ্যাঁ আছে। আমাদের উদ্দেশ্য এবং যুদ্ধের আধুনিক বিজ্ঞানের স্বার্থে আমরা শুধুমাত্র ক্লসউইজের সমালোচনাতেই বাধ্য নই বরং শ্লীফেন লুডেনডর্ফ, কেইটেল্ ও অন্যান্য জার্মান সামরিক ব্যাখ্যাকারকদের মতবাদের সমালোচনাতেও বাধ্য। গত ত্রিশ বছরে জার্মান সারা বিশ্বকে দু-দুবার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বাধ্য করেছে এবং দুবারই পরাজয় বরণ করেছে। এটা কি কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল? অবশ্যই নয়। এটা কী প্রমাণ করে না যে শুধুমাত্র সামগ্রিকভাবে জার্মানীই নয় বরং এর সামরিক আদর্শও পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারেনি। এটা সর্ববিদিত যে সারা বিশ্বের, এমনকি রাশিয়ার সৈন্যদল জার্মান সামরিক শাসকমণ্ডলীকে সম্মান করেছিল। এখন এই অনুপযুক্ত সম্মানের কি শেষ হয়ে যাবার সময় নয়? অবশ্যই। সুতরাং এটা সমালোচনার দ্বারাই করা যেতে পারে, বিশেষত আমাদের দিক থেকে বা যারা জার্মানের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছে।

ক্লসউইজ বিষয়ে বলা যায়, একজন সামরিক ক্ষেত্রের প্রাধিকার হিসেবে তিনি অবশ্যই সেকেলে। সামগ্রিকভাবে ক্লসউইজ ছিলেন যুদ্ধ যন্ত্রীকরণ সময়ের একজন প্রতিনিধি। কিন্তু আজ আমরা যুদ্ধের যন্ত্র-যুগের সময়ে উপস্থিত। নিঃসন্দেহে এই যুদ্ধের যন্ত্র-যুগ নতুন সামরিক আদর্শের প্রয়োজন বোধ করে। সুতরাং আজ ক্লসউইজ এর শিক্ষা অনুসরণ করা উপহাসযোগ্য হবে। পরিচিত শাসকমণ্ডলীর সেকেলের তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে একজন উন্নতি করতে পারেনা বা বিজ্ঞানকে বিস্তৃত করতে পারে না। এটা শুধুমাত্র যুদ্ধে কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয় বরং সর্বোত্তম মার্কসবাদেও প্রযোজ্য। ১৮৮২ সালে রাশিয়ার কমরেডদের একদা এঙ্গেলস্ বলেছিলেন যে, জেনারেল মার্কলেডি টোলে ছিলেন যে কোন প্রযুক্ততার অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এঙ্গেলস্ অবশ্যই ভুল ছিলেন, কারণ বার্ট্সভ এর চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন। তথাপি আমাদের যুগে এমন মানুষ আছেন যারা এঙ্গেলসের এই ভুল বিচারকে সুরক্ষিত করতে দোদুল্যমান ছিলেন না।

আমাদের সমালোচনায় আমরা অবশ্যই কোন একটি মাত্র মন্তব্য বা বিচার দ্বারা পরিচালিত হবনা বরং আমরা পরিচালিত হব লেনিনের সর্বজনবিদিত পথনির্দেশিকা দ্বারা — 'আমরা মার্কসের তত্ত্বকে চূড়ান্ত এবং অপরিবর্তনীয় বলে মনে করি না, অপরপক্ষে আমরা বিশ্বস্ত যে এটা এমন এক বিজ্ঞানের ভিত্তিপ্রস্তর যে সমাজতন্ত্রীরা সবদিকে অবশ্যই একে উন্নত করবে যদি তারা সময়ের পিছনে সরে যেতে না চায়। আমরা হচ্ছি এমন মতাবলম্বী যে রাশিয়ার সমাজতন্ত্রীরা অবশ্যই মার্কসবাদে তাদের নিজস্ব অর্থ খুঁজে নেবে, কেননা এই তত্ত্ব শুধুমাত্র সাধারণ পথ নির্দেশনা দেয়, যার বিস্তৃতভাবে প্রয়োগ ফ্রান্স থেকে ইংল্যাণ্ডে ভিন্ন, জার্মান থেকে ফ্রান্সে ভিন্ন, জার্মান থেকে রাশিয়ায় ভিন্ন।'*

(লেনিন ওয়ার্কস, খণ্ড ২, মস্কো, ১৯৩৬ পৃঃ ৪৯১-৯২, রাশিয়ান সংস্করণ)।

যুদ্ধতত্ত্বের কর্তৃপক্ষের বিষয়ে আমাদের এই ধরণের মনোভাব খুবই প্রয়োজন।

৩। যুদ্ধ এবং যুদ্ধের কৌশল এর ওপর আপনার ছোট থিসিসটির বিষয়ে আমি নিজেকে সাধারণ কতগুলি মন্তব্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব তাদের বাহ্যিক চরিত্রের কারণে। এই তত্ত্বটিতে খুব বেশী দর্শন ও বিমূর্ত বিবৃতি রয়েছে। ক্লসউইজ থেকে গৃহীত পরিভাষা যুদ্ধের ব্যাকরণ ও যুক্তির কথা একজনের কানকে আহত করে। যুদ্ধের দলাদলি চরিত্রের প্রশ্নগুলি আদিমভাবে অবতারণা করা হয়েছে। স্তালিনের প্রতি প্রশংসার স্তুতিগানও কানের পক্ষে বাধাদায়ক। এগুলি পড়তে কষ্ট হয়। বিপরীত আক্রমণের (প্রতিআক্রমণের সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে চলবে না) ওপর কোন অধ্যায় নেই। একটি সাফল্যমণ্ডিত কিন্তু অনিশ্চিত শত্রু আক্রমণের পর বিপরীত আক্রমণের কথা আমি বলছি, যখন প্রতিরোধকারীরা তাদের সৈন্যদলকে একত্রিত করে একটি বিপরীত আক্রমণের দিকে ফিরিয়ে নেয় এবং শত্রুদলকে একটি নিশ্চিত আঘাত হানে এবং তাদের পরাজিত করে। আমি এই মতাবলম্বী যে একটি সুসংগঠিত বিপরীত আক্রমণ, আক্রমণের মধ্যে একটি খুবই উদ্দীপনা-কারক পদ্ধতি। একজন ঐতিহাসিক হিসেবে আপনার এ বিষয়ে উৎসাহী হওয়া উচিত। পুরাকালের পার্থেরা এই ধরনের বিপরীত আক্রমণের সঙ্গে আগেই পরিচিত ছিল। তারা রোমান কম্যাণ্ডার ক্রেসাস এবং তার সৈন্যদলকে প্রলোভিত করে নিজেদের দেশের খুব অভ্যন্তরে নিয়ে গিয়েছিল এবং পরে বিপরীত আক্রমণের দ্বারা তাকে এবং তার দলকে ধ্বংস করেছিল। আমাদের মেধাবী কম্যাণ্ডার কমরেড কার্টুসভ্ এটা প্রয়োগ করেছিলেন। একটি সুপ্রস্তুত বিপরীত আক্রমণ দ্বারা তিনি নেপোলিয়ান এবং তার সৈন্যদলকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। ☐

অনুবাদ ☐ উমাপদ কর

PARASHURAM

Pure Ghee Products

27/3 G. T. ROAD
HOWRAH-1

সাক্ষাত্কার

[প্রাভদার সাংবাদিকের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে সাক্ষাত্কার]

এক ☐ বার্লিন ও বিশ্বপরিস্থিতি

[২৯ অক্টোবর, ১৯৪৮]

প্রঃ—বার্লিনের অবস্থার ওপর নিরাপত্তা পরিষদের আলোচনা এবং এই বিষয়ে ইংরেজ, আমেরিকা ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিদের অবস্থান আপনি কিভাবে মূল্যায়ণ করেন ?

উঃ- আমি একে ইঙ্গ-আমেরিকান ও ফ্রান্স সরকারের আগ্রাসন নীতির অভিব্যক্তি হিশেবে মূল্যায়ণ করি।

প্রঃ—বার্লিন প্রশ্নে চারটি শক্তি এরই মধ্যে এই বছরের আগস্টে একটি চুক্তিতে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিল—এটা কি সত্যি ?

উঃ—হ্যাঁ এটা সত্যি। এটা জানা যে, এই বছরের ৩০ আগস্টে মস্কোতে সোভিয়েত রাশিয়া আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স-এর প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। এই চুক্তির পরিকল্পনা ছিল যুগপৎ পদক্ষেপ গ্রহণ, যেমন একদিকে ব্যবসা বাণিজ্যের সীমাবদ্ধতার নিরসন এবং অপরদিকে সোভিয়েত অঞ্চলের জার্মান মার্ক, একমাত্র মুদ্রা হিশেবে বার্লিনে প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এই চুক্তি কারোর স্বার্থকেই লঙ্ঘন করেনি। এটা অংশীদারদের স্বার্থকে বিবেচনা করেছিল এবং পরবর্তী সহায়তার সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করেছিল। কিন্তু আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের সরকার মস্কোতে তাদের প্রতিনিধিদের অগ্রাহ্য করেছিল এবং এই চুক্তিকে বাতিল ঘোষণা করেছিল। এই চুক্তি লঙ্ঘন করে তারা বিষয়টিকে নিরাপত্তা পরিষদে, যেখানে ইঙ্গ-আমেরিকানদের নিশ্চিত সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, নিয়ে যাবার সিদ্ধান্তগ্রহণ করেছিল।

প্রঃ—এটা কি সত্যি যে সাম্প্রতিককালে প্যারিসে এই প্রশ্নে নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনা চলাকালীন. এমনকি. আলোচনা করার আগেই. বেসরকারি আলাপ-আলোচনায় বার্লিনের অবস্থার ওপর একটি চুক্তিতে পৌছন সম্ভব হয়েছিল ?

উঃ—হ্যাঁ এটা সত্যি। আর্জেন্টিনার প্রতিনিধি মিঃ বুমিগ্লার, যিনি আবার নিরাপত্তা পরিষদের চেয়ারম্যান হিশেবে কাজ করেন এবং যিনি অন্যান্য উৎসাহী শক্তিগুলির নামে বেসরকারীভাবে ভিসিন্সির সাথে চুক্তি দ্বারা বন্দোবস্ত করেছিলেন, যাতে বার্লিন অবস্থার সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য একটি যৌথ খসড়া ছিল। আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের প্রতিনিধিরা আবার এই চুক্তিকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছিলেন।

প্রঃ—এখানে কী ঘটছে ? আপনি কি এটা ব্যাখ্যা করতে পারেন না ?

উঃ—যা ঘটছে তা হল এই যে আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের আগ্রাসনী রাজনীতির প্রেরণা সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে কোন সহায়তা বা চুক্তিতে উৎসাহী নয়। তাদের কোন চুক্তি বা পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন নেই, কিন্তু এ বিষয়ে কথাবার্তা চালিয়ে যায় এবং চুক্তিভঙ্গের পর তারা সোভিয়েত রাশিয়ার ওপর দোষারোপ করে এবং এভাবে 'প্রমাণ' করে যে সোভিয়েত রাশিয়ার সহযোগিতা অসম্ভব। যুদ্ধবাজরা, যারা একটি নতুন যুদ্ধারম্ভের কঠোর চেষ্টায় আছে তারা সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে কোন রাজনৈতিক চুক্তি বা পারস্পরিক সহযোগিতার থেকে সর্বোপরি ভীত, কেননা এই ধরনের চুক্তি যুদ্ধবাজদের অবস্থানকে দুর্বল করে এবং সেকেলে ভদ্রলোকদের আগ্রাসনী রাজনীতিকে পরিত্যাগ করে।

এই জন্যই তারা চালু চুক্তিগুলিকে ভাঙে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যৌথভাবে চুক্তিকারী তাদের প্রতিনিধিদের অগ্রাহ্য করে এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিধানকে ভঙ্গ করে এই প্রশ্নকে নিরাপত্তা পরিষদে পাঠায় যেখানে তাদের নিজের হাতেই নিশ্চিত সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে এবং যেখানে তারা নিজেদের পছন্দ মত সবকিছু 'প্রমাণ' করতে পারে। এ সমস্ত কিছুই ঘটানো হচ্ছে শুধুমাত্র 'প্রমাণ' করার জন্য যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সহযোগিতা অসম্ভব, 'প্রমাণ' করার জন্য যে একটি নতুন যুদ্ধের প্রয়োজন সুতরাং একটি যুদ্ধোত্তর পরিবেশ প্রস্তুত কর। বর্তমান কালের আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের নেতৃবৃন্দের রাজনীতি হচ্ছে আগ্রাসনের রাজনীতি এবং নতুন কোন যুদ্ধ শুরু করার রাজনীতি।

প্রঃ- নিরাপত্তা পরিষদের ছটি রাষ্ট্রের, যেমন চীন, কানাডা, বেলজিয়াম, আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া ও সিরিয়া— প্রতিনিধিদের আলাপ আলোচনায় আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন ?

উঃ—এটা পরিষ্কার যে এই সমস্ত ভদ্রলোকেরা আগ্রাসন ও নতুন যুদ্ধ শুরু করার রাজনীতির সমর্থক।

প্রঃ—এর শেষ কোথায় হতে পারে ?

উঃ—এটা শুধুমাত্র যুদ্ধবাজদের অসম্মানজনক বিফলতার মধ্যে শেষ হতে পারে। নতুন যুদ্ধের জন্য উচ্চাকাঙ্খী চার্চিল এখনই এমন একটা অবস্থায় উপনীত হয়েছেন যেখানে তিনি জাতির এবং সারা বিশ্বের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির আস্থা হারিয়েছেন। সমস্ত যুদ্ধবাজদের জন্য এই একই পরিণতি অপেক্ষা করছে। গত যুদ্ধের ভয়ংকরতা আজো মানুষের মনের মধ্যে বেঁচে আছে। শান্তির জন্য মধ্যস্থতাকারী শক্তিগুলির দক্ষতা এতই মহান যে চার্চিলের আগ্রাসন নীতির সমর্থকেরা কখনই তাদের আক্রমণ করতে সক্ষম হবেনা এবং একটি নতুন যুদ্ধের পথে পরিচালিত করতে পারবে না।

দুই ☐ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলীর অভিযোগের জবাব

১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫১

প্রঃ—'হাউস অফ কমন্সে' ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলীর শেষ ঘোষণা এই যে—যুদ্ধ শেষে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিরস্ত্র হয়নি অর্থাৎ তারা তাদের সৈন্যদলকে ভেঙে দেয়নি, এমনকি তারা তাদের সৈন্যদল আরও বৃদ্ধি করেছে। এই ঘোষণাকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ণ করেন ?

উঃ—ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলীর এই ঘোষণাকে আমি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অপ-প্রচার হিশেবে মূল্যায়ণ করি।

গোটা বিশ্ব জানে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধ শেষে তাদের সৈন্যদলকে সামরিক কর্তব্য থেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছে। এটা জানা যে সৈন্যদল ভাঙা হয়েছে তিনটি পর্যায়ক্রমে : ১৯৪৫ সালে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায় এবং তৃতীয় পর্যায়ে করা হয়েছে ১৯৪৬ সালের মে মাস থেকে সেপ্টেম্বরে। এর সঙ্গে

১৯৪৬ এবং ৪৭ সালে সোভিয়েত সেনাবাহিনী বয়স্ক সৈনিকদের দলগুলিকে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল এবং ১৯৪৮ এর শুরু থেকে বাদবাকি বয়স্ক সৈনিকদেরও সামরিক কাজ থেকে সরিয়ে আনা হয়েছিল।

এটা একটা সর্বজনবিদিত প্রকৃত ঘটনা।

যদি প্রধানমন্ত্রী এট্‌লী অর্থনীতি সম্পর্কে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত থাকেন তবে তিনি বিনা অসুবিধায় বুঝতে সক্ষম হবেন যে কোন রাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নও তাদের শান্তিপূর্ণ শ্রম শিল্পের আয়তন সম্পূর্ণরূপে উন্নত করার মত অবস্থায় নেই, এমন কি আরো, নির্মাণের কাজের জন্য রাষ্ট্র খরচের কোটি-কোটি অর্থের প্রয়োজন হয়, যেমন ভল্গা, নেপার, আমু-দারিয়ার ওপর জল বিদ্যুত প্রকল্পের কাজ। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের মূল্য সুসম্বদ্ধভাবে হ্রাস করার নীতি প্রবর্তনেও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। একইভাবে জার্মান দখলের ফলে চূর্ণ হওয়া অর্থনীতির পুনর্গঠনের জন্য লক্ষ কোটি অর্থের প্রয়োজন, জনসাধারণের অর্থনীতির বিস্তৃতির জন্য এবং একই সাথে তাদের সামরিক সৈন্যদলের বৃদ্ধি ও যুদ্ধ শিল্পগুলির উন্নতি করার জন্য রাষ্ট্র খরচের কোটি কোটি অর্থের প্রয়োজন। এটা বুঝতে কোন অসুবিধা নেই যে এই ধরণের কাণ্ডজ্ঞানহীন নীতি রাষ্ট্রকে দেউলিয়া অবস্থায় পরিচালিত করবে।

প্রধানমন্ত্রী এটলী নিশ্চয়ই তার নিজের অভিজ্ঞতা এবং আমেরিকার অভিজ্ঞতা থেকে জানেন যে দেশে সামরিক সৈন্যদলের বৃদ্ধি এবং অস্ত্র প্রতিযোগিতার উন্নতি সাধন অন্য শিল্পগুলির সীমাবদ্ধাবস্থার দিকে পরিচালিত করবে, পরিচালিত করবে অসামরিক নির্মাণগুলি বন্ধ করে দিতে এবং করবৃদ্ধি ও জিনিস পত্রের মূল্য বৃদ্ধি করতে বাধ্য করবে। এটা বোধগম্য যে যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন শান্তি শিল্পগুলিকে সীমাবদ্ধ না করে বরং অপরপক্ষে এর বিস্তৃতি সাধন করে তখন নতুন নির্মাণ, বৃহত্তর জল-বিদ্যুৎ প্রকল্প, এবং জল-প্রণালী ইত্যাদির কাজ বাতিল হতে পারেনা বরং উন্নতি লাভ করে, দ্রব্যমূল্য হ্রাসের নীতি রদ হতে পারেনা বরং চালু থাকবে, একই সাথে তারা তাদের যুদ্ধ শিল্পগুলির উন্নতি সাধন করতে পারেনা এবং দেউলিয়ার ঝুঁকি না নিয়ে সামরিক শক্তির বৃদ্ধি করতে পারে না।

এই সমস্ত প্রকৃত ঘটনা ও অর্থনৈতিক বিবেচনা সত্ত্বেও যদি প্রধানমন্ত্রী এট্‌লী প্রকাশ্যভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও এর শান্তিপূর্ণ রাজনীতিকে অমর্যাদা করেন তাহলে একজন শুধু এটাই ঘোষণা করতে পারে যে সোভিয়েত ইউনিয়নকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ইংল্যাণ্ডে বর্তমান শ্রমিক সরকার তাদের নিজেদের অস্ত্র প্রতিযোগিতা চালিয়ে যাওয়ার আবশ্যতা প্রতিপন্ন করতে চায়।

প্রধানমন্ত্রী এট্‌লীর সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে ইচ্ছাকৃত মিথ্যাভাষণের প্রয়োজন রয়েছে, তিনি অবশ্যই সোভিয়েত ইউনিয়নের শান্তিপূর্ণ রাজনীতি হিশেবে এবং ইংরেজ সরকারের আগ্রাসনী রাজনীতিকে শান্তিপূর্ণ রাজনীতি হিশেবে উপস্থিত করেন শুধুমাত্র ইংল্যাণ্ডের মানুষকে বিভ্রান্ত করতে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা ভাষণের মাধ্যমে তাদের বিপথে পরিচালিত করতে, এবং এইভাবে ইংল্যাণ্ডের সাধারণ মানুষকে টেনে নিয়ে যেতে চান একটি নতুন বিশ্বযুদ্ধের দিকে যা আমেরিকার যুদ্ধবাজ চক্রের দ্বারা সংগঠিত হবে।

প্রধানমন্ত্রী এট্‌লী নিজেকে শান্তির অনুসরণকারী হিশেবে জাহির করতে চান। কিন্তু তিনি যদি শান্তির পক্ষে থাকেন, তবে কেন তিনি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, চীন ও ফ্রান্সের মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি সম্পাদনের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের দেওয়া প্রস্তাবের বিপক্ষে ছিলেন।

যদি তিনি প্রকৃতই শান্তির পক্ষে থাকেন তবে কেন, অচিরেই অস্ত্রশস্ত্র সীমাবদ্ধ করতে এবং পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করতে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন?

যদি তিনি সত্যিই শান্তিকামী হন তবে যারা শান্তি সুরক্ষার জন্য মধ্যস্থতাকারী তাদের নির্যাতন করেন কেন? কেন ইংল্যাণ্ডে শান্তি সম্মেলনকে নিষিদ্ধ করেন? শান্তি সুরক্ষার জন্য প্রচার কি ইংল্যাণ্ডের নিরাপত্তাকে হুমকি জানায়?

সুতরাং এটা পরিষ্কার যে প্রধানমন্ত্রী এট্‌লী শান্তিরক্ষায় আদৌ উৎসাহী নন, বরং একটি নতুন বিশ্ব পরিবেষ্টিত আগ্রাসনী যুদ্ধারম্ভের পক্ষে।

প্রঃ—কোরিয়ায় হস্তক্ষেপের বিষয়ে আপনি কি ভাবেন? কিভাবে এর শেষ হতে পারে?

উঃ—যদি ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা শেষ পর্যন্ত শান্তির জন্য দেওয়া চীন সরকারের প্রস্তাবগুলি প্রত্যাখ্যান করে শুধুমাত্র তখন হস্তক্ষেপকারীদের পরাজয়ের মধ্যে কোরিয়ার যুদ্ধ শেষ হতে পারে।

প্রঃ—কেন? তবে কি আমেরিকাও ইংরেজ সেনাপতি ও অফিসাররা চীন ও কোরিয়ার সেনাপতি ও অফিসারদের চেয়ে অধিকতর মন্দ?

উঃ—না, অধিকতর মন্দ নয়। আমেরিকান ও ইংরেজ সেনাপতি ও অফিসাররা অন্য কোন দেশের, যাদের নাম আপনি বলতে চান, সেনাপতি বা অফিসারদের চেয়ে অধিকতর দুর্বল নয়। এটা জানা যে হিটলারের জার্মান ও প্রবল সামরিক মনোবৃত্তি সম্পন্ন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের সৈন্যরা নিজেদের সবচেয়ে ভালো পক্ষ হিশেবে প্রমাণ করেছে। তাহলে কোথায় পার্থক্য? পার্থক্য এখানেই যে কোরিয়া ও চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে সৈন্যরা সঠিক বলে বিবেচনা করে না যেখানে হিটলারের জার্মান ও সামরিক মনোভাবাপন্ন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তারা এটিকে সম্পূর্ণ সঠিক বলে বিবেচনা করেছিল। এর মধ্যেও পার্থক্য নিহিত যে আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের সৈন্যদের মধ্যে এই যুদ্ধ ভীষণ অপ্রিয়।

এক্ষেত্রে সৈন্যদলকে বোঝান খুব কঠিন যে চীন, যারা না ইংল্যাণ্ড না আমেরিকা কাউকেই কোন হুমকি দেয়নি এবং যাদের কাছ থেকে আমেরিকানরা তাইওয়ান দ্বীপ চুরি করে নিয়েছে, তারা হল অগ্রোসনকারী এবং আমেরিকা, যারা তাইওয়ান দ্বীপ চুরি করে নিয়ে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত তাদের সামরিক বাহিনী মোতায়েন করেছে, তারা হল প্রতিরোধকারী পক্ষ। সুতরাং এটা সৈন্যদলকে বোঝান খুবই কঠিন যে আমেরিকা কোরিয়ার ভূখণ্ডের ওপর এবং চীনের সীমান্তের পাশে তাদের নিজেদের নিরাপত্তা সুরক্ষা করতে সঠিক এবং চীন ও কোরিয়া তাদের নিজস্ব অঞ্চলে বা তাদের দেশের সীমান্তের পাশে তাদের নিরাপত্তা সুরক্ষা করায় বেঠিক। এরই জন্য আমেরিকান ও ইংরেজ সৈন্যদের মধ্যে এই যুদ্ধ জনপ্রিয় নয়।

এটা বোধগম্য যে অভিজ্ঞ সেনাপতি ও অফিসাররা একটি পরাজয় বরণ করবে যদি তাদের সৈন্যদলকে এমন একটি যুদ্ধে প্রবৃত্ত করানো হয় যা তারা সম্পূর্ণ অন্যায় বলে বিবেচনা করে এবং যদি তারা তাদের সামনের কর্তব্যকে তাদের প্রেরণার উদ্দেশ্যের ন্যায্যতায় বিশ্বাস না করে এবং কোন উদ্যম অনুভব না করে নিয়ম মাফিক বলে বিশ্বাস করে।

প্রঃ—সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংস্থার চীন প্রজাসাধারণতন্ত্রকে আগ্রাসনকারী হিশেবে ঘোষণার সিদ্ধান্তকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

উঃ আমি এটাকে একটি কলঙ্কজনক সিদ্ধান্ত বলে মনে করি। আমেরিকা, যারা চীনের অঞ্চল, তাইওয়ান দ্বীপ অধিকার করেছে এবং কোরিয়ায় চীনের সীমান্তের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তারাই হল প্রতিরোধী পক্ষ এবং অপরপক্ষে চীন প্রজা সাধারণতন্ত্র, যারা তাদের সীমান্ত রক্ষা করছে এবং আমেরিকার দ্বারা অধিকৃত অঞ্চল তাইওয়ান দ্বীপ ফিরে পেতে সংগ্রাম করছে তারা হল আগ্রাসনকারী। এই জলজ্যান্ত মিথ্যেটিকে মেনে নিতে প্রকৃতই একজনকে তার অবশিষ্ট সমস্ত নৈতিক চেতনাকে হারাতে হবে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংস্থাটি যা শান্তিরক্ষার প্রাকার হিসেবে সৃষ্টি হয়েছিল তা আজ যুদ্ধের যন্ত্রে পরিবর্তিত হয়েছে, নতুন একটি বিশ্বযুদ্ধ শুরু করার মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্যোগী অন্তঃস্থল দশটি সভারাষ্ট্র (আমেরিকা ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, কানাডা, হল্যাণ্ড, লুক্সেমবার্গ, ডেনমার্ক, নরওয়ে, আইসল্যাণ্ড) এবং কুড়িটি লাতিন আমেরিকান দেশ (আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, বলিভিয়া, চিলি কলম্বিয়া, কোস্টারিকা, কিউবা, ডোমিনিকান রিপাবলিক, ইকুয়েডর, এল সালভেদর, গুয়েতমালা, হাইতি, হণ্ডুরাস, মেক্সিকো নিকারাগুয়া, পানামা প্যারাগুয়ে, পেরু, উরুগুয়ে, ভেনিজুয়েলা) থেকে আগ্রাসী নর্থ আটলান্টিক সন্ধি স্থাপন করেছে এবং এই সব দেশগুলির প্রতিনিধিরা এখন রাষ্ট্রপুঞ্জের যুদ্ধ এবং শান্তির বিষয়ে সিদ্ধান্তগুলি তৈরী করছে।

বর্তমানে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ সংস্থায় এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে উদাহরণ হিসেবে – দুই মিলিয়ন (২০ লক্ষ) জনসাধারণ অধ্যুষিত আমেরিকার ক্ষুদ্র দেশ ডোমিনিকান রিপাবলিকের গুরুত্ব সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জে আজ ভারতের গুরুত্বের সমান এবং গুরুত্ব বেশী চীন প্রজাসাধারণতন্ত্রের চেয়ে, রাষ্ট্রপুঞ্জে যার কণ্ঠস্বর অপহৃত হয়েছে।

এতদনুসারে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ সংস্থাটি জাতিসমূহের সম অধিকারের সংস্থা হওয়ার পরিবর্তে আগ্রাসনকারীদের একটি যুদ্ধযন্ত্রে পরিণত হয়েছে। বাস্তবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংস্থাটি আজ আর ততখানি বিশ্বসংগঠন নয় যতখানি আমেরিকার স্বার্থে এবং এই সংস্থা আমেরিকার আগ্রাসনকে গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেয়। শুধুমাত্র আমেরিকা ও কানাডাই একটি নতুন যুদ্ধ শুরু করার জন্য লড়াই করছে না বরং আপনি এই একই পথে লাতিন আমেরিকার কুড়িটি দেশকেও দেখতে পারেন। এই দেশগুলির জমিদার ও ব্যবসায়ীরা তাদের মালপত্র উচ্চদরে বিভিন্ন দেশগুলিতে বিক্রয় করতে এবং এই কদর্য ব্যবসার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ অর্থ উপায় করতে এশিয়া বা ইউরোপের কোন জায়গায় একটি নতুন যুদ্ধের জন্য সাগ্রহে আকাঙ্খা করে। এই সত্য আর কারো কাছে গোপন নয় যে লাতিন আমেরিকার কুড়িটি দেশের প্রতিনিধিরা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে আমেরিকার দৃঢ়তম সমর্থনকারী এবং বাধ্য সেনাদল।

এইভাবে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ 'লীগ অফ নেশন' এর গৌরবহীন পথের ওপর দিয়েই হেঁটে চলেছে। তার ফলে তারা তাদের নৈতিক অধিকার বা যোগ্যতা কবর দিচ্ছে এবং অবক্ষয়ের মধ্যে পতিত হচ্ছে।

প্রঃ—আপনি কি মনে করেন যে একটি নতুন বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী?

উঃ—না। অন্তত একজন বর্তমানে মনে করতে পারে যে এটা অপরিহার্য নয়।

অবশ্য আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সেও আগ্রাসনী শক্তিগুলি রয়েছে যারা একটি নতুন যুদ্ধের তীব্র আকাঙ্খী। প্রচুর মুনাফা অর্জন এবং অন্যদেশগুলিকে লুণ্ঠন করার জন্যই তাদের যুদ্ধের প্রয়োজন। এরা হচ্ছে ধনাঢ্য, মহাধনাঢ্য ব্যক্তি যারা মনে করে যুদ্ধ হচ্ছে আয়ের উৎস যা বিশাল মুনাফা এনে দেয়। এই আগ্রাসী শক্তিগুলি নিজেদের হাতে প্রতিক্রিয়াশীল সরকারগুলিকে ধরে রাখে এবং তাদের পরিচালিত করে। কিন্তু একই সময়ে তারা তাদের জনসাধারণকে ভয় পায়, যারা কোন নতুন যুদ্ধ চায় না এবং শান্তি রক্ষার পক্ষে থাকে। সুতরাং তারা বেশ অসুবিধা ভোগ করে এই প্রতিক্রিয়াশীল সরকারগুলিকে দিয়ে তাদের জনসাধারণকে মিথ্যার জালে ফেলে দেওয়া, তাদের প্রতারণা করা, একটি নতুন যুদ্ধকে নিরাপত্তার যুদ্ধ হিসেবে উপস্থিত করা এবং শান্তিকামী দেশগুলির শান্তিপূর্ণ রাজনীতিকে আগ্রাসী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করানোতে। তাদের আগ্রাসনী পরিকল্পনার সাহায্যে জনসাধারণকে প্রতারণা করতে, তাদের বাধ্য করতে এবং একটি নতুন যুদ্ধে টেনে আনতে তারা ভীষণ অসুবিধা ভোগ করে।

এমনকি তারা শান্তি সুরক্ষার প্রচারকেও ভয় পায়, ভয় পায় যে এই প্রচার প্রতিক্রীয়াশীল সরকারগুলির আগ্রাসনী মনোভাবকে সাধারণে অনাবৃত করে দেবে।

এমনকি তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের শান্তি চুক্তি সম্পাদনার, সামরিক অস্ত্রশস্ত্র সীমায়িত করার এবং পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করার প্রস্তাবগুলির বিরোধিতা করে। তারা ভয় পায় যে এই প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করলে প্রতিক্রিয়াশীল সরকারগুলির আগ্রাসী পদ্ধতিসমূহ ব্যাহত হবে এবং অপ্রয়োজনীয়ভাবে অস্ত্রপ্রতিযোগিতা আত্ম-সমর্পণ করবে।

প্রঃ—আগ্রাসনকারী এবং শান্তিকামী শক্তিগুলির এই যুদ্ধ বা সংগ্রাম কোথায় গিয়ে শেষ হবে?

উঃ—শান্তি রক্ষিত হবে এবং দৃঢ়তর হবে যদি জনসাধারণ তাদের নিজেদের হাতে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব নেয় এবং এর সুরক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। যুদ্ধ অপরিহার্য হয়ে উঠতে পারে যদি যুদ্ধবাজরা তামাম জনসাধারণকে মিথ্যার জালে ফেলে দেওয়ার, তাদের প্রতারণা করার এবং একটি নতুন যুদ্ধে টেনে আনার কাজে সফল হয়।

সুতরাং আজ শান্তিসুরক্ষার জন্য একটি বিস্তৃত প্রচারের গুরুত্ব অপরিসীম যা যুদ্ধবাজদের অপরাধী কৌশলগুলিকে অনাবৃত করবে।

যতদূর পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন এতে সংশ্লিষ্ট তাতে এই দেশ যুদ্ধ পরিহার এবং শান্তিরক্ষার যে রাজনীতি তা পালন করে চলবে।

তিন ☐ বিষয়ঃ পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র

[প্রাভদা, ৬ অক্টোবর, ১৯৫১]

প্রঃ—সোভিয়েত ইউনিয়নে একটি পারমাণবিক বোমা পরীক্ষা করাকে কেন্দ্র করে বিদেশী পত্র পত্রিকাগুলিতে ইদানিংকালের নানারকম বিক্ষোভ বা গোলমাল সম্পর্কে আপনি কি ভাবেন?

উঃ—বস্তুত আমরা এক বিশেষ ধরণের পারমাণবিক বোমা পরীক্ষা সম্পাদন করেছি। বিভিন্ন শক্তির পারমাণবিক বোমা পরীক্ষার কাজও চলতে থাকবে। আক্রমণ-প্রবণ ইঙ্গ-আমেরিকা ব্লকের বিরুদ্ধে আমাদের দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এগুলি চলবে।

প্রঃ—পারমাণবিক বোমা পরীক্ষার বিষয়ে আমেরিকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত

ব্যক্তিত্ব উদ্বিগ্নতার ভান করছে এবং চীৎকার করছে যে আমেরিকার নিরাপত্তা আজ হুমকির মুখোমুখি। এই ধরণের উত্তেজনার কি কোন ভিত্তি আছে ?

উঃ—এই ধরণের উত্তেজনার কোন ভিত্তিই নেই। এই সমস্ত পরিচিত ব্যক্তিত্বরা অবগত নাহয়ে পারেন না যে সোভিয়েত ইউনিয়ন শুধুমাত্র পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগের বিরোধীই নয় বরং এই সমস্ত অস্ত্র উৎপাদন নিষিদ্ধ হওয়ার পক্ষে। এটা জানা যে সোভিয়েত ইউনিয়ন পারমাণবিক অস্ত্র নিবৃত্তির দাবি বার বার জানিয়ে এসেছে, কিন্তু প্রত্যেকবারই তা আটলান্টিক ব্লকের শক্তিগুলির কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে এসেছে। এর তাৎপর্য এই যে আমাদের দেশের বিরুদ্ধে আমেরিকার কোন আক্রমণের ক্ষেত্রে আমেরিকার শাসককুল নিঃসন্দেহে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে। এই অবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়নকে বাধ্য করেছে পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত হতে যাতে সশস্ত্র আগ্রাসনকারীদের মোকাবিলা করা যায়।

কোন আক্রমণের ক্ষেত্রে আক্রমণকারীরা অবশ্যই উল্লসিত হবে যদি তারা সোভিয়েত ইউনিয়নকে নিরস্ত্র অবস্থায় দেখে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন এই ধরণের কোন চুক্তিতে আবদ্ধ নয় এবং তারা বিশ্বাস করে যে আগ্রাসনকারীর বিরুদ্ধে অবশ্যই সশস্ত্র মোকাবিলা করা হবে।

ফলত, যদি আমেরিকার সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করার কোন উদ্দেশ্য নাই থাকে তবে আমেরিকার এই সব পরিচিত ব্যক্তিত্বদের উত্তেজনাকে অবশ্যই নিরর্থক গোলমাল বলে ধরতে হবে, কেননা সোভিয়েত ইউনিয়ন কোন সময়েই আমেরিকা বা অন্য কোন দেশকে আক্রমণের কথা চিন্তা করে না।

আমেরিকার সর্বজনবিদিত ব্যক্তিত্বরা অসন্তুষ্ট এই কারণে যে শুধুমাত্র আমেরিকাই নয় আরো অন্য কিছু দেশ এবং সর্বোপরী সোভিয়েত ইউনিয়ন পারমাণবিক অস্ত্রের গোপনীয়তা অধিকার করে আছে। তারা চায় যে পারমাণবিক বোমা উৎপাদনের একাধিপত্য শুধু আমেরিকারই থাক, শুধু আমেরিকারই সারা পৃথিবীকে ভয় দেখানোর এবং ব্ল্যাকমেল করার সম্ভাবনা সীমাহীন হোক। ঠিক এই রকম ভাবার তাদের কি ভিত্তি আছে ? কি অধিকার আছে ? শান্তি সুরক্ষার উদ্যোগ কি এই ধরণের একাধিপত্যকে দাবি করে ? এটা বলা কি আরো বেশী ঠিক হবে না যে এটা আসলে বিপরীত ঘটনা। শান্তির সুরক্ষা সর্বোপরী এই ধরণের একচেটিয়া-গিরির অবসান এবং পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের নিঃশর্ত পরিহারই দাবি করে। আমি মনে করি যে পারমাণবিক অস্ত্রের সঙ্গে সংলগ্নতাই শুধুমাত্র তাদের পারমাণবিক অস্ত্র পরিহারে রাজি করাতে পারবে অন্তত এটা দেখে যে এ বিষয়ে তাদের আর একাধিপত্য নেই।

প্রঃ—পারমাণবিক অস্ত্রের সরবরাহের আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আপনি কি চিন্তা করেন ?

উঃ—সোভিয়েত ইউনিয়ন পারমাণবিক অস্ত্র বর্জন এবং এর উৎপাদন রদ করার পক্ষে। সোভিয়েত ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ স্থাপনার স্বপক্ষে, পারমাণবিক অস্ত্র পরিহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহন, পারমাণবিক অস্ত্র এবং অ্যাটম বোমা উৎপাদন বাতিল করা এবং এখন পর্যন্ত নির্মিত পারমাণবিক অস্ত্র এবং বোমা সচেতন এবং সর্বোতভাবে অসামরিক স্বার্থে ব্যবহার করার পক্ষে। এমন একটি আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ স্থাপনায় আগ্রহী সোভিয়েত ইউনিয়ন।

সর্বজনবিদিত আমেরিকার ব্যক্তিত্বরা এভাবেই 'নিয়ন্ত্রণ' এর কথা বলে, কিন্তু তাদের নিয়ন্ত্রণ পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন রদ করার ওপর ভিত্তি করে নয়, বরং এর উৎপাদন চালু রাখা এবং এমনভাবে ততদূর চালু রাখা যাতে এই বা সেই দেশে প্রাপ্য কাঁচামালের সঙ্গে উপযুক্ত হয়। ফলত আমেরিকান 'নিয়ন্ত্রণ' পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র বর্জনের জন্য নয় বরং তাদের আইনানুগ করা এবং অনুমোদনের জন্য। পারমাণবিক অস্ত্রের সাহায্যে, সহস্র বা লক্ষ লক্ষ শান্তি প্রিয় মানুষকে নির্মূল করতে এটা যুদ্ধবাজদের অধিকারকে অনুমোদন করবে। এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এই সব আদৌ নিয়ন্ত্রণ নয় বরং নিয়ন্ত্রণের উপহাস মাত্র, শান্তিকামী মানুষের সঙ্গে চাতুরী করা। অবশ্যই এই ধরণের 'নিয়ন্ত্রণ' শান্তিপ্রিয় মানুষদের, যারা পারমাণবিক অস্ত্রের পরিহার এবং তাদের উৎপাদন বাতিল করতে চায়, সন্তুষ্ট করতে পারবে না।

সাক্ষাতকার

আমেরিকার নিউজ এজেন্সী ইনটার ন্যাশনাল নিউজ সার্ভিসের ইউরোপিয়ান জেনারেল ডিরেক্টর কিংসবারী স্মিথ এর সঙ্গে স্তালিন

[২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৯]

প্রঃ—না এই সরকার না অন্য সরকার কেউই নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ অনুমোদন করবে না—এই সুনিশ্চয়তার মর্মে একটি বিবৃতি আলোচনা করতে সোভিয়েত সরকার কি আমেরিকা সরকারের সঙ্গে একটি যৌথ প্রকাশনা বিবেচনা করতে প্রস্তুত থাকবে ?

উঃ—সোভিয়েত সরকার এই ধরণের লেখা সম্পাদনার প্রশ্নে আলোচনা করতে প্রস্তুত থাকবে।

প্রঃ সোভিয়েত সরকার কি আমেরিকা সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে শান্তি চুক্তি, উদাহরণ স্বরূপ ক্রম-নিরস্ত্রীকরণ বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকবে ?

উঃ—অবশ্যই। শান্তিচুক্তি ও ক্রম-নিরস্ত্রীকরণ বাস্তবায়িত করবার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণে সোভিয়েত সরকার আমেরিকা সরকারের সঙ্গে সহায়তা করে যাবে।

প্রঃ—যদি আমেরিকা, গ্রেটব্রিটেন ও ফ্রান্সের সরকার জার্মানের সমস্ত সমস্যার বিষয়ে বিদেশ মন্ত্রীদের পরবর্তী সভা পর্যন্ত একটি আলাদা পশ্চিম জার্মান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখার পক্ষে তাদের মতদান করে তখন কি সোভিয়েত সরকার তার পূর্ব সিদ্ধান্তগুলি তুলে নিতে প্রস্তুত থাকবে যা সোভিয়েত প্রশাসন বার্লিন এবং জার্মানীর পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে চলাচলের রাস্তা বিষয়ে নির্দ্ধারিত করেছে ?

উঃ—তৃতীয় প্রশ্নে বর্ণিত শর্তগুলি যদি আমেরিকা, গ্রেটব্রিটেন ও ফ্রান্স সরকার পালন করে, সেক্ষেত্রে সোভিয়েত সরকার পরিবহন বিষয়ে অবরোধগুলি বাতিল করার জন্য কোন রকম বাধা বিপত্তি সৃষ্টি করবে না। কিন্তু এটা একটা শর্তাধীন, যে, পরিবহন ও বাণিজ্য বিষয়ে তিনটি বৃহৎ শক্তি দ্বারা প্রবর্তিত আর সমস্ত অবরোধগুলি পাশাপাশি রদ করতে হবে।

প্রঃ—আপনি কি প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এর সঙ্গে এই ধরণের একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতার বিষয়ে কোন গ্রহণযোগ্য স্থানে আলোচনা করতে প্রস্তুত ?

উঃ—আমি আগেই বলেছি যে এই ধরণের কোন আলোচনায় আমার আপত্তি নেই। ☐

অনুবাদ ☐ উমাপদ কর

তৃতীয়তঃ, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সময়কালে, পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণপর্বে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক পরিবেষ্টিত একটি দেশে সাফল্যের সঙ্গে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার ধরণ এবং পদ্ধতিসমূহের প্রশ্ন।

বিপ্লবী সংঘর্ষ এবং গৃহযুদ্ধে পরিপূর্ণ একটি কমবেশী দীর্ঘস্থায়ী সময়পর্ব হিশেবে মার্কস ও এঙ্গেলস শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সময়কালকে গণ্য করেন, এই সময়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে শ্রমিকশ্রেণী পুরানো পুঁজিবাদী সমাজের পরিবর্তে একটি নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ, শ্রেণীহীন ও রাষ্ট্রহীন একটি সমাজসৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনিক উপায়সমূহ অবলম্বন করবে। মার্কস ও এঙ্গেলসের এই মৌলিক নীতিসমূহের উপর লেনিন সমগ্র এবং পরিপূর্ণভাবে নিজেকে স্থাপিত করেছিলেন।

এই ক্ষেত্রে লেনিনের নতুন অবদান ছিল :

(ক) তিনি প্রমাণ করেন যে, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির দ্বারা পরিবেষ্টিত শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের দেশে একটি সম্পূর্ণ সমাজ গড়ে তোলা যেতে পারে, যদি কিনা চতুর্দিকে পরিবেষ্টনকারী পুঁজিবাদী দেশগুলির সামরিক হস্তক্ষেপের দ্বারা সেই দেশটি শ্বাসরুদ্ধ না হয়,

(খ) তিনি অর্থনৈতিক নীতির (নয়া অর্থনৈতিক নীতি) বাস্তব কর্মপন্থাসমূহ রচনা করেন যার দ্বারা অর্থনৈতিক মূল অবস্থানসমূহের (শিল্প জমি, যানবহন, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি) দখলদার হয়ে শ্রমিকশ্রেণী সমাজতান্ত্রিকতায় পর্যবসিত শিল্পকে কৃষির সঙ্গে সংযুক্ত করে ('শিল্প এবং কৃষি অর্থনীতির সংযোগ') এবং এইভাবে সমগ্র জাতীয় অর্থনীতিকে সমাজতন্ত্রের দিকে পরিচালিত করে,

(গ) সমবায়গুলির মাধ্যমে কৃষক সমাজের প্রধান ব্যাপক কৃষক সাধারণকে ক্রমশঃ পরিচালিত করা এবং তাদের সমাজতান্ত্রিক নির্মাণযজ্ঞের খাতে টেনে আনার বাস্তব পন্থাসমূহ তিনি রচনা করেন, সমবায়গুলি শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের আওতায় ক্ষুদ্র কৃষি-অর্থনীতির রূপান্তরণের এবং কৃষক সমাজের প্রধান ব্যাপক কৃষকসাধারণকে সমাজতন্ত্রের আদর্শে পুনর্শিক্ষিত করে তোলার পক্ষে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী হাতিয়ার।

চতুর্থতঃ, বিপ্লবে, প্রতিটি জনপ্রিয় বিপ্লবে, জারতন্ত্র এবং পুঁজিবাদী উভয়ের বিরুদ্ধে বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের প্রশ্ন।

মার্কস ও এঙ্গেলস শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের ধারণার প্রধান প্রধান রূপরেখা দিয়েছিলেন। এই ক্ষেত্রে লেনিনের নতুন অবদান হল এই যে তিনি এই সমস্ত রূপরেখাকে একটি সমন্বয়পূর্ণ প্রথায় এবং শুধুমাত্র জারতন্ত্র ও পুঁজিবাদ উৎখাত করায় নয়, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অধীনে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলাতেও শহর ও গ্রামাঞ্চলে শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণের ওপর নেতৃত্বের একটি সমন্বয়পূর্ণ প্রথায় আরও বিকশিত ও সম্প্রসারিত করেন।

আমরা জানি যে, লেনিন ও তাঁর পার্টির কল্যাণে, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের ধারণা দক্ষতাপূর্ণ পদ্ধতিতে রাশিয়ায় প্রযুক্ত হয়েছিল। প্রসঙ্গত, এইটেই ব্যাখ্যা করে রাশিয়ায় বিপ্লব কেন শ্রমিকশ্রেণীকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

অতীতে ঘটনাসমূহ সাধারণত নিম্নোক্ত পথ ধরে চলত, বিপ্লবের সময় শ্রমিকেরা ব্যারিকেডে যুদ্ধ করত, তাদেরই রক্তপাত হতো এবং তারাই পুরানো প্রথাকে ধ্বংস করত, কিন্তু, ক্ষমতা গিয়ে পড়ত বুর্জোয়াদের হাতে, তারা তখন শ্রমিকদের নিপীড়ন ও শোষণ করত। ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে তাই ঘটেছিল। সেরকমটি ঘটেছিল জার্মানিতেও। কিন্তু, এখানে রাশিয়ায় ঘটনা পৃথক মোড় নিল। রাশিয়ায় শ্রমিকেরা শুধুমাত্র বিপ্লবের দুঃসাধ্য ও দুঃসাহসিক আক্রমণের বাহিনী ছিল না। বিপ্লবের দুঃসাধ্য ও দুঃসাহসিক আক্রমণের বাহিনী হওয়ার সংগে একই সময়ে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী, শহর ও গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক শোষিত জনসাধারণকে বুর্জোয়াদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এবং রাজনৈতিকভাবে বুর্জোয়াদের বিচ্ছিন্ন করে ও শোষিত জনসাধারণকে নিজের চারিপাশে জড়ো করে কর্তৃত্বলাভের জন্য, শোষিত জনসাধারণের ওপর রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালায় এবং ব্যাপক শোষিত জনসাধারণের নেতা হওয়ার সময়ে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে নিজের হাতে ক্ষমতা গ্রহণ করা এবং নিজের স্বার্থে তাকে সদ্ব্যবহার করার জন্য সংগ্রাম করে। এটাই প্রকৃতপক্ষে ব্যাখ্যা করে কেন রাশিয়ায় বিপ্লবের প্রতিটি শক্তিশালী অভ্যুদয় —১৯০৫ সালের এবং ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে—ক্ষমতার পুরানো যন্ত্র, বুর্জোয়া পার্লামেন্ট যার কাজ হল শ্রমিকশ্রেণীকে দমন করা, তার বিরুদ্ধে ক্ষমতার নতুন যন্ত্র যার হল বুর্জোয়াদের দমন করা, তার সূত্রপাত হিশেবে রঙ্গমঞ্চে শ্রমিক ডেপুটিদের সোভিয়েতসমূহের আবির্ভাব ঘটিয়েছিল।

রাশিয়ার বুর্জোয়ারা বুর্জোয়া পার্লামেন্ট পুনপ্রতিষ্ঠিত করতে এবং সোভিয়েতসমূহের অবসান ঘটাতে দুবার চেষ্টা করেছিল : ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর, প্রাক্‌পার্লামেন্টের সময়ে, বলশেভিকদের দ্বারা ক্ষমতা দখলের পূর্বে এবং ১৯১৮ সালের জানুয়ারী মাসে, সংবিধান পরিষদের সময়ে, শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা ক্ষমতা দখলের পরে, কিন্তু দুবারই বুর্জোয়ারা পরাজয় বরণ করে। কেন? যেহেতু বুর্জোয়ারা ইতিমধ্যেই রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, যেহেতু বিরাট ব্যাপক শ্রমজীবী জনসাধারণ শ্রমিকশ্রেণীকে বিপ্লবের একমাত্র নেতা হিশেবে গণ্য করেছিল, এবং যেহেতু তাদের শ্রমিকদের নিজস্ব সরকার হিশেবে সোভিয়েতসমূহ ইতিমধ্যে ব্যাপক জনসাধারণ কর্তৃক ব্যবহৃত এবং পরীক্ষিত হয়েছিল, সেগুলির পরিবর্তে বুর্জোয়া পার্লামেন্ট বিনিময় করা শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে হতো আত্মহত্যার সামিল। সেইহেতু, এটা বিস্ময়কর নয় যে, রাশিয়ায় বুর্জোয়া পার্লামেন্টবাদ শিকড় গাড়েনি। এর জন্যই রাশিয়ার বিপ্লবের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর শাসনের উদ্ভব ঘটে।

বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের লেনিনের প্রথার প্রয়োগের পরিণতিসমূহ ছিল এরূপই।

পঞ্চমতঃ, জাতীয় এবং ঔপনিবেশিক প্রশ্ন। তাঁদের সময়কার আয়ার্ল্যাণ্ড, ভারত, চীন, মধ্য ইউরোপীয় দেশসমূহ, পোল্যাণ্ড এবং হাঙ্গেরীর ঘটনা বিশ্লেষণ করে মার্কস ও এঙ্গেলস জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নে মৌলিক ও প্রারম্ভিক ধারণাগুলি জুগিয়ে দেন। তাঁর রচনাবলীতে লেনিন নিজেকে ঐ সব ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন।

সাক্ষাৎকার

[এই অংশে স্তালিনের কয়েকটি সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ প্রকাশ করা হলো। এর মধ্যে রয়েছে (১) মার্কিন শ্রমিক প্রতিনিধিমণ্ডলীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার (২) জার্মান লেখক এমিল লুডভিগ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং (৩) এইচ. জি. ওয়েলস-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার]

লেনিনবাদ বলতে কি বোঝায়

প্রথম মার্কিন শ্রমিক প্রতিনিধিমণ্ডলীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার
৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৭

প্রথম প্রশ্ন : লেনিন এবং কম্যুনিষ্ট পার্টি কার্যতঃ মার্কসবাদে কি কি নতুন নীতি যোগ করেছেন? এটা বলা কি ঠিক হবে যে লেনিন বিশ্বাস করতেন 'সৃজনশীল বিপ্লবে', কিন্তু পক্ষান্তরে অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের বিকাশের সর্বোচ্চ সীমায় পৌছানোর প্রতি মার্কসের মনোভাব ছিল অধিকতর অনুকূল?

উত্তর : আমি মনে করি লেনিন মার্কসবাদে কোন 'নতুন নীতি' যোগ করেননি, অথবা তিনি মার্কসবাদের কোন একটি 'পুরানো' নীতির বিলোপসাধন করেননি। লেনিন মার্কস ও এঙ্গেলসের সর্বাধিক অনুগত ও অটল শিষ্য ছিলেন এবং আছেন, তিনি সমগ্রভাবে ও পরিপূর্ণরূপে মার্কসবাদের নীতিগুলির ওপর নিজেকে স্থাপিত করেছিলেন।

কিন্তু লেনিন শুধু মার্কস ও এঙ্গেলসের শিক্ষাই অনুসরণ করেননি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই শিক্ষার ধারাবাহিকতা এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

তার অর্থ কি?

তার অর্থ হল এই যে, বিকাশের নতুন নতুন অবস্থা, পুঁজিবাদের নতুন পর্যায়—সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তিনি মার্কস ও এঙ্গেলসের শিক্ষা আরও বিবর্ধিত করেন। তার অর্থ হল এই যে, শ্রেণী সংগ্রামের নতুন নতুন পরিস্থিতিতে মার্কস ও এঙ্গেলসের শিক্ষা আরও বিবর্ধিত করার মধ্য দিয়ে লেনিন, মার্কস ও এঙ্গেলস যা সৃষ্টি করেছিলেন পুঁজিবাদের প্রাক্-সাম্রাজ্যবাদ পর্বে যা সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল, তার তুলনায় নতুন কিছু অবদান রেখেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মার্কসবাদের নতুন জ্ঞানভাণ্ডারে লেনিনের অবদানের ভিত্তি সমগ্র এবং পরিপূর্ণভাবে মার্কস ও এঙ্গেলসের রচিত নীতির উপর স্থাপিত।

এই অর্থেই আমরা লেনিনবাদকে বলি সাম্রাজ্যবাদ এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের যুগের মার্কসবাদ।

মার্কসের শিক্ষা আরও বিকশিত করে লেনিন যে কয়েকটি প্রশ্নে নতুন অবদান রেখেছিলেন সেগুলি নিচে দেওয়া হল।

প্রথমতঃ, একচেটিয়া পুঁজিবাদ এবং পুঁজিবাদের নতুন পর্যায় হিশেবে সাম্রাজ্যবাদের প্রশ্ন।

ক্যাপিটালে মার্কস ও এঙ্গেলস পুঁজিবাদের ভিত্তিসমূহ বিশ্লেষণ করেন। কিন্তু মার্কস ও এঙ্গেলস জীবনযাপন করেছিলেন প্রাক্-একচেটিয়া পুঁজিবাদের প্রাধান্যের পর্বে, জীবনযাপন করেছিলেন পুঁজিবাদের স্বচ্ছন্দ ক্রমবিকাশ এবং সারা পৃথিবী জুড়ে তার 'শান্তিপূর্ণ' সম্প্রসারণের যুগে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর শুরু নাগাদ পুঁজিবাদের সেই পুরানো পর্বের অবসান হল। তখন মার্কস ও এঙ্গেলস আর জীবিত ছিলেন না। এটা প্রণিধানযোগ্য যে, পুঁজিবাদের পুরানো পর্যায়ের পরিণতিতে, বিকাশেরও সাম্রাজ্যবাদী, একচেটিয়া পর্যায়ের পরিণতিতে—যখন পুঁজিবাদের আকস্মিক ও প্লাবনসৃষ্টিকারী বিকাশ তার স্বচ্ছন্দ ক্রমবিকাশকে অনুসরণ করে, যখন বিকাশের অসমতা ও পুঁজিবাদের স্ববিরোধিতাসমূহ বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং যখন পুঁজিবাদের চূড়ান্ত অসমতার পরিস্থিতিসমূহে বাজার এবং পুঁজি রপ্তানীর জন্য সংগ্রাম বিশ্বের পর্যাবৃত্ত পুনর্বিভাজন এবং প্রভাবের ক্ষেত্রসমূহের জন্য পুনরাবৃত্ত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধসমূহ অপরিহার্য করে তোলে, তখন যে পুঁজিবাদের উদ্ভব হয় তার বিকাশের পক্ষে নতুন নতুন অবস্থা মার্কস ও এঙ্গেলস মাত্র অনুমান করতে পেরেছিলেন।

এখানে লেনিন যে কর্ম সম্পাদন করেছিলেন—এবং সুতরাং তাঁর নতুন অবদান—তা হল এই যে লেনিন ক্যাপিটালের মৌলিক নীতি-সমূহের ভিত্তিতে পুঁজিবাদের শেষ পর্যায় হিশেবে সাম্রাজ্যবাদের একটি বাস্তব-যাথিত মার্কসীয় বিশ্লেষন করেন এবং তার দূষিত ক্ষত ও তার অপরিহার্য বিনাশের অবস্থাসমূহ উন্মোচিত করেন। সেই বিশ্লেষণ লেনিনের তত্ত্বের ভিত্তি রচনা করে যে সাম্রাজ্যবাদের পরিস্থিতিতে, পৃথকভাবে গৃহীত, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পুঁজিবাদী দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রশ্ন।

শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক শাসন এবং বলপ্রয়োগের মাধ্যমে পুঁজির ক্ষমতা উৎখাত করার পদ্ধতি হিশেবে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের মৌলিক ধ্যানধারণা মার্কস ও এঙ্গেলস উপস্থাপিত করেন।

এই ক্ষেত্রে লেনিনের নতুন অবদান ছিল :

(ক) সোভিয়েত ব্যবস্থাকে তিনি শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সর্বোৎকৃষ্ট রূপ হিশেবে আবিষ্কার করেন, এর জন্য তিনি প্যারি কমিউন এবং রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা কাজে লাগান।

(খ) পরিচালক হিশেবে শ্রমিকশ্রেণী এবং পরিচালিত হিশেবে অশ্রমিকশ্রেণী সমূহের (কৃষকসমাজ ইত্যাদি) শোষিত ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে শ্রেণী-মৈত্রীর একটি বিশেষ রূপ হিশেবে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে বিশ্লেষণ করে তিনি শ্রমিকশ্রেণীর মিত্রসমূহের সমস্যার দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সূত্র বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন।

(গ) তিনি এই ঘটনার ওপর বিশেষ জোর দেন যে, পুঁজিবাদী গণতন্ত্র যা কিনা সংখ্যালঘুদের (শোষকদের) স্বার্থ প্রকাশ করে তার তুলনামূলক বৈপরীত্যে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হল শ্রেণীসমাজে গণতন্ত্রের উচ্চতম বিশিষ্ট রূপ, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের রূপ, যা সংখ্যালঘুদের (শোষিতদের) স্বার্থ প্রকাশ করে।

তৃতীয়তঃ, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সময়কালে, পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণপর্বে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক পরিবেষ্টিত একটি দেশে সাফল্যের সঙ্গে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার ধরণ এবং পদ্ধতিসমূহের প্রশ্ন।

বিপ্লবী সংঘর্ষ এবং গৃহযুদ্ধে পরিপূর্ণ একটি কমবেশী দীর্ঘস্থায়ী সময়পর্ব হিশেবে মার্কস ও এঙ্গেলস শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সময়কালকে গণ্য করেন, এই সময়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে শ্রমিকশ্রেণী পুরানো পুঁজিবাদী সমাজের পরিবর্তে একটি নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ, শ্রেণীহীন ও রাষ্ট্রহীন একটি সমাজসৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনিক উপায়সমূহ অবলম্বন করবে। মার্কস ও এঙ্গেলসের এই মৌলিক নীতিসমূহের উপর লেনিন সমগ্র এবং পরিপূর্ণভাবে নিজেকে স্থাপিত করেছিলেন।

এই ক্ষেত্রে লেনিনের নতুন অবদান ছিল :

(ক) তিনি প্রমাণ করেন যে, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির দ্বারা পরিবেষ্টিত শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের দেশে একটি সম্পূর্ণ সমাজ গড়ে তোলা যেতে পারে, যদি কিনা চতুর্দিকে পরিবেষ্টনকারী পুঁজিবাদী দেশগুলির সামরিক হস্তক্ষেপের দ্বারা সেই দেশটি শ্বাসরুদ্ধ না হয়.

(খ) তিনি অর্থনৈতিক নীতির (নয়া অর্থনৈতিক নীতি) বাস্তব কর্মপন্থা-সমূহ রচনা করেন যার দ্বারা অর্থনৈতিক মূল অবস্থানসমূহের (শিল্প, জমি, যানবহন. ব্যাঙ্ক ইত্যাদি) দখলদার হয়ে শ্রমিকশ্রেণী সমাজতান্ত্রিকতায় পর্যবসিত শিল্পকে কৃষির সঙ্গে সংযুক্ত করে ('শিল্প এবং কৃষি অর্থনীতির সংযোগ') এবং এইভাবে সমগ্র জাতীয় অর্থনীতিকে সমাজতন্ত্রের দিকে পরিচালিত করে,

(গ) সমবায়গুলির মাধ্যমে কৃষক সমাজের প্রধান ব্যাপক কৃষক সাধারণকে ক্রমশঃ পরিচালিত করা এবং তাদের সমাজতান্ত্রিক নির্মাণযজ্ঞের খাতে টেনে আনার বাস্তব পন্থাসমূহ তিনি রচনা করেন, সমবায়গুলি শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের আওতায় ক্ষুদ্র কৃষি-অর্থনীতির রূপান্তরণের এবং কৃষক সমাজের প্রধান ব্যাপক কৃষকসাধারণকে সমাজতন্ত্রের আদর্শে পুনর্শিক্ষিত করে তোলার পক্ষে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী হাতিয়ার।

চতুর্থতঃ, বিপ্লবে, প্রতিটি জনপ্রিয় বিপ্লবে, জারতন্ত্র এবং পুঁজিবাদী উভয়ের বিরুদ্ধে বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের প্রশ্ন।

মার্কস ও এঙ্গেলস শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের ধারণার প্রধান প্রধান রূপরেখা দিয়েছিলেন। এই ক্ষেত্রে লেনিনের নতুন অবদান হল এই যে তিনি এই সমস্ত রূপরেখাকে একটি সমন্বয়পূর্ণ প্রথায় এবং শুধুমাত্র জারতন্ত্র ও পুঁজিবাদ উৎখাত করায় নয়, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অধীনে সমাজ-তন্ত্র গড়ে তোলাতেও শহর ও গ্রামাঞ্চলে শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণের ওপর নেতৃত্বের একটি সমন্বয়পূর্ণ প্রথায় আরও বিকশিত ও সম্প্রসারিত করেন।

আমরা জানি যে, লেনিন ও তাঁর পার্টির কল্যাণে, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের ধারণা দক্ষতাপূর্ণ পদ্ধতিতে রাশিয়ায় প্রযুক্ত হয়েছিল। প্রসঙ্গত, এইটেই ব্যাখ্যা করে রাশিয়ায় বিপ্লব কেন শ্রমিকশ্রেণীকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

অতীতে, ঘটনাসমূহ সাধারণত নিম্নোক্ত পথ ধরে চলত, বিপ্লবের সময় শ্রমিকেরা ব্যারিকেডে যুদ্ধ করত, তাদেরই রক্তপাত হতো এবং তারাই পুরানো প্রথাকে ধ্বংস করত, কিন্তু, ক্ষমতা গিয়ে পড়ত বুর্জোয়াদের হাতে, তারা তখন শ্রমিকদের নিপীড়ন ও শোষণ করত। ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে তাই ঘটেছিল। যেরকমটি ঘটেছিল জার্মানিতেও। কিন্তু, এখানে রাশিয়ায় ঘটনা পৃথক মোড় নিল। রাশিয়ায় শ্রমিকেরা শুধুমাত্র বিপ্লবের দুঃসাধ্য ও দুঃসাহসিক আক্রমণের বাহিনী ছিল না। বিপ্লবের দুঃসাধ্য ও দুঃসাহসিক আক্রমণের বাহিনী হওয়ার সংগে একই সময়ে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী, শহর ও গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক শোষিত জনসাধারণকে বুর্জোয়াদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এবং রাজনৈতিকভাবে বুর্জোয়াদের বিচ্ছিন্ন করে ও শোষিত জনসাধারণকে নিজের চারিপাশে জড়ো করে কর্তৃত্বলাভের জন্য, শোষিত জনসাধারণের ওপর রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালায় এবং ব্যাপক শোষিত জনসাধারণের নেতা হওয়ার সময়ে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে নিজের হাতে ক্ষমতা গ্রহণ করা এবং নিজের স্বার্থে তাকে সদ্ব্যবহার করার জন্য সংগ্রাম করে। এটাই প্রকৃতপক্ষে ব্যাখ্যা করে কেন রাশিয়ায় বিপ্লবের প্রতিটি শক্তিশালী অভ্যুদয় —১৯০৫ সালের এবং ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে—ক্ষমতার পুরানো যন্ত্র, বুর্জোয়া পার্লামেন্ট যার কাজ হল শ্রমিকশ্রেণীকে দমন করা, তার বিরুদ্ধে ক্ষমতার নতুন যন্ত্র যার হল বুর্জোয়াদের দমন করা, তার সূত্রপাত হিশেবে রঙ্গমঞ্চে শ্রমিক ডেপুটিদের সোভিয়েতসমূহের আবির্ভাব ঘটিয়েছিল।

রাশিয়ার বুর্জোয়ারা বুর্জোয়া পার্লামেন্ট পুনপ্রতিষ্ঠিত করতে এবং সোভি-য়েতসমূহের অবসান ঘটাতে দুবার চেষ্টা করেছিল : ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর, প্রাক্পার্লামেন্টের সময়ে, বলশেভিকদের দ্বারা ক্ষমতা দখলের পূর্বে এবং ১৯১৮ সালের জানুয়ারী মাসে, সংবিধান পরিষদের সময়ে, শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা ক্ষমতা দখলের পরে, কিন্তু দুবারই বুর্জোয়ারা পরাজয় বরণ করে। কেন? যেহেতু বুর্জোয়ারা ইতিমধ্যেই রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, যেহেতু বিরাট ব্যাপক শ্রমজীবী জনসাধারণ শ্রমিকশ্রেণীকে বিপ্লবের একমাত্র নেতা হিশেবে গণ্য করেছিল, এবং যেহেতু তাদের শ্রমিক দের নিজস্ব সরকার হিশেবে সোভিয়েতসমূহ ইতিমধ্যে ব্যাপক জন-সাধারণ কর্তৃক ব্যবহৃত এবং পরীক্ষিত হয়েছিল, সেগুলির পরিবর্তে বুর্জোয়া পার্লামেন্ট বিনিময় করা শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে হতো আত্মহত্যার সামিল। সেইহেতু, এটা বিস্ময়কর নয় যে, রাশিয়ায় বুর্জোয়া পার্লামেন্টবাদ শিকড় গাড়েনি। এর জন্যই রাশিয়ার বিপ্লবের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর শাসনের উদ্ভব ঘটে।

বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের লেনিনের প্রথার প্রয়োগের পরিণতিসমূহ ছিল এরূপই।

পঞ্চমতঃ, জাতীয় এবং ঔপনিবেশিক প্রশ্ন। তাঁদের সমকার আয়ার্ল্যাণ্ড, ভারত, চীন, মধ্য ইউরোপীয় দেশসমূহ, পোল্যাণ্ড এবং হাঙ্গেরীর ঘটনা বিশ্লেষণ করে মার্কস ও এঙ্গেলস জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নে মৌলিক ও প্রারম্ভিক ধারণাগুলি জুগিয়ে দেন। তাঁর রচনাবলীতে লেনিন নিজেকে ঐ সব ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন।

এই ক্ষেত্রে লেনিনের নতুন অবদান ছিল :

(ক) সাম্রাজ্যবাদের যুগে জাতীয় ও ঔপনিবেশিক বিপ্লবসমূহের প্রশ্নে তিনি ঐ সমস্ত ধারণাকে মতামতের একটি সমন্বয়পূর্ণ মতবাদে ঐক্যবদ্ধ করেন,

(খ) তিনি জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নকে সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করার প্রশ্নের সঙ্গে সংযুক্ত করেন,

(গ) জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নকে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের সাধারণ প্রশ্নের একটি উপাদানমূলক অংশ হিশেবে তিনি ঘোষণা করেন।

সর্বশেষে, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির প্রশ্ন। মার্কস ও এঙ্গেলস শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনী হিশেবে পার্টির প্রশ্নে প্রধান প্রধান রূপরেখা অঙ্কন করেন, যা (পার্টি) ব্যতিরেকে কি ক্ষমতা দখলের অর্থে, অথবা পুঁজিবাদী সমাজ রূপান্তরিত করার অর্থে শ্রমিকশ্রেণী তার মুক্তি অর্জন করতে পারে না।

এই ক্ষেত্রে লেনিনের নতুন অবদান ছিল এই যে, সাম্রাজ্যবাদের যুগে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের নতুন নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে তিনি সেইসব রূপরেখা আরও বিকশিত করেন এবং দেখান :

(ক) শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনের অন্যান্য রূপের (ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায়, রাষ্ট্রিয় সংগঠন) তুলনায় পার্টি হল শ্রেণী-সংগঠনের উচ্চতম রূপ, পার্টির কাজ হল এদের কার্যকলাপের সাধারণ রূপ দেওয়া ও তাকে পরিচালিত করা,

(খ) একনায়কত্বের পরিচালিকাশক্তি হিশেবে পার্টির মাধ্যমেই একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব বাস্তবায়িত করা যেতে পারে,

(গ) কেবলমাত্র একটি পার্টি কম্যুনিষ্ট পার্টির দ্বারা পরিচালিত হলেই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সম্পূর্ণ হতে পারে, এই পার্টি অন্যান্য পার্টিকে নেতৃত্বের অংশ দেয় না এবং অতি অবশ্যই তা দেবে না,

(ঘ) পার্টিতে লৌহদৃঢ় শৃংখলা না থাকলে, শোষকদের দমন করা এবং শ্রেণীসমাজকে সমাজতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরিত করার ব্যাপারে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের করণীয় কাজসমূহ সম্পাদন করা যায় না।

মার্কসের শিক্ষার বাস্তব রূপ দিয়ে এবং সাম্রাজ্যবাদের যুগে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের নতুন নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে সেই শিক্ষাকে আরও বিকশিত করে তাঁর রচনাবলীতে মোটের ওপর এই-ই হল লেনিনের নতুন অবদান।

এর জন্যই আমরা বলি, লেনিনবাদ হল সাম্রাজ্যবাদ এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের যুগের মার্কসবাদ।

এ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে লেনিনবাদকে মার্কসবাদ থেকে পৃথক করা যায় না, আরও কম যায় তাকে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে রেখে সমভার করা।

প্রতিনিধিমণ্ডলীর দ্বারা উপস্থাপিত প্রশ্নে আরও বলা হয়েছে :

'এটা বলা কি ঠিক হবে যে লেনিন বিশ্বাস করতেন "সৃজনশীল বিপ্লবে", কিন্তু তদ্বিপরীতে অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের সর্বোচ্চ সীমায় পৌছানোর প্রতি মার্কসের মনোভাব ছিল অধিকতর অনুকূল ?

আমি মনে করি এটা বলা সম্পূর্ণ ভুল হবে. আমি মনে করি, একটা লোকায়ত বিপ্লব, যদি তা সত্যসত্যই একটা লোকায়ত বিপ্লব হয়, তাহলে তা একটা সৃজনশীল বিপ্লবও, কারণ তা পুরানো ব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে নতুন ব্যবস্থা সৃষ্টি করে।

অবশ্য সেই সব 'বিপ্লবে'—যদি অবশ্য সেগুলিকে বিপ্লব বলা যায়—কিছুই সৃজনশীল থাকে না, যা সময় সময় কতকগুলি পশ্চাদপদ দেশে ঘটে, অন্য উপজাতির বিরুদ্ধে একটি উপজাতির খেলনার মতো 'অভ্যুত্থানের' আকারে। কিন্তু মার্কসবাদীরা কখনোই এরূপ খেলার মতো 'অভ্যুত্থান-গুলিকে' বিপ্লব হিশেবে গণ্য করেনি। স্পষ্টতই এরূপ সব 'অভ্যুত্থানের' প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হল একটি ব্যাপক লোকায়ত বিপ্লবের, যেখানে নিপীড়িত শ্রেণীসমূহ নিপীড়ক শ্রেণীসমূহের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করে। এরূপ বিপ্লব সৃজনশীল না হয়ে পারে না। মার্কস ও লেনিন যথার্থতঃ এরূপ বিপ্লবকে, কেবলমাত্র এরূপ বিপ্লবকেই সমর্থন করেছিলেন, এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে এরূপ বিপ্লব সমস্ত পরিস্থিতিতে সংঘটিত হতে পারে না, তা ঘটতে পারে একমাত্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রকৃতির সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে।

কমিউনিজম এবং ধর্মসংক্রান্ত বিশ্বাস

প্রশ্ন : আমরা জানি কিছু কিছু ভাল কম্যুনিষ্ট কম্যুনিষ্ট পার্টির এই দাবীর সঙ্গে একমত নয় যে সমস্ত নতুন সদস্যদের অবশ্যই নাস্তিক হতে হবে, যেহেতু প্রতিক্রিয়াশীল যাজক সম্প্রদায়কে এখন দমন করা হয়েছে। এমন একটি ধর্ম যা বিজ্ঞানের সমস্ত শিক্ষাকে সমর্থন করে এবং কমিউনিজমের বিরোধিতা করে না, কম্যুনিষ্ট পার্টি কি ভবিষ্যতে এরূপ একটি ধর্মের প্রতি নিরপেক্ষ মনোভাব নিতে পারবে ?

পার্টি সদস্যদের ধর্ম-সংক্রান্ত বিশ্বাস যদি তাঁদের পার্টির প্রতি আনুগত্যের সঙ্গে সংঘর্ষে না আসে তাহলে ভবিষ্যতে কি আপনি পার্টি সদস্যদের এরূপ ধর্মসংক্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করতে অনুমতি দেবেন ?

উত্তর : এই প্রশ্নে কতকগুলি ভুল আছে।

প্রথমতঃ প্রতিনিধিবর্গ এখানে যেরূপ উল্লেখ করছেন, আমি এরূপ কোন 'ভাল কম্যুনিষ্টদের' কথা জানি না। এটা সন্দেহপূর্ণ যে এরূপ কোন কম্যুনিষ্ট আদৌ আছে কিনা।

দ্বিতীয়তঃ, আমি অবশ্যই বর্ণনা করব যে, আনুষ্ঠানিকভাবে বলতে গেলে, পার্টিতে সদস্যদের গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আমাদের এমন কোন শর্ত নেই যাতে প্রয়োজন হয় যে, পার্টি-সদস্যপদ প্রার্থীকে অপরিহার্যরূপে একজন নাস্তিক হতে হবে। আমাদের পার্টিতে ঢুকবার শর্তগুলি হল : পার্টির কর্মসূচী ও বিধি নিয়ম মেনে নেওয়া, পার্টি ও তার সংস্থাসমূহের সিদ্ধান্তসমূহের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য স্বীকার, সদস্যপদের চাঁদা দেওয়া, পার্টির কোন একটি সংগঠনে সদস্যপদ গ্রহণ।

একজন প্রতিনিধি : প্রায়ই আমার চোখে পড়ে যে ভগবানে বিশ্বাস করার জন্য সদস্যদের পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়।

স্তালিন : আমাদের পার্টির সদস্যপদ সংক্রান্ত শর্তসমূহ সম্পর্কে আগেই যা বলেছি আমি কেবলমাত্র তা পুনরাবৃত্তি করতে পারি। আমাদের অন্য কোন শর্ত নেই।

এর অর্থ কি এই যে পার্টি ধর্ম সম্পর্কে নিরপেক্ষ ? না, তা নয়। ধর্ম-সংক্রান্ত কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে আমরা প্রচার করি, প্রচার করে যেতে

থাকব। আমাদের দেশের আইন স্বীকার করে যে, প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম গ্রহণ করার অধিকার রয়েছে। এটা হল প্রতিটি ব্যক্তিবিশেষের বিবেকের বিষয়। ঠিক এই জন্যই আমরা রাষ্ট্র থেকে গির্জাকে পৃথক করেছিলাম। কিন্তু রাষ্ট্র থেকে গির্জাকে পৃথক করা এবং বিবেকের স্বাধীনতা ঘোষণা করার সময় যুক্তিতর্ক, প্রচার এবং আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিটি নাগরিকের ধর্ম, সমস্ত ধর্মের সঙ্গে লড়াই করবার অধিকার আমরা বজায় রেখেছিলাম। পার্টি ধর্ম সম্পর্কে নিরপেক্ষ হতে পারে না এবং সমস্ত ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে পার্টি ধর্ম বিরোধী প্রচার পরিচালনা করে, কেন না পার্টি বিজ্ঞানের সমর্থক তার বিপরীতে, ধর্ম সংক্রান্ত কুসংস্কারসমূহ বিজ্ঞানের বিরোধিতা করে চলে, কেন না সমস্ত ধর্ম হল বিজ্ঞানের বিরোধী। আমেরিকায় যে সমস্ত ঘটনা ঘটে—সেখানে ডারউইনবাদীরা সম্প্রতি আদালতে অভিযুক্ত হয়েছিলেন[৩]—সেরূপ ঘটনা এখানে ঘটতে পারে না, কেন না পার্টি সর্বরকমে বিজ্ঞানকে রক্ষা করার নীতি অনুসরণ করে।

পার্টি ধর্মীয় কুসংস্কারগুলি সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকতে পারে না এবং পার্টি এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচার আন্দোলন চালিয়ে যাবে, কেন না তাই হল প্রতিক্রিয়াশীল যাজকদের প্রভাব ধ্বংস করার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়, এই যাজকেরা শোষক শ্রেণীগুলিকে সমর্থন করে এবং এই শ্রেণীগুলির প্রতি বশ্যতা স্বীকারের প্রচার করে।

পার্টি ধর্মীয় কুসংস্কারসমূহের প্রচারকদের এবং প্রতিক্রিয়াশীল যাজকদের সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকতে পারে না। এরা ব্যাপক মেহনতী জনগণের মন বিষাক্ত করে।

আমরা কি প্রতিক্রিয়াশীল যাজকদের নিপীড়ন করেছি? হাঁ, আমরা তা করেছি। একমাত্র দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার এই যে তারা এখনো সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়নি। ধর্ম বিরোধী প্রচার হল সেই উপায় যার মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াশীল যাজকদের নিশ্চিহ্ন করা সম্পূর্ণরূপে সাধিত হবে। কখনো কখনো এমন সব ঘটনা ঘটে যখন কিছু কিছু পার্টি সদস্য ধর্ম বিরোধী প্রচার আন্দোলনের পরিপূর্ণ অগ্রগতিকে ব্যাহত করে। এরূপ সদস্যদের পার্টি থেকে বের করে দেওয়া হলে কাজটা বেশ ভালই হয়, কেন না আমাদের পার্টিসদস্যদের সারিতে এই ধরণের কম্যুনিষ্টদের জায়গা নেই।

ইতিহাস সৃষ্টিতে ব্যক্তির ভূমিকা

জার্মান লেখক এমিল লুডভিগের সঙ্গে আলাপ

১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৩১

লুডভিগ: মার্কসবাদ অস্বীকার করে যে, ব্যক্তি ইতিহাসে এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা এবং সর্বোপরি ইতিহাস খ্যাত ব্যক্তিদের যে বিশিষ্ট ভূমিকাকে আপনি স্বীকার করছেন সেই ঘটনার মধ্যে আপনি কি একটা দ্বন্দ্ব দেখতে পাচ্ছেন না?

স্তালিন: না, এখানে কোন দ্বন্দ্ব নেই। মার্কসবাদ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভূমিকাকে বা ইতিহাস যে জনগণের দ্বারা তৈরী তা আদৌ অস্বীকার করে না। মার্কসের 'পভার্টি অফ ফিলসফি'[১] এবং তার অন্যান্য লেখায় আপনি দেখবেন, সেখানে বলা হয়েছে যে, জনগণই ইতিহাস তৈরী করে। কিন্তু এটাও ঠিক, জনগণ তাদের কল্পনার ইঙ্গিত অনুসারে বা তাদের যা কিছু খেয়াল চাপলো সেই মতো ইতিহাস তৈরি করে না। প্রত্যেক নতুন প্রজন্মকেই ইতিমধ্যে বিদ্যমান নির্দিষ্ট পরিবেশের সম্মুখীন হতে হয়, যা সেই প্রজন্ম সৃষ্টি হওয়ার সময়েই সদা প্রস্তুত অবস্থায় থেকে যায়। আর মহান ব্যক্তিরা যা কিছু মূল্য মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকেন তা শুধু এই মাত্রায় যে, তারা এই সব পরিবেশ যথাযথভাবে অনুধাবন করতে ও সেগুলোকে কিভাবে বদলানো যায় তা বুঝতে সক্ষম হন। এই সব পরিবেশ অনুধাবন করতে যদি তারা ব্যর্থ হন এবং সেগুলোকে তাদের কল্পনার ইঙ্গিত অনুসারে পালটাতে যান তাহলে তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ডন কুইকসোটের অবস্থায় টেনে নামাবেন। সুতরাং এটা ঠিক মার্কসেরই বক্তব্য যে, জনগণকে কখনোই পরিবেশের বিপরীতে উপস্থিত করা চলবে না। জনগণই ইতিহাস তৈরী করে, কিন্তু তারা তা করে শুধু এই মাত্রায় যে, তারা সদা প্রস্তুত অবস্থায় যে সব পরিবেশ দেখেছে সেগুলোকে যথাযথভাবে অনুধাবন করে এবং শুধু এই মাত্রায় যে সে সব পরিবেশ কিভাবে বদলাতে হয় তা তারা বোঝে। অন্তত আমরা রুশ বলশেভিকরা মার্কসকে এভাবেই বুঝি। আর বেশ বহু বছর ধরেই তো আমরা মার্কসকে অধ্যয়ন করে আসছি।

লুডভিগ: প্রায় তিরিশ বছর আগে, আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম, অনেক জার্মান অধ্যাপক—যারা নিজেদের ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার অনুগামী বলে মনে করতেন, তারা আমাদের শিখিয়েছিলেন যে মার্কসবাদ বীরের ভূমিকাকে, ইতিহাসে বীরসুলভ ব্যক্তিত্বের ভূমিকাকে অস্বীকার করে।

স্তালিন: তারা ছিলেন মার্কসবাদের বিকৃতিকারক। মার্কসবাদ কখনোই বীরের ভূমিকাকে অস্বীকার করেনি। বরং তা স্বীকার করে যে, তারা একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে, অবশ্য আমি এইমাত্র যে সব শর্তের উল্লেখ করলাম সেই সব শর্তসাপেক্ষে।

লুডভিগ: আমরা যে টেবিলের পাশে বসেছি তার চারধারে ষোলটা চেয়ার সাজানো হয়েছে। বিদেশের মানুষ একদিকে জানে যে ইউ.এস.এস.আর. হলো এমন দেশ যেখানে সব কিছুই স্থিরীকৃত হয় সমষ্টিগতভাবে, কিন্তু অন্যদিকে তারা জানে যে, সমস্ত কিছুই একক ব্যক্তির দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধান্ত নেয় কে?

স্তালিন: না, একক ব্যক্তিরা সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। ব্যক্তির সিদ্ধান্ত সব সময়েই, কিংবা প্রায় সব সময়েই একপেশে সিদ্ধান্ত হতে বাধ্য। প্রত্যেক কলোজিয়ামে, প্রত্যেক যৌথ সংস্থায় এমন মানুষ আছেন যাদের মতামতকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। প্রত্যেক কলোজিয়ামে, প্রত্যেক যৌথ সংস্থায় এমন মানুষ থাকেন যারা ভুল মতামত ব্যক্ত করতে পারেন। তিনটে বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে, যৌথভাবে পরীক্ষা ও সংশোধন না করে এককভাবে ব্যক্তিদের দ্বারা নেওয়া প্রতি ১০০টা সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রায় ৯০টাই হয় একপেশে।

আমাদের নেতৃস্থানীয় সংস্থা—আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি—যা আমাদের সমস্ত সোভিয়েত ও পার্টি সংগঠনকে পরিচালনা করে তাতে

প্রায় ৭০ জন সদস্য আছেন। কেন্দ্রীয় কমিটির এই ৭০ জন সদস্যের মধ্যে আছেন আমাদের সবচাইতে ভাল শিল্প-নেতারা, আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট সমবায়-নেতারা, আমাদের সর্বোত্তম সরবরাহ-পরিচালকরা, আমাদের সবচাইতে ভাল সামরিক ব্যক্তিরা, আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট প্রচারক ও বিক্ষোভ সংগঠকেরা, রাষ্ট্রীয় খামার, যৌথ খামার, ব্যক্তিগত কৃষক খামারের ব্যাপারে আমাদের সর্বোত্তম বিশেষজ্ঞরা, সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠনকারী জাতিগুলো ও জাতীয় নীতি বিষয়ে আমাদের সবচাইতে ভালো বিশেষজ্ঞরা। আমাদের পার্টির সমস্ত চিন্তা-চেতনা এই মহতী শীর্ষ-সভায় কেন্দ্রীভূত। প্রত্যেকের সুযোগ রয়েছে যে-কোনও সদস্যের ব্যক্তিগত মতামত বা প্রস্তাব সংশোধনের। প্রত্যেকেরই সুযোগ রয়েছে তার নিজের অভিজ্ঞতা প্রদানের। অবস্থাটা যদি এরকম না হতো, একক ব্যক্তিদের দ্বারা যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো, তাহলে আমাদের কাজে খুবই গুরুতর ভুল হতো। কিন্তু যেহেতু একক ব্যক্তিদের ভুল সংশোধনে প্রত্যেকেরই একটা সুযোগ রয়েছে এবং সে সব সংশোধনকে আমরা গুরুত্বও দিয়ে থাকি, তাই আমরা এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হই যা মোটামুটি সঠিক।

সমানীকরণ (ইক্যুইলিজেশন) প্রসঙ্গে

লুডভিগ : সাধারণ সমানীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে এক বিদ্রূপাত্মক অর্থের আভাস দিয়ে আপনি ''মজুরী সমানীকরণ''-এর কথা বলেন! কিন্তু সাধারণ সমানীকরণ নিশ্চয়ই এক সমাজতান্ত্রিক আদর্শ।

স্তালিন : এ রকম সমাজতন্ত্র, যেখানে প্রত্যেকে সমান মজুরি পাবে, সমান পরিমাণ মাংস ও সমান পরিমাণ রুটি পাবে, সমান পোশাক পরবে এবং সমান জিনিস সমান পরিমাণে গ্রহণ করবে এমন একটা সমাজতন্ত্র মার্কসবাদের জানা নেই।

মার্কসবাদ যা-কিছু বলে তা হলো যে, যতোদিন না শ্রেণীগুলো পুরোপুরিভাবে উৎখাত হচ্ছে এবং যতোদিন না শ্রমকে জীবিকার এক মাধ্যম থেকে মানুষের প্রধান চাহিদায়, সমাজের ঐচ্ছিক শ্রমে রূপান্তরিত করা যাচ্ছে, ততোদিন মানুষকে সম্পন্ন কাজ অনুসারে শ্রমের মূল্য দেওয়া হবে। ''প্রত্যেকের তার নিজের সামর্থ্য অনুসারে, প্রত্যেককে তার নিজের কাজ অনুসারে।'' এটাই হলো সমাজতন্ত্রের মার্কসবাদী সূত্র, অর্থাৎ সাম্যবাদের প্রথম পর্যায়ের সাম্যবাদী সমাজের প্রথম পর্যায়ের সূত্র।

একমাত্র সাম্যবাদের উচ্চতর পর্যায়ে, একমাত্র তার উচ্চতর স্তরেই নিজের সামর্থ্য অনুসারে কর্মরত প্রত্যেকের তার কাজের জন্য তার প্রয়োজন অনুসারে মূল্য দেওয়া হবে। 'প্রত্যেককে তার সামর্থ্য অনুসারে, প্রত্যেককে তার নিজের প্রয়োজন অনুসারে।''

এটা খুব পরিষ্কার যে, জনগণের প্রয়োজনের তারতম্য ঘটে এবং সমাজতন্ত্রেও তার তারতম্য অব্যাহতভাবে ঘটবে। সমাজতন্ত্র কখনোই অস্বীকার করছে না যে জনগণের মধ্যে রুচির আর তাদের প্রয়োজনের ক্ষেত্র পরিমাণের ও গুণের পার্থক্য থাকে। লক্ষ্য করুন মার্কস কিভাবে স্টারনারকে সমানীকরণের প্রতি তার ঝোঁকের জন্য সমালোচনা করেছিলেন, ১৮৭৫ সালের গোথা প্রোগ্রামের* ওপর মার্কসের সমালোচনা পড়ে দেখুন, মার্কস এঙ্গেলস ও লেনিনের পরবর্তী লেখাগুলো পড়ুন, আর আপনি দেখবেন কি তীক্ষ্ণভাবে তারা সমানীকরণ চিন্তাকে আক্রমণ করেছেন। সমানীকরণ ভাবনার উৎস হলো ব্যক্তিকেন্দ্রিক কৃষক ধরণের মানসিকতা, ভাগ করার এবং সমান অংশে ভাগ করার মনোবৃত্তি আদিম কৃষক ''সাম্যবাদ''-এর মনোবৃত্তি। সমানীকরণের সঙ্গে মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের বিন্দুমাত্র মিল নেই। একমাত্র যে-সব মানুষ মার্কসবাদের সঙ্গে অপরিচিত তাদেরই এই আদিম ধারণা থাকতে পারে যে রুশ বলশেভিকরা সমস্ত সম্পদকে এক জায়গায় জড়ো করতে চায় এবং তারপর সমান ভাগে ভাগ করতে চায়। এটা হচ্ছে যাদের সঙ্গে মার্কসবাদের কোনও যোগ নেই সেই সব মানুষের ধারণা।

রবার্ট ওয়েনের এবং ফরাসী বিপ্লবের সময়কার আদিম ''কমিউনিস্টদের'' মতো এই সব মানুষ নিজেদের কাছে এইভাবেই সাম্যবাদকে চিত্রিত করে কিন্তু এই ধরনের সমানীকরণবাদী ''কমিউনিস্টদের'' সঙ্গে মার্কসবাদ ও রুশ বলশেভিকদের কোনও মিলই নেই।

ভাগ্য প্রসঙ্গে

লুডভিগ : আমার প্রশ্ন হলো নিম্নরূপ : আপনি অনেক সময়েই অনেক ঝুঁকি আর বিপদের রাস্তা নিয়েছেন। আপনি নির্যাতিত হয়েছেন। অনেক যুদ্ধে আপনি অংশ নিয়েছেন। আপনার অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু শেষ হয়ে গেছেন। এটা কিভাবে আপনি ব্যাখ্যা করেন? আর আপনি কি ভাগ্যে বিশ্বাস করেন?

স্তালিন : না, আমি করি না। বলশেভিকরা, মার্কসবাদীরা ''ভাগ্যে'' বিশ্বাস করে না। ভাগ্যের, ''শিকসাল'' (Schicksal)-এর ধারণাটাই হলো একটা সংস্কার, একটা অলীক ব্যাপার, পৌরাণিক একটা অবশেষ চিন্তা, যেমন প্রাচীন গ্রীকদের পৌরাণিক কথায়—যাদের এক ভাগ্যদেবী সেখানে মানুষের ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রণ করতেন বলে বলা হয়।

লুডভিগ : অর্থাৎ বলা যায় যে, আপনি যে মারা যাননি সেটা এক আকস্মিক ব্যাপার?

স্তালিন : অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্য অনেক কারণ আছে, যার মিলিত ফলশ্রুতি হলো যে, আমি শেষ হয়ে যাইনি। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণভাবে আলাদা ব্যাপার, অন্য আর একজন আমার জায়গায় থাকতে পারতেন, কারণ কাউকে না কাউকে তো সে জায়গায় অবশ্যই থাকতে হতো। ''ভাগ্য'' হলো এমন একটা জিনিষ যা প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, একটা কিছু রহস্যজনক। আমি তো রহস্যবাদে বিশ্বাস করি না। বিপদ কেন আমায় অক্ষত রেখে গেল তার কারণ অবশ্য আছে। কিন্তু অন্যান্য অনেক কারণে অন্যান্য অনেক আকস্মিক পরিস্থিতি ঘটতে পারতো যা সম্পূর্ণ এক বিপরীত পরিণতিও ডেকে আনতে পারতো। এ ব্যাপারে তথাকথিত ভাগ্যের কোনো হাত নেই।

বুদ্ধিজীবী স্তরের প্রতি কমিউনিস্টদের মনোভাব

[এইচ, জি, ওয়েলসের সঙ্গে আলাপ]

ওয়েলস : বড়লোক আর গরিব, মানুষ অত সোজাসুজি শ্রেণীবিভাগ করায় আমি আপত্তি করি। অবিশ্যি এক ধরণের লোক আছে যারা কেবলমাত্র মুনাফা উপায়ের চেষ্টা করে। কিন্তু এখানে যেমন, তেমনিই পশ্চিম ইওরোপেও কি এই সব লোককে ঘৃণা করে না? পশ্চিম ইউরোপেও কি এমন অনেক লোক নেই যাদের কাছে মুনাফা লাভই চরম উদ্দেশ্য নয়, যাদের কিছু অর্থ-সম্পদ আছে বটে, যারা টাকা খাটিয়ে কিছু আয় করতে চায় বটে, কিন্তু সেটাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য নয়। টাকা খাটানোটা তারা

* মার্কস ও এঙ্গেলস, নির্বাচিত রচনাবলী, প্রথমখণ্ড

নিতান্তই অসুবিধাজনক দায় বলে মনে করে। এমন অনেক দক্ষ এবং কর্মঠ ইঞ্জিনীয়ার, শিল্পী এবং সংগঠক কি নেই যাদের কাজকর্মের পেছনে মুনাফা ছাড়া অন্য কিছুর প্রেরণা আছে? আমার মতে এমন অনেক যোগ্য লোক আছে যারা স্বীকার করে যে, বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো নয়। ভবিষ্যৎ ধনতান্ত্রিক সমাজে এরা নিশ্চয়ই মহত্তর অংশ নেবে। গত কয়েক বছর ধরে আমি অনেক ইঞ্জিনীয়ার, বিমান চালক, যুদ্ধ বিশারদ প্রভৃতির কাছে সমাজতন্ত্রবাদ ও বিশ্বমৈত্রীর স্বপক্ষে প্রচার করে এসেছি। এদের মহলে আপনার দুই ভাগে ভাগ করা শ্রেণী-সংগ্রামের কথা বলতে যাওয়া নিরর্থক। দুনিয়ার হালচাল এরা ভালো ভাবেই জানে। এরা বোঝে যে, দুনিয়ার ব্যাপার একটা বীভৎস জগাখিচুড়ি হয়ে দাঁড়িয়েছে! তবে তারা আপনার মত অত সোজাসুজি শ্রেণী-সংঘর্ষ বিরোধের ব্যাখ্যাকে অর্থহীন প্রলাপ মনে করে।

স্তালিন: মানুষকে বড়লোক আর গরিব এই রকম সোজাসুজি দুই ভাগে ভাগ করাতে আপনার আপত্তি আছে। অবিশ্যি এর মাঝামাঝি স্তরও একটা আছে, যেমন আছে যন্ত্রবিদ্যায় দক্ষ বুদ্ধিজীবী শ্রেণী যাদের কথা আপনি উল্লেখ করলেন। এদের ভেতর সৎলোক যেমন আছে, অসৎ লোকও তেমনি আছে। সবরকম লোকই এদের ভেতর দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সকলের আগে আসছে মানবসমাজের শ্রেণী বিভাগ—ধনী ও দরিদ্র, সম্পত্তির অধিকারী শ্রেণী আর সর্বহারা শোষিত শ্রেণী। কেউ যদি এই দুই শ্রেণী থেকে নিজেকে পৃথক মনে করে, এই দুই শ্রেণীর পরস্পরবিরোধিতা স্বীকার না করে, তবে তার মানে হবে জীবনের একটা মৌলিক সত্যকে বর্জন করা। একথা আমি স্বীকার করছি যে, এই দুই শ্রেণীর মধ্যবর্তী স্তরের লোকও আছে, যারা এই দুই বিরোধী শ্রেণীর কোন একটা পক্ষ বেছে নিয়েছে। অথবা তাদের ভেতর কেউ কেউ আবার শ্রেণীসংগ্রামে নিরপেক্ষ কি আধা-নিরপেক্ষ রয়েছে। তবু আমি আবারও বলছি, সমাজের এই দুই মৌলিক বিভাগ ও তাদের মৌলিক সংগ্রাম থেকে নিজেকে পৃথক করলে জীবনের সত্যকেই অগ্রাহ্য করা হয়। এই সংগ্রাম চলছে এবং আরো চলবে। এর ফলাফল নির্ভর করবে শোষিত শ্রেণীর উপর।

ওয়েলস: এমন আরো অনেক লোক তো আছে যারা গরিব নয় অথচ মেহনত করে, এবং সামাজিক সম্পদ বৃদ্ধির জন্যই মেহনত করে।

স্তালিন: ছোটখাট জোতদার, কারিগর এবং ছোটখাটো ব্যবসায়ী আছে বটে, কিন্তু কোন দেশের ভাগ্য এরা নির্ধারণ করে না, করে তারাই—সেই মজুরশ্রেণী যারা সমাজের প্রয়োজনীয় সব জিনিস উৎপাদন করে।

ওয়েলস: কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা রকমের পুঁজিপতিও তো আছে। এমন অনেক পুঁজিপতি আছে যারা কেবল লাভের কথাই ভাবে, কেবল টাকা করতে চায়। আবার এমন অনেকে আছে যারা ত্যাগ স্বীকার করতে পারে। বুড়ো মরগ্যানের কথাই ধরুন। তিনি কেবল তাঁর মুনাফার কথাই ভেবেছেন। তিনি ছিলেন সমাজের পরগাছা, কেবল অর্থ সঞ্চয়ই করেছেন। কিন্তু রকফেলার? তিনি একজন সেরা সংগঠক। তেল সরবরাহ কেমন ভাবে করতে হয় তার দৃষ্টান্ত তিনি দেখিয়েছেন এবং সেই দৃষ্টান্ত সকলেরই অনুকরণযোগ্য। অথবা ফোর্ড—ফোর্ড অবিশ্যি স্বার্থপর। কিন্তু তিনি কি খুব তাড়াতাড়ি ও অল্প খরচে উৎপাদন করার পদ্ধতি আবিষ্কারে একজন উৎসাহী উদ্যোক্তা নন যাঁর কাছ থেকে আপনারাও শিক্ষা নিচ্ছেন? একটা কথা আমি জোর দিয়ে বলতে চাই। সেটা হলো এই যে, ইংরেজী ভাষা-ভাষি দেশগুলোতে সোভিয়েত রাষ্ট্র সম্বন্ধে ধারণা বদলেছে। প্রথমত জার্মানীতে যেসব ঘটনা ঘটছে এবং জাপানের বর্তমান পরিস্থিতি এই মত বদলানোর কারণ। আন্তর্জাতিক রাজনীতি ছাড়াও আরো কতকগুলো কারণ আছে। সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে এই যে, অনেক লোক মেনে নিচ্ছে যে মুনাফা শিকারী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। এই সব বিবেচনা করে আমার মনে হয় দুটি জগতের (সোভিয়েত ও পুঁজিবাদী) বিরোধিতাকে প্রাধান্য না দিয়ে গঠনমূলক শক্তিগুলোকে যথাসম্ভব একসঙ্গে যুক্ত করবার চেষ্টা করা উচিত।

মি. স্তালিন, আমার মনে হয় আপনার চেয়েও আমি বেশি বামপন্থী। আপনি যতটা ভাবছেন, আমি মনে করি, পুরনো ব্যবস্থার অন্তিমকাল তার চাইতেও নিকটে ঘনিয়ে এসেছে।

স্তালিন: ধনিকশ্রেণী কেবল মুনাফা ও অর্থ সঞ্চয়ের জন্য সচেষ্ট, এ কথা বলতে গিয়ে আমি বলছি না যে তারা সব চাইতে অপদার্থ লোক, অন্য কোন কাজেরই নয়। এদের অনেকের প্রচুর সংগঠন ক্ষমতা আছে। আমি স্বপ্নেও সেটা অগ্রাহ্য করছি না। আমরা সোভিয়েতের লোকেরা ধনিক শ্রেণীর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখি। আপনি মরগ্যানের নিন্দা করলেন, কিন্তু তিনি নিঃসন্দেহে একজন সুদক্ষ সংগঠক ছিলেন। তবে যদি আপনি সত্যিই পৃথিবীকে নতুন করে গড়ে তুলতে প্রস্তুত এমন কোনো লোকের সন্ধান করেন, তাকে মুনাফার বিশ্বস্ত সেবকদের মধ্যে খুঁজে পাবেন না। তারা ও আমরা আকাশ পাতাল তফাতে। আপনি ফোর্ডের নাম করলেন, অবশ্যই তিনি একজন সুদক্ষ সংগঠক। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি তাঁর মনোভাব কেমন আপনি জানেন কি? আপনি কি জানেন না, কতজন শ্রমিককে তিনি রাস্তায় বার করে দেন? পুঁজিবাদীরা বাঁধা রয়েছে মুনাফার চাকায়। পৃথিবীর কোন শক্তিই তাকে ছিনিয়ে আনতে পারে না। পুঁজিবাদের উচ্ছেদ হবে না কারবার "সংগঠক"দের দিয়ে, হবে না যন্ত্র বিশারদ বুদ্ধিজীবী শ্রেণী দিয়ে। হবে শ্রমিকশ্রেণীকে দিয়ে, কারণ এসব যন্ত্রবিশারদ বুদ্ধিজীবী স্তরের কোন স্বাধীন সত্তা নেই। ইঞ্জিনিয়ার অথবা কারবার সংগঠক কেউই নিজের ইচ্ছামতো কাজ করতে পারে না, করে হুকুম মাফিক এমনভাবে যাতে তাদের মালিকের স্বার্থ পূরণ হয়। অবশ্য এদের মধ্যেও ব্যতিক্রম আছে। এদের মধ্যে কারো কারো ধনতন্ত্রের নেশার ঘোর কেটে গিয়েছে। সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে যন্ত্রবিশারদ বুদ্ধিজীবীরাও অসাধ্য সাধন করে মানুষের মঙ্গল করতে পারে। তারাই কিন্তু আবার চরম ক্ষতিও করতে পারে। এই সব দক্ষ বুদ্ধিজীবীদের সম্বন্ধে আমাদেরও খুব কম অভিজ্ঞতা নেই। এদের মধ্যে একটা অংশ অক্টোবর বিপ্লবের পরে নতুন সমাজ গড়ে তোলবার কাজে যোগ দিতে অস্বীকার করেছিল। তারা শুধু অস্বীকারই করেনি, তারা আমাদের গঠন প্রচেষ্টাকে ধ্বংস করতেও চেষ্টা করেছিল। যন্ত্রবিজ্ঞানী বুদ্ধিজীবীদের আমরা গঠনমূলক কাজে যোগ দেওয়ানোর জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করেছিলাম। নানা ভাবে আমরা চেষ্টা করেছি। আমাদের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের নতুন সংগঠনের কাজে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতে রাজী করাতে বেশ কিছু সময় লেগেছিল। আজ দেখতে পাচ্ছি, এদের শ্রেষ্ঠ অংশ সাম্যবাদী সমাজ গঠনের কাজের পুরোভাগে। আমাদের এই অভিজ্ঞতা নিয়ে আমরা বুদ্ধিজীবীদের ভালোমন্দ কোন দিকটাই ছোট করে দেখছি না। আমরা জানি, এরা ক্ষতিও যেমন করতে পারে তেমনি অসম্ভবকেও সম্ভব করতে

পারে। যদি পুঁজিবাদী সমাজ থেকে একটানে এদের ছিনিয়ে আনা সম্ভব হত, অন্তত তাদের নৈতিক সমর্থনকে, তা হলে ব্যাপারটা অন্য রকম হয়ে দাঁড়াতো। কিন্তু সেটা হলো নিছক কল্পনা। আপনি কি মনে করেন এমন বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা বেশি ইংলণ্ডে কি ফ্রান্সে? না, সেরকম বুদ্ধিজীবী খুবই কম যারা তাদের মনিবদের তাঁবেদারী থেকে নিজেদের মুক্ত করে নতুন জগত গঠন করতে প্রস্তুত।

স্তালিন : তা ছাড়া পৃথিবী নতুন ভাবে গড়তে হলে আমাদের রাষ্ট্রিক ক্ষমতা পাওয়া একান্ত প্রয়োজন, একথা ভুললে চলবে না। আমার মনে হয় মিস্টার ওয়েলস আপনি রাষ্ট্রিক ক্ষমতার প্রশ্নকে খাটো করে দেখছেন। আপনার ধারণা থেকে এটা এক রকম বাদই পড়ে গেছে। যদি কারো ক্ষমতা না থাকে অথবা ক্ষমতাকে আয়ত্ত করবার দাবি যথাসময়ও করতে পারে না, তার মহৎ উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও সে কি করতে পারে? বড় জোর যে শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা আছে তাদের এরা সাহায্য করতে পারে, কিন্তু এরা নিজেরা দুনিয়াকে বদলাতে পারে না। পারে কেবল মাত্র আর একটি বিরাট শ্রেণী যারা ধনিক শ্রেণীর স্থান অধিকার করবে এবং যেমন আজ ধনিক শ্রেণীর আছে তেমনি সর্বময় ক্ষমতা আয়ত্ত করবে। সেই শ্রেণী হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী। অবশ্য যন্ত্রবিজ্ঞানী বুদ্ধিজীবীদের সাহায্যও নিতে হবে। এবং তাদেরও সাহায্য করতে হবে। কিন্তু এটা ভাবলে চলবে না যে, যন্ত্রবিজ্ঞানী বুদ্ধিজীবীদের ইতিহাসে কোন স্বাধীন ভূমিকা আছে। দুনিয়ার আমূল পরিবর্তন একটা বিরাট, জটিল ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এই দুরূহ কাজের জন্য চাই একটা বিরাট শ্রেণী। বড় জাহাজই পারে একা দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে।

ওয়েলস : কিন্তু দীর্ঘ পথ যেতে হলে বড় জাহাজেরও নাবিক এবং কর্ণধারের দরকার হয়।

স্তালিন : সেটা সত্যি, কিন্তু দূরে পাড়ি দিতে সবচেয়ে আগে দরকার বড় জাহাজের। জাহাজ ছাড়া নাবিকের মূল্য কি? সে নিষ্কর্মা লোক মাত্র।

ওয়েলস : বড় জাহাজ বলতে বোঝায় সমগ্র মানবজাতি, কোন একটি বিশেষ শ্রেণী নয়।

স্তালিন : মি: ওয়েলস, আপনি স্পষ্টই ধরে নিচ্ছেন যে, সব মানুষই ভাল। আমি কিন্তু ভুলতে পারি না যে অনেক দুষ্ট লোকও আছে। বুর্জোয়া শ্রেণীর ভালমানুষীতে আমি বিশ্বাস করি না।

ওয়েলস : অনেক বছর আগে যন্ত্রবিজ্ঞানী বুদ্ধিজীবীদের কি অবস্থা ছিল তা আমার বেশ মনে আছে। তখন এরা সংখ্যায় অনেক কম ছিল, অথচ করবার এদের অনেক ছিল। প্রত্যেকটি ইঞ্জিনিয়ার, যন্ত্রবিদ ও বুদ্ধিজীবী তার আপন আপন উৎকর্ষ দেখাবার সুযোগ পেত। সেই জন্যেই এদের বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি ছিল সব চাইতে কম। আজকাল যন্ত্রবিজ্ঞানী বুদ্ধিজীবীর ছড়াছড়ি, কাজেই তাদের মনোভাবেরও তীব্র পরিবর্তন হয়েছে। যে শিল্পী আগে বিপ্লবের কথা মানতেই চাইত না সেই এখন এতে বেশী আগ্রহ দেখায়। সম্প্রতি আমি রয়্যাল সোসাইটির, আমাদের বিখ্যাত বিজ্ঞান সমিতির ভোজসভায় গিয়েছিলো। সভাপতির বক্তৃতা ছিল সামাজিক পরিকল্পনা ও বৈজ্ঞানিক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে। আজকাল রয়্যাল সোসাইটির মুখপাত্রও বিপ্লবাত্মক মত পোষণ করেন। তিনিও চান মানব সমাজকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পুনর্গঠন করতে। আপনার শ্রেণী সংঘর্ষ প্রোপাগাণ্ডা এই সব বাস্তব ঘটনার সঙ্গে তাল রাখতে পারেনি। মানুষের মনোবৃত্তি বদলায়, বদলেছে।

স্তালিন : হাঁ, আমি তা জানি। এর কারণ হল যে পুঁজিবাদী সমাজ এখন একটা চোরা গলিতে আটকে পড়েছে। এই চোরা গলি থেকে পুঁজিবাদীরা বার হবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। তাদের শ্রেণীগত মর্যাদা বজায় রেখে তাদের স্বার্থের অনুকূল কোন পথই তারা খুঁজে পাচ্ছে না। এই সঙ্কটময় অবস্থা থেকে তারা হাত পায়ে ভর দিয়ে কোন মতে হামাগুড়ি দিয়ে বার হতে হয়ত পারে, কিন্তু মাথা উঁচু করে বার হবার সোজা পথ— যে পথ দিয়ে চললে পুঁজিবাদের স্বার্থের মূলে কোন বিপর্যয় হবে না, তেমন কোন পথ তারা খুঁজে পায়নি। অনেক যন্ত্রবিজ্ঞানী বুদ্ধিজীবী আজ তাই বুঝছে যে তাদের স্বার্থ আর যারা এই চোরা গলি থেকে বার হবার পথ দেখাতে সক্ষম সেই শ্রেণীর স্বার্থ এক।

ওয়েলস : মি স্তালিন, সকলের চাইতে বিপ্লব সম্বন্ধে আপনার হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা বেশী। জনসাধারণ কি সত্যিই কখনও মাথা তুলে দাঁড়ায়? এটা কি একটা পরীক্ষিত সত্য নয় যে, সব বিপ্লবই ঘটায় মুষ্টিমেয় কয়েকজনে?

স্তালিন : বিপ্লব ঘটাতে হলে সংখ্যায় কয়েকজনের বৈপ্লবিক নেতৃত্ব দরকার হয় বটে, কিন্তু লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের অন্তত পক্ষে নীরব সমর্থনের উপর নির্ভর না করলে খুব প্রতিভাশালী, একনিষ্ঠ ও উৎসাহী বৈপ্লবিক গোষ্ঠীও অসহায় হয়ে পড়ত।

ওয়েলস : অন্তত নীরব সমর্থন? হয়ত অবচেতন সমর্থন (অজ্ঞান নয়)?

স্তালিন : কিছুটা স্বাভাবিক প্রেরণার এবং কিছুটা অর্ধ-সচেতন; কিন্তু বহুর সমর্থন ছাড়া মুষ্টিমেয় কয়েক জনের চেষ্টা নিবীর্য, ব্যর্থ।

ওয়েলস : পশ্চিম ইয়োরোপে কমিউনিস্ট প্রচারকার্য আমি লক্ষ্য করেছি। আমার মনে হয়, আধুনিক যুগের পরিস্থিতিতে এই প্রোপাগাণ্ডাতে খুব সেকেলে ধরনের বিদ্রোহ প্রচার হচ্ছে। সমাজব্যবস্থাকে বলপ্রয়োগে উৎখাত করার প্রচার ভালোই কাজে লাগত যখন আন্দোলন ছিল স্বেচ্ছাচারী শাসনের বিরুদ্ধে। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় যখন দেখা যাচ্ছে পুরনো সমাজব্যবস্থা ক্রমশ ভেঙেই পড়ছে তখন বিদ্রোহের দিকে জোর না দিয়ে কর্মঠতা, যোগ্যতা ও সৃজনী শক্তির বিকাশের দিকে জোর দেওয়া উচিৎ। আমার মনে হয় বিদ্রোহের ধুয়া আজ পুরনো হয়ে গেছে। পশ্চিমে ইয়োরোপে গঠনমূলক মনোবৃত্তি যাদের তাদের কাছে কমিউনিস্ট প্রোপাগাণ্ডা জঞ্জাল বলে মনে হচ্ছে।

স্তালিন : পুরনো সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে ঠিকই, তেমনি একথাও সত্যি যে এই ধসে পড়া সমাজকে বাঁচিয়ে রাখতে নিত্য নতুন চেষ্টা হচ্ছে। একটা নির্ভুল মত নিয়ে থেকে আপনি ভুল সিদ্ধান্তে যাচ্ছেন। আপনি ঠিকই বলেছেন যে পুরনো জগত ভেঙে পড়ছে, কিন্তু সে তার নিজের ইচ্ছেয় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, এ যদি ভেবে থাকেন তবে ভুল করবেন। একটা সমাজব্যবস্থার বদলে আর একটা ব্যবস্থা চালু করানো অত্যন্ত জটিল দীর্ঘ বৈপ্লবিক কর্মধারা। এটা নিতান্ত স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ নয়, সচেতন সংগ্রাম। এই ধারার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে শ্রেণী-সংঘর্ষ। ধনতন্ত্র লোপ পেতে বসেছে কিন্তু ধনতন্ত্র তো একটা গাছ নয় যে আপনা আপনি শুকিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে। বিপ্লব—এক সমাজব্যবস্থার বদলে আর এক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন সব সময়েই সংগ্রাম, কঠিন নিষ্ঠুর সংগ্রাম, জীবন-মরণের সংগ্রাম। আর প্রত্যেক বার নতুন সমাজব্যবস্থার লোকেরা যখন

ক্ষমতা পেয়েছে তখন তাদের লড়াই করতে হয়েছে পুরনো ব্যবস্থার সমর্থকদের সঙ্গে, যারা চেষ্টা করেছে বলপ্রয়োগে পুরনো ব্যবস্থা আবার ফিরিয়ে আনতে। নতুন জগতের মানুষকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়, সর্বদা পুরনো জগতের লোকদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য তৈরী থাকতে হয়। পুরনো সমাজ ভেঙে পড়ছে এ আপনি ঠিকই বলেছেন, কিন্তু সে তার নিজের ইচ্ছেয় ভেঙে যাচ্ছে না। ফ্যাসিজমের কথাই ধরুন। ফ্যাসিজম একটা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যা পুরনো জগতকে টিকিয়ে রাখতে চায় বলপ্রয়োগে। এই ফ্যাসিস্টদের সম্বন্ধে আপনি কি করবেন? তাদের সঙ্গে আপনি তর্ক করবেন? তাদের আপনার মতবাদে বিশ্বাসী করাতে চেষ্টা করবেন? ওতে কোনই ফল হবে না। কমিউনিস্টরা বলপ্রয়োগের রীতির উপর মোটেই আদর্শের রং চড়ায় না। কিন্তু তারা অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হতেও চায় না। পুরনো জগত রঙ্গমঞ্চ থেকে আপন ইচ্ছায় ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে একথা তারা বিশ্বাস করে না। তারা দেখছে পুরনো ব্যবস্থা নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রাণপণ লড়াই করছে। তাই তো কমিউনিস্টরা মজুর শ্রেণীকে বলে বলপ্রয়োগের জবাব হলো বলপ্রয়োগ. জীর্ণ মৃতপ্রায় সমাজব্যবস্থা যেন তোমাদের পিষে না ফেলতে পারে, সেজন্য যা কিছু দরকার ব্যবস্থা কর; তোমাদের যে দৃঢ়মুষ্টির আঘাতে পুরনো ব্যবস্থাকে ভেঙে গড়বে সেই মুষ্টিতে যেন কখনও বাঁধন পরাতে দিও না। আপনি দেখতে পাচ্ছেন, কমিউনিস্টরা মনে করে না যে এক সমাজব্যবস্থার জায়গায় আর এক সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন স্বতস্ফূর্ত, শান্তিপূর্ণ হতে পারে। তারা জানে এটা একটা সুদীর্ঘ জটিল হিংস্র সংগ্রাম। সত্যকে কখনও কমিউনিস্টরা অগ্রাহ্য করতে পারে না। ☐

বার্ণার্ড শ'-এর মন্তব্য

[স্তালিন ওয়েলস সাক্ষাৎকারটি দেশ বিদেশের পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর এই সাক্ষাৎকারটি সম্বন্ধে ইংল্যাণ্ডের বাঘা বাঘা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এক বিতর্কের প্রবল ঝড় ওঠে। এই বিতর্কে অংশগ্রহনকারীদের মধ্যে ছিলেন জর্জ বার্ণার্ড শ, আর্নস্ট টলার, অর্থনীতিবিদ কীনস্, ডোরা রাসেল এবং স্বয়ং ওয়েলস। আমরা এখানে বার্ণার্ড শ-র মন্তব্যটি প্রকাশ করলাম। এবং আর্নস্ট টলারের বক্তব্যটি এই সংখ্যার 'শিল্প ও সাহিত্য' অংশে প্রকাশ করা হলো।]

এই দুজন অসাধারণ ব্যক্তির কথোপকথন অথবা সংঘর্ষই যাকে বলা চলে, এমন কিছুই না যা আমরা এঁদের দুজনের নিজস্ব মতামত হিশেবে জানতাম না। তবুও স্তালিন-ওয়েলস কথোপকথন এক টুকরো হাসির নাটকের মতোই উপভোগ্য। আর আমার মনে হয় স্তালিন এটা উপভোগও করেছেন, কারণ লোকটির রসবোধ আছে, আর আছে দরাজ হাসি। স্তালিন-ওয়েলস কথালাপের এই কয়টি বিষয় লক্ষ্য করবার ও উপভোগ করবার মতো:

স্তালিন খুব মনোযোগের সঙ্গে ওয়েলসের কথা শুনছিলেন। ওয়েলসের প্রত্যেকটি যুক্তি নিখুঁতভাবে বুঝছিলেন এবং লাগসই জবাবও দিচ্ছিলেন চটপট। ওয়েলস কিন্তু স্তালিনের কথাই শুনছিলেন না। তিনি যেন কষ্টকর ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করছিলেন কখন স্তালিন থামবেন এবং তিনি নিজের কথা শুরু করবেন আবার। ওয়েলসের ধারনা, স্তালিন যা জানেন তার চাইতে সবই তিনি ভাল জানেন। স্তালিনের কাছ থেকে তিনি শিখতে আসেন নি, এসেছেন স্তালিনকে শেখাতে। ফ্রিসোল্ডিজম-এর (Clissoldism) ব্যবস্থা দিয়ে ওয়েলস বাঁচাতে চাইছেন দুনিয়াকে। তিনি জানেন না যে, ক্লিসোল্ড হচ্ছে কোঁৎ-এর সদাশয় পুঁজিপতি। কোঁৎ (Comte) অবশ্য এখন অচল কারণ শ্রেণী সংঘর্ষের ফ্যাসাদ এড়াবার কোনো উপায় তিনি বার করে যান নি। এদিকে ক্লিসোল্ডিজম চালু করার জন্য যেসব রোটারি ক্লাব খোলা হয়েছিল সেগুলো শেষ পর্যন্ত এমন কতগুলো লোকের খানাপিনার আড্ডা হয়ে দাঁড়াল যারা কখনো কোঁৎ, ক্লিসোল্ড এমন কি এইচ জি, ওয়েলসের নাম পর্যন্ত শোনেনি। ওয়েলস নিজে রোটারি ক্লাব কি স্তালিন, কারোরই তোয়াক্কা করেন না, ফেবিয়ানরা তবু সেকালের কোঁৎ-পন্থীদের সঙ্গে তর্কের লড়াই করেছিল—ওয়েলসের সে অভিজ্ঞতাও নেই। এইচ. জি ধরে নিয়েছেন ক্লিসোল্ডিজম হচ্ছে আনকোরা নতুন জিনিস। তিনি স্তালিনকে তাই আনাড়ির মতো বোঝাচ্ছেন যে, শ্রেণী সংঘর্ষটা নিতান্তই আজগুবী। স্তালিন জানেন তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে ক্লিসোল্ডদের দৌড় কতদূর—কাজের সময়। স্তালিন তাই বিনীতভাবেই দেখাতে চেষ্টা করছেন ওয়েলসের আইডিয়াগুলোর মার্কসীয় মূল্য ও পরিমাণ কতখানি।

এদিকে এইচ, জি, ওয়েলসের দৃঢ় বিশ্বাস যে, স্তালিনের মগজে চেপে রয়েছে শ্রেণী সংগ্রামের বাজে ফরমুলা। ওয়েলস তাই স্তালিনের ব্যাখ্যাকে একঘেয়ে অসংলগ্ন উক্তি বলে উড়িয়ে দিতে চাইছেন আর মাঝে মাঝে যেন নিতান্তই দয়া করে বলছেন, "আপনি যা বললেন তার বেশির ভাগ আমিও মানি"; তার পরেই আবার শুরু করছেন ক্লিসোল্ডের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা।

স্তালিন অসীম ধৈর্যের সঙ্গেই আবার ওয়েলসকে সরসভাবে মার্কসোত্তর যুগের রাজনীতি বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ দিচ্ছেন। কিন্তু রাজহাঁসের পাখায় যেমন জল দাঁড়ায় না, স্তালিনের কথাগুলিও ওয়েলসের মনে তেমনি কোন দাগই কাটল না। নিজের টিপ্পনিগুলির জের টেনে আলোচনা চালানোর আগে ওয়েলস স্তালিনকে সমঝিয়ে দিচ্ছেন স্তালিনের কদর কতখানি—"সম্ভবত রাজনীতির অর্থনৈতিক ব্যাখ্যায় আপনার চাইতে আমার বিশ্বাস ঢের বেশী।" তার পরেই তিনি ক্লিসোল্ডদের কাছে সরাসরি শ্রেণী সংগ্রামের প্রোপাগাণ্ডা করার জন্য স্তালিনকে ধমক দিচ্ছেন।

ওয়েলস অবশ্য ভুলে বসেছেন যে, এই ক্লিসোল্ডদের কাছে স্তালিন এগিয়েছেন দুই রাস্তা ধরে—এক হাতে তাদের রোজগারের বন্দোবস্ত নিয়ে, অন্য হাতে বন্দুক। ক্লিসোল্ড এর নাম যে এককালে পণ্ডেরেভো ছিল সে কথা ভুলে গিয়ে ওয়েলস বলে চললেন—জগৎ কোন্ পথে চলেছে তা এইসব লোক (ক্লিসোল্ডরা) জানে। তারা বোঝে যে দুনিয়া একটা বীভৎস বিশৃঙ্খল ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু শ্রেণী সংগ্রামের সাধাসাধি বাখানে তারা আজগুবী মনে করে। স্তালিন জবাব দিচ্ছেন, এই রকম মনে করাটাই দেখিয়ে দেয় তাদের নিজেদের ত্রুটি কোথায়। স্তালিন এই ধরণের লোক-

জোরব ॥ আটকেরো

গুলোর রকমারি ঢং, ধরন-ধারণ বেশ গুছিয়ে বাৎলাই করে দেখাচ্ছেন ওয়েলসের জন্য। কিন্তু ওয়েলসের ব্রিটিশ সুলভ দৃঢ় বিশ্বাস কিছুতেই টলবার নয়। তাঁর মতে স্তালিন একজন বিদেশী, সেন্ট জেমস স্কোয়ারের (St. James Square) আন্তর্জাতিক গবেষণা পরিষদের (Institute of International Affairs) কোন সভায় স্তালিন যাননি কখনো; এমন কি, দি রাউণ্ড টেবল (The Round Table) কাগজখানাও তিনি পড়েন নি। কাজেই ক্লিসোল্ডবাদের বিরাট সম্ভাবনা বিষয়ে তাঁর কোনো রকম জ্ঞানই থাকতে পারে না। এসব ছাড়াও কিনা মার্কস নামক একটা হিংসুক ছোটলোক স্তালিনের বুদ্ধিশুদ্ধি একদম নষ্ট করে দিয়েছে। এই কথাটা স্তালিনের মগজে ভালো করে ঢুকিয়ে দেবার জন্য ওয়েলস ক্লিসোল্ড ওরফে স্বর্গত পণ্ডেরেভোকে আলোচনার মাঝে চট করে হাজির করেছেন মরগ্যান, রকফেলার, ফোর্ড অবতারের নব কলেবরে। এঁরা অর্থাৎ মরগ্যান, রকফেলার ফোর্ড সকলেই সংগঠনের কাজে ওস্তাদ। তাহলে স্তালিনের সঙ্গে সহযোগিতায় এঁদের কেন নিমন্ত্রণ করা যাক না? এই ইঙ্গিতটায় জোর দেবার জন্যই তিনি বললেন --"মিঃ স্তালিন, আপনার চাইতেও আমি বেশি বামপন্থী"।

এই সব ক্লিসোল্ডেরা যে সংগঠনপটু তা স্তালিন সৌজন্যের সঙ্গেই মেনে নিলেন। তবে আরো বললেন যে এদের কি করে সংগঠন করা যায় সেইটেই প্রধান সমস্যা।

এইভাবেই আলোচনা এগুতে থাকল। এই আলোচনায় এমন কোনো সোজাসুজি প্রমাণ নেই যে আমাদের বন্ধু এইচ জি. একেবারেই কানে শোনেন না। কিন্তু একথা আমি সাহস করেই বলবো যে, রবার্ট ওয়েনের প্রসিদ্ধ কৌশল—"তর্ক কোরো না, তোমার নিজের মতামত বারবার বলতে থাক"---এটা ওয়েলস যেমন দৃঢ়ভাবে ব্যবহার করেছেন এমনটি খুব কমই দেখা গিয়েছে। আমি আমোদ পাচ্ছি এই কারণে যে, স্তালিনকে আমি যখন দেখি তখন আমার চোখে পড়েছিল এই যে, তিনি একজন পয়লা নম্বরের ভালো শ্রোতা। চমৎকার কথা কইতে পারেন অথচ কথা কইবার জন্য তাড়াহুড়ো করে না এমন লোক একমাত্র স্তালিনকেই দেখেছি। ওয়েলস কথা খুব ভালই বলতে পারেন, কিন্তু তিনি পৃথিবীর সব চেয়ে খারাপ শ্রোতা, এটা সৌভাগ্যই বলতে হবে। কারণ তাঁর মতামত এতই উদার অথচ দৃঢ় যে, সামান্যতম প্রতিবাদেই তিনি অন্ধ ক্ষোভে ধৈর্য ও শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে তিরস্কারের তুবড়ি ছুটিয়ে দেন। দেশে ওয়েলসের অন্তরঙ্গ বন্ধুরা একে যতটা প্রশ্রয় দেন স্তালিন ততটা নাও দিয়ে থাকতে পারেন।

তবে স্তালিন ওয়েলসকে বলবার একটা সুযোগ দিয়েছিলেন। স্তালিন বলেন, —"যত সদিচ্ছাই থাক না কেন, এই সব ক্লিসোল্ডরা কি বা করতে পারে, যদি তারা রাষ্ট্রিক ক্ষমতা দখল করবার প্রশ্ন এড়িয়ে যায় আর নিজেরাও রাষ্ট্রিক ক্ষমতার অধিকারী না হয়? বড় জোর তারা সাহায্য করতে পারে কোনো শ্রেণীর ক্ষমতা দখলের কাজে। কিন্তু তারা নিজেরা দুনিয়ার গতিকে বদলাতে পারে না। বদলাতে পারে কোনো একটা বৃহৎ শ্রেণী যেটা ধনিক-শ্রেণীর স্থান দখল করবে এবং যেমন ধনিক-শ্রেণীর ছিল তেমনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হবে। এমন একটা শ্রেণী হচ্ছে মজুর-শ্রেণী। যন্ত্রবিজ্ঞানী বুদ্ধিজীবী শ্রেণী (অর্থাৎ ক্লিসোল্ডরা) ইতিহাসে কোনো স্বাধীন ভূমিকা নিতে পারে না। দুনিয়ার আমূল পরিবর্তন একটা বিরাট, জটিল, যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার। এই বিরাট কর্তব্যের জন্য দরকার একটা বিরাট শ্রেণী।"

আশ্চর্য এই কথাগুলো যেন মনে করিয়ে দেয় গ্ল্যাডস্টোন ও ব্রাইটকে যেন গ্ল্যাডস্টোন ও ব্রাইট সসম্ভ্রমে কুর্নীশ করছেন উনিশ শতকের সেই দেবতার বেদীমূলে যে দেবতার নাম ছিল জনমত। এইচ জি স্তালিনকে মনে করিয়ে দিতে পারতেন যে, বলশেভিকরা জিতেছিল বিরাট সিপাই চাষী-শ্রেণীর সাহায্যে। আর এই শ্রেণীর প্রত্যেকটি লোক ছিল ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্বের স্বপক্ষে,---সব চাইতে উগ্র ধরনের স্বত্ব-জমির চাষী মালিকানার স্বপক্ষে। স্তালিন ও তাঁর সহকর্মীদের এখন পর্যন্ত কাজ হলো এইসব চাষীদের উদ্বাস্তু করে তার বদলে শিক্ষিত শিল্পীদের বসানো। মজা এই যে, যারা উদ্বাস্তু হচ্ছে তাদের মধ্যে বুদ্ধিমান যারা তারাও এই কাজ উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করছে। এটা কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয়, কারণ দুনিয়ায় এমন কোনো বুদ্ধিমান মজুর নেই যে চায় না যে তার সন্তানের অবস্থা তার চাইতে ভাল হোক। তবুও সাধারণ রুশরা অন্য দেশের সাধারণ লোকের মতই হাত পেতে নিচ্ছে স্তালিন ও তার গভর্নমেন্ট যা ভাল বিবেচনা করেন। কাজেই ওয়েলস জিজ্ঞেস করতে পারতেন, বলশেভিক নেতারা সব কি রাশিয়ার ক্লিসোল্ড নন আর ওয়েলস কি ঠিকই বলেন নি, যে সামাজিক মুক্তির জন্যে দরকার এই রকম আত্মত্যাগী ক্লিসোল্ডদের ষড়যন্ত্র? আবার স্তালিনও কি ঠিকই বলেননি যে, এই সব লোকের থাকা চাই বাধা বন্ধনহীন কাজ করার ক্ষমতা, এরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে যে, ধনতন্ত্র হচ্ছে সর্বহারা শ্রেণীর উপর ডাকাতি করবার পাকা বন্দোবস্ত, এরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবে এই ডাকাতি বন্ধ করতে যেমন অন্য ধরনের ডাকাতি বন্ধ করা হয়। আর এরা লক্ষ্য সাধনের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ, সাময়িক সুবিধা বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্বিকার হবে? এই বর্ণনার সঙ্গে লেনিন, স্তালিন খাপ খায়---ক্লিসোল্ড, রক্‌ফেলার অথবা ফোর্ড মোটেই নয়।

সে যাক, কিন্তু আমাদের মুক্তিদাতারা মহাপুরুষই হোন কি খুব করিৎকর্মা হঠাৎ বড়মানুষই হোন (যথা ফোর্ড রকফেলার—অনুবাদক) স্তালিন যে শর্ত দিলেন সেটা অস্বীকার করা চলে না --রাষ্ট্রিক ক্ষমতা না পেলে এঁরা দুনিয়াকে পরিবর্তন করতে পারেন না। আর এঁদের যদি কোনো সাম্যবাদী আদর্শ না থাকে এবং এই আদর্শকে এঁরা যদি ব্যক্তিগত স্বার্থ সুবিধার উপরে স্থান না দেন, তা হলে এঁরা করবেন কি? ধনতন্ত্রকে ধ্বংস না করে কাজ চালানোর মতো জোড়াতালি দিয়ে নেবেন মাত্র, এবং নিজেদের রাষ্ট্রিক ক্ষমতা ব্যবহার করবেন এই উদ্দেশ্যে। ওয়েলস এতে আদৌ ভীত নন, কারণ তিনি মনে করছেন ধনতন্ত্র একটা ব্যবস্থাই নয়—দস্তুর মতো অব্যবস্থা, বিশৃঙ্খলা। এর চাইতে বড় ভুল ওয়েলস আর করেন নি। কাগজে কলমে ধনতন্ত্র হচ্ছে সব চাইতে প্রণালীবদ্ধ যুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত রামরাজত্ব (Utopia) ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থার ভিত্তিতে প্রচুরতম সামাজিক সুফল পাবার পরিকল্পনা হিশেবে ধনতন্ত্র কাজগপত্রে সুসম্পূর্ণ এবং যুক্তিসঙ্গতই দেখায় সেই জন্যই এর বাস্তব অনাচার অত্যাচার এবং ভবিষ্যত পরিণতি চোখের সামনে থাকা সত্বেও ডাঃ কুইন্সী, অষ্টিন, মেকলে, এবং ইউটিলিটেরিয়ানদের মতো সহৃদয় মনীষীরাও ধনতন্ত্রকে মেনে নিয়েছিলেন। এটা ঘটেছিল অবশ্য রাজনৈতিক আসরে সমাজতন্ত্রবাদ দেখা দেবার পূর্বে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই আদর্শ হিশেবে শিক্ষা দেওয়া হয় আর সেইজন্য আশঙ্কা হয় যে, ওয়েলস

কোনদিন ধনতান্ত্রিক পদ্ধতির গবেষণায় মন দেবেন এবং ম্যাসকুইথ ও ইঞ্জকে যেমন সমাজতন্ত্রের স্বপক্ষে আর আদৌ পাওয়া যাচ্ছে না, ওয়েলসকেও আমরা তেমনিভাবে হারাবো। আসল বিচার হচ্ছে—একদিকে ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থা এবং সেই অনুযায়ী বিশেষ সুবিধা ভোগের নীতি অনুসারে কলের মতো ভোগ্যবস্তুর ভাগ-বাটোয়ারা, অন্যদিকে জাতীয় সম্পদের উপর সার্বজনীন অধিকার এবং সেইমত সমতার ভিত্তিতে বাধ্যতামূলক ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা। ক্রিসোল্ড সমাজতন্ত্রের কোনো কাজেই লাগতে পারে না, যতক্ষণ সে এই মূল প্রশ্নকে এড়িয়ে যায়। উইলিয়ম মরিসকে ওয়েলস বর্ণনা করেছেন কবি ও শিল্পী বলে। আমাদের কাছে কিন্তু মরিসের ঐ পরিচয় গ্রাহ্য নয়। বিস্তর কবি ও শিল্পী আশেপাশেই রয়েছে। মরিসের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই, তিনি খোলাখুলিভাবেই বলেছিলেন যে অলস পুঁজিপতিরা হল সব ঘৃণ্য চোর। আর এই "ঘৃণ্য" শব্দটা নিতান্ত অজস্রার নয়। ক্রিসোল্ডের মুখে কেউ এমন কথা শুনতে পায় না, অথচ সমাজতন্ত্রের মূল সুর এইটাই।

স্তালিন হচ্ছেন একজন কর্মিৎকর্মা জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রবিদ। স্তালিন মনে করেন, একা রাশিয়ার মতো একটা বিরাট দেশকে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই মস্ত কাজ, সারা দুনিয়ার ভার তার সঙ্গে কাঁধে না নিলেও চলে। ওয়েলস অপর পক্ষে বিশ্বরাষ্ট্রের চাইতে কম কিছু ছোঁবেন না। তা ছাড়া মূল লক্ষ্য বিষয়ে স্তালিন যেমন অনমনীয়, তেমনি পন্থা সম্বন্ধে তিনি ষোল আনাই সুবিধাবাদী। মাত্র দুটি স্মরণীয় বাক্যে তিনি এ কথাটা ওয়েলসকে সমঝিয়ে দিয়েছেন "আমি কোনো বিশেষ ব্যবস্থার পক্ষপাতী নই। যে ব্যবস্থা সর্বহারাশ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে খাপ খায় আমি তারই পক্ষে।" বেশ দেখা যাচ্ছে যে স্তালিন চান কাজ সফল করতে এবং সেজন্য দরকার হলে ট্রটস্কী ও বিশ্ববিপ্লবকে কর্মসূচী থেকে মুছে ফেলতে দ্বিধা করেন না ওয়েলস এবং তাঁর বিনা বিপ্লবে বিশ্বরাষ্ট্রের কল্পনাকেও স্তালিন তাঁর কাজের তালিকায় স্থান দেন না।

ওয়েলস নতুন রাশিয়ার শত্রু কি মিত্র এ সম্বন্ধে স্তালিনের সংশয় তিনি দূর করেন নি। এটা আপসোসের বিষয়। চেস্টারটনকেও দেখছি বার্ককে তিরস্কার করছেন, বার্কের উদার মতবাদ ফরাসী বিপ্লবকে হজম করতে পারলো না বলে। চেস্টারটন পাল্টা প্রশংসা করছেন ফকসকে ফরাসী বিপ্লবের পক্ষে দাঁড়াবার জন্য এহেন চেস্টারটনও কিনা শেষে না হক নালিশ করছেন যে, "বলশেভিজম্ হচ্ছে একটানা গাধা-খাটুনী"।

এমন যে সাহসী সমালোচক, যিনি নিজেকে মনে করেন সাম্যবাদীদের চাইতেও বামপন্থী সেই চেস্টারটনই যদি বার্কের উপরেও টেক্কা দেন বলশেভিজম্ বিদ্বেষে, তবে আর ইংল্যাণ্ডে কাকে বিশ্বাস করতে পারেন স্তালিন? আমাকে অবশ্য রাশিয়ায় অনেক দিন ধরে বিদ্রূপ করেছে 'ফেবিয়ানদের ফাঁদে পড়া ভালমানুষ' বলে। অথচ ওয়েলস এবং আমি (শ) এই দুই বুড়ো ফেবিয়ানই শেষ পর্যন্ত ফকসের মতো বন্দুক ঘাড়ে ঘাঁটি আগলাচ্ছি, যখন কিনা ভাবে বিভোর সোসালিস্টরা সব স্তালিনকে দেখে দৌড় দিচ্ছে আর চিৎকার করছে—ওকে আমরা চিনি না, মানি না।

লীগ অব নেশনসের কুটিসংঘ দুনিয়ার সর্বহারা শ্রেণীর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আন্তর্জাতিক সবই দরাজ ভাবে উপেক্ষা করে তার বদলে পি. ই. এন ক্লাবের জন্য সুপারিশ করেছেন ওয়েলস রুশদের কাছে। এতে রুশরা হতভম্ব হয়ে গেছে। আমিও পি ই. এন. ক্লাবের সভ্য। আমার লোভ হচ্ছে পি ই এন-এর রাজনৈতিক জ্ঞান ও ঐক্য কতখানি সেটা যাচাই করার। একবার প্রস্তাব করে দেখা যাক না কেন স্তালিনকে ক্লাবের আগামী ভোজে আমন্ত্রণ করা হোক।

সম্পাদক মশাই আমাকে যখন স্তালিন-ওয়েলস কথালাপ সম্বন্ধে আমার অভিমত দিতে বলেছিলেন, তখন আমার বুঝতে কষ্ট হয়নি যে ওয়েলসকে "আক্রমণ" করে কিছু লিখতে আমাকে বলা হয় নি। বিষয়টি একটা প্রকাশ্য আলোচনার ব্যাপার। দস্তুর মতো সারা ইউরোপের ব্যাপার। স্তালিন এবং ওয়েলস এই দুই জনেই অসাধারণ ব্যক্তি, কাজেই এঁদের আলোচনা কেবল ঘরোয়া বিবাদ বা খেয়াল মতো অভিমানের বিষয় হতে পারে না।

এক মুহূর্তের জন্য অবস্থাটা কল্পনা করুন। আমরা যেসব সমস্যার সমাধান করবার জন্য নিতান্ত অসহায়ভাবে সরকারী মুষ্টিভিক্ষা (Dole) দিচ্ছি, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভয় দেখাচ্ছি, অথবা আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যে আবার লক্ষ্মীশ্রী ফিরে আসুক বলে ভগবানের নাম স্মরণ করছি, ঠিক সেই সব সমস্যার সমাধান রাশিয়া করে ফেলছে। সেসব সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি বিজ্ঞানের অনেক হৃদয়গ্রাহী ও অতি আবশ্যকীয় বড় বড় আবিষ্কারও করা হয়েছে, হাতে কলমে খাটানো হয়েছে রাজনীতির ক্ষেত্রে। আমি প্রধান দুটো দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

প্রথমত, রুশ রাষ্ট্রবিদেরা আবিষ্কার করেছেন যে সত্যিকারের স্বাধীন দেশে—যেখানে দেশের মালিক সত্যিই জনসাধারণ, যেখানে সুযোগ্য লোকহিতৈষী লোকেরা জনসাধারণের দরকারী যেকোন কাজ নিজেরাই শুরু করতে পারে, যেখানে কথায় কথায় বিল মঞ্জুর করতে পার্লামেন্টে ছুটতে হয় না অথবা জমিদার ও উকিলকে মোটা টাকা দক্ষিণা দিতে হয় না—এমন দেশের স্বাধীনতায় জনসাধারণ সাড়া দেয় বিপুল ভাবে,—রাশিয়া সেইটে হাতে কলমে দেখিয়েছে। দশ বছরে রাশিয়া যে বিরাট সামাজিক পরিবর্তন করতে পেরেছে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় সেটা করতে একশ বছর লাগতো। কিম্বা হয়ত এরকম কোন পরিবর্তনের প্রস্তাব যদি কেউ করত আমাদের সমাজে, তবে তাকে তৎক্ষণাৎ পাগলা গারদে চালান দেওয়া হত। জনসাধারণের মধ্যে এই যে কার্যপরিচালন ক্ষমতা আর গড়ে তোলবার শক্তি নিহিত ছিল, সেই শক্তির উৎস স্তালিনকে প্রেরণা দিয়েছে। সেইজন্যই তিনি রাষ্ট্রিক জীবনে জনগণকে অপরিহার্য শক্তি বলে মনে করেন। লর্ড পাসফিল্ড ওরফে সিডনী ওয়েব সম্ভবত আজকের দিনে শিল্পোন্নত গণতন্ত্রের সব চাইতে শ্রেষ্ঠ সন্ধানী বৈজ্ঞানিক। তিনিও রাশিয়ার গণশক্তির এই ভূমিকা চট্ করে দেখতে পেয়েছেন এবং শীঘ্রই তিনি এ বিষয়ে আমাদের কাছে সব বলবেন।

দ্বিতীয় আবিষ্কার হচ্ছে যে, এই রকম পরিবেশেই একটা রাষ্ট্রব্যবস্থা একেবারে ধনিবাদ থেকে শুরু করে কিভাবে গড়ে উঠল দারুণ অরাজকতার মধ্যে। সম্প্রতি একটা ভূমিকায় আমি দেখিয়েছি যে কমিউনিজম বেয়াড়া ডিক্টেটরশীপ (জুলুমতন্ত্র) অথবা কমিটি অব পাব্লিক সেফটি সৃষ্টি করে না—এই ধরনের জুলুমতন্ত্রের কাজ হচ্ছে অন্ধভাবে, বেপরোয়াভাবে গিলোটিনের ব্যবহার করা—যতক্ষণ না জল্লাদ নিজেই হাঁফিয়ে উঠে ধর্মঘট করে বসে। কমিউনিজম সৃষ্টি করে একটা আত্মত্যাগী গণতান্ত্রিক সেবক সম্প্রদায়—এরা

গড়ে তোলে গণতান্ত্রিক সংঘ এবং শাসন ব্যবস্থা, পেছনে থাকে একটা সর্বজনীন বিশ্বাসের প্রেরণা এবং নির্লোভ পবিত্রতার সংকল্প।

আমাদের উদারপন্থী ও চরমপন্থীরা এক সময়ে ভাসা-ভাসা স্বপ্ন দেখছিল -- জনগণের সরকার, জনগণের জন্য এবং জনগণের পরিচালিত। ওয়েলস তখন তার বদলে চেয়েছিলেন সামুরাই (Samurai) শাসন। আজ ওয়েলসের ভাষায় বলতে হয় যে, তিনি যা চেয়েছিলেন কমিউনিজম সামুরাই সৃষ্টি করেছে। রুশ সৃষ্টি করেছে জনগণের সরকার, জনগণের জন্য এবং জনগণের পরিচালিত। সৃষ্টি করেছে এমন একদল নরনারী যারা জনগণের অবস্থা সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণে সজাগ আর তারা কাজের জন্যই কাজ করতে প্রস্তুত স্বেচ্ছায়। এরাই গড়েছে একটা শাসকসংঘ যার বনিয়াদ ষোল আনাই গণতান্ত্রিক। রাশিয়া ওয়েলসের স্বপ্ন সফল করেছে, কল্পনার রাজ্য থেকে আদর্শকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করেছে যাতে সারা দুনিয়া সেই আদর্শের অনুসরণ করতে পারে।

স্তালিনের কথাই ধরা যাক। তিনি আমীর ওমরাহ নন, রাজাও নন। মন্ত্রী কি ডিক্টেটর অথবা প্রেসিডেন্ট নন, রঙীন কোর্তা পরা ছোকরাদের সেলামের অধিকারীও তিনি নন। স্তালিন হচ্ছেন শাসনতন্ত্রের সর্বোচ্চ পরিচালক সংঘের সম্পাদক মাত্র তাঁর কাজ সন্তোষজনক না হলে পাঁচ মিনিটেই তিনি বরখাস্ত হতে পারেন। এই পদও তিনি পেয়েছেন 'যোগ্যতমের উন্নতির" ফলে। তা ছাড়া একটা নতুন সভ্যতার জন্মকালের অসংখ্য ভয়াবহ ঝড়ঝাপটার মধ্যে তিনি এই পদে টিকে রয়েছেন। রাষ্ট্রবিদ হিশেবে স্তালিনের অভিজ্ঞতা অদ্বিতীয়। তাঁর সঙ্গে পশ্চিম দেশের শাসকদের তুলনা করলে মনে হয়, এরা হচ্ছে কতকগুলো প্রাণহীন বিবর্ণ বাঁকাচোরা মোমের পুতুল। এঁরা আঁকড়ে রয়েছে একটা দুষ্ট শাসনতন্ত্র, এদের সম্বলমাত্র ফাঁকা কথা, জাল ইতিহাস এবং জরাগ্রস্ত বাতিল কর্মপদ্ধতি। স্তালিনের সঙ্গে কথা কইবার সুযোগ পাওয়া একটা সম্মানের বিষয়। শ্রেষ্ঠতম সমাজ বিজ্ঞানীর পক্ষেও এরকম সুযোগ পাওয়া গর্বের বিষয়।

ওয়েলস যোগ্য ব্যক্তি হিশেবেই এই সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু কি রকম সদ্ব্যবহারটা করেছেন তিনি এই সুযোগের ? ক্রেমলিনে তিনি সবেগে প্রবেশ করে যা বলেছেন তার ভাবখানা এই রকম মিস্টার স্তালিন, আপনি একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক, মাথাটিও আপনার দ্বিতীয় শ্রেণীর আর সেটায় ঠাসা রয়েছে ঐ শ্রেণী সংগ্রামের গাজাখুরী। আমি এবং আমার পি-ই-এন ক্লাবের বন্ধুরা ঐ গাজাখুরী এক লহমার জন্যেও শুনতে রাজী নই। এখন আপনি আমার কথা শুনুন। উইলিয়ম ক্লিসোল্ডের জগতের কি বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে আমি আপনাকে সমঝিয়ে দিচ্ছি।

আমি যে ব্যাখ্যা দিলাম স্তালিন-ওয়েলস কথালাপের আসল অর্থ ঠিক তাই। একমাত্র ওয়েলস ছাড়া যিনিই স্তালিন-ওয়েলস সাক্ষাৎকারের বিবরণ পড়বেন তিনিই একথা মানবেন।......

আমি আবারও ওয়েলসকে অনুরোধ করছি--তিনি অবশেষে অন্তত এমন একটি কথা বলুন যাতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, রাশিয়া ও স্তালিন, আজকের দিনে এই দুটো শব্দের যে কতখানি গুরুত্ব ওয়েলস সত্যিই সেটা স্বীকার করেন।

আর মেনার্ড কীনস ? মেনে নিচ্ছি তিনি আমাকে হাসাতে পেরেছেন স্তালিনকে গ্রামোফোন বলে। স্তালিন কিছু মনে করবেন না। ধারাপাতের নামতার বেলায় আমরা সকলেই তো গ্রামোফোন। মিঃ কীনস ভালোই জানেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কেমনতরো বিশ্রী পুরনো গ্রামোফোন এবং কত সেকেলে ঘড়ঘড়ে তাদের রেকর্ডগুলো। কীনস যে বলেছেন আমি আদৌ বিজ্ঞানী নই, ওতে আমার কিছু যায় আসে না। নির্ভুল নিখুঁত বিজ্ঞানী হলো সেই যে কিনা প্রত্যেক বার স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছয়, যেকোন পদ্ধতি সে নিক না কেন। তেমন লোক নেই, কোনকালে হবেও না। অমন লোকের কথা বাদ দিলে সব চেয়ে বিজ্ঞানী লোক হচ্ছে সেই যে প্রায়ই নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছয়। ☐

পি, বি, এস, এর নতুন বই

সাইলাস টিমবারম্যান
হাওয়ার্ড ফাস্ট
অনুবাদ--সলিল বিশ্বাস ৪০·০০

পুনর্বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে
মস্কো মামলা
মণি গুহ ৩০·০০

সোভিয়েত রাশিয়া অর্থনীতি ও মতাদর্শের কিছু সমস্যা
অভিজিৎ লাহিড়ী ১৮·০০

আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্ক
১ম খণ্ড—২০·০০, ২য় খণ্ড—২০·০০, ৩য় খণ্ড—২০·০০, ৪র্থ খণ্ড—২০·০০

আধা সামন্ততন্ত্র ও ভারতের কৃষি অর্থনীতি
রতন খাসনবিশ ৩০·০০

বাংলার রেনেসাঁস এবং রামমোহন
দীপংকর চক্রবর্তী ২০·০০

সমাজে নারী-পুরুষ ও অন্যান্য প্রবন্ধ
অশোক রুদ্র ২৫·০০

ব্রাহ্মণ্যভাবধারা ও আধুনিক হিন্দুমন
অশোক রুদ্র ৩০·০০

চারু মজুমদারের কথা
সৌরেন বসু ৩০·০০

NON-EUROCENTRIC MARXISM AND INDIAN SOCIETY
Asoke Rudra Rs. 120·00

পিপলস্ বুক সোসাইটি
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলিকাতা—৭০০ ০৭৩

স্তালিনের আরো একগুচ্ছ সাক্ষাতকার

অস্ত্র তুলে নিতে চার্চিলের আহ্বান

[মিশৌরির অন্তর্গত ফুলটন শহরে প্রদত্ত উইনস্টন চার্চিলের বেতার ভাষণের উপর গৃহীত 'দৈনিক প্রাভদার' সংবাদদাতার সঙ্গে সাক্ষাতকার]

তারিখ : ১৩ মার্চ ১৯৪৬

প্রশ্ন : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রদত্ত উইনস্টন চার্চিলের সাম্প্রতিক বেতার ভাষণের মূল্যায়ন আপনি কিভাবে করছেন ?

উঃ আমি মনে করি এটা একটা ভয়ানক কাণ্ড, মিত্র শক্তির মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করবার এবং তাদের পারস্পরিক সহযোগিতাকে স্তব্ধ করে দেবার পরিকল্পনা।

প্রঃ এটা কি ভাবা যেতে পারে যে চার্চিলের ভাষণ শান্তি ও সুরক্ষার কারণে ক্ষতিকারক ?

উঃ হ্যাঁ, প্রশ্নাতীতভাবে। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এমন : চার্চিল যুদ্ধবাজের ভূমিকা নিচ্ছেন এবং এ ব্যাপারে তিনি একা নন। তাঁর বন্ধুরাও রয়েছেন ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

এ সম্পর্কে একটা বিষয় উল্লেখ করা দরকার—চার্চিল এবং তাঁর বন্ধুরা হুবহু হিটলার ও তাঁর বন্ধুদের মত। হিটলার যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়ার কাজ শুরু করেছিল একটা জাত-তত্ত্বকে সামনে রেখে এবং এই ঘোষণা করেছিল যে কেবলমাত্র জার্মান ভাষাভাষী মানুষ একটি উৎকৃষ্ট জাতি গঠন করতে পারে। চার্চিল যুদ্ধযাত্রা শুরু করেছিলেন ঐ একই তত্ত্ব হাতে নিয়ে। তিনি নিশ্চিত মনে করেন যে শুধু ইংরেজি ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী শ্রেষ্ঠ জাতি, যাদেরকে আহ্বান করা হয় সারা পৃথিবীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে। জার্মান জাত-তত্ত্ব হিটলার এবং তার বন্ধুদের উদ্বুদ্ধ করেছিল এই সিদ্ধান্তে আসতে যে জার্মান জনগণই একমাত্র উৎকৃষ্ট জাতি হিশেবে অন্যান্য জাতিগুলিকে শাসন করবে। ইংরেজ জাত তত্ত্ব চার্চিল এবং তাঁর বন্ধুদের এই সিদ্ধান্তে উপনীত করেছে যে ইংরেজি ভাষাভাষী জাতি একমাত্র সর্ব উত্তম জাত হিশেবে দুনিয়ার অবশিষ্ট প্রজাতির উপর শাসন কায়েম করবে।

বস্তুত চার্চিল এবং ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রে তাঁর বন্ধুরা ইংরেজি ভাষাভাষী নয় এমন জাতিগুলির নিকট চরম হুমকির আকারে হাজির করেছে তাঁদের বক্তব্য "স্বেচ্ছায় আমাদের শাসন মেনে নাও, তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে, না হলে যুদ্ধ অনিবার্য।"

কিন্তু সেই জাতিগুলি পাঁচ বছরের ভয়াবহ যুদ্ধে ঝরিয়েছে রক্ত তাদের দেশের মুক্তি এবং স্বাধীনতার জন্য হিটলারের আধিপত্যের পরিবর্তে চার্চিলের আজ্ঞাধীন হয়ে থাকবার জন্য নয়। সেই অর্থে এটা সম্পূর্ণ পরিষ্কার যে পৃথিবীর বিশাল সংখ্যা-গরিষ্ঠ ইংরেজি ভাষা না-বলা জনগোষ্ঠী একটি নতুন দাসত্ব প্রথায় আত্মসমর্পণ করতে রাজি হবে না।

চার্চিলের এটাই বিড়ম্বনা যে তাঁর মত একজন ঝানু রক্ষণশীল (inveterate Tory) সদস্য এই সহজ এবং সুস্পষ্ট সত্যটি বুঝতে পারেন নি। নিঃসন্দেহে চার্চিলের পদমর্যাদাটি যুদ্ধংদেহী ও সংযুক্ত সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি একটি রণহুঙ্কারের। এটাও পরিষ্কার যে চার্চিলের এই মর্যাদা ব্রিটেন এবং সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত বর্তমান মিত্রতা চুক্তির পরিপন্থী। ঠিক কথা, চার্চিল তাঁর পাঠকদেরকে বিভ্রান্ত করবার উদ্দেশ্যে এই সমস্ত কথা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছেন যেন পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার ইঙ্গ-সোভিয়েত চুক্তির সময় সীমা স্বচ্ছন্দে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত বাড়ান যেত। কিন্তু চার্চিলের তরফ থেকে প্রচারিত এই ধরনের বিবৃতির সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর প্ররোচনা ও যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার মতলবের মিল খুঁজে পাওয়া যাবে কি ভাবে ? তাই এই সমস্ত ঘটনাবলীর মিল কোনও ভাবেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। এবং যদি চার্চিল, যিনি সোভিয়েত রাশিয়ার উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি একই সঙ্গে ইঙ্গ-সোভিয়েত চুক্তির সময় সীমা পঞ্চাশ বছর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব বলে বিবেচনা করেন তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায় তিনি এই চুক্তিটিকে মনে করেন এক টুকরো তুচ্ছ কাগজ যেটা তাঁর দরকার কেবলমাত্র সোভিয়েত বিরোধী অভিসন্ধিকে ছদ্মবেশের অন্তরালে আড়াল করতে। এই কারণেই ইঙ্গ-সোভিয়েত চুক্তির সময় সীমা পঞ্চাশ বছর বা ততোধিক বৃদ্ধির ব্যাপারে ব্রিটেনে আসীন চার্চিলের বন্ধুদের মিথ্যা বিবৃতিকে গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করা যায় নি। চুক্তির সময়সীমা বৃদ্ধির কোনও মূল্য থাকে না যদি কোন এক পক্ষ চুক্তিটি ভঙ্গ করে এটাকে এক টুকরো তুচ্ছ কাগজে পরিণত করে।

প্রঃ যে ভাষণে চার্চিল আমাদের সীমান্তবর্তী ইউরোপীয় রাষ্ট্র সমূহের গণতান্ত্রিক পন্থাকে আক্রমণ করেছেন, সমালোচনা করেছেন সোভিয়েত রাশিয়া এবং সেই সমস্ত রাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সুন্দর প্রতিবেশী সুলভ সম্পর্কের সেই ভাষণের মূল্যায়ন আপনি কিভাবে করছেন ?

উঃ চার্চিলের ভাষণের এই অংশটি কুৎসা, অভদ্রতা এবং চাতুর্যের উপাদানে ভরপুর। তিনি নিশ্চিত মনে করেছিলেন, "ওয়ারশ, বার্লিন, প্রাগ, ভিয়েনা, বুদাপেস্ট, বেলগ্রেড, বুখারেস্ট ও সোফিয়া প্রভৃতি নগরগুলি এবং এর চতুর্দিকের নাগরিকগণ সোভিয়েতের আওতাভুক্ত হয়ে আছে এবং এরা সকলে কোন না কোন ভাবে কেবল সোভিয়েতেরই নয় মস্কো থেকে নিয়ন্ত্রিত একটি অতি উচ্চ এবং চূড়ান্ত ব্যবস্থারও অধীনস্থ প্রজা।" চার্চিল এই সব ব্যাপারকে সোভিয়েত ইউনিয়নের 'অসীম আগ্রাসনের মোহ' বলে বর্ণনা করেছেন।

এতে চার্চিল যে শঙ্কারজনক ভাবে এবং অযথা মস্কো এবং সোভিয়েত রাশিয়ার সীমান্তবর্তী উপরোক্ত রাষ্ট্রগুলির কুৎসা রটিয়েছে তা দেখাবার জন্য বিশেষ কোন প্রচেষ্টার দরকার নেই।

প্রথমত, ভিয়েনা এবং বার্লিনে, যেখানে চারটে রাষ্ট্রকে নিয়ে গঠিত হয়েছে মিত্রশক্তি নিয়ন্ত্রণ পরিষদ (Allied Control councils) এবং যেখানে সোভিয়েত রাশিয়ার এক চতুর্থাংশ মাত্র ভোট রয়েছে সেখানে সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণের কথা অবান্তর। এরকম ঘটে যে কিছু মানুষ কুৎসায় রত ব্যক্তিটিকে সাহায্য করতে পারে না। এখনও কিন্তু সব কিছুরই একটা সীমা আছে।

দ্বিতীয়ত, এই সমস্ত ঘটনাবলী ভুলে গেলে চলবে না যে জার্মান বাহিনী সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করেছিল ফিনল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া ও হাঙ্গেরীর জমি ব্যবহার করে। জার্মান বাহিনী এই সমস্ত দেশের মাধ্যমে আক্রমণ করতে সমর্থ হয়েছিল কারণ সেই সময়ে ঐ

দেশগুলিতে সোভিয়েত বিরোধী সরকার আসীন ছিল। জার্মান আক্রমণের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নকে জার্মান বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে স্বীকার করতে হয়েছিল অপূরণীয় ক্ষতি, জার্মান দখল এবং মোট সাত লক্ষ উচ্ছেদ হওয়া সোভিয়েত নাগরিকের জার্মান গোলামিতে নির্বাসিত হওয়ার ঘটনাকে। অন্য কথায় সোভিয়েত ইউনিয়নের জীবন হানীর সংখ্যা একত্রে ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিহতদের সংখ্যার চেয়ে ছিল বহুগুণ বেশী। কিন্তু কিছু স্থানে সোভিয়েত জনগণ যে হিটলারীয় নাগপাশ থেকে ইউরোপকে মুক্ত করেছিল তাঁদের আত্মাহুতির বিনিময়ে সম্ভবত সেই ঘটনাকে ভুলে যাওয়ার ঝোঁক অনুভূত হচ্ছে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন তাঁদেরকে ভুলে যেতে পারে না। সুতরাং ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি সেই সমস্ত রাষ্ট্রগুলিতে দৃষ্টিভঙ্গীতে সোভিয়েতের প্রতি বিশ্বস্ত সরকারের অস্তিত্ব দেখতে চায় তাহলে সেই ঘটনায় আশ্চর্য হওয়ার কি থাকতে পারে? কিভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের এই শান্তিপূর্ণ প্রয়াসকে কতিপয় ব্যক্তি নির্বোধের মত আমাদের রাষ্ট্রের 'দখলদারী ঝোঁক' বলে আখ্যা দেয়?

চার্চিল আরও দাবী করছেন যে "রুশ আধিপত্যাধীন পোল সরকারকে জার্মানির অভ্যন্তরে অবৈধ অনুপ্রবেশ করতে শক্তি যোগান দেওয়া হয়েছে।"

এই কথার প্রতিটি শব্দ অশ্লীল এবং অপমানজনক মিথ্যা অপবাদে পূর্ণ। এটা সুবিদিত যে জনসাধারণ বর্তমান গণতান্ত্রিক পোল্যাণ্ডের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন। তাঁরা তাঁদের কৃতকর্ম দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে দেশের স্বার্থ এবং সম্মানকে উচ্চ স্তরে ধরে রাখবার ক্ষমতা তাঁরা রাখেন যা তাঁদের পূর্বসূরীরা করেন নি। আজকের দিনের পোল্যাণ্ড নেতৃত্ব তাঁদের দেশে যে কোন বিদেশী প্রতিনিধির আধিপত্য সমর্থন করবে এমন দৃঢ় ধারণা করবার মত চার্চিলের কি তথ্য আছে? পোল্যাণ্ড এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করবার জন্যই চার্চিল কি এই অর্থ করছেন না এবং এই অপবাদ ছড়াচ্ছেন না যে 'রুশ অধিবাসী এখানে (পোল্যাণ্ডে) থাকছে? চার্চিল অসন্তুষ্ট কেননা পোল্যাণ্ড তার পরিকল্পনাকে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব ও মিত্রতার ভাবধারামুখী করে গড়ে তুলেছে। একটা সময়ে পোল্যাণ্ড এবং সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব এবং বিরোধের উপাদান জাঁকিয়ে বসেছিল। এই পরিস্থিতি চার্চিলের মত রাষ্ট্রনায়ককে সাহায্য করেছিল ঐসব বিবাদের ভিত্তিতে তৎপর হতে, রুশ বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করবার অছিলায় পোল্যাণ্ডে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে, রাশিয়া এবং পোল্যাণ্ডের মধ্যে যুদ্ধের জুজু দেখাবার চেষ্টা করতে এবং তাদের (পোলবাসীর) বিচারক সেজে নিজের (চার্চিলের) মর্যাদা বজায় রাখতে। কিন্তু সেই কাল আর নেই অতীত হয়ে গেছে, কারণ পোল্যাণ্ড এবং রাশিয়ার মধ্যে শত্রুতার অবসান হয়ে গেছে, গড়ে উঠেছে তাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব। এবং পোল্যাণ্ড আজকের গণতান্ত্রিক পোল্যাণ্ড একটি বিদেশী হাতের ক্রীড়নক হতে আর রাজী নয়। আমার মনে হয় এটাই হল আসল ঘটনা যা চার্চিলকে করেছে বিরক্ত এবং যা তাঁকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছিল পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অকস্মাৎ অকুশলী আক্রমণকে। একটু ভেবে দেখুন, অন্যান্যদের মূল্যে তাঁকে আর তাঁর খেলা খেলতে দেওয়া হচ্ছে না।

পোল্যাণ্ডের পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলকে পোল ভূখণ্ডের সামিল করে নিয়ে এলাকা বিস্তারের প্রসঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে চার্চিলের আক্রমণের ব্যাপারে আমার মনে হয়েছে যে তিনি (চার্চিল) পরিষ্কার ধোঁকাবাজি করেছেন যেহেতু ঐ অঞ্চলটি আগেই জার্মান বাহিনী দখল করে নিয়েছিল। যা জানা যায় তাতে পোল্যাণ্ডের দাবীকে ভিত্তি করে বার্লিনে ত্রিশক্তি সম্মেলনে পোল্যাণ্ডের পশ্চিম সীমান্তবর্তী এলাকা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন সেখানে বার বার সোচ্চার হয়ে বলেছিল যে তারা পোল্যাণ্ডের দাবীকে ন্যায্য এবং সঠিক মনে করে। খুব সম্ভব চার্চিল এই সিদ্ধান্তে চটে গিয়েছেন। চার্চিল এই ব্যাপারে রুশ অবস্থানের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাবার ত্রুটি করছেন না কিন্তু এই সিদ্ধান্ত যে বার্লিন সম্মেলনে সর্বসম্মত ভোট দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে এবং শুধু রুশ নয় ব্রিটিশ এবং মার্কিন প্রতিনিধিগণও যে উক্ত সিদ্ধান্তের পক্ষে ভোট দিয়েছে সেই তথ্যটি চার্চিল কেন গোপন করছেন? চার্চিল কেন জনগণকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করছেন?

এছাড়া চার্চিল সজোরে বলছেন, "যে কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলি ইউরোপের পূর্বাঞ্চলের ঐ সমস্ত রাষ্ট্রগুলিতে খুবই নগণ্য ছিল তারাই তাদের সংখ্যা অতিক্রম করে আরও প্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী হয়েছে এবং সর্বত্র একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে চাচ্ছে। প্রায় সর্বক্ষেত্রে পাহারাদার সরকার বিরাজ করছে, এই কারণে চেকোশ্লোভাকিয়া ছাড়া কোথাও আসল গণতন্ত্র নেই।"

জানা গিয়েছে, বর্তমানে ব্রিটেনের সরকার একটি মাত্র দল — লেবার পার্টির পরিচালনাধীন রয়েছে এবং সেখানে বিরোধী দলগুলিকে সরকার পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এই ব্যবস্থাকে চার্চিল সঠিক গণতন্ত্র বলছেন। পোল্যাণ্ড, যুগশ্লাভিয়া বুলগেরিয়া ও হাঙ্গেরী অনেকগুলি পার্টির, চার থেকে ছটি পার্টির যুক্ত মোর্চা কর্তৃক পরিচালিত হয় এবং বিরোধী দল যদি কম বেশী অনুগত হয় তাহলে সরকার পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করবার অধিকার অর্জন করে। এই ব্যবস্থাকে চার্চিল আখ্যা দেন — একচ্ছত্রবাদ, স্বেচ্ছাচারিতা এবং পাহারাদারী শাসন। কেন? কিসের ভিত্তিতে? চার্চিলের নিকট এর উত্তর আশা করবেন না? চার্চিল বুঝতে পারছেন না একচ্ছত্রবাদ, স্বেচ্ছাচার ও পাহারাদারী শাসন ইত্যাদি বলে চীৎকার করে তিনি নিজেকে কি রকম হাস্যকর জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন। চার্চিল চান — পোল্যাণ্ড শাসন করুন সোসনকোস্কি ও এনডারস, যুগোশ্লাভিয়া মিখাইলোভিচ এবং পাভেলিচ, রোমানিয়া প্রিন্স স্টারবি এবং রাডেস্কু, হাঙ্গেরী এবং অস্ট্রিয়া হ্যাপসবার্গ প্রাসাদের কিছু রাজা বা ঐ রকম কেউ। তিনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করতে চান যে ফ্যাসী-জন্মোদ্ভূত এই ভদ্র লোকেরা সত্যিকার গণতন্ত্র নিশ্চিত করবে। এটাই হচ্ছে চার্চিলের গণতন্ত্র।

চার্চিল প্রায় সত্যের কাছাকাছি আসেন যখন তিনি পূর্ব ইউরোপে কম্যুনিষ্ট পার্টির ক্রমবর্ধমান প্রভাবের কথা বলেন। এখানে অবশ্যই মন্তব্য করতে হয় যে তিনি সত্যি পুরোপুরি বলছেন না। কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রভাব কেবলমাত্র পূর্ব ইউরোপে বেড়েছে তা নয়, এর প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে ইটালি জার্মান, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, রোমানিয়া, ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশেই — যারা ইতিপূর্বে ফ্যাসিবাদী শাসনের অধীনস্থ ছিল

এবং ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড নরওয়ে, ডেনমার্ক, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস, সোভিয়েত ইউনিয়ন ইত্যাদি দেশ সমূহে যাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে জার্মান, ইটালি ও হাঙ্গেরীর দখলদারীর।

কম্যুনিষ্ট পার্টির এই বর্ধিষ্ণু প্রভাবকে আকস্মিক মনে করা যাবে না। এটা একটা যথার্থ যুক্তিসঙ্গত ব্যাপার। কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে কারণ ইউরোপে ফ্যাসী শাসনের বছরগুলিতে কম্যুনিষ্ট সদস্যগণ দেখাতে পেরেছেন যে তাঁরা নিজে ফ্যাসীবাদী রাজত্বের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মুক্তির জন্য বিশ্বস্ত নির্ভীক ও আত্মত্যাগী সৈনিক। চার্চিল তাঁর বক্তৃতায় কখনও-সখনও সরল ক্ষুদ্র পুঁথিরবাসীদেরকে স্মরণ করেন, মুরুব্বির মত তাদের পিঠ চাপড়ে দেন এবং নিজেকে জাহির করেন তাদের বন্ধু হিশেবে। কিন্তু এই জনসাধারণ অতটা সরল নয় যতটা আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়। ঐ সরল জনসাধারণের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী আছে, আছে নিজেদের পরিকল্পনা এবং তারা নিজের জন্য উঠে দাঁড়াতে জানে। এরাই হলেন সেই লক্ষ লক্ষ সরল মানুষ যাঁরা ব্রিটেনে চার্চিল এবং তাঁর পার্টিকে পরাজিত করেছিলেন শ্রমিক পার্টির পক্ষে ভোট প্রদান করে। এরাই সেই সরল-সহজ জনগণ যাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন, ইউরোপে ফ্যাসিবাদের সঙ্গে সহযোগীদের বিরোধিতা করেছিলেন এবং বাম গণতান্ত্রিক দলকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। এরাই সেই লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ যারা ফ্যাসীবাদ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে যুদ্ধের অগ্নিতে কম্যুনিষ্ট সদস্যদেরকে পরীক্ষা করে নেবার পর সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে কম্যুনিষ্ট সদস্যগণ জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন হওয়ার পূর্ণ দাবী রাখে। এই ভাবেই ইউরোপে কম্যুনিষ্ট সদস্যদের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্বভাবতই এই ধরণের অগ্রগতি চার্চিলের কাম্য নয় তাই তিনি বিপদ সঙ্কেত দিচ্ছেন, সামরিক শক্তির নিকট আবেদন রাখছেন। তিনি কখনও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত রাজত্বের জন্ম দেখতে চান নি। তৎকালীন সময়েও তিনি বিপদ সংকেত দিয়েছিলেন, রাশিয়ার বিরুদ্ধে সংগঠিত করেছিলেন চোদ্দটি রাষ্ট্রের সশস্ত্র প্রচার অভিযানকে নিজেদের পরিকল্পনা মাফিক ইতিহাসের চাকাকে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিতে। কিন্তু ইতিহাস অধিক শক্তিশালী প্রমাণিত হয়েছে চার্চিলের অনধিকার চর্চার চেয়ে এবং চার্চিলের অলীক পরিকল্পনা সেই সময়ে ঘটিয়েছিল তাঁর বিষম পরাজয়। আমি জানি না তিনি এবং তাঁর বন্ধুরা হয় বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্ব ইউরোপে একটি নতুন সশস্ত্র অভিযান সংগঠিত করতে পারবে কি না। যদি তাঁরা পারেন—সে কাজটি কিন্তু খুব সম্ভব নয় কারণ লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ রয়েছেন প্রহরারত শান্তির জন্য। তাই দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলা যেতে পারে যে তাঁরা গুঁড়িয়ে যাবে ঠিক যেমনটি একবার হয়েছিল ছাব্বিশ বছর পূর্বে।

জাতি পুঞ্জ ও যুদ্ধ আতঙ্ক

[এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধি এডি গিলমোরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার]

তারিখ : ২২ মার্চ, ১৯৪৬

প্রঃ বিশ্ব শান্তির সুরক্ষার আধার হিশেবে সম্মিলিত রাষ্ট্র সংঘকে আপনি কিরকম গুরুত্ব দেন ?

উঃ আমি সম্মিলিত রাষ্ট্র সংঘকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিই ততটা, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখবার প্রতিষ্ঠান হিশেবে এটার গুরুত্ব যতটা। এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব নিহিত রয়েছে সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে সমমর্যাদা প্রদানের নীতির ভিত্তিতে কিন্তু কারো অন্যের উপর খবরদারি করবার নীতির উপর নয়। যদি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ভবিষ্যতে সমমর্যাদা বজায় রাখতে সক্ষম হয় তাহলে এটা নিঃসন্দেহে বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের ক্ষেত্রে একটি বিরাট ভূমিকা পালন করবে।

প্রঃ আপনার মতে বর্তমান যুদ্ধ আতঙ্কের কারণ কি ? যা বহু দেশের অসংখ্য মানুষকে ভাবিয়ে তুলছে ?

উঃ আমি বিশ্বাস করি কেউ নতুন করে যুদ্ধ চায় না—কোনও জাতিও না কোনও সেনানীও না। তারা শান্তি চায় এবং শান্তি রক্ষা করতে ব্যাকুল হয়। এর অর্থ হচ্ছে বর্তমান যুদ্ধ আতঙ্ক ঐ সমস্ত উৎস থেকে আসছে না। আমি মনে করি বর্তমান যুদ্ধ ভীতির উৎপত্তি হয়েছে নির্দিষ্ট কিছু রাজনৈতিক দলের ক্রিয়াকলাপের কারণে যারা নতুন করে যুদ্ধ বাধাবার জন্য প্রচারে ব্যস্ত রয়েছে এবং এইভাবে বিভেদ ও অনিশ্চয়তার বীজ বপন করে চলেছে।

প্রঃ সারা বিশ্বে শান্তি ও সংহতি বজায় রাখতে স্বাধীনতা প্রিয় সরকারগুলির এখন কি করা উচিত ?

উঃ নতুন করে যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়ার প্রচারকদের বিরুদ্ধে ব্যাপক পাল্টা প্রচার সংগঠিত করা দরকার। পাশাপাশি শান্তি বজায় রাখবার প্রচারও রাখতে হবে যেন যুদ্ধ লাগিয়ে দেওয়ার পক্ষের প্রচারকগণের একটি মাত্র কথাও প্রয়োজনীয় সংবাদ সংস্থা ও জনমতের বাধা অতিক্রম করে গলে বেরিয়ে না যায়। যেন এইভাবে যুদ্ধবাজদের স্বরূপ তাড়াতাড়ি প্রকাশ করে দেওয়া যায় এবং শান্তির স্বার্থ বিরোধী কথা বলবার সুযোগের অপব্যবহার করতে না দেওয়া হয়।

জার্মানি, ইংল্যাণ্ড, চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুদ্ধ বিপদ, সহাবস্থান, আণবিক বোমা

[লণ্ডনের সানডে টাইমস পত্রিকার সংবাদদাতা আলেকজাণ্ডার ওয়ার্থ এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার]

তারিখ : ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬

প্রঃ পৃথিবী ব্যাপী দায়িত্বজ্ঞানহীন বহুবিধ কথাবার্তার জন্য সত্যি সত্যি একটি নতুন যুদ্ধের বিপদ দেখা দিতে পারে বলে কি আপনি বিশ্বাস করেন ? যদি এই রকম একটি বিপদ সঙ্কুল অবস্থা দেখা দেয় তাহলে যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্য কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ?

উঃ একটি নতুন যুদ্ধের প্রকৃত বিপদে আমি বিশ্বাস করি না। যারা এখন একটি নতুন যুদ্ধের ব্যাপারে চীৎকার চেঁচামেচি করছে তারা মূলত রণমত্ত রাজনৈতিক পাণ্ডা এবং এদের স্বল্প সংখ্যক অনুগামীরা হচ্ছে কিছু আমলা। ঐ চেঁচামেচি তাদের প্রয়োজন (ক) তাদের বিরোধী শক্তিগুলির মধ্য থেকে নির্দিষ্ট কিছু দেশী রাজনীতিককে যুদ্ধের জুজু দেখিয়ে যতটা সম্ভব সর্বক্ষেত্রে নিজেদের সরকারগুলিকে ঢাকঢোল পিটিয়ে পরিচালনায় সাহায্য করতে (খ) স্বদেশের সামরিক খাতে ব্যয়-বরাদ্দ হ্রাস কিছু দিনের জন্য বন্ধ রাখতে এবং (গ) সামরিক তৎপরতা রোধ আটকাতে যেন এইভাবে তাদের নিজের দেশের বেকারত্বের দ্রুত বৃদ্ধি রোধ করা যায়।

একটি নতুন যুদ্ধের শোরগোল না আসলে স্থান পাচ্ছে এবং একটি প্রকৃত বিপদ একটি নতুন যুদ্ধের যা এখনও আত্মপ্রকাশ করেনি এই দুইয়ের সূক্ষ্ম পার্থক্য করে দেখতে হবে।

প্রঃ আপনি কি মনে করেন যে গ্রেট ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আত্ম-সচেতনভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে পুঁজিবাদী পরিবেষ্টনীর মধ্যে ঘেরাও করতে চাইছে ?

উঃ আমি মনে করি না যে গ্রেট ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসক চক্র ইচ্ছে থাকলেও সোভিয়েত ইউনিয়নে পুঁজিবাদী পরিবেষ্টনীর মধ্যে ঘেরাও করতে পারবে তবে তা আমি দৃঢ়ভাবে বলছি না।

প্রঃ ওয়ালেসের সাম্প্রতিক বক্তৃতা মোতাবেক ব্রিটেন, পশ্চিম ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্র কি নিশ্চিত হতে পারে যে জার্মানিতে সোভিয়েত কর্মসূচি পশ্চিম ইউরোপের বিরুদ্ধে রুশ পরিকল্পনার একটি অস্ত্র হয়ে উঠবে না ?

উঃ পশ্চিম ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক জার্মানিকে ব্যবহার করবার ব্যাপার আমি ভাবছি না। আমি এই প্রশ্নকে অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনা করছি কেবলমাত্র এই কারণেই নয় যে জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে একটি পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরের দ্বারা সোভিয়েত ইউনিয়ন গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে, জড়িয়ে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বৃহত্তম ত্রিশক্তির পটসডাম (Potsdam) সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের জন্য, কিন্তু এটাও একটা কারণ যে পশ্চিম ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জার্মানিকে ব্যবহার করবার একটা নীতি গ্রহণ করবার অর্থ দাঁড়াবে মৌলিক জাতীয় স্বার্থ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচ্যুতি।

সংক্ষেপে বলতে হয় যে জার্মান সমস্যা সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের নীতি নির্ধারিত হয়েছে জার্মানিকে বেসামরিক ও গণতান্ত্রিক আওতায় আনবার জন্য। আমার বিশ্বাস জার্মানির বেসামরিকীকরণ ও গণতন্ত্রীকরণ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জিম্মাদারীর একটি শক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তির প্রতিষ্ঠান গঠন করবে।

প্রঃ পশ্চিম ইউরোপের কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলি তাদের নীতির নির্দেশ পাচ্ছে মস্কো থেকে—এই অভিযোগ সম্পর্কে আপনার মতামত কি ?

উঃ আমি মনে করি, এই অভিযোগগুলি উদ্ভট এবং হিটলার ও গোয়েবেলসের দেউলিয়া অস্ত্র ভাণ্ডার থেকে ধার করা।

প্রঃ মতাদর্শগত পার্থক্যের অস্তিত্ব এবং ওয়ালেশ উল্লিখিত দুটি পদ্ধতির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমী গণতন্ত্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে স্থায়ী ও বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার সম্ভাবনায় আপনি কি বিশ্বাস করেন ?

উঃ আমি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি।

প্রঃ এখানে লেবার পার্টির সাম্প্রতিক স্বল্প প্রবাসকালীন আপনি, আমি যতটুকু বুঝেছি, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের সম্ভাবনার ব্যাপারে দৃঢ় মত ব্যক্ত করেছেন। ব্রিটিশ জনগোষ্ঠির বৃহত্তম অংশের বড় আকাঙ্খার এই সম্পর্ক স্থাপন কি সাহায্য করতে পারবে ?

উঃ আমি ঠিকমতই বুঝেছি যে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে বন্ধুসুলভ সম্পর্ক সম্ভব। এই দেশগুলির মধ্যে রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বাড়ালে এই ধরণের সম্পর্ক স্থাপনে তা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

প্রঃ আপনি কি বিশ্বাস করেন চীন থেকে আমেরিকার দ্রুত সৈন্য অপসারণ ভবিষ্যত শান্তির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ?

উঃ হ্যাঁ করি।

প্রঃ আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তগত আণবিক বোমার একচেটিয়া অধিকারই হচ্ছে কার্যত শান্তির অন্যতম প্রধান বিপদ ?

উঃ আমি বিশ্বাস করি না যে আণবিক বোমা অতটা ভয়ঙ্কর শক্তিধর যতটা কিছু নির্দিষ্ট রাজনৈতিক নেতা ভাববার আগ্রহ দেখাচ্ছেন। আণবিক বোমাগুলি প্রস্তুত হয়েছে দুর্বল হৃদয়কে ভয় দেখাবার জন্য। এগুলি কিন্তু যুদ্ধের ফলাফল নির্ণয় করতে অক্ষম কেননা কোনও ক্রমেই যুদ্ধের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরমাণু বোমা যথেষ্ট নয়। নিঃসন্দেহে পরমাণু বোমার গোপন তথ্যের একচেটিয়া অধিকার ভীতির সঞ্চার করেছে কিন্তু এর প্রতিরোধের দুটি উপায় আছে (ক) আণবিক বোমার একচেটিয়া অধিকার দীর্ঘ দিন থাকতে পারে না (খ) আণবিক বোমার ব্যবহার নিষিদ্ধ হবে।

প্রঃ আপনি কি বিশ্বাস করেন যে সাম্যবাদের দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্তরোত্তর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বহির্বিশ্বের সাথে এর শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা ভাঁটা পড়বে না যেখানে সোভিয়েত ইউনিয়ন সংশ্লিষ্ট রয়েছে ? "একটি মাত্র দেশে সাম্যবাদ" কি সম্ভব ?

উঃ আমার কোনও সন্দেহ নেই যে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা বাড়তে থাকবে হ্রাস পাওয়া তো দূরের কথা। 'একটিমাত্র দেশে সাম্যবাদ' 'পুরোপুরি সম্ভব' বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের মত একটি দেশে।

সোভিয়েত মার্কিন সম্পর্ক, জাতি সংঘ, আণবিক বোমা জার্মানি, পোল্যাণ্ড, গ্রীস, জাপান

[ইউনাইটেড প্রেসের সভাপতি মিঃ হাফ বাইলিই-র সঙ্গে সাক্ষাৎকার]

তারিখ : ২৮ অক্টোবর ১৯৪৬

প্রঃ গত শুক্রবার (অক্টোবর ১৮) নেতার ভাষণে সচিব বায়রনেস তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করে বললেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে—আপনি কি তাঁর সঙ্গে একমত ?

উঃ না।

প্রঃ যদি এই ধরণের ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার অস্তিত্ব থেকে থাকে তাহলে কি আপনি তার কারণ বা কারণগুলি সম্বন্ধে কিছু বলবেন ? এবং এই কারণগুলি দূর করবার জন্য অত্যন্ত অপরিহার্য উপাদানগুলি কি কি ?

উঃ আমি আগের প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছি তাতে এটা জিজ্ঞাসা করা অবান্তর।

প্রঃ আপনি কি পূর্বেই জানতে পারছেন যে চলতি আলাপ আলোচনার ফলে শান্তি চুক্তি হবে, যে চুক্তি যারা ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এবং প্রাক্তন ফ্যাসীবাদী উৎসগুলির তরফ থেকে যুদ্ধের বিপদকে উৎখাত করেছিল সেই জাতিগুলির মধ্যে ভদ্রোচিত সম্পর্ক স্থাপন করবে ?

উঃ আমি সেই রকমই আশা রাখি।

প্রঃ যদি তা না হয় তাহলে মহাযুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়া রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সেই ভদ্রোচিত সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা কি কি ?

উঃ আমার আগের প্রশ্নোত্তর অনুযায়ী এই প্রশ্নটাও অপ্রাসঙ্গিক।

প্রঃ ইটালির সঙ্গে শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর না করবার যুগোশ্লাভিয়ার সিদ্ধান্তের প্রশ্নে রাশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গী কি?

উঃ যুগোশ্লাভিয়ার অসন্তুষ্ট হওয়ার পেছনে যুক্তি আছে।

প্রঃ আপনার মতে বর্তমানে বিশ্বশান্তির ক্ষেত্রে মারাত্মক ভয় কোনটা?

উঃ একটি নতুন যুদ্ধের উস্কানীদাতারা যার পুরোধাপুরুষ চার্চিল এবং ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী তাঁর সমমনোভাবাপন্ন কিছু ব্যক্তি।

প্রঃ যদি এই রকম ভীতিজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহলে একটি নতুন যুদ্ধ এড়াতে দুনিয়ার জাতিগুলির কি কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত?

উঃ নতুন যুদ্ধের প্রবক্তাদের স্বরূপ উন্মোচন করে দিয়ে গতিরোধ করতে হবে।

প্রঃ সম্মিলিত রাষ্ট্রসংঘ কি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির সংহতির জিম্মাদার?

উঃ এখন পর্যন্ত সেই রকমই বলতে শোনা যাচ্ছে।

প্রঃ আপনি কি মনে করেন জার্মানির মধ্যে অধিকৃত চারটি অঞ্চলকে একসঙ্গে ছেড়ে দেওয়া উচিত অর্থনৈতিক অনুশাসনের জন্য অথবা জার্মানিকে একটি শান্তিপূর্ণ একক হিশেবে পুনর্জীবিত করবার উদ্দেশ্যে চার শক্তির দখলদারীর বোঝাকে এইভাবে হাল্কা করবার চেষ্টা হচ্ছে?

উঃ শুধু অর্থনৈতিকই নয় জার্মানির রাজনৈতিক অবস্থাও পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা উচিত।

প্রঃ আপনি কি এই ধারণা পোষণ করেন যে এই সময়ে মিত্র শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন একটি কেন্দ্রীয় প্রশাসন গঠন করে জার্মাণ জনগণের নিজেদের হাতে অর্পণ করা সম্ভব, যা জার্মানির জন্য একটি শান্তি চুক্তির খসড়া রচনা করবার ব্যাপারে বিদেশ মন্ত্রীপরিষদের সহায়ক হবে?

উঃ হ্যাঁ, করি।

প্রঃ এই গ্রীষ্মকালে বিভিন্ন অঞ্চলে যে নির্বাচন হয়ে গেল এবং বাতিল হল তার প্রেক্ষিতে আপনি কি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে জার্মানি গণতান্ত্রিক পথে বরাবর এগোচ্ছে, যে পথ একটি শান্ত জাতি হিশেবে এর ভবিষ্যতের আশা যোগায়?

উঃ এখন পর্যন্ত আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত নয়।

প্রঃ যেভাবে কিছু কিছু স্থানে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে সাধ্যমত অর্থ পুরো মিটিয়ে দেবার জন্য জার্মানিকে অনুমতি দিতে, তাতে কি আপনি ধারণা করেন যে অনুমোদিত শিল্প কারখানার স্তর চুক্তিবদ্ধ সীমার অতিরিক্ত হওয়া উচিত?

উঃ হ্যাঁ, মনে করি।

প্রঃ বর্তমানে চার-শক্তির কর্মসূচীর প্রেক্ষিতে জার্মানিকে পুনরায় বিশ্বযুদ্ধের ঘাঁটিতে পরিনত হওয়া থেকে রক্ষা করতে কি করা উচিত?

উঃ জার্মানির মধ্যে ফ্যাসীবাদের অবশিষ্টাংশের মূল প্রকৃত অর্থে উৎঘাটন করতে হবে এবং তাকে পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক করে গড়তে হবে।

প্রঃ জার্মান জনসাধারণকে তাঁদের শিল্প ও বাণিজ্য পুনর্গঠন করে স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে কি?

উঃ হ্যাঁ, দেওয়া হবে।

প্রঃ আপনার মতে পোশডাম (Potsdam) ব্যবস্থাপনা ঠিক মত মানা হচ্ছে কি? যদি তা না হয় তাহলে পোশডাম ঘোষণাকে কার্যকরী সনদে পরিনত করতে কি করা প্রয়োজন?

উঃ সেগুলিকে সবসময় মেনে চলা হয় না বিশেষ করে জার্মানিকে গণতন্ত্রীকরণ করবার ব্যাপারে।

প্রঃ সম্মিলিত রাষ্ট্রীয় পরিষদের বৈঠকে চার বিদেশ মন্ত্রীদের আলোচনার সময় ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি হয়েছিল বলে কি আপনি মনে করেন?

উঃ না। আমি তা মনে করি না।

প্রঃ জার্মানির অভ্যন্তরে ছোট যুদ্ধ অপরাধীদেরকে খুঁজে বের করা এবং বিচার করাটাকে ক্রেমলিন কতটা উচিত মনে করে? ক্রেমলিন কি মনে করে যে ন্যুরেমবার্গ সিদ্ধান্ত এই ধরনের কর্ম করবার পক্ষে শক্ত ঘাঁটি তৈরী করে দিয়েছে?

উঃ যত তারা এগোতে পারে ততই ভাল।

প্রঃ রাশিয়া কি পোল্যাণ্ডের পশ্চিম সীমান্তকে চিরস্থায়ী মনে করে?

উঃ হ্যাঁ, করে।

প্রঃ গ্রীসের অভ্যন্তরে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর উপস্থিতিকে সোভিয়েত রাশিয়া কিভাবে নিচ্ছে? সোভিয়েত রাশিয়া কি মনে করে যে বর্তমান গ্রীক সরকারকে ব্রিটেনের আরও অস্ত্র-শস্ত্র পাঠান উচিত?

উঃ প্রয়োজন নেই।

প্রঃ পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, যুগশ্লাভিয়া ও অষ্ট্রিয়াতে কি পরিমাণ রুশ সামরিক সেনা রয়েছে এবং শান্তি অর্জনের স্বার্থে এই সেনাদল সেখানে কতদিন মজুত থাকবে বলে আপনি মনে করেন?

উঃ পশ্চিমে দিকে অর্থাৎ জার্মানি, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, রোমানিয়া ও পোল্যাণ্ডে সব মিলিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের এখন ৬০ ডিভিশন (পদাতিক ও গোলন্দাজ) সৈন্য মোতায়েন রয়েছে। তাদের অধিকাংশই একটি সম্পূর্ণ সেনাবাহিনী নয়। যুগোশ্লাভিয়াতে কোনও সোভিয়েত সৈনিক নেই। সেনা অপসারণের অন্তিম কাল নির্ধারণের ব্যাপারে এই বছর ২২ অক্টোবর সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতি মণ্ডলীতে গৃহীত রায় (Decree) কার্যকরী হওয়ার তারিখ থেকে দু-মাসের জন্য চল্লিশ ডিভিশন সোভিয়েত সেনা উপরোক্ত দেশগুলিতে মোতায়েন থাকবে।

প্রঃ ভূমধ্য সাগরে মার্কিন রণতরীর উপস্থিতির ব্যাপারে সোভিয়েত সরকারের মনোভাব কি?

উঃ নির্বিকল্প।

প্রঃ রাশিয়া এবং নরওয়ের মধ্যে একটি বাণিজ্যিক চুক্তির বিষয়ে বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গী কি?

উঃ এটা এখনই বলা শক্ত।

প্রঃ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করবার পর একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতি হিশেবে গড়ে ওঠা কি ফিনল্যাণ্ডের পক্ষে সম্ভব? ফিনল্যাণ্ডের দ্রুত পুনরুত্থানের ব্যাপারে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ প্রদান কর্মসূচী সংশোধন সংক্রান্ত কোনও চিন্তা ভাবনা আছে কি?

উঃ প্রশ্নটাই ঠিকমত করা হল না। ফিনল্যাণ্ড পুরোপুরি স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ, এখনও তা বজায় আছে।

প্রঃ সোভিয়েত রাশিয়ার পুনর্গঠনের প্রশ্নে সুইডেন ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি করবার অর্থ কি? এই বিশাল কাজ সম্পন্ন করবার জন্য কি ধরণের বহির্সাহায্য পাওয়ার ইচ্ছা আপনার বিবেচনাধীন রয়েছে?

উঃ দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা স্থাপনের প্রশ্নে সুইডেনের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর একটি অবদান।

প্রঃ রাশিয়া কি এখনও যুক্তরাষ্ট্র থেকে ঋণ পেতে ইচ্ছুক ?

উঃ হ্যাঁ, ইচ্ছুক।

প্রঃ রাশিয়া কি এর নিজের পরমাণু বোমার বা ঐ ধরনের কোনও অস্ত্রের প্রযুক্তির সম্প্রসারণ করছে ?

উঃ না।

প্রঃ সমর উপকরণ হিসেবে আণবিক বোমা বা ঐ ধরনের অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ?

উঃ মিঃ ওয়ার্থের প্রশ্নের সুবিদিত উত্তরের মধ্যে আমি ইতিপূর্বেই আণবিক বোমা সম্পর্কে আমার বিচার বিবেচনার কথা জানিয়েছি।

প্রঃ আপনার মতে সবথেকে সুষ্ঠুভাবে কেমন করে পরমাণু শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে ? যদি আন্তর্জাতিক ভিত্তির উপর এই নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করা যায় তাহলে এই নিয়ন্ত্রণকে কার্যকরী করবার স্বার্থে শক্তিধর দেশগুলিকে তাদের সার্বভৌম ক্ষমতার কতটুকু ত্যাগ করা উচিত হবে ?

উঃ কঠোর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ দরকার।

প্রঃ পশ্চিম রাশিয়ার ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাকাকে পুনর্গঠন করতে কত দিন সময় লাগতে পারে ?

উঃ ছয় থেকে সাত বছর।

প্রঃ রাশিয়া কি দেশের বিমান পথ অতিক্রম করে বাণিজ্যিক বিমান চলাচলের অনুমতি দেবে ? রাশিয়া কি পরস্পর আদানপ্রদানের ভিত্তিতে অন্যান্য মহাদেশের সঙ্গে বিমান যোগাযোগ বাড়াতে চাচ্ছে ?

উঃ ক্ষেত্র বিশেষে একথা বাদ দেওয়া যাচ্ছে না।

প্রঃ জাপানের দখল সম্পর্কে আপনার সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী কি ? আপনি কি মনে করেন যে বর্তমান পরিস্থিতিতে এটা একটা সাফল্য ?

উঃ কিছুটা সফল হওয়া গেছে কিন্তু আরও সাফল্য পাওয়া যেতে পারত।

সহাবস্থান, রাষ্ট্র সংঘ, বাণিজ্য এবং শান্তি, পরমাণু বোমা, বৃহৎ ত্রি-শক্তি, রুশ-মার্কিন সম্পর্ক, সুদূর প্রাচ্য

[ইলিয়ট রুজভেল্টের সঙ্গে সাক্ষাৎকার]

তারিখ : ২১ ডিসেম্বর, ১৯৪৬

প্রঃ আপনি কি মনে করেন যে গণতন্ত্রের স্বার্থে পরস্পরের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবার চেষ্টা না করে যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশগুলির রাশিয়ার মত কম্যুনিষ্ট পরিকাঠামোর সরকারগুলির পাশাপাশি শান্তির সঙ্গে এই দুনিয়ায় চলা সম্ভব ?

উঃ হ্যাঁ নিশ্চয়, এটা শুধু সম্ভবই নয় এটাই বুদ্ধিমত্তার কাজ এবং সম্পূর্ণ সমঝোতার অন্তর্নিহিত ব্যাপার, যুদ্ধ চলাকালীন চরম উত্তেজনাময় সময়ে শত্রুদের পরাস্ত করবার জন্য আমাদের দুটি দেশকে একত্রে যুক্ত হতে সরকারের মত-পার্থক্য প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারেনি। এছাড়াও শান্তির সময়ে সেই সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব।

প্রঃ আপনি কি বিশ্বাস করেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মৌলিক নীতি ও পরিকল্পনাগুলির মিলনের উপর রাষ্ট্র সংঘের সাফল্য নির্ভর করছে ?

উঃ হ্যাঁ, তা করি। বহু ক্ষেত্রে একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্র সংঘের স্থায়িত্ব নির্ভর করছে ঐ শক্তি ত্রয়ের গড়ে ওঠা ঐক্যের উপর।

প্রঃ স্তালিন আপনি কি মনে করেন যে বিশ্ব শান্তির জন্য একটি দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ আমাদের দু'দেশের মধ্যে তৈরী পণ্য ও কাঁচা মালের আদান-প্রদানের জন্য অর্থনৈতিক ঐকমতে পৌঁছবার ব্যাপক সুযোগের ক্ষেত্রে একটি লাভজনক ব্যাপার ?

উঃ হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি যে বিশ্বশান্তি স্থাপনের ব্যাপারে এটা হবে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। স্বভাবতই আমি একমত যে বিশ্ব বাণিজ্য ও সুযোগ সুবিধার বিস্তার বহু ক্ষেত্রেই আমাদের দু'দেশের মধ্যে সু-সম্পর্কের উন্নতি ঘটাবে।

প্রঃ রাষ্ট্র সংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক জাতিপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত রাষ্ট্রকে নিয়ে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক আরক্ষা বাহিনী গঠনের স্বপক্ষে রয়েছে কি ? যেখানেই সশস্ত্র লড়াই শান্তির বিঘ্ন ঘটাবে সেখানেই তৎক্ষণাৎ ঐ বাহিনী পৌঁছে যাবে।

উঃ বটেই তো।

প্রঃ যদি আপনি মনে করেন যে রাষ্ট্র সংঘ আণবিক বোমা নিয়ন্ত্রণ করবে তাহলে তাদের (রাষ্ট্র সংঘের) তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে যে কোনও ধরণের অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের সমস্ত ব্যবস্থাদি ও গবেষণার নিয়ন্ত্রণ করা ও শান্তির সময়ে ব্যবহার্য পরমাণু শক্তির প্রসার পরীক্ষা করে দেখা উচিত নয় কি ?

উঃ নিশ্চয়। সমমর্যাদার নীতির প্রশ্নে রাশিয়ার ক্ষেত্রে কোনও ব্যতিক্রম করা উচিত হবে না। অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রেও যেমন তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের নিয়ম বলবৎ থাকবে তেমনই রাশিয়াও সেই একই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

প্রঃ বিশ্বশান্তির পরিপন্থী বর্তমান সমস্ত আন্তর্জাতিক সমস্যার আলোচনার জন্য যদি আর একটি বৃহৎ ত্রি-শক্তি বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ত তাহলে তা একটি প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সাধন করত বলে কি আপনি মনে করেন ?

উঃ একটা নয় অনেকগুলি বৈঠক হওয়া উচিত বলে মনে করি এবং সেই বৈঠকগুলি প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সাধন করবে।

প্রঃ স্যার, আমি জানি, অনেক দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলীর আপনি একজন ভাল ছাত্র। সুতরাং আমার জানতে ইচ্ছে করে, গত নভেম্বরের রাষ্ট্র সংঘের নির্বাচনে জনগণ রুজভেল্ট পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গী এবং তাঁর (রুজভেল্টের) রাজনৈতিক শত্রুদের বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতি থেকে সরে আসার যে ইঙ্গিত দিচ্ছে তা আপনি অনুভব করেন কি ?

উঃ রাষ্ট্র সংঘের জনমানসের অভ্যন্তরীণ জীবনের সঙ্গে আমি ততটা ভাল পরিচিত নই কিন্তু আমার ধারণা যে প্রয়াত রাষ্ট্রপতির সৃষ্টি আদর্শগত ও রাজনৈতিক মূলধনকে বর্তমান সরকার যে বিনাশ করে দিচ্ছিল—এই নির্বাচন তা জানিয়ে দিয়েছে এবং এইভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী নেতৃত্বকে বিজয়ী হতে সাহায্য করেছে।

(সূত্র : ব্যবস্থাপক মহাসভার নির্বাচন, নভেম্বর ১৯৪৬)

প্রঃ রুজভেল্টের মৃত্যুর পর আমাদের দু'দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও সমঝোতার অবনতির জন্য কোন বিষয়কে আপনি দায়ী করছেন ?

উঃ আমার ধারণা যদি এই প্রশ্নটি মার্কিন ও রুশ নাগরিকদের মধ্যে সমঝোতা এবং সম্বন্ধ সম্পর্কিত হয় তাহলে কোন অবনতি হয় নি বরং সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে। দুই সরকারের মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারে কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। বিশেষ একটা ক্ষেত্রে অবনতি দেখা গেছিল তখনই আওয়াজ তোলা হয়েছিল যেন তাদের সম্পর্ক পরবর্তীকালেও

খারাপ হতে থাকবে। কিন্তু সামরিক সংঘর্ষ বা শান্তিভঙ্গের ব্যাপারে এই বিষয়ে ভীতিজনক আমি কিছু দেখছি না।

একটি একক বৃহৎ শক্তি বর্তমান পরিস্থিতিতে অপর একটি মিত্র শক্তি বা একটি বৃহৎ শক্তির সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার মত বিশাল সেনানী তৈরী করতে পারবে না সংশ্লিষ্ট সরকার করতে উদগ্রীব হলেও কেননা এখন কেউ সম্ভবত নিজ দেশের জনগণ ছাড়া যুদ্ধ করতে পারে না এবং জনগণ আর যুদ্ধ করতে চায় না, তারা যুদ্ধ-ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

উপরন্তু একটি নতুন যুদ্ধকে সঠিক বলে ভাববার মত কোনও যুক্তি নেই। কেউ জানে না কিসের জন্য তাকে যুদ্ধ করতে হবে—এই কারণে আমাদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি সম্বন্ধে রাষ্ট্রসংঘের সদস্য সরকারগুলি কথা বলতে থাকলেও আমি তাতে ভয়ানক কিছু দেখছি না।

এই সমস্ত বিচার-বিবেচনা করে আমার মনে হচ্ছে যে একটি নতুন যুদ্ধের ভয় অমূলক।

প্রঃ আমাদের দু-দেশের মধ্যে ব্যাপক সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক আদান-প্রদানের স্বপক্ষে কি আপনি? আপনি কি ছাত্র, শিল্পকলাবিদ, বৈজ্ঞানিক ও অধ্যাপকদেরও বিনিময় কামনা করেন?

উঃ নিশ্চয়।

প্রঃ সুদূর প্রাচ্যের জনগণের সাহায্যের জন্য একটি দীর্ঘসূত্রী অভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের উচিত নয় কি?

উঃ যদি তা সম্ভব হয় তাহলে এটা একটা হিতকর ব্যাপার হবে। সুদূর পূর্বাঞ্চলের প্রশ্নে যে কোনও ব্যাপারে আমাদের সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অভিন্ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে তৈরী হয়ে রয়েছে।

প্রঃ যদি ঋণ প্রদান অথবা ধারে ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতির প্রচলন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে করা যায় তাহলে কি এই ধরণের সহমত যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ব্যাপারের স্থায়ী উপকারে আসবে না?

উঃ ধারে ক্রয়-বিক্রয়ের এই ধরণের একটি পদ্ধতি স্বভাবতই যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন—এই উভয় দেশের পারস্পরিক সুবিধাজনক ব্যাপার।

প্রঃ অধিকৃত জার্মান ভূখণ্ডের মধ্যে মার্কিন ও ব্রিটিশ অঞ্চলকে নাৎসী শাসন মুক্ত করতে ব্যর্থতা সোভিয়েত সরকারের নিকট ভীষণ বিপদ সংকেতের কারণ কি না?

উঃ না। এটা একটা ভীষণ বিপদের কারণ হয় নি কিন্তু নিঃসন্দেহে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে এটা একটা অস্বস্তিকর ঘটনা কেননা আমাদের সাধারণ কর্মসূচীর কিছু অংশকে কার্যকরী করা যাচ্ছে না।

সহাবস্থান, মার্কিন-সোভিয়েত সহযোগিতা, পারমাণবিক শক্তি, ইউরোপ

[হ্যারোল্ড স্তাসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার]

তারিখ: ৯ এপ্রিল ১৯৪৭

স্তাসেন: স্তালিন, এই ইউরোপ সফরে এসে আমি একটি অর্থনৈতিক চরিত্রের অবস্থার পর্যবেক্ষণ করতে বিশেষ আগ্রহী। স্বভাবতই এ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সংযুক্ত সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি জেনেছি আমাদের দু-ধরণের অর্থনীতি চালু রয়েছে এবং দুটোই ভীষণ আলাদা, সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ কম্যুনিস্ট পার্টি এবং এর পরিকল্পিত অর্থনীতির সঙ্গে সমাজতন্ত্রীকৃত যৌথ রাষ্ট্রগুলিতে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এর মুক্ত অর্থনীতি ও নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি পুঁজিবাদী কায়দায় অত্যন্ত ভিন্নভাবে। আমি জানতে আগ্রহী যে আধুনিক জগতে সুসংহতভাবে পরস্পর একে অপরের সঙ্গে সেই দুই ধরণের অর্থনীতি প্রচলিত থাকতে পারে বলে আপনি মনে করেন কি না?

স্তালিন: স্বাভাবিকভাবেই তারা চলতে পারে। পরস্পর সহযোগিতা যতটা সংশ্লিষ্ট তাতে তাদের মধ্যে পার্থক্যটা তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। জার্মানি এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রচলিত পদ্ধতি একই রকমের ছিল তবু ... মধ্যে যুদ্ধ বেধেছে। যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পদ্ধতি ভিন্ন কিন্তু আমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়িনি এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন এর কোনও প্রস্তাবও করে নি। যদি যুদ্ধ চলাকালীন তারা সহযোগিতা করতে পারে তাহলে তারা আজ কেন শান্তিতে নেই এবং সহযোগিতার ইচ্ছে প্রকাশ করতে পারছে না? স্বভাবতই যদি সহযোগিতার ইচ্ছা না থাকে তাহলে একই ধরণের আর্থিক ব্যবস্থা চালু থাকলেও অচল অবস্থা আসতে পারে যেমন ঘটেছিল জার্মানির ক্ষেত্রে।

স্তাসেন: আমি বিশ্বাস করি যে তারা পরস্পরকে সহযোগিতা করতে পারে যদি উভয়ের মনোবাঞ্ছা তাই থাকে কিন্তু সহযোগিতা করতে সমর্থ না হওয়ার বহু বিবৃতি রয়েছে যার মধ্যে কিছু যুদ্ধের পূর্বে আপনি নিজেই দিয়েছিলেন। কিন্তু ফ্যাসীবাদী অক্ষ শক্তির পরাজয় কিংবা পরিস্থিতির পরিবর্তন করা সম্ভবপর হয়েছে কি?

স্তালিন: দুই ধরণের অর্থনীতি পরস্পরকে সহযোগিতা করতে পারে না—এ কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। লেনিন উক্ত পরস্পর সহযোগিতার ধারণা প্রকাশ করেছিলেন। আমি হয়ত বলে থাকতে পারি যে একটি পদ্ধতি সহযোগিতা করতে অনিচ্ছুক ছিল কিন্তু তা মাত্র একটি দিকে প্রতিফলিত হয়েছিল। কিন্তু সহযোগিতার সম্ভাবনার ক্ষেত্রে আমি লেনিনকে আঁকড়ে ধরে থাকি, যিনি সহযোগিতার সম্ভাবনা ও কামনা—উভয়ের কথাই বলেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণ ও পার্টির তরফে সহযোগিতা করবার অভিপ্রায় সম্পর্কে বলা যায় যে এটা করা সম্ভব এবং দুটি দেশই এই সহযোগিতার সুবাদে উপকৃত হতে পারে।

স্তাসেন: শেষ অংশ স্পষ্ট হল। আমি যে বিবৃতিগুলির উল্লেখ করেছি তা আপনি ১৯৩৯ এর ১৮ তম কম্যুনিস্ট পার্টি কংগ্রেসে ও ১৯৩৭ এর পার্টির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে পুঁজিবাদী চক্র ও একচেটিয়া কারবার সম্বন্ধে প্রকাশ করেছিলেন। এখন আপনার বিবৃতি থেকে আমার অনুমান হচ্ছে যে ফ্যাসীবাদী জার্মানি ও জাপানের পরাজয় পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন করতে পারেনি।

স্তালিন: কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একটিও পার্টি কংগ্রেসে কিংবা এমন কোনো পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়নি যাতে আমি বলেছিলাম কিংবা বলে থাকতে পারি যে দুই ধরণের পদ্ধতির মধ্যে সহযোগিতা অসম্ভব। আমি বলেছিলাম যে পুঁজিবাদী পরিবেষ্টনীর অস্তিত্ব বর্তমান রয়েছে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের আক্রান্ত হওয়ার বিপদও রয়েছে। যদি কোনও একটি পার্টি সহযোগিতা করতে সম্মত না হয় তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে আক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে। কার্যত জার্মানি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সহযোগিতা করবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল না এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন কি জার্মানির সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারতো? হ্যাঁ, সোভিয়েত রাশিয়া জার্মানির সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারতো কিন্তু জার্মানি সহযোগিতা করতে অস্বীকার করেছিল নইলে সোভিয়েত রাশিয়া যেমন অন্যান্য

দেশগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল তেমনি জার্মানির সঙ্গেও করত। তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে এই সমস্তগুলি সংশ্লিষ্ট হচ্ছে অভিপ্রায়ের বিষয়ের সঙ্গে কিন্তু সহযোগিতা করবার সম্ভাবনার সঙ্গে নয়। সহযোগিতা করবার সম্ভাবনা ও সহযোগিতা করতে সচেষ্ট হওয়ার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা প্রয়োজন। সহযোগিতার সম্ভাবনা সব সময়েই থাকে কিন্তু সহযোগিতা করবার ইচ্ছা সব সময় বর্তমান থাকে না। যদি একটি পার্টি সহযোগিতা করতে ইচ্ছে প্রকাশ না করে তাহলে তার ফলশ্রুতি হয় সংঘর্ষ, যুদ্ধ।

স্তাসেন : এটা অবশ্যই পারস্পরিক হবে।

স্তালিন : হাঁ, রাশিয়া যে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক সেই ঘটনার প্রমাণপত্র আমি হাজির করতে চাই।

স্তাসেন : আপনার দেওয়া ইতিপূর্বের বিবৃতির সূত্র ধরে আমি উল্লেখ করতে চাই যে আপনি বলেছিলেন, যখন জার্মানি যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিল তখন রাষ্ট্র সংঘ ও জার্মানির মধ্যে তীব্র মতপার্থক্য ছিল।

স্তালিন : সরকারী পর্যায়ে মতপার্থক্য ছিল কিন্তু অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পার্থক্য ছিল না। সরকার তো ছিল সাময়িক ব্যাপার।

স্তাসেন : আমি একমত হতে পারছি না। হাঁ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতেও পার্থক্য ছিল। সাম্রাজ্যবাদ, রাষ্ট্রের একচেটিয়া কারবারে উন্নতি, শ্রমিকদের উপর অত্যাচার প্রভৃতিই হচ্ছে নাৎসী ব্যবহৃত পুঁজিবাদের ক্ষতিকারক দিক। আমার মনে হয় আমরা আমেরিকার পুঁজিবাদের একচেটিয়া কারবার এবং সাম্রাজ্যবাদী ঝোঁক প্রতিরোধ করতে সফল হয়েছি এবং সেখানে শ্রমিক শ্রেণী, কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্ যতটুকু করতে পারবে ভেবেছিলেন তার চেয়েও অনেক বেশী উন্নতি করতে পেরেছে তাদের স্বাধীনতা ও ভোটের ক্ষমতা প্রয়োগ করে। অবাধ পুঁজির এই নিয়ন্ত্রণ, একচেটিয়া কারবারের প্রতিবন্ধকতা, শ্রমিক শ্রেণীর স্বাধীনতা, আমেরিকার অর্থনৈতিক অবস্থাকে জার্মানিতে প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে ফেলেছে।

স্তালিন : আমরা আর আমাদের পারস্পরিক পদ্ধতির সমালোচনা করছি না। প্রত্যেকের একটি নিয়ম-নীতিকে অনুসরণ করে চলবার অধিকার আছে যেটাকে সে বজায় রাখতে চায়। কোন্‌টি উত্তম তা ইতিহাস বলবে। জনগণের পছন্দ করা পদ্ধতিকে আমাদের সম্মান দেওয়া উচিত এবং পদ্ধতিটি ভাল না মন্দ তার বিচার বিবেচনা করবেন মার্কিন জনসাধারণ। সহযোগিতা করতে গিয়ে একজনের একই ধরনের নিয়ম পদ্ধতির প্রয়োজন নেই। জনগণ যখন একটা পদ্ধতিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন তখন সেটাকে মর্যাদা দেওয়া উচিত। এর ভিত্তিতেই কেবলমাত্র আমরা সহযোগিতা অর্জন করতে পারি। যদি আমরা শুধু সমালোচনাই করি তাহলে তা আমাদেরকে নিয়ে যাবে বহু দূরে। মার্কস এবং এঙ্গেলস্ সম্বন্ধে বলতে হয়, তাঁদের মৃত্যুর চল্লিশ বছর পর কি ঘটবে তার ভবিষ্যৎ জানতে তাঁরা সক্ষম হন নি। আমাদের উচিত জনগণের পারস্পরিক মান-সম্মানের প্রতি অনুরক্ত থাকা। কিছু মানুষ সোভিয়েত নিয়ম পদ্ধতিকে একচ্ছত্রবাদ আখ্যা দেয়। আমাদের দেশের অধিবাসিগণ মার্কিন নিয়ম পদ্ধতিকে একচেটিয়া পুঁজিবাদ মনে করেন। যদি আমরা একে অপরকে একচেটিয়া কারবারী এবং একচ্ছত্রবাদী ইত্যাদি শব্দে বিশ্লেষিত করতে শুরু করি তাহলে তা কোনও সহযোগিতায় পৌঁছে দেবে না।

আমাদের অবশ্যই শুরু করতে হবে ঐতিহাসিক সত্যতা থেকে যে জনগণ স্বীকৃত দুটি পদ্ধতিই চালু রয়েছে এবং তার ভিত্তিতেই সহযোগিতা সম্ভব। যদি আমরা পরস্পরকে—সমালোচনায় ব্যস্ত করতে চাই তবে তা হবে বাজে প্রচার।

প্রচারের ব্যাপারে আমার অভিমত হচ্ছে আমি সমর্থন আদর্শের প্রচারক নই কিন্তু বিনিময় মনোভাবের মানুষ। আমাদের সংকীর্ণতাবাদী হওয়া উচিত নয়। যখন জনগণ প্রচলিত নিয়ম পদ্ধতিকে পরিবর্তন করতে চাইবে তারা তা করতে পারবে। যুদ্ধের প্রশ্নে যখন আমরা রুজভেল্টের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলাম তখন কেউ কারো নাম ধরে ডাকিনি। আমরা সফল হয়েছিলাম সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করতে এবং শত্রুদেরকে পরাস্ত করতে।

স্তাসেন : যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর এই ধরনের সমালোচনা ভুল বোঝাবুঝির কারণ হয়ে উঠেছিল। যদি সহযোগিতার বাতাবরণ তৈরী হয় তাহলে আপনি কি ভবিষ্যতে ছাত্র ও শিক্ষক, শিল্পকলাবিদ ও পর্যটকদের আদর্শ ও সংবাদাদির ব্যাপক আদান প্রদানের প্রতি নজর দেবেন?

স্তালিন : এটা অনিবার্যভাবেই ঘটবে যদি সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হয় যেহেতু উত্তম জিনিসের বিনিময় জনগণের মধ্যে একটা লেন-দেন ঘটায়······।

স্তাসেন : আমি যা দেখেছি তাতে আমার এই অভিমত যে সহযোগিতা সম্ভব যদি সহযোগিতা করবার কামনা এবং বাসনা থাকে।

স্তালিন : ঠিক কথা।

স্তাসেন : জনসাধারণের জীবন ধারণের মান উন্নয়নের জন্য যান্ত্রিকীকরণ ও বৈদ্যুতীকরণ একটি বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হয়ে উঠেছে। পরমাণু শক্তির নতুন সম্প্রসারণ সারা পৃথিবীর জনগণের নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি অনুভব করি যে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ, কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ ও যুদ্ধের জন্য পরমাণু শক্তির ব্যবহারকে বিধিবহির্ভূত ঘোষণা করবার বিষয়গুলি হচ্ছে দুনিয়ার আপামর জনগণের নিকট চরম গুরুত্বপূর্ণ। আপনি কি মনে করেন যে সুদূর ভবিষ্যতে পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ বিকাশের জন্য চুক্তি হওয়ার একটি সঙ্গত প্রত্যাশা আছে?

স্তালিন : আমি সেই আশাই রাখি। আমাদের মধ্যে মতামতের বিরাট পার্থক্য আছে কিন্তু আমি আশা করি সুদূর ভবিষ্যতে একটি সমঝোতায় উপনীত হতে পারব। আমার ধারণা আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তা হয়ে উঠবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার প্রযুক্তি বিদ্যায় বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসবে। এটা একটা অত্যন্ত মহৎ ব্যাপার। যুদ্ধের উদ্দেশ্যে পরমাণু শক্তির ব্যবহারের বিষয়ে বলব সম্ভাব্য সমস্ত উপায়ে তা নিষিদ্ধ করতে হবে। সুদূর ভবিষ্যতে এটা হয়ে উঠবে একটা জ্বলন্ত সমস্যা। জনসাধারণের বিবেক তার মোকাবিলা করবে এবং এটা হবে নিষিদ্ধ।

স্তাসেন : হাঁ, আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। যদি উক্ত সমস্যার সমাধান করা যায় তবে তা হবে একটি মহান আশীর্বাদ আর যদি তা না করা যায় তাহলে তা হবে দুনিয়ার তামাম জনজীবনের নিকট এক ভয়ঙ্কর অভিশাপ।

স্তালিন : আমি মনে করি আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে আমরা সফল হব। পরিস্থিতি সেই দিকেই যাচ্ছে।

বার্লিন সঙ্কট, জাতিসংঘ, ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসী নীতি, চার্চিল

[প্রাভদার প্রতিবেদকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার]

২৮ অক্টোবর ১৯৪৮

প্রঃ বার্লিন পরিস্থিতির প্রশ্নে নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনার ফলাফলের এবং ঐ ব্যাপারে ইঙ্গ-মার্কিন ও ফরাসি প্রতিনিধিবৃন্দের ব্যবহারের বিচার আপনি কেমনভাবে করছেন ?

উঃ ঐগুলিকে ইঙ্গ-মার্কিন ও ফরাসি শাসক চক্রের আগ্রাসী নীতির বহিঃপ্রকাশ হিশেবে ভাবছি।

প্রঃ বার্লিন প্রশ্নে এই বছর আগস্ট মাসে চতুরঙ্গ শক্তি ইতিপূর্বেই চুক্তিবদ্ধ হয়েছে তা কি সত্যি ?

উঃ হ্যাঁ, সত্য। চুক্তিটি মস্কোতে গত ৩০ আগস্ট একপক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ্রেট ব্রিটেন এবং ফরাসি প্রতিনিধি বৃন্দের মধ্যে স্থির হয়েছে পরিবহন বিধি নিষেধ প্রত্যাহারের ব্যবস্থা কার্যকরী করবার ও একই সঙ্গে অন্যদিকে বার্লিনের মধ্যে সোভিয়েত অঞ্চলে জার্মান মার্ককে একমাত্র মুদ্রা হিশেবে প্রবর্তন করবার জন্য। এই চুক্তিটি কারো আত্মসম্মানে আঘাত করে নি। এতে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির স্বার্থ বিবেচিত হয়েছে এবং পরবর্তী সহযোগিতার সম্ভাবনা নিশ্চিত করেছে। কিন্তু মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেন সরকার মস্কোতে উপস্থিত তাঁদের প্রতিনিধিবৃন্দকে অস্বীকার করেছে এবং চুক্তিটিকে বাতিল হিশেবে ঘোষণা করেছে এবং এইভাবে চুক্তিটিকে ভঙ্গ করে প্রশ্নটিকে নিরাপত্তা পরিষদে পাঠাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে কারণ নিরাপত্তা পরিষদে ইঙ্গ-মার্কিন নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্য রয়েছে।

প্রঃ এটা কি সত্য নিরাপত্তা পরিষদে এই প্রশ্নে সাম্প্রতিক আলোচনা চলাকালীন ও প্রশ্নটি ভোটে দেওয়ার পূর্বে বার্লিন পরিস্থিতির প্যারিসে পুনরায় একটি বেসরকারী চুক্তি স্থির হয়েছিল ?

উঃ হ্যাঁ, সেটা সত্য। নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি ও আর্জেনটাইন প্রতিনিধি ডঃ ব্রামুগলিয়া সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শক্তির পক্ষে কমরেড ভিসিনিস্কির সঙ্গে বেসরকারী কথাবার্তা পরিচালনা করেছিলেন, তাঁর হাতে বার্লিন পরিস্থিতির প্রশ্নে গৃহীত সিদ্ধান্তের একটি সম্মত খসড়া ছিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেনের প্রতিনিধিগণ পুনরায় সেই চুক্তিটিকে বাতিল ঘোষণা করেন।

প্রঃ তার পরে কি হয়েছিল ? একটু ব্যাখ্যা করবেন ?

উঃ পরিস্থিতি এই রকম হ'ল যে আগ্রাসী নীতিকে যাঁরা উৎসাহ দিচ্ছিলেন সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেটব্রিটেনের প্রতিনিধিগণ একটি চুক্তির জন্য এবং সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতা করবার জন্য কোন আগ্রহ দেখাবার প্রয়োজন মনে করলেন না। তাঁরা যা করতে চাইলেন তা কোন চুক্তি কিংবা সহযোগিতা নয় কিন্তু শুধু ঐ ব্যাপারে কথাবার্তা বলা যাতে করে চুক্তিটিকে রোধ করা যায় এবং সোভিয়েত রাশিয়ার উপর দোষ চাপান যায় এবং এই ভাবে প্রমাণ করা যায় যে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে কোনও সহযোগিতা সম্ভব নয়। একটি নতুন যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিল যে প্ররোচকগণ তাদের সর্বাধিক ভয় সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে ঐক্যমতে ও সহযোগিতায় পৌঁছে যাবার ব্যবস্থাকে, কারণ সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে সহমতে পৌঁছে যাবার নীতি যুদ্ধের প্ররোচকদের সম্মান হানি করবে এবং যে কোনও উদ্দেশ্যের ঐ ভদ্রলোকদের আগ্রাসী নীতিকে বঞ্চিত করবে।

এই কারণেই তারা সম্মত চুক্তিকে বাধা দিয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে একত্রে যারা এই চুক্তির মুশাবিদা করেছিল তাদেরকে অস্বীকার করেছে, রাষ্ট্র সংঘের সনদ ভঙ্গ করে নিরাপত্তা পরিষদে ব্যাপারটাকে ঠেলে দিয়েছে, যেখানে তাদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে এবং প্রমাণ করতে পারে যে তারা যা খুশি করতে পারে। এই সমস্ত করা হয়েছিল দেখাতে—যেন সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতা সম্ভব নয় যেন একটি নতুন যুদ্ধের প্রয়োজন এইভাবে একটি নতুন যুদ্ধের জমি তৈরী করা হচ্ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেনের বর্তমান নেতৃত্বের নীতি হচ্ছে আক্রমণের নীতি, একটি নতুন যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়ার নীতি।

প্রঃ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য চীন, কানাডা, বেলজিয়াম, আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া ও সিরিয়া এই ছয় দেশের প্রতিনিধি বৃন্দের ব্যবহারকে কেমন ভাবে ভাবা উচিত ?

উঃ ঐ ভদ্রলোকেরাও আক্রমণের নীতিকে, একটি নতুন যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়ার নীতিকে অবলীলায় সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন।

প্রঃ এর শেষ কোথায় ?

উঃ নতুন যুদ্ধের প্ররোচকদের কলঙ্কজনক ব্যর্থতায় এর পরিসমাপ্তি ঘটবে। একটি নতুন যুদ্ধের প্রধান প্ররোচক চার্চিল ইতিমধ্যেই তামাম দুনিয়ার গণতান্ত্রিক শক্তির ও তাঁর স্বদেশের জনগণের বিশ্বাস হারিয়েছেন। যুদ্ধের অন্যান্য সমস্ত প্ররোচকদের পরিণতিও তাই হবে। জনসাধারণের স্মৃতিতে সাম্প্রতিক যুদ্ধের বিভীষিকা এখনও জ্বলজ্বল করছে এবং শান্তিকামী জনশক্তি অত্যন্ত শক্ত হয়ে রয়েছে কেননা চার্চিলের শিষ্যগণ তাদেরকে পরাভূত করে একটি নতুত যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে আক্রমণ শানিয়ে চলছে।

বার্লিন, নিরস্ত্রীকরণ, স্তালিন ট্রুম্যান বৈঠক

[আন্তর্জাতিক সংবাদ পরিষদের প্রতিনিধি কিংসবেরী স্মিথ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার]

২৭ জানুয়ারী, ১৯৪৯

প্রঃ পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বার কোন অভিপ্রায় নিজ নিজ সরকারগুলির নেই এই মর্মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি যুগ্ম ইস্তাহার প্রকাশ করবার বিবেচনা করতে সোভিয়েত ইউনিয়ন সরকার প্রস্তুত হবেন কি ?

উঃ এই ধরণের একটি ইস্তাহার প্রকাশ বিবেচনা করতে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তুত থাকবে।

প্রঃ ক্রমশ নিরস্ত্রীকরণের মত একটি শান্তি চুক্তি কার্যকরী করবার জন্য পরিকল্পিত ব্যবস্থায় সোভিয়েত রাশিয়া সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সঙ্গে যোগ দিতে উদ্যত হবে কি না ?

উঃ ক্রমান্বয়ে নিরস্ত্রীকরণ করবার লক্ষ্যে একটি শান্তি চুক্তি কার্যকরী করবার পরিকল্পিত ব্যবস্থায় সোভিয়েত রাশিয়া সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে সহযোগিতা করবে।

প্রঃ সামগ্রিকভাবে জার্মান সমস্যার বিবেচনার জন্য বিদেশ মন্ত্রী পরিষদের বৈঠক ঝুলিয়ে রেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং ফরাসি সরকারগুলি একটি স্বতন্ত্র পশ্চিম জার্মান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা স্থগিত রাখতে রাজি হয় তাহলে কি সোভিয়েত ইউনিয়ন সরকার জার্মানির পশ্চিমাঞ্চল ও বার্লিনের মধ্যে

যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর কর্তৃপক্ষ আরোপিত বিধিনিষেধ তুলে নিতে প্রস্তুত হবে ?

উঃ তৃতীয় প্রশ্নে সংশ্লিষ্ট শর্তগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স মেনে থাকলে পরিবহন অবরোধ তুলে নেবার ব্যাপারে রাশিয়া সরকার কোন বাধা দেখতে না এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, অপর তিন শক্তি দ্বারা আরোপিত বাণিজ্য ও পরিবহন অবরোধ একই সঙ্গে তুলে নেওয়া হবে।

প্রঃ পরস্পরের পছন্দমত একটি স্থানে এই রকম একটি শান্তি চুক্তির নিষ্পত্তির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখবার শলা-পরামর্শ করতে রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান এর সঙ্গে অংশগ্রহণ করবার জন্য আপনার মহানুভবতা তৈরী থাকবে কি ?

উঃ আমি ইতিপূর্বেই বলেছি যে মিটিং করতে আমার কোনও আপত্তি নেই।

কখন যুদ্ধ অনিবার্য হয় না ?

[প্রাভদার সাংবাদিকের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের উদ্ধৃতি থেকে]

১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫১

প্রঃ আপনি কি এখনি নতুন বিশ্বযুদ্ধকে অনিবার্য মনে করেন ?

উঃ না। অন্ততপক্ষে এখন এটাকে আমি অনিবার্য ভাবছি না।

তবু একটি নতুন যুদ্ধ বাধিয়ে দেবার জন্য আঘাত হানতে উদ্যত শক্তি রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ব্রিটেনে, ফ্রান্সেও। যুদ্ধ তাদের প্রয়োজন অত্যধিক মুনাফা তুলে নিতে এবং অন্য দেশগুলিতে লুটতরাজ চালাতে। এঁরা হচ্ছেন সেই কোটিপতি মানুষগুলি যাঁরা যুদ্ধকে বিপুল পরিমাণ মুনাফা অর্জন করবার হাতিয়ার মনে করেন।

তারা, এই যুদ্ধপ্রবণ শক্তিগুলি, প্রতিক্রিয়াশীল সরকারগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে, নির্দেশ দেয় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই যারা যুদ্ধ চায় না এবং শান্তি বজায় রাখবার পক্ষে দাঁড়ায় সেই জনগণকে এরা ভয় পায়। সুতরাং শান্তিপ্রিয় দেশগুলির শান্তিপূর্ণ নীতিকে আক্রমণাত্মক বলে এবং একটি নতুন যুদ্ধকে আত্মরক্ষামূলক বলে চালিয়ে দিতে, নিজ দেশের জনগণকে ঠকাবার জন্য এবং মিথ্যা ঘটনায় জড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তারা প্রতিক্রিয়াশীল সরকারগুলিতে ব্যবহার করবার চেষ্টা করছে। তাদের আক্রমণাত্মক পরিকল্পনা জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং তাদেরকে একটি যুদ্ধে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ঠিক এই কারণে যে প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের যুদ্ধংদেহী মনোভাব প্রকাশ হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে তারা শান্তি রক্ষার অভিযান চালাতে শঙ্কিত হয়ে পড়ছে।

ঠিক এই যুক্তিতেই, তারা সমরাস্ত্র হ্রাস করবার ও পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধ করবার জন্য একটি শান্তি চুক্তির নিষ্পত্তি করবার সোভিয়েত প্রস্তাবকে খারিজ করে দিয়েছিল। তাদের ভয় ছিল যে এই প্রস্তাব গৃহীত হলে প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের যুদ্ধবাজ ব্যবস্থাগুলি বিঘ্নিত হবে এবং অস্ত্র প্রতিযোগিতা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে।

যুদ্ধবাজ এবং শান্তিপ্রিয় শক্তিগুলির মধ্যে এই লড়াইয়ের পরিসমাপ্তি কি হবে ?

শান্তি সুরক্ষিত এবং সংহত হবে যদি জনগণ শান্তি সুরক্ষা করবার ব্যবস্থাগুলি নিজেদের হাতে নিয়ে নেয় এবং তা শেষ পর্যন্ত প্রতিরক্ষা করে। যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে যদি যুদ্ধবাজগণ মিথ্যা প্রবঞ্চনায় জনগণকে জড়িয়ে ফেলতে পারে এবং তাদেরকে একটি নতুন যুদ্ধের মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে পারে।

এই কারণেই যুদ্ধবাজদের অপপ্রচারপূর্ণ চক্রান্ত ফাঁস করে দেওয়ার একটি উপায় হিসেবে শান্তি বজায় রাখবার জন্য ব্যাপক প্রাথমিক পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে উঠেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্বন্ধে বলতে হয় যে সোভিয়েত ভবিষ্যতে যুদ্ধ এড়িয়ে চলবার এবং শান্তি অটুট রাখবার নীতিতে দৃঢ়ভাবে অবিচল হয়ে থাকবে।

পরমাণু অস্ত্রের নিষিদ্ধকরণ

[প্রাভদার প্রতিবেদকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার]

৬ অক্টোবর, ১৯৫১

প্রঃ সোভিয়েত ইউনিয়নে একটি পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করাকে কেন্দ্র করে বৈদেশিক পত্র-পত্রিকাগুলিতে যে হৈ হৈ রব পড়ে গেছিল সে ব্যাপারে আপনার অভিমত কি ?

উঃ ঠিকই অন্যতম এক ধরণের পরমাণু বোমার পরীক্ষা সম্প্রতি আমাদের দেশে করা হয়েছে। ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসী গোষ্ঠীর আক্রমণ থেকে আমাদের দেশের প্রতিরক্ষার জন্য গৃহীত পরিকল্পনা মোতাবেক ভবিষ্যতে বিভিন্ন ক্ষমতার পরমাণু বোমার পরীক্ষা চালিয়ে যাওয়া হবে।

প্রঃ পরমাণু বোমার পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব বিপদের সংকেত দিচ্ছেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার আশঙ্কা করে শংকিত হচ্ছেন। এই ধরণের বিপদ সংকেতের কোনও ভিত্তি আছে কি ?

উঃ এই ধরনের বিপদ সংকেতের কোন ভিত্তিই নেই। যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গ না জেনে পারেন না যে সোভিয়েত ইউনিয়ন পরমাণু অস্ত্রের ব্যবহারের শুধু বিরোধীই নয় এর নিষিদ্ধকরণ এবং এর উৎপাদনের ধ্বংসের স্বপক্ষেও দাঁড়িয়ে রয়েছে। এটা সুবিদিত যে সোভিয়েত ইউনিয়ন বহুবার পরমাণু অস্ত্রের নিষিদ্ধকরণ দাবী করেছে। এর অর্থ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র আমাদের দেশকে আক্রমণ করলে সেখানকার শাসক চক্র পরমাণু বোমার ব্যবহার করবে। এমতাবস্থায় পুরোপুরি প্রস্তুত আক্রমণকারীদের মোকাবিলা করবার জন্য রাশিয়াকে বাধ্য করেছে পরমাণু অস্ত্র মজুত রাখতে। স্বভাবতই আক্রমণকারীগণ সোভিয়েত ইউনিয়নের আঘাত হানবার প্রাক্কালে সোভিয়েতকে নিরস্ত্র করতে চায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন কিন্তু এটা মেনে নিতে পারে না এবং মনে করে যে আক্রমণকারীদেরকে মোকাবিলা করবার জন্য এর সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকা উচিত। অতএব যদি সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করবার মনোবাঞ্ছা যুক্তরাষ্ট্রের না থাকে তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে প্রখ্যাত নাগরিক কর্তৃক উচ্চারিত বিপদ সংকেত অর্থহীন এবং মিথ্যা বলে গণ্য হওয়া উচিত, কারণ সোভিয়েত ইউনিয়ন অদ্যাবধি যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কোন দেশকে আক্রমণ করবার কথা চিন্তাই করে নি।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত ব্যক্তিগণ বিরক্ত হয়ে পড়েছেন কেননা পরমাণু বোমার গোপন তথ্যের মালিকানা কেবল মাত্র যুক্তরাষ্ট্রের একারই নেই অন্যান্য রাষ্ট্রেরও রয়েছে, প্রাথমিক পর্যায়ে সোভিয়েত ইউনিয়নেও আছে। পরমাণু অস্ত্র নির্মাণের একচেটিয়া অধিকারী যুক্তরাষ্ট্রই হবে এই ইচ্ছে তাঁরা পোষণ করেন। অন্যান্য দেশসমূহকে সন্ত্রস্ত করে তুলতে এবং ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করে নিতে। যুক্তরাষ্ট্রের হাতে অসীম ক্ষমতা থাকবে—তা তাঁরা মনে করেন। কিন্তু কোন পটভূমিতে তাঁরা এই রকম চিন্তা ভাবনা করেন ?

কোন বিচারে শান্তির সুরক্ষার স্বার্থে এই ধরণের একচেটিয়া অধিকার দরকার ? একথা বলাই কি আরও সঠিক নয় যে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উল্টো এবং শান্তির **সুরক্ষার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন** এই ধরণের একচেটিয়া অধিকারের বিলোপ সাধন। তারপরেই পরমাণু অস্ত্রের উপর শর্তহীন নিষেধাজ্ঞা আরোপ ? আমার মনে হয় যে পরমাণু অস্ত্রের প্রবক্তাগণ এর উপর নিষেধাজ্ঞা অর্পণে সম্মত হয়ে যেতে পারেন যদি তাঁরা বুঝতে পারেন যে তাঁরা আর একচেটিয়া অধিকারী নন।

প্রঃ পরমাণ. অস্ত্রের উপর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ?

উঃ পরমাণু অস্ত্রের নির্মাণ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য এবং এর উপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করবার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন অনড় রয়েছে। পরমাণু অস্ত্রের নির্মাণ বন্ধ করবার, ইতিপূর্বে নির্মীত পরমাণু অস্ত্রগুলিকে সম্পূর্ণ সমাজ গঠনের কাজে লাগিয়ে দেওয়ার ও এই অস্ত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করবার সঠিক ও সুবিবেচিত সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করবার জন্য আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সোভিয়েত রাশিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অবিচল রয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ঠিক এই ধরণের আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের পক্ষে রয়েছে। প্রখ্যাত মার্কিন নাগরিকগণও নিয়ন্ত্রণের কথা অবশ্য বলছেন কিন্তু তাঁদের নিয়ন্ত্রণটি পরমাণু অস্ত্র নির্মাণ বন্ধের পূর্ব শর্ত নয় বরং বিভিন্ন দেশের হাতে মজুত থাকা কাঁচা রসদ-পত্রের পরিমাণের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে এর উৎপাদন অব্যাহত রাখা। সুতরাং মার্কিন নিয়ন্ত্রণ পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধ করবার পূর্বাভাস দেয় না পক্ষান্তরে একে বিধিসম্মত ও আইনানুগ করে তোলে। এইভাবে পরমাণু অস্ত্রের সাহায্যে শত শত সহস্র শান্তিপ্রিয় অধিবাসিবৃন্দকে ধ্বংস করে দেওয়ার যুদ্ধবাজদের অধিকারকে আইনসম্মত বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর বুঝতে কষ্ট হয় না যে এটা কোনও নিয়ন্ত্রণ নয়, নিয়ন্ত্রণ করবার চাতুরীমাত্র এবং শান্তিপ্রিয় জনগণের আশা-আকাঙ্খার সঙ্গে একটি প্রতারণা। এটা পরিস্কার যে এই ধরণের নিয়ন্ত্রণ যাঁরা পরমাণু অস্ত্রের নিষিদ্ধকরণ এবং এর উৎপাদনের সমাপ্তি দাবী করছেন সেই শান্তিপ্রিয় জনগণকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। ☐

[ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, নিউইয়র্ক থেকে]

অনুবাদ ☐ মতিয়ুর রহমান

প্রকাশিত হলো
এই প্রথম অবিকৃত পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ

রাষ্ট্র ও বিপ্লব

ভ, আই, লেনিন

বোর্ড বাঁধাই। মূল্য ঃ ৩২ টাকা

শ্রাবণী বুক সেন্টার

১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯

With best Complements :

CHARU TRADERS

All kinds of V Belt, Yule, Dunlop, Fenner, Electrical Goods &
General Order Suppliers.
38C/H/20, PULIN KHATICK ROAD, CALCUTTA-700 015
(Near Vaisali Cinema)

স্তালিনের নির্বাচনী বক্তৃতা ও শেষ ভাষণ

১৯৫৬-এর ৯ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনী বক্তৃতাটি ছাড়াও প্রকাশিত হলো শেষ ভাষণ, ঊনবিংশ কংগ্রেসের উদ্বোধনী সভায় স্তালিনের, এই ভাষণটি সম্ভবত শেষ ভাষণ। এই ভাষণে বুর্জোয়া শাসক শ্রেণী কর্তৃক ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া ভূলুণ্ঠিত গণতন্ত্রের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে এগিয়ে যাওয়ার জন্য দুনিয়ার কমিউনিস্টদের আহ্বান জানান। তখন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল—তার নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শিবিরও ছিল আর ছিল সমাজতান্ত্রিক শিবিরকে ঘিরে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধাদের গণতান্ত্রিক শিবির। আজ সমাজতন্ত্রও নেই, সমাজতান্ত্রিক শিবিরও নেই, সমাজতান্ত্রিক শিবিরকে ঘিরে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধাদের গণতান্ত্রিক শিবিরও আজ অনুপস্থিত। আজ আবার প্রলেতারীয় গণতন্ত্রের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে এগিয়ে যাবার দিন এসেছে।

মস্কোর স্তালিন নির্বাচনী জেলায়
জে. ভি. স্তালিনের নির্বাচনী ভাষণ

কমরেডস্,

সুপ্রীম সোভিয়েতের নির্বাচনের পর আট বছর কেটে গেছে। এই সময়টা ছিল ঘটনায় পরিপূর্ণ এবং ঘটনাগুলি সবই সুনির্দিষ্ট পরিণামবাহী। প্রথম চার বছর ছিল তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়ণের সময় সোভিয়েত জনগণের নিবিড় পরিশ্রমের বছর। দ্বিতীয় চার বছরে হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, জার্মান ও জাপান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নিঃসন্দেহে, বিগত বছরগুলিতে যুদ্ধই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

যদি কেউ ভাবেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হঠাৎ শুরু হয়েছে কিংবা কিছু রাজনীতিবিদদের ভুলের ফলে তৈরী হয়েছে তাহলে তিনি ভুল করবেন। যদিও ভুল নিশ্চয়ই হয়েছে, সাধারণভাবে বলতে গেলে বর্তমান একচেটিয়া পুঁজিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তিগুলির বিকাশের অবশ্যম্ভাবী ফলই হল এই যুদ্ধ। মার্কসবাদীরা বরাবরই বলে এসেছেন যে বিশ্ব অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তার নিজের গর্ভেই ধারণ করে সার্বজনীন সংকট এবং সামরিক দ্বন্দ্বের বীজ। ফলস্বরূপ, আমাদের সময়ে পুঁজিবাদ বিকাশ ঘটাবে মসৃণ ও সমান পথে নয়, বরং সংকট এবং যুদ্ধের বিভীষিকার মধ্য দিয়ে। লক্ষ্যনীয় যে, পুঁজিবাদী দেশগুলির এই অসম বিকাশেই বিশেষ কালে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভারসাম্যকে নষ্ট করে দেয়। যে পুঁজিবাদী দেশগুলি কাঁচামাল ও বাজারের দিক থেকে নিজেদের কম সুরক্ষিত মনে করে তারা অবস্থাটা পাল্টে "প্রভাবের ক্ষেত্র"-গুলিকে নিজেদের অনুকূল পুনর্বণ্টনের চেষ্টা করে। এজন্যে তারা সশস্ত্র বাহিনী নিয়োগ করে। ফলস্বরূপ পুঁজিবাদী বিশ্ব দুই বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে দেখা দেয় যুদ্ধ।

যদি শান্তিপূর্ণ ও আন্তরিক আলোচনার মাধ্যমে প্রতিটি দেশের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনুসারে পর্যায়ক্রমে কাঁচামাল ও বাজারের পুনর্বণ্টন সম্ভব হতো তাহলে হয়তো যুদ্ধ এড়ানো যেত। কিন্তু বিশ্ব আর্থ ব্যবস্থার বর্তমান পুঁজিবাদী অবস্থায় তা অসম্ভব।

তাই, পুঁজিবাদী দুনিয়ার প্রথম সংকটের ফল হিশেবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দেখা দেয় আর দ্বিতীয় সংকটের ফল হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

অবশ্য তার মানে এই নয় যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল প্রথমটির হুবহু নকল। বরং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চরিত্র প্রথমটির থেকে বস্তুগত ভাবেই ছিল আলাদা। মনে রাখা উচিত যে, মিত্রশক্তির দেশগুলিকে আক্রমণের আগে প্রধান ফ্যাসীবাদী দেশগুলি অর্থাৎ, জার্মানী, জাপান এবং ইতালী তাদের নিজেদের দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার শেষ চিহ্নটুকুও ধ্বংস করে এক নির্মম সন্ত্রাসবাদী রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তারা ছোট দেশগুলির সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীন বিকাশের নীতিকে পদদলিত করে এবং বৈদেশিক অঞ্চল দখল করাকে নিজেদের নীতি হিশেবে গ্রহণ করে। তারা খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করে যে, বিশ্বের উপর প্রভুত্ব করা এবং ফ্যাসীবাদী শাসন ছড়িয়ে দেওয়াই তাদের লক্ষ্য। চেকোস্লোভাকিয়া এবং মধ্য চীন দখল করে তারা বুঝিয়ে দেয়, স্বাধীনতাকামী সমস্ত জনগণকে শৃঙ্খলিত করতে তারা প্রস্তুত।

এই সমস্ত দিকের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ গোড়া থেকেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের থেকে আলাদা চরিত্র ধারণ করে। এই যুদ্ধ ফ্যাসী বিরোধী মুক্তি যুদ্ধের রূপ নেয় যার অন্যতম দায়িত্ব হয় গণতান্ত্রিক অধিকারগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠা। অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে এই যুদ্ধের ফ্যাসী বিরোধী এবং স্বাধীনতাবাদী চরিত্রকে সোভিয়েত ইউনিয়নের যোগদান কেবল সহায়তাই করতে পারত এবং বাস্তবেও তাই করেছে।

এরই ভিত্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন এবং অন্যান্য স্বাধীনতাকামী দেশগুলির মধ্যে ফ্যাসী বিরোধী জোট গড়ে ওঠে যা পরে অক্ষশক্তির সামরিক শক্তিকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উৎস ও চরিত্র সম্পর্কে এটাই হল সাধারণ মূল্যায়ন।

সম্ভবত প্রত্যেকেই এখন স্বীকার করবেন যে জনগণের জীবন যুদ্ধ কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না এবং তা হতেও পারতো না। জনগণের অস্তিত্বের খাতিরেই তা জনযুদ্ধে পরিণত হয় এবং সেই কারণেই কোনো চকিত ও ক্ষণস্থায়ী রূপ ধারণ করা তার পক্ষে ছিল অসম্ভব।

আমাদের দেশের কথা বলতে গেলে বলতে হয় মাতৃভূমির ইতিহাসে এটাই ছিল ভয়ঙ্করতম যুদ্ধ। কিন্তু এ যুদ্ধ শুধু অভিশাপই ছিলোনা। এ ছিলো যেন এক মহৎ বিদ্যালয় যেখানে মানব শক্তির সকল দিকই পরীক্ষিত হয়েছে। যুদ্ধ সামনে ও পেছনের সকল সত্যকেই নগ্ন করে তুলে ধরেছে। রাষ্ট্র, সরকার এবং দলগুলির সব মুখোস ছিঁড়ে গিয়ে তাদের প্রকৃত চেহারা বেরিয়ে পড়েছে। মুখোস এবং প্রসাধন ছাড়া মঞ্চে হাজির হওয়ায় তাদের সব দোষত্রুটি এখন প্রকাশ্যে এসে পড়েছে। আমাদের সোভিয়েত ব্যবস্থার তথা আমাদের রাষ্ট্র, আমাদের সরকার এবং আমাদের কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে যুদ্ধটা ছিল যেন একটা পরীক্ষা। তাদের কাজকর্মগুলির সারাৎসারকে তুলে ধরে এ যেন বলতে চাইছে, এই হল তোমাদের জনগণ এবং সংগঠন—এই হল তাদের জীবন ও কাজ। ভাল করে তাদের পরীক্ষা কর এবং সেইভাবে ব্যবস্থা নাও।' এটাই হল যুদ্ধের একটা ইতিবাচক দিক।

আমাদের পক্ষে, ভোটারদের পক্ষে ব্যাপারটা দারুণ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর ফলে পার্টি এবং তার লোকদের কাজকর্ম সম্পর্কে দ্রুত এবং নিরপেক্ষভাবে জানা এবং তার থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত টানা সহজ হয়েছে। অন্য সময় আমরা হয়তো পার্টির প্রতিনিধিদের বক্তব্য এবং রিপোর্ট শুনতাম, বিশ্লেষণ করতাম, তাদের কথা ও কাজের তুলনা করতাম ও সিদ্ধান্ত টানতাম। এটা হত অত্যন্ত কঠিন ও পরিশ্রমসাধ্য কাজ ও ভুল হবেনা এরকম কোনো নিশ্চয়তাও ছিল না। কিন্তু এখন যুদ্ধের পর ব্যাপারটা অন্য রকম চেহারায় দাঁড়িয়েছে। এখন যুদ্ধ নিজেই আমাদের সংগঠন ও নেতাদের কাজকর্মকে পরীক্ষা করেছে ও তার বিচার ঘোষণা করেছে। এখন আমাদের পক্ষে সমস্ত কিছু বিশ্লেষণ করা ও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনো অনেক সহজ কাজ।

তাহলে, যুদ্ধের ফলটা কি দাঁড়ালো? প্রধান ফলটাতো দেখাই যাচ্ছে যে যুদ্ধের শেষে আমাদের মিত্ররা জয়ী ও শত্রুরা পরাজিত। কিন্তু এটাতো সাধারণ সিদ্ধান্ত এবং এখানেই আমরা দাঁড়ি টানতে পারি না। অবশ্য মানব ইতিহাসের অভূতপূর্ব এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করাটাই একটা ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কিন্তু এর ঐতিহাসিক গুরুত্বকে অনুধাবন করতে গেলে আমাদের আরো পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণের আশ্রয় নিতে হবে।

আমরা জানি বিদেশী প্রেস বারবার বলেছে যে সোভিয়েত সামাজিক ব্যবস্থা হল এক 'বিপজ্জনক পরীক্ষা' যা ব্যর্থ হতে বাধ্য ও সোভিয়েত ব্যবস্থা হল

'তাসের ঘর'। জনগণের জীবনে এর কোনো প্রতিষ্ঠা নেই এবং এটা "চেকা" কর্তৃক তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাইরে থেকে একটু ধাক্কা খেলেই এই 'তাসের ঘর' ভেঙে পড়বে।

এখন আমরা বলতে পারি যে যুদ্ধ বিদেশী প্রেসের এইসব যুক্তিকে ভিত্তিহীন এবং অসার প্রমাণ করেছে। যুদ্ধ প্রমাণ করেছে সোভিয়েত সামাজিক ব্যবস্থা হল সত্যিকারের গণব্যবস্থা যা জনগণের মধ্য থেকেই গড়ে উঠেছে এবং যার শক্তিশালী সমর্থন রয়েছে। এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বাস্তব ও সুসংহত এক সামাজিক সংগঠন।

আরো ব্যাপার আছে। সোভিয়েত সামাজিক ব্যবস্থা বাস্তবে অচল কি অচল নয় প্রশ্নটা সে জায়গায় এখন দাঁড়িয়ে নেই কারণ যুদ্ধের শিক্ষার পর যে কোনো সংশয়বাদীই সোভিয়েত ব্যবস্থার বাস্তব ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন করার সাহস পাবে না, বরং সোভিয়েত ব্যবস্থা প্রমাণ করেছে যে অ-সোভিয়েত সামাজিক ব্যবস্থার চেয়ে এটা আরো কার্যকরী এবং সুসংহত, এটা আরো উন্নত এক সামাজিক সংগঠন।

দ্বিতীয়ত, আমাদের জয় সোভিয়েত রাষ্ট্র ব্যবস্থারও জয় এবং আমাদের বহুজাতিক রাষ্ট্র যুদ্ধের কষ্টিপাথরে তার কার্যকারিতা প্রমাণ করেছে। আমরা জানি বিখ্যাত বিদেশী সাংবাদিকরা বারবার বলেছেন যে সোভিয়েত বহুজাতিক রাষ্ট্র হল এক 'কৃত্রিম ও স্বল্পস্থায়ী সংগঠন'। তাঁরা আরো বলেছেন যে কোনো জটিলতা দেখা দিলেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়বে এবং তার অবস্থা অষ্ট্রীয়া, হাঙ্গেরীর মতো হবে। এখন যুদ্ধ এ সমস্ত যুক্তিকেই অসার প্রতিপন্ন করেছে। এই ভদ্রলোকরা বুঝতে পারেননি যে অষ্ট্রীয়া, হাঙ্গেরীর তুলনা টানাটা ভুল কারণ আমাদের বহুজাতিক রাষ্ট্র কোনো বুর্জোয়া ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠেনি। বুর্জোয়া ব্যবস্থায় জাতিগত অবিশ্বাস ও শত্রুতার আবেগকে জাগিয়ে তোলা হয়। বিপরীত দিকে সোভিয়েত ব্যবস্থায় জনগণের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতার আবেগকে উৎসাহিত করা হয়। সোভিয়েত রাষ্ট্র ব্যবস্থা এক আদর্শ বহুজাতিক রাষ্ট্র তথা সামাজিক সংগঠন হিশেবে নিজেকে প্রমাণ করেছে যেখানে জাতিগত সমস্যা এবং বিভিন্ন জাতির সহযোগিতার সমস্যা প্রভৃতির সমাধান অন্যান্য বহুজাতিক রাষ্ট্রের চেয়ে আরো ভালভাবে পাওয়া যায়।

তৃতীয়ত, আমাদের জয় হল সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর জয়, লাল ফৌজের জয়, যে লাল ফৌজ বীরত্ব সহকারে যুদ্ধের সব প্রতিবন্ধকতা জয় করেছে, শত্রু সৈন্যকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করে জয়লাভ করেছে।

এখন আমাদের শত্রুমিত্র সবাই স্বীকার করেন যে, লাল ফৌজ তার গুরুদায়িত্ব সঠিকভাবেই পালন করেছে। কিন্তু ছয় বছর আগে অর্থাৎ যুদ্ধের আগে ব্যাপারটা এরকম ছিল না। আমরা জানি যে অনেক বিদেশী সাংবাদিক এবং বিখ্যাত সমর বিশেষজ্ঞরা বারবার বলেছেন যে লাল ফৌজের অবস্থা খুব খারাপ। এদের অস্ত্রশস্ত্রের অবস্থা যেমন শোচনীয় তেমনি অবস্থা এদের ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের। এদের মানসিক জোরের কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল। এরা বড়জোর হয়ত আত্মরক্ষা করতে পারে কিন্তু আক্রমণ করা এদের পক্ষে অসম্ভব, যদি জার্মান বাহিনী আক্রমণ করে তবে লাল ফৌজ মাটির পা-ওলা বিশাল মর্মর মূর্তির মতো ভেঙে পড়বে। এই ধরণের কথাবার্তা শুধু জার্মানীতেই নয়, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকাতেও শোনা গেছে।

এখন আমরা বলতে পারি যে যুদ্ধ প্রমাণ করেছে যে এই সমস্ত বিবৃতি কতো হাস্যকর এবং ভিত্তিহীন। যুদ্ধ প্রমাণ করেছে যে লাল ফৌজ "মাটির পা-ওলা মর্মরমূর্তি" নয় বরং এক প্রথম শ্রেণীর আধুনিক সেনাবাহিনী—যার রয়েছে সর্বাধুনিক অস্ত্রভাণ্ডার, নেতৃত্বে আছেন অভিজ্ঞ কমাণ্ডাররা এবং যার রয়েছে মানসিক দৃঢ়তা ও লড়াকু মনোবৃত্তি। ভুলে গেলে চলবেনা যে জার্মান বাহিনী এই সেদিন ইওরোপের দেশের সেনাবাহিনীর হৃৎকম্প জাগিয়ে ছিলো তা লাল ফৌজের হাতেই পরাজিত হয়েছে।

লক্ষ্য করার বিষয় লাল ফৌজের সমালোচকের সংখ্যা দিনকে দিন কমে আসছে। শুধু তাই নয় বিদেশী প্রেসে এমন অনেক মন্তব্য ক্রমশ বেরোচ্ছে যেখানে লাল ফৌজের উচ্চ গুণাবলী, তার সদস্য ও কমাণ্ডারদের নৈপুণ্য এবং কৌশল ও চালের ত্রুটিহীনতার প্রশংসা থাকছে। এটা না করে আজ কারো উপায় নেই। সংক্ষেপে এই হল যুদ্ধের ফল।

সক্রিয় প্রতিরোধের জন্য সমগ্র জাতির প্রাথমিক প্রস্তুতিপর্ব ছাড়া এ জয় এসেছে ভাবলে ভুল হবে। খুব অল্প সময়ে, ধরা যাক তিন চার বছরে এই প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে একথা ভাবলে ঠিক হবেনা। খুব কম ভুল হবে না যদি ভাবি আমাদের বাহিনীর সাহসিকতাই এই জয় এনে দিয়েছে। সাহসিকতা ছাড়া যুদ্ধ জয় অবশ্যই অসম্ভব। কিন্তু শুধু সাহস দিয়ে শত্রুকে হারানো যায় না, যার রয়েছে বিশাল বাহিনী, প্রথম শ্রেণীর অস্ত্রশস্ত্র, সুশিক্ষিত অফিসার মোটামুটি সুসংহত সরবরাহ ব্যবস্থা। এরকম এক শত্রুর আঘাত প্রতিহত করে তাকে হারাতে গেলে অতুলনীয় সাহসিকতা ছাড়াও দরকার যথেষ্ট পরিমাণে সম্পূর্ণ আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র এবং সুসংহত সরবরাহ ব্যবস্থা এবং এটাও যথেষ্ট পরিমাণে। কিন্তু এর জন্য প্রাথমিক কিছু উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে থাকা দরকার যেমন : ধাতু—অস্ত্র, যন্ত্রপাতি এবং শিল্প কাঠামোর জন্য, জ্বালানী শিল্প এবং পরিবহন চালনার জন্য, কার্পাস—সৈন্যদের পোষাক তৈরীর জন্য, খাদ্যশস্য—তাদের খাবার সরবরাহের জন্য।

তাহলে কি বলা যায় যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেওয়ার আগেই আমাদের দেশ এই সমস্ত প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম উপকরণের অধিকারী ছিলো? আমার মতে হ্যাঁ, তা বলা যায়। এই বিরাট কাজের জন্য প্রস্তুত হতে আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক বিকাশের তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়িত করতে হয়েছে যার সাহায্যেই আমরা এই জায়গায় এসে পৌঁছোতে পেরেছি। সুতরাং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-র (১৯১৩) আগের অবস্থার তুলনায় আমাদের দেশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৪০) আগের অবস্থা অনেক ভালো ছিলো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে আমাদের ক্ষমতা ঠিক কি জায়গায় ছিলো? এটা বোঝার জন্য আমি আপনাদের কাছে সক্রিয় প্রতিরোধের প্রস্তুতিতে কম্যুনিষ্ট পার্টির কার্যকলাপের এক সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তুলে ধরছি। যদি আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগের অর্থাৎ ১৯৪০ সালের তথ্যের সঙ্গে ১৯১৩ সালের তথ্যের তুলনা করি তাহলে এই ছবিটি দেখতে পাব—১৯১৩ সালে আমাদের দেশে ৪.২২০ মিলিয়ন টন কাঁচা লোহা, প্রায় সমপরিমাণ ইস্পাত, ২৯ মিলিয়ন টন কয়লা, ৯ মিলিয়ন টন তেল, ২১.৬ মিলিয়ন টন বিপণনযোগ্য খাদ্যশস্য এবং ০.৭৪০ মিলিয়ন টন তুলা উৎপন্ন হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেওয়ার সময় এই ছিলো আমাদের দেশের অবস্থা এবং যুদ্ধ চালানোর জন্য পুরনো রাশিয়ার অর্থনৈতিক ভিত্তি।

১৯৪০ সালে আমাদের দেশে যা যা উৎপাদিত হয় তা হল : ১৫ মিলিয়ন টন কাঁচা লোহা অর্থাৎ ১৯১৩ সালের প্রায় চার গুণ, ১৮.৩ মিলিয়ন টন ইস্পাত

অর্থাৎ ১৯১৩ সালের প্রায় চার গুণ, ১৬৬ মিলিয়ন টন কয়লা অর্থাৎ ১৯১৩ সালের সাড়ে পাঁচ গুণ, ৩১ মিলিয়ন টন তেল অর্থাৎ ১৯১৩ সালের সাড়ে তিন গুণ, ৩৮,৩ মিলিয়ন টন বিপণন যোগ্য খাদ্যশস্য অর্থাৎ ১৯১৩ সালের থেকে ১৭ মিলিয়ন টন বেশী, ২,৭ মিলিয়ন টন কাঁচা তুলা, অর্থাৎ ১৯১৩ সালের তুলনায় সাড়ে তিন গুণ বেশী। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে অংশ নেওয়ার আগে এই ছিলো আমাদের দেশের অবস্থা এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার এই ছিলো তার অর্থনৈতিক ভিত্তি।

আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পার্থক্যটা বিশাল। উৎপাদনের এই নজির-বিহীন বৃদ্ধিকে শুধু একটা দেশের পশ্চাদপদতা থেকে প্রগতির পথে সরল এবং সাধারণ বিকাশ হিশেবে সূচিত করা যায় না। এটা হল এক উল্লম্ফন যার সাহায্যে আমাদের পিতৃভূমি পশ্চাদপদ দেশ থেকে এক অগ্রবর্তী দেশে, কৃষি-প্রধান থেকে এক শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হয়েছে।

১৯২৮ সালে শুরু হয়ে তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে এই ঐতিহাসিক পরিবর্তন সাধিত হয়। তার আগে পর্যন্ত আমাদের সময় কেটেছে ধ্বংসপ্রাপ্ত শিল্পগুলির পুনরুদ্ধারে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং আমাদের গৃহযুদ্ধের আঘাত নিরাময়ে। যদি আমরা মনে রাখি যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়িত হয় চার বছরে, এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ যুদ্ধের জন্য চতুর্থ বছরেই ব্যাহত হয় তাহলে দেখা যাবে যে কৃষি নির্ভর দেশ থেকে শিল্পোন্নত দেশে রূপান্তরিত হতে আমাদের দেশের মাত্র তের বছর লেগেছে।

এটা নিশ্চয় সবাই স্বীকার করবেন যে এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পাদনের পক্ষে তের বছর নিতান্তই কম সময়। সেই জন্যই এই তথ্যগুলি দেশের পর বিদেশী প্রেসে বিতর্কের ঝড় ওঠে। আমাদের বন্ধুরা ভাবলেন যে 'অলৌকিক' কিছু ঘটে গেছে, যাঁদের মনোভাব আমাদের প্রতি অনুকূল নয় তাঁরা বললেন যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হল "বলশেভিক প্রোপাগাণ্ডা" এবং "চেকার কারসাজি।" কিন্তু অলৌকিক ব্যাপার ঘটেনা এবং চেকাও এত শক্তিশালী নয় যে সামাজিক বিকাশের গতিকে রুদ্ধ করবে। তাই বিদেশী সাধারণ জনমত কিন্তু তথ্যগুলি গ্রহণ করল।

কিন্তু কি করে এত অল্প সময়ে কম্যুনিষ্ট পার্টি এই অবস্থার সৃষ্টি করতে পারল? প্রথমত দেশে শিল্পায়নের সোভিয়েত নীতির দ্বারা, দেশে শিল্পায়নের সোভিয়েত পদ্ধতি পুঁজিবাদী পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। পুঁজিবাদী দেশে শিল্পায়ন সাধারণত লঘু শিল্প দিয়ে শুরু হয়। লঘু শিল্পে বিনিয়োগ কম, পুঁজির আবর্তন দ্রুত এবং ভারী শিল্পের তুলনায় লাভও সহজে হয়। এইসব কারণে পুঁজিবাদী দেশে শিল্পায়ন শুরু হয় প্রথমত লঘু শিল্পে। দীর্ঘ এক কাল পর্যায় পরেই কেবল ভারী শিল্পের যুগ আসে। মধ্যবর্তী পর্যায়ে লঘু শিল্প মুনাফা সঞ্চয় করে এবং ব্যাঙ্কে খাটায়। ভারী শিল্পের যুগে সেখানেই স্থানান্তরিত হতে থাকে এবং তার বিকাশ ঘটে। কিন্তু এটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার যাতে বেশ কয়েক দশক অপেক্ষা করতে হবে যাতে অন্তর্বর্তী সময়ে লঘু শিল্প বিকাশ লাভ করতে পারে ভারী শিল্প ছাড়াই। স্বভাবতই কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষে এই পথ নেওয়া সম্ভব ছিলোনা। পার্টি জানত যে যুদ্ধ দুয়ারে কড়া নাড়ছে এবং ভারী শিল্প ছাড়া যুদ্ধ জেতা অসম্ভব। সুতরাং যত শীঘ্র সম্ভব ভারী শিল্প গড়ে তোলা দরকার এবং এতে বিলম্ব মানেই পরাজয় বরণ। পার্টি মনে রেখেছিলো লেনিনের কথা যে ভারী শিল্প ছাড়া আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব নয় এবং ভারী শিল্প ছাড়া সোভিয়েত ব্যবস্থাই ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা আছে। পার্টি তাই শিল্পায়নের "স্বাভাবিক" পথ বর্জন করে এবং ভারী শিল্পের মাধ্যমে শিল্পায়ন শুরু করে। এটা খুব কঠিন কাজ হলেও সম্পন্ন করা অসম্ভব ছিলোনা। শিল্প এবং ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ফলে এই এই কাজে বিরাট সুবিধা হয় যার ফলে অর্থ সংগ্রহ এবং ভারী শিল্পে তা লাগানোর কাজ এগিয়ে যায়। এখন নিঃসন্দেহে বলা যায় এত অল্প সময়ে আমাদের দেশকে শিল্পোন্নত দেশে পরিণত করা এছাড়া সম্ভব হত না।

দ্বিতীয়ত কৃষির সমবায়করণ নীতিও এই উন্নতির কারণ আমাদের কৃষিতে পশ্চাদপদতা দূর করা এবং দেশে বৃহৎ পরিমাণ বিপণনযোগ্য খাদ্যশস্য তুলা ইত্যাদি সরবরাহ করার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র কৃষি চাষকে বৃহদাকার কৃষিতে পরিণত করা দরকার ছিলো। কারণ বৃহদাকারে চাষ ব্যবস্থাই শুধু পারে কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে, কৃষি বিজ্ঞানের সমস্ত অবদানগুলির সদ্-ব্যবহার করতে এবং সর্বোচ্চসম্ভব বিপণন যোগ্য খাদ্যশস্য তৈরী করতে। কিন্তু বৃহদাকার চাষ ব্যবস্থাও আবার দু' ধরনের — পুঁজিবাদী ও সমবায়। এ ব্যাপারে পুঁজিবাদী পথ গ্রহণ কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষে সম্ভব ছিলোনা এবং সেটা শুধু নীতিগত কারণে তা নয়। সেটার আরো কারণ হল যে পুঁজিবাদী পথে বিকাশে দীর্ঘ সময় লাগে এবং তা চাষীদের সর্বনাশ ঘটিয়ে তাদের কৃষি-মজুরে পরিণত করে। তাই পার্টি কৃষির সমবায় করণের পথ বেছে নেয় এবং কৃষি খামারগুলিকে যুক্ত করে যৌথ খামার গঠনের মাধ্যমে বৃহৎ চাষ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। দেখা গেল যে যৌথ খামার পদ্ধতি এক অসাধারণ প্রগতিশীল পদ্ধতি। এতে যে শুধু চাষীরা ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায় তাই নয় কয়েক বছরের মধ্যে গোটা দেশে আমরা বৃহৎ সমবায় খামার গড়ে তুলতে পারি যেখানে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যায় কৃষিবিজ্ঞানের অবদান-গুলি কাজে লাগানো যায় এবং সর্বোচ্চ সম্ভব বিপণন যোগ্য খাদ্যশস্য যোগান দেওয়া যায়। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সমবায় পদ্ধতি ছাড়া এত অল্প সময়ে কৃষিতে সুপ্রাচীন পশ্চাদপদতা আমরা দূর করতে পারতাম না।

স্বীকার করতেই হবে যে পার্টির এ নীতি বিনা বাধায় রূপায়িত হয়নি! পিছিয়ে থাকা লোক, যারা নতুন কিছু শুনতেই অস্বীকার করে তারা তো আছেই। অধিকন্তু পার্টির অনেক গণ্যমান্য সদস্য ক্রমাগত পার্টিকে আটকে রাখতে চেয়েছিলেন, তাঁরা সকল সম্ভাব্য উপায়ে চাইছিলেন যাতে পার্টি পুঁজিবাদী বিকাশের "স্বাভাবিক" পথ নেয়। ট্রট্স্কি পন্থী এবং দক্ষিণ পন্থীদের সমস্ত পার্টি বিরোধী চক্রান্ত, সরকারের কর্মধারাকে নাশকতার মাধ্যমে বিনষ্ট করার প্রচেষ্টা — এ সমস্তর উদ্দেশ্য ছিল একটাই যাতে পার্টির নীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শিল্পায়ন ও সমবায় করণের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু পার্টি কারো হুমকি বা তর্জন গর্জনের কাছে মাথা নত করেনি এবং প্রবল আত্ম-বিশ্বাসেই এগিয়ে গেছে সব বাধা সত্ত্বেও। পার্টির কৃতিত্ব এখানেই যে সে পশ্চাদপদ শক্তির সঙ্গে আপোষ করেনি, স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটতে ভয় পায়নি এবং সবসময় অগ্রগামী শক্তি হিশেবে তার মর্যাদা রক্ষা করেছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে কম্যুনিষ্ট পার্টি যদি এই দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় না দেখাতো তবে দেশের শিল্পায়ন ও কৃষিতে সমবায় করণের নীতি নিয়ে এগিয়ে চলা যেত না।

কম্যুনিষ্ট পার্টি কি এইভাবে গড়ে ওঠা বস্তুগত বিভবের সঠিক ব্যবহার করতে পেরেছিলো যাতে সমরোৎপাদন বিকাশ লাভ করে এবং লাল ফৌজকে প্রয়োজনীয় অস্ত্র দেওয়া যায়? আমার মতে পার্টি চূড়ান্ত সাফল্যের মধ্য দিয়েই তা পেরেছিলো। যুদ্ধের প্রথম বছরটা বাদ দিলে (যে সময় পূর্ব দিকে শিল্পগুলি সরিয়ে নেওয়ার কাজ চলতে থাকায় সমরোৎপাদন তৈরীর কাজ

ব্যাহত হয়) পরবর্তী তিন বছরে পার্টি এতদূর সাফল্য অর্জন করে যে শুধু ফ্রণ্টকে প্রয়োজনীয় কামান, মেশিনগান, রাইফেল, এরোপ্লেন, ট্যাঙ্ক এবং গোলা বারুদ সরবরাহ করাই নয়, এগুলির সঞ্চয় ভাণ্ডার গড়ে তোলাও সম্ভব হয়। সবাই জানেন এছাড়াও আমাদের অস্ত্রশস্ত্রের গুণাগুণ জার্মানদের তুলনায় খারাপতো নয়ই বরং অনেকাংশে ভালো ছিলো। যুদ্ধের শেষ তিন বছরে আমাদের ট্যাঙ্ক শিল্প বছরে গড়ে ৩০.০০০ ট্যাঙ্ক, স্বয়ং চালিত বন্দুক এবং অস্ত্র বাহী গাড়ী তৈরী করেছে। ঐ একই সময়ে আমাদের বিমান নির্মাণ শিল্পে বছরে গড়ে ৪০,০০০ বিমান তৈরী হয়েছে। আমাদের কামান শিল্পে ঐ সময় সব ধরণের কামান ১২০০০০ করে, হালকা এবং ভারী মেশিন গান সাড়ে চার লাখ করে, ৩০ লক্ষ রাইফেল এবং ২০ লক্ষ অটোমেটিক রাইফেল তৈরী হয়। মর্টার শিল্পে ঐ সময়ে আমরা বছরে গড়ে ১ লক্ষ মর্টার তৈরী করেছি। বলা বাহুল্য একই সঙ্গে আমরা উপযুক্ত পরিমাণে কামানের গোলা, বিভিন্ন ধরণের মাইন, বোমা এবং রাইফেল ও মেশিন গানের কার্তুজ তৈরী করেছি। যেমন, ১৯৪৪ সালেই শুধু আমরা ২৪ কোটি গোলা, বোমা, মাইন এবং ৭৫০ কোটি কার্তুজ তৈরী করেছি।

এই ভাবেই লাল ফৌজকে অস্ত্র ও গোলা বারুদ সরবরাহ করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের থেকে ছবিটা একেবারেই আলাদা। সেই যুদ্ধে কামান ও গোলার অভাবে ভুগেছিলো সৈন্যবাহিনী। ট্যাঙ্ক বা বিমান বন্দর তাদের ছিলোনা এবং প্রতি তিন জন সৈন্য পিছু একটা রাইফেল দেওয়া হোতো। খাদ্য এবং বস্ত্রের সরবরাহের ব্যাপারে লাল ফৌজের কোনো সময় ঘাটতি হয়নি। এমন কি তাদের প্রয়োজনীয় মজুত ভাণ্ডারও ছিলো।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে যুদ্ধ চলাকালীন এই হল কম্যুনিস্ট পার্টির কার্যকলাপের সাধারণ রূপরেখা। এখন নিকট ভবিষ্যতে পার্টির পরিকল্পনা সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা যাক। আপনারা জানেন এই পরিকল্পনাগুলি পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনাতেই স্থিরীকৃত হয় বা শীগগিরই গৃহীত হবে। নতুন পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হবে দেশের ধ্বংস প্রাপ্ত অঞ্চলগুলিকে পুনরুদ্ধার করা, শিল্প ও কৃষির অবস্থাকে যুদ্ধ পূর্ব জায়গায় পুনর্স্থাপিত করা এবং তারপর সেই অবস্থাটাকেও কম বেশী ছাড়িয়ে এগিয়ে যাওয়া। অদূর ভবিষ্যতে রেশনিং ব্যবস্থা তুলে দেওয়া ছাড়াও ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনের প্রসারে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হবে এবং ধীরে ধীরে সমস্ত পণ্যের দাম কমিয়ে এনে শ্রমজীবী জনগণের জীবনের মান বাড়িয়ে তোলা হবে। আমাদের বৈজ্ঞানিক শক্তিকে সম্পূর্ণ সুযোগ দেওয়ার জন্য সমস্ত রকম বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক সংগঠন গড়ে তোলা হবে। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে সঠিক সহায়তা পেলে আমাদের বৈজ্ঞানিকরা শুধু স্বদেশের নয় বিদেশের বৈজ্ঞানিক কীর্তিগুলিকেও অতিক্রম করতে সক্ষম হবেন।

দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আমাদের পার্টি চার জাতীয় অর্থনীতিকে আরেকটি শক্তিশালী উন্নয়নের মাধ্যমে এমন জায়গায় পৌঁছে দিতে যাতে আমাদের শিল্প যুদ্ধপূর্ব শিল্পের অবস্থার চেয়ে অন্তত তিন গুণ উঁচু মাত্রায় পৌঁছে যায়। আমরা দেখব যাতে আমাদের শিল্পে বছরে গড়ে ৫০ মিলিয়ন টন কাঁচা লোহা, ৫০০ মিলিয়ন টন কয়লা, ৬০ মিলিয়ন টন ইস্পাত এবং ৬০ মিলিয়ন টন তেল পাওয়া যায়। এগুলি করার পরই কেবল আমরা বলতে পারব যে আমাদের পিতৃভূমি যে কোনো অবস্থার মোকাবিলা করার ক্ষমতা রাখে। এর জন্য হয়তো আরো অন্তত তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দরকার হবে। কিন্তু এটা করা যায় এবং আমরা অবশ্যই এটা করব।

এই হল কম্যুনিস্ট পার্টির সাম্প্রতিক অতীত এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে আমার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন। এখন আপনারাই বিচার করে দেখুন পার্টি কতটা সঠিক পথে কাজ করেছে এবং চলেছে এবং এর থেকে ভালভাবে কিছু করা সম্ভব ছিলো কিনা, বলা হয় যে বিজয়ীর বিচার হয় না তার সমালোচনা হয় না, তাকে প্রশ্ন করাও উচিত নয়। কিন্তু এটা সত্যি নয়, বিজয়ীর বিচার হওয়া উচিত তাকেও সমালোচনা ও প্রশ্ন করা উচিত। এটা বিজয়ীর পক্ষেও ভালো। তাহলে হয় কি, অহঙ্কারে মাথা ঘুরে যায় না এবং আরো বিনয় আসে। আমার মনে হয় এই নির্বাচনী প্রচার হোলো এক আদালত যেখানে ভোটাররা শাসক শ্রেণী হিশেবে কম্যুনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে তাদের রায় দান করবেন। নির্বাচনের ফলই হবে ভোটারদের রায়। আমাদের দেশের কম্যুনিস্ট পার্টি যদি সমালোচনা বা অনুসন্ধান সহ্য করতে না পারে তবে বলতে হবে যে সে এখনো বেশী কদর যোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি। পার্টি ভোটারদের রায় মেনে নিতে প্রস্তুত আছে।

এই নির্বাচনী প্রচারে কম্যুনিস্ট পার্টি একাই নেই। দল বহির্ভূত লোকদের সঙ্গে নিয়ে সে নির্বাচন লড়ছে। অতীতে নির্দল ব্যক্তি ও নির্দলতার তত্ত্ব সম্পর্কে পার্টি কিছুটা সন্দিহান ছিলো। তার কারণ নানা বুর্জোয়া গ্রুপ ছিলো যারা মুখোশ না পরে ভোটারদের সামনে আসা অসুবিধাজনক মনে করত। এবং প্রায়ই দলহীনতার পতাকাকে আবরণ হিশেবে ব্যবহার করত। এটা ছিলো অতীতের ব্যাপার। এখন সময় পাল্টেছে। নির্দল লোকেরা এখন বুর্জোয়াদের থেকে একটা প্রাচীরের মাধ্যমে আলাদা হয়ে গেছে যার অপর নাম সোভিয়েত সামাজিক ব্যবস্থা। এখন প্রাচীরের এই দিকে নির্দল লোকেরা কম্যুনিস্টদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তারাও দেশের শক্তিকে সংহত করার জন্য লড়াই করেছে, পিতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় রক্ত ঝরিয়েছে এবং দেশের শত্রুদের পরাজিত করেছে। তাদের মধ্যে একটাই পার্থক্য যে তারা কেউ পার্টির সদস্য, কেউ নয়। কিন্তু এই পার্থক্য নেহাতই আনুষ্ঠানিক। আসল ব্যাপার হল যে এক সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনে সবাই নিয়োজিত। সেই জন্য কম্যুনিস্ট এবং দলহীনদের জোটটা এক স্বাভাবিক কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সবশেষে, আমাকে সুপ্রীম সোভিয়েত প্রার্থী মনোনয়ন করে যে আস্থা আমার ওপর দেখিয়েছেন সেজন্য আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনাদের আস্থাকে মর্যাদা দেওয়ার সর্বোত্তম প্রচেষ্টা আমি করব এ ব্যাপারে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন। ☐

অনুবাদ ☐ সন্দীপন মজুমদার

সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির উনবিংশতম কংগ্রেসে ভাষণ

জে. ভি. স্তালিন

কমরেডস,

আমাদের পার্টির মহাসম্মেলন উপলক্ষে যে সমস্ত ভ্রাতৃবং পার্টি ও সংস্থা যার প্রতিনিধিবর্গ তাদের উপস্থিতি দিয়ে আমাদের সম্মেলনকে সম্মান দেখিয়েছেন অথবা যারা আমাদের পরবর্তী সাফল্য সম্পর্কে তাদের সদিচ্ছা ও আস্থা জানিয়ে আমাদের সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তাদের ধন্যবাদ জানাতে আমাকে অনুমতি দিন।

আমাদের কাছে এই আস্থা-প্রকাশ বিশেষভাবে মূল্যবান, যেহেতু জনসাধারণের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য, যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামে আমাদের পার্টিকে তাদের তৎপর সমর্থন প্রদর্শনই এর বিশেষ তাৎপর্য।

এটা বিশ্বাস করা ভুল হবে যে আমাদের পার্টির, যা একটি বৃহৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে, আর অধিক সমর্থন বা সহায়তার প্রয়োজন নেই। এরকম চিন্তা করা ভুল হবে। আমাদের পার্টি এবং আমাদের দেশের জন্য দেশের বাইরের ভ্রাতৃবং মানুষদের আস্থা, সহানুভূতি ও সমর্থন প্রয়োজন এবং সর্বদাই এর প্রয়োজন হবে।

এই সমর্থনের বিশেষ গুণ প্রতিটি বন্ধুবৎ পার্টির দ্বারা আমাদের পার্টির শান্তি উদ্যমের প্রত্যেকটি সমর্থনের মধ্যে নিহিত; যুগপৎ শান্তির স্বার্থে তাদের সংগ্রামে তাদের নিজস্ব জনসাধারণের সমর্থনকে তাৎপর্য মণ্ডিত করা। যেমন ১৯১৮-১৯ সালে যখন ইংরেজ বুর্জোয়ারা সশস্ত্রভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করেছিল তখন ইংরেজ শ্রমিকরা তাদের সংগ্রামকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগঠিত করেছিল এই শ্লোগান দিয়ে যে "রাশিয়া থেকে হাত ওঠাও"। এটা ছিল একটা সমর্থন। সর্বোপরী শান্তির জন্য তাদের নিজস্ব জনসাধারণের সংগ্রামকে সমর্থন এবং তারপর অবশ্যই সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি সমর্থন। যদি কমরেড 'থোরেজ অথবা কমরেড তোগ-লিয়েত্তি' ঘোষণা করেন যে তাদের জনসাধারণ সোভিয়েত রাশিয়ার জনসাধারণের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধে পরিচালিত হ'তে চান না তবে সেটা হ'বে একটা সমর্থন; সর্বোপরী ফ্রান্স ও ইটালীর শ্রমিক-কৃষক যারা শান্তির জন্য সংগ্রাম করে তাদের সমর্থন এবং এরপরেও সোভিয়েত ইউনিয়নের শান্তি উদ্যমের প্রতি সমর্থন। বর্তমান কালের এই সমর্থনের বিশেষ গুণকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে আমাদের পার্টির স্বার্থ শুধুমাত্র শান্তিপ্রেমী মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধাচারণ না করাই নয় বরং অপরপক্ষে তাদের স্বার্থের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেখানে সোভিয়েত ইউনিয়ন সংশ্লিষ্ট, বিশ্ব শান্তির বিষয়ে এর স্বার্থ কখনই সমগ্র বিশ্ব শান্তির কারণের থেকে আলাদা করা যায় না।

এটা বোঝা গেল যে আমাদের পার্টি অবশ্যই তার ভ্রাতৃবং পার্টিগুলির মাধ্যমে তার কর্তব্য করে এবং তাদের ও তাদের জনসাধারণের মুক্তি সংগ্রামে ও শান্তি রক্ষার সংগ্রামে সহায়তা করে। এই হ'ল যা পার্টি করে। ১৯১৭ সালে আমাদের পার্টি ক্ষমতা দখলের পর এবং আমাদের পার্টি ধণতন্ত্রী ও জমিদারদের দাসত্ব শৃঙ্খল ত্যাগ করার জন্য প্রকৃত ব্যবস্থা গ্রহণের পর ভ্রাতৃবং পার্টির প্রতিনিধিরা আমাদের পার্টির সাহসী মনোভাব এবং সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে এর নাম দেন বিশ্বের বিপ্লবী আন্দোলন শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের 'শকব্রিগেড' (Shock Brigade)। এইভাবে তারা এই আশা ব্যক্ত করেন যে 'শকব্রিগেডের' সাফল্য ধনতন্ত্রের দাসত্ব শৃঙ্খলের নীচে মানুষের যে দুঃখদুর্দশা তা লাঘব করবে। আমি মনে করি যে আমাদের পার্টি এই আশা সম্পূর্ণ পূরণ করেছে; বিশেষত ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে,—যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মান ও জাপানের স্বেচ্ছাচারতন্ত্রকে ধ্বংস করেছিল এবং ইউরোপ ও এশিয়াবাসীকে ফ্যাসীবাদী দাসত্বের বিপদ থেকে মুক্ত করেছিল।

অবশ্য, যতদিন পর্যন্ত একমাত্র একটিই 'শকব্রিগেড' ছিল, যতদিন পর্যন্ত এটি কর্তব্য পূরণের জন্য একাকীই দাঁড়িয়েছিল, ততদিন পর্যন্ত এই সম্মানীয় কর্তব্য পূরণ করা ছিল খুবই দুঃসাধ্য কাজ। কিন্তু এসবই অতীতের বিষয়।

এখন অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখন মানচিত্রে সাধারণ গণতন্ত্রের আকারে চীন ও কোরিয়া থেকে চেকোশ্লোভাকিয়া ও হাঙ্গেরী পর্যন্ত নতুন 'শক্ বিগ্রেড' উপস্থিত হয়েছে। এখন আমাদের পার্টির পক্ষে সংগ্রাম সহজতর হয়েছে এবং কাজও পূর্বাপেক্ষা ভালোভাবে এগুচ্ছে।

যে সমস্ত কম্যুনিস্ট, গণতান্ত্রিক অথবা শ্রমিক ও কৃষক পার্টিগুলি আজও ক্ষমতায় আসেনি এবং যারা বুর্জোয়া শাসনতন্ত্রের কঠিন জোয়ালের নীচে তাদের কাজ করে যায় সেই সমস্ত পার্টিগুলির প্রতি অবশ্যই বিশেষ নজর দিতে হবে। অবশ্য তাদের কাজ বেশ কঠিনতর। কিন্তু তাদের কাজ তেমন কঠিন নয় যেমন ছিল জারের আমলে আমাদের রাশিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে, কেননা সে সময় ক্ষুদ্রতম অগ্রসরমান পদক্ষেপকেই জঘন্য অপরাধ বলে ঘোষণা করা হত। রাশিয়ার কম্যুনিস্টরা কখনই বিচলিত হয় নি, অসুবিধা দেখে পিছিয়ে আসেনি এবং এরই ফলে অবশেষে জয়লাভ করেছিল। এই সমস্ত পার্টিগুলির ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটবে।

কেন এই সমস্ত পার্টিগুলির কাজ তেমন কঠিনতর নয় যতটা কঠিন জারতন্ত্রের আমলে রাশিয়ার কম্যুনিস্টদের ছিল?

কারণ, প্রথমত, তাদের সামনে আছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সংগ্রাম ও সংগ্রামের সাফল্যের নজির। ফলত তারা এই সমস্ত দেশগুলির ভুল এবং সাফল্য থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং এইভাবে তাদের কাজকে সহজতর করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, বুর্জোয়ারা, যারা মুক্তি আন্দোলনের চরম শত্রু তারা নিজেরাই বদলে গিয়েছে, অবশ্যম্ভাবীরূপে পরিবর্তিত হয়েছে; আরো বেশী প্রতিক্রিয়াশীল হয়েছে; জনসাধারণের সহায়তা হারিয়ে ফেলেছে এবং এইভাবে নিজেদের দুর্বল করে ফেলেছে। সুতরাং এটা সহজেই বোধগম্য যে এই অবস্থায় বিপ্লবী ও গণতান্ত্রিক পার্টিগুলির কাজ সহজতর হয়ে এসেছে।

অতীতে বুর্জোয়ারা নিজেদের উদার হিশেবে উপস্থাপিত করেছিল। তারা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক মুক্তির সপক্ষে থেকে জনসাধারণের জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এখন উদারনীতির কোন শেষতম চিহ্নও নেই। এখন আর 'ব্যক্তিত্বের মুক্তি' বলে কোন জিনিস নেই। শুধুমাত্র ব্যক্তি অধিকারকেই তারা আজ স্বীকার করে। অর্থাৎ পুঁজির মালিকানা; বাদবাকি সমস্ত নাগরিকই কাঁচামাল হিশেবে পর্যবসিত যা শুধু শোষণ করার জন্যই। জনসাধারণ ও জাতির জন্য সম অধিকারের নীতি আজ ধুলায় পদদলিত। এই নীতির জায়গা দখল করেছে শোষণকারী সংখ্যা লঘুদের পূর্ণ অধিকার এবং শোষিত সংখ্যাগুরু নাগরিকদের অধিকারহীনতা। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক মুক্তির পতাকা জাহাজ থেকে জলে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। আমি মনে করি যে আপনারা, কম্যুনিস্ট ও গণতান্ত্রিক পার্টিগুলির প্রতিনিধিরা নিশ্চয়ই এই পতাকা তুলে নেবেন এবং একে এগিয়ে নিয়ে যাবেন যদি আপনারা বৃহত্তর জনসাধারণের মঙ্গল চান। একে তুলে ধরবার আর কেউই নেই।

আগে বুর্জোয়ারা জাতির নেতা হিশেবে জাতির অধিকার এবং স্বাধীনতার পক্ষে ছিল এবং একে 'সবার উপরে' স্থান দিয়েছিল। এখন সেই জাতি সম্বন্ধীয় নীতির কোন চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। এখন বুর্জোয়ারা ডলারের জন্য তাদের জাতির অধিকার ও স্বাধীনতা বিক্রি করে দেয়। জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের পতাকা আজ পরিত্যক্ত হয়েছে। নিঃসন্দেহে আপনারা কম্যুনিস্ট পার্টি ও গণতান্ত্রিক পার্টির প্রতিনিধিরা অবশ্যই এই পতাকা বহন করে এগিয়ে যাবেন, যদি আপনারা নিজেদের দেশের প্রকৃত দেশপ্রেমিক হতে চান, যদি আপনারা জাতির নেতৃত্ব লাভের ক্ষমতা চান। এই পতাকাকে তুলে ধরবার আর কেউই নেই।

এই হল বিষয়সমূহ যেভাবে বর্তমানে আছে, এটা বোঝা গেল যে এই সমস্ত অবস্থাগুলি অবশ্যই যেসব কম্যুনিস্ট ও গণতান্ত্রিক পার্টিগুলি আজও ক্ষমতায় আসেনি তাদের কাজ সহজ করবে।

ফলত ধনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার দেশগুলিতে ভ্রাতৃবং পার্টিগুলির সাফল্য ও বিজয়ের প্রত্যেকটি ভিত্তিভূমিই রয়েছে।

আমাদের ভ্রাতৃবং পার্টিগুলি দীর্ঘজীবী হোক।

ভ্রাতৃবং পার্টিগুলির নেতৃবৃন্দের স্বাস্থ্য ও জীবন দীর্ঘ হোক।

মানুষের মধ্যে শান্তি দীর্ঘজীবী হোক।

যুদ্ধবাজরা নিপাত যাক।

[প্রত্যেকেই উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। ঝড়ের মতো দীর্ঘক্ষণের হাততালি ঢেউ-এর মত ছড়িয়ে পড়েছিল। শ্লোগান উঠেছিল "কমরেড স্তালিন দীর্ঘজীবী হোন", "বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের মহান নেতা কমরেড স্তালিন দীর্ঘজীবী হোন", "মহান স্তালিন", "মানুষের মধ্যে শান্তি দীর্ঘজীবী হোক"।]

অনুবাদ ☐ উমাপদ কর

রৌরব

কিছু বিশেষ সংখ্যা

রৌরব : বারোবছর ☐ ত্রিশ টাকা

১৯৮৮ সালে রৌরবের বারো বছর পূর্ণ হয়। বারো বছরের যাবতীয় সংখ্যা থেকে উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি চয়ন করে প্রকাশিত হয় এই সংকলনটি।

আলবেরুনিয়া : এক ☐ নিঃশেষিত

আলবেরুনিয়া : দুই ☐ ত্রিশ টাকা

....

বিশেষ সংখ্যা ॥ যোশেফ স্তালিন

যেখানে যেখানে পাবেন

সাধন দাশ : বিধান সরণী ব্রাঞ্চ (ইউ বি আই) কলকাতা ॥ রূপা বৈরাগী : ১২ সি সাউথ সিঁথি রোড, এল আই সি কম্পাউণ্ড কলকাতা—৫০ ॥ উমাপদ কর : হেলনা শুশুনিয়া ব্রাঞ্চ, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, বাঁকুড়া ॥ মুক্তি চক্রবর্তী জওহরলাল নেহরু রোড ব্রাঞ্চ (ইউ বি আই) ফিরপো মার্কেটের উপরে, কলকাতা এবং ২ রেলওয়ে স্টেশন রোড, রহড়া, উত্তর ২৪ পরগণা ॥ সুব্রত সমাদ্দার ১/২২ নেতাজী নগর, রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা—৯২ ॥ অমিতাভ চক্রবর্তী, ৬৫, লেক ইস্ট সিক্সথ রোড, কলকাতা—৭৫ ॥ চক্রধর ভট্টাচার্য, সি এম ডি এ (৪র্থ তল) ২ রীপন স্ট্রীট, কলকাতা—১৬ এ-ছাড়া কলেজস্ট্রীট পাড়ার কয়েকটি স্টলে।

....

যাঁদের অকৃপণ বন্ধুতা ছাড়া বিশেষ সংখ্যা : যোশেফ স্তালিন অসম্ভব ছিলো

বিজয় সিং সুনীল সেন বনবিহারী চক্রবর্তী মনি গুহ সমীর রায় এবং আমাদের অসংখ্য বন্ধুরা।

এইচ, এম, টি ট্র্যাক্টর সব কাজের জন্যই অদ্বিতীয়

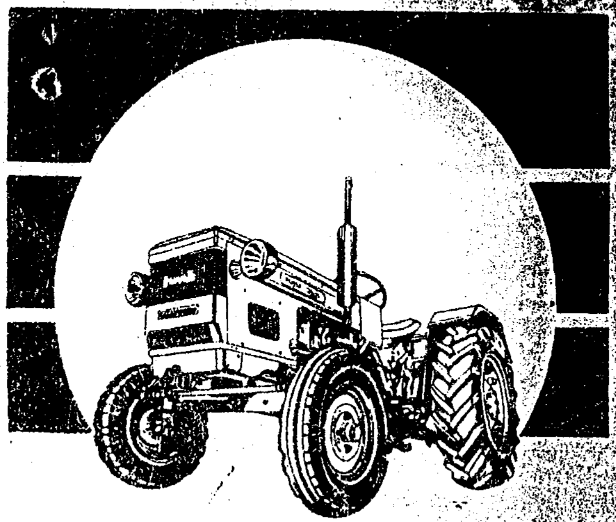

ঃ মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার একমাত্র পরিবেশ

কৃষি প্রগ

চোঁয়াপুর ॥ বহরম

মুর্শিদাবাদ ॥ পশ্চি

PUBLISHER □ EDITOR □ PRINTER □ SUBHA CHATTAPADHYAY
Press : Rourab Printing Press and Publication, 24/3 Sahid Surya Sen Road, Berhampore-742101, Murshidabad, W. B